শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামি
প্রণীত।

শ্রীজগন্মোহনদাসবিরচিত
বৈষ্ণবপ্রিয়া টীকাসহিত
শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত
প্রতি পয়ার ও শ্লোকের বঙ্গানুবাদ
সম্বলিত।

দ্বিতীয়সংস্করণ।
শ্রীরামদেব মিশ্র
প্রকাশিত।

মুর্শিদাবাদ;
বহরমপুর—"রাধারমণযন্ত্রে"
শ্রীব্রজনাথমিশ্র প্রিণ্টারদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২২। শ্রাবণ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

॥ ০ ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥ ০ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

—— •:*:• ——

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ১ ॥

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি। গৌড়োদয়ে গৌড় এব উদয় উদয়াচলস্তস্মিন্ সহ একদা উদিতৌ উদয়ং প্রাপ্তৌ কিম্ভূতৌ পুষ্পবন্তৌ। একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরা-বিত্যত্র তু ন গৌণী বৃত্তিঃ। কোটিচন্দ্রসূর্য্যসমপ্রভা ইতি দর্শনাৎ। অতএব চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ শং কল্যাণং দত্তো যৌ তৌ শন্দৌ। পুনঃ কিম্ভূতৌ তমোনুদৌ নুদ খণ্ডনে অর্থাৎ অজ্ঞানতমোনাশকৌ তাবহং বন্দে ইতি ॥ ১ ॥

যস্য প্রসাদাদিতি। যস্য প্রসাদাৎ অজ্ঞঃ সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ প্রাপ্নুয়াৎ। স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবো মে মম সম্বন্ধে সংপ্রসীদতু সম্যক্ প্রসন্নো ভবতু ইতি ॥ ২ ॥

গৌড়দেশরূপ উদয়পর্ব্বতে এককালীন দিবাকর নিশাকরস্বরূপ, অতএব আশ্চর্য্যরূপে উদিত, কল্যাণদাতা এবং অজ্ঞান তমোনাশক শ্রী-কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসন্নতায় অজ্ঞ ব্যক্তিও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-দেব ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীনবন্ধু। জয় জয় শচীসুত জয় কৃপাসিন্ধু॥ জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। জয় শ্রীবাসাদি জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ ৩॥ পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ। যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল। যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল॥ ৪॥ এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ। প্রভুর অসংখ্য লীলা না যায় বর্ণন॥ ৫॥ তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন। চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিল বর্ণন॥ সেই ভাগের ইহা সূত্রমাত্র যে লিখিব। ইহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥ ৬॥ চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন। তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥ ৭॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, দীনবন্ধু জয়যুক্ত হউন, শচী-সুতের জয় হউক জয় হউক, কৃপাসিন্ধু জয়যুক্ত হউন, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক জয় হউক, শ্রীবাসাদি জয়যুক্ত হউন, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক॥ ৩॥

আমি পূর্ব্বে যে আদিলীলার সূত্র সকল বর্ণন করিয়াছি, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহার সূত্রমাত্র বর্ণন করিলাম। যে কিছু তাঁহার শেষ, তাহা সূত্রমধ্যেই বলা হই-য়াছে॥ ৪॥

এক্ষণে শেষলীলার সূত্র সকল কহিতেছি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসংখ্য লীলা সমুদায় বর্ণন করা দুঃসাধ্য॥ ৫॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর স্বচরিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (শ্রীচৈতন্যভাগবতে) শ্রীচৈতন্যলীলার মধ্যে যে ভাগ বিস্তাররূপে বর্ণ করিয়াছেন, আমি এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সেই ভাগের সূত্রমাত্র লিখিব, কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা বিশেষ হইবে, তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব॥ ৬॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর শ্রীচৈতন্যলীলায় ব্যাসস্বরূপ, তাঁহার অনুমতি-ক্রমে তদীয় উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ করিতেছি॥ ৭॥

ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ। শেষলীলার সূত্র কিছু করিয়ে বর্ণন ॥ ৮ ॥ চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান। তাঁহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম ॥ ৯ ॥ চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস। তার শুক্ল-পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥ সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান। তাঁহা যে যে লীলা তার শেষলীলা নাম ॥ শেষলীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়। লীলাভেদে বৈষ্ণবগণ নামভেদ কয় ॥ ১১ ॥ তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন। তাঁহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম। তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥ ১২ ॥ আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর। এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে

ভক্তিপূর্ব্বক উহাঁর চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ শেষলীলার সূত্র বর্ণন করি ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর গৃহে থাকিয়া যে লীলা করিয়াছেন, তাহার নাম আদিলীলা ॥ ৯ ॥

চব্বিশ বৎসরের শেষে যে মাঘমাস তাহার শুক্লপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন ॥ ১০ ॥

সন্ন্যাস করিয়া ইহাঁর যে চব্বিশ বৎসর অবস্থান, তৎকালীন যে যে লীলা করেন, তাহার নাম শেষলীলা। শেষলীলার অন্ত্য ও মধ্য এই দুইটী নাম হয়, বৈষ্ণবগণ লীলাভেদে ইহার দুই নামভেদ করেন ॥ ১১ ॥

এই শেষলীলার মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ ও বৃন্দাবনপ্রভৃতি [illegible] ইহার মধ্যে যে সকল লীলা হয়, তাহার নাম মধ্যলীলা, তৎপর দ্বাদশ বৎসর যে সকল লীলা করেন, তাহার নাম অন্ত্যলীলা ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি, মধ্য ও অন্ত্য ভেদে লীলা তিন প্রকার হয়,

বিস্তার ॥ ১৩ ॥ অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি। আপনে আচরি লোকে শিখাইল ভক্তি ॥ ১৪ ॥ তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে। প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য গীত-রঙ্গে ॥ ১৫ ॥ নিত্যানন্দ প্রভুরে পাঠাইল গৌড়দেশে। তিঁহ গৌড়দেশে ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ১৬ ॥ সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম। প্রভু আজ্ঞায় প্রেম কৈল যাঁহা তাঁহা দান ॥ ১৭ ॥ তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার। চৈতন্যের ভক্তি যেঁহ লওয়াইলা সংসার ॥ ১৮ ॥ চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই। তেঁহ কহে মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥ ১৯ ॥ যদ্যপি আপনে হয়েন প্রভু বলরাম। তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান ॥ ২০ ॥ চৈতন্য সেব

এক্ষণে মধ্যলীলার কিঞ্চিৎ বিস্তার করিতেছি ॥ ১৩ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করেন, এই কালে তিনি স্বয়ং ভক্তি আচরণ করিয়া লোকসকলকে ভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন ॥ ১৪ ॥

শেষ দ্বাদশ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নৃত্যগীত রঙ্গে প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তিত করেন ॥ ১৫ ॥

তৎকালীন নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন, তিনি আসিয়া প্রেমরসে গৌড়দেশকে ভাসাইয়া দেন ॥ ১৬ ॥

স্বভাবতই শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাতিশয়ে উন্মত্তস্বরূপ, তিনি মহাপ্রভুর আজ্ঞায় যথা তথা প্রেম বিতরণ করেন ॥ ১৭ ॥

আমি ঐ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি, উনিই সংসারস্থ সমস্তলোককে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি গ্রহণ করাইয়াছেন ॥১৮॥

শ্রীচৈতন্যগোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বড় ভ্রাতা বলিতেন, তিনিও শ্রীচৈতন্যদেবকে আপনার প্রভু কহিতেন ॥ ১৯ ॥

যদিচ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং বলদেব হয়েন, তথাপি শ্রীচৈতন্য-

চৈতন্য গাহ লহ চৈতন্যনাম। চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ ২১ ॥ এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল। দীন হীন নিন্দকাদি সব নিস্তারিল ॥ ২২ ॥ তবে ব্রজে পাঠাইল রূপসনাতন। প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ২৩ ॥ ভক্তি প্রকাশিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রচারিল। মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশিল ॥ ২৪ ॥ নানা শাস্ত্র আনি ভক্তিগ্রন্থ কৈলসার। মূঢ়াধম জনের যে করিল নিস্তার ॥ ২৫ ॥ প্রভু আজ্ঞায় কৈল রসশাস্ত্রের বিচার। ব্রজের নিগূঢ়রস করিলা প্রচার ॥ হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত। দশমটিপ্পনী আর দশমচরিত ॥ এই

দেবের আমি দাস এই অভিমান করিতেন ॥ ২০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কহিতেন, চৈতন্য সেবা কর, চৈতন্য নাম গান কর এবং চৈতন্যনাম গ্রহণ কর, যে ব্যক্তি চৈতন্যচন্দ্রে ভক্তি করে, সেই ব্যক্তি আমার প্রাণস্বরূপ ॥ ২১ ॥

প্রভুবর নিত্যানন্দ এইরূপে চৈতন্যভক্তি গ্রহণ করাইয়া দীনহীন নিন্দকগণকে নিস্তার করিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই দুইজনকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, ইহাঁরা প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে আগমন করেন ॥২৩

এবং দুইজনে বৃন্দাবনে ভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক তীর্থসকল প্রচার এবং শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দের সেবা প্রকাশ করেন ॥ ২৪ ॥

(আহা ! ইহাদের কি আশ্চর্য্য মহিমা) ইহাঁরা নানাশস্ত্র আনয়নপূর্ব্বক ভক্তিগ্রন্থ সার করত মূঢ় ও অধম জন সকলকে নিস্তার করিলেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর প্রভুর আজ্ঞায় রসশাস্ত্র বিচার করিয়া ব্রজের নিগূঢ় রস প্রচার করেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাস, ভাগবতামৃত, দশমটিপ্পনী ও

সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন। রূপ গোসাঞি কৈল যত কে করে গণন॥ প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন॥ ২৭॥

রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব। উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব॥ দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী। অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী॥ গোবিন্দবিরুদাবলী তাহার লক্ষণ। মথুরামাহাত্ম্য আর নাটকলক্ষণ॥ লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন। সর্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন॥ ২৮॥ তাঁর ভ্রাতৃপুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি। যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাঞি॥ ২৯॥ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার। ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইল পার॥ ৩০॥ গোপালচম্পু নাম তার গ্রন্থ

দশমচরিত ইত্যাদি গ্রন্থ সকল প্রকাশ করেন। আর শ্রীরূপগোস্বামী যে কত গ্রন্থ করেন, তাহার সংখ্যা নাই, যাহা হউক তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রধান প্রধান গ্রন্থের গণনা করি, তিনি ব্রজবিলাস বিষয়কে লক্ষগ্রন্থ বর্ণন করেন॥ ২৭॥

গ্রন্থ সকলের নাম যথা—রসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, বহু স্তবাবলী, অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ, পদ্যাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী তথা তাহার লক্ষণ, মথুরামাহাত্ম্য, নাটকলক্ষণ (নাটকচন্দ্রিকা) ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যে তাহার গণনা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থের সর্বস্থলে ব্রজবিলাস বর্ণন করিয়াছেন॥ ২৮॥

অপর উহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী যত গ্রন্থ করিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই॥ ২৯॥

তন্মধ্যে শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামক গ্রন্থ অতি বিস্তৃত, ইহাতে তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন॥ ৩০॥

মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥ ৩১ ॥ প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ। প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি-গমন ॥ ৩২ ॥ রথ-যাত্রা দেখি তাঁহা রহি চারি মাস। প্রভুসঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস ॥ ৩৩ ॥ বিদায় সময়ে প্রভু কহিলা সবারে। প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ ৩৪ ॥ প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া। গোসাঞি মিলিয়া যায় গুণ্ডিচা দেখিয়া ॥ ৩৫ ॥ চতুর্বিংশতি বর্ষ ঐছে করে গতাগতি। অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৩৬ ॥ শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রভুর অন্তর ॥৩৭

অপর তাঁহার রচিত শ্রীগোপালচম্পূ নামক যে গ্রন্থ তাহা অতি মহৎ তাহাতে ব্রজরসসমূহ বর্ণনপূর্ব্বক নিত্যলীলা স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

সে যাহা হউক, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্ত-গণ প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে গমন করেন ॥ ৩২ ॥

এবং তথায় তাঁহারা চারিমাস অবস্থিতি করত মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য গীতে উল্লাস প্রকাশ করেন ॥ ৩৩ ॥

ইঁহারা যখন বিদায় গ্রহণ করেন তৎকালীন মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা সকলে প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাদর্শনে আগমন করি-বেন ॥ ৩৪ ॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ভক্তগণ প্রতিবৎসর নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক গুণ্ডিচাদর্শন ও মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশে গমন করেন ॥ ৩৫ এইরূপ চতুর্বিংশতি বৎসর গমনাগমন করেন, পরস্পর দুই ব্যক্তিরেকে দুইয়ের অবস্থিতি হয় না ভক্ত ও মহাপ্রভুর মিলন থাকিয়াই যায় ॥৩৬ ॥

অপর সন্ন্যাসের পর যে দ্বাদশ বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নিরন্তর মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ স্ফূর্ত্তি হয় ॥ ৩৭ ॥

নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ উন্মাদে। হাঁসে কান্দে নাচে গায় পড়েন বিষাদে ॥ ৩৮ ॥ যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন। মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে হইল মিলন ॥ ৩৯ ॥ রথযাত্রা আগে যবে করেন নর্ত্তন। তাঁহা এই পদ-মাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৪০ ॥

তথাহি পদং ॥

সেই ত পরাণনাথ পাইলু।

যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলু ॥ ৪১ ॥ ধ্রু ॥

এই ধুয়া গানে নাচেন দুই ত প্রহর। কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥ ৪২ ॥ এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক। সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥

মহাপ্রভু সর্ব্বদা দিবারাত্র বিরহ উন্মাদে কখন হাসেন, কখন কাঁদেন এবং কখনও বা বিষাদান্বিত হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয়েন ॥ ৩৮ ॥

মহাপ্রভু যৎকালীন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করেন, তখন মনে ভাবেন আমি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইলাম ॥ ৩৯ ॥

আর যখন রথযাত্রার অগ্রে নর্ত্তন করেন, তথায় এই একটীমাত্র পদ গান করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

পদ যথা ॥

আমি যাঁহার জন্য কন্দর্পানলে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্রাণনাথকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৪১ ॥

মহাপ্রভু এই ধুয়া গান করিয়া দুইপ্রহর কাল নৃত্য করেন, তৎ-কালীন তাঁহার অন্তরে এই ভাবোদয় হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণকে হইয়া বৃন্দাবনে গমন করি ॥ ৪২ ॥

মহাপ্রভু এই ভাবাক্রান্ত হইয়া নৃত্যমধ্যে একটী শ্লোক পাঠ করেন সেই শ্লোকের অর্থ অন্য কোন লোক বুঝিতে পারে নাই ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে ৪ অঙ্ক-
ধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং ৩৮৬ শ্লোকে
কস্যাশ্চিৎ নায়িকায়া বচনং ॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

এবং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতসমুচিতানুনয়া বিরহোল্লাঘাপি শ্রীরাধা ব্রজং বিনা তেন সহ সঙ্গমে ঽপি তাদৃশসুখাভাবং সূচয়ন্তী ঝটিতি শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং প্রার্থয়মানা স্বস্যাভিপ্রায়সাধকং অন্যোদিতং পদ্যং শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে স্বসখীং প্রতি যদাহ তৎ কস্যাচিৎ পদ্যোনানুবর্ণয়তি য ইতি। মম যঃ কৌমারং যৌবনরাজ্যং হরতীতি স এব হি চিশ্চিতং ময়া বরো বৃত এব নান্যঃ। সা কৌমারাবস্থা চাহমস্মি সুরতলীলায়াঃ কালাদিবৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যান্তরং সূচয়ন্ত্যাহ তা জ্যোৎস্নাবত্যশ্চৈত্রস্য ক্ষপা রাত্রয়ঃ তথা উন্মীলিতানাং প্রফুল্লিতানাং সুরভয়ঃ সুগন্ধাস্তে চ তথা তে চ প্রৌঢ়াঃ কদম্বপুষ্পসম্বন্ধিনো বায়বঃ বিদ্যন্তে ইতি সর্বত্রাধ্যাহারঃ। তদেতৎ কালস্থানাং স্বরূপত ঐক্যাসম্ভবাদভেদতাৎপর্য্যেণ তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ। যদ্যেবং পাত্রকাল-বৈশিষ্ট্যমস্তি তথাপি দেশবৈশিষ্ট্যাভাবেন তাদৃশসুখোদয়াভাবাদাহ তত্র রেবানাম্নী নদী

যথা কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে ৪ অঙ্ক ধৃত
এবং পদ্যাবলীধৃত ৩৮৬ শ্লোকে ॥
কুরুক্ষেত্রে সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি ॥

শ্রীকৃষ্ণকৃত সমুচিত অনুনয়ে বিরহ পীড়ার উপশম হইলেও শ্রীরাধা ব্রজ ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম হইলেও তাদৃশ সুখের অভাব সূচনা-পূর্ব্বক শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন প্রার্থনাকরত স্বীয় অভিপ্রায় সাধক অন্য কথিত পদ্য শ্রীকৃষ্ণাগ্রে আপনার সখীর প্রতি কহিতেছেন যথা—

হে সখি! যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিই আমার বর, সেই সকল চৈত্রমাসের রাত্রি, সেই সকল বিকসিত মালতীর গন্ধ, সেই সকল বিকসিত কদম্ববনহসম্বন্ধীয় বায়ু এবং আমিও

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে। ইতি ॥ ৪৩ ॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ। দৈবে সে বৎসর তাহা গিয়াছেন রূপ ॥ ৪৪ ॥ প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ-গোসাঞি। সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥ ৪৫ ॥ শ্লোক করি এক তাল-পত্রেতে লিখিয়া। আপনার বাসাচালে রাখিল গুঁজিয়া ॥ ৪৬ ॥ শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে। হেন কালে আইলা প্রভু তাহারে মিলিতে ॥ ৪৭ ॥ হরিদাসঠাকুর আর রূপসনাতন। জগন্নাথ মন্দিরে নাহি যায় তিনজন ॥ ৪৮ ॥ প্রাতে প্রভু জগন্নাথের উপল-

তস্যাস্তীরে বেতসীতরোরশোকবৃক্ষস্য তল এব যঃ সুরতব্যাপারস্তস্য লীলায়াঃ ক্রীড়ায়া বিধিবিধানং তস্মিন্ মম চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে সমাগুৎকণ্ঠাং প্রাপ্নোতি। রেবারোধসীত্যত্র যমুনাকূলে ইতি শ্রীরাধায়া অভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩—৬০ ॥

সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে অশোক তরুতলে সে সুরত ব্যাপার হইয়াছিল তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কেবল একমাত্র স্বরূপগোস্বামী অবগত আছেন, দৈবক্রমে ঐ বৎসর শ্রীরূপগোস্বামী নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

মহাপ্রভুর মুখে শ্রীরূপগোস্বামী ঐ শ্লোক শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে ঐ শ্লোকের অর্থানুরূপ আর একটী শ্লোক রচনা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

কিন্তু শ্লোকটি একটা তালপত্রে লিখিয়া আপনার বাসার চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

পরন্তু, রূপগোস্বামী যখন শ্লোক রাখিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে যান, এমন সময় মহাপ্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আগমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

(১) হরিদাসঠাকুর, শ্রীরূপ ও সনাতন এই তিন জন জগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিতেন না ॥ ৪৮ ॥

(১) হরিদাস যবন গৃহে উৎপন্ন বা পালিত, রূপ ও সনাতন ব্রাহ্মণ হইলেও গৌড়পতি সংসার সংসর্গে নিজেকে হীন বোধ করিতেন। ইহাই শ্রীমন্দিরে না যাইবার হেতু।

ভোগ দেখিয়া। নিজগৃহে যান প্রভু এ তিনে মিলিয়া॥ ৪৯॥ এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন। তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম॥ ৫০॥ দৈবে প্রভু আসি যবে উর্দ্ধেতে চাহিলা। চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা॥ ৫১॥ শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হৈঞা। রূপগোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ ৫২॥ উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥ গোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে। মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে॥ ৫৪॥ এত বলি তারে বহু প্রসাদ করিঞা। স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লৈঞা॥ ৫৫॥ স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ (প্রাতর্ভোগ) দর্শনপূর্ব্বক এই তিন জনের সঙ্গে মিলিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিতেন॥ ৪৯॥

এই তিন জনের মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিতেন, মহাপ্রভুর এই নিয়ম ছিল যে, তিনি আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন॥৫০॥

অকস্মাৎ মহাপ্রভু আসিয়া যখন ঊর্দ্ধদিকে চালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোকটী প্রাপ্ত হইলেন॥৫১

শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু যখন ভাবাবিষ্টচিত্তে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে শ্রীরূপগোস্বামী আসিয়া তদীয় চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন॥ ৫২॥

অনন্তর মহাপ্রভু গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রূপগোস্বামিকে এক চাপড় মারিলেন এবং ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া কিছু কহিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥

মহাপ্রভু কহিলেন, রূপ। আমার অভিপ্রায় কেহই অবগত নহে, তুই আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলি। ॥৫৪॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু রূপের প্রতি সদয় হওত ঐ শ্লোকটী লইয়া গিয়া স্বরূপগোস্বামিকে দেখিতে দিলেন॥ ৫৫॥

মোর মনের কথা রূপ জানিলে কেমতে ॥ ৫৬॥ স্বরূপ কহিল যাতে জানিল তোমার মন। তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥ ৫৭॥ গোসাঞি কহে আমি তারে সন্তুষ্ট হইঞা। আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিঞা॥ ৫৮॥ যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস বিবেচনে। তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে॥ ৫৯॥ এই সব কথা আগে কহিব বিস্তারিয়া। সঙ্ক্ষেপে উদ্দেশ কহি প্রস্তাব পাইয়া॥ ৬০॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোহয়ং শ্লোকঃ॥

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-

কেনচিৎ কৃতং সামান্যবিষয়কং পদ্যং স্বাভিপ্রেতসিদ্ধার্থমুদাহৃত্য কষ্টার্থকল্পনবিষয়ত্বাৎ

এবং বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্বরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন, রূপ আমার মনের কথা কি প্রকারে জানিতে পারিল!॥ ৫৬॥

স্বরূপগোস্বামী কহিলেন, রূপ যাহাতে আপনার মন জানিতে পারিয়াছেন, ইহাতে জানিলাম, তিনি আপনার কৃপাপাত্র হইয়াছেন ॥৫৭॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যখন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, তখনই তাহার প্রতি আমার সর্ব্বপ্রকার শক্তি সঞ্চার করা হইয়াছে॥ ৫৮॥

রূপ গূঢ়রস বিবেচনে যোগ্যপাত্র হয়, তুমি তাহাকে কহিও, সে যেন গূঢ়রস আখ্যান করে॥ ৫৯॥

এই সকল বিষয় অগ্রে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব, এ স্থলে প্রস্তাব পাইয়া সঙ্ক্ষেপে কিছু বর্ণন করিলাম॥ ৬০॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক পদ্যাবলীধৃত ৩৮৬ শ্লোক যথা॥

কোন ব্যক্তির কৃত সামান্যবিষয়ক শ্লোক স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধির

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৬১ ॥

এই শ্লোকের সঙ্ক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ। জগন্নাথ দেখিয়া যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন। যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥ রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন। কাঁহা গোপবেশ

তত্রতুষ্যান্ সমাহর্ত্তা তমেবার্থং বর্ণয়তি প্রিয় ইতি। সা রাধাহং কুরুক্ষেত্রমিলিতা উভয়োঃরাবয়োঃ সঙ্গমেন পরস্পরমিলনেন সুখং জাতং যদাপ্যেবং তথাপি মে মনঃ কালিন্দ্যা যমুনায়াঃ পুলিনে তটে যদ্বিপিনং বনমস্তি তস্মৈ স্পৃহয়তি। বিপিনং বিশিনষ্টি অন্তর্বিপিনস্য মধ্যে খেলন্ মধুরো যো মুরল্যাঃ পঞ্চমঃ স্বরো রাগবিশেষস্তং জোষতি সেবতে তস্মৈ। তাদৃশ মুরলীগানস্যানাত্রাসম্ভবত্বসূচনাত্তদ্বনস্যোৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। কালিন্দীপুলিনবিপিনায়েত্যুপলক্ষণং ব্রজস্থবিহারস্থানানাং জ্ঞেয়ং। মুরলীবদনঃ প্রিয়োঽয়মস্মাভিঃ সহ বৃন্দাবন এব বিহরত্বিতি ভঙ্গ্যা স্বাভিপ্রায়নিবেদনং ॥ ৬১—৬৩ ॥

নিমিত্ত উদাহরণ করিয়া কষ্টার্থ কল্পনবিষয়প্রযুক্ত তাহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া শ্রীরূপগোস্বামী পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থ বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সহচরি! সেই এই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গমসুখও সেই বটে, তথাপি বনমধ্যে খেলিত মুরলীর পঞ্চম অর্থাৎ কোকিল-স্বরতুল্য স্বরবিশিষ্ট সেই কালিন্দীপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মন স্পৃহা করিতেছে ॥ ৬১ ॥

হে ভক্তগণ! সঙ্ক্ষেপে এই শ্লোকার্থ বর্ণন করি শ্রবণ করুন, জগন্নাথ দর্শনে মহাপ্রভুর যেরূপ ভাবোদয় হইয়াছিল, শ্রীরূপগোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

যদিচ শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি এইরূপ চিন্তা করিলেন, এখন শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ, এবং হস্তি, অশ্ব ও

কাঁহা নির্জন বৃন্দাবন ॥ সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন। যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

তদুক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ে
৩৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং যথা ॥

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮২। ৩৫। এবং প্রাপ্তোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ পুনর্গৃহবাসঙ্গেন নাপযাত্বিতি তচ্চরণস্মরণং প্রার্থয়ামাসুরিত্যাহ আহুশ্চেতি। হে নলিননাভ তে পদারবিন্দং গেহং জুষাং গৃহসেবিনীনামপি মনসি সদা উদিয়াৎ আবির্ভবেৎ ॥ দশম টিপ্পন্যাং। যদ্যপি পরোক্ষবাদার দৃষ্টান্তায় বাধ্যাত্মভঙ্গ্যোক্তমপি তাদৃগর্থমনাদৃত্য তদ্বচনেনৈব তং প্রাপ্তবাং জ্ঞাত্বা পরমসন্তুষ্টা বভূবুস্তথাপি পরমৌৎসুক্যেন প্রার্থয়ামাসুরিত্যাহ আহুশ্চেতি। হে নলিননাভেতি পদ্মাকারনাভিত্বাৎ পরমসৌন্দর্যমুদ্দিষ্টং অতোঽরবিন্দরূপকেণ শ্রীপদস্য পরমমধুরত্বং তাপহরত্বাদিকং চ ধ্বনিতং। অতএব যোগো ভক্তিযোগস্তদীশ্বরৈর্বশীকৃতভক্তিযোগৈরিত্যর্থঃ। হৃদ্যেব বিশেষেণ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া ভাব্যং চিন্ত্যং। অগাধবোধৈর্জ্ঞানিভির্মুক্তৈরপি পরমপুরুষার্থতয়া ভাব্যং। কিঞ্চ সংসারেতি। এবং ভক্তমুক্তবিষয়িণাং ত্রয়াণাং সেব্যত্বেন সাধ্যত্বং সর্ব্বধনত্বং চোক্তং। সদা মনসি জুষাং ত্বৎকৃপয়া ত্বৎসেবমানানামপি নোঽস্মাকং গেহং প্রতি সকৃদপ্যুদিয়াৎ প্রকটং ভবতু। যদ্বা, প্রথমতো হে নলিননাভেতি সম্বোধ্য স্বপরিচয়বিশেষং জ্ঞাপয়িত্বা তাবতো বিরহস্যানৌচিত্যাৎ দুঃসহত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। বাক্যার্থশ্চায়ং। আস্তাং তাবদ্বিধিহতানামস্মাকং ত্বদ্দর্শনগন্ধবার্ত্তাপি হে নলিননাভ তব পদারবিন্দং ত্বদুপদেশানুসারে-

মনুষ্যের সমারোহই দেখিতেছি, গোপবেশ কই, নির্জ্জন বৃন্দাবন কই, যখন সেই ভাব সেই বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইব, তখন আমার বাঞ্ছিত বিষয় পূর্ণ হইবে ॥ ৬২ ॥

এই বিষয় দশমস্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্মশিক্ষায় গোপীগণ কহিতে লাগিলেন, অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে চিন্তনীয় ও সংসারকূপে পতিত ব্যক্তিদিগের

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৬৪ ॥
তএবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যূচুহৃ ষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ৬৫ ॥

ণাস্মাকং মনস্যুদিয়াৎ। নমু কিমিবাত্রাসম্ভাব্যং। তত্রাহুঃ। যোগেশ্বরৈরেব হৃদি বিচিন্ত্যাং নত্বস্মাভিস্ত্বংস্মরণারম্ভ এব মূর্চ্ছা গামিনী বুদ্ধিভিঃ। চরণস্যারবিন্দরূপকং তৎস্পর্শেনৈব দাহ-শান্তির্ভবতি নতু স্মরণেনেতি জ্ঞাপনায়। নমু তথা নিদিধ্যাসনমেব যোগেশ্বরাণাং সংসার-দুঃখমিব ভবতীনাং বিরহদুঃখং দূরীকৃত্য তদুদয়ং করিষ্যতাশঙ্ক্যাহুঃ। সংসারকূপপতিতা-নামেবোত্তরণাবলম্বং নত্বস্মাকং বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং। তচ্চিন্তনে দুঃখবৃদ্ধেরেবানুভূয়মানত্বাদিতি ভাবঃ। নম্বত্রৈবাগত্য মুহুর্ম্মুহুং সাক্ষাদনুভবত। তত্রাহুঃ। গেহং জুষাং পরগৃহিণীনামস্বাধী-নানামিত্যর্থঃ। যদ্বা গেহং জুষামিতি তব সঙ্গতিশ্চ ত্বৎপূর্ব্বসঙ্গমবিলাসধাম্নি তত্তদস্মৎকাম-দুঘস্বাভাবিকাস্মৎপ্রীতিনিলয়ে নিজগৃহে গোকুল এব ভবতু নতু দ্বারকাদাবিতি স্বমনোরথ-বিশেষেণ তস্মিন্নেব প্রীতিমতীনামিত্যর্থঃ। যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর ইত্যাদিবৎ। তস্মাৎ অস্মাকং মনসি ভবচ্চরণচিন্তনসামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মাগমনস্যাসামর্থ্যাদিনভিরুচেব্বা সাক্ষাদেব শ্রীবৃন্দাবন এব যদাগচ্ছতি তদৈব নিস্তার ইতি ভাবঃ। অত্র শ্রীদামাদিগোপানাং শ্রীমদুদ্ধবযানদর্শিতসিদ্ধান্তরীত্যা বিরহ এব ন জাতোঽস্তীত্যনাগমনাৎ কিন্তু গোরক্ষায়ামেব স্থিতত্বান্মিলনাদিকবর্ণনং জ্ঞেয়ং ॥ ৬৪ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮৩। ২। তৎপাদেক্ষয়া হতমংহো যেষাং তে ॥ দশমটিপ্পন্যাং। এবং ক্রমরীত্যা লোকনাথেন সর্ব্বলোকেশ্বরেণাপি পরি সর্ব্বতঃ পৃষ্টাঃ সুষ্ঠু নানোপহারা-দিনা সংকৃতাঃ। অতস্তৎপ্রসাদদর্শনেন হৃষ্টমনসঃ সন্তস্তৎপাদেক্ষয়ৈবতু হতাংহসো গত-ক্লেশাস্তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ প্রত্যূচুঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

উত্তরণের অবলম্বনরূপে পদ্মনাভের পাদপদ্মদ্বয় গৃহস্থ হইলেও আমা-দিগের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক ॥ ৬৪ ॥

তাঁহারা সকলে এইরূপ লোকনাথকর্ত্তৃক সৎকারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনে হতপাপ হওত হৃষ্টমনে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে। উদয় করয়ে যবে তবে বাঞ্ছা-পূরে॥ ভাগবত শ্লোকার্থ বিশদ করিঞা। রূপগোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥ ৬৬॥

তথাহি ললিতমাধবে ১০ অঙ্কে ৩৬ শ্লোকে
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ॥

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারং। ইতি॥ ৬৭॥

লোচনরোচন্যাঃ। তত্র মাধুরীতি। মধুরাপুর্য্যা অদূরভবেত্যর্থঃ। অদূরভবশ্চেতি চাতুরর্থিকস্তদ্ধিতঃ। সা ক্ষৌণী বৃন্দাবনভূরিতি ব্যাখ্যেয়ং। ইত্যেষা। যা তে লীলেতি। যা ক্ষৌণী তে তব লীলারসপরিমলোদ্গারিণী বন্যা বনসমূহস্তয়া পরীতা ব্যাপ্তা সতী যা ক্ষৌণী মাধুরীভির্বৃতা আবৃতা ছাদিতা সতী বিলসতি তত্র ক্ষৌণ্যাং অস্মাভিঃ সহ সংবীতঃ মিলিতঃ সন্ বদনোল্লাসিবেণুস্ত্বং বিহারং কলয় কুরু। হে চটুল। অস্মাভিঃ কথম্ভূতাভিঃ পশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ গোপীভাবেন মোহিতান্তঃকরণাভিরিতি ভাবঃ॥ ৬৭—১৪॥

শ্রীরাধা কহিলেন, কৃষ্ণ! যখন ব্রজপুরগৃহে তোমার চরণারবিন্দ উদিত হইবে, তখনই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে॥

শ্রীরূপগোস্বামী ভাগবত শ্লোকার্থ পরিস্কারপূর্ব্বক লোক সকলকে বুঝাইয়া কহিয়াছেন॥ ৬৬॥

শ্রীললিতমাধবনাটকের ১০ অঙ্কধৃত ৩৬ শ্লোক যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে কহিলে, শ্রীরাধা কহিলেন, হে সুন্দর! যে মাধুর্য্যময়ী ধন্যরূপা মথুরাভূমি তোমার লীলাস্থান সকলের সৌরভপ্রকাশকারি বনসমূহে পরিবৃতা হইয়া শোভা পাইতেছে, সেই স্থানে গোপীভাবে লুব্ধচিত্ত মাদৃশ জনের সহিত মিলিত হইয়া প্রফুল্লবদনে বেণুধারণপূর্ব্বক বিহার অঙ্গীকার কর॥ ৬৭॥

এইরূপে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ। সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাত॥ ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥ ৬৮॥ শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধবদর্শনে। উদ্ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে হয় রাত্রি দিনে॥ দ্বাদশবৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল। এই মত শেষলীলার বিধান করিল॥ ৭০॥ সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎ-

---

এইরূপে মহাপ্রভু সুভদ্রা সহিত জগন্নাথকে দর্শন করিয়া দেখিতে পাইলেন, হস্তে বংশী নাই, ব্রজে ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন কোথা প্রাপ্ত হইব, মহাপ্রভুর এই বাঞ্ছা নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ৬৮॥

উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরাধার যেরূপ উন্মাদ * হইয়াছিল, তদ্রূপ মহাপ্রভুর দিবারাত্রে উদ্ঘূর্ণা § ও প্রলাপ * হইতে লাগিল॥ ৬৯॥

মহাপ্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর ঐরূপে যাপন করেন, এই মত শেষলীলার বিধান করিলেন॥ ৭০॥

ইনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া চব্বিশ বৎসর যে যে কর্ম্ম করি-

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৪ লহরীতে ৩৯ অঙ্কধৃত উন্মাদলক্ষণ যথা॥

উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং।
প্রলাপধাবন ক্রোশ-বিপরীত-ক্রিয়াদয়ঃ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিহারাদি জনিত হৃদ্‌ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে॥

§ উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৭ অঙ্কে॥

সাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতং॥

অস্যার্থঃ। নানাপ্রকার বিসদৃশ বিবশতা চেষ্টাকেই উদ্ঘূর্ণা বলে॥

* উজ্জ্বলনীলমণির উদ্ভাস্বরপ্রকরণে ৭৭ অঙ্কে॥

ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ॥

অস্যার্থঃ। অর্থাৎ ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ॥

সভ্র কৈল যে যে কর্ম্ম। অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥ ৭১॥ উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন। মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন॥ ৭২॥ প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ। তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥ প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ। তিন দিন কৈল রাঢ় দেশেতে ভ্রমণ॥ ৭৩॥ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া। গঙ্গাতীর লইয়া আইলা যমুনা বলিয়া॥ ৭৪॥ শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহ আগমন। প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন॥ ৭৫॥ মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন। সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন॥ ৭৬॥ পথে নানা লীলা করে দেবদরশন। মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন॥ ক্ষীরচুরি কথা সাক্ষিগোপাল বিবরণ। নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড

য়াছেন, তাহা অনন্ত ও অপার, তাহার তাৎপর্য্য কেহই অবগত হইতে পারে না॥ ৭১॥

হে ভক্তগণ! আমি ঐ সকল লীলার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দর্শন করি, ইহাতে মুখ্য মুখ্য লীলার সূত্র গণনা করিতেছি॥ ৭২॥

মহাপ্রভুর প্রথম লীলার সূত্র সন্ন্যাসকরণ, তদনন্তর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা, ইহাতে প্রেমে বিহ্বল হওয়াতে বাহ্যজ্ঞান না থাকায় তিন দিবস রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন॥ ৭৩॥

নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে ভুলাইয়া যমুনা বলিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া আইসেন॥ ৭৪॥

অতঃপর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া প্রথম ভিক্ষা এবং তথায় রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন করেন॥ ৭৫॥

তৎপরে মাতা ও ভক্তগণের সহিত তথায় মিলিত হইয়া সর্ব্বসমাধানানন্তর নীলাচলে গমন করেন॥ ৭৬॥

নীলাচলে যাইবার সময় পথে সমস্ত দেবদর্শন, মাধবেন্দ্রপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন, ক্ষীরচুরির কথা, সাক্ষিগোপালের বিবরণ এবং নিত্যা-

ভঞ্জন ॥ ৭৭ ॥ ক্রোধ করি একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে। দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৭৮ ॥ সার্ব্বভৌম লৈয়া আইলা আপন ভবন। তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৭৯ ॥ নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ। পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ ॥ ৮০ ॥ তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল। আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তারে দেখাইল ॥ ৮১ ॥ তবে ত করিল প্রভু দক্ষিণ গমন। কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥ জীয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন। পথে পথে গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ৮২ ॥ গোদাবরীতীরবনে বৃন্দাবন ভ্রম। রামানন্দরায় সহ তাঁহাই মিলন ॥ ৮৩ ॥ ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন। সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ-

---

নন্দপ্রভু মহাপ্রভুর যে দণ্ড ভঙ্গ করেন ॥ ৭৭ ॥

তাহাতে মহাপ্রভু ক্রোধভরে একাকী জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়েন ॥ ৭৮ ॥

তদ্দর্শনে সার্ব্বভৌম আপনার আলয়ে আনয়ন করিলে তিন প্রহরের পর মহাপ্রভুর চেতন হয় ॥ ৭৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, ও মুকুন্দ, ইহাঁরা সকল পশ্চাৎ আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওত আনন্দ লাভ করেন ॥ ৮০ ॥

তৎকালীন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আপনার ঈশ্বরমূর্ত্তি দর্শন দেন ॥ ৮১ ॥

তাহার পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ গমন করিয়া কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেবের বিমোচন এবং জীয়ড় নৃসিংহে গিয়া নৃসিংহদেবের স্তব তথা পথে পথে গ্রামে গ্রামে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করান ॥ ৮২ ॥

গোদাবরী-তীরস্থ বনে বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম এবং সেই স্থানেই রামানন্দ রায়ের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হয় ॥ ৮৩ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু ত্রিমল্ল ও ত্রিপদী স্থান দর্শন এবং সর্ব্বত্র কৃষ্ণ

নাম প্রচারণ ॥ ৮৪ ॥ তবে ত পাষণ্ডিগণের করিল দমন। অহোবল নৃসিংহের করিল দর্শন ॥ শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর। শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ৮৫ ॥ ত্রিমল্লভট্টের গৃহে কৈল প্রভু বাস। তাঁহাই রহিলা প্রভু বর্ষা চতুর্ম্মাস ॥ ৮৬ ॥ শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরম পণ্ডিত। গোসাঞির পাণ্ডিত্য প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥ চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে। গোঙাইলা নৃত্য গীত কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে ॥ ৮৮ ॥ চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুন দক্ষিণ গমন। পরমানন্দপুরী সনে তাঁহাই মিলন ॥ ৮৯ ॥ তবে ভট্টমারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার। রামজপি বিপ্রমুখে কৃষ্ণ নাম প্রচার ॥ শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে হৈল দরশন। রামদাস বিপ্রের দুঃখ কৈল বিমোচন ॥ তত্ত্ববাদী সনে কৈল তত্ত্বের বিচার। আপনাকে হীন-

---

নামের প্রচার করেন ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর পাষণ্ডিগণের দমন, অহোবল নৃসিংহের দর্শন, কাবেরী-তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আগমন এবং তথায় শ্রীরঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমে অস্থির হয়েন ॥ ৮৫ ॥

তদনন্তর ত্রিমল্লভট্টের গৃহে মহাপ্রভু বাস করিয়া বর্ষা চারিমাস তথায় অবস্থিতি করেন ॥ ৮৬ ॥

ত্রিমল্লভট্ট শ্রীবৈষ্ণব অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায়ি বৈষ্ণব, ইনি মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্য ও প্রেমে বিস্মিত হয়েন ॥ ৮৭ ॥

মহাপ্রভু তথায় শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গে নৃত্য, গীত ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যাপন করেন ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর চতুর্ম্মাস্যের অবসানে মহাপ্রভুর পুনর্ব্বার দক্ষিণ গমন এবং পরমানন্দ পুরীর সহিত তথায় তাঁহার মিলন ॥ ৮৯ ॥

তাহার পর ভট্টমারি হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার, রামনাম জাপক ব্রাহ্মণের মুখে কৃষ্ণনাম প্রচার, শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে দর্শন, রামদাস বিপ্রের দুঃখ বিমোচন ও তত্ত্ববাদির সহিত তত্ত্ববিচার, ঐ তত্ত্ববিচারে তাহাদের

বুদ্ধি হৈল তা সবার ॥ ৯৭ ॥ অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন। পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ৯১ ॥ তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন। সেতু-বন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন ॥ তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ। মায়াসীতা নিল রাবণ তাহাতে লিখন ॥ ৯২ ॥ শুনিঞা প্রভুর হৈল আনন্দিত মন। রামদাস-বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি লৈল। রামদাস-বিপ্রে দিঞা দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ৯৩ ॥ ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুস্তক লিখিঞা। দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা ॥৯৪ পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল। ভক্তগণে মিলি স্নানযাত্রা যে দেখিল ॥১৫॥ অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন। বিরহে আলালনাথ করিলা

আপনাকে হীনবুদ্ধি হয় ॥ ৯০ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু অনন্ত, পুরুষোত্তম, জনার্দ্দন, পদ্মনাভ ও বাসুদেবের দর্শন করেন ॥ ৯১ ॥

তাহার পর মহাপ্রভু সপ্ততাল-বিমোচন, সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর দর্শন এবং তথায় কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ করেন, ঐ পুরাণে রাবণ মায়াসীতা হরণ করে, ইহাই লিখিত ছিল ॥ ৯২ ॥

তৎশ্রবণে মহাপ্রভুর চিত্ত অতিশয় আনন্দিত হয়, তৎকালে তাঁহার রামদাস-বিপ্রের কথা স্মরণ হওয়ায় কূর্ম্মপুরাণের সেই পুরাতন পত্রটী লইয়া রামদাস-বিপ্রকে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার দুঃখ খণ্ডন করেন ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত এই দুই খানি পুস্তক দেখিয়া উত্তম জ্ঞানে ঐ দুই খানি পুস্তক লইয়া আগমন করেন ॥ ৯৪ ॥

মহাপ্রভু পুনরায় নীলাচলে আগমন করত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করেন ॥ ৯৫ ॥

তদনন্তর চিত্রিতকরণরূপ অঙ্গসেবায় শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের অনবসরে দর্শন প্রাপ্ত না হওয়ায় বিরহ জন্য আলালনাথে গমন করেন ॥ ৯৬ ॥

গমন ॥ ৯৬ ॥ ভক্তসঙ্গে দিন কত তাঁহাই রহিলা। গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইলা ॥ ৯৭ ॥ নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া। নীলাচল আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥ ৯৮ ॥ বিরহে বিহ্বল প্রভু না জানে রাত্রি দিনে। হেনকালে গৌড় হৈতে আইলা ভক্তগণে ॥ ৯৯ ॥ সবে যুক্তি করি তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল। কীর্ত্তন আবেশে প্রভু কিছু স্থির হৈল ॥ ১০০ ॥ পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা। নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১০১ ॥ রাজ আজ্ঞা লৈয়া তিঁহ আইলা কত দিনে। রাত্রি দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে ॥ ১০২ ॥ কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্ন-

---

ভক্তসঙ্গে কতিপয় দিবস তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন, এই সমাচার তাঁহার কর্ণগোচর হয় ॥ ৯৭ ॥

তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দ ও সার্ব্বভৌম তথায় যাইয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে মহাপ্রভুকে নীলাচলে লইয়া আইসেন ॥ ৯৮ ॥

যৎকালে মহাপ্রভু বিরহ বিহ্বল হইয়াছিধলন, তাঁহার দিবারাত্র জ্ঞান ছিল না, এমন সময়ে গৌড় হইতে ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হয়েন ॥৯৯

তাঁহারা মহাপ্রভুকে তদবস্থ দর্শন করিয়া সকলে যুক্তি করত সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করায় কীর্ত্তন আবেশে মহাপ্রভু কিছু স্থির হয়েন ॥ ১০০ ॥

পূর্ব্বে যখন মহাপ্রভু রামানন্দের সহিত মিলিত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহাকে নীলাচলে আসিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ॥ ১০১ ॥

কিছু দিন পরে রামানন্দ রাজ আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে আসিলে মহাপ্রভু তাঁহার সহিত দিবারাত্র কৃষ্ণকথার আলাপন করেন ॥ ১০২ ॥

ঐ সময় কাশীমিশ্রের প্রতি কৃপা, প্রদ্যুম্নমিশ্রাদির সহিত মিলন,

মিশ্রাদি মিলন। পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন॥ দামোদরস্বরূপ মিলন পরম-আনন্দ। শিখিমাহিতী মিলন রায় ভবানন্দ॥ ১০৩॥ গৌড়-দেশ হৈতে সব বৈষ্ণবাগমন। কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥১০৪॥ নরহরি মুকুন্দাদি যত খণ্ডবাসী। শিবানন্দসেন সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥ ১০৫॥স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর সঙ্গে ভক্তগণ। সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচামার্জন॥ ১০৬॥ সবার সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন। রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন॥১০৭॥ প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে। গৌড়িয়া ভক্তেরে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে॥ প্রত্যব্দ আসিবে রথ-যাত্রা দরশনে। এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥ ১০৮॥ সার্ব্বভৌম

পরমানন্দপুরী, গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের আগমন তথা স্বরূপ দামোদর, শিখিমাহিতী ও রায় ভবানন্দের সহিত পরমানন্দে মিলন॥ ১০৩॥

তৎপরে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণব সকলের আগমন এবং কুলীনগ্রাম-বাসির সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়॥ ১০৪॥

নরহরি ও মুকুন্দাদি যত খণ্ডবাসী ভক্তগণ, তাঁহারা সকল শিবানন্দ সেনকে সঙ্গে করত আসিয়া মিলিত হয়েন॥ ১০৫॥

অনন্তর মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত গুণ্ডিচাগৃহ মার্জন করেন॥ ১০৬॥

তৎপরে ভক্ত সকলের সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন ও রথাগ্রে নৃত্য করিয়া উদ্যান গমন করেন॥ ১০৭॥

এবং ঐ স্থানে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিয়া গৌড়িয়া ভক্তদিগকে বিদায়ের দিনে আজ্ঞা করেন যে, তোমরা প্রতি বৎসর রথযাত্রা দর্শনে আগমন করিবা, এই ছলে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে মিলনেচ্ছা প্রকাশ করেন॥ ১০৮॥

গৃহে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী। ষাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী ॥ ২০৯ ॥ বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন। প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ১১০ ॥ আনন্দে সবারে লিঞা দেন বাসস্থান। শিবানন্দসেন করে সবার পালন ॥ ১১১ ॥ শিবানন্দ সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্। প্রভুর চরণ দেখি হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥ ১১২ ॥ পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের কাশীকে গমন ॥ ২১৩ ॥ প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া। জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইঞা ॥ সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জন। রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১১৪ ॥ উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস। প্রভুর অভি-

---

তদনন্তর সার্ব্বভৌমগৃহে মহাপ্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী, এই ভিক্ষায় যাঠীর মাতা যাঠীকে বিধবা হইতে কহেন ॥ ১০৯ ॥

তৎপরে বৎসরান্তে অদ্বৈতাদি ভক্তগণের আগমন এবং তাঁহারা মহাপ্রভুকে সন্দর্শন করিতে গমন করেন ॥ ১১০ ॥

মহাপ্রভু ঐ ভক্তগণকে লইয়া বাস স্থান দেন এবং শিবানন্দসেন ঐ সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন ॥ ১১১ ॥

শিবানন্দের সঙ্গে একটী ভাগ্যবান্ কুক্কুর আসিয়াছিল, কিন্তু সে প্রভুর চরণ সন্দর্শন করিয়াই লোকান্তরিত হয় ॥ ১১২ ॥

অনন্তর পথেমধ্যে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে সকলের মিলন এবং সার্ব্বভৌমভট্টাচার্যের কাশীযাত্রা বর্ণন ॥ ১১৩ ॥

তৎপরে বৈষ্ণব সকল আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েন, মহাপ্রভু ঐ সকল বৈষ্ণবদিগকে লইয়া জলক্রীড়া, গুণ্ডিচামার্জন এবং রথযাত্রা দর্শনে নৃত্য করেন ॥ ১১৪ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভুর উপবনে বিবিধ বিলাস এবং বিপ্রবর কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর অভিষেক করেন ॥ ১১৫ ॥

ষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১১৫ ॥ গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জল-কেলি। হোরা পঞ্চমীতে দেখে লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা। দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা ॥ ১১৬ ॥ গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়। সঙ্গের ভক্ত লঞা করেন কীর্ত্তন সদায় ॥ ১১৭ ॥ বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন। প্রতাপ-রুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ পুরীগোসাঞি সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান প্রসঙ্গ। রামানন্দরায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা। গোসাঞি দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা ॥ ১১৮ ॥ পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম। লোকভয়ে রাত্রিতে আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥ ১১৯ ॥ কুলিয়াগ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ॥ কোটি কোটি লোক আসি কৈলা দরশন ॥ ১২০ ॥ কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে

অতঃপর গুণ্ডিচাতে নৃত্য করিয়া পরিশেষে জলকেলি, হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীদেবীর ক্রীড়া দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রায় গোপবেশধারণ এবং দধিভার লইয়া লগুড় ফিরাণ প্রভৃতি বহু বহু কার্য্য করেন ॥ ১১৬ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু গৌড়ের ভক্তগণকে বিদায় দিয়া সর্ব্বদা সঙ্গি-ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন করেন ॥ ১১৭ ॥

তাহার পরে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনকালীন গৌড়দেশে গমন, পথি-মধ্যে প্রতাপরুদ্র রাজা কর্ত্তৃক বিবিধ সেবন, পুরীগোস্বামির সঙ্গে বস্ত্র-দান প্রসঙ্গ, রামানন্দরায়ের ভদ্রক পর্য্যন্ত আগমন এবং রামানন্দের বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান, তথা মহাপ্রভুকে দেখিতে লোক সংঘট্ট বর্ণন ॥ ১১৮ ॥

ঐ স্থানে মহাপ্রভু পাঁচদিন বিশ্রাম করিলে লোক সকল অবিশ্রাম দর্শন করিতে আসায়, তিনি ভয়ে কুলিয়াগ্রামে আগমন করেন ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর কুলিয়াগ্রামে প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোটি কোটি লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করে ॥ ১২০ ॥

প্রসাদ। গোপালবিপ্রের ক্ষমাইলা শ্রীবাসাপরাধ ॥ ১২১ ॥ পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১২২ ॥ বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ। পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল। নির্বৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল ॥ ১২৩ ॥ পথ দুই দিকে পুষ্প বকুলের শ্রেণী। মধ্যে মধ্যে দুই পার্শ্বে দুই পুষ্করিণী। রত্নবান্ধা ঘাট তাতে প্রফুল্ল কমল। নানা পক্ষি কোলাহল সুধাসম জল ॥ শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা। কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিয়া ॥ ১২৪ ॥ আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে। পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা

মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে দেবানন্দের প্রতি প্রসন্নতা এবং গোপাল ব্রাহ্মণের শ্রীবাসাপরাধ ক্ষমা করেন ॥ ১২১ ॥

ঐ সময়ে একজন নিন্দুক পাষণ্ডী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হওয়ায়, তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন ॥ ১২২ ॥

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবেন, নৃসিংহানন্দ এই কথা শুনিয়া আনন্দিত-মনে এইরূপে পথ সজ্জিত করিলেন যে, কুলিয়ানগর হইতে পথ রত্নে বান্ধাইলেন এবং তাহার উপরে নির্বৃন্ত অর্থাৎ বোঁটাশূন্য করিয়া পুষ্পের শয্যা পাতিয়া দিলেন ॥ ১২৩ ॥

অপর পথের দুই দিকে বকুলপুষ্পের শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী পুষ্করিণীতে রত্নবান্ধা ঘাট, তাহাতে প্রফুল্ল কমল, নানা পক্ষির কোলাহল এবং তাহাতে অমৃততুল্য জল ও তথায় নানাগন্ধ বহন করিয়া শীতল বহন করিয়া শীতল সমীরণ প্রবাহিত, এইরূপ করিয়া কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ বান্ধিয়া লইলেন ॥ ১২৪ ॥

ইহার পর নৃসিংহানন্দের মন অগ্রগামী হয় না এবং পথও বান্ধিতে

বিস্মিত ॥ ১২৫ ॥ নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন। এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া। জানিবে পশ্চাৎ কহিলু নিশ্চয় করিয়া ॥ ১২৬ ॥ গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন। সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১২৭ ॥ যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা কোটি সংখ্য লোক। দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ১২৮ ॥ যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে। সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥১২৯॥ ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম। গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৩০ ॥ তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচে-

---

পারেন না, তাহাতে তিনি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ১২৫ ॥

এবং কহিলেন, অহে ভক্তসকল! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহাপ্রভু এবার বৃন্দাবন গমন করিবেন না, কানাইর নাটশালা হইতেই ফিরিয়া আসিবেন, আপনারা পশ্চাৎ এ বিষয় জানিতে পারিবেন ॥ ১২৬ ॥

সে যাহা হউক, তদনন্তর মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রাম হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলে, তাঁহার সঙ্গে এক সহস্র ভক্তগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ॥

পরে মহাপ্রভু যে যে স্থানে গমন করেন তথায় কোটি কোটি লোক আসিয়া মহাপ্রভুর সন্দর্শন করায় তাহাদের দুঃখও শোক সকল খণ্ডিত হইয়া গেল ॥ ১২৮ ॥

গমন করিবার সময় মহাপ্রভুর চরণ যে যে স্থানে পতিত হয়, লোক সকল সেই সেই স্থানের মৃত্তিকা গ্রহণ করায় পথে গর্ত্ত হইতে লাগিল ॥ ১২৯ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে আসিতে রামকেলিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই গ্রাম অতি উত্তম, ইহা গৌড়রাজধানীর নিকট বর্ত্তী ॥ ১৩০ ॥

তন। কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ ॥ ১৩১ ॥ গৌড়েশ্বর যবনরাজা প্রভাব শুনিঞা। কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ॥১৩২ বিনা দানে এত লোক যার পাছে ধায়। সেইত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৩৩ ॥ কাজি যবন কেহ ঞিহার না কর হিংসন। আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা ইহাঁর মন ॥ ১৩৪ ॥ কেশব ছত্রিরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল। প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ভিক্ষারী সন্ন্যাসী করে তীর্থপর্য্যটন। তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন ॥ যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি। তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি ॥ ১৩৫ ॥ রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া। চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া ॥ ১৩৬ ॥ দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে। গোসা-

---

এই খানে মহাপ্রভু প্রেমে অচেতন হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলে কোটি কোটি লোক তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আগমন করিল ॥ ১৩১ ॥

এই সময় গৌড়েশ্বর যবনরাজ মহাপ্রভুর প্রভাব শুনিয়া বিস্ময়চিত্তে কিছু কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩২ ॥

দান ব্যতিরেকে এত লোক যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তিনি গোসাঞি, ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ১৩৩ ॥

অহে কাজি যবন! ইহাঁর মনে যাহা হয় তাহাই বলুন, কেহ ইহাঁর হিংসা করিও না ॥ ১৩৪ ॥

তৎপরে রাজা কেশবছত্রিকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, কেশবছত্রী প্রভুর মহিমা উড়াইয়া দিয়া কহিল, এ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী তীর্থপর্য্যটন করিতেছে, ইহাকে দেখিতে দুই চারিজন আসিয়া থাকে, যবন সকল আপনার নিকট ইহাঁর লাগানি অর্থাৎ দোষ কীর্ত্তন করিতেছে, ইহাঁর হিংসায় কোন লাভ নাই, কেবলমাত্র হানি হইবে ॥ ১৩৫ ॥

ছত্রী এইরূপে রাজাকে প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণ প্রেরণ করত প্রভুকে বলিয়া পাঠাইল যে আপনি এস্থান হইতে গমন করুন ॥ ১৩৬ ॥

ভুর মহিমা তিহঁ লাগিলা কহিতে ॥ ১৩৭ ॥ যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা। তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা ॥ ১৩৮ ॥ তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়। ইহার আশীর্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥ ১৩৯ ॥ মোরে কেনে পুছ তুমি পুছ আপন মন। তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম ॥ তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান। তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেইত প্রমাণ ॥ ১৪০ ॥ রাজা কহে শুন মোর চিত্তে যেই লয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহঁ নাহিক সংশয় ॥ ১৪১ ॥ এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তর। দবীরখাস আইলা তবে আপনার ঘর ॥১৪২

অনন্তর রাজা নির্জনে দবীরখাসকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি মহাপ্রভুর মহিমা কহিতে লাগিলেন ॥ ১৩৭ ॥

মহারাজ! আপনার যে গোসাঞি আপনাকে রাজ্য দিয়াছেন, তিনি আপনার ভাগ্যে আপনার দেশে অর্থাৎ গৌড়দেশে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩৮ ॥

ইনি আপনার মঙ্গলার্থী, ইহাঁর বাক্য সিদ্ধ হয়, ইহাঁর আশীর্ব্বাদে আপনার সর্ব্বত্র জয় হইবে ॥ ১৩৯ ॥

হে রাজন্! আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনি নরাধিপ বিষ্ণুর অংশ, আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার চিত্তে চৈতন্যকে কিরূপ জ্ঞান হইতেছে, আপনার চিত্তে যাহা বোধ হয়, তাহাই প্রমাণস্বরূপ ॥ ১৪০ ॥

রাজা কহিলেন, আমার মনে যাহা হয় বলি শ্রবণ কর, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১৪১ ॥

এই বলিয়া রাজা নিজ অন্তঃপুরে গমন করিলে, দবীরখাস আপনার গৃহে আগমন করিলেন ॥ ১৪১ ॥

ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া। প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকা-ইয়া ॥ ১৪৩ ॥ অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে। প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥ ১৪৪ ॥ তারা দুই জন তবে জানাইল প্রভুরে। রূপ সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥ ১৪৫ ॥ দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া। গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ দৈন্য করি রোদন করে আনন্দে বিহ্বল। প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥ ১৪৬ ॥ উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি। দৈন্য করি স্তুতি করে যোড়হাত করি ॥ ১৪৭ ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। পতিতপাবন জয় জয়

দবীরখাস গৃহে আসিয়া দুই ভ্রাতায় যুক্তি করত বেশ লুকায়িত করিয়া প্রভুর দর্শনে আগমন করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

দুই ভাই অর্দ্ধরাত্রে প্রভুর স্থানে আগমন করিয়া প্রথমে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ১৪৪ ॥

অনন্তর ইহাঁরা দুই জন প্রভুর নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনাকে দর্শন করিবার জন্য রূপ ও সাকরমল্লিক আসিয়া-ছেন ॥ ১৪৫ ॥

এই কথা নিবেদন করিলে ঐ দুই জন দন্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও গলে বস্ত্র বান্ধিয়া দণ্ডবৎ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং আনন্দসহকারে দৈন্যে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন মহাপ্রভু কহিলেন, উঠ উঠ তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ১৪৬ ॥

অনন্তর ঐ দুই জন দন্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া যোড়হস্তে দৈন্য-সহকারে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৭ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! হে দয়াময়! আপনার জয় হউক, জয় হউক, হে পতিতপাবন! আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক, হে

(১) উৎকৃষ্ট পারস্য রচনা জন্য দিল্লির বাদসার কাছে রূপ দবির খাস, ও সনাতন সাকরমল্লিক উপাধি পান। দবির খাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ। সাকরমল্লিক অর্থাৎ মর্য্যাদাসম্পন্ন ধনবান্।

মহাশয়॥ নীচজাতি নীচসঙ্গী করি নীচকাজ। তোমায় অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ ১৪৮॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধন-
ভক্তিলহর্য্যাং ৬১ অঙ্কে পদ্মপুরানীয় দৈন্যবোধিকা যথা॥

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন॥
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ ১৪৯॥

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার। আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥ ১৫০॥ জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার। তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার। ব্রাহ্মণজাতি তারা নবদ্বীপে ঘর। নীচ-সেবা না করে নহে নীচের কূর্প্পর॥ সবে এক দোষ তার হয় পাপা-

---

হে পুরুষোত্তম ভগবন্ মত্তুল্যো পাপাত্মা নাস্তি কশ্চন অপরাধী নাস্তি। পরিহারে কথনে। মে মম। অতএব অহং কিং ব্রুবে কিঞ্চিদ্বক্তুং সমর্থো ন ভবামীত্যর্থঃ॥১৪৯—১৫৮॥

ভগবন্! আমি নীচজাতি, নীচসঙ্গী এবং নীচকার্য্য করিয়া থাকি, হে প্রভো! আপনার অগ্রে বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে॥ ১৪৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় সাধন-
ভক্তিলহরীতে ৬১ অঙ্কে পদ্মপুরাণীয় দৈন্যবোধিকা যথা॥

হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী কেহই নাই, বলিব কি পাপ-পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতেও আমার লজ্জা হইতেছে॥ ১৪৯॥

হে প্রভো! পতিত উদ্ধার করিতে তোমার অবতার, আমা ভিন্ন জগতে আর পতিত নাই॥ ১৫০॥

আপনি যে জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে আপনার কোন শ্রম হয় নাই, যে হেতু তাহারা ব্রাহ্মণজাতি এবং তাহাদের নবদ্বীপে গৃহ ছিল, তাহারা কখন নীচসেবা করে নাই এবং কখন নীচের

চার। পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥ ১৫১ ॥ তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন। সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ॥ ১৫২ জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণে। অধম পতিত পাপী আমরা দুই জনে ॥ ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গোব্রাহ্মণ দ্রোহি সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৫৩ ॥ মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।

কুপ্পর অর্থাৎ অধীনও হয় নাই, তাহাদের একমাত্র পাপাচার দোষ ছিল, তোমার নামাভাসে পাপরাশি দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ১৫১ ॥

ঐ জগাই মাধাই তোমার নাম লইয়া তোমার নিন্দা করে (অথচ নিন্দা করা সত্ত্বেও) সেই নাম তাহার মুক্তির কারণ হইয়াছে ॥ ১৫২ ॥

আমরা দুই জন জগাই মাধাই অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধম, পতিত ও পাপী। আমরা ম্লেচ্ছজাতি * ম্লেচ্ছসেবী ও ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করি এবং গোব্রাহ্মণদ্রোহির আমাদের সঙ্গম ॥ ১৫৩ ॥

* ম্লেচ্ছের কর্ম্ম করাতে এবং ম্লেচ্ছের বেতন গ্রহণ করাতে আপনাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া মানিতেন ॥

বৈষ্ণবতোষণীধৃত ৯০ অধ্যায়ে সমাপনীতে

শ্রীরূপ ও সনাতনগোস্বামির দ্বিজত্ববিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ কিঞ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সংকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ। তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে যে স্বং গোত্রমমূত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তমামর্চ্চিতং ॥

আদি শ্রীল সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ, শ্রীমদ্বল্লভনামধেয় বলিতো নির্ব্বিদা যে রাজতঃ। আসাদ্যাতি কৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ, সাম্রাজ্যং খলু তেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ি ॥

অস্যার্থঃ। তন্মধ্যে মুকুন্দ হইতে দ্বিজবর শ্রীমান্ কুমার জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠবৈষ্ণবগণের প্রিয়তম তিন জন মহাত্মা জন্মিয়া স্বীয় গোত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম শ্রীসনাতন, তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীরূপ ও তৎকনিষ্ঠ বল্লভ, ইহাঁরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তিসম্পত্তিতে সাম্রাজ্যসুখ অনুভব করিয়াছিলেন ॥

কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ডারিঞা॥ ১৫৪॥ আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে। পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥ ১৫৫॥ আমা উদ্ধারিরা যদি দেখাও নিজ বল। পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥ ১৫৬॥ সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়। মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥ ১৫৭॥ মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল। অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল॥ ১৫৮॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ॥

ন মৃষা পরমার্থমেব মে, শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।

ন মৃষেতি হে নাথ হে ভগবন্ অগ্রে প্রথমে মম একং কেবলং বিজ্ঞাপনং শৃণু। কথম্ভূতং। পরমার্থমেব যথার্থস্বরূপং ন মৃষা ন মিথ্যা ইত্যর্থঃ। তং কিং বিজ্ঞাপনমিত্যত আহ যদি মে মম ন দয়িষ্যসে ন দয়াং করিষ্যসি তদা তস্মিন্ কালে তব দয়নীয়ঃ দয়াযোগ্যঃ দুর্ল্লভো-

---

আমরা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছি, সেই সকল কর্ম্ম আমাদিগকে হাতে গলায় বান্ধিয়া কুৎসিত বিষ্ঠাগর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছে॥ ১৫৪॥

আমি বলিতেছি, আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পতিতপাবন তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই নাই॥ ১৫৫॥

হে প্রভো! আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া যদি আপনার বল দেখাও তবেই তোমার পতিতপাবন নামের সার্থকতা হয়॥ ১৫৬॥

হে দয়াময়! আমি সত্য করিয়া একটী কথা বলিতেছি, আমা ব্যতিরেকে জগৎ মধ্যে আপনার আর দয়ার পাত্র কেহই নাই॥ ১৫৭॥

আমাকে দয়া করিয়া আপনার স্বীয় দয়া সফল করুন, অখিল ব্রহ্মাণ্ড আপনার দয়ার বল অবলোকন করুক॥ ১৫৮॥

গোস্বামিপাদের কথিত শ্লোক যথা॥

হে ভগবন্! মিথ্যা নহে, যথার্থ বলিতেছি, অগ্রে আমার একটী বিজ্ঞাপন শ্রবণ করুন, আপনি যদি আমার প্রতি দয়া না করেন, হে

যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা, দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ। ইতি ॥ ১৫৯ ॥

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাই ক্ষোভ। তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ ॥ বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে। তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে ॥ ১৬০ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ ॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর-
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতমিতি ॥ ১৬১ ॥

হুপ্রাপ্যো ভবিষ্যতীতি ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥

ভবন্তমেবেতি। অহং কদা তব ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ সন্ সনাথজীবিতং যথা স্যাত্তথা প্রহর্ষয়িষ্যামি কিং কুর্ব্বন্ ভবন্তমেব অনুচরন্ আজ্ঞাবর্ত্তী সন্। পুনঃ কথম্ভূতঃ। নিরন্তরেণ প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরো যস্য তথাভূতঃ সন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা, হে নাথ সোঽহং ভবন্তং অনুচরন্ জীবিতং প্রহর্ষয়িষ্যামি। অন্যৎ পূর্ব্ববদিতি ॥ ৬১ ॥

নাথ! তবে আপনার দয়ার পাত্র অতি দুর্ল্লভ ॥ ১৫৯ ॥

আমি আপনাকে অযোগ্য দেখিয়া মনে ক্ষোভ পাইতেছি, তথাপি আপনকার গুণে আমার লোভ জন্মিতেছে। বামন যেমন হস্তদ্বারা চন্দ্র ধরিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ আমার এই বাঞ্ছা অন্তরে উদিত হইতেছে ॥ ১৬০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক যথা ॥

হে নাথ! কবে আমি আপনার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কর হইয়া নিরন্তর সমুদায় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওত জীবিত কাল পর্য্যন্ত স্বীয় আত্মাকে হর্ষিত করিব? ॥ ১৬১ ॥

শুনি প্রভু কহেন শুন রূপ দবীরখাস। তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন। দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ১৬২ ॥ দৈন্য পত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বার বার। সেই পত্রীতে জানিয়াছি তোমার ব্যবহার ॥ তোমার হৃদয় ইচ্ছা জানি পত্রীদ্বারে। শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥ ১৬৩

তথাহি শিক্ষাশ্লোকো বাসিষ্ঠরামায়ণে যথা ॥

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নমিতি ॥ ১৬৪ ॥

গৌড় নিকট আসি আমার নাহি প্রয়োজন। তোমা দোঁহা দেখিতে

পরবাসনিনীতি। পরবাসনিনী পরপুরুষগতা নারী গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রাপি তৎ নবসঙ্গরসায়নং অন্তর্মনসি আস্বাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৬৪ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া, অহে রূপ! হে দবীরখাস! শ্রবণ কর, তোমরা দুই জন আমার পুরাতন দাস, অদ্য হইতে তোমাদের নাম রূপ সনাতন হইল, দৈন্য ত্যাগ কর, তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে (শ্রীমহাপ্রভু যাবনিক খ্যাতির পরিবর্ত্তে প্রাচীন নাম বিস্তারিত করিলেন।) ॥ ১৬২ ॥

তোমরা আমার নিকট বার বার দৈন্য পত্রী লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলে, সেই সকল পত্রীতে তোমাদের ব্যবহার জানিয়াছি, তোমাদের অন্তঃকরণ জানিয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পত্রীদ্বারা শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম ॥ ১৬৩ ॥

শিক্ষাশ্লোক বাসিষ্ঠরামায়ণে যথা ॥

পরপুরুষনিরতা কুলবধূ গৃহকর্ম্মে ব্যগ্রা থাকিলেও সেই নব সঙ্গের রসকে মনোমধ্যে আস্বাদন করিয়া থাকে ॥ ১৬৪ ॥

গৌড় নিকটে আসিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল

মোর ইহাঁ আগমন ॥ এই মোর মনঃকথা কেহ নাহি জানে। সবে কহে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥ ১৬৫ ॥ ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে। ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ১৬৬ ॥ জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ॥ ১৬৭ ॥ এত বলি দোঁহার শিরে ধরি নিজ হাতে। দুই ভাই ধরি প্রভুর পদ নিল মাথে ॥ ১৬৮ ॥ দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে। সবে কৃপা করি উদ্ধারহ দুই জনে ॥ ১৬৯ ॥ দুই জনে প্রভু কৃপা দেখি ভক্তগণে। হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে ॥ ১৭০ ॥ নিত্যানন্দ শ্রীবাস হরিদাস গদাধর। মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥ সবার চরণ ধরি পড়ে দুই

তোমাদের দুই জনকে দেখিতে এখানে আগমন, আমার এই মনের কথা অন্য কোন ব্যক্তি জানে না, সকলে কহিতেছে, কেন রামকেলি গ্রামে আগমন করিলেন ॥ ১৬৫ ॥

ভাল হইল তোমরা দুই ভাই আমার নিকট আসিলে, এক্ষণে গৃহে যাও মনোমধ্যে কোন ভয় করিও না ॥ ১৬৬ ॥

প্রতি জন্মে তোমরা দুই জন আমার কিঙ্কর, শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ তোমা-দিগকে উদ্ধার করিবেন ॥ ১৬৭ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু দুই জনের মস্তকে হস্ত দিলে দুই জনেই প্রভুর চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ১৬৮ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তগণকে কহিলেন, তোমরা সকলে এই দুই জনেকে কৃপা কর ॥ ১৬৯ ॥

তখন ভক্তবর্গ দুই জনের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা সন্দর্শন করিয়া সকলে আনন্দিত মনে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৭০ ॥

অনন্তর শ্রীরূপ সনাতন দুই ভাই, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর, ইহাঁদিগের চরণ ধারণ করিয়া পতিত

ভাই। সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি ॥১৭১॥ সবা পাশ আজ্ঞা লঞা চলন সময়। প্রভুপদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ১৭২ ॥ ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ। যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়-রাজ ॥ তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীত। তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীত ॥ ১৭৩ ॥ যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি। বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটী ॥ যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়। তথাপি লৌকিক লীলা লোকচেষ্টাময় ॥ ১৭৪ ॥ এত কহি চরণ বন্দি গেলা দুই জন। প্রভুর সে গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥১৭৫॥ প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাট্যশালা। দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত লীলা ॥১৭৬॥ সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন। সঙ্গে সংঘট্ট ভাল

হইলে সকলে কহিলেন, তোমরা দুই ভাই ধন্য, যেহেতু গোস্বামিকে প্রাপ্ত হইলে ॥ ১৭১ ॥

তখন শ্রীরূপ ও সনাতন সকলের নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া যাইবার সময় বিনয়সহকারে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ১৭২ ॥

প্রভো! আপনি এই স্থান হইতে গমন করুন, এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই, যদিচ গৌড়রাজ আপনাকে ভক্তি করিতেছে, তথাপি এ যবন জাতি, ইহাকে বিশ্বাস করিও না, তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্টন করা ভাল রীতি নহে ॥ ১৭৩ ॥

লক্ষ কোটি লোক যাহার সঙ্গে গমন করে, বৃন্দাবন যাত্রার ইহা পরিপাটী হয় না। যদিচ বাস্তবিক আপনার কোন ভয় নাই, তথাপি ইহা লৌকিক লীলা ও লোকচেষ্টা স্বরূপ ॥ ১৭৪ ॥

এই বলিয়া দুই জনে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া গমন করিলে ঐ গ্রাম হইতে মহাপ্রভুর যাইতে ইচ্ছা হইল ॥ ১৭৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া কানাইর নাট্যশালা পর্য্যন্ত আগমন করত তথায় কৃষ্ণচরিতলীলা সকল দর্শন করিলেন ॥১৭৬

নহে কৈল সনাতন॥ মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে। কিছু সুখ না পাইব হবে রস ভঙ্গে॥ একাকী যাইব কিবা সঙ্গে এক জন। তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনের গমন॥ ১৭৭॥ এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি। নীলাচল যাব বলি চলিলা গৌরহরি॥ ১৭৮॥ এই মত প্রভু চলি আইলা শান্তিপুরে। দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥ ১৭৯॥ শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার। সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার॥ ১৮০॥ তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমনে। বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে॥ ১৮১॥ জন দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।

মহাপ্রভু ঐ রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, সনাতন বলিয়াছে সঙ্গে এত সঙ্ঘট্ট ভাল নহে, আমি এত লোক সঙ্গে করিয়া মথুরা গমন করিব, ইহাতে কোন সুখ হইবে না, রসভঙ্গ হইবে॥

একাকী অথবা একজন সঙ্গে করিয়া গমন করিব, তাহা হইলেই বৃন্দাবনযাত্রা উত্তম হইবে॥ ১৭৭॥

গৌরহরি এই চিন্তা করিয়া প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিব বলিয়া যাত্রা করিলেন॥ ১৭৮॥

এইরূপে প্রভু যাত্রা করিয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হওত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে পাঁচ সাত দিবস অবস্থিতি করিলেন॥ ১৭৯॥

অনন্তর তথায় শচীদেবীকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে নমস্কার এবং তাঁহার নিকট সাত দিন ভিক্ষা ব্যবহার করিলেন॥ ১৮০॥

তৎপরে গমন বিষয়ে তাঁহার নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিনয়সহকারে ভক্তগণকে বিদায় দিলেন॥ ১৮১॥

এবং কহিলেন, আমি দুই জনকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে গমন

আমা মিলিতে আসিহ সবে রথযাত্রাকালে ॥ ১৮২ ॥ বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর। দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৮৩ ॥ দিন-কত তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন। লুকাইয়া চলিলা রাত্রে না জানে কোন জন ॥ ১৮৪ ॥ বলভদ্রভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে। ঝাড়িখণ্ড পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥ ১৮৫ ॥ দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন। মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির। বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরা বাহির ॥ ১৮৬ ॥ গঙ্গাতীরপথে লঞা প্রয়াগে আইলা। শ্রীরূপ আসি প্রভুকে তাঁহাই মিলিলা ॥ ১৮৭ ॥ দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা। পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥

করিল, তোমরা সকল রথযাত্রা সময়ে আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইবা ॥ ১৮২ ॥

এই বলিয়া বলভদ্রভট্টাচার্য্য ও দামোদরপণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮৩ ॥

অনন্তর কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া গোপনভাবে রাত্রিতে বৃন্দাবনযাত্রা করিলেন, কিন্তু ইহা কাহারও বিদিত হয় নাই ॥ ১৮৪ ॥

সঙ্গে কেবল বলভদ্রভট্টাচার্য্য মাত্র ছিলেন, মহাপ্রভু বিবিধ রঙ্গে ঝাড়িখণ্ড অর্থাৎ পার্ব্বত্য বনপথে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন ॥ ১৮৫ ॥

তথায় চারি দিন অবস্থিতি করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন, বৃন্দাবন গিয়া প্রথমতঃ মথুরা দর্শন, তৎপরে দ্বাদশ বন, তাহার পর লীলাস্থান সকল দেখিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইলে বলভদ্র তাঁহাকে মথুরা হইতে বাহির করিলেন ॥ ১৮৬ ॥

এবং গঙ্গাতীরপথে লইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হয়েন, ঐ স্থানে শ্রীরূপ-গোস্বামী আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন ॥ ১৮৭ ॥

মহাপ্রভুর অগ্রে রূপগোস্বামী ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম

শ্রীরূপকে শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন। আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ১৮৮ ॥ কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন। দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ ॥ মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল। সন্ন্যাসিরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥ ১৮৯ ॥ ছয়বর্ষ ঐছে প্রভু করিলা বিলাস। কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস ॥ আনন্দে ভক্ত সঙ্গে সদা কীর্ত্তনবিলাস। জগন্নাথ দরশন প্রেমের বিলাস ॥ ১৯০ ॥ মধ্যলীলার করিল এই সূত্র গণন। অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥ ১৯১ ॥ বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচল আইলা। আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহো নাহি গেলা ॥ ১৯২ ॥ প্রতিবর্ষ আইসেন গৌড়ের

করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ করত আপনি কাশীতে আগমন করেন ॥ ১৮৮ ॥

ঐ সময় সনাতনগোস্বামী কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হয়েন, মহাপ্রভু তথায় দুই মাস অবস্থিতিপূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা এবং ভক্তিবল প্রদান পুরঃসর মথুরায় প্রেরণ করিয়া সন্ন্যাসিদিগকে কৃপা করত স্বয়ং নীলাচলে যাত্রা করেন ॥ ১৮৯ ॥

এই প্রকারে মহাপ্রভু ছয় বৎসরকাল বিলাস করেন, ইহার মধ্যে কখন কখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ, কখন বা ক্ষেত্রে বাস করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে সর্ব্বদা কীর্ত্তন বিলাস, জগন্নাথ দর্শন এবং প্রেমবিলাস করিতেন ॥ ১৯০ ॥

হে ভক্তগণ! এই ত মধ্যলীলার সূত্র বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন করি শ্রবণ করুন ॥ ১৯১ ॥

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আগমন করিয়া অষ্টাদশ বৎসর কাল আর কোন স্থানে গমন করেন নাই ॥ ১৯২ ॥

গৌড়ের ভক্তগণ প্রতি বৎসর নীলাচলে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর

ভক্তগণ। চারিমাস রহে প্রভু সঙ্গে সম্মিলন॥ ১৯৩॥ নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তনবিলাস। আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ॥ ১৯৪॥ পণ্ডিতগোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস। বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস॥ জগদানন্দ ভগানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর। পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর॥ ক্ষেত্রবাসী রামানন্দরায় প্রভৃতি। প্রভু-সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি॥ ১৯৫॥ শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস। বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস॥ প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস। তাঁহা সবা লৈঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥ ১৯৬॥ হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব। আপনে মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥ ১৯৭॥ তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন। তাঁর হৃদয়ে কৈল প্রভু

সঙ্গে মিলিত হইয়া চারিমাস অবস্থিতি করিতেন॥ ১৯৩॥

মহাপ্রভু এই কালে নিরন্তর নৃত্য, গীত ও কীর্ত্তনবিলাস এবং আচণ্ডালের প্রতি প্রেমভক্তি প্রকাশ করেন॥ ১৯৪॥

এই সময় পণ্ডিতগোস্বামী নীলাচলে বাস করেন। আর বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস, জগদানন্দ, ভবানন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর এবং ক্ষেত্রবাসী রামানন্দরায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে ইঁহাদের নিত্য অবস্থিতি হয়॥ ১৯৫॥

অপর শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, বাসুদেব ও মুরারি প্রভৃতি যত দাস, ইঁহারা সকল প্রতি বৎসর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে চারিমাস বাস করিতেন, সেই সকলকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু ক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার বিলাস করেন॥ ১৯৬॥

এই সময়ে হরিদাসের যে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তাহা অতি অদ্ভুত, মহাপ্রভু ঐ হরিদাসের স্বয়ং মহোৎসব করেন॥ ১৯৭॥

ঐ কালে শ্রীরূপগোস্বামী পুনর্ব্বার ক্ষেত্রে আগমন করিলে, মহাপ্রভু তাঁহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেন॥ ১৯৮॥

শক্তি সঞ্চারণ ॥ ১৯৮ ॥ তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড। দামোদরপণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ১৯৯ ॥ তবে সনাতন গোসাঞির পুনরাগমন। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২০০ ॥ তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন। অদ্বৈতের হাতে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২০১ ॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে। তাঁহারে পাঠাইল গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২০২ ॥ তবে ত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা। কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে। কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তার গুণে ॥ ২০৩ ॥ গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা। রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘটাইলা। বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিলা ॥

অনন্তর মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে দণ্ড দেন এবং দামোদরপণ্ডিত মহাপ্রভুকে বাক্যদণ্ড করেন ॥ ১৯৯ ॥

তৎপরে বৃন্দাবন হইতে সনাতনগোস্বামির পুনরায় মহাপ্রভুর নিকট আগমন, মহাপ্রভু জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার পরীক্ষা করেন ॥ ২০০ ॥

তৎপর মহাপ্রভু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন পাটাইয়া দেন, তাহার পর অদ্বৈতের হস্তে মহাপ্রভু অদ্ভুত ভোজন সম্পন্ন হয় ॥ ২০১ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু নির্জনে নিত্যানন্দের সহিত যুক্তি করিয়া তাহাকে প্রেম প্রচার করিতে গৌড়দেশে প্রেরণ করেন ॥ ২০২ ॥

তদনন্তর বল্লভভট্ট মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে মহাপ্রভু তাহাকে কৃষ্ণনামের অর্থ কহেন এবং রামানন্দরায়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রদ্যুম্নমিশ্রকে প্রেরণ করেন ॥ ২০৩

রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ককে রাজা মারিতেছিলেন, তাহাতে প্রভু তাঁহাকে পরিত্রাণ করেন এবং রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে ভিক্ষা ন্যূন(সঙ্কোচ)করিয়া বৈষ্ণবের দুঃখদর্শনে ঐ ভিক্ষার অর্দ্ধেক রাখেন ॥ ২০৪

॥ ২০৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন। চতুর্দ্দশ ভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে। মহাপ্রভু দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ ২০৫ ॥ এক দিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ। মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥২০৬॥ শুনি ভক্তগণে প্রভু কহে ক্রোধ মনে। কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ॥ ঔদ্ধত্য করিতে আনি হৈল সবার মন। স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥ ২০৭ ॥ দশদিকে কোটি কোটি লোক হেন কালে। জয় কৃষ্ণচৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥ জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার। জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ ২০৮ ॥ বহুদূর হৈতে আইলাঙ হঞা বড় আর্ত্ত। দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥ ২০৯ ॥ শুনিয়া লোকের দৈন্য আর্দ্র হৈল হৃদয়। বাহিরে আসি দরশন

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন, ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনে যত জীবগণ বাস করে, তাহারা সকলে মনুষ্যের বেশ ধারণ করিয়া যাত্রীর ছলে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর দর্শন করে ॥ ২০৫ ॥

এক দিবস শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর গুণ গান করিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন ॥ ২০৬ ॥

তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু ক্রোধমনে কহিলেন, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ ত্যাগ করিয়া কি কীর্ত্তন করিতেছ, জানিলাম ঔদ্ধত্য করিতে মন তোমাদের হইয়াছে, তোমরা সকল স্বতন্ত্র হইয়া ভুবন বিনাশ করিতে হইলা ॥ ৩০৭ ॥

এমন সময় দশদিকে কোটি কোটি লোক "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল এবং আরও বলিল, জয় জয় মহাপ্রভু, তুমি ব্রজেন্দ্রকুমার, হে প্রভো! জগৎ উদ্ধার করিতে আপনার এই অবতার হইয়াছে ॥ ২০৮ ॥

প্রভো! আমরা বহুদূর হইতে বড় কাতর হইয়া আসিলাম, আপনি দর্শন দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ॥ ২০৯ ॥

দিলা দয়াময় ॥ ২১০ ॥ বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি। উঠিল শ্রীহরি ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি ॥ ২১১ ॥ প্রভু দেখি প্রেমে লোকের আনন্দিত মন। প্রভুকে ঈশ্বর জানি করয়ে স্তবন ॥ ২১২ ॥ স্তব শুনি প্রভুকে কহয়ে শ্রীনিবাস। ঘরে গুপ্ত হও কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ কে শিখাইল এ লোকে কহে হেন বাত। ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজহাত ॥২১৩॥ সূর্য্য যৈছে উদয় করি চাহে লুকাইতে। বুঝিতে না পারি তৈছে তোমার চরিতে ॥২১৪॥ প্রভু কহেন শ্রীবাস ছাড় বিড়ম্বনা। সেই সব কর যাতে আমার যাতনা ॥ ২১৫ ॥ এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান। অভ্যন্তর

দয়াময় গৌরহরি লোকসকলের দৈন্য শ্রবণে আর্দ্রহৃদয় হইয়া বাহিরে আগমনপূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২১০ ॥

এবং দুই বাহু উত্তোলন করিয়া কহিলেন, তোমরা সকল হরি বল, হরি বল, ইহাতে একেবারে চতুর্দ্দিক্ হরিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২১১ ॥

প্রভুকে দর্শন করিয়া লোকসকলের মন প্রেমে আনন্দিত হইল এবং প্রভুকে ঈশ্বর জানিয়া স্তব করিতে লাগিল ॥ ২১২ ॥

স্তব শুনিয়া শ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে কহিলেন, প্রভো! আপনি কেন গৃহে লুকায়িত হইতেছেন, বাহিরে আসিয়া প্রকাশ হউন। এই সকল লোককে কে শিক্ষা দিল, আপনি নিজ হস্ত দিয়া ইহাদের মুখ আচ্ছাদন করুন ॥ ২১৩ ॥

সূর্য্যদেব যেমন উদিত হইয়া লুকাইত হইতে ইচ্ছা করেন, তদ্রূপ আপনকার চরিত্র বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ২১৪ ॥

প্রভু কহিলেন, শ্রীবাস এ বিড়ম্বনা পরিত্যাগ কর, তুমি সেই সকল কার্য্য করিতেছ, যাহাতে আমার যাতনা উপস্থিত হয় ॥ ২১৫ ॥

এই বলিয়া লোকসকলের প্রতি শুভদৃষ্টি দান করত গৃহাভ্যন্তরে

গেলা লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥ ২১৬ ॥ রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশ গেলা। চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥ ২১৭ ॥ তাঁর আজ্ঞা গেলা প্রভুর চরণে। প্রভু তারে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে ॥ ২১৮ ॥ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর। এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥২১৯॥ এই ত করিল মধ্যলীলার সূত্রগণ। অন্ত্যলীলা সূত্রের করি বিস্তার বর্ণন ॥২২০ শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২১॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

॥ ০ ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে সংগ্রহ টীকায়াং প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

গমন করিলেন, তখন লোকসকলের কামনা পরিপূর্ণ হইল ॥ ২১৬ ॥

তদনন্তর রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিয়া তথায় চিড়া দধির মহোৎব করিলেন ॥ ২১৭ ॥

এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণসমীপে গমন করিলে তিনি তাঁহাকে স্বরূপের স্থানে সমর্পণ করিলেন ॥ ২১৮ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ করান, এই রূপে তিনি ছয় বৎসর কাল লীলা করেন ॥ ২১৯ ॥

ভক্তগণ! এই ত মধ্যলীলার সূত্র সকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্ত্যলীলার সূত্রের বিস্তার রূপে বর্ণন করিতেছি ॥ ২২০ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ২২১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতে চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পন্যাং মধ্যলীলাসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥ শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥ নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময়

বিচ্ছেদেঽস্মিন্নিতি। অস্মিন্ বিচ্ছেদে মধ্যখণ্ডস্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলায়াঃ সূত্রানুবর্ণনে প্রভোর্গৌরস্য কৃষ্ণবিরহজন্য প্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে অর্থাৎ ময়া ইতি শেষঃ ॥ ১।

এই বিচ্ছেদে অর্থাৎ মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলার সূত্র বর্ণন বিষয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ জন্য প্রলাপাদি বর্ণিত হইতেছে ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয় হউক গৌরচন্দ্রের জয় হউক, নিত্যানন্দ জয়যুক্ত হউন, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥

উদ্ধবকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার যে প্রকার চেষ্টা অর্থাৎ ভাব স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, মহাপ্রভুরও দিবারাত্রি সেই প্রকার দশা প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৪ ॥

এই অবস্থায় মহাপ্রভুর নিরন্তর বিরহ, উন্মাদ * ভ্রমময় চেষ্টা,

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৪ লহরীতে
৩৯ অঙ্কধৃত উন্মাদলক্ষণ যথা ॥
উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।

চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৫ ॥ গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব। ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব ॥ তিন দ্বারে কপাট কভু যায়েন বাহিরে। কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥ ৭ ॥ চটকপর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভাণে। ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৮ ॥

সর্ব্বদা প্রলাপময় § বাক্য, রোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সকলের কম্পন, ক্ষণকাল অঙ্গের ক্ষীণতা ও ক্ষণকাল অঙ্গস্ফীত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

মহাপ্রভু রাত্রিতে গম্ভীরার (গৃহবিশেষের) মধ্যে অবস্থিতি করেন, নিদ্রার লেশমাত্র নাই, ভিতে অর্থাৎ ভিত্তিতে মুখ ও মস্তক ঘর্ষণ করাতে ঐ সমুদায় অঙ্গ ক্ষত হইয়া গেল ॥ ৬ ॥

উক্ত গম্ভীরার তিন দ্বারে কপাট তথাপি গৃহের বহির্গত হইয়া কখন জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে এবং কখনও বা সমুদ্রের তীরে গিয়া পতিত হয়েন ॥ ৭ ॥

চটক নামক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধনজ্ঞানে আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ধাবমান হইয়া গমন করেন ॥ ৮ ॥

অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং।
প্রলাপ ধাবন ক্রোশ বিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিরহাদি জনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে ॥

§ উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে ১৩৭ লক্ষণে।
ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ ॥
অর্থাৎ ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ ॥

উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান। তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥ ৯ ॥ কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার। সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১০ ॥ হস্ত পাদ সন্ধি যত বিতস্তি প্রমাণে। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয় চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ হস্ত পাদ শির সব শরীর ভিতরে। প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১১ ॥ এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ। মনেতে শূন্যতা বাক্য হা হা হুতাশ ॥ ১২ ॥ কাঁহা কঁরো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর

উপবন ও উদ্যান অবলোকন করিয়া বৃন্দাবন জ্ঞানে তথায় গমন করত ক্ষণকাল নৃত্য গীত করেন ও ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়েন ॥ ৯ ॥

কোন স্থানেও যে ভাবের বিকার শ্রুত হওয়া যায় না, মহাপ্রভুর শরীরে যেই ভাবের প্রকাশ হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

আহা! মহাপ্রভুর আশ্চর্য্য ভাবের বিকার আর কত বলিব, হস্ত-পাদের যে সকল সন্ধি স্থান তৎসমুদায় সন্ধি ছাড়িয়া বিতস্তি প্রমাণ ভিন্ন হয়, কেবল চর্ম্মে আচ্ছাদন থাকে এবং কখন কখন হস্ত, পাদ ও মস্তক শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় মহাপ্রভু কূর্ম্মরূপে দৃষ্ট হয়েন ॥ ১১ ॥

মহাপ্রভুর শরীরে এইরূপ অদ্ভুত ভাবের প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তহোতে কখন মনে শূন্যতা ও কখন হা হা বাক্যেতে হুতাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

এবং কখন কখন বলিতেন, কি করি, কোথায় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হইব, আমার প্রাননাথ মুরলীবদন কোথায়, এ কথা কাহাকে বলিব, কে আমার দুঃখ জানে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতিরেকে আমার বক্ষঃ-স্থল বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

বুক ॥ ১৩ ॥ এই মত বিলাপ করি বিহ্বল অন্তর। রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৪ ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে ৯ শ্লোকে
মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধায়া উক্তিঃ ॥

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।

প্রেমচ্ছেদ ইতি। অয়ং হরিঃ প্রেমবিচ্ছেদজন্যরুজঃ পীড়াঃ নাবগচ্ছতি ন জানাতি প্রেম স্থানাস্থানং ন অবৈতি ন জানাতি। মদনো নোঽস্মান্ দুর্ব্বলাঃ ন জানাতি। অন্যস্য

মহাপ্রভু নিরন্তর এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রামানন্দরায় কৃত নাটকের একটী শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

জগন্নাথবল্লভনাটকের ৩ অঙ্কে ৯ শ্লোকে
মদনিকা সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি যথা।

* হরিত প্রেমবিচ্ছেদের বেদনা অবগত নহেন, প্রেমও স্থানাস্থান বোঝে না, মদনও আবার আমাদিগকে দুর্ব্বলা বলিয়া জানিতেছে না হা কষ্ট! অন্যে কি কথন অন্যের দুঃখ সকল জানিতে পারে। জীবনও

* লোচনদাসঠাকুরের পদ ॥
দুঃখ বরাড়ীরাগ ॥

সখি হে, কি কহব সে সব দুখ। আমার অন্তর, হয় জর জর, বিদরিয়া যায় বুক ॥ ধ্রু ॥ প্রেমের বেদন, না জানে কখন, নিদয় নিঠুর হরি। কুলিশ সমান, তাহার পরাণ, বধিতে অবলা নারী ॥ প্রেম দুরাচার, না করে বিচার, স্থানাস্থান নাহি জানে। সে শঠ লম্পট, কুটিল কপট, নিশি দিশি পড়ে মনে ॥ হাম কুলবতী, নবীনা যুবতি, কাণুর পিরিতি কাল। তাহাতে মদন, হইয়া দারুণ, হৃদয়ে হানয়ে শেল ॥ আনের বেদন, আনে নাহি জানে, শুন লো পরাণ সখি। মোর মনোদুখ, তুমি নাহি দেখ, আন জনে কাঁহা লখি ॥ কি দোষ তোমার, পরাণ আমার, সেহ মোর বশ নয়। কাণুবিরহেতে, বলিলে যাইতে, তথাপি প্রাণ না যায় ॥ নারীর যৌবন, দিন দুই তিন, যেন পদ্মপত্রের জল। বিধি মোরে বাম, না হেরিল

অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ ॥ ইতি ॥ ৫॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগ—উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ পূর, কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান। বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, পরনারী বধে সাবধান ॥১॥ সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান। সুখ লাগি কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি (১), এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ধ্রু ॥ কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান, ভাল মন্দ নারে বিচা-

অখিলং দুঃখং অন্যো ন বেদ ন জানাতি। জীবনং আশ্রবং বশীভূতং ন। ইদং যৌবনং দ্বিত্রাণি দিনানি। হা হা ইতি কষ্টে। বিধের্বিধাতুঃ কা গতিঃ সৃষ্টিঃ ॥ ১৫ ॥

আবার আমার বশীভূত নয়, যৌবন ত দুই তিন দিনমাত্র, হরি হরি! বিধাতার কি গতি? ॥ ১৫ ॥

শ্রীকবিরাজগোস্বামিকৃত প্রলাপগীতের ব্যাখ্যা যথা ॥

আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হওয়ায় দুঃখসমূহ বিনষ্ট হইল, কৃষ্ণ ঐ প্রেমাঙ্কুর পান অর্থাৎ আস্বাদন করিতেছেন না, ইহাঁর বাহিরে নাগর-রাজের ন্যায় সরল ব্যবহার, কিন্তু অন্তরে শঠের তুল্য কার্য্য, ইনি পরনারীর বধবিষয়ে সাবধান ॥ ১ ॥

সখি হে! সুখের জন্য প্রীত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাঁর ফল বিপরীত হইল, এখন আমার প্রাণ যাইতেছে ॥ ধ্রু ॥

প্রেম * কুটিল অজ্ঞান এবং স্থানাস্থান বোধশূন্য, তাহার ভাল মন্দ

রাম, আমার করম ফল ॥ সখীর সদন, করি বিলপন, সজলনয়ন ধনী। হেরিয়া লোচন, সবিলাস বচন, কহে যুড়ি দুই পাণি ॥ ১৫ ॥ * উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ৪৬ লক্ষণে ॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

(১) "সুখ লাগি কৈল প্রীত, হইল দুঃখ বিপরীত।" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। অঙ্কুরের উপর দুঃখ রাশির পতন। পানু—রক্ষা। ইহাও ব্যাখ্যান্তর ॥

রিতে। ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে, রাখিয়াছে নারি উকশিতে ॥ ২ ॥ যে মদন তনুহীন, পর দ্রোহে পরবীণ, পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ। অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে, দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥ ৩ ॥ অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে, সত্য এই শাস্ত্রের প্রচারে। অন্য জন কাঁহা লিখি, নাহি জানে প্রাণ সখী, যাতে কহে ধৈর্য্য করিবারে ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ কৃপাপারাবার, কভু করিবে অঙ্গীকার, সখি তোর ব্যর্থ এ বচন। জীবের জীবন চঞ্চল, যেন

বিচারে শক্তি নাই, ঐ প্রেম ক্রূর শঠের গুণ রজ্জুতে আমার হস্ত গলে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, আমি উঠিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

যে মদন অর্থাৎ কন্দর্প, তনুহীন হইয়াও পরহিংসায় প্রবীণ, সে নিরন্তর আপনার সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচ বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক অবলার (নারীর) শরীর ভেদ করিয়া জর্জ্জরিত করিতেছে কিন্তু দুঃখ দেয় অথচ জীবন হরণ করে না ॥ ৩ ॥

অন্যের মনোমধ্যে যে দুঃখ তাহা অপর ব্যক্তি জানিতে পারে না, শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, অন্যের কথা কি লিখিব। যিনি আমার প্রাণসখী তিনিও আমার বেদনা জানিতে পারিতেছেন না, নতুবা আমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে কহিবেন কেন? ॥ ৪ ॥

হে সখি! তুমি যে কহিয়াছিলে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপারাবার অর্থাৎ দয়ার

অস্যার্থঃ ধ্বংসের কারণসত্ত্বেও যে ভাব বন্ধনের ধ্বংস হয় না, এমত যুবক ও যুবতির ভাববন্ধনকে প্রেম কহে ॥ ঐ উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৪২ অঙ্কে প্রাচীনের উক্তি ॥

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥

অস্যার্থঃ। সর্পের যেমন স্বভাবতই কুটিলা গতি, তদ্রূপ প্রেমেরও গতি জানিবে। অতএব কারণ সত্ত্বে অথবা কারণের অভাবেও যুবক যুবতিদ্বয়ের মানের উদয় হয় ॥

পদ্মপত্রের জল, তত দিন জীবে কোন জন ॥ ৫ ॥ শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত, এই বাক্য কহ না বিচারি ॥ নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন, সে যৌবন দিন দুই চারি ॥৬॥ অগ্নি যেন নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম, (ক) পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন, পাছে দুঃখসমুদ্রেতে ডারে ॥ ৭ ॥ এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি, উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট। ভাবের তরঙ্গ বলে, নানা রূপে মন চলে, আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ৮ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ ॥

সমুদ্রস্বরূপ, কখনও সে অঙ্গীকার করিবে, তোমার এই বাক্য ব্যর্থ হইল, যেমন পদ্মপত্রস্থ জল চঞ্চল তদ্রূপ জীবের জীবনের স্থিরতা নাই, কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির আশায় তত দিন কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিবে ! ॥৫॥

শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবনের অন্ত সীমা, এই বাক্য বিচার করিয়া বলিতেছ না ! কেবল নারীর যৌবন মাত্রই ধন, যাঁহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, সে যৌবনও ত দুই চারি দিন মাত্র ॥ ৬ ॥

অগ্নি যেমন স্বীয় মনোহর রূপ সন্দর্শন করাইয়া পতঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া বধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ আপন গুণ দেখাইয়া মন হরণ করত পশ্চাৎ দুঃখসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌরহরি বিষাদে এই সকল বিলাপ করিয়া দুঃখরূপ কপাট উদ্ঘাটন করত, ভাবের তরঙ্গ বলে নানা রূপে মন বিচলিত হওয়ায় আর একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ৮ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক যথা ॥

(ক) অভিরাম স্থানে অবিরাম শব্দও দৃষ্ট হয়। অর্থ—সতত ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥ ইতি॥ ১৬॥

যথা রাগ॥

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান, যে না দেখে সে চান্দবদন। সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ ১॥ সখি হে! শুন মোর হতবিধি বল। মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয় গণ, কৃষ্ণ বিনু সকল বিফল॥ ধ্রু॥ কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,

শ্রীকৃষ্ণরূপাদীতি॥ রূপাদি ইত্যাদি পদেন রূপরসগন্ধস্পর্শাদিকং। নিষেবণং বিনা দর্শনাদি বিনা মে মম সম্বন্ধে অহানি দিনানি ব্যর্থানি ভবন্তি। অখিলেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরসনা-নাসাকর্ণত্বগাদীনি হতত্রপঃ বিগতলজ্জঃ সন্ তানি ইন্দ্রিয়াণি কথং কেন প্রকারেণ বিভর্ম্মি ধারয়ামি। পাষাণবৎ শুষ্কেন্ধন বৎ শুষ্ককাষ্ঠবৎ ভারকাণি। বা চার্থে। ইতি খেদে॥ ১৬॥

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দাদি নিষেবণ অর্থাৎ দর্শনাদি ব্যতিরেকে আমার সম্বন্ধে এই দিন সকল ব্যর্থ হইতেছে এবং অখিল ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসা, কর্ণ ও ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল পাষাণ ও শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য ভার স্বরূপ হইয়াছে, হা কষ্ট! আমি নির্লজ্জ হইয়া এ সকল কি প্রকার ধারণ করিব॥১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র যাহা বংশীগানরূপ অমৃতের আধার এবং সৌন্দর্য্যা-মৃতের জন্মস্থান স্বরূপ, তাহা যে চক্ষু দর্শন না করিল, সে চক্ষুতে প্রয়ো জন কি এবং সে কি জন্যে থাকে, যে ব্যক্তি ঐরূপ চক্ষু ধারণ করে, তাহার মস্তকে বজ্রপাত হউক॥ ১॥

অহে সখি! আমার হতবিধির অর্থাৎ দুরদৃষ্টের (পোড়াকপালের) বল শুন, ঐ হতবিধ আমার শরীর ও মনপ্রভৃতি যত ইন্দ্রিয় আছে,

তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। কাণাকড়ি ছিদ্রসম, জানিহ সেই শ্রবণ, তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ২ ॥ মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল, যেই হরে তার গর্ব্ব মান। হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ, সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত, সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন। তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিঞা না মৈল কেনে, সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি। তার স্পর্শ নাহি যার, যাউ সেই ছারখার, সেই বপু লৌহ সম জানি ॥ ৫ ॥ করি এত বিলপন, প্রভু-

---

কৃষ্ণসেবা ব্যতিরেকে ঐ সকলকে বিফল করিল ॥ ধ্রু ॥

আহা! শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাক্য অমৃতের তরঙ্গস্বরূপ, উহা যাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ না করিল, তাহার সেই কর্ণকে কাণাকড়ির ছিদ্র তুল্য জানিও, অকারণ তাহার জন্ম হইয়াছিল ॥ ২ ॥

হে সখি! মৃগমদ-কস্তুরী ও নীলোৎপল এই দুইয়ের মিলন সম্ভূত গর্ব ও মানকে যে হরণ করে এমত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, সেই নাসাকে ভস্ত্রার সমান জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

অপর হে সখি! অমৃতরসস্বাদুবিনিন্দি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণ চরিত্র যে না জানিতে পারিল, সে জন্মমাত্র মরিল না কেন? তাহার জিহ্বা ভেকজিহ্বা তুল্য ॥ ৪ ॥

আহা! শ্রীকৃষ্ণের কর ও পদতল কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল, এই দুইয়ের স্পর্শ যেন স্পর্শমণিসদৃশ, এই দুইয়ের স্পর্শসুখ যে দেহ জানিতে পারিল না সে দেহ ছারখারে (ক) যাউক, তাহাকে লৌহতুল্য জানিতে হইবে ॥ ৫ ॥

(ক) ছার—ছাই। খার—ক্ষার (লবণাক্ত মাটী) এই দুই অবস্থা কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার সর্ব্বশেষ পরিণাম। মন্দ অবস্থার চূড়ান্ত দশা। এইটী গ্রাম্য ভাষা ॥

শচীনন্দন, উঘাড়িঞা হৃদয়ের শোক। দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে, পুনরপি পড়ে এক শ্লোক। ৬॥

প্রভু শচীনন্দন এইরূপ বিলাপ করিয়া হৃদয়ের শোক উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক * দৈন্য, নির্ব্বেদ ও বিষাদে হৃদয়ের গ্লানি-সহকারে পুনর্ব্বার একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ৬ ॥

* দৈন্যং ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহরীর ১৩ অঙ্কে যথা ॥

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জ্জিত্যন্তু দীনতা।
চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ। দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য হয়, তাহার নাম দৈন্য। এই দৈন্যে চাটু, হৃদয়ের ক্ষুণ্ণতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তা হয় ॥

অথ নির্ব্বেদঃ ॥

উল্লিখিত প্রকরণের ৩ অঙ্কে যথা ॥

মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতং।
স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে।
অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। মহাদুঃখ, বিপ্রয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ, ঈর্ষা, সদ্বিবেকাদিকল্পিত অর্থাৎ অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ নিমিত্ত শোচনা এবং নিজ অপমান এই সকলেতে নির্ব্বেদ উৎপন্ন হয়। এই নির্ব্বেদে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য দৈন্য এবং দীর্ঘ নিশ্বাসাদি হইয়া থাকে ॥

অথ বিষাদঃ ॥

উল্লিখিতপ্রকরণের ৮ অঙ্কে ॥

ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা।
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং।
বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে ৩ অঙ্কে ১১ শ্লোকঃ ॥

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতা ইতি ॥ ১৭ ॥

যে কালে বা স্বপনে, দেখিল বংশীবদনে, সেই কালে আইলা দুই বৈরী। আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন, দেখিতে না পাইলু নেত্র ভরি ॥ ৭ ॥ পুন যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণদরশন, তবে সে

যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে দৈবাৎ ভাগ্যবশাৎ অসৌ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণো লোচনপথং যাতঃ প্রাপ্তঃ তদা তস্মিন্ কালে মদনহতকেন অস্মাকং চেতঃ আহৃতং অভূৎ। হতকেনেতি আক্ষেপোক্তিঃ। পুনর্যস্মিন্ কালে এষ শ্রীকৃষ্ণো দৃশোঃ পদবীং এতি আগচ্ছতি তস্মিন্ অখিলঘটিকা সমগ্রঘটিকা রত্নখচিতা বিধাস্যামো বিধানং করবাম ইত্যর্থঃ। ॥ ১৭ ॥

শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকের ৩ অঙ্কে ১১ শ্লোকে যথা ॥

শ্রীরাধা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মদনিকাকে কহিলেন, দেবি! আমার কোন অপরাধ নাই, কেন না, অকস্মাৎ যখন মধুরিপু আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন, তখনই পোড়া মদন আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। অনন্তর (স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) কহিলেন, দেবি! পুনরায় যে সময়ে ঐ মধুরিপু আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দণ্ডেই সেই সকল দণ্ড, ক্ষণ ও পলকে রত্ন দিয়া খচিত করিব ॥ ১৭ ॥

কবিরাজগোস্বামির ব্যাখ্যার্থ ॥

যে কালে অথবা স্বপ্নে বংশীবদনকে দেখিয়াছিলাম, সেই কালে আনন্দ ও মদন এই দুই বৈরী শীঘ্র আসিয়া আমার মন হরণ করিয়া লইল, নেত্র পূর্ণ করিয়া দেখিতে পাইলাম না ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপদ্ এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হইয়া থাকে ॥

ঘটী ক্ষণ পল। দিয়া মালা চন্দন, নানারত্ন আভরণ, অলঙ্কৃত করিব সকল ॥ ৮ ॥ ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন, তারে পুছে আমি না চৈতন্য। স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলু, কিবা আমি প্রলাপিলু, তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥ ৯ ॥ শুন মোর প্রাণের বান্ধব। নাহি কৃষ্ণপ্রেম ধন, দরিদ্র মোর জীবন, দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ধ্রু ॥ পুন কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রামরায়, এই মোর হৃদয় নিশ্চয়। শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার, এত কহি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে

জয়তি তে ইত্যস্য তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো ন্যায়ঃ ॥

পুনর্ব্বার যদি কোন ক্ষণ অর্থাৎ কালের অবয়ব আমাকে কৃষ্ণদর্শন করায়, তবে সেই ঘটিকা, ক্ষণ ও পল সকলকে মালা, চন্দন ও নানা রত্নালঙ্কার দিয়া অলঙ্কৃত করিব ॥ ৮ ॥

অনন্তর ক্ষণকাল পরে মহাপ্রভুর মনে বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি অগ্রে স্বরূপ ও রামানন্দরায়কে দেখিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি চৈতন্য নহি, স্বপ্ন তুল্য কি দেখিলাম, কিবা আমি প্রলাপ করিলাম, তোমরা কি কেহ আমার দীনতা শুনিয়াছ? ॥ ৯ ॥

অহে আমার প্রাণবান্ধব! শ্রবণ কর, আমার কৃষ্ণপ্রেমরূপ ধন নাই, আমার জীবন দরিদ্র, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় সমুদায় বৃথা ॥ ধ্রু ॥

পুনর্ব্বার কহিলেন, হায় হায়! স্বরূপ ও রামরায় শ্রবণ কর, আমার হৃদয়ের এই নিশ্চয়, শুনিয়া হয় না হয় বিচার করিয়া সার বল, এই বলিয়া আর একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন ॥

দশমস্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ের "জয়তি তেঽধিকং"
এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীকৃত ব্যাখ্যা-
ধৃত ন্যায় যথা ॥

কৈঅবরহিঅং পেম্মং নহি হোই মাণুসে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোতম্মি ণ কো জীঅই ॥ ১৮॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম, সেই প্রেম নৃলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥ ১১ ॥ এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদভুত, শুন দোঁহে এক মন হৈঞা। আপন হৃদয় কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥ ১২ ॥

তথাহি মহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ ॥
ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।

কৈঅবরহিঅমিতি। কৈতবরহিতং প্রেম মনুষ্যলোকে ন ভবতি। যদি কস্য ভবতি তদা বিরহো ন ভবতি। বিরহে সতি কোঽপি ন জীবতি ॥ ১৮ ॥
ন প্রেমগন্ধোঽস্তীতি। হরৌ শ্রীকৃষ্ণে মে মম প্রেমগন্ধো দরাপি ঈষদপি নাস্তি তথাপি

কৈতবরহিত প্রেম মনুষ্য লোক হয় না যদি তাহার যোগ হয়, তবে আর তাহার বিয়োগ হয় না, বিয়োগ হইলে কেহই জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

কবিরাজগোস্বামির ব্যাখ্যার্থ ॥

অকৈতব যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা জাম্বূনদ কাঞ্চনতুল্য, সেই প্রেম মনুষ্যলোকে হইবার নহে, যদি তাহার যোগ হয়, তবে আর তাহার বিয়োগ হয় না, বিয়োগ হইলে কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

এই বলিয়া শচীনন্দন আর একটী অদ্ভুত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিলেন, অহে স্বরূপ! ও রামরায়! তোমরা দুই জন এক মনে শ্রবণ কর, স্বীয় হৃদয়ের কার্য্য বলিতে লজ্জা বোধ করি, তথাপি লজ্জার বীজ খাইয়া বলিতেছি ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোক যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণে আমার ঈষৎ প্রেমগন্ধও নাই, তথাপি আমি লোকমধ্যে অতিশয় সৌভাগ্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রোদন করিতেছি, হায়!

বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা। ইতি ॥ ১৯ ॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়। তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, কহি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥১৩॥ যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চান্দমুখ, যদ্যপি নাহিক আলম্বন। নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটের করিয়ে

লোকে সৌভাগ্যভরং প্রকাশয়িতুং ক্রন্দামি। শ্রীকৃষ্ণমুখাবলোকনং বিনা যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বিভর্ম্মি তৎ বৃথা নিরর্থকমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বংশীবিলাসি শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ অবলোকন ব্যতিরেকে যে পতঙ্গ তুল্য প্রাণসকলকে ধারণ করিতেছি, তাহা নিরর্থক ॥

যাহার সম্বন্ধে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ দূরবর্ত্তী এবং যাহার প্রেমবন্ধ কপট, সে ব্যক্তিও আমার কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয় না। তবে যে আমি ক্রন্দন করিতেছি, ইহা কেবল স্বীয় সৌভাগ্যের বিস্তার করা হইতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ১৩ ॥

যাহাতে বংশীধ্বনি সুখ, সে চান্দমুখ দেখিতেছি না, যদিচ ইহাতে আলম্বন * অর্থাৎ আশ্রয় নাই, তথাচ যে নিজ দেহে প্রীত করিতেছি, ইহা কেবল কামেরই রীতি ও প্রাণকীটের ধারণ করা মাত্র ॥ ১৪ ॥

* আলম্বনঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ১ লহরীর ৭ অঙ্কধৃত লক্ষণ যথা ॥

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ ॥

অস্যার্থঃ। রত্যাদির বিষয়ত্বরূপে ও আধারত্বরূপে কৃষ্ণ এবং ভক্ত এই দুইকে পণ্ডিতগণ আলম্বনরূপে কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রত্যাদির বিষয়তারূপে ভক্ত আধারতারূপে আলম্বন হয়েন ॥

ধারণ ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু। নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে, শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসিবিন্দু ॥ ১৫ ॥ শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ ১৬ ॥ এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে, নিজভাব করেন বিদিত। বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥ ১৭ ॥ এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না জায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ১৮ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে ২ অঙ্কে ৩০ শ্লোকে
নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

যেমন বিশুদ্ধ গঙ্গাজল, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, সেই প্রেম অমৃতের সমুদ্র। যেমন শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু অর্থাৎ কালীর দাগ গোপন হয় না, তেমনি সুনির্ম্মল অনুরাগ অন্য দাগে লুক্কায়িত হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশুদ্ধপ্রেম সুখসমুদ্র স্বরূপ, তাহার যদি এক বিন্দু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিন্দুতে জগৎ পরিতৃপ্ত হয়। এ সকল বিষয় বলিবার যোগ্য নহে, তথাপি উন্মত্ত ব্যক্তি কহিতেছে, কহিলেই বা কোন জন প্রত্যয় করে ॥ ১৬ ॥

এই মত মহাপ্রভু প্রতিদিন স্বরূপ ও রামানন্দের নিকট স্বীয় ভাব প্রকটন করেন। কৃষ্ণপ্রেমের অতি অদ্ভুত চরিত্র ইহা বাহ্যে বিষজ্বালা সদৃশ ও অন্তরে অমৃত স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

এই বিশুদ্ধপ্রেমের আস্বাদন অগ্নিতপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণের ন্যায়, মুখ জ্বলিয়া যায়, তথাপি ত্যাগ করা যায় না। এই প্রেম যাহার অন্তরে উদয় হয়, সেই তাহার বিক্রম জানে, ইহা বিষ ও অমৃতে একত্র মিলনস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের ২ অঙ্কে ৩০ শ্লোকে যথা ॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য (ক) বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ। ইতি॥২০॥

যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাঁথ, তবে জানি আইলাঙ কুরুক্ষেত্র। সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন, যুড়াইল তনু মন নেত্র॥ ১৯॥ গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে, সে আনন্দের কি

পীড়াভিরিতি জাগর্ত্তীতি স্বরূপলক্ষণকথনং অত্রাদেব সদা তিষ্ঠতি নতু প্রেম্নঃ স্বাপঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তেনাপি জ্ঞায়ন্তে কেবলমনুভূয়ন্তে মাত্রং নতু বক্তুং শক্যন্তে তদ্বাচকশব্দাভাবাদিতি ভাবঃ। বক্রমধুরাঃ অস্য মাধুর্য্যস্য বক্র এব মার্গঃ কচিত্তাদৃশজনানুরাগভরৈকমাত্রগোচরঃ ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিলেন, বৎসে! সত্য বলিয়াছ, এ গাঢ় অনুরাগের বিকার বুঝিতে পারা যায় না, অতএব শ্রবণ কর॥

সুন্দরি! নন্দনন্দন বিষয়ক প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি, এই প্রেম যাহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইহার বক্রতা ও মাধুর্য্যরূপ পরাক্রম জানিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন নিমিত্ত যে সকল পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা অভিনব কালকূটের তীব্রতা রূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যে আনন্দের ক্ষরণ হয়, তাহাতে অমৃতমাধুর্য্যের অহঙ্কার একবারেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অতএব বৎসে! বিষামৃতমিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা আর কি বর্ণন করিব॥ ২০॥

মহাপ্রভু যে কালে বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করেন, তখন মনে করেন, আমি কুরুক্ষেত্রে আসিলাম, আমার জীবন সফল হইল, পদ্মলোচন দেখিলাম, তনু মন ও নেত্র পরিতৃপ্ত হইল॥ ১৯॥

মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া জগন্নাথ দর্শন

(ক) বক্রমধুরা ইত্যত্র বক্রিমধুরা ইতিচ পাঠঃ। বক্রত্বভাজা ইত্যর্থঃ।

কহিব বলে। গরুড়স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে, সেই খাল ভরে অশ্রুজলে ॥ ২০ ॥ তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি, নখে করে পৃথিবী লিখন। হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন, কাঁহা সেই বংশীবদন ॥ ২১ ॥ কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বংশীগান, কাঁহা সেই যমুনাপুলিন। কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য গীত হাস, কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥ ২২ ॥ উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ, ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে। প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে, নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ২৩ ॥

করেন, তাহাতে তাঁহার যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহার বিক্রম বলিবার সাধ্য নাই। গরুড়স্তম্ভের নিকট এক নিম্ন গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্ত মহাপ্রভুর অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয় ॥ ২০ ॥

অনন্তর তিনি গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে গৃহে আগমনপূর্ব্বক মৃত্তিকার উপর উপবেশন করিয়া নখদ্বারা পৃথিবীতে লিখন করেন, এবং কহেন, হা হা কোন্ স্থানে বৃন্দাবন, কোথা গোপেন্দ্রনন্দন, কোথা সেই বংশীবদন ॥ ২১ ॥

কোথা সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গী, কোথায় সেই বংশীগান, কোন্ স্থানে সেই যমুনাপুলিন। কোথা রাসবিলাস, কোথা নৃত্য, গীত, হাস্য এবং কোথায় বা সেই প্রভু মদনমোহন অবস্থিত আছেন ॥ ২২ ॥

এইরূপে মহাপ্রভুর নানাবিধ ভাবের আবেগে * ও মনে উদ্বেগ † হইল, ক্ষণমাত্র যাপন করিতে পারিতেছেন না। প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য বিচলিত হওয়ায় মহাপ্রভু বিবিধ শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৪ লহরীর ২৮ অঙ্কে ॥
আবেগঃ ॥
চিত্তস্য সংভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোঽয়ং স চাষ্টধা।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং যথা—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।

সারঙ্গরঙ্গদায়াং। অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণগণ্যাহর্গণান্ মত্বা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ অমূনীতি। হে হরে অমূনি দিনানি অস্য অহোরাত্রস্য অন্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিনির্ব্বাহিতুমশক্যানীতি বা। হা খেদে, হন্ত বিষাদে। তয়োরতিশয়ে বীপ্সা, ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়াম্যতিয়াপয়ামি তৎ ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি। নমু যদ্যনঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিন্বন্তীতি দিশা ত্বমেব গচ্ছেত্যুৎপ্রেক্ষ্য পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিমিতিবদাহ। হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নত্বমেব বন্ধুরসি তে তু দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নমু ভর্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদময়োগ্যমিত্যত্র চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতমিতি বদাহ। হে হরে চিত্তেন্দ্রিয়াদিহারিন্ সোঽয়ং তবৈব দোষঃ ইত্যর্থঃ। নমু কামিন্যো যূয়ং চপলা এব ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্যস্তত্র তয়ঃ প্রসীদ ইতিবৎ সদৈন্যমাহ। হে করুণৈকসিন্ধো

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্য যথা॥

হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই সকল দিন অধন্য, হা কষ্ট হা কষ্ট! এই সমুদায় ক্ষণ

প্রিয়াপ্রিয়ানলমরুদ্বর্ষোৎপাতগজারিতঃ॥

অস্যার্থঃ। চিত্তের যে সম্ভ্রম অর্থাৎ ভয়াদিজনিত ত্বরা, তাহার নাম আবেগ। এই আবেগ প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ এবং শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়॥

* অথ উদ্বেগঃ।

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ১৩ অঙ্কে॥

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ॥

অস্যার্থঃ। মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। এই উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস চাঞ্চল্য, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো।
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ২১ ॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে, এই কাল না যায় কাটন। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণা-সিন্ধু, কৃপা করি দেহ দর-

কৃপাসিন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনাম্মোহনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্তর্দ্দশায়ামনয়া তথা ক্রীড়তস্তব দর্শনং বিনা। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৮ ॥

মুহূর্ত্তাদিকে আমি কি রূপে যাপন করিব ॥ ২১ ॥

* কবিরাজ গোস্বামিকৃত ব্যাখ্যার্থ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই দিন রাত্রি বিফল হইতেছে, এই সকল সময় কি রূপে যাপন করিব। তুমি অনাথের বন্ধু, তোমার করুণার পার নাই, কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দাও ॥ ২৪ ॥

* শ্রীযদুনন্দনঠাকুরের পদ ॥

অহে কৃষ্ণ তোমা না দেখিয়া। এই রাত্রি দিবা মাঝে, যত যত ক্ষণ আছে, কৈছে আমি রহিব কাটিয়া ॥ ধ্রু ॥ কোটি কল্পতুল্য মনে, হৈল মোর এক ক্ষণে, তোমা বিনা নারি গোঙাইতে। হা হা তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণ গণ, তুমি বল গোঙাই সেরূপে ॥ ১ ॥ অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল কাটা নাহি যায়। কেমনে কাটাব কাল, তুমি কহ সে বিচার, বিচারিয়া কহ সে উপায় ॥ ২ ॥ যদি বল কামতাপে, তাপিত হইল সবে, তবে যাহ নিজ পতি ঠাঁই। সেই অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা, পতিসঙ্গে বিলাসহ যাই ॥ ৩ ॥ তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি অনাথাগণ মোরা। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥ ৪ ॥ যদি বল পতিসেবা, ধর্ম্ম কেনে উপেক্ষিবা, যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে। তাতে দোষ নাই মোর, সে দোষ হইবে তোর, মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥ ৫ ॥ তবে যদি বল হেন, আসিয়া তোমার কেন, ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি। চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ঘোরা, ধর্ম্ম ছাড়ি ফিরে মোহে হেরি ॥ ৬ ॥ তবে শুন তার বাণী, ধর্ম্মত্যাগি যদি আমি, তবে উদ্ধারিবে কে বা আর। করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম্মছাড়া আমি, কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥ ৭ ॥ উদ্বেগেতে শ্রীবলা, হৈল ভাবশাবল্য, তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ। সেই ভাব বিভাবিত, লীলাশুক কহে রীত, এ যদুনন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৮ ॥

শন ॥ ২৪ ॥ উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল, ভাবের গতি বুঝন না যায়। অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন, কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ২৫ ॥

তথাহি তত্রৈব ৩২ শ্লোকে ॥

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি

মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।

তত্রৈব। অথ উদঘূর্ণাদশায়াং শ্রীকৃষ্ণদর্শনং তত্রোদ্বেগদশা চতুর্ভিস্তত্র প্রবলং। নন্থ ভবতু নেত্রচাপলং কাপ্যনৈন্যত্তাদৃক্ বিকলা ন দৃশ্যতে ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদাস্তীরা তব সখ্যোঽপি এবং ত্বাং বোদয়ন্তীতি। তস্য নর্ম্মোপালম্ভং মনস্যাটঙ্ক্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্বচ্ছৈশবমিতি। ত্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভির্মাদকত্বাৎ কর্ষকাদিভিশ্চ ত্রিভুবনেঽদ্ভুতং অবেহি জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপলঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি। এতদ্দ্বয়ং মম বাধিগম্যং জ্ঞেয়ং তব বা। যদ্বা, মচ্চাপলঞ্চ সুহৃৎপাদিত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বান্মম বাধিগম্যং। অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং ইত্যাদি ন্যায়াৎ সখ্যোপি সম্যক্ ন জানন্তি। যত এবং বদন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ তদিতি। তত্তস্মাৎ ত্বন্মুখাম্বুজমীক্ষণাভ্যামুচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি। যং কৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাৎ তৎ ত্বমেবোপদিশ ইত্যর্থঃ। নন্থ, ন দৃষ্টং তত্তেন কিং তত্রাহ মুগ্ধং মনোহরং তদদর্শনাত্তৎবিফলত্বাপত্তেঃ। অক্ষণ্বতাং ফল

এই প্রকার খেদ করিতে করিতে ভাব চাপল্য উদয় হওয়ায় মহাপ্রভুর মন চঞ্চল হইল, ভাবের গতি কিছু বুঝা যায় না, অদর্শনে মন দগ্ধ হইতেছে, কিরূপে দর্শন পাইব, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করত পুনর্ব্বার আর একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ঐ কর্ণামৃতে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার শৈশব অর্থাৎ কৈশোর উন্মাদক হওয়ায় ত্রিভুবনে আশ্চর্য্য জানিও এবং আমার চাপল্যও ত্রিভুবনে অদ্ভুত, ইহা অবগত হও, এই দুই তোমার এবং আমার জ্ঞাতব্য। অতএব আমি তোমার বিরল অর্থাৎ শুভদর্শন; মুরলীবিলাসি ও মনোহর মুখারবিন্দকে

তৎ কিঙ্করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি

মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ইতি ॥ ২২ ॥

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল, এই দুই তুমি আমি জানি। কাঁহা করো কাঁহা যাঙ, কেনোপায়ে তোমা পাঙ, তাহা মোরে কহত আপনি ॥২৬॥ নানাভাবের প্রাবল্য, হৈলসন্ধি শাবল্য, ভাবে ভাবে হৈল মহারণ। ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য, প্রেমোন্মাদ

মিত্যাদেঃ। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং। তবতু মাধব অমগশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্ম। তব বিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োরিত্যাদ্যাশ্চ। নমু. নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসীতি তত্রাহ। বিরলং কুলবধূনাং নত্বত্রাপি তব গোচারণাদিনা তুচ্ছ তদ্দর্শনং। অতোঽধুনা লব্ধাবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিম্বা নমু তৎ সমং কিমপি পশ্যত তত্রাহ। বিরলং সাম্যরহিতং তত্র চ হেতুঃ মুরলীবিলাসি। স্বান্তর্দ্দশায়াং পূর্ব্ববং স্বংসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ং। তদ্দৃষ্টুং মচ্চাপলঞ্চ। অন্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥

লোচনযুগলদ্বারা উত্তমরূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব, অর্থাৎ যাহা করিলে দৃষ্ট হইবে, তাহা তুমিই উপদেশ দাও ॥ ২২ ॥

কবিরাজগোস্বামির ব্যাখ্যার্থ যথা ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার মাধুরীর বল এবং আমার চাপল এই দুই তুমি ও আমি অবগত আছি। কি করিব, কোথা যাইব, কি উপায়ে তোমার প্রাপ্ত হইব, তাহা তুমি আমাকে উপদেশ কর ॥ ২৬ ॥

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর নানাবিধ ভাবের * প্রাবল্য অর্থাৎ প্রবলতা এবং সন্ধি ও শাবল্য উপস্থিত হওয়ায় ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥

* অথ ভাবঃ।

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ১০৯ অঙ্কে যথা ॥

অনুরাগঃ স্বয়ংবেদ্যাদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।

যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥

অস্যার্থঃ। অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয়বৃত্তি অর্থাৎ অনুরাগের যতদূর পর্য্যাকাষ্ঠা সম্ভব হয়,

তাবৎ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া আপনা দ্বারা সম্বেদন যোগ্য অর্থাৎ স্বীয় ভাবের উন্মুখতা দশা প্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রকাশ লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে ভাব বলা যায় ॥

অথ সন্ধিঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৪র্থ লহরীর ১১০ অঙ্কে যথা ॥

স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাৎ ভাবয়োর্যুতিঃ ॥

অস্যার্থঃ । সমান রূপ অথবা ভিন্ন রূপ ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনের নাম সন্ধি ॥

অথ শাবল্যং ॥

উক্ত প্রকরণের ১১৫ অঙ্কে যথা ॥

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং ।

অস্যার্থঃ । ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য ॥

অথ ঔৎসুক্যং ॥

উক্ত প্রকরণের ৭৯ অঙ্কে যথা ॥

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ ।

মুখশোষত্বরাচিন্তা নিশ্বাসস্থিরতাদিকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ । অভীষ্ট বস্তুর দর্শনস্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, তাহাকে ঔৎসুক্য বলে, ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে ॥

অথ চাপল্যং ॥

উক্ত প্রকরণের ৮১ অঙ্কে যথা ॥

রাগাদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ ।

অত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ । রাগ ও দ্বেষাদি নিমিত্ত চিত্তের যে লঘুতা, তাহার নাম চপলতা, ইহাতে অবিচার, নিষ্ঠুর বাক্য ও স্বচ্ছন্দাচারিতা প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

অথ দৈন্যং ॥

উক্ত প্রকরণের ১৩ অঙ্কে যথা ॥

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌজ্জ্বিত্যন্তু দীনতা ।

চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্য চিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ । দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্ব্বল্য হয়, তাহার নাম দৈন্য । এই দৈন্যে চাটু, হৃদয়ের কুণ্ঠতা, মলিনতা চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তা হইয়া থাকে ॥

অথ অমর্ষঃ ॥

উক্ত প্রকরণের ৮০ অঙ্কে যথা ॥

অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।

তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনং।

উপায়ান্বেষণাক্রোশবৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। তিরস্কার এবং অপমানাদি জন্য অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখ ও তাড়নাপ্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

অথ উন্মাদঃ ॥

উক্ত প্রকরণের ৪০ অঙ্কে যথা ॥

উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।

অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং।

প্রলাপ ধাবন ক্রোশ বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিরহাদি জনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে ॥

শ্রীযদুনন্দনঠাকুরের পদ ॥

নাগরেন্দ্র শুন মোর এই সত্যবাণী। তোমার কৈশোর সার, মাধুর্য্য মাদকতার, মোর চিত্ত সদা আকর্ষিণী ॥ ধ্রু ॥ এ তিন ভুবনে যে, অদ্ভুত না জানে কে, সেই তুমি জান নিজ মনে। তোমাতে আমার মন, অদ্ভুত চাপল্যগণ, ইহা তুমি করহ স্মরণে ॥ ১ ॥ কিশোর মাধুর্য্য তোর, মনের চাপল্য মোর, এই দুই তুমি আমি জানি। অন্যের বেদনা মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে, সখীহ না জানে এই বাণী ॥ ২ ॥ যাতে ধৈর্য্য ধরিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে, তেঞি নাহি জানে মনোব্যথা। কহিতেই অতিশয়, বাড়িল উদ্বেগময়, সদৈন্যে কহয়ে ধনী কথা ॥ ৩ ॥ তোমা মুখাম্বুজ লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী, দেখিবারে করে বহু আশ। আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে, তুমি তার বল উপদেশ ॥ ৪ ॥ যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হইলা, তবে আর শুন বিবরণ। না দেখি সে চান্দমুখ, না মিটয়ে যার দুখ, বিফলতা হয় সে নয়ন ॥ ৫ ॥ তোমার মধুর বাণী, শ্রুতি-মর্ম্মরসায়নী, না শুনিল সে কানে কি কাজ। মনোহর মুখছটা, চান্দের লহরী ঘটা, না দেখিল আঁখি মুণ্ডে বাজ ॥ ৬ তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে, বিলম্বে করিহ দরশন। তবে তার কথা শুন, না কহিও হেন পুন, মোরা অতি কুলবধূগণ ॥ ৭ ॥ বিরল নহিলে তোমা, দরশনে নাহি ক্ষমা,

সবার কারণ ॥ ২৭ ॥ মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন। প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনু মনে অবসাদ, ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ২৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ৪০ শ্লোকে ॥

ভাব সকল মত্তগজ তুল্য এবং প্রভুর দেহ ইক্ষুবন সদৃশ, গজযুদ্ধে ঐ ইক্ষুবন বিদলিত হইতে লাগিল। মহাভাবান্তর্গত দিব্যোন্মাদ * উপস্থিত হইলে দেহ ও মনে অবসাদ বিশিষ্ট হইয়া ভাবাবেশে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪০ শ্লোকে যথা ॥

ব্রজমাঝে সুলভ না হয়। এইত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম, নহে অতি নিষ্ঠুরতা হয় ॥৮॥ পুন যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, মুখতুল্য আর কিছু নাই। মুরলীবিলাস যাতে, আর কেবা সামা তাতে, তুলা দিতে না দেখিয়ে ঠাঁই ॥ ৯ ॥ এতেক কহিতে মনে, পূর্ব্ব যাহা কৃষ্ণ সনে, হইয়াছে চাতুর্য্য আলাপন। নিজ সখীগণ সনে, পুষ্প আদি আহরণে, দানঘাটী পথের বর্জ্জন ॥ ১০ ॥ সনর্ম্ম কলহ তাতে, স্ফূর্ত্তি হইল নিজ চিতে, সেই ভাব হইল মনেতে। বাঢ়িল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদমতি, নানাভাব উপজিল তাতে ॥ ১১ ॥ তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহ সুনাগরী, সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক। তেমতি বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক পড়ি, শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ ॥ ১২ ॥

* অথ দিব্যোন্মাদঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে ১৩৭ অঙ্কে যথা ॥

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।

ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।

উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥

অস্যার্থঃ। কোন অনির্ব্বচনীয় বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত এই মোহনভাবের ভ্রমসদৃশ বৈচিত্রী দশা লাভ হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই দিব্যোন্মাদ বলিয়া থাকেন। এই দিব্যোন্মাদে উদ্ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প (আশ্চর্য্য বাক্যকথন) প্রভৃতি বহু বহু ভেদ হইয়া থাকে ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ২৯॥

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ, ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।

তদৈব। হে সম্বোধয়তি। দেবত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। হে দয়িত ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং ত্বাঙ্কাসে তদ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে ভুবনৈকবন্ধো তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎসর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ হে শ্যামসুন্দর হে চিত্তাকর্ষক চিত্তং ত্বয়া হৃতং কিং মে মানেন তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে চপলবল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ পরস্ত্রীচোর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। হে করুণৈকসিন্ধো যদ্যপ্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং স্বসা করুণা কোমলত্বাৎ দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। হে নাথ ত্বন্তু ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সম্ভাষতে। হে রমণ সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বমিদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। হে হে নয়নাভিরাম নয়নানন্দ কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হা ইতি খেদে। স্বান্তর্দ্দশায়ান্তু শ্রীরাধাসঙ্গমার্থমাত্মানমনুনয়ন্তমিব তং মত্বা তং প্রত্যামর্ষোদয়ং গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনায়োৎসুক্যং, অন্যৎ যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ং। আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যোৎসুক্যাদিভাবা জ্ঞেয়াঃ॥ ২৯॥

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণার একমাত্র সিন্ধুস্বরূপ! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নের অভিরাম! হা কষ্ট হা কষ্ট! কবে তুমি আমার নেত্রপথের গোচর হইবা?॥ ২৯॥

কবিরাজগোস্বামির ব্যাখ্যার্থ॥

উন্মাদের লক্ষণ এই যে, উন্মাদ কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি করায়। মহাপ্রভুর ভাবাবেশে প্রণয়মান উপস্থিত হইল। সেই প্রণয়মানে সোল্লুণ্ঠ

সোল্লুণ্ঠ* বচন রীতি, নিন্দাগর্ভ ব্যাজস্তুতি, কভু নিন্দা কভু ত সম্মান ॥২৯ তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, যাই কর অভীষ্ট ক্রীড়ন। তুমি আমার দয়িত, মোতে বৈসে তোমার চিত, মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৩০ ॥ ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ, যাই কর সব

বচনের পরিপাটী এই যে ইহাতে নিন্দাগর্ভ ব্যাজস্তুতি অর্থাৎ কখন নিন্দা ও কখন সম্মান প্রকাশ হয় ॥ ২৯ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি দেব, সুতরাং ক্রীড়ারত, জগতে যত নারী আছে তুমি গিয়া তাহাদের সহিত আপনার মনোগত ক্রীড়া কর। কিন্তু তুমি আমার দয়িত (প্রিয়তম) আমাতে তোমার চিত্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যা হউক বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি আগমন করিলে ॥ ৩০ ॥

ত্রিভুবনে যত নারী আছে, তুমি সেই সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাক এবং তাহাদের নিকট গিয়া সমুদায় কার্য্য সমাধান কর। যে হেতু তুমি কৃষ্ণ প্ তোমার নামের অর্থ এই যে, তুমি চিত্ত হরণ কর, অতএব

---

* সোল্লুণ্ঠের লক্ষণ যথা—

শব্দকল্পদ্রুমধৃত জটাধরবাক্য ॥

দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতিপূর্ব্বকঃ।

সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্তু যস্তত্র পরিভাষণং ॥

অস্যার্থঃ। দুর্ব্বাদের অর্থাৎ তিরস্কারের নাম উপালম্ভ, ইহা যদি স্তুতি পূর্ব্বক নিন্দাবাক্য হইলে হয়, তাহা তাহাকে সোল্লুণ্ঠন বলে (তিরস্কার ও নিন্দাচ্ছলে স্তুতি) ॥

। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।

কালরূপেণ ভগবান্ তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥

কলয়তি নিয়ময়তি ইতি কালশব্দস্যার্থঃ ॥

অস্যার্থঃ। যিনি স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় জগৎ আকর্ষণ করেন এবং যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা কালরূপী ভগবান্ সেই হেতু ইনি কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়েন ॥

সমাধান। তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর, তোমারে বা কে না করে মান ॥ ৩১ ॥ তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি, তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ। তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার মোর নাহি কভু রোষ ॥ ৩২ ॥ তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ। তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৩৩ ॥ মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি, শুন মোর এ স্তুতি বচন। নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ, হা হা পুন দেহ দরশন ॥ ৩৪ ॥ স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ,

---

জগতে এমন কোন্ পামর আছে যে, সে তোমাকে মান বিধান করে না ? ॥ ৩১ ॥

তোমার বুদ্ধি চপল একত্র স্থিতি হয় না, তাহাতে আমার কোন দোষ নাই, তুমি ত করুণার সাগর, আমার প্রাণবন্ধু, কিন্তু তোমার প্রতি আমার কখনও ক্রোধ নাই ॥ ৩২ ॥

হে নাথ! তুমি ব্রজের প্রাণ, ব্রজের পরিত্রাণ করিয়া থাক, তোমাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং তোমার অবকাশ নাই। কিন্তু তুমি আমার রমণ, আমাকে যে সুখ দিতে আগমন করিয়াছ, ইহা তোমার বিদগ্ধতার (রসিকতার) বিলাস মাত্র ॥ ৩৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার বাক্যকে নিন্দা বোধ করিয়া কি ছাড়িয়া গেলে ? আমার স্তব বাক্য শ্রবণ কর, তুমি আমার নয়নের অভিরাম, তুমি আমার প্রাণরূপ ধন, হা কষ্ট হা কষ্ট! আমাকে পুনর্ব্বার দর্শন দাও ॥ ৩৪ ॥

এই বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর স্তম্ভ ১ কম্প ২ স্বেদ ৩ বৈবর্ণ্য ৪

---

১ অথ স্তম্ভঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৩-লহরীর ১০ অঙ্কে যথা ॥

স্তম্ভহর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।

বৈবর্ণ্যাশ্রু স্বরভেদ, দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত। হাসে কান্দে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়, ক্ষণে ভূমে পড়িঞা মূর্চ্ছিত ॥ ৩৫ ॥ মুর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার, কহে এই আইলা মহাশয়। কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে, শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥৩৬

অশ্রু ৫ স্বরভেদ ৬ এবং দেহ পুলকে ৭ পরিব্যাপ্ত হইল। তথা ক্ষণকাল হাস্য, ক্ষণকাল রোদন, ক্ষণকাল নৃত্য, ক্ষণকাল গান, ক্ষণকাল চতুর্দ্দিকে ধাবন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল বা ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া রহিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর মূর্চ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া কহিলেন, মহাশয় (কৃষ্ণ) এই আগমন করিলেন। এই রূপে মনোমধ্যে নানা ভ্রম হওয়ায়, শ্লোক পাঠ করত নিশ্চয় করিয়া কহিলেন ॥ ৩৬ ॥

অত্র রাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। হর্ষ, ভয়, বিষাদ এবং অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, স্তম্ভ হইলে বাক্যাদি রহিত, নিশ্চলতা এবং শূন্যত্বাদি অর্থাৎ অভাবাদি প্রকাশ পায় ॥

২ বেপথু অর্থাৎ কম্প।

উক্ত প্রকরণের ২৪ অঙ্কে যথা ॥

বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ। বিত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদিদ্বারা যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহার নাম বেপথু অর্থাৎ কম্প ॥

৩ অথ স্বেদ।

উক্ত প্রকরণের ১৪ অঙ্কে যথা ॥

স্বেদো হর্ষ ভয় ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ ॥

অস্যার্থঃ। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি জনিত শরীরের ক্লেদ অর্থাৎ আর্দ্রতাকরণকে স্বেদ বলে ॥

৪ অথ বৈবর্ণ্য।

উক্ত প্রকরণের ২৬ অঙ্কে যথা॥

বিষাদ রোষ ভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য, ভাবজ্ঞ ব্যক্তি সকল কহেন যে, ইহাতে মলিনতা ও কৃশতাদি হইয়া থাকে।

৫ অথ অশ্রু।

উক্ত প্রকরণের ৩১ অঙ্কে যথা॥

হর্ষ রোষ বিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ।

হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।

সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভরাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ॥

অন্বয়ার্থঃ। হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিদ্বারা যত্ন ব্যতিরেকে নেত্রে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং ক্রোধাদি জনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব সম্ভব হয়, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অশ্রুতে নয়নের ক্ষোভ অর্থাৎ চাঞ্চল্য, রক্তিমা, এবং সম্মার্জনাদি ঘটিয়া থাকে॥

৬ অথ স্বরভেদ।

উক্ত প্রকরণের ২০ অঙ্কে যথা॥

বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবং।

বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ॥

অন্বয়ার্থঃ। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়, ইহাতে গদ্গদ বাক্যাদি হইয়া থাকে॥

৭ অথ রোমাঞ্চ।

উক্ত প্রকরণের ১৭ অঙ্কে॥

রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।

রোমামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ॥

অন্বয়ার্থঃ। আশ্চর্য্য দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়, রোমাঞ্চ হইলে রোম সকলের উদ্গম এবং গাত্রসংস্পর্শনাদি হইয়া থাকে॥

শ্রীযদুনন্দনঠাকুরের পদ যথা—

শুন দেব এথা কেন তুমি। গোপাঙ্গনার ক্রীড়া যত, সেই তোমার অভিমত, তথা যাঞা বিলস আপনি ॥ ধ্রু ॥ এইমত বক্র কথা, বাম্যানেতে বক্রিমতা, শুনি যেন অবজ্ঞাবচন। পুন যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপজিলা, দরশনে ঔৎসুক্যাগমন ॥ ১ ॥ প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি আমি, পুনর্ব্বার দেহ দরশন। ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিলা দরশন, অনুনয় করে অনুমান ॥ ২ ॥ দেখিয়া অমর্ষানুগা, অপমানাদর রাগা, সোল্লুণ্ঠ কহয়ে বক্রবাণী। ধীর-মধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, অহে ভুবনের বন্ধু তুমি ॥ ৩ ॥ কেবল আমার নও, সর্ব্ব-সমাধান চাও, যাঞা কর সর্ব্বসমাধান। ভুবনের নারীগণ, আর যত গোপীজন, বেণুগানে কর আকর্ষণ ॥ ৪ ॥ পুন যেন গেল কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ, ঔৎসুক্য অনুগা মৃত্যুদয়। সেই মতি ভাববশে, কহে ধনী সবিশেষে, তাতে এই সম্বোধনদ্বয় ॥ ৫ ॥ হে কৃষ্ণ হে শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষহ যায়, তাতে মোর মানে কিবা কায। তৎকাল আসিয়া মনে, অঙ্গ দেখা দেহ তবে, তাপ নষ্ট হয় ত অন্যাজ ॥ ৬ ॥ পুন যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ, প্রিয়ে আমি ছিলাম এথাই। আমারে প্রসন্ন হও, হাসি এক বাণী কও, তবে আমি মনে সুখ পাই ॥ ৭ ॥ মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে, ঔগ্রভাব হইল উদয়। অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী হৈয়া, তার বশে এই সম্বোধয় ॥ ৮ ॥ শুনহ চপলরাজ, বল্লবী-ভুজঙ্গসাজ, পরনারী চৌর ধূর্ত্তরাজ। যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সঙরিতে, বুঝিলাম যত তুয়া কাজ ॥ ৯ ॥ অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুন গেলা হেন, মনে মনে করেন বিচার। কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্যজাল, তাতে কহে সম্বোধন সার ॥ ১০ ॥ অহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু, যদ্যপীহ অপরাধী আমি। নিজ করুণার বল, সদা তুমি সুকোমল, কৃপা করি দেখা দেহ তুমি ॥ ১১ ॥ পুন যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি, প্রিয়ে কেন মিছা মান করি। কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি, সুপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি ॥ ১২ ॥ এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা অনুগ ভণি, অবহিত্থা উপজিল আসি। ধীরপ্রগল্‌ভা গুণাশ্রয়ী, তাতে ঔদাসিন্যময়ী, মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥ ১৩ ॥ অহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, কত বা বিপদে না রাখিলা। কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষি তুয়া মৌন, কিন্তু জানি ব্রহ্মাণী কহিলা ॥ ১৪ ॥ তা সবার বাণী মানি, মৌনব্রতে আছি আমি, এই লাগি কথা না হইল। এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল আমি, ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল ॥ ১৫ ॥ পুনর্ব্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনী, মনে মনে কয়রে বিচার। বারে বারে আইলা হরি, এবে গেলা ক্রোধ করি, বুঝি এথা না আসিবা আর ॥ ১৬ ॥ এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে, তাতে কহে যদি পুনর্ব্বার। কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি, যাঞা

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোকঃ ॥

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলম্নু

মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু

তত্রৈব। শ্রীকৃষ্ণঃ তাসামাবিরভূদিতিবং তাসাং মধ্যে আবির্ভূতঃ মার ইতি। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহনিকৃতাং কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ। যস্তাবদদৃশা এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ। কিং নু বিতর্কে। পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। স তাবৎ ঈদৃঙ্মধুরো ন ভবতি তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ। ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব নু স্বধর্ম্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং। পুনর্মনো নয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সন্তোষমাহ। মনো নয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং কিং। পুনরবয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমমাহ বেণুমৃজো নু বেণীং মাষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিং। পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ নু ভো

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোকে ॥

হে সখি! ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প আগমন করিলেন, না মধুর দ্যুতি-মণ্ডল চন্দ্র আসিলেন, অথবা মাধুর্য্যই কি রূপবান্ হইয়া আগমন করিলেন, কি আমার বেণী উন্মোচনকারী প্রবাসাগত কান্তই বা আগমন

কণ্ঠ ধরিব তাহার ॥ ১৭ ॥ এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের রঙ্গে, হে রমণ এই কুঞ্জে আসি, রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রঙ্গে, পূর্ব্বে যৈছে বিহরিলা হাসি॥১৮॥ পুনর্ব্বার আইলা হরি, মনে মনে সুনাগরী, আগন্তুকামর্ষে তিরস্করি। সহজ ঔৎসুক্য ভাব, মহাবলী পরতাপ, তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি ॥ ১৯ ॥ দুই বাহু পশারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা, যবে কৃষ্ণ লাগ না পাইলা। বাহ্য স্ফূর্ত্তি পাঞা রাই, কহেন বিক্লব পাই, এই ক্ষণে তুমি কোথা গেলা ॥ ২০ ॥ অহে নয়নাভিরাম, নয়ন আনন্দ ধাম, কবে হবে নয়নগোচরে। হা হা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ কৃপাভরে ॥ ২১ ॥ কহিতে কহিতে পুন, বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালা হেন, ইহাতে উদ্বেগ উছলিলা। যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম, বৈকল্য প্রলাপ উপজিলা ॥ ২২ ॥ তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তে আসোয়াস্থ নাই, সেই ভাব লীলাশুক কহে। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হইতে পরামৃতা, এ যদুনন্দনদাস কহে ॥ ২৩ ॥

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৩০ ॥

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, কিবা দ্যুতিমূর্ত্তিমান্, কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত। কিবা মনো নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণের বল্লভ, সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৩৭ ॥ গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন, নানা রীতে সতত নাচায়। নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু, এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৩৮ ॥ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের রায়ের নাটক

সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালো নবকিশোরঃ মম লোচনায় তদানন্দয়িতুমভ্যুদয়তে। যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। সান্তর্দ্দশায়াস্ত তদনুগত্যৈব ব্যাখ্যেয়ং। বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ। নিশ্চয়ান্তসন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ ॥ ৩০ ॥

করিলেন, না আমার জীবিত বল্লভ নবকিশোর কৃষ্ণ মদীয় লোচনের আনন্দ প্রদান করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তোমরা অবলোকন কর ॥ ৩০ ॥

কবিরাজগোস্বামির ব্যাখ্যার্থ যথা ॥

ইনি কি সাক্ষাৎ কাম, কি মূর্ত্তিমান্ দ্যুতিমণ্ডল, কি স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য, কি আমার মনো নেত্রের উৎসব, কি আমার প্রাণবল্লভ, নিশ্চয় বোধ হইল, আমার নেত্রের আনন্দপ্রদ কৃষ্ণ আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিবিধ প্রকার ভাব সকল গুরুবর্গ, মহাপ্রভুর তনু ও মনোরূপ শিষ্য গণকে সর্ব্বদা নানা প্রকারে নৃত্য করায়। সে যাহা হউক, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ *, ধৈর্য্য ও ক্রোধ ইত্যাদির নৃত্যে মহাপ্রভুর কালক্ষেপণ হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

* অথ হর্ষ ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহরীতে ৭৮ অঙ্কে যথা ॥
অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রুমুখফুল্লতা।

গীতি, কর্ণামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৩৯ ॥ পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস। গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের রসানন্দ, এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৪০ ॥ লীলাশুক মর্ত্ত্যজন, তার হয় ভাবোদ্গম, ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়। তাহে মুখ্য রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়, তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥ ৪১ ॥ পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, এই তিন অভিলাষে, যত্নেহ আস্বাদ না হইল। শ্রীরাধার ভাব সার,

মহাপ্রভু পরম আনন্দসহকারে স্বরূপ ও রামানন্দরায়ের সঙ্গে দিবারাত্র চণ্ডীদাস, ও বিদ্যাপতি, গীত রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভনাটক, লীলাশুক অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং গীতগোবিন্দ জয়দেবের এই পাঁচ খানি গ্রন্থ গান এবংশ্রবণ করেন ॥ ৩৯ ॥

ঈশ্বরপুরী-গোস্বামির বাৎসল্যরস প্রধান, রামানন্দের বিশুদ্ধ সখ্য-রস, গোবিন্দাদির বিশুদ্ধ দাস্যরস এবং গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ-গোস্বামির মধুর রস, মহাপ্রভু এই চারি ভাবে বশীভূত হয়েন ॥ ৪০ ॥

লীলাশুক অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলঠাকুর ইনি মনুষ্য, ইহাঁর যখন ভাবোদয় হইয়াছিল, তখন যে ঈশ্বরের ভাবোদ্গম হইবে, ইহা আশ্চর্য্য কি? যে হেতু মহাপ্রভু মুখ্যরসের আশ্রয়, সুতরাং তাঁহাতে সমুদায় ভাবের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

এই মহাপ্রভু পূর্ব্বে যখন ব্রজবিলাস করিয়াছিলেন, সেই কালে যত্ন করিয়াও যে তিনটী ভাব * আস্বাদন করিতে পারেন নাই, এজন্য

আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ ॥

অস্যার্থঃ। অভীষ্টদর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রসন্নতার নাম হর্ষ। ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, ত্বরা, উন্মাদ, জড়তা এবং মোহপ্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

* আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ ষষ্ঠ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥

আপনে করি অঙ্গীকার, সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৪২ ॥ আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে, প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনী। নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান, মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি ॥ ৪৩॥ এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় যার বিন্দু, হেন ধন বিলাইল সংসারে ॥ হেন দয়ালু অবতার, হেন দাতা নাহি আর, গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥ ৪৪ ॥ কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে, হেন

তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার মুখ্যভাব অঙ্গীকার করিয়া সেই তিন বস্তু আস্বাদন করিলেন ॥ ৪২ ॥

মহাপ্রভু প্রেমরূপ চিন্তামণির ধনী এবং দাতার শিরোমণি, আপনি আস্বাদন করিয়া ভক্ত সকলকে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তথা স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া যাহাকে তাহাকে দান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

এই গুপ্তভাব সিন্ধুস্বরূপ, ব্রহ্মা যাহার বিন্দু প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, এমন ধন যিনি সংসারে বিতরণ করিলেন, সুতরাং ইহাঁর তুল্য আর দাতা কেহই নাই, ইহাঁর গুণ কেহই বর্ণনা করিতে পারেন অর্থাৎ কাহারও সাধ্য নাই ॥ ৪৪ ॥

গৌরাঙ্গের যেরূপ আশ্চর্য্য লীলা তাহা বলিবার কথা নহে, বলিলেও কেহ বুঝিতে পারে না, তবে শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহার প্রতি কৃপা

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা অর্থাৎ মাহাত্ম্য কিরূপ ও আমার অদ্ভুত মধুরিমা অর্থাৎ মাধুর্য্যাতিশয় শ্রীরাধা যাহা প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যাতিশয় বা কিরূপ এবং আমার অনুভব হেতু শ্রীরাধার যে সুখোদয় হয়, সেই সুখই বা কেমন। এই তিন বিষয়ের লোভ হেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শচীগর্ভসমুদ্রে কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬ ॥

চিত্রে চৈতন্যের রঙ্গ। সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে, হয় তার দাসদাসের সঙ্গ ॥ ৪৫ ॥ চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার তিহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা এই বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ৪৬ ॥ যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে, ইতরজন নারিবে বুঝিতে। প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন, সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৪৭ ॥ নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কারো অনুরোধ, সহজ বস্তু করি বিবরণ। যদি হয় রাগদ্বেষ, তাহা হয় আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥৪৮॥ যে বা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে

করেন, তিনি মাত্র বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার চৈতন্যদাসের দাসের সঙ্গ লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

চৈতন্যলীলা রত্নের সারস্বরূপ, ইহা স্বরূপগোস্বামির ভাণ্ডার, এই স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামির কণ্ঠে রাখিয়াছেন, আমি সেই শ্রীরঘুনাথের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহার এই বিবরণ করিলাম, ভক্তগণের নিকট ইহাই উপহারস্বরূপ প্রদান করিতেছি ॥ ৪৬ ॥

যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কহেন, গ্রন্থ শ্লোকময় হইল, ইতর লোকের বোধগম্য হইবে না, কিন্তু মহাপ্রভুর যাহা আচরণ, আমি তাহাই লিখিলাম, সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে আমার সাধ্য নাই ॥ ৪৭ ॥

কোন স্থানে আমার বিরোধ নাই, আমি কাহারও অধীন নহি অর্থাৎ কাহারও অনুরোধ পরবশ হইয়া কার্য্য করিতেছি না। সহজ বস্তু অর্থাৎ অনায়াসে বোধগম্য বিষয়ের বিবরণ করিতেছি। যদি ইহাতে আমার অনুরাগ অথবা দ্বেষ হয়, তাহা হইলে তাহাতেই আবেশ হইবে, সুতরাং সহজ বস্তু লিখিতে আমি সমর্থ হইব না (ক) ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, সেও যদি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত্র শ্রবণ

(ক) যাহার প্রতি অনুরাগ থাকে অথবা ক্রোধ থাকে তাহার মন্দটী ভাল হয় অথবা

কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত । কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলে হইবে বড় হিত ॥ ৪৯ ॥ ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়, তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন । ইহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি, কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥ ৫০ ॥ শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ, ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয় । থাকে যদি আয়ুশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ, যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৫১ ॥ আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর, মনে কিছু স্মরণ না হয় । না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ ৫২ ॥ এই অন্ত্যলীলা

করে, তাহা হইলে তাহার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উৎপন্ন হয় এবং সে ব্যক্তি রসের রীতি জানিতে পারিবে, তাহার চৈতন্যচরিত শ্রবণে অতিশয় হিত হইবে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকময় এবং তাহার টীকাও সংস্কৃত হয়, তথাপি ত্রিভুবনের জন কিরূপে বুঝিবে ? আমার এই গ্রন্থে দুই চারিটীমাত্র শ্লোক, তাহার ব্যাখ্যা আবার ভাষাতে করিতেছি, সমুদায় লোক কেন না বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ অবশ্যই সকলের বোধগম্য হইবে ॥ ৫০ ॥

মহাপ্রভুর শেষলীলার যে কিছু সূত্র বর্ণন করিয়াছি, এস্থানে তাহার বিস্তার করিতে অভিলাষ হইতেছে । যদি আমার কিছু শেষ আয়ু এবং যদি মহাপ্রভু আমার প্রতি কৃপা করেন, তাহা হইলে শেষলীলা বিস্তাররূপে বর্ণন করিব ॥ ৫১ ॥

আমি বৃদ্ধ এবং জরায় (বার্দ্ধক্যে) অতিশয় কাতর, আমার মনে কিছু স্মরণ হইতেছে না । আমি চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি না এবং

ভালমন্দ হয় । কারণ অনুরাগে ও ক্রোধে চিত্তকে তদ্গত করিয়া দেয় । অনুরাগ ও দ্বেষশূন্য হইলে সহজ বস্তুর বর্ণনা হয় । অন্যথা হয় না ॥

সার, সূত্র মধ্যে বিস্তার, করি কিছু করিল বর্ণন। ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে নারিব তবে, এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥ ৫৩ ॥ সঙ্ক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লেখিল, আগে তাহা করিব বিচার। যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে, ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার ॥ ৫৪ ॥ ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সবার শ্রীচরণ, সবে মোর করহ সন্তোষ। স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ৫৫ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, শিরে ধরি সবার চরণ। স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ, ধূলি করি

কর্ণেও কিছু শুনিতে পাই না, তথাপি যে লিখিতেছি, ইহা অতি-আশ্চর্য্য ॥ ৫২ ॥

মহাপ্রভুর এই অন্ত্যলীলা অতি মধুর এবং ইহা ভক্তগণের ধনস্বরূপ, ইহার মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর বর্ণন করিতে পারিব না, এজন্য সূত্র মধ্যে কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছি। ৫৩

আমি সংক্ষেপে অন্ত্যলীলার সূত্র করিয়াছি, ইহার মধ্যে যাহা যাহা লিখিত হয় নাই, পরে তাহার বিস্তার করিব। যদি আমার তত দিন জীবন থাকে, আর যদি আমার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হয়, তাহা হইলে এই অন্ত্যলীলা ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া বিস্তার করিব ॥ ৫৪ ॥

ছোট বড় যত ভক্তগণ আছেন, আমি তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করি, তাঁহারা সকলে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন, শ্রীরূপগোস্বামী ও রঘুনাথদাস গোস্বামী যত অবগত আছেন, আমি তাহাই লিখিতেছি, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই ॥ ৫৫ ॥

শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতাদি যত ভক্তগণ আছেন, আমি ইহাঁদিগের চরণ মস্তকে ধারণ করি এবং স্বরূপ, রূপ, সনাতন ও

মস্তকভূষণ ॥ ৫৬ ॥ পাঞা যার আজ্ঞা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ, বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস। চৈতন্যবিলাস সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু, তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলাসূত্রবর্ণনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

রঘুনাথ ইহাঁদিগের শ্রীচরণের ধূলী মস্তকে ভূষণ করি ॥ ৫৬ ॥

আমি যাঁহাদের আজ্ঞারূপ ধন প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সকল বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান হরিদাস এই সকলকে বন্দনা করিয়া চৈতন্যবিলাসরূপ সমুদ্রের তরঙ্গের যে এক বিন্দু, কৃষ্ণদাস তাহারই কণামাত্র কহিতেছে ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে অন্ত্যলীলা সূত্রবর্ণনে প্রেমোন্মাদপ্রলাপবর্ণননামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো, বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা, ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥২॥ চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥ ৩॥ সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন। রাঢ়দেশে তিন

ন্যাসং বিধায়েতি। যঃ শান্তিপুরীং অয়িত্বা গত্বা ইহ শান্তিপুর্য্যাং ভক্তৈঃ সহ ললাস বিলসিতবান্ তং গৌরং নতোঽস্মীত্যন্বয়ঃ। স কথম্ভূতঃ সন্ শান্তিপুরীং গত্বা ললাস তত্রাহ ন্যাসং বিধায়েতি। ন্যাসং বিধায় সংন্যাসং কৃত্বা উৎপ্রণয়ঃ সন্ বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাৎ প্রেমবৈবশ্যাদ্ধেতোঃ রাঢ়ে রাঢ়দেশে ভ্রমন্ সন্ তথা॥ ১

যিনি সন্ন্যাস বিধানপূর্ব্বক অতিশয় প্রণয় পরতন্ত্র হইয়া বৃন্দাবন গমন করিতে ইচ্ছুক হওত ভ্রম অর্থাৎ প্রেমবিবশতা হেতু রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুরে আগমন করিয়া তথায় ভক্তগণের সহিত বিলাস করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক এবং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক॥ ২॥

মহাপ্রভুর বয়সের চব্বিশ বৎসরের শেষ যে মাঘমাস তাহার শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন॥ ৩॥

মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া প্রেমাবেশে যখন বৃন্দা-

দিন করিলা ভ্রমণ ॥ এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে । ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তং ভিক্ষুকবচনং ।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥ ইতি ॥৫॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন । মুকুন্দসেবায় রতি কৈল নির্দ্ধারণ ॥ পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ হয় ধারণ । মুকুন্দসেবায় হয় সংসারত্তারণ ॥৬

ভাবার্থদীপিকায়াং । ১১ । ২৩ । ৫৩ । অতোঽহমপানয়ৈব পরমাত্মনিষ্ঠয়া তরিষ্যামীত্যাহ এতামিতি । সোঽহমিত্যন্বয়ঃ । নন্বিয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেত্তত্রাহ মুকুন্দেতি ॥ ক্রমসন্দর্ভে । তদেষা চ মম পরাত্মনিষ্ঠা শ্রীমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবণং বিনা সোপদ্রবৈব জাতা । যদীদৃশো নানা বিচারোঽপি তন্নিষ্ঠায়ামুপদ্রব এবেতম্বে তন্নিষেবামবলম্ব্যৈব যানন্তি এতামিতি । তস্মাত্ত্বথং সাধ্বেবোক্তং ঋতে স্বদ্ধর্ম্মনিরতানিতি শ্রীভগবতো ভাবঃ ॥ ৫ ॥

বন যাত্রা করিয়া তিন দিবস রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন, তখন মহাপ্রভু এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত রাঢ়দেশকে পবিত্র করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ২৩ অধ্যায় ৫৩ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ভিক্ষুকের বাক্য যথা ॥

পূর্ব্বতন মহর্ষিগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এইরূপ পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করত মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবাদ্বারা আমি ঘোর তমোরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥ ৫ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ভিক্ষুকের এই বাক্য সাধু অর্থাৎ উত্তম, যতিদিগের মুকুন্দসেবাই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পরাত্মনিষ্ঠার নিমিত্তই কেবল মাত্র বেশ ধারণ, কিন্তু মুকুন্দসেবাতেই সংসার উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥৬।

সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিঞা। কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিঞা ॥ ৭ ॥ এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন। দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন ॥ নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন। প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ ৮ ॥ যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক। প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ৯ ॥ গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিঞা। হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া ॥ শুনি তা সবার নিকট গেলা গৌরহরি। বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥ তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান্। কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥ ১০ ॥ গুপ্তে তা সবারে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।

আমি সেই পরাত্মনিষ্ঠায় বেশধারণ করিয়াছি, এক্ষণে বৃন্দাবন গিয়া নির্জ্জনে উপবেশন করত কৃষ্ণসেবা করি ॥ ৭ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু প্রেমোন্মাদে গমন করিতে লাগিলেন, তৎ-কালীন তাঁহার দিগ্ বিদিক্, কি দিবা কি রাত্রি, কিছুই জ্ঞান ছিল না, নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন এবং মুকুন্দ এই তিন জন মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

ঐ সময়ে যে যে লোক মহাপ্রভুর দর্শন করিল, তাহাদের দুঃখসকল খণ্ডিল এবং তাহারা হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

অনন্তর গোপবালকসকল মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে হরি হরি বলিতে লাগিলে, গৌরহরি হরিধ্বনি শ্রবণে তাহাদের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাহাদের মস্তকে হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, তোমরা হরি বল হরি বল এবং তাহাদিগকে স্তব করত কহিলেন, তোমরা ভাগ্যবান্ আমাকে হরিনাম শুনাইয়া কৃতার্থ করিলা ॥ ১০ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ প্রভু গোপনভাবে ঐ সকল বালককে আনিয়া

শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ॥ বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে। গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে॥ ১১॥ তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ। কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন॥ শিশুসব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল। সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥ ১২॥ আচার্য্য-রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি। শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥ প্রভু লৈয়া যাব আমি তাহার মন্দিরে। সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥ তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন। শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥ ১৩॥ তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়। মহা-প্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥ ১৪॥ প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার

এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিলেন যে, যখন মহাপ্রভু তোমাদিগকে বৃন্দা-বনের পথ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিও॥

তৎপরে মহাপ্রভু বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে শিশু-গণ! বল দেখি কোন পথে বৃন্দাবন গমন করিব, শিশু সকল মহাপ্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিল, মহা-প্রভুও প্রেমাবেশে সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

অনন্তর নিত্যানন্দগোস্বামী আচার্য্যরত্ননামে একজন ভক্তকে কহি-লেন তুমি শীঘ্র অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গমন কর, আমি মহাপ্রভুকে লইয়া তাঁহার গৃহে যাইতেছি, তিনি যেন সাবধানে নৌকা লইয়া গঙ্গা-তীরে অবস্থিত থাকেন॥

তৎপরে তুমি নবদ্বীপে যাইয়া শচীমাতার সহিত ভক্ত সকলকে লইয়া আইস॥ ১৩॥

এই বলিয়া আচার্য্যরত্নকে প্রেরণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করত আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন॥ ১৪॥

কাঁহা আগমন। শ্রীপাদ কহে তোমা' সনে যাব বৃন্দাবন ॥ ১৫ ॥ প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন। তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন ॥ ১৬ এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে। আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে ॥ অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন। এত বলি যমুনারে করেন স্তবন ॥ ১৭ ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে পঞ্চমাঙ্কে
১৩ শ্লোকে স্তুতিবাক্যং ॥

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।

চিদানন্দেতি। ভানুপুত্রী সূর্য্যকন্যা যমুনা নোঽস্মাকং বপুঃ সদা পবিত্রীক্রিয়াৎ শুদ্ধং করোতু। যমুনা কথম্ভূতা। নন্দসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরপ্রেমপাত্রী পরমপ্রেমাস্পদং। পুনঃ কথম্ভূতা। দ্রবব্রহ্মগাত্রী চিন্ময়জলরূপেণাবস্থিতা অতএব অঘানাং পাপানাং লবিত্রী ছেত্রী। জগৎক্ষেমধাত্রী জগতাং মঙ্গলবিধাত্রী। নন্দসূনোঃ কথম্ভূতস্য চিদানন্দভানোশ্চিচ্ছাসৌ আনন্দ-

তখন মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীপাদ! আপনার কোথায় আগমন হইতেছে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি আপনার সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করিব ॥ ১৫ ॥

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদূরে বৃন্দাবন আছে, নিত্যানন্দ কহিলেন, এই যমুনা দর্শন করুন ॥ ১৬ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভুকে গঙ্গার সন্নিধানে আনয়ন করিলে, ভাবাবেশে মহাপ্রভুর গঙ্গায় যমুনা জ্ঞান হইল এবং কহিলেন, আমার কি সৌভাগ্য! আমি যমুনার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, এই বলিয়া যমুনাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের পঞ্চমাঙ্কে
১৩ শ্লোকে স্তুতিবাক্য যথা ॥

যিনি চিন্ময় আনন্দপ্রকাশক নন্দনন্দনের প্রেমাপাত্রী, যিনি চিন্ময় স্বরূপে অবস্থিতা, সুতরাং যিনি পাপসকলের ছেদনকর্ত্রী এবং যিনি

অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান। এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ১৯ ॥ হেন কালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা। আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা ॥ ২০ ॥ আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্করি। আচার্য্য দেখি বলে গোসাঞি মনে সংশয় করি ॥ ২১ ॥ তুমি ত অদ্বৈত গোসাঞি ইহা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা ॥ ২২ ॥ আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ২৩ ॥ প্রভু কহে নিত্যানন্দ

শেচতি চিদানন্দঃ স এব ভানুঃ প্রকাশকঃ। অর্থাৎ ভক্তানাং স্বানুভবরূপ-পরমপ্রেমানন্দ-প্রকাশকত্বেন অজ্ঞানতমোনাশকসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

জগতের মঙ্গলবিধায়িনী, সেই সূর্য্যপুত্রী যমুনা সর্ব্বদা আমাদের দেহ পবিত্র করুন ॥ ১৮ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু নমস্কারপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলেন, মহাপ্রভুর একমাত্র কৌপীন, দ্বিতীয় পরিধান নাই ॥ ১৯ ॥

এমত সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য গোস্বামী নৌকায় আরোহণ করত নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস লইয়া আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥

অদ্বৈতগোস্বামী মহাপ্রভুকে নমস্কার করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইলে, মহাপ্রভু আচার্য্যকে দেখিয়া মনে সংশয় করত কহিলেন ॥ ২১ ॥

আপনি ত অদ্বৈতগোস্বামী, এস্থানে কি জন্য আগমন করিলেন, আমি বৃন্দাবনে আছি, আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন ॥ ২২ ॥

এই কথা শুনিয়া অদ্বৈত আচার্য্য কহিলেন, প্রভো! আপনি যে, স্থানে থাকেন, সেই স্থানই বৃন্দাবন হয়; আমার ভাগ্যে আপনার গঙ্গাতীরে আগমন হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

আমারে বঞ্চিলা। গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা ॥ ২৪ ॥ আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন। গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া এক ধার। পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ২৫ ॥ পশ্চিম ধারে যমুনা বহে তাঁহা কৈলে স্নান। আর্দ্র-কৌপীন ছাড় কর শুষ্ক পরিধান ॥ ২৬ ॥ প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ২৭ ॥ এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করাঞাছো পাক। শুকা রুখা ব্যঞ্জন এক সূপ আর শাক ॥ ২৮ ॥ এত বলি নৌকায় চড়াই নিল নিজ ঘর। পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ

তখন মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ বঞ্চনাপূর্ব্বক আমাকে গঙ্গাতীরে আনিয়া যমুনা কহিলেন ॥ ২৪ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য কহিলেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বাক্য মিথ্যা নহে, আপনি এখন যমুনাতে স্নান করিলেন, যে হেতু গঙ্গায় এক ধার হইয়া যমুনা প্রবাহিত হইতেছেন, ইহাঁর পশ্চিম দিকে যমুনার ধারা ও পূর্ব্ব-দিকে গঙ্গার ধারা যাইতেছে ॥ ২৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম ধারে যে যমুনা প্রবাহিত হইতেছেন, আপনি তাহাতে স্নান করিলেন, এখন আর্দ্র কৌপীন ত্যাগ করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরিধান করুন ॥ ২৬ ॥

আপনি প্রেমাবেশে তিন দিবস উপবাসী আছেন, আজ আমার গৃহে আপনার ভিক্ষা, আমার গৃহে গমন করুন ॥ ২৭ ॥

আমি একমুষ্টি অন্ন পাক করাইয়াছি, আমার ব্যঞ্জন শুষ্ক ও রুক্ষ, একটা সূপ (দাইল) ও একটা শাক পাক হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

এই বলিয়া নৌকায় আরোহণ করাইয়া আপনার গৃহে আনয়ন-করত আনন্দচিত্তে তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিলেন ॥ ২৯ ॥

অন্তর ॥২৯॥ প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী । বিষ্ণুসমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৩০ ॥ তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি । কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রে ধরি ॥ বত্তিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে । দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভাল মতে ॥৩১॥ মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ । চারিদিগে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সূপ ॥ সার্দ্রক বাস্তুক শাক বিবিধপ্রকার । পটোল কুষ্মাণ্ড-বড়ি মানকচু আর ॥ রাই মরীচ সুক্তা দিঞা সব ফল মূলে । অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী । পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ নারিকেল শস্য ছেনা শর্করা মধুর । মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় । সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট । ক্ষীরপুলী নারি-

---

আচার্য্যাণী প্রথমে যাহা পাক করিয়াছেন, আচার্য্য গোস্বামী তাহা বিষ্ণুকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তৎপরে তিন স্থানে সমান করিয়া ভোগ পরিবেশন করিলেন, তন্মধ্যে মধ্যের যে ভোগ তাহা কৃষ্ণের নিমিত্ত ধাতুপাত্রে পরিবেশন করিলেন, তৎপরে বত্তিশা কলার আঙ্গটিপত্রে অর্থাৎ নবোদ্গত পত্রের অগ্রভাগে দুই স্থানে উত্তম করিয়া ভোগ পরিবেশন করিলেন ॥ ৩১ ॥

ঐ দুই পত্রের মধ্যকার পত্রে স্তূপাকার পীতবর্ণ গব্যঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন, তাহার চারিদিকে কদলীর ডোঙ্গায় ব্যঞ্জন এবং মুদ্গসূপ (দাইল) তথা বিবিধপ্রকার আর্দ্রকযুক্ত বাস্তুক শাক, পটোল ও কুষ্মাণ্ডবটিকা, মানকচু, রাই (শর্ষপ), মরীচ, সুক্তা, ফল ও মূল অমৃতজয়ি এই পঞ্চবিধ তিক্ত ঝাল, কোমল নিম্বপত্রের সহিত ভর্জ্জিত বার্ত্তাকী, পটোল ও ফুলবড়ি, কুষ্মাণ্ড, মানচাকী, নারিকেল শস্য ও শর্করাযুক্ত সুমধুর ছেনা, তথা প্রচুর পরিমাণে মোচাঘণ্ট ও দুগ্ধকুষ্মাণ্ড এবং মধুর অম্লবড়া প্রভৃতি পাঁচ ছয় প্রকার অম্ল, আর অধিক কি বলিব লোকে যত প্রকার ব্যঞ্জন হইতে পারে, তথা মুদ্গবড়া, মাষ (কলায়) বড়া, মিষ্টবড়া, ক্ষীরপুলী

কেল যত পিষ্ট ইষ্ট ॥ বত্রিশা আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়। চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতিবড় দঢ় ॥ পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিঞা। তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ ৩২ ॥ সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। তিনপাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি ॥ দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধলকলকী। যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি ॥ ৩৩ ॥ দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৩৪ ॥ অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী। তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥ তিন শুভ্র পীঠ তার উপরে বসন। এইরূপে সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইলা ভোজন ॥ ৩৫ ॥ আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল। প্রভু

এবং নারিকেল প্রভৃতি যত উত্তম পিষ্টক হইতে পারে, বত্রিশা এঠিয়া কলার যাহা চলিত বা কম্পিত হয় না, এমত সুদৃঢ় বড় বড় ডোঙ্গাপাত্রে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনপূর্ণ করিয়া তিন ভোগের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥

তৎপরে নূতন-মৃৎকুণ্ডিকা অর্থাৎ মৃত্তিকার পাত্রবিশেষ সঘৃত পায়স, তিন পাত্র পরিপূর্ণ ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, দুগ্ধচিড়া, কলা এবং দুগ্ধলকলকী প্রভৃতি যত প্রস্তুত করিলেন, তাহা বর্ণন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩৩ ॥ এই সমুদায় মৃৎকুণ্ডিকা পূর্ণ করিয়া ভোগের দুই পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। অপর চাঁপাকলা, দধি ও সন্দেশ কত যে দিলেন, তাহা কহিতে শক্তি নাই ॥ ৩৪ ॥

সে যাহা হউক, এইরূপে তিন ভোগ প্রস্তুত করিয়া অন্ন ব্যঞ্জনের উপরে তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিলেন। তৎপরে সুবাসিত জলপূর্ণ তিন জলপাত্র এবং তিন খানি পীঠের (পিঁড়ির) উপর শুভ্র বসন দিয়া আচ্ছাদনপূর্ব্বক স্থাপন করিলেন, অদ্বৈতপ্রভু এইরূপ ভোগ সজ্জা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভোজন করাইলেন ॥ ৩৫ ॥

সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল ॥ ৩৬ ॥ আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন। আচার্য্য গোসাঞি আসি প্রভুরে কৈল নিবেদন ॥ ॥ গৃহের ভিতর প্রভু করুন গমন। দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥৩৭॥ মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা। যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥৩৮॥ মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে। পাছে মুঞি প্রসাদ পাব তুমি যাহ ঘরে ॥ ৩৯ ॥ হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম। বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন ॥ ৪০ ॥ দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর। প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর॥ ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণেরে করায়

তৎপরে আরতির সময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা ভক্তগণের সহিত আগমন করিয়া আরাত্রিক দর্শন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর আচার্য্য গোস্বামী আরতির পর শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনি গৃহমধ্যে আগমন করুন আচার্য্যের আহ্বানে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু দুইজন ভোজন করিতে আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহাপ্রভু ভোজন করিতে গিয়া মুকুন্দ ও হরিদাস এই দুই জনেক আহ্বান করায় তাঁহারা আগমন করিয়া মহাপ্রভু অগ্রে যোড় হাতে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

মুকুন্দ কহিলেন, আমার কিছু কার্য্য (অর্চ্চনাদি) শেষ হয় নাই, আমি পশ্চাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিব, আপনি গৃহে গমন করুন ॥ ৩৯ ॥

এবং হরিদাস কহিলেন, আমি পাপিষ্ঠ ও অধম, পশ্চাৎ বাহিরে একমুষ্টি ভোজন করিব ॥ ৪০ ॥

তখন আচার্য্যপ্রভু দুই প্রভুকে গৃহের মধ্যে লইয়া গমন করিলেন, মহাপ্রভু গৃহে যাইয়া প্রসাদ দর্শনে আনন্দচিত্তে কহিলেন, যিনি এ

ভোজন। জন্মে জন্মে শিরে ধরি তাহার চরণ ॥ ৪১ ॥ প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য। আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৪২ ॥ প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন। আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥ কোন্ স্থানে বসিব আর আন দুই পাত। অল্প করি আনি তাহে দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥৪৩॥ আচার্য্য কহে বৈস দুঁহে পিঁড়ির উপরে। এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে ॥ ৪৪ ॥ প্রভু কহে সন্ন্যাসির ভক্ষ্য নহে উপকরণ। ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥ ৪৮ ॥ আচার্য্য কহেন ছাড় আপনার চুরি। আমি সব জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারি-ভুরি ॥ ৪৬ ॥ ভোজন করহ ছাড় বচনচাতুরী। প্রভু কহে এত অন্ন

প্রকার অন্ন শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করান, আমি জন্মে জন্মে তাঁহার চরণ মস্তকে ধারণ করি ॥ ৪১ ॥

প্রভু জানেন এই তিন ভোগ শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য, কিন্তু আচার্য্য প্রভুর মনোভাব মহাপ্রভুর গোচর ছিল না ॥ ৪২ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, উপবেশন করুন, আমরা তিন জনে ভোজন করি। আচার্য্য কহিলেন আমি পরিবেশন, করিব। মহাপ্রভু কহিলেন, আমরা কোন্ স্থানে বসিব, দুই খান পত্র লইয়া আসুন, তাহাতে অল্প করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রদান করুন ॥ ৪৩ ॥

তখন আচার্য্য কহিলেন, আপনারা দুই জনে পিঁড়ির (কাষ্ঠাসনের) উপরি উপবেশন করুন, এই বলিয়া দুই জনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, সন্ন্যাসিরপক্ষে এত উপকরণ ভক্ষ্য নহে, এই একল বস্তু আহার করিলে কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ॥ ৪৫ ॥

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন, আপনার চুরি ছারুন, আপনার সন্ন্যাসের ভারিভুরি আমি সমুদায় অবগত আছি ॥ ৪৬ ॥

আপনি চাতুর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করুন, মহাপ্রভু কহিলেন,

খাইতে না পারি ॥ আচার্য্য কহে অকপটে করহ আহার। যদি খাইতে নার পাতে রহিবেক আর ॥ ৪৭ ॥ প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে নারিব। সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিব ॥ ৪৮ ॥ আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার। এক এক বারে অন্ন শত শত ভার ॥ তিন জনের ভক্ষ্য পিণ্ডা তোমার এক গ্রাস। তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাস ॥ ৪৯ ॥ মোর ভাগ্যে মোর গৃহে তোমার আগমন। ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন ॥ ৫০ ॥ এত বলি জল দিল দুই গোসাঞির হাতে। হাসিঞা লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে ॥ ৫১ ॥ নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস। আজি পারণা করিতে মনে ছিল বড় আশ। আজি উপবাস

আমি এত অন্ন ভোজন করিতে পারিব না। আচার্য্য কহিলেন, অকপটে ভোজন করুন, যদি খাইতে না পারেন তাহাতে হানি কি, পত্রে অবশেষে থাকিবে ॥ ৪৭ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি এত অন্ন খাইতে পারিব না, পত্রে উচ্ছিষ্ট রাখা সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে ॥ ৪৮ ॥

আচার্য্য কহিলেন, আপনি নীলাচলে চৌয়ান্ন বার ভোজন করেন উহাতে এক এক বারে শত শত ভার অন্ন থাকে, সুতরাং তিন জনের ভক্ষ্য অন্ন আপনার এক গ্রাসমাত্র, নীলাচলের অপেক্ষা এই অন্ন এক গ্রাস হইবে ॥ ৪৯ ॥

হে প্রভো! আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার গৃহে আপনকার আগমন হইয়াছে, চাতুর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করুন ॥ ৫০ ॥

এই বলিয়া দুই প্রভুর হস্তে জল দিলে দুই জনে হাস্যপূর্ব্বক ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫১ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ প্রভু কহিলেন, আমি তিন দিবস উপবাস করিয়া রহিয়াছি, অদ্য পারণ করিতে মনে বড় আশা ছিল, কিন্তু আচার্য্যের

হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে। অর্দ্ধপেট না ভরিবেক এই গ্রাসেক অন্নে ॥৫২॥ আচার্য্য কহে হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী। কভু ফল মূল খাও কভু উপবাসী ॥ ৫৩ ॥ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন। ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভ মন ॥ ৫৪ ॥ নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ। তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন ॥ ৫৫ ॥ শুনি নিত্যানন্দকথা ঠাকুর অদ্বৈত। কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পীরিত ॥ ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর পুরিতে। সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৫৬ ॥ তুমি খাইতে পার দশ বিশ চাউলের অন্ন। আমি তাহা কাঁহা পাব ব্রাহ্মণ ॥ ৫৭ ॥ যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ। পাগলাই না করিহ না ছড়াইহ ঝুঁঠ ॥ ৫৮ ॥ এই মত হাস্য রসে করেন ভোজন।

আচার্য্যের নিমন্ত্রণে আজও উপবাস ঘটিল, এই গ্রাসমাত্র অন্নে আমার উদরের অর্দ্ধেকও পূর্ণ হইবে না ॥ ৫২ ॥

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন, আপনি তীর্থবাসী সন্ন্যাসী, কখন ফল মূল ভোজন করেন এবং কখন বা উপবাসে থাকেন ॥ ৫৩ ॥

আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার গৃহে যে মুষ্টিমাত্র অন্ন পাইলেন ইহাতে সন্তুষ্ট হউন, মনের লোভ ত্যাগ করুন ॥ ৫৪ ॥

নিত্যানন্দ কহিলেন, আপনি যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন যত খাইব আপনাকে তত অন্ন দিতে হইবে ॥ ৫৫ ॥

তখন নিত্যানন্দের কথা শুনিয়া ঠাকুর অদ্বৈত প্রীত মনে কহিলেন, আপনি ভ্রষ্ট অবধূত, কেবল উদর পূর্ণ করিতেই তৎপর, বোধ করি ব্রাহ্মণ দণ্ড করিতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

আপনি দশ বিশ (পরিমাণ বিশেষ) তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে পারেন, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তত অন্ন কোথায় প্রাপ্ত হইব ॥ ৫৭ ॥

যে মুষ্টিমাত্র অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আহার করিয়া গাত্রোত্থান করুন, আপনি পাগলামি (উন্মত্ত ব্যবহার) করিয়া উচ্ছিষ্ট ছড়াইবেন না ॥ ৫৮ ॥

অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুন করেন পূরণ। ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে ভরি করে প্রভুকে প্রার্থন ॥ আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা। এখনে যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক রাখিবা ॥ ৫৯॥ নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন। আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৬০ ॥ নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না ভরিল। লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ এত বলি একগ্রাস ভাত হাতে লঞা। উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৬১ ॥ ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে। ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে ॥৬২ ॥ অবধূতের ঝুঠা লাগিল মোর অঙ্গে। পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৬৩ ॥ তোরে নিমন্ত্রণ কৈল পাইল তার ফল। তোর জাতি কুল নাহি

এই মত হাস্য রসে প্রভু ভোজন করেন, অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভোজন করিয়া ব্যঞ্জন সকল পরিত্যাগ করেন। আচার্য্য পুনর্ব্বার সেই সেই ব্যঞ্জন দিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দেন, আচার্য্য ব্যঞ্জনে দোনাপূর্ণ করিয়া প্রভুকে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আমি যাহা পূর্ব্বে দিয়াছি তাহা সমস্ত খাইবেন আর এক্ষণে যাহা দিলাম তাহার অর্দ্ধেক রাখিবেন ॥ ৫৯

আচার্য্য এইরূপ যত্ন ও দৈন্যসহকারে প্রভুকে ভোজন করাইলেন প্রভুও আচার্য্যের ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৬০ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ কহিলেন, আমার উদর পূর্ণ হইল না, আপনার অন্ন লইয়া যান, আমি কিছুমাত্র অন্ন ভোজন করি নাই, এই বলিয়া এক গ্রাস অন্ন হস্তে গ্রহণ করত যেন ক্রোধভরে ছিটাইয়া ফেলিলেন ॥ ৬১ ॥

তাহাতে দুই চারিটী অন্ন আচার্য্যের অঙ্গে পতিত হওয়ায়, আচার্য্য ঐ অঙ্গলিপ্ত অন্নের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

এবং মনে করিলেন, অবধূতের উচ্ছিষ্ট অন্ন আমার অঙ্গে লিপ্ত হইল, এই ছলে ইনি আমাকে পবিত্র করিলেন ॥ ৬৩ ॥

সহজে পাগল ॥ আপন সমান মোরে করিবার তরে। ঝুঁঠা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥৬৪॥ নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের প্রসাদ। ইহাকে ঝুঁঠা কহিলে তুমি কৈলে অপরাধ ॥ শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন। তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ৬৫ ॥ আচার্য্য কহে কভু না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব শ্রুতিধর্ম্ম ॥ ৬৬ ॥ এত বলি দুই জনে করাইল আচমন। উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন ॥ লবঙ্গ এলাচ আর উত্তম রসবাস। তুলসীমঞ্জরীসহ দিল মুখবাস ॥ ৬৭ ॥ সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবরে। সুগন্ধি পুষ্পমালা দিল হৃদয় উপরে ॥ ৬৮ ॥ আচার্য্য করিতে চাহে পাদসম্বাহন। সঙ্কোচিত হঞা

অনন্তর পরিহাসচ্ছলে নিত্যানন্দকে কহিলেন, আপনাকে যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহার ফল লাভ হইল, আপনার জাতি কুল নাই, আপনি স্বভাবতঃ উন্মত্ত, আমাকে আপনার সমান করিবার নিমিত্ত আমাকে উচ্ছিষ্ট দিলেন, আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয় করিলেন না ॥ ৬৪

নিত্যানন্দ কহিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ, ইহাকে উচ্ছিষ্ট কহিলেন, ইহাতে আপনি অপরাধ করিলেন, যদি একশত সন্ন্যাসী ভোজন করান তবে আপনার এ অপরাধ মার্জন হইবে ॥ ৬৫ ॥

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য কহিলেন, আমি কখন সন্ন্যাসিকে ভোজন করাইব না, সন্ন্যাসী আমার সমুদায় বেদধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে ॥ ৬৬ ॥

এই বলিয়া দুই জনকে আচমন করাইয়া উত্তম শয্যায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইলেন এবং লবঙ্গ, এলাচীবীজ ও উত্তম রসবাস (গন্ধজল আতর) তুলসী মঞ্জরী সহিত মুখবাস প্রদান করিলেন ॥ ৬৭ ॥

তৎপরে সুগন্ধি চন্দনদ্বারা কলেবর লেপন ও সুগন্ধি পুষ্পমালা হৃদয়মধ্যে প্রদান করিলেন ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর আচার্য্য পাদসম্বাহন করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু সঙ্কো-

প্রভু কহেন বচন॥ বহু নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন। মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥ তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে। করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে॥ ৬৯॥ শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন। দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ॥ হরি হরি বোলে লোক আনন্দিত হঞা। চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা॥৭০॥ গৌরদেহ কান্তি সূর্য্য জিনিঞা উজ্জ্বল। অরুণ বস্ত্র কান্তি তাতে করে ঝলমল॥ ৭১॥ আইসে যায় লোক হর্ষে নাহি সমাধান। লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান॥ ৭২॥ সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন। আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥ নিত্যানন্দ প্রভু বুলে আচার্য্য

চিত হইয়া কহিলেন, আপনি আমাকে অনেক প্রকারে নৃত্য করাইলেন, আর নাচাইবেন না, মুকুন্দ ও হরিদাসকে লইয়া ভোজন করুন গা। তখন আচার্য্যগোস্বামী ঐ দুই জনকে সঙ্গে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভোজন করিলেন॥ ৬৯॥

সে যাহা হউক, শান্তিপুরের লোকসকল মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিতে আগমন করিল এবং সকলে আনন্দিত হইয়া হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিল ও সকলে মহাপ্রভুর সৌন্দর্য্যে দেখিয়া চমৎকৃত হইল॥ ৭০॥

মহাপ্রভুর সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বর্ণন করিব, দেহ গৌরবর্ণ, কান্তি সূর্য্য অপেক্ষাও উজ্জ্বল এবং অরুণবর্ণ বস্ত্রকান্তি তাহাতে ঝলমল করিতেছে॥ ৭১॥

লোক সকলের হর্ষের সীমা নাই নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে, লোক সংঘট্টে দিবা অবসান হইল॥ ৭২॥

আচার্য্য সন্ধ্যার সময় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, আচার্য্য নৃত্য করেন মহাপ্রভু দর্শন করেন। নিত্যানন্দপ্রভু আচার্য্যকে ধারণ করিয়া নৃত্য

ধরিঞা। হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা॥ ৭৩॥

ধানশ্রীরাগ॥

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ৭৪॥ এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন। স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন॥ ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ। চরণে ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন॥৭৫॥ অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া। ঘরে পাইয়াছোঁ এবে রাখিব বান্ধিঞা॥৭৬॥ এত বলি আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন। প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন॥ ৭৭॥ প্রেমের ঔৎকট্য প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ। বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ॥৭৮॥

করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ দিকে হরিদাস হৃষ্ট হইয়া নাচিতে লাগিলেন॥ ৭৩॥

পদ যথা—ধানশ্রীরাগ॥

হে সখি! আজকার আনন্দের অবধি আর কি বলিব, চিরদিনের পর মাধব আমার মন্দিরে আগমন করিয়াছেন॥ ৭৪॥

অদ্বৈত প্রভু এই পদ গান করিয়া নর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার অঙ্গে, স্বেদ, কম্প, অশ্রু ও পুলক হইতে লাগিল এবং কখন হুঙ্কার পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভুর চরণ ধারণ করেন, অনন্তর চরণ ধারণ করিয়া প্রভুকে বলিতে লাগিলেন॥ ৭৫॥

প্রভো! আপনি আমাকে অনেক দিন বঞ্চনা করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, অদ্য আপনাকে গৃহে প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন বন্ধন করিয়া রাখিব॥ ৭৬॥

এই বলিয়া আচার্য্য নৃত্য করিতে লাগিলেন, আচার্য্যের কীর্ত্তন করিতে করিতে এক প্রহর কাল অতীত হইল॥ ৭৭॥

সে যাহা হউক, প্রেমের আতিশয্যে মহাপ্রভুর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ না হওয়ায়, বিরহজ্বালায় প্রেমতরঙ্গ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ৭৮॥

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা। গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥ ৭৯॥ প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে। ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥ ৮০॥ আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন। পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ॥ অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদবচন। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥ ৮১॥

তথাহি পদং॥

হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে। কাণু প্রেমবিষে মোর তনু মন জারে॥ ধ্রু॥ রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ। যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥ ৮২॥ এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর

তাহাতে মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তদ্দর্শনে আচার্য্যগোস্বামী নৃত্য সম্বরণ করিলেন॥ ৬৯॥

মুকুন্দ মহাপ্রভুর অন্তঃকরণ উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, এজন্য তিনি তৎকালে তাঁহার ভাবসদৃশ একটী পদ গান করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৮০॥

অনন্তর আচার্য্যপ্রভু মহাপ্রভুকে নৃত্য করাইবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করাইলেন, কিন্তু পদ শুনিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে ধৈর্য্য ধারণ হইতেছে না, তৎকালে তাঁহার অশ্রু, কম্প, স্বেদ ও গদ্গদ বচনপ্রভৃতি নানাবিধ ভাবোদয় হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি উচ্চ রোদন করিয়া ক্ষণকাল গাত্রোত্থান করেন ও ক্ষণকাল বা ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন॥৮১॥

পদ যথা॥

হা হা প্রিয়সখি! আমার কি না হইল? দেখ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিষে যে আমার তনু দগ্ধ হইতে লাগিল॥ ধ্রু॥ আমার দিবারাত্রি মন দগ্ধ হইতেছে, স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছি না, যেস্থানে গমন করিলে আমি কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইতে পারি, সেই স্থানে উড়িয়া যাইব॥

স্বরে। শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে॥ ৮৩॥ নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য। প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥ জর্জ্জর হইলা প্রভু ভাবের প্রহারে। ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে॥ ৮৪॥ দেখিঞা চিন্তিত হৈলা সব ভক্তগণ। আচম্বিতে উঠে প্রভু করিঞা গর্জ্জন॥৮৫॥ বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল। বুঝান না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল॥ নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা। আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছে ত নাচিঞা॥ ৮৬॥ এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে। কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে॥ ৮৭॥ তিন দিন উপবাসে

মুকুন্দ সুমধুর স্বরে এই পদ গান করিতে আরম্ভ করিলে, শুনিয়া মহাপ্রভুর চিত্ত ও অন্তর বিদীর্ণ হইতে লাগিল॥ ৮৩॥

তখন নির্ব্বেদ, বিষাদ, অমর্ষ, চাপল্য গর্ব্ব ও দৈন্যপ্রভৃতি * ভাব সৈন্যসকল মহাপ্রভুর শরীরে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে মহাপ্রভু ভাবের প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়া, শ্বাসশূন্য শরীরে ভূমিতে পতিত হইলেন॥ ৮৪॥

তদ্দর্শনে সমুদায় ভক্তবৃন্দ চিন্তাকুল হইলে, মহাপ্রভু সহসা গর্জ্জনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করত বল বল বলিয়া আনন্দবিহ্বল চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর প্রবল ভাবতরঙ্গ কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না॥ ৮৫॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে ধারণ করিয়া সঙ্গে বলিতে লাগিলেন এবং আচার্য্য ও হরিদাস পশ্চাৎ দিকে থাকিয়া নৃত্য বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৮৬॥

এই প্রকারে মহাপ্রভু আনন্দে এক প্রহর নৃত্য করেন, ভাবতরঙ্গে মহাপ্রভুর কখন হর্ষ ও কখন বিষাদ প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ৮৭॥

* নির্ব্বেদপ্রভৃতি ব্যভিচারি ভাবের লক্ষণ ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

করিয়া ভোজন। উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হইল পরিশ্রম॥ তেঁহ ত না জানে প্রেমে ভাবাবিষ্ট হঞা॥ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা॥ ৮৮॥ আচার্য্য গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন। নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥ ৮৯॥ এই মত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন। এক রূপ করি কৈল প্রভুর সেবন॥ ৯০॥ প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা। ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া॥ ৯১॥ নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ। সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ॥ ৯২॥ প্রাতঃকৃত্য করি করে নাম সঙ্কীর্ত্তন। শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈত-ভবন॥ ৯৩॥ শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা। কান্দিতে লাগিলা

সে যাহা হউক তিন দিন উপবাসের পর ভোজন করিয়া নৃত্য করায় মহাপ্রভুর অতিশয় পরিশ্রম বোধ হইল, কিন্তু তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া থাকায় কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন॥ ৮৮॥

তখন আচার্য্য গোস্বামী কীর্ত্তন সমাপন করিয়া নানাপ্রকার সেবা করত প্রভুকে শয়ন করাইলেন॥ ৮৯॥

আচার্য্য প্রভু এই মত দশ দিন একরূপে ভোজন ও কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর সেবা করেন॥ ৯০॥

এদিকে আচার্য্যরত্ন ভক্তগণ সঙ্গে প্রাতঃকালে শচীমাতাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া লইয়া আসিলেন॥ ৯১॥

তৎপরে নবদ্বীপ নগরের স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ লোক সমুদায় আগমন করায় মহা সঙ্ঘট্ট হইয়া উঠিল॥ ৯২॥

যৎকালে মহাপ্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় শচীমাতাকে লইয়া আচার্য্যরত্ন অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৯৩॥

তখন মহাপ্রভু শচীদেবীকে দেখিয়া অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইলে,

শচী কোলেতে করিঞা॥ ৯৪ ॥ দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল। কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥ অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ। দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥ ৯৫ ॥ কান্দিয়া কহেন শচী বাছা রে নিমাই। বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥৯৬॥ সন্ন্যাসী হইঞা পুন না দিল দর্শন। তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥ ৯৭ ॥ প্রভু ত কান্দিয়া কহে শুন মোর আই। তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥ তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। কোটি জন্ম তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥ ৯৮ ॥ জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস। তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥ তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাঁহাই

শচীমাতা মহাপ্রভুকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৯৪ ॥

অনন্তর পরস্পর দর্শনে বিহ্বল হইলেন। শচীমাতা মহাপ্রভুর মস্তকে কেশ দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হওত অঙ্গ মার্জন, মুখচুম্বন ও নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শচীমাতার অশ্রুতে নয়ন পরিপূর্ণ হওয়ায় দেখিতে পাইতেছেন না॥ ৯৫ ॥

তখন শচীদেবী রোদন করিয়া কহিলেন, বাছা নিমাই! তুমি বিশ্বরূপের সমান নিষ্ঠুরতা করিও না॥ ৯৬ ॥

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া পুনর্ব্বার দেখা দিল না, কিন্তু তুমি যদি আবার ঐরূপ কর তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে॥ ৯৭ ॥

জননীর এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু রোদন করিতে করিতে কহিলেন, মা! শ্রবণ করুন, এই শরীর আপনকারই, ইহাতে আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই, এই দেহ আপনার পালিত, ইহা আপনা হইতে জন্মিয়াছে, কোটি জন্মেও আপনকার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না॥ ৯৮ ॥

মা! আমি জানি বা না জানি যদিচ সন্ন্যাস করিয়াছি, তথাপি আপনাকে কখন অশ্রদ্ধা করিব না, আপনি যে স্থানে থাকিতে বলিবেন আমি তথায় অবস্থিতি করিব, আপনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহার

রহিমু । তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু ॥ ৯৯ ॥ এত বলি পুন পুন করে নমস্কার । তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥ ১০০ ॥ তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর । ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ॥ ১০১ ॥ একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণ । সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১০২ ॥ কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ । সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১০৩ ॥ শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর । গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর ॥ বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয় । বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ কত নাম লব যত নবদ্বীপ-বাসী । সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাঁসি ॥ আনন্দে নাচয়ে সবে

অন্যথা করিব না ॥ ৯৯ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু জননীকে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং জননীও তুষ্ট হইয়া বারম্বার পুত্রকে ক্রোড়ে করিতে লাগিলেন ॥ ১০০ ॥

অনন্তর অদ্বৈত প্রভু শচীদেবীকে অন্তঃপুর লইয়া গেলেন এবং মহাপ্রভুও ভক্তগণের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন ॥ ১০১ ॥

নবদ্বীপবাসি প্রত্যেক ভক্তের সহিত মহাপ্রভু মিলিত হইলেন এবং সকলের মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১০২ ॥

যদিচ ভক্তগণ মহাপ্রভুর কেশ না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, তথাচ তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মহাসুখ পাইতে লাগিলেন ॥ ১০৩ ॥

শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর, বুদ্ধিমন্ত খান, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়, বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ ও সঞ্জয়, ইহাঁদের আর কত নাম গ্রহণ করিব, ইহাঁরা সকল নবদ্বীপ-বাসী, মহাপ্রভু কৃপাদৃষ্টি করত হাস্যবদনে সকলের সঙ্গে মিলিত হইলেন,

বোল হরি হরি। আচার্য্য মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১০৪ ॥ যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে। নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান। বহুদিন আচার্য্য সবার কৈল সমাধান ॥ ১০৫ ॥ আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়। যত দ্রব্য ব্যয় করে পুন তৈছে হয়॥ সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন। ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১০৬ ॥ দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন। রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ১০৭ ॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভুর হয় ভাবোদয়। স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ

ইহাঁরা সকল আনন্দে নৃত্য করিতে ও হরি হরি বলিতে লাগিলেন, তখন আচার্য্যের গৃহ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপুরী হইয়া উঠিল ॥ ১০৪ ॥

ঐ সময়ে নানা গ্রাম ও নবদ্বীপ হইতে যত লোক মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিয়াছিল, আচার্য্য গোস্বামী সকলকে বহু দিন পর্য্যন্ত বাসস্থান ও ভোজনযোগ্য অন্ন পান দিয়া সকলের সমাধান করিলেন ॥ ১০৫॥

আচার্য্য গোস্বামির ভাণ্ডার অক্ষয় ও অব্যয়, যত দ্রব্য ব্যয় করেন, পুনর্ব্বার ঐ প্রকারে পরিপূর্ণ হয়, এই দিন অবধি শচীমাতা রন্ধন করেন এবং মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ভোজন করেন ॥ ১০৬ ॥

দিবসে আচার্য্য গোস্বামির প্রীতি ও মহাপ্রভুর দর্শন এবং রাত্রে লোক সকল প্রভুর নর্ত্তন ও কীর্ত্তন দর্শন করেন ॥ ১০৭ ॥

কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর অঙ্গে স্তম্ভ, কম্প, পুলক, অশ্রু, গদ্গদ (স্বরভঙ্গ) ও প্রলয় * প্রভৃতি ভাবোদয় হইতে লাগিল ॥ ১০৮ ॥

* অথ প্রলয় ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৩ লহরীর ৩৮ অঙ্কে যথা ॥

প্রলয় ॥১০৮॥ ঘন ঘন পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া। দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥ চূর্ণ হৈল হেন বাসো নিমাই কলেবর। হা হা করি বিষ্ণুপাশ মাগে এই বর ॥ বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলু সেবন। তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ ॥ যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে। ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাইশরীরে ॥১০৯॥ এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল। হর্ষ ভয় দৈন্য ভাবে হইলা বিকল ॥১১০॥ শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ। প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ শুনি শচী সবাকারে করেন মিনতি। মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাব-

---

মহাপ্রভু ভাবাবেশে ঘন ঘন আছাড় খাইয়া ভূমিতে পতিত হইতে থাকিলে, তদ্দর্শনে শচীমাতা রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বোধ হয় আমার নিমাইর অঙ্গ চূর্ণ হইল, হায় হায়! আমি বিষ্ণুর নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি বাল্যকাল হইতে তোমার যে সেবা করিয়াছি, হে নারায়ণ! এখন তাহার এই ফল দাও যে, যখন আমার নিমাই ভূমির উপর পতিত হইবে, তখন যেন ইহার শরীরে ব্যথা না হয় ॥১০৯॥

শচীদেবী এইমত বাৎসল্যে বিহ্বল হইয়া হর্ষ, ভয় ও দৈন্যভাবে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

অনন্তর শ্রীবাসপ্রভৃতি যত ব্রাহ্মণ ভক্ত, তাঁহারা সকলে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শচীমাতা এই কথা শুনিয়া সকলকে বিনয় করিয়া কহিলেন, আমি আর কোথা নিমাইর দর্শন পাইব,

---

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। সুখদুঃখনিবন্ধন চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয়। ইহাতে ভূমিনিপতনপ্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

কতি ॥ তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন। মুঞি অভাগিনীর এইমাত্র দরশন ॥ যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাইর অবস্থান। মুঞি ভিক্ষা দিব সবারে এই মাগো দান ॥ ১১১ ॥ শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার। মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার ॥ ১১২ ॥ মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন। ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন ॥ তোমা সবার আজ্ঞা বিনে চলিলাও বৃন্দাবন। যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥১১৩॥ যদ্যপি সহসা আমি করিঞাছি সন্ন্যাস। তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব। মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১১৪ ॥ সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া। নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব

তোমাদের সঙ্গে অন্যত্রও নিমাইর মিলন হইবে, আমি হতভাগিনী, আমার সঙ্গে এইমাত্র দর্শন লাভ। যে পর্য্যন্ত আচার্য্যগৃহে নিমাইর অবস্থান হইবে, তোমাদিগের নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তত দিন নিমাইকে আমিই ভিক্ষা দান করিব ॥ ১১১ ॥

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ শচীদেবীকে নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, মা! আপনার যাহা ইচ্ছা আমরা তাহাতেই সম্মত আছি ॥ ১১২ ॥

অনন্তর মাতার ব্যগ্রতা দেখিয়া মহাপ্রভুর মন চঞ্চল হইল, তখন তিনি প্রত্যেক ভক্তকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে বৃন্দাবন যাইতে ছিলাম, কিন্তু বিঘ্ন আমাকে নিবর্ত্তিত করায় আমি যাইতে পারিলাম না ॥ ১১৩ ॥

যদিচ আমি হঠাৎ সন্ন্যাস করিয়াছি, তথাপি তোমাদের নিকট উদাসীন হইতে পারিব না। আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না ও মাতাকেও ছাড়িতে সমর্থ হইব না ॥ ১১৪ ॥

লইয়া॥ কেন যেন এই বোলে না করে নিন্দন। সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥১১৫॥ শুনিঞা প্রভুর এই মধুর বচন। শচী পাশ আচার্য্যাদি করিলা গমন॥ প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিলা। শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা॥ ১১৬॥ তেঁহ যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ। তার নিন্দা হয় যদি সেহ মোর দুঃখ॥ তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। নীলাচলে রহে যবে দুই কার্য্য হয়॥ ১১৭॥ নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর। লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥ ১১৮॥ তুমি সব করিতে পার গমনাগমন। গঙ্গাস্নানে কভু হবে তার আগমন॥

হে ভক্তগণ! সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কুটুম্ব সঙ্গে নিজ জন্মস্থানে বাস করা সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে, কোন ব্যক্তি যেন এই বলিয়া নিন্দা না করে, যাহাতে দুই ধর্ম্ম রক্ষা পায় এমন যুক্তি বিধান কর॥ ১১৫॥

মহাপ্রভুর এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্যপ্রভৃতি সকলে শচীমাতার নিকট গমন করিয়া প্রভুর নিবেদন সকল তাঁহাকে কহিলেন, তৎশ্রবণে জগন্মাতা শচী কহিতে লাগিলেন॥ ১১৬॥

নিমাই যদি এই খানে থাকে তবেই আমার সুখ, আর যদি তাহার নিন্দা হয়, তাহা হইলেও আমার দুঃখ হইবে। ইহাতে এই যুক্ত আমার মনে লইতেছে, নিমাই যদি নীলাচলে থাকে, তবে আমার দুই কার্য্যই সিদ্ধ হইবে॥ ১১৭॥

নীলাচল ও নবদ্বীপ ইহা যেমন দুইটী ঘর, লোকের যাতায়াতে নিরন্তর সম্বাদ প্রাপ্ত হইব॥ ১১৮॥

তোমরা সকলে গমনাগমন করিতে পার, কখন গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নিমাইরও এদেশে আগমন হইবে, আমি আপনার দুঃখ সুখ গণনা

আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি। তার যেই সুখ সেই নিজ করি মানি॥ ১১৯॥ শুনি ভক্তগণ তাঁর করেন স্তবন। বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥ ১২০॥ ভক্তগণ প্রভু আগে আসিয়া কহিল। শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥১২১॥ নবদ্বীপবাসী আদি যত লোকগণ। সবারে সম্মান করি বলিল বচন॥ তুমি সব লোক মোর পরমবান্ধব। এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ তুমি সব॥ ঘর যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ আরাধন॥ ১২২॥ আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন। মধ্যে মধ্যে আসি তোমা সবায় দিব দরশন॥ এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া॥ ১২৩॥ সবা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন। হরিদাস কান্দি কহে করুন

করি, না তাহার যেই সুখ, তাহাকেই সুখ করিয়া মানি॥ ১১৯॥

শচীমাতার এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাহাকে স্তব করত কহিলেন, মাতঃ! বেদাজ্ঞার সদৃশ আপনার এই আজ্ঞা হইল॥ ১২০॥

তৎপরে ভক্তগণ মহাপ্রভুর অগ্রে আগমন করিয়া মাতার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তৎশ্রবণে মহাপ্রভুর মন অতিশয় আনন্দিত হইল॥ ১২১॥

অনন্তর নবদ্বীপবাসী যত লোক আগমন করিয়াছিল, মহাপ্রভু সকলকে সম্মান করিয়া কহিলেন, তোমরা যত লোক সকলই আমার পরম বান্ধব, তোমাদের নিকট একটী ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা সকল আমাকে অর্পণ কর। আমার ভিক্ষা এই যে তোমরা গৃহে গিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণ আরাধনা কর॥ ১২২॥

তোমরা সকল আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি নীলাচলে গমন করি, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোমাদিগকে দর্শন দিব, এই বলিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক সকলকে সম্মান করিয়া বিদায় দিলেন॥ ১২৩॥

বচন ॥ ১২৪ ॥ নীলাচল চলিলা তুমি মোর কোন্ গতি। নীলাচল যাইতে মোর নাহি নিজশক্তি ॥ মুঞি অধম তোমার না পাব দরশন। কেমতে ধরিমু এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ ১২৫ ॥ প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ। তোমার দৈন্যে আমার ব্যাকুল হয় মন ॥ ১২৬ ॥ তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন। তোমাকে লিয়াব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ১২৭ ॥ তবে ত আচার্য্য কহে বিনীত হইয়া। দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া ॥ ১২৮ ॥ আচার্য্য বচন প্রভু না করে লঙ্ঘন। রহিলা অদ্বৈত গৃহে না কৈলা গমন ॥ ১২৯ ॥ আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্ত সব। প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥১৩০॥ দিনে কৃষ্ণকথা রস ভক্ত-

---

মহাপ্রভু যখন সকলকে বিদায় দিয়া নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন হরিদাস আসিয়া ক্রন্দনপূর্ব্বক করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন ॥১২৪

প্রভো! আপনি নীলাচলে চলিলেন এক্ষণে আমার গতি কি হইবে, নীলাচলে যাইতে আমার নিজের শক্তি নাই, আমি অধম আপনার দর্শন পাইব না, কিরূপে এই পাপিষ্ঠ জীবন ধারণ করিব ॥ ১২৫ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, হরিদাস! দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্যে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে ॥ ১২৬ ॥

তোমার জন্য জগন্নাথকে নিবেদন করিব এবং তোমাকে শ্রীপুরুষোত্তমে লইয়া যাওয়াইব ॥ ১২৭ ॥

অনন্তর আচার্য্য বিনীত হইয়া কহিলেন, প্রভো! কৃপা করিয়া দুই চারি দিন অবস্থিতি করুন ॥ ১২৮ ॥

মহাপ্রভু আচার্য্যের বাক্য লঙ্ঘন করেন না সুতরাং গমন না করিয়া গৃহে অবস্থিত রহিলেন ॥ ১২৯ ॥

তখন আচার্য্য শচীদেবী ও ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন এবং আচার্য্য প্রতি দিবস মহা মহোৎসব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩০ ॥

গণ সঙ্গে। রাত্রে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ১৩১ ॥ আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন। সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥১৩২॥ আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ্ ধনে। সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে ॥ ১৩৩ ॥ শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ। ভোজন করাঞা কৈল পূর্ণ নিজ-সুখ ॥ ১৩৪ ॥ এই মতাদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ মেলে। বঞ্চিল কতক দিন নানা কুতূহলে ॥ ১৩৫ ॥ আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে। নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥ কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন। কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ ১৩৬ ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত

মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে দিবসে কৃষ্ণকথার আলাপন এবং রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে মহোৎসব করেন ॥ ১৩১ ॥

শচীদেবী আনন্দচিত্তে পাক করেন এবং মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া সুখে ভোজন করেন ॥ ১৩২ ॥

অদ্বৈত আচার্য্যের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও গৃহ সম্পদ্ প্রভৃতি যত ধন, তৎসমুদায় মহাপ্রভুর আরাধনায় সফল হইল ॥ ১৩৩ ॥

পুত্রমুখ দর্শনে শচীদেবীর আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পুত্রকে ভোজন করাইয়া আপনার সুখ পূর্ণ করিলেন ॥ ১৩৪ ॥

এই মত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ সঙ্গে পরম কৌতুহলে কতিপয় দিবস যাপন করিলেন ॥ ১৩৫ ॥

অপর অন্য একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণকে কহিলেন, তোমরা সকল নিজ নিজ গৃহে গমন কর এবং গৃহে গিয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন কর, পুনর্ব্বার আমার সঙ্গে তোমাদের মিলন হইবে, তোমরাও কখন নীলাচলে গমন করিবা এবং কখন আমিও বা গঙ্গাস্নান করিতে আগমন করিব ॥ ১৩৬ ॥

জগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥ এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে। জননী প্রবোধ করি বন্দিল চরণে॥ তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন। এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥ ১৩৭॥ নিরপেক্ষ হইয়া প্রভু শীঘ্র যে চলিলা। কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছেত লাগিলা॥ ১৩৮॥ কত দূরে যাই প্রভু করি যোড়হাত। আচার্য্য প্রবোধি কহে কিছু মিষ্টবাত॥ ১৩৯॥ জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান। তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥ ১৪০॥ এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন। নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন॥ গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে। নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে॥১৪১॥ চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দা-

তখন অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দগোস্বামী, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দদত্ত এই চারি জনকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন, মহাপ্রভু জননীকে প্রবোধ দিয়া তাঁহার চরণ বন্দন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন, এদিকে আচার্য্যের গৃহে ক্রন্দনধ্বনি উপস্থিত হইল॥১৩৭

অনন্তর মহাপ্রভু নিরপেক্ষ হইয়া শীঘ্র গমন করিতে থাকিলে, আচার্য্য প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন॥ ১৩৮॥

মহাপ্রভু কতক দূর গমন করিয়া যোড়হস্তে আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া কিছু মিষ্টবাক্যে কহিলেন॥ ১৩৯॥

আচার্য্য! আপনি জননীকে প্রবোধ ও ভক্তগণের সমাধান করুন, আপনি ব্যগ্র হইলে কাহারও জীবন রক্ষা পাইবে না॥ ১৪০॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিলেন এবং গঙ্গার তীরে তীরে চারিজনকে সঙ্গে করিয়া ছত্রভোগ পথে নীলাচলে যাইতে লাগিলেন॥ ১৪১॥

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে মহাপ্রভুর নীলাচল গমন বিস্তার

রুন ॥ ১৪২ ॥ অদ্বৈত গৃহ বিলাস প্রভুর শুনে যেই জন। অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥ ১৪৩ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে. যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১৪২ ॥

যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই অদ্বৈতগৃহবিলাস শ্রবণ করেন, অচির-কালে তাঁহার চৈতন্য চরণারবিন্দ লাভ হয় ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথ গোস্বামির পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে ॥ ১৪৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে অদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাস বর্ণন নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোহভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোহস্মি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥ ১॥ নীলাদ্রি গমন জগন্নাথ দরশন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন॥ এই সব লীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন। বিস্তারিয়া কহিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥ ৩॥ সহজে চরিত্র মধুর চৈতন্যবিহার। বৃন্দাবনদাস-মুখে

যস্মৈ দাতুমিতি। যস্মৈ মাধবেন্দ্রায় দাতুং ক্ষীরভাণ্ডং চোরয়ন্ সন্ গোপীনাথঃ ক্ষীর-চোরাভিধোহভূৎ বভূব যস্য প্রেম্ণা বশঃ বশীভূতঃ সন্ শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীৎ প্রকটীবভূব। তং মাধবেন্দ্রমহং নতোহস্মি॥ ১॥

যাঁহাকে দিবার নিমিত্ত ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া গোপীনাথ "ক্ষীর-চোরা" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রেমে শ্রীগোপাল বশী-ভূত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে আমি নমস্কার করি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক এবং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্ত বৃন্দের জয় হউক॥ ২॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর মহাপ্রভুর নীলাচলে গমন, জগন্নাথ দর্শন ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মিলন, এই সকল লীলা বিস্তার পূর্ব্বক উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩॥

স্বভাবতই চৈতন্যবিহার অতিশয় মধুর, তাহাতে আবার বৃন্দাবন

অমৃতের ধার ॥ ৪ ॥ অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি। দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি ॥ ৫ ॥ চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো করিলা বর্ণন। সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ তাঁর সূত্রে আছে তেঁহ না কৈল বর্ণন। যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ॥ অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার। তাঁর পায়ে অপরাধ নহুক আমার ॥ ৬ ॥ এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে। চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥ ভিক্ষা লাগি এক দিন একগ্রামে গিয়া। আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ৭ ॥ পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে। তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে ॥ ৮ ॥ রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন। ভক্তি করি কৈল

যাঁর মুখে অমৃতের ধারাস্বরূপ হইয়াছে ॥ ৪ ॥

অতএব তাঁহা বর্ণন করিলে পুনরুক্তি দোষ হয়, যদি অহঙ্কার করিয়া বর্ণন করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাতে আমার শক্তি নাই ॥ ৫ ॥

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর চৈতন্যমঙ্গলে যাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আমি সেই লীলার কেবল মাত্র সূত্র করিব এবং তিনি যাহার সূত্র করিয়াছেন অথচ বর্ণন করেন নাই, আমি সেই লীলার যথা কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি, অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার করি, তাঁহার পদে যেন আমার অপরাধ না হয় ॥ ৬ ॥

এইমতে মহাপ্রভু চারি জন (নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দদত্ত) ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে নীলাচলে যাইতে লাগিলেন, ভিক্ষা নিমিত্ত এক দিন এক গ্রামে গমন করিয়া আপনি অনেক ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ৭ ॥

পথে বড় বড় দানি অর্থাৎ বনরক্ষক, তাহারা কেহ বিঘ্ন করে নাই, সেই সকল দানিকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

রেমুণাতে পরম মনোহর গোপীনাথ মূর্ত্তি আছেন, মহাপ্রভু ভক্তি

প্রভু তাঁর দরশন ॥৯॥ তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে । তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১০ ॥ চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হৈঞা । বহু নৃত্য গীত কৈলা ভক্তগণ লঞা ॥১১॥ প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেমরূপ গুণ । বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ নানা মত প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন । সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১২ ॥ মহা-প্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা । পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়া-ছেন কথা ॥ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম । ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ॥ ১৩ ॥ পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি । অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা করি ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা

পূর্ব্বক তাঁহার দর্শন করিলেন ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভু যখন গোপীনাথের পাদপদ্ম নিকট গিয়া প্রণাম করেন, তখন ঐ গোপীনাথের পুষ্পচূড়া আসিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে পতিত হইল ॥ ১০ ॥

চূড়া পাইয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হওত ভক্তগণ লইয়া বহু প্রকারে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

গোপীনাথের দাস সকল মহাপ্রভুর প্রভাব ও রূপ গুণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া প্রভুর সেবন বিষয়ে নানামত প্রীতি প্রকাশ করিলে তিনি সেই রাত্রি তথায় যাপন করেন ॥ ১২ ॥

মহাপ্রভু গোপীনাথের ক্ষীর প্রসাদ লোভে তথায় অবস্থিতি করিয়া পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে যে কথা কহিয়াছিলেন অর্থাৎ "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" এই প্রসিদ্ধ নাম যে কারণে হইয়াছিল, ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু সেই আখ্যান বর্ণন করিলেন ॥ ১৩ ॥

ইনি পূর্ব্বে মাধবপুরীর নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, অতএব ইঁহার নাম ক্ষীরচোরা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥ প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা রাত্রি জ্ঞান। ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥ ১৫॥ শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি। স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥ গোপাল বালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা। আসি আগে ধরি কিছু বোলেন হাসিঞা॥ ১৬॥ যদি এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান। মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥ ১৭॥ বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ। তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ॥১৮॥ পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস। কেমতে জানিলে আমি করি উপ-বাস॥১৯॥ বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি। আমার গ্রামেতে

পূর্ব্বে মাধবপুরী বৃন্দাবন আগমন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গিয়া উপস্থিত হয়েন, ঐ পুরী গোস্বামী প্রেমে মত্ত হওয়ায় তাঁহার দিবা রাত্রি জ্ঞান ছিল না, স্থানাস্থান জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্ষণে উঠেন এবং ক্ষণে পতিত হয়েন॥ ১৫॥

গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে আগমন করত স্নান করিয়া যখন সন্ধ্যার সময় বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড লইয়া আসিয়া অগ্রে রাখিলেন এবং হাস্যবদনে পুরীকে কিছু কহিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

অহে সন্ন্যাসিন্! তুমি এই দুগ্ধ লইয়া পান কর, তুমি ভিক্ষা করিয়া কেন ভোজন কর না? কি ধ্যান করিতেছ? ॥ ১৭॥

তখন বালকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুরীর সন্তোষ হইল এবং তাঁহার মধুরবাক্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া গেল॥ ১৮॥

অনন্তর পুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার বাসস্থান কোথায়? এবং আমি উপবাসী আছি, তুমি ইহা কিরূপে জানিতে পারিলা? ॥ ১৮॥

এই কথা শুনিয়া বালক কহিলেন, আমি এই গ্রামবাসী গোপ,

কেহ না রহে উপবাসী॥ কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার। অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার॥ ২০॥ জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেলা। স্ত্রী সব দুগ্ধ দিঞা আমারে পাঠাইলা॥ গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব। আর বার আসি এই ভাণ্ডটী লইব॥ ২১॥ এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর। মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার॥ ২২॥ দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইঞা রাখিল। বাট দেখে সেই বালক পুনঃ না আইল॥ ২৩॥ বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয়॥ স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া। এক কুঞ্জে লঞা গেলা হাতেতে ধরিঞা॥ ২৪॥ কুঞ্জ দেখাইয়া কহে

আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকে না, কেহ ভিক্ষা করিয়া অন্ন খায়, কেহ বা দুগ্ধ পান করে। আর যিনি অযাচক হয়েন, আমি তাঁহাকে আহার প্রদান করি॥ ২০॥

স্ত্রীগণ জল আনিতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, তাহারাই আমাকে দুগ্ধ দিয়া পাঠাইয়া দিল, আমার গোদোহন করা হয় নাই শীঘ্র যাইব, আমি পুনর্ব্বার আসিয়া এই ভাণ্ড লইব॥ ২১॥

এই বলিয়া বালক চলিয়া গেলেন আর তাঁহার দেখা হইল না, তখন মাধবপুরীর চিত্তে আশ্চর্য্য বোধ হইল॥ ২২॥

পুরী দুগ্ধপান করত ভাণ্ড প্রক্ষালন করিয়া রাখিলেন এবং পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু পুনর্ব্বার আগমন করিলেন না॥ ২৩॥

পুরী বসিয়া নামগ্রহণ করিতেছেন, নিদ্রা হইতেছে না, কিন্তু যখন শেষরাত্রে তন্দ্রার আগমে বাহ্য বৃত্তি (বাহ্যজ্ঞান) লয়প্রাপ্ত হইল, যখন স্বপ্নে দেখিতেছেন, সেই বালক আগমনপূর্ব্বক আমার হাত ধরিয়া এক কুঞ্জের মধ্যে লইয়া গেলেন॥ ২৪॥

আমি এই কুঞ্জে রই। শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে দুঃখ বড় পাই ॥ গ্রামের লোক আনি আমা কাড় কুঞ্জ হৈতে। পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে ॥ এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন। বহু শীতল জলে আমা কুরাহ স্নপন ॥ ২৫ ॥ বহু দিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ২৬ ॥ তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। দর্শন দিঞা নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ২৭ ॥ শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী। বজ্রের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী ॥ ২৮ ॥ শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইঞা। ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলা-

এবং কুঞ্জ দেখাইয়া কহিলেন, আমি এই কুঞ্জের মধ্যে থাকি, শীত বৃষ্টি ও দাবাগ্নিতে আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হয় অতএব গ্রামের লোক ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা কুঞ্জ হইতে বহির করিয়া পর্ব্বতের উপরে আমাকে ভাল মতে রাখ এবং এক মঠ নির্ম্মাণ করত তাহাতে আমাকে স্থাপন করিয়া বহুবিধ শীতল জলে আমাকে স্নান করাও ॥ ২৫ ॥

আমি বহু দিন হইতে তোমার পথের দিকে এরূপ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছি যে, কবে মাধব আসিয়া আমাকে সেবা করিবে ॥ ২৬ ॥

তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়াই সেবা অঙ্গীকার করিতেছি, আমি দর্শন দিয়া সংসার নিস্তার করিব ॥ ২৭ ॥

আমি গোবর্দ্ধনধারী, আমার নাম গোপাল, আমি বজ্রের * স্থাপিত এবং এই স্থানের অধিকারী ॥ ২৮ ॥

ম্লেচ্ছভয়ে আমার সেবক পর্ব্বতের উপর হইতে আমাকে কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে ॥ ২৯ ॥

* শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এই বিগ্রহকে স্থাপন করেন।

ইঞা॥ ২৯॥ সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে। ভাল হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥ ৩০॥ এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল। জাগিঞা মাধবপুরী বিচার করিল॥ ৩১॥ কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে। এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥ ৩২॥ ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল ধীর। আজ্ঞার পালন-লাগি হইলা সুস্থির॥ ৩৩॥ প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা। সব লোকে একত্র করি কহিতে লাগিলা॥ গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী। কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি॥ ৩৫॥ অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে। কুঠারি কোদালি লহ দ্বার যে করিতে॥ ৩৬॥ শুনি তাঁর সঙ্গে লোক

আমি সেই হইতে এই কুঞ্জস্থানে অবস্থিত আছি, ভাল হইল, তুমি আসিয়াছ, আমাকে এই স্থান হইতে সাবধানে বাহির কর॥ ৩০॥

এই বলিয়া সেই বালক অন্তর্ধান করিলে মাধবপুরী চেতন হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥

আমি কৃষ্ণকে দর্শন করিলাম, তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, এই বলিয়া প্রেমাবেশে ভূমিতে পতিত হইলেন॥ ৩২॥

অনন্তর ক্ষণকাল রোদন করিয়া মনে ধৈর্য্য ধারণ করত আজ্ঞার পালন নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেন॥ ৩৩॥

পুরীগোস্বামী প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক গ্রামমধ্যে গমন করিয়া লোক সকলকে একত্র করত কহিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥

অহে গ্রামবাসিগণ! তোমাদের গ্রামের ঈশ্বর গোবর্দ্ধনধারী কুঞ্জমধ্যে অবস্থিত আছেন, তোমরা সকলে চল, তাঁহাকে কুঞ্জ হইতে বাহির করি গা॥ ৩৫॥

কুঞ্জ অতি নিবিড়, প্রবেশ করিবার উপায় নাই, অতএব দ্বার করিবার নিমিত্ত কুঠারী ও কোদালি সকল গ্রহণ কর॥ ৩৬॥

চলিলা হরিষে। কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে ॥ ৩৭ ॥ ঠাকুর দেখিল মাটী তৃণে আচ্ছাদিত। দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥ আবরণ দূর করি করিল বিদিতে। মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে ॥ ৩৮ ॥ মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া। পর্ব্বত উপর গেলা ঠাকুর লইয়া ॥ পাথর সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল। বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল ॥ ৩৯ ॥ গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা। গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥ নব শত ঘট জল কৈল উপনীত। নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত ॥ ৪০ ॥ কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল। অনেক সামগ্রী যত্ন করি আনাইল ॥ ৪১ ॥ দধি দুগ্ধ

পুরীগোস্বামির এই বাক্য শুনিয়া গ্রামবাসী লোকসকল হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সঙ্গে চলিতে লাগিল এবং তথায় গিয়া কুঞ্জ ছেদনপূর্ব্বক দ্বার করিয়া প্রবেশ করিল ॥ ৩৭ ॥

মৃত্তিকা ও তৃণে ঠাকুরকে আচ্ছাদিত দেখিয়া সকলে মহানন্দে বিস্মিত হইল। তাহারা সকল আবরণ দূর করিয়া ঠাকুরকে উঠাইতে ইচ্ছা করিলে গুরুতর ভার প্রযুক্ত কেহই উঠাইতে পারিল না ॥ ৩৮ ॥

তখন মহা মহা বলিষ্ঠ লোক সকল একত্র হইয়া ঠাকুরকে পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া এবং এক খানী প্রস্তরকে সিংহাসনের মত করিয়া তাহার উপর উপবেশন করাইল এবং বৃহৎ এক খানা প্রস্তর পৃষ্ঠদেশে অবলম্বন দিল ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর গ্রামের ব্রাহ্মণগণ নূতন ঘট গ্রহণপূর্ব্বক গোবিন্দকুণ্ডের জল বস্ত্রপূত করিয়া একশত ঘট জল আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল, স্ত্রীগণ গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪০ ॥

ঐ মেয়ে কেহ গান ও কেহ নৃত্য করায় মহামহোৎসব উপস্থিত হইল এবং অনেক যত্ন করিয়া নানাবিধ দ্রব্য সকল আনয়ন করাইল ॥ ৪১

ঘৃত আইল যত গ্রাম হৈতে। ভোগ সামগ্রী আইলা সন্দেশাদি কতে॥ তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক। আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥ ৪২॥ অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নপন। বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥ পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া। মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥ পুন তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ। শঙ্খ গঙ্গোদকে কৈল স্নান সমাপন॥ ৪৩॥ শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল। চন্দন তুলসী পুষ্পমালা অঙ্গে দিল॥ ধূপ দীপ করি নানাভোগ লাগাইল। দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু ছিল॥ সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল। আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বূল অর্পিল॥ আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন। দণ্ডবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ॥ ৪৪॥ গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধূমাদি চূর্ণ। সকল আনিঞা দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥ ৪৫॥ কুম্ভকারের

এবং গ্রাম হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও ভোগসামগ্রী, মিষ্টান্ন, তুলসী, পুষ্প এবং বস্ত্র প্রভৃতি অনেক উপকরণ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মাধবপুরী স্বয়ং অভিষেক করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥

দেবের অঙ্গমলা দূর করিয়া স্নান, বহুতর তৈল দিয়া শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ, এবং পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া একশত ঘট জলে মহাস্নান করাইলেন। তৎপরে পুনর্ব্বার শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ করিয়া শঙ্খপূরিত গঙ্গোদক দ্বারা স্নান করাইয়া স্নান সমাপন করিলেন॥ ৪৩॥

তদনন্তর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান করাইয়া চন্দন তুলসী ও পুষ্পমালা অঙ্গে প্রদান করিলেন। তৎপরে ধূপ দীপ দিয়া দধি দুগ্ধ সন্দেশপ্রভৃতি যে কিছু দ্রব্য উপস্থিত ছিল এবং নূতন পাত্রে সুবাসিত জল নিবেদন করিয়া আচমন প্রদানপূর্ব্বক তাম্বূল নিবেদন করিলেন। তদনন্তর আরাত্রিক করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ও আত্মসমর্পণ করিলেন॥ ৪৪॥

তৎপরে গ্রামের যত তণ্ডুল, দাইল ও গোধূমচূর্ণ ইত্যাদি সকল

ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন। সব আইল প্রাতে হৈতে চড়িল রন্ধন॥ ৪৬॥ দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ। জন চারি পাঁচ রান্ধে নানাবিধ সূপ॥ বন্যশাক ফল মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন। কেহ বড়া বড়ি কড়ি করে বিপ্রগণ॥ জন পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি। অন্ন ব্যঞ্জন রুটি সব রহে ঘৃতে ভাসি॥ ৪৭॥ নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত। রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥ তার পাশে রুটি রাশি উপ পর্ব্বত হৈল। সূপ ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥ তার পাশে দধি দুগ্ধ

আনিয়া দেওয়াতে পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৪৫॥

কুম্ভকারের গৃহে যত মৃত্তিকার পাত্র ছিল, তৎসমুদায় আনাইয়া প্রাতঃকালে রন্ধন চড়াইলেন॥ ৪৬॥

দশজন ব্রাহ্মণ অন্নপাক করিয়া এক স্তূপাকার করিলেন, আর চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ কেবল নানাপ্রকার সূপ (দাইল) কোন কোন ব্রাহ্মণ বন্যশাক ও ফল মূলে বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জন, অপর কোন কোন ব্রাহ্মণ বড়া বড়ি ও দধির সঙ্গে বুটের বেশন মিশ্রিত করিয়া কড়ি পাক করিতে লাগিলেন। আর পাঁচ সাত জন ব্রাহ্মণ রুটি প্রস্তুত করিয়া রাশীকৃত করিলেন। সমুদায় অন্ন, ব্যঞ্জন ও রুটি প্রভৃতি ঘৃতে ভাসিয়া অর্থাৎ অধিক ঘৃ যুক্ত হইয়া রহিল॥ ৪৭॥

তৎপরে নূতন বস্ত্র পাতিয়া তাহাতে পলাশের পত্র বিস্তৃত করিয়া অন্ন পাক করিয়া করিয়া তাহার উপর স্তূপাকার করিলেন। অন্নের পার্শ্বে রুটি রাখায় তাহাও একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইল, সূপ ও ব্যঞ্জনের পাত্রসকল চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিলেন। তাহার পার্শ্বে দধি, দুগ্ধ, তক্র (ঘোল) শিখরিণী (দধি, দুগ্ধ, শর্করা, কর্পূর ও মরীচ এই পঞ্চে মিশ্রিত দ্রব্যবিশেষ), পায়স, মথনী অর্থাৎ নবনীত অথবা মথনী সর অর্থাৎ দুগ্ধ-

মাঠা শিখরিণী। পায়স মথনি সর পাশে ধরে আনি॥ ৪৮॥ হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন। পুরীগোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥ অনেক ঘটভরি দিল সুশীতল জল। বহু দিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥ যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল। তাঁর হস্তস্পর্শে অন্ন পুন তৈছে হৈল॥ ৪৯॥ ইহা অনুভব কৈল মাধবগোসাঞি। তার ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাঞি॥ ৫০॥ এক দিনের উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব হৈল। গোপাল প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল॥ ৫১॥ আচমন দিঞা দিল বিড়ার সঞ্চয়। আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥ ৫২॥ শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া। নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া। তৃণ-

---

পাত্রের এবং হস্তে মর্দ্দিত উপরিস্থ কিঞ্চিৎ কঠিন দ্রব্যবিশেষ এই সমুদায় দ্রব্য আনিয়া পার্শ্বদেশে রাখিলেন॥ ৪৮॥

এইমত অন্নকূট (অন্নরাশি) সজ্জিত করিয়া পুরীগোস্বামী গোপালদেবকে সমর্পণ করিলেন এবং অনেক কলস পরিপূর্ণ করিয়া সুবাসিত জল দিলেন, গোপালদেব অনেক দিনের ক্ষুধায় তৎসমুদায় দ্রব্য ভোজন করিলেন। যদিচ গোপাল সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিলেন, তথাপি তাঁহার হস্তস্পর্শে ঐ সমুদায় অন্ন পূর্ব্বের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল॥৪৯

এই বিষয় কেবল মাধবগোস্বামী অনুভব করিলেন, তাহার নিকট গোপালের লুকাইবার সাধ্য নাই॥ ৫০॥

এক দিনের উদ্যোগে ঐ প্রকার মহোৎসব হইল, ইহা কেবল গোপালের প্রভাবেই হইল, ঐ প্রভাব অন্য কেহ জানিতে পারিল না॥ ৫১॥

অনন্তর আচমন দিয়া তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক আরতি করিতে লাগিলেন, লোক সকল জয় ধ্বনি দিতে লাগিল॥ ৫২॥

তৎপরে খট্টা আনাইয়া তাহার উপর নূতন বস্ত্র পাতিয়া শয্যা করা-

টাটী দিঞা চারি দিক্ আবরিল। উপরেহ এক টাটী দিঞা আচ্ছাদিল॥ ৫৩॥ পুরীগোসাঞি আজ্ঞা দিল যতেক ব্রাহ্মণে। আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥ সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥ অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল। গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল॥ ৫৪॥ পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার। পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥ ৫৫॥ সকল ব্রাহ্মণ পুরী বৈষ্ণব করিল। সেই সেই সেবামধ্যে সব নিয়োজিল॥ পুন দিন শেষে প্রভুর করাইল উত্থান। কিছু ভোগ লাগাই করাইল জল পান॥ ৫৬॥ গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল। আশ

ইলেন এবং তৃণের টাটি দিয়া চতুর্দ্দিক্ ও উর্দ্ধদেশ আচ্ছাদন করিয়া দিলেন॥ ৫৩॥

অনন্তর পুরীগোস্বামী ব্রাহ্মণদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সমুদায় লোককে ভোজন করাও, তখন গ্রামবাসী সমুদায় লোক ক্রমে ক্রমে ভোজন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীদিগকে অগ্রে ভোজন করাইলেন,। ঐ সময়ে অন্য গ্রামের যে সকল লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও সকল গোপাল দর্শন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিল॥ ৫৪॥

এবং পুরীর প্রভাব দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইল, পূর্ব্বে (দ্বাপরে কৃষ্ণকর্ত্তৃক) যেরূপ অন্নকূট হইয়াছিল, তাহাই যেন পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকার হইল॥ ৫৫॥

অনন্তর পুরীগোস্বামী ব্রাহ্মণ সকলকে বৈষ্ণব করিয়া সেই সেই সেবা মধ্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন এবং পুনর্ব্বার দিবা অবসানে প্রভুকে উত্থান করাইয়া কিছু ভোগ দিয়া জল পান করাইলেন॥ ৫৬॥

পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥ একেক দিন এক এক গ্রামে লইল মাগিয়া। অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা॥ ৫৭॥ রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন। পুরী গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন॥ প্রাতঃকালে পুন তৈছে করিল সেবন। অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ॥ ৫৮॥ অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল। গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল॥ ৫৯॥ পূর্ব্ব দিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন। তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥ ৬০॥ ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরিতি। গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজবাসি প্রতি॥ ৬১॥ মহাপ্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক। গোপালদর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ শোক॥

তদনন্তর গোপাল প্রকট হইলেন, এই শব্দ দেশমধ্যে প্রচার হওয়ায়, নিকটবর্ত্তি গ্রাম সকলের লোক দেখিতে আগমন করিল। এক দিন এক এক গ্রামের লোক প্রার্থনা করিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া অন্নকূট করিতে লাগিল॥ ৫৭॥

পুরী গোস্বামী রাত্রিকালে ঠাকুরের শয়ন করাইয়া কিঞ্চিৎ গব্য ভোজন করিলেন এবং প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার ঐ রূপে সেবা করিলেন, ইতি মধ্যে একটী গ্রামের লোক সকল অন্ন লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৫৮॥

গ্রামে যত অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ ছিল, লোক সকল তৎসমুদায় আনয়ন করিয়া গোপালের অগ্রে স্থাপন করিল॥ ৫৯॥

ব্রাহ্মণ প্রায় পূর্ব্ব দিনের মত রন্ধন করিয়া সেই প্রকার অন্নকূট করিলেন এবং গোপালও তাহা ভোজন করিলেন॥ ৬০॥

ব্রজবাসিদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি এবং গোপালেরও ব্রজবাসিদিগের প্রতি সাহজিকী প্রীতি॥ ৬১॥

যে সকল লোক মহাপ্রসাদ অন্ন ভোজন এবং গোপাল দর্শন করিল

॥ ৬২ ॥ আশ পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব। এক এক দিন আসি করে মহোৎসব ॥ ৬৩ ॥ গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে। নানা দেশ হৈতে। নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ॥ ৬৪ ॥ মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী। ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট ধরে আনি ॥ স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার। অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥ ৬৫ ॥ এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির। কেহ পাক ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর ॥ ৬৬ ॥ এক এক ব্রজবাসী একেক গাভী দিল। সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ৬৭ ॥ গৌড় হৈতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ। পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ সেই দুই শিষ্য

তাহাদের দুঃখ শোক সমুদায় খণ্ডিত হইয়া গেল ॥ ৬২ ॥

ব্রজভূমির আশ পাশের যত লোক তাহারা সকলে আসিয়া এক এক দিন মহোৎসব করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর গোপাল প্রকট হইলেন, এই কথা শুনিয়া নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য লইয়া লোক সকল আসিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

মথুরায় যে সকল বড় বড় লোক বাস করে, তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক নানা উপঢৌকন আনিতে লাগিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও গন্ধ প্রভৃতি নানা উপহার লইয়া অসংখ্য লোক আসায় নিত্য ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর একজন মহা ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় গোপাল দেবের মন্দির করাইল। অন্য কেহ পাকগৃহ ও ভাণ্ডারগৃহ এবং কেহ বা প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৬ ॥

অপর এক এক জন ব্রজবাসী এক একটী গাভী দান করায়, গোপালদেবের সহস্র সহস্র গাভী হইল ॥ ৬৭ ॥

তৎপরে গৌড়দেশ হইতে দুইটী বৈরাগী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত

করি সেবা সমর্পিল। রাজসেবা হৈল পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥৬৮॥ এই মত বৎসর দুই করেন সেবন। একদিন পুরী গোসাঞি দেখিলা স্বপন ॥ গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়। মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ॥ ৬৯ ॥ মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে। আন হৈতে নহে তুমি চলহ তুরিতে ॥ ৭০ ॥ স্বপ্ন দেখি পুরী গোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ। প্রভু আজ্ঞা পালিবারে চলিলা পূর্ব্বদেশ ॥ সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিল স্থাপন। আজ্ঞা মাগি গৌড় দেশ করিলা গমন ॥ ৭১ ॥ শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে। পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ তাঁর ঠাঁই

হইলে পুরীগোস্বামী তাহাদিগকে ঐ স্থানে যত্ন করিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের দুই জনকে শিষ্য করিয়া গোপালদেবের সেবা সমর্পণ করিলেন, গোপালদেবের রাজসেবা হওয়ায় পুরীর আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

পুরীগোস্বামী এই দুই বৎসর সেবা করেন, এক দিন স্বপ্নে দেখিতেছেন, গোপাল আসিয়া কহিলেন, "পুরী! আমার তাপ নিবৃত্তি হইতেছে না, তুমি যদি আমাকে মলয়জ-চন্দনে লেপন কর, তাহা হইলে আমার তাপ নিবৃত্তি পায় ॥ ৬৯ ॥

অতএব তুমি নীলাচল হইতে মলয়জ চন্দন আইস, ইহা অন্য হইতে হইবার নহে, অতএব তুমি শীঘ্র গমন কর" ॥ ৭০ ॥

পুরীগোস্বামী এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হওত প্রভুর আজ্ঞা পালন নিমিত্ত পূর্ব্ব দেশে যাইতে ইচ্ছা করিয়া নিয়মিত সেবার নিমিত্ত লোক স্থাপনপূর্ব্বক প্রভুর আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া গৌড়দেশে গমন করিলেন ॥ ৭১ ॥

কিয়দ্দিনানন্তর পুরীগোস্বামী শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আচার্য্য মহাশয় পুরীর প্রেম দেখিয়া আনন্দিত হই-

মন্ত্র লৈল যতন করিয়া। চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা॥ ৭২॥ রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন। তাঁর রূপ দেখি প্রেমাবেশ হৈল মন॥ ৭৩॥ নৃত্য গীত করি জগমোহনে বসিলা। কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥ সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে। উত্তম ভোগ লাগে এথা বুঝি অনুমানে॥৭৪॥ যৈছে ইহাঁ ভোগ লাগে সকলি পুছিব। তৈছে ভিয়ানে ভোগ গোপালে লাগাব॥ এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে। ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে॥ ৭৬॥ শয্যাভোগে ক্ষীর লাগে অমৃতকেলি নাম। দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥ গোপী-

লেন এবং যত্নসহকারে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, তৎপরে পুরীগোস্বামী অদ্বৈতকে দীক্ষা প্রদান করিয়া তথা হইতে দক্ষিণদেশে যাইতে লাগিলেন॥ ৭২॥

যাইতে যাইতে রেমুণাতে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথের দর্শন করিলেন, গোপীনাথের রূপ দর্শনে পুরীর মন প্রেমাবিষ্ট হইল॥ ৭৩॥

কিছু কাল নৃত্য গীত করিয়া জগমোহনে * বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন গোপীনাথের কি কি ভোগ হয়। অনন্তর সেবার সৌষ্ঠব দেখিয়া মনে আনন্দ লাভ করত এ স্থানে উত্তম ভোগ লাগে ইহা অনুমানে বুঝিতে পারিলেন॥ ৭৪॥

যেরূপ এ স্থানে ভোগ লাগে আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিব, পরে তথায় যাইয়া সেইরূপ পাক করিয়া গোপালকে ভোগ দিব॥ ৭৫॥

এই নিমিত্ত পুরীগোস্বামী জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণগণ সমুদায় ভোগের বিবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৭৬॥

গোপীনাথের শয্যাভোগে দ্বাদশটী মৃত্তিকাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অমৃত সমান অমৃতকেলি নামে ক্ষীর ভোগ লাগে। গোপীনাথের ক্ষীর

* যে স্থানে শ্রীবিগ্রহ থাকেন, মন্দিরের সেই অংশের বহির্ভাগকে জগমোহন কহে॥

নাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার। পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহো নাঞি আর ॥ ৭৭ ॥ হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল। শুনি পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ৭৮ ॥ অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ যদি অল্প পাই। স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ৭৯ ॥ এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু স্মরণ কৈল। হেনকালে ভোগ সারি আরতি বাজিল ॥ ৮০ ॥ আরতি দেখিঞা পুরী করি নমস্কার। বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর ॥ ৮১ ॥ অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস। অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥ প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে। ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহে মানে অপরাধে ॥ গ্রামের শূন্যহাটে বসি করেন কীর্ত্তন। এথা পূজারি করাইলা ঠাকুরে শয়ন ॥ ৮২ ॥ নিজকৃত্য করি

বলিয়া উহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, পৃথিবীতে ঐ প্রকারে ভোগ আর কোন স্থানে নাই ॥ ৭৭ ॥

এমন সময়ে গোপীনাথে সেই ভোগ অর্পিত হইল শুনিয়া পুরী-গোস্বামী মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ বিচার করিলেন ॥ ৭৮ ॥

আমি যদি অযাচিতরূপে কিঞ্চিৎ ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হই, তবে তাহার আস্বাদন জানিয়া গোপালকে ঐ প্রকারে ক্ষীর ভোগ লাগাইব ॥ ৭৯ ॥

পুরীগোস্বামী 'এইরূপ ইচ্ছা হওয়ায়' লজ্জিত হইয়া যখন বিষ্ণুস্মরণ করিতেছেন, এমন সময় ভোগ সমাপনান্তে আরতি বাজিয়া উঠিল ॥৮০॥

পুরীগোস্বামী আরতি দর্শন করিয়া প্রণাম করত আর কাহাকে কিছু না বলিয়া বাহিরে আগমন করিলেন ॥ ৮১ ॥

পুরীগোস্বামী অযাচিত বৃত্তি, বিরক্ত এবং উদাসীন, অযাচিতরূপে প্রাপ্ত হইলে ভোজন করেন, নতুবা উপবাস থাকেন। ইনি প্রেমামৃতে তৃপ্ত, ইহাঁকে ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধা করে না, ক্ষীরের প্রতি ইচ্ছা হওয়াতে আপনাকে অপরাধি মানিয়া গ্রামের শূন্যহাটে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে-ছেন, এদিকে পূজারী, ঠাকুরের শয়ন দিলেন ॥ ৮২ ॥

পূজারী করিল শয়ন। স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥ উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন। ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ॥ ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়। তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥ মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটে ত বসিঞা॥ তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥ ৮৩॥ স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার। স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥ ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর। স্থান লেপি ক্ষীর লৈয়া হইলা বাহির॥ ৮৪॥ দ্বার দিঞা গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা। হাটে হাটে বোলে মাধবপুরীরে চাহিঞা॥ ৮৫॥ ক্ষীর লও এই যার নাম মাধবপুরী। তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥

তৎপরে পূজারী যখন নিজকৃত্য সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন, তখন গোপীনাথ স্বপ্নে আসিয়া পূজারীকে কহিলেন, পূজারি! উঠ, দ্বার মোচন কর, সন্ন্যাসির জন্য এক ভাণ্ড ক্ষীর রাখিয়াছি, সেই এক পাত্র ক্ষীর আমার ধড়ার (পরিধেয় ক্ষুদ্র বস্ত্রের) অঞ্চলে ঢাকা আছে, আমার মায়ায় তোমরা কেহ তাহা জানিতে পার নাই। মাধবপুরীনামে একজন সন্ন্যাসী হাটে বসিয়া আছে, শীঘ্র এই ক্ষীর লইয়া গিয়া তাঁহাকে অর্পণ কর॥৮৩

তখন পূজারী স্বপ্ন দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিবেচনাপূর্ব্বক স্নান করিয়া গিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তথায় ধড়ার অঞ্চল-তলে সেই ক্ষীর প্রাপ্ত হইয়া স্থান লেপন করত ক্ষীর গ্রহণ করিয়া তথা হইতে বাহির হইলেন॥ ৮৪॥

তৎপরে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ক্ষীরহস্তে গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন এবং হাটে হাটে মাধবপুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৮৫॥

অহে! কাঁহার নাম মাধবপুরী, এই ক্ষীর গ্রহণ করুন, আপনার জন্য গোপীনাম ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, আপনি ক্ষীর লইয়া সুখে ভোজন

ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ৮৬ ॥ এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল। ক্ষীর দিয়া পূজারী তারে দণ্ডবৎ কৈল ॥ ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী। শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥৮৭॥ প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত। কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥ এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ। আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ৮৮ ॥ পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল। বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকরি রাখিল ॥ প্রতি দিন একটুক করেন ভক্ষণ। খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন ॥ ৮৯ ॥ ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিলা সর্ব্বলোক শুনি। দিনে লোক ভীড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা

করুন, ত্রিভুবনে আপনার তুল্য আর কেহ ভাগ্যবান্ নাই ॥ ৮৬ ॥

এই কথা শুনিয়া পুরীগোস্বামী আপনার পরিচয় প্রদান করিলে, তখন পূজারী তাঁহাকে ক্ষীর দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, ক্ষীরের বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলে মাধবপুরী শুনিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলেন ॥৮৭॥

পূজারী মাধবপুরীর প্রেম দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ যে ইহাঁর বশীভূত, ইহা উপযুক্ত বটে। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ পুরীগোস্বামিকে প্রণাম করিয়া গমন করিলে পুরীগোস্বামী প্রেমাবেশে ক্ষীর ভোজন করিলেন ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর ক্ষীরপাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই ঠিকরি সকল বহির্ব্বাসের অঞ্চলে বান্ধিয়া রাখিলেন এবং প্রতি দিন তাহা একটুকু একটুকু করিয়া ভক্ষণ করেন, ঠিকরি ভক্ষণে তাহার যেরূপ প্রেমাবেশ হয়, তাহা অতি অদ্ভুত ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর পুরীগোস্বামী বিবেচনা করিলেন, গোপীনাথ আমাকে ক্ষীর দিলেন, লোকসকল শুনিলে আমার সুখ্যাতি জ্ঞানে দিনে লোক ভীড়

জানি ॥ এত ভাবি রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী। সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥ ৯০ ॥ চলি চলি আইলা ক্রমে শ্রীনীলাচল। জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়। জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ৯১ ॥ মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি। সব লোক আসি তারে করে ভক্তি স্তুতি ॥ ৯২ ॥ প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত ॥ ৯৩ ॥ প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাইঞা। কৃষ্ণপ্রেম প্রতিষ্ঠা সঙ্গে চলে লাগ লৈঞা ॥ যদ্যপি উদ্বিগ্ন হৈল পলাইতে মন। ঠাকুরের চন্দনসাধন হইল বন্ধন ॥ ৯৪ ॥ জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত। সবাকে

হইবে, এই চিন্তা করিয়া পুরীগোস্বামী সেই স্থানে গোপীনাথকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রাত্রিশেষে গমন করিলেন ॥ ৯০ ॥

ক্রমে চলিতে চলিতে নীলাচলে আগমন করত জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন, প্রেমাবেশে একবার উঠেন একবার পড়েন এবং কখন গান করেন, এইরূপে জগন্নাথ দর্শন মহাসুখ পাইতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

অনন্তর লোক মধ্যে প্রচার হইল যে, শ্রীপাদ মাধবপুরী আগমন করিয়াছেন, তখন লোকসকল আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিসহকারে স্তব করিতে লাগিল ॥ ৯২ ॥

সংসার মধ্যে প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই বিদিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করে না, বিধাতৃনির্ম্মিত প্রতিষ্ঠা তাহার উপস্থিত হয় ॥ ৯৩ ॥

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরীগোস্বামী পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম প্রতিষ্ঠা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, যদিচ নীলাচল হইতে পুরীগোস্বামী পলায়ন করিতে মন করিলেন, তথাচ গোপালদেবের চন্দনসাধন তাহার বন্ধনস্বরূপ ॥ ৯৪ ॥

কহিল পুরী গোপালবৃত্তান্ত ॥ ৯৫ ॥ গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ। আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন ॥ রাজপাত্র সনে যার আছে পরিচয়। তাঁহা মাগি কর্পূর চন্দন করিল সঞ্চয় ॥ ৯৬ ॥ এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে। পুরীগোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে ॥ ঘাটে দান ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে। রাজলিখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে ॥ ৯৭ ॥ চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া। কত দিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া ॥ গোপীনাথের চরণে কৈলা বহু নমস্কার। প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার ॥ ৯৮ ॥ পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল। ক্ষীর মহাপ্রসাদ দিঞা ভিক্ষা করাইল ॥ ৯৯ ॥ সেই

তখন জগন্নাথের যত সেবক ও যত মহান্ত, পুরীগোস্বামী তাঁহাদিগের নিকট গোপালের বৃত্তান্ত কহিলেন ॥ ৯৫ ॥

গোপাল চন্দন চাহিতেছেন, ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া আনন্দচিত্তে চন্দনের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন, ইহাদের মধ্যে যাঁহার রাজপাত্র (রাজপুরুষ) দিগের সহিত পরিচয় ছিল, তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া চন্দন সঞ্চয় করিলেন ॥ ৯৬ ॥

এবং পুরীগোস্বামির সঙ্গে চন্দন বহিবার নিমিত্ত পাথেয় সম্বলসহিত একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভৃত্য দিলেন এবং রাজকর্ম্মচারিদ্বারা ঘাটের দান (মাশুল) ছাড়াইয়া রাজস্বাক্ষরিত পত্র পুরীগোস্বামির হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর মাধবপুরী চন্দন লইয়া কতিপয় দিবসে রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গোপীনাথের চরণে বহু বার নমস্কার করিয়া প্রেমাবেশে অতিশয় নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন ॥ ৯৮ ॥

তৎপরে গোপীনাথের সেবক পুরীগোস্বামিকে দেখিয়া ও ক্ষীর মহাপ্রসাদ দিয়া ভিক্ষা (ভোজন) করাইলেন ॥ ৯৯ ॥

রাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন। শেষরাত্রি হৈল পুরী দেখিল স্বপন ॥ গোপাল আসিয়া কহে শুন হে মাধব। কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ কর্পূরসহিত ঘষি এ সব চন্দন। গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ গোপীনাথে আর আমার এক অঙ্গ হয়। ঞিহা চন্দন দিলে হবে আমার তাপ ক্ষয় ॥ না কর আগ্রহ দুঃখ না ভাবিহ মনে। বিশ্বাসে চন্দন দেহ আমার বচনে ॥ ১০০॥ এত বলি গোপাল গেলা গোসাঞি জাগিয়া। গোপীনাথের সেবকগণে আনিল ডাকিঞা ॥ প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন। গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১০১ ॥ ইহাঁ চন্দন দিলে গোপাল হইব শীতল। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১০২ ॥ গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন। শুনি আনন্দিত হৈল

পুরীগোস্বামী রাত্রিতে দেবালয়ে শয়ন করিয়া আছেন, শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন। গোপাল কহিলেন, মাধব! শ্রবণ কর, আমি কর্পূর চন্দন সকল প্রাপ্ত হইলাম, তুমি কর্পূরের সহিত এই সমুদায় ঘর্ষণ করিয়া করিয়া নিত্য গোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর, গোপীনাথ এবং আমার উভয়ের এক অঙ্গ, এ স্থানে চন্দন দিলে আমার অঙ্গের তাপ বিনষ্ট হইবে, অতএব তুমি আগ্রহ করিও না এবং মনোমধ্যে দুঃখও ভাবিও না, আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া চন্দন অর্পণ কর ॥ ১০০ ॥

এই বলিয়া গোপালদেব গমন করিলে, পুরীগোস্বামী জাগরিত হইয়া গোপীনাথের সেবকগণকে ডাকিয়া কহিলেন, প্রভুর আজ্ঞা হইল এই কর্পূর চন্দন প্রত্যহ গোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর ॥ ১০১ ॥

এ স্থানে চন্দন দিলে গোপাল শীতল হইবেন, ঈশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার আজ্ঞাই প্রবল হয় ॥ ১০২ ॥

গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ চন্দন পরিবেন, এই কথা শুনিয়া সেবকের

সেবকের মন॥ ১০৩॥ পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন। আর জনা-দুই দেহ দিব যে বেতন॥ ১০৪॥ এই মত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিঞা। পরায় সেবক সব আনন্দ করিঞা॥ প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত। তথাই রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥ ১০৫॥ গ্রীষ্মকাল অন্তে পুন নীলাচল গেলা। নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা॥ ১০৬॥ শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত। ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥১০৭ প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার। পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥ দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল। তিনবার স্বপ্নে আসি যারে কৃপা কৈল॥ যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা। সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥ যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা। কর্পূর চন্দন

মন অত্যন্ত আনন্দিত হইল॥ ১০৩॥

অনন্তর পুরীগোস্বামী কহিলেন, আমার সঙ্গের এই দুইজন চন্দন ঘর্ষণ করিবে, তোমরা আর দুইজন দাও তাহাদের বেতন দিব॥ ১০৪॥

তখন সেবক সকল আনন্দ করিয়া প্রত্যহ চন্দন ঘর্ষণ করিয়া পরাইতে পরাইতে যত দিন চন্দন শেষ না হইল, পুরীগোস্বামী সেই পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিত রহিলেন॥ ১০৫॥

গ্রীষ্মকালের অবসানে পুনর্ব্বার নীলাচলে গিয়া তথায় আনন্দচিত্তে চাতুর্ম্মাস্য কাল বাস করিলেন॥ ১০৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীমুখে মাধবপুরীর এই অমৃতময় চরিত্র ভক্তগণকে শুনাইয়া আপনি আস্বাদন করিলেন॥ ১০৭॥

অনন্তর মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে কহিলেন, আপনি বিচার করুন, সংসার মধ্যে পুরীর তুল্য আর ভাগ্যবান্ কেহ নাই, শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধদান ছলে যাঁহাকে দেখা দিলেন, তিনবার স্বপ্নে আসিয়া যাঁহাকে কৃপা

যার অঙ্গে চড়াইলা ॥ ম্লেচ্ছদেশ কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল। পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিঞা গোপাল ॥ মহাদয়াময় প্রভু ভকত বৎসল। চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১০৮ ॥ পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার। অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্রে উদাসীন। গ্রাম্য বার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয়-জনসঙ্গহীন ॥ হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা। সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিঞা ॥ ভোকে রহে তবু ভিক্ষা মাগি নাহি খায়। হেন জন চন্দনের ভার বহি যায় ॥ ১০৯ ॥ মনেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর। গোপালে পরাব

করিলেন, যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া প্রকট হওত সেবা অঙ্গীকার পূর্ব্বক জগৎ উদ্ধার করিলেন, যাঁহার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিলেন, যাঁহার কর্পূর চন্দন অঙ্গে পরিধান করিলেন এবং ম্লেচ্ছদেশ হইতে কর্পূর চন্দন আনা সুকঠিন, পুরীর দুঃখ হইবে ইহা জানিয়া মহাদয়াময় ভক্তবৎসল গোপালদেব চন্দন গ্রহণ করিয়া ভক্তের পরিশ্রম সফল করিলেন ॥ ১০৮ ॥

আপনি পুরীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিচার করিয়া দেখুন, এ অলৌকিক প্রেম, ইহাতে চিত্তে চমৎকার বোধ হয়। পুরীগোস্বামী পরম বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন এবং গ্রাম্যবার্ত্তার ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গরহিত। কি আশ্চর্য্য! এমন ব্যক্তি শ্রীগোপালদেবের আজ্ঞাসুধা প্রাপ্ত হইয়া চন্দন প্রার্থনা নিমিত্ত সহস্র ক্রোশ আগমন করিয়াছিলেন, অধিক কি ক্ষুধা উপস্থিত হইলে যিনি ভিক্ষা করিয়া ভোজন করেন না, তিনি কি না চন্দনের ভার বহন করিয় গমন করেন ॥ ১০৯ ॥

পুরীগোস্বামী প্রচুর আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গোপালকে পরাইব, এই অভিপ্রায়ে এক মন চন্দন ও কুড়ি তোলা কর্পূর লইয়া যাইতে

এই আনন্দ প্রচুর। উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া। তাহা এড়াইলা রাজপত্র দেখাইঞা ॥ ১১০ ॥ ম্লেচ্ছদেশ দূর পথ জগাতি অপার। কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার॥ সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটিদান দিতে। তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে ॥ ১১১ ॥ প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥ এই তার গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে। গোপাল তারে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১১২ ॥ বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল। আনন্দ বাড়য়ে মনে দুঃখ না গণিল ॥ ১১৩ ॥ পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান। পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥ এই ভক্ত, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার। বুঝি তেঁহো আমা সবার নাহি অধিকার ॥ ১১৪ ॥ এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত

ছিলেন, উৎকলদেশের ঘাটের দানী (ঘাটোয়াল) চন্দন দেখিয়া পুরীকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিলে, তিনি রাজার স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইয়া তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১১০ ॥

ম্লেচ্ছদেশ, দূর পথ এবং অপার জগাতি অর্থাৎ দুর্গম বন কিরূপে চন্দন লইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, যদিচ দানঘাটে শুল্ক দিতে আমার সঙ্গে একটী কড়িও নাই, তথাপি চন্দন লইতে মনে উৎসাহ হইতেছে ॥ ১১১ ॥

যাহা হউক, প্রগাঢ়প্রেমের এইরূপ স্বভাব ও আচরণ যে, আপনার দুঃখ বিঘ্নাদি কিছুই বিচার করে না, পুরীগোস্বামির এই গাঢ়প্রেম লোককে দেখাইবার নিমিত্ত গোপাল তাঁহাকে চন্দন আনিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

পুরীগোস্বামী বহু পরিশ্রমে রেমুণায় চন্দন আনিয়াছিলেন, মনে আনন্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে দুঃখ গণনা করেন নাই ॥ ১১৩ ॥

গোপালদেব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছিলেন, পরীক্ষা করিয়া শেষে দয়া প্রকাশ করেন। ভক্ত ও ভক্তপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যবহার, ইহা সকল আমাদের বুঝিতেও অধিকার নাই ॥ ১১৪ ॥

শ্লোক। যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক ॥ ১১৫ ॥ ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার। গন্ধ বাঢ়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ রত্নগণ মধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভমণি। রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১১৬ ॥ এই শ্লোক করিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী ॥ কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন। ইহা আস্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠ জন ॥ শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে। সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১১৭ ॥

তথাহি পদ্যাবলীধৃত ৩৩৪ শ্লোকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীবাক্যং ॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে, মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

মহাভাববিশেষণ গতিং কামপ্যপেয়ুষঃ ভগবতো কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ। স্বতঃ প্রেমজবার্ত্তায়াং গোবিন্দে লীনচেতসঃ।

এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার একটী শ্লোক পাঠ করিলেন, ঐ শ্লোক রূপ চন্দ্র জগৎকে আলোকময় করিয়া রাখিয়াছে ॥ ১১৫ ॥

যেরূপ মলয়জ চন্দন ঘর্ষণ করিতে করিতে গন্ধ বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ এই শ্লোকের বিচার করিতে করিতে অর্থের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আর যেমন রত্নগণ মধ্যে কৌস্তুভমণি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোকটীকে গণনা করিতে হইবে ॥ ১১৬ ॥

এই শ্লোকটী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী কহিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় মাধবেন্দ্রপুরীর মুখে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, অথবা গৌরচন্দ্র এই শ্লোকের আস্বাদন করেন, ইহা আস্বাদন করিতে অন্য চৌঠ (চতুর্থ) জন অর্থাৎ শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্রপুরী ও মহাপ্রভু ব্যতিরেকে অন্য কেহ অধিকারী নহে। শেষকালে এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে শ্লোকের সহিত মাধবেন্দ্রপুরী সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১৭ ॥

পদ্যাবলীধৃত ৩৩৪ শ্লোকে মাধবেন্দ্রপুরীর বাক্য যথা ॥

অয়ি দীনদয়ার্দ্র! হে নাথ! হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে অব-

রাধায়াঃ কেন বাগর্থৌ বেদাঃ সাক্ষাৎকৃপাং বিনা। মহাভাবামৃতরাশেস্তরঙ্গভৈরবিচিত্রসঞ্চারি-ময়স্বাত্মাদশাবস্থায়াঃ ততস্তত্রাবসরদংশমদশানস্বর্গাপুনস্তংসঙ্গমসম্ভাবনাজাতায়াঃ শ্রীরাধায়া দিব্যোন্মাদময়বাক্যচ্ছেদং। অয়ি দীনেতি। অয়ীতি কোমলসম্বোধনে। হে দীনদয়ার্দ্র দীনেষু দয়া কৃপা তয়া আর্দ্র আর্দ্রীভূত। হে নাথ অভীষ্টপদ যতস্তং নাথঃ অতো বিরহসমুদ্রে মগ্নাং মাং কথং নোদ্ধরসি। তদানীমভীষ্টপ্রাপ্ত্যভাবাত্ মাভা কাপি বৈচিত্রীকৃত আহ। হে মথুরানাথ হে রাজেন্দ্র হে মথুরানাগরীপ্রিয় ইতি বা অতস্ত্বয়া বনচরী অহং নাবলোক্যসে ইত্যাক্রোশবাক্যং। যদ্যেবং তথাপি পুনর্বৈচিত্র্যা হে দয়িত হে প্রিয় অর্থান্মম হৃদয়ং মনঃ ত্বদলোককাতরং সদ্ভ্রাম্যতি অস্থিরীভবতীত্যতস্তুভ্যং মাং কথং ক্বাক্ষ্যসে ত্বদ্দর্শনং দেহি যদি ভবতা দর্শনং ন দীয়তে তদা কিং করোম্যহং যৎকৃতে ত্বদ্দর্শনং স্যাত্তন্মমেবোপদিশ ইতি শেষঃ। অত্র দীনদয়ার্দ্র ইত্যনেন দৈন্যং। তল্লক্ষণং। দুঃখত্রাসাপরাধাদৈরনৌর্জ্জিত্যন্তু * দীনতা। চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃদিতি॥ নাথ ইত্যনেনৌৎসুক্যং। তল্লক্ষণ। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ। মুখশোষত্বরাচিন্তানিশ্বাসস্থিরতাদিকৃদিতি॥ মথুরানাথ ইত্যনেন অসূয়া। তল্লক্ষণং। দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্য-গুণাদিভিঃ। তত্রের্ষ্যানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষ্বপি। অপবৃত্তিস্তিরো বীক্ষা ভ্রুবোর্ভঙ্গুরতাদয় ইতি। কদাবলোক্যসে ইতি বিষাদঃ। তল্লক্ষণং। ইষ্টানবাপ্তেঃ প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধে-বিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা। অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চেতি॥ হৃদয়ং ত্বদলোককাতরমিত্যনেন উদ্বেগঃ। তল্লক্ষণং। উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে। স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতা ইতি। দয়িত ইত্যনেন স্মৃতিঃ। তল্লক্ষণং। যা স্যাৎ পূর্বানুভূতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া। দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা। ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ ইতি। কিং করোমীত্যনেন মোহঃ। তল্লক্ষণং। মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাৎ বিশ্লেষাদ্ভয়তস্তথা। বিষাদাদেশ্চ তত্র স্যাদ্দেহস্য পতনং ভুবি। শূন্যেন্দ্রিয়ত্বং ভ্রমণং তথা নিশ্চেষ্টতাদয়ঃ। ইতি। অহমিত্যনেন নির্ব্বেদঃ। তল্লক্ষণং। মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যা সদ্বিবেকাদিকল্পিতং। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে। অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদৈন্যনিঃশ্বসিতাদয় ইতি। ত্বদুপেক্ষিততয়া ভাগ্যহীনাহমিতি শেষঃ। অন্যেষাং সাত্ত্বিকাদীনাং ভাবানাং এতেষু ভাবেষু অন্তর্ভাবো বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ। মণীনাং মধ্যে উৎকৃষ্টতয়া কৌস্তুভো যথা তাদৃক রসকাব্যানাং মধ্যে তথায়ং শ্লোকঃ॥ তত্র কাব্যলক্ষণং। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যমিতি। তত্র বাক্যলক্ষণং। বাক্যং স্যাদ্যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তপদোচ্চয়ঃ। বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যমিত্থং বাক্যং দ্বিধা-

* অনৌর্জ্জিত্যং আত্মনি নিকৃষ্টতামননং॥

* হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥

ইতি ॥ ১১৮ ॥

মতঃ ॥ অস্যার্থঃ। যোগ্যতা চ পদার্থানাং পরস্পরসম্বন্ধে বাধাভাবঃ। আকাঙ্ক্ষা চ প্রতীতি পর্য্যবসানবিরহঃ। আসত্তিশ্চ বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ। তত্র রসলক্ষণং। অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেদিতি। তত্র মধুরা রতির্যথা শ্রীদশমে শ্রীমদুদ্ধবোক্তৌ। এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥ ১১৮ ॥

লোকন করিব? হে দয়িত! তোমার অদর্শনে এই আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়াছে, আমি কি করিব ॥ ১১৮ ॥

* মহাভাবরূপ অমৃতরাশির তরঙ্গসমূহে বিচিত্র সঞ্চারিভাবপ্রযুক্ত তাদৃশ অবস্থায় তন্মাবগর দশমদশার পর পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসম্ভাবনাবিশিষ্ট শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদময় এই শ্লোক অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গম পুনর্ব্বার সম্ভাবিত হইলে শ্রীরাধা দিব্যোন্মাদবিশিষ্ট হইয়া এই শ্লোকটী কহিয়াছিলেন। অয়ি! এইটী কোমল সম্বোধন। হে দীনদয়ার্দ্র! অর্থাৎ দীনজন সকলের প্রতি তুমি কৃপা করিবার নিমিত্ত আর্দ্রীভূত হইয়াছ। হে নাথ! অর্থাৎ তুমি অভীষ্টপ্রদ, যেহেতু তুমি নাথ, অতএব আমি বিরহসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে কেন উদ্ধার করিতেছ না। তৎকালে অভীষ্টপ্রাপ্তির অভাবহেতু "ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী" দিব্যোন্মাদের এই লক্ষণ অনুসারে কহিলেন, হে মাথুরানাথ! অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! অথবা হে মথুরানগরীপ্রিয়! অতএব আমি বনচরী, তুমি আমাকে দেখিবা কেন? ইহাতে আক্রোশবাক্য প্রকাশ। যদি এই প্রকার হইল, পুনর্ব্বার বৈচিত্র্যভাবে কহিলেন, হে দয়িত! অর্থাৎ হে প্রিয়! আমার হৃদয় (মন) তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ অস্থির হইতেছে, এতাদৃশ অবস্থাপন্ন আমাকে কেন ত্যাগ করিতেছ, অতএব দর্শন দাও, যদি তুমি আমাকে দর্শন না দাও, তবে যাহা করিলে তোমার দর্শন পাইব, তাহা তুমিই উপদেশ কর ॥

এস্থলে "দীনদয়ার্দ্র" এই পদে দৈন্য, "নাথ" এই পদে ঔৎসুক্য। "মথুরানাথ" এই পদে অসূয়া, "কদাবলোক্যসে" এই পদে বিষাদ। "হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং" এই পদে উদ্বেগ, "দয়িত" এই পদে স্মৃতি। "কিঙ্করোমি" এই পদে মোহ এবং "অহং" এই পদে নির্ব্বেদ ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা। প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা॥ অস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ। ক্রন্দন করিঞা তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥১১৯॥ প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়। হুঙ্কার করয়ে কভু হাসে নাচে গায়॥১২০॥ "অয়ি দীন অয়ি দীন" প্রভু বোলে বার বার। কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার॥ কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য। নির্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥১২১॥

মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমে বিবশ হওত ভূমি-তলে পতিত হইলে তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ প্রভু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মহা-প্রভুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, তখন গৌরচন্দ্র ক্রন্দন করিয়া উঠি-লেন॥ ১১৯॥

প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হওয়ায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহাপ্রভু চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন এবং কখন হুঙ্কার, কখন হাস্য, কখন নৃত্য ও কখন বা গান করিতে লাগিলেন॥ ১২০॥

এবং বারম্বার "অয়ি দীন, অয়ি দীন" বলিতে § লাগিলেন, তৎ-কালীন তাঁহার কণ্ঠে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথা কম্প, স্বেদ, পুলক, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য *, গর্ব্ব, হর্ষ, ও দৈন্য প্রভৃতি † ভাব সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ১২১॥

§ পূর্ব্বোক্ত ১৪০ পৃষ্ঠায় "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" এই শ্লোকের প্রথম চারিবর্ণ পাঠেই প্রেমে বিহ্বল হইতেছেন॥

* অথ জাড্য॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৪র্থ লহরীর ৫৩ অঙ্কে॥

জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ।
বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্বাবস্থা পরাপি চ।
অত্রানিমিষতা তূষ্ণীম্ভাববিস্মরণাদয়ঃ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন এবং বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যের নাম জাড্য। ইহা মোহের পূর্ব্বাবস্থা ও পরাবস্থা। এই জাড্যে অনিমিষ নয়ন, তূষ্ণীম্ভাব ও বিস্মরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে॥

† অন্যান্য ভাবের লক্ষণ ৫৫। ৭৩। ৭৪। এই সকল পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে॥

এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট। গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ১২২ ॥ লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ১২৩ ॥ ঠাকুর শয়ন করাই পূজারি হইলা বাহির। প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ১২৪ ॥ ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল। ভক্তগণ খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ সাত ক্ষীর পূজারিকে বাহুড়িয়া দিল। পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চ জনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ১২৫ ॥ গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন। ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১২৬ ॥ নামসংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইঞা। প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা ॥ ১২৭ ॥ শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরী-গোসাঞিির গুণ। ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু করে আস্বাদন ॥১২৮॥ এই ত

এই শ্লোক মহাপ্রভুর প্রেমের কপাট উদ্ঘাটন করিল, গোপীনাথের সেবক সকল মহাপ্রভুর প্রেমনৃত্য দেখিতে লাগিল ॥ ১২২ ॥

অনন্তর লোকের সংঘট্ট দেখিয়া মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, ইতি-মধ্যে গোপীনাথের ভোগান্তে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল ॥ ১২৩ ॥

তৎপরে ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া পূজারী বাহিরে আগমনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর অগ্রে ক্ষীর প্রসাদ আনিয়া অর্পণ করিল ॥ ১২৪ ॥

মহাপ্রভু ক্ষীর দর্শনে আনন্দিত হইয়া ভক্তগণকে ভোজন করাই-বার নিমিত্ত পাঁচ ভাণ্ড ক্ষীর গ্রহণ করত সাত ভাণ্ড ক্ষীর পূজারিকে বাহু-ড়িয়া অর্থাৎ ফিরাইয়া দিয়া পাঁচ জনে পাঁচ ভাণ্ড ক্ষীর বণ্টন করিয়া ভোজন করিলেন ॥ ১২৫ ॥

যদিচ মহাপ্রভু গোপীনাথরূপে ক্ষীর ভোজন করিয়াছেন, তথাপি ভক্তি দেখাইবার নিমিত্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন ॥ ১২৬ ॥

সে যাহা হউক, মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি যাপন করত প্রভাতে মঙ্গল-আরতি দর্শন করিয়া যাত্রা করিলেন ॥ ১২৭ ॥

শ্রীগোপাল, গোপীনাথ ও পুরীগোস্বামির গুণ মহাপ্রভু ভক্ত-

আখ্যানে কহি দুঁহার মহিমা। প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেম-সীমা ॥ ১২৯ ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন। শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ১৩০ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

গণের সহিত আস্বাদন করিলেন ॥ ১২৮ ॥

এই আখ্যানে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা, এই দুইয়ের মহিমা কীর্ত্তন করা হইল ॥ ১২৯ ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে তাঁহার প্রেমধন লাভ হইবে ॥ ১৩০ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাসগোস্বামির পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে ॥ ১৩১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনিতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতাস্বাদন নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো, ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং, তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ এই মত চলি আইলা যাজপুর গ্রামে। বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণামে ॥ ২ ॥ নৃত্য গীত কৈল প্রেমে অনেক স্তবন। সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন ॥ ৩ ॥ কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।

পদ্ভ্যামিতি। তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি। কথম্ভূতং। অদ্ভুতেহং অদ্ভুতা লোকোত্তরা ঈহা চেষ্টা যস্য স তং। স কথম্ভূতঃ। ব্রহ্মণ্যদেবঃ ব্রাহ্মণহিতকারী যতঃ এবম্ভূতঃ অতঃ বিপ্রকৃতে বিপ্রনিমিত্তং যঃ প্রতিমাস্বরূপোঽপি পদ্ভ্যাং চলন্ শতাহগম্যং শতদিবসগম্যং দেশং যযৌ গতবান্। এতেন আত্যন্তিকী ভক্তবশ্যতা সূচিতা ॥ ১ ॥

যাঁহার চেষ্টা অদ্ভুত, যিনি ব্রহ্মণ্যদেব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হিতকারী এবং যিনি প্রতিমা স্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত শতদিনের গম্য পথ গমন করিয়াছেন, সেই সাক্ষিগোপালকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক এবং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে যাইতে যাইতে যাজপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় বরাহদেব দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রেমে নৃত্য, গীত ও অনেক প্রকার স্তব করিয়া তথা হইতে গমন করিলেন ॥৩

কিছু দিনে কটক আসিয়া সাক্ষিগোপাল দর্শন করিলেন, সাক্ষি-

গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে॥ প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করি কতক্ষণ। আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপালে স্তবন॥ ৪॥ সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে। গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহুরঙ্গে॥ ৫॥ নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা। সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা॥ ৬॥ সাক্ষিগোপালের কথা যে শুনিল লোকমুখে। সেই কথা প্রভু আগে কহে নিজমুখে॥ পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ। তীর্থ করিবারে দোহেঁ করিলা গমন॥৮॥ গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিঞা। মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥ ৯॥ বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন। দ্বাদশবন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন॥ ১০॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়। সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥

গোপালের সৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া প্রেমাবেশে কতক ক্ষণ নৃত্য গীত করত ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপালের স্তব করিলেন॥ ৪॥

এবং সেই রাত্রি ভক্তগণের সঙ্গে তথায় অবস্থিতি করিয়া বহুতর কৌতুকসহকারে গোপালের পূর্ব্ব কথা শুনিতে লাগিলেন॥ ৫॥

নিত্যানন্দ গোস্বামী যখন তীর্থপর্য্যটনে আগমন করেন, সেই সময়ে সাক্ষিগোপাল দেখিবার জন্য কটকে আসিয়াছিলেন॥ ৬॥

তথায় লোকমুখে সাক্ষিগোপালের যে কথা শ্রুত হইয়াছিলেন, নিজ মুখে মহাপ্রভুর অগ্রে সেই কথা বলিতে লাগিলেন॥ ৭॥

নিত্যানন্দ কহিলেন, পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই জন ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটন করিবার জন্য উভয়ে মিলিত হইয়া গমন করেন॥ ৮॥

গয়া, কাশী ও প্রয়াগপ্রভৃতি দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে দুই জনে মথুরা আসিয়া উপস্থিত হয়েন॥ ৯॥

তাঁহারা বনযাত্রায় বন দেখিয়া গোবর্দ্ধন দর্শন করেন, তৎপরে দ্বাদশ বন দর্শন করিয়া শেষে বৃন্দাবন আগমন করেন॥ ১০॥

বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের সুমহৎ দেবালয় আছে, সেই মন্দিরে

কেশিতীর্থে কালি হ্রদাদিতে করি স্নান। শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ১১ ॥ গোপাল সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি। সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই চরি ॥ ১২ ॥ দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়। আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায় ॥ ১৩ ॥ ছোট বিপ্র করে সর্ব্ব তাহার সেবন। তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কৈলা। সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা ॥ পুত্রে হ পিতার ঐছে না করে সেবন। তোমার প্রসাদে আমি না পাইল শ্রম ॥ কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান। অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান ॥ ১৪ ॥ ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়। অসম্ভব কহ

গোপালদেবের মহাসমারোহে সেবা হয়। তৎপরে কেশিতীর্থে ও কালিয়হ্রদ প্রভৃতিতে স্নানপূর্ব্বক শ্রীগোপাল দর্শন করিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন ॥ ১১ ॥

গোপালদেবের সৌন্দর্য্যে উভয়ের মন হৃত হইল, তাঁহারা সুখপ্রাপ্ত হইয়া তথায় দুই চারি দিন অবস্থিতি করিলেন ॥ ১২ ॥

ঐ দুই জন ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধ, আর এক জন যুবা, যুবা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের সাহায্য করিতেন ॥ ১৩ ॥

ছোটবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রের সর্ব্বপ্রকারে সেবা করাতে তাঁহার মন পরিতুষ্ট হইল। বৃদ্ধবিপ্র ছোটবিপ্রকে কহিলেন, "তুমি আমার বহুতর সেবা করত সহায় হইয়া আমাকে অনেক তীর্থ দর্শন করাইলা। পুত্রেও এ প্রকার সেবা করিতে পারে না, তোমার অনুগ্রহে আমার শ্রম বোধ হয় নাই, তুমি যে প্রকার সেবা করিয়াছ তোমার সম্মান না করিলে, কৃতঘ্নতা হয়, অতএব তোমাকে আমি আমার কন্যা দান করিব ॥ ১৪ ॥

কেনে যেই নাহি হয় ॥১৫॥ মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ। আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদি বিহীন ॥ কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার। কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥ ব্রাহ্মণসেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়। তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ্ বাড়য় ॥ ১৬ ॥ বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়। তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয় ॥ ১৭ ॥ ছোট বিপ্র কহে তোমার আছে স্ত্রীপুত্র সব। বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥ তা সবার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে। পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিলেন দিতে ॥ ১৮ ॥ বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন। নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন জন ॥ তোমারে কন্যা দিব সবার

এই কথায় ছোটবিপ্র কহিলেন, মহাশয়! শ্রবণ করুন, যাহা হই-বার নহে এমন অসম্ভব কথা কহিতেছেন কেন? ॥ ১৫ ॥

আপনি মহাকুলীন ও বিদ্যাধনাদিতে অতিশয় প্রবীণ, আর আমি অকুলীন এবং বিদ্যাধনাদি বিহীন, আমি আপনকার কন্যা দানের পাত্র নহি, কেবল কৃষ্ণপ্রীতি নিমিত্ত আপনকার সেবা করিতেছি, ব্রাহ্মণ সেবায় শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতি হয়, তাঁহার সন্তোষ হইলে ভক্তি সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তখন বড় বিপ্র কহিলেন, তুমি সংশয় করিও না, আমি তোমাকে কন্যা দিব নিশ্চয় করিলাম ॥ ১৭ ॥

ছোটবিপ্র কহিলেন, মহাশয়! আপনার স্ত্রী, পুত্র, বহুতর জ্ঞাতি, গোষ্ঠী ও বান্ধব সকল আছে, তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে কন্যাদান হইতে পারে না, রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকরাজ এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ। ভীষ্মকরাজের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণে কন্যা সমর্পণ করেন, কিন্তু পুত্রের বিরোধে কন্যাদান করিতে পারেন নাই ॥ ১৮ ॥

করি তিরস্কার। সংশয় না কর তুমি কর অঙ্গীকার ॥ ১৯॥ ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে হয় মন। গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ ২০॥ গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল। তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল ॥ ২১ ॥ ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী। তোমা সাক্ষী বোলাব যদি অন্যমত দেখি ॥ ২২ ॥ এত কহি দুই জন চলিলা দেশেরে। গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥ দেশে আসি দোঁহে গেলা নিজ নিজ ঘর। কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর ॥ তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়। স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয় ॥ ২৩ ॥ এক দিন নিজ লোক একত্র করিল। তা সবার আগে

এই কথা শুনিয়া বড়বিপ্র কহিলেন, কন্যা আমার নিজের ধন, নিজ ধন দিতে কোন্ ব্যক্তি নিষেধ করিবে? আমি সকলকে তিরস্কার করিয়া তোমাকে কন্যা দিব, তুমি অঙ্গীকার কর, সংশয় করিও না ॥১৯

অনন্তর ছোটবিপ্র কহিলেন, আপনার যদি কন্যা দিতে মন হয় তবে গোপালের অগ্রে এই সত্য বাক্য বলুন ॥ ২০ ॥

তখন বড়বিপ্র গোপালের অগ্রে কহিলেন, গোপালদেব! আপনি জানুন, আমি এই ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিলাম ॥ ২১ ॥

ছোটবিপ্র কহিলেন, ঠাকুর! আপনি আমার সাক্ষী থাকুন, যদি ইহার অন্যথা দেখি তখন আপনাকে সাক্ষী হইতে হইবে ॥ ২২ ॥

এই বলিয়া দুই ব্রাহ্মণ স্বদেশে যাত্রা করিলেন, ছোটবিপ্র গুরু-বুদ্ধিতে বড়বিপ্রের সেবা করেন। দেশে আসিয়া দুইজনে আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে বড়বিপ্র মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন, আমি তীর্থে ব্রাহ্মণকে যে বাক্য দিয়াছি, তাহা কিরূপে সত্য হইবে, স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুদিগের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা জানা কর্ত্তব্য ॥২৩॥

সব বৃত্তান্ত কহিল॥ শুন সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার। ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর॥ ২৪॥ নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ। শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস॥ ২৫॥ বিপ্র কহে তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন। যে হউ সে হউ আমি দিব কন্যা দান॥ জ্ঞাতিলোক কহে সবে তোমারে ছাড়িব। স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥ ২৬॥ বিপ্র কহে সাক্ষি বোলাইঞা করিবেক ন্যায়। জিতি কন্যা লবে মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ যায়॥ ২৭॥ পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহো দূরদেশে। কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥ নাহি কহি না

অনন্তর এক দিন বড়বিপ্র আপনার লোক সকলকে একত্র করিয়া তাহাদের অগ্রে বৃত্তান্ত সকল কহিলেন॥ ২৪॥

তাহা শুনিয়া গোষ্ঠীসকল হাহাকার করিয়া কহিতে লাগিল, আপনি ঐ প্রকার বাক্য আর মুখে আনিবেন না, নীচবংশে কন্যা দিলে কুল নষ্ট হইবে এবং লোক সকল শুনিয়া আপনাকে উপহাস করিবে॥২৫

বড়বিপ্র কহিলেন, তীর্থসঙ্কল্পিত বাক্য কিরূপে অন্যথা করি, যাহা হয় তাহা হউক, আমি কন্যাদান করিব। এই কথা শুনিয়া জ্ঞাতিগণ কহিল, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিব এবং স্ত্রী পুত্র সকলে কহিল, আমরা বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিব॥ ২৬॥

বিপ্র কহিলেন, আমি কন্যা না দিলে সাক্ষি আনিয়া বিচার করাইবে, বিচারে আমার পরাভব হইলে কন্যা গ্রহণ করিবে এবং তাহাতে আমার ধর্ম্মও ব্যর্থ হইয়া যাইবে॥ ২৭॥

পুত্র কহিলেন, এ বিষয়ে আপনার প্রতিমা সাক্ষী, তিনি বহু দূর-দেশে আছেন, আপনার কে সাক্ষ্য দিবে, আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? আমি বলি নাই, এ মিথ্যা কথা আপনি কহিবেন না, সবে মাত্র

কহিও এ মিথ্যা বচন। সবে কহিও কিছু মোর না হয় স্মরণ ॥ ২৮ ॥ তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি। তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥ ২৯ ॥ এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন। একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ ॥ মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন। দুই রক্ষা কর গোপাল তোমার শরণ ॥ ৩০ ॥ এই মত চিত্তে বিপ্র চিন্তিতে লাগিলা। আর দিন লঘু বিপ্র তার ঘর আইলা ॥ ৩১ ॥ আসিঞা পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি। বিনয় করিয়া কহে দুই কর যুড়ি ॥ তুমি মোরে কণ্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার। এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার ॥ ৩২ ॥ এত শুনি সেই বিপ্র মৌন ধরিল। তার পুত্র ঠেঙ্গা হাতে মারিতে আইল ॥ অরে অধম মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে। বামন

এই কথা কহিবেন যে, আমার কিছু স্মরণ হইতেছে না ॥ ২৮ ॥

আপনি যদি কহেন, আমি কিছু জানি না, তবে আমি বিবাদ করিয়া ব্রাহ্মণকে জয় করিব ॥ ২৯ ॥

এই কথা শুনিয়া বড়বিপ্রের মন চিন্তাকুল হইল, তখন তিনি একান্তভাবে গোপালের চরণ চিন্তা করত মনে মনে কহিলেন, গোপাল। আপনকার শরণ লইলাম, যাহাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা পায় এবং আত্মীয়-জন কেহ না মরে, আপনি সেই দুই রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

বড়বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্য এক দিবস লঘু অর্থাৎ ছোটবিপ্র তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

ছোটবিপ্র আসিয়া পরম ভক্তিসহকারে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনয় করিয়া কহিলেন, আপনি আমাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, এখন কিছুই কহিতেছেন না, আপনকার এ কিরূপ ব্যবহার হইল ॥ ৩২ ॥

এই কথা শুনিয়া বড়বিপ্র মৌনাবলম্বন করিলেন, তাঁহার পুত্র

হঞা চাহে যেন চাঁদ ধরিতে ॥ ৩৩ ॥ ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইঞা গেল। আর দিন গ্রামের লোক সভা ত করিল ॥ ৩৪ ॥ সব লোক বড়-বিপ্রে বোলাইঞা লইল। তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ এহো মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার। এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার ॥ ৩৫ ॥ তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন। কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন ॥ ৩৬ ॥ বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন। কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ ॥ ৩৭ ॥ এত শুনি তার পুত্র বাক্-ছল পাঞা। প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা ॥ তীর্থযাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহু ধন। ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন ॥ আর কেহ

যষ্টি হস্তে মারিতে আসিয়া কহিল, অরে অধম! আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিস্, বামন হইয়া যেন চান্দ ধরিতে চাহিস্? ॥৩৩॥

ছোটবিপ্র যষ্টি দেখিয়া পলাইয়া গেলেন, অপর এক দিন তিনি গ্রামের লোক সকলকে ডাকিয়া সভা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

সভাস্থ লোকসকল বড়বিপ্রকে ডাকাইয়া আনিলে তখন ছোট-বিপ্র কহিলেন, ইনি আমাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে আর দিতে চাহিতেছেন না ইহাতে যাহা সঙ্গত হয়, আপনারা বিচার করুন ॥ ৩৫ ॥

এই কথা শুনিয়া সভাসদগণ বড়বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যদি বাক্য দিয়াছেন, তবে কন্যা দিতেছেন না কেন? ॥ ৩৬ ॥

বড়বিপ্র কহিলেন, আপনারা আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, আমি কখন কি বলিয়াছি, আমার স্মরণ হইতেছে না ॥ ৩৭ ॥

এই কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্র প্রগল্ভতাপূর্ব্বক সম্মুখে আসিয়া কহিল, তীর্থযাত্রায় আমার পিতার সঙ্গে অনেক ধন ছিল, ধন দেখিয়া এই দুষ্টের গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, পিতার সঙ্গে আর কেহ ছিল না,

সঙ্গে মাঞি সবে এই সকল। ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিলা পাগল॥ সব ধন লৈঞা কহে চোর লৈল ধন। কন্যা দিতে কহিয়াছ উঠাইল বচন॥ তুমি সব লোক কহ করিয়া বিচার। মোর পিতার কন্যাযোগ্য ইহাকে দিবার॥ ৩৮॥ এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়। সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥ ৩৯॥ তবে ছোটবিপ্র কহে শুন মহাজন। ন্যায় জিনিতে কহে এই অসত্য বচন॥ ৪০॥ এই বিপ্র মোর সেবায় সন্তুষ্ট হইলা। তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥ তবে আমি নিষেধিল শুন দ্বিজবর। তোমার কন্যার যোগ্য নহো মুঞি বর॥ কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন। কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥ ৪১॥ তবু এই বিপ্র মোরে কহে আর বার। তোরে

কেবল এই মাত্র ছিল, আমার পিতাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া পাগল করত সমুদায় ধন লইয়া কহিল, চোরে সকল ধন লইয়া গিয়াছে, আমাকে কন্যা দিতে বলিয়াছেন বলিয়া এখন বাদ উঠাইল, আপনারা সকলে বিচার করিয়া বলুন দেখি, আমার পিতার কন্যা কি ইহাকে দিবার যোগ্য হয়? ॥ ৩৮॥

এই সকল কথা শুনিয়া লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে, ধনলোভে লোক ধর্ম্ম ভয় ছাড়িয়া থাকে, ইহা অসম্ভব নহে॥ ৩৯॥

তখন ছোট বিপ্র কহিলেন, হে মহাজন! আপনারা শ্রবণ করুন, এ ব্যক্তি বিচারে জয় করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহিতেছে॥ ৪০॥

এই ব্রাহ্মণ আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি তোমাকে আপনার কন্যা দান করিব, তখন আমি ইঁহাকে কহিলাম, হে দ্বিজবর! শ্রবণ করুন, আমি আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র নহি। কোথায় আপনি পণ্ডিত, ধনী ও মহাকুলীন, আর আমি কোথায় দরিদ্র, মূর্খ, নীচ ও কুলহীন॥ ৪১॥

কন্যা দিল তুমি কর অঙ্গীকার ॥ তবে মুঞি কহিল শুন দ্বিজ মহামতি । তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির নহিব সম্মতি ॥ কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন । পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ কন্যা তোরে দিলুঁ দ্বিধা না করিহ চিত্তে । আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥ ৪২ ॥ তবে আমি কহিল এই তোমার দৃঢ় মন । গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ তবে ইহঁ গোপাল আগে যাইয়া কহিল । তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ ৪৩ ॥ তবে আমি গোপালেরে সাক্ষি করিঞা । কহিল তাঁহার পদে বিনতি করিঞা ॥ যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যা দান । সাক্ষি বোলাইব তোমা হৈও সাবধান ॥ এই বাতে সাক্ষী

তথাপি এই ব্রাহ্মণ আমাকে বারম্বার কহিলেন, আমি তোমাকে কন্যা দিব তুমি অঙ্গীকার কর । তাহাতে আমি কহিলাম, হে দ্বিজবর ! আপনি শ্রবণ করুন, আপনার স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিদিগের এ বিষয়ে সম্মতি হইবে না, আপনি কন্যা দিতে পারিবেন না, আপনার বাক্য মিথ্যা হইবে । পুনর্ব্বার এই ব্রাহ্মণ আমাকে যত্ন করিয়া কহিলেন, তোমাকে কন্যা দিব তুমি মনোমধ্যে দ্বৈধ করিও না, আমি আপন কন্যা দান করিব, আমাকে কে নিষেধ করিবে ? ॥ ৪২ ॥

তখন আমি কহিলাম, আপনার মনে যদি এইরূপ দার্ঢ্য হইয়া থাকে, তবে আপনি গোপালের অগ্রে সত্য করিয়া বলুন । তখন ইনি থাকে, তবে আপনি গোপালের অগ্রে সত্য করিয়া বলুন । তখন ইনি গোপালের অগ্রে যাইয়া কহিলেন, গোপাল ! তুমি অবগত থাক, আমি এই ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিলাম ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর আমিও গোপালকে সাক্ষি করিয়া তাঁহার চরণে বিনয়সহকারে কহিলাম, প্রভো ! যদি এই ব্রাহ্মণ আমাকে কন্যা না দেন, তখন আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়াইব, আপনি সাবধান হইবেন । হে মহাজন ।

মোর আছে মহাজন। যার বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥ ৪৪ ॥ তবে বড়বিপ্র কহে এই সত্যকথা। গোপাল যদি সাক্ষি দেন আপনে আসি এথা॥ তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়। তার পুত্র কহে ভাল এই বাত হয়॥ ৪৫ ॥ বড়বিপ্রের মনে কৃষ্ণ সহজে দয়াবান্। অবশ্য মোর বাক্য তিহঁ করিব প্রমাণ॥ পুত্রের মনে প্রতিমা সাক্ষী নারিব আসিতে। দুই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে॥ ৪৬ ॥ ছোটবিপ্র কহে পত্র করহ লিখন। পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন॥৪৭॥ তবে সব লোক এক পত্রেত লিখিল। দোঁহার সম্মতি লঞা আপনে রাখিল॥ ৪৮ ॥ তবে ছোট

গোপালদেব আমার এই বাক্যের সাক্ষী আছেন, গোপালের বাক্য কখন মিথ্যা নহে, ত্রিভুবনের লোকসকল তাঁহার বাক্য সত্য করিয়া জ্ঞান করে॥ ৪৪ ॥

তখন বড়বিপ্র কহিলেন, এই কথা সত্য, যদি গোপাল আপনি আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে ইহাকে কন্যা দিব, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্রও কহিলেন, এই কথা ভাল অর্থাৎ ইহা আমারও স্বীকার্য্য॥ ৪৫ ॥

সে যাহা হউক, তখন বড়বিপ্রের মনে এরূপ ভাবোদয় হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই দয়াবান্ তিনি অবশ্য আমার বাক্য প্রমাণ করিবেন, পুত্রের মনের ভাব এই যে, প্রতিমা কখন সাক্ষী দিতে আসিবেন না, এই দুই প্রকার বুদ্ধিতে দুই জন সম্মত হইলেন॥ ৪৬ ॥

ইহা শুনিয়া ছোটবিপ্র কহিলেন, একথা পত্রে লিখিত হউক, পুনর্ব্বার যেন এ সকল বাক্য অন্যথা না হয়॥ ৪৭ ॥

তখন সকল লোক একত্র হইয়া উভয়ের সম্মতিক্রমে এক পত্রে লিখিয়া আপনাদের নিকট রাখিলেন॥ ৪৮ ॥

বিপ্র কহে শুন সভাজন। এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ ॥ স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন। স্বজনমৃত্যু ভয়ে কহে লট্‌পটি বচন ॥ ৪৯ ॥ ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষি বোলাইমু। তবে এই বিপ্রের সত্যপ্রতিজ্ঞা রাখিমু ॥ ৫০ ॥ এত শুনি সব লোক উপহাস করে। কেহ কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥ ৫১ ॥ তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন। দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়। দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখে। বিপ্রের প্রতিজ্ঞা যায় এই মোর দুঃখে ॥ এত জানিসাক্ষি দেহ তুমি দয়াময়। জানি সাক্ষি না দেয় যেই তার পাপ হয় ॥ ৫৩ ॥ কৃষ্ণ কহে যাহ

অনন্তর ছোটবিপ্র কহিলেন, সভাজন আপনারা শ্রবণ করুন, এই ব্রাহ্মণ সত্যবাদী এবং ধর্ম্মপরায়ণ, স্ববাক্য ত্যাগ করিতে কখন ইঁহার মন হইতেছে না, স্বজনদিগের মৃত্যুভয়ে অস্পষ্ট বাক্য কহিলেন ॥ ৪৯ ॥

আমি ইঁহার পুণ্যে যখন কৃষ্ণকে আনিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইব, তখন এই ব্রাহ্মণের সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব ॥ ৫০ ॥

অনন্তর এই কথা শুনিয়া লোকসকল উপহাস করিতে লাগিল, কেহ বা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর দয়ালু, আসিলেও আসিতে পারেন ॥ ৫১ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর ছোটবিপ্র বৃন্দাবন গিয়া গোপালের অগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করত সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥

হে ব্রহ্মণ্যদেব! আপনি অতিশয় দয়াময়, সদয় হইয়া দুই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা করুন। আমি কন্যা পাইব বলিয়া আমার মনে এ সুখ নাই, পাছে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়, এই আমার দুঃখ। হে দয়াময়! আপনি এই জানিয়া সাক্ষ্য প্রদান করুন, যে ব্যক্তি জানিয়া সাক্ষ্য না দেয়, তাহার পাপ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিপ্র আপন ভবন। সভা করি আমা তুমি করহ স্মরণ॥ আবির্ভূত হঞা আমি তাঁহা সাক্ষি দিব। প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥ ৫৩॥ বিপ্র কহে হও যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। তবু তোমার বাক্যে কারো নহিবে প্রতীতি॥ এই মূর্ত্ত্যে যাঞা যদি এই শ্রীবদনে। সাক্ষি দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক মানে॥ ৫৪॥ কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি। বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী॥ প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্রনন্দন। বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য সাধন॥ ৫৫॥ হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ। তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন॥ উলটি আমারে তুমি না করিহ দর্শনে। আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেইস্থানে॥ ৫৬॥ নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবে।

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি আপনার গৃহে গমন কর, তথায় সভা করিয়া আমাকে স্মরণ করিও, আমি তথায় আবির্ভূত হইয়া সাক্ষ্য দিব, প্রতিমা স্বরূপে সেস্থানে যাইতে পারিব না॥৫৩

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনি যদি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও হয়েন, তথাপি আপনার বাক্যে কাহারও বিশ্বাস হইবে না, যদি এই মূর্ত্তিতে গমন করিয়া এই শ্রীমুখে সাক্ষ্য দেন, তবে সকলে মানিবে॥ ৫৪॥

কৃষ্ণ কহিলেন, প্রতিমা চলে ইহা কোথাও শুনা যায় না, ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রতিমা হইয়াই বা কেন কথা কহিতেছেন? প্রভো! আপনি প্রতিমা নহেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রাহ্মণের জন্য আপনি অকার্য্য সাধন করুন॥ ৫৫॥

তখন গোপাল হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রাহ্মণ! শ্রবণ কর, আমি তোমার পাছে পাছে গমন করিব, তুমি পরাবৃত্ত হইয়া আমাকে দেখিও না, আমাকে দেখিলে আমি সেই স্থানেই থাকিব॥ ৫৬॥

সেই শব্দে গমন মোর প্রতীত করিবে ॥ একসের অন্ন রান্ধি করিহ সমর্পণ। তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥ ৫৭ ॥ আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ। তার পাছে পাছে গোপাল করিলা গমন ॥ নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন। উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন ॥ ৫৮ ॥ এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশ আইল। গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিল ॥৫৯॥ এবে মুঞি গ্রামে আইলু যাইমু ভবন। লোকেরে কহিমু গিঞা সাক্ষী আগমন। সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়। ইহাঁ যদি রহে তবে কিছু নাহি ভয় ॥ ৬০ ॥ এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল। হাঁসিঞা গোপালদেব তাঁহাঞি রহিল ॥ ৬১ ॥ ব্রাহ্মণে কহিল

তুমি কেবল আমার নূপুরের ধ্বনিমাত্রই শুনিতে পাইবা, তাহাতেই আমার আগমন প্রত্যয় করিবা এবং তুমি একসের অন্ন পাক করিয়া আমাকে অর্পণ করিও, আমি তাহা খাইয়া তোমার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৫৭ ॥

তৎপর দিন ব্রাহ্মণ আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া গমন করিলেন, গোপাল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া আনন্দিত মনে উত্তম অন্ন পাক করিয়া গোপালকে ভোজন করাইলেন ॥৫৮॥

এইরূপে ব্রাহ্মণ চলিতে চলিতে আপনার দেশে আগমন করত গ্রামের নিকট আসিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন ॥ ৫৯ ॥

এখন আমি গ্রামে আসিলাম, নিজগৃহে যাইব, লোক সকলকে কহিব আমার সাক্ষী আসিয়াছে, সাক্ষাৎ না দেখিলে বিশ্বাস হইতেছে না, ইনি যদি এই স্থানেই থাকেন তবে কিছু ভয় নাই ॥ ৬০ ॥

এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ যখন মুখ ফিরাইয়া অবলোকন করিলেন, অমনি গোপালদেব হাস্য করিয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৬১ ॥

তুমি যাহ নিজ ঘর। ইহাঞি রহিব আমি না যাব অতঃপর ॥ ৬২ ॥ তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল। শুনি সব লোক চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে। গোপাল দেখিঞা হর্ষে দণ্ডবৎ করে ॥ গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোক আনন্দিত। প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইলা বিস্মিত ॥৬৩॥ তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা। গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল। বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ৬৪ ॥ তবে সেই দুই বিপ্রে কহিলা ঈশ্বর। তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ দোঁহে মাগ বর। দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ

অনন্তর ব্রাহ্মণকে কহিলেন, তুমি গৃহে গমন কর, আমি এই স্থানেই থাকিব, ইহার পর আর যাইব না ॥ ৬২ ॥

তখন সেই বিপ্র নগরে মধ্যে গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত, কহিলে, লোক সকল শুনিয়া চমৎকৃত হইল। তাহারা সকল সাক্ষী দেখিতে আসিয়া গোপাল দর্শন করত সহর্ষে দণ্ডবৎ করিল, গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে আনন্দিত এবং প্রতিমা চলিয়া আইল শুনিয়া বিস্মিত হইল ॥৬৩॥

তখন সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হইয়া গোপালের অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, সকলের অগ্রে গোপালদেব সাক্ষ্য প্রদান করিলে পর বড়বিপ্র ছোটবিপ্রকে কন্যা দান করিলেন ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর গোপালদেব সেই দুই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, তোমরা দুই জন জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর, তোমাদের সত্যে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, তোমরা দুই জনে বর প্রার্থনা কর, তখন দুই ব্রাহ্মণ আনন্দমনে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে প্রভো! আপনি যদি বর দিতে ইচ্ছা করিলেন, তবে আমাদের প্রার্থনায় এই স্থানে অবস্থিত হউন, তাহা

অন্তর ॥ যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে। কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্ব-লোক জানে ॥ ৬৫ ॥ গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন। দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্ব্বজন ॥ ৬৬ ॥ সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া। পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ॥ মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল। সাক্ষিগোপাল বলি নাম খ্যাতি হৈল ॥ এই মতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল। সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ॥ ৬৮॥ উৎকলের রাজা পুরুষোত্তমদেব নাম। সেই দেশ জিনিলেন করিঞা সংগ্রাম ॥ সেই রাজা জিনি লৈল তার সিংহাসন। মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন ॥ ৬৯ ॥ পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।

হইলে কিঙ্করের প্রতি আপনকার দয়া সকল লোকে জানিতে পারিবে ॥৬৫

তদনন্তর ঐ দুই ব্রাহ্মণ গোপালদেবের সেবা করিতে লাগিলেন, তখন দেশের লোকসকল গোপাল দর্শন করিতে আসিতে লাগিল ॥৬৬॥

তৎপরে ঐ দেশের রাজা আশ্চর্য্য শুনিয়া গোপাল দর্শন করিতে আগমন করিলেন। রাজা গোপাল দর্শন করত পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া রাজোপচারে সেবা চালাইতে লাগি-লেন, গোপালদেবের সাক্ষিগোপাল বলিয়া নাম বিখ্যাত হইল ॥ ৬৭ ॥

সে যাহা হউক, সাক্ষিগোপাল এইরূপে বিদ্যানগরে সেবা অঙ্গী-কার করিয়া চিরকাল অবস্থিতি করিয়া রহিলেন ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর উৎকলদেশের পুরুষোত্তমদেব নামক রাজা যুদ্ধ করিয়া সেই দেশ জয় করিলেন এবং ঐ দেশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার মাণিক্যসিংহাসন নামে এক সিংহাসন ও অনেক রত্ন গ্রহণ করি-লেন ॥ ৬৯ ॥

গোপাল চরণে মাগে চল মোর রাজ্য ॥ তার ভক্তিরসে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল। গোপাল লইয়া রাজা কটক আইল ॥ জগন্নাথে আনি দিল রত্নসিংহাসন। কটকে গোপালসেবা করিল স্থাপন ॥ ৭০ ॥ তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে। ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ৭১ ॥ তাহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়। তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনে ত চিন্তয় ॥ ঠাকুরের নাসিকাতে যদি ছিদ্র হৈত। তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত ॥ ৭২ ॥ এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে। রাত্রি-শেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥ ৭৩ ॥ বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি। মুক্তা পরাইয়াছিলা বহু যত্ন করি ॥ সেই ছিদ্র

পুরুষোত্তমদেব ভগবানের প্রধান ভক্ত, তিনি গোপালদেবের চরণে প্রার্থনা করিলেন, প্রভো! আপনি আমার রাজ্যে গমন করুন। গোপালদেব তাঁহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া অনুমতি করিলে, রাজা গোপাল লইয়া কটকে আগমন করিলেন। তৎপরে জগন্নাথকে রত্নসিংহাসন দিয়া কটকে গোপাল স্থাপন করিলেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর পুরুষোত্তমদেবের মহিষী গোপালদর্শনে আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক গোপালদেবকে বহুতর অলঙ্কার অর্পণ করিলেন ॥ ৭১ ॥

রাজ্ঞীর নাসায় বহু মূল্যের মুক্তা ছিল, গোপালকে তাহা দিতে ইচ্ছা করিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন, ঠাকুরের নাসিকায় যদি ছিদ্র থাকিত তাহা হইলে এই দাসী তাহাতে মুক্তা পরিধান করাইয়া দিত ॥ ৭২ ॥

এই বলিয়া রাজ্ঞী নমস্কার পূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিলেন। গোপাল-দেব রাত্রিশেষে স্বপ্নে সেই রাজ্ঞীকে কহিলেন ॥ ৭৩ ॥

বাল্যকালে আমার মাতা আমার নাসিকায় ছিদ্র করিয়া বহুযত্নে মুক্তা পরাইয়াছিলেন, অদ্যাপি আমার নাসায় সেই ছিদ্র রহিয়াছে,

অদ্যাপি আছে আমার নাসাতে। সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥ ৭৪ ॥ স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল। রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ পরাইল নাসায় মুক্তা ছিদ্র দেখিঞা। মহা-মহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥ ৭৫ ॥ সেই হৈতে গোপালের কট-কেতে স্থিতি। এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ॥৭৬॥ নিত্যা-নন্দ গোসাঞির মুখে গোপালচরিত। শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত সহিত ॥ গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি। ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে এক মূর্ত্তি। ৭৭ ॥ দোঁহে এক বর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর। দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর ॥ মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন। দোঁহার ভাবাবেশ মন চন্দ্রবদন ॥ ৭৮ ॥ দোঁহা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু

তুমি যাহা দিতে চাহিয়াছ, আমাকে সেই মুক্তা পরিধান করাও ॥ ৭৪ ॥

স্বপ্ন দেখিয়া রাণী রাজাকে কহিলে, রাজা ও রাণী উভয়ে মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক গোপালদেবের নাসায় ছিদ্র দেখিয়া তাহাতে মুক্তা পরা-ইয়া দিলেন এবং আনন্দিত হইয়া মহামহোৎসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥

সে যাহা হউক, ঐ দিবস অবধি গোপালের কটকে অবস্থিতি হইল, এই নিমিত্ত গোপালের সাক্ষিগোপাল নাম বিখ্যাত হয় ॥

শ্রীনিত্যানন্দ মুখে এই গোপালদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাপ্রভু গোপালের অগ্রে গিয়া অবস্থিত হইলে ভক্তগণ উভয়ের একমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগি-লেন ॥ ৭৭ ॥

দুই জনের একবর্ণ, দুইয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, রক্তাম্বর পরিধান, দুই জনের গম্ভীর স্বভাব, দুইজন মহাতেজোময়, কমলনয়ন, দুইয়েরই মন ভাবাবিষ্ট ও বদন চন্দ্রসদৃশ ॥ ৭৮ ॥

মহারঙ্গে। ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণসঙ্গে ॥ ৭৯ ॥ এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া। প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া ॥ ৮০ ॥ ভুবনেশ্বর পথে যৈছে করিল গমন। বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন ॥৮১ কমলপুর আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল। নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল ॥ ৮২ ॥ কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে। এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে ॥ তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইঞা। ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা ॥৮৩॥ জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা। দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৪ ॥ ভক্তগণ আবিষ্ট

নিত্যানন্দ প্রভু দুইজনকে একাকার দর্শন করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে ঠারাঠারি অর্থাৎ নেত্রদ্বারা ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে ঐ রাত্রি তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক মঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে গমন করিলেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর ভুবনেশ্বর পথে যেরূপে গমন করিলেন, বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮১ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু কমলপুরে আগমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের হস্তে দণ্ড রাখিয়া ভার্গীনদীতে গিয়া স্নান করিলেন * ॥ ৮২ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে গমন করিলে, এস্থানে নিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করত ভাসাইয়া দিলেন তাহার পর মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে মহেশ দর্শন করিয়া আগমন করিলেন ॥৮৩

তৎপশ্চাৎ মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দির দর্শন ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণ ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্য ও গান করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট

---

* ভার্গীনদী সম্প্রতি দণ্ডভাঙ্গা নামে বিখ্যাত ॥

হৈলা সবে নাচে গায়। প্রেমাবিষ্ট প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ৮৫ ॥ হাসে নাচে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন ॥ ৮৬ ॥ চলিতে চলিতে আইলা আঠারনালা। তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ নিত্যানন্দে প্রভু কহে দেহ মোর দণ্ড। নিত্যানন্দ কহে দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড ॥ ৮৭ ॥ প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিলুঁ। তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িলুঁ ॥ দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল। সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল তাহা না জানিল ॥ মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড। যেই যুক্ত হয় তার কর মোর দণ্ড ॥ ৮৮ ॥ শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা। ঈষৎ ক্রোধ ব্যঞ্জি কিছু সবারে কহিলা ॥ নীলাচলে আনি আমা সবে হিত কৈলা। সবে দণ্ড ধন ছিল

প্রভুর সঙ্গে রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

মহাপ্রভু কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন ও কখন হুঙ্কার এবং কখন গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে তিনক্রোশ পথ সহস্র যোজন হইয়া উঠিল ॥

মহাপ্রভু এইরূপে আগমন করিতে করিতে আঠারনালা পর্য্যন্ত আগমন করায় তাঁহার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি নিত্যা-নন্দকে কহিলেন, আমার দণ্ড দিউন, নিত্যানন্দ কহিলেন দণ্ড খণ্ডখণ্ড হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

আপনি যখন প্রেমে মত্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন আপনাকে ধারণ করায় আপনার সহিত আমি সেই দণ্ডের উপরে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে দুই জনের ভারে সেই দণ্ডখণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সেই খণ্ড যে কোথায় পড়িল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই, আমার অপরাধে আপনার দণ্ড খণ্ড হইয়াছে, ইহার যাহা উপযুক্ত হয়, তাহা আমার প্রতি দণ্ড করুন ॥ ৮৮ ॥

ছিল তাহা না রাখিলা ॥৮৯॥ তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে। কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে ॥ ৯০ ॥ মুকুন্দদত্ত কহে প্রভু তুমি চল আগে। আমি সব পাছে যাব না যাব তোমা সঙ্গে ॥ ৯১ ॥ এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি। বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ এহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তেঁহ কেনে ভাঙ্গায়। ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ এহোঁ ত দোষায় ॥ ৯২ ॥ দণ্ডভঙ্গলীলা এই পরমগভীর। সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর ॥ ৯৩ ॥ ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য। নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥ শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা শুন

এই কথা শুনিয়া প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশ করত ঈষৎ ক্রোধ করিয়া সকলকে কহিলেন, তোমরা সকল আমাকে নীলাচলে আনিয়া আমার এই হিত করিলা যে, আমার একমাত্র ধন দণ্ড ছিল, তাহাও রাখিলা না ॥ ৮৯ ॥

তোমরা সকল জগন্নাথ দেখিতে আগে যাও, কিম্বা আমি আগে যাই, তোমাদের সহিত আমি গমন করিব না ॥ ৯০ ॥

তখন মুকুন্দ দত্ত কহিলেন, প্রভো! আপনি অগ্রে গমন করুন, আমরা সকলে পশ্চাৎ যাইব, আপনার সঙ্গে গমন করিব না ॥ ৯১ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু দ্রুতগতিতে অগ্রে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ কেন দণ্ড ভাঙ্গেন এবং মহাপ্রভুই বা কেন দণ্ড ভাঙ্গান ও দণ্ড ভাঙ্গাইয়াই বা কেন নিত্যানন্দকে দোষ দেন, দুই প্রভুর এই অভিপ্রায় কেহই বুঝিতে পারিল না ॥ ৯২ ॥

এই দণ্ডভঙ্গলীলা পরমগভীর, দুই জনের পদে যাঁহার ভক্তি আছে, সেই ধীর ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৯৩ ॥

ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের এই মহিমা অতি আশ্চর্য্য, যেহেতু নিত্যানন্দ ইহার বক্তা ও চৈতন্যদেব শ্রোতা, অতএব হে ভক্তগণ! আপনারা

সর্ব্বভক্তগণ । অচিরাতে পাবে কৃষ্ণচৈতন্যচরণ ॥ ৯৪ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ । চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপালচরিত-বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করুন, অচিরকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯৪ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৯৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে সাক্ষিগোপালচরিত বর্ণন নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ং।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে। জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইঞা। মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইঞা ॥ ৩ ॥ দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।

নৌমীতি। তং গৌরচন্দ্রং নৌমি নমস্কারং করোমীত্যর্থঃ। যঃ গৌরচন্দ্রঃ সার্ব্বভৌমং তদাখ্যানং ভট্টাচার্য্যং ভক্তিভূমানং ভক্তিনিপুণং আচরৎ আচরিতবান্। কথম্ভূতং সার্ব্বভৌমং কুতর্ককর্কশাশয়ং কুতর্কে শাস্ত্রবাদপ্রবাদে কর্কশং কঠিনং আশয়ং মানসং যস্য তং। গৌরচন্দ্রঃ কথম্ভূতঃ সর্ব্বভূমা সর্ব্বব্যাপকঃ সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ১ ॥

যিনি কুতর্ক অর্থাৎ শাস্ত্রের বাদ প্রবদাদি বিষয়ে কঠিনচিত্ত সার্ব্বভৌমকে ভক্তিভূমা অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ভক্তিমান্ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপক গৌরচন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু ভাবাবেশে জগন্নাথের মন্দিরে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রেমে অস্থির হইলেন এবং জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে দ্রুত পদসঞ্চারে গমন করত প্রেমে আবিষ্ট হইয়া মন্দির মধ্যে পতিত হইলেন ॥ ৩ ॥

দৈববশতঃ সার্ব্বভৌমের তাহা দৃষ্টিগোচর হয়, পড়িছা অর্থাৎ প্রহরি

পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৪ ॥ প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার। দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥ বহুক্ষণ চেতন নহে ভোগের কাল হৈল। সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥৫॥ শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইঞা। ঘরে আনি পবিত্র স্থানে থুইল শোয়াইঞা ॥ ৬ ॥ শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন। দেখিঞা চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥ ৭ ॥ বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার। এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম প্রলয়। নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব

পাণ্ডা সকল তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভুর সৌন্দর্য্য ও প্রেমের বিকার সন্দর্শনে সার্ব্বভৌম অপরিসীম বিস্মিত হইলেন, মহাপ্রভু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যখন চেতন হইলেন না জগন্নাথদেবের ভোগের কাল উপস্থিত হইলে, তখন সার্ব্বভৌম মনোমধ্যে উপায় চিন্তা করিলেন ॥ ৫ ॥

শিষ্য ও পড়িছা অর্থাৎ প্রহরি পাণ্ডাগণদ্বারা বহন করাইয়া আপনার গৃহে আনয়নপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভুর শ্বাস প্রশ্বাস নাই, উদর স্পন্দন হইতেছে, অবলোকন করিয়া ভট্টাচার্য্যের মন চিন্তাকুল হইল। অনন্তর তিনি সূক্ষ্ম তুলা আনয়ন করিয়া নাসিকার অগ্রে ধরিলে, যখন ঐ তুলা ঈষৎ চঞ্চল হইতে লাগিল, তখন তাঁহার ধৈর্য্যাবলম্বন হইল ॥ ৭ ॥

ভট্টাচার্য্য বসিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন, ইহাই কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। সূদ্দীপ্ত * সাত্ত্বিকভাবে ইহাকে প্রলয় †

* অথ সূদ্দীপ্ত ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৩ লহরীর ৪৭ অঙ্কে ॥

হয় ॥ অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার। মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥ ৮ ॥ এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিঞা। নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিঞা ॥ ৯ ॥ তাহা শুনে লোক কহে অন্যোন্যে বাত। এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥ মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না

কহে; নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়। এই সূদ্দীপ্ত ভাব অধিরূঢ় ভাবের বিকার মনুষ্যদেহে দেখিতেছি, ইহা বড় আশ্চর্য্য ? ॥ ৮ ॥

এই চিন্তা করিয়া যখন ভট্টাচার্য্য বসিয়া আছেন, এমন সময় নিত্যানন্দ আসিয়া সিংহদ্বারে মিলিত হইলেন ॥ ৯ ॥

তথায় লোক সকল পরস্পর বলিতেছিল, একজন সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন, তিনি জগন্নাথ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন তাঁহার শরীরে চেতনা নাই, সার্ব্বভৌম ঐ অবস্থায় তাঁহাকে গৃহে

উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্ব এব পরাং কোটীং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি ॥

অস্যার্থঃ। সাত্ত্বিকভাব সমূহ মহাভাবে পরম উৎকর্ষ ধারণ করে, একারণ উদ্দীপ্ত ভাব সকলই মহাভাবে সূদ্দীপ্ত হয় ॥

† প্রলয় যথা ঐ প্রকরণের ৩৬ অঙ্কে ॥

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। সুখদুঃখনিবন্ধন চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যের নাম প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমিনিপতন প্রভৃতি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

তথ অধিরূঢ় ॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ১২৩ অঙ্কে যথা ॥

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। যাহাতে (১১৪ অঙ্ক ধৃত) রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব বিশেষ দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় বলে ॥

হয় শরীরে। সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে॥ ১০॥ শুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য। হেন কালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য॥ ১১॥ নদীয়া নিবাসি বিশারদের জামাতা। মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহ প্রভুতত্ত্বজ্ঞাতা॥ ১২॥ মুকুন্দ সহিত পূর্ব্ব আছে পরিচয়। মুকুন্দ দেখিঞা তাঁর হইল বিস্ময়॥১৩। মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার। তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥ ১৪॥ মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা হৈল আগমনে। আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥ ১৫॥ নিত্যানন্দ গোসাঞিরে আচার্য্য কৈল নমস্কার। সবে মেলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আর।

লইয়া গিয়াছেন, এই সমুদায় কথা নিত্যানন্দের কর্ণগোচর হইল॥১০॥

লোক সকল শুনিয়া জানিতে পারিল, ইহা মহাপ্রভুর কার্য্য, ইতিমধ্যে তথায় গোপীনাথাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১১॥

ইনি নবদ্বীপনিবাসী বিশারদের জামাতা, মহাপ্রভুর ভক্ত এবং মহাপ্রভুর তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন॥ ১২॥

মুকুন্দের সহিত পূর্ব্বে ইহাঁর পরিচয় ছিল, মুকুন্দকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন॥ ১৩॥

অনন্তর মুকুন্দ গোপীনাথাচার্য্যকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং আচার্য্যও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১৪॥

তখন মুকুন্দ কহিলেন, এস্থানে প্রভুর আগমন হইয়াছে, আমরা সকলে মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছি॥ ১৫॥

তৎপরে নিত্যানন্দ প্রভু আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া সকলে মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

বার ॥ ১৬ ॥ মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া। নীলাচল আইলা সঙ্গে আমা সবা লৈয়া ॥ ১৭ ॥ আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে। আমি সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥ ১৮ ॥ অন্যোহন্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল। সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভু অনুমান কৈল ॥১৯॥ ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন। সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন ॥২০॥ তোমার মিলনে মোর যবে হৈল মন। দৈবে সেই ক্ষণে পাইল তোমার দর্শন ॥২১॥ চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন। প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥ ২২ ॥ এত শুনি গোপীনাথ সবাকে লইঞা। সার্ব্বভৌম

মুকুন্দ কহিলেন, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

মহাপ্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অগ্রে শ্রীজগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন, আমরা সকল পশ্চাৎ তাঁহার অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি ॥১৮॥

অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিলাম, তাহাতে অনুমান হইল মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের গৃহে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভু জগন্নাথদর্শন করিয়া প্রেমে অচেতন হইলে, সার্ব্বভৌম তাঁহাকে আপনার গৃহে লইয়া আসিয়াছেন ॥ ২০ ॥

তোমার সহিত মিলিত হইতে যখন আমার মন হইল, দৈবঘটনা ক্রমে তখনই তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২১ ॥

চল সকলে সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন করি, অগ্রে গিয়া প্রভুকে দেখি, পশ্চাৎ জগন্নাথ দর্শন করিব ॥ ২২ ॥

এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ হৃষ্টচিত্তে সকলকে সঙ্গে লইয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

গেলা হরষিত হঞা ॥ ২৩ ॥ সার্ব্বভৌম স্থানে যাঞা প্রভুরে দেখিল। প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল ॥ ২৪ ॥ সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবা নিল অভ্যন্তরে। নিত্যানন্দ গোসাঞিরে তেঁহ কৈল নমস্কারে ॥ সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন। প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন ॥ ২৫ ॥ সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবাকে দর্শন করিতে। চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে ॥ ২৬ ॥ জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ। ভাবেতে অবশ হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥২৭॥ সবে মেলি ধরি তাঁরে সুস্থির করিল। ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥ ২৮ ॥ প্রসাদ পাইঞা সবে আনন্দিত মনে। পুনরপি শীঘ্র আইলা মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ২৯ ॥ উচ্চ করি

অনন্তর সার্ব্বভৌমের স্থানে গিয়া প্রভুকে দর্শন করিলেন, প্রভুকে দেখিয়া আচার্য্যের দুঃখ ও হর্ষোদয় হইল ॥ ২৪ ॥

অদনন্তর সার্ব্বভৌমকে জানাইয়া সঙ্গিজন সকলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, সার্ব্বভৌম নিত্যানন্দকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন, তৎপরে সকলের সহিত যথাযোগ্য মিলিত হইলেন, পশ্চাৎ প্রভুকে দর্শন করিয়া সকলের মনোমধ্যে দুঃখ ও হর্ষোদয় হইল ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর সার্ব্বভৌম আপনার পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া সকলকে জগন্নাথ দর্শনে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

জগন্নাথ দর্শন করিয়া সকলের আনন্দোদয় হইল এবং প্রভুবর নিত্যানন্দ ভাবে অবশ হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭ ॥

তখন সকলে মিলিত হইয়া নিত্যানন্দকে ধারণপূর্ব্বক সুস্থির করিলেন এবং জগন্নাথের সেবক মালাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া অর্পণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া সকলের চিত্ত আনন্দিত হইল, তাঁহারা পুনর্ব্বার শীঘ্র মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

করে নামসঙ্কীর্ত্তন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতন ॥ ৩০ ॥ হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি। আনন্দে সার্ব্বভৌম লৈল প্রভুর পদধূলি ॥ ৩১ ॥ সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন। মুঞি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদান্ন ॥ ৩২ ॥ সমুদ্রস্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা। চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা ॥৩৩॥ বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা। তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা ॥ ৩৪ ॥ সুবর্ণ থালির অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে। প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ॥ পিঠা পানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে। তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে ॥ ৩৫ ॥ জগন্নাথ কৈছে

তৎপরে সকলে উচ্চস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলে তৃতীয়প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হইল ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর হুঙ্কার পূর্ব্বক হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলে সার্ব্বভৌম আনন্দে মহাপ্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

এবং কহিলেন, প্রভো! শীঘ্র মধ্যাহ্ন করুন, আজি আমি আপনাকে মহাপ্রসাদ অন্ন ভিক্ষা দিব ॥ ৩২ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সমুদ্রে স্নান করত শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর সার্ব্বভৌম অনেক প্রসাদ আনয়ন করিয়া অর্পণ করিলে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

সুবর্ণপাত্রের অন্ন এবং উত্তম ব্যঞ্জন ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিতেছেন, সার্ব্বভৌম নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু কহিলেন, আপনি আমাকে লাফরা ব্যঞ্জন দিউন, আর এই সকল ভক্তগণকে পিঠা পানা অর্পণ করুন, এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য যোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

করিয়াছেন ভোজন। আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥ এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল। ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইল॥ আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লঞা। প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা॥ ৩৭॥ নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল। কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল॥ ৩৮॥ শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল। সন্ন্যাসী এহোঁ বচনে জানিল॥ ৩৯॥ গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম। গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥ ৪০॥ গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর। জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥ বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার তাঁর ইহোঁ পুত্র। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির হয়েন দৌহিত্র॥ ৪১॥

প্রভো! জগন্নাথ কিরূপ ভোজন করিয়াছেন, অদ্য এই সকল মহাপ্রসাদ আস্বাদন করুন। এই বলিয়া সমুদায় পিঠা পানা ভোজন করাইয়া ভিক্ষা সমাপনপূর্ব্বক আচমন করাইলেন॥ ৩৬॥

অনন্তর সার্ব্বভৌম আজ্ঞা প্রার্থনা পুরঃসর গোপীনাথাচার্য্যকে লইয়া ভোজন করত পুনর্ব্বার প্রভুর নিকট আগমন করিলেন॥ ৩৭॥

এবং "নমো নারায়ণ" বলিয়া প্রভুকে নমস্কার করিলেন, মহাপ্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" অর্থাৎ আপনার কৃষ্ণে মতি হউক, এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন॥ ৩৮॥

সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন, ইঁহার বাক্যে জানিতে পারিলাম ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইবেন॥ ৩৯॥

তৎপরে সার্ব্বভৌম গোপীনাথ আচার্য্যকে কহিলেন, গোস্বামির পূর্ব্বাশ্রম কোথায় ছিল, জানিতে ইচ্ছা করি॥ ৪০॥

গোপীনাথ আচার্য্য কহিলেন, নবদ্বীপে গৃহ, জগন্নাথ নাম, পদবী মিশ্র পুরন্দর একজন ছিলেন, ইনি তাঁহার পুত্র, ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর,

সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বরচক্রবর্ত্তী। বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥ মিশ্র পুরন্দর তাঁরমান্য হেন জানি। পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য আমি মানি ॥৪২॥ নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হৈলা। প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥৪৩॥ সহজেই পূজ্য তুমি আরেত সন্ন্যাস। অতএব জানিহ তুমি আমি নিজদাস ॥৪৪॥ শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ। ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ ৪৫ ॥ তুমি জগদ্গুরু সর্ব্ব-লোক-হিতকর্ত্তা। বেদান্ত পড়াও শুনাও সন্ন্যাসির উপকর্ত্তা ॥ আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি। তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি

ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির দৌহিত্র ॥ ৪১ ॥

এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী বিশারদের সমাধ্যায়ী অর্থাৎ এক গুরুর নিকট উভয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই খ্যাতি আছে, মিশ্রপুরন্দর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির মহামান্য ইহা অবগত আছি, পিতার সম্বন্ধে আমি দুই জনকে মহামান্য করিয়া থাকি ॥ ৪২ ॥

সে যাহা হউক, নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম তুষ্ট হইলেন এবং প্রীত হইয়া গোস্বামিকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

আপনি স্বভাবতই পূজ্য, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, অতএব আপনি আমাকে নিজ দাস বলিয়া জানিবেন ॥ ৪৪ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক বিনয় সহকারে আচার্য্যকে কিঞ্চিৎ কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

আপনি জগৎ গুরু, সকল লোকের হিতকর্ত্তা, বেদান্ত পড়ান এবং শ্রবণ করান ও আপনি সন্ন্যাসির উপকারী, আমি বালক সন্ন্যাসী, ভাল মন্দ কিছুই জানি না, গুরু বুদ্ধিতে আপনকার আশ্রয় লই-

মানি ॥৪৬॥ তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন। সর্ব্বপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন ॥ আজি আমার হৈয়াছিল বড়ই বিপত্তি। তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৪৭ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে একলে না যাইহ দর্শনে। আমার সঙ্গে যাইহ কিবা আমার লোকসনে ॥ ৪৮ ॥ প্রভু কহে মন্দির ভিতর কভু না যাইব। গরুড়ের পাছে রহি দর্শন করিব ॥ ৪৯ ॥ গোপীনাথআচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম। তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন ॥ আমারমাতৃস্বসা গৃহ নির্জন স্থান। তাঁহা বাসা দেহ কর সর্ব্ব সমাধান ॥ ৫০ ॥ গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল। জল জলপাত্রাদিক সমাধান কৈল ॥৫১॥ আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিঞা। শয্যোত্থান

লাম ॥ ৪৬ ॥

আপনকার সঙ্গ নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি, আপনি সর্ব্বপ্রকারে আমার পালন করিবেন। আজি আমার বড় বিপৎ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আপনি আমার পরিত্রাণ করিয়াছেন ॥ ৪৭

অনন্তর ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনি একাকী দর্শনে গমন করিবেন না, আমার সঙ্গে অথবা আমার লোকের সঙ্গে যাইবেন ॥ ৪৮ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি কখন মন্দিরমধ্যে গমন করিব না, গরুড়ের পশ্চাৎ থাকিয়া দর্শন করিব ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর সার্ব্বভৌম গোপীনাথাচার্য্যকে কহিলেন, তুমি গোস্বামির সঙ্গে থাকিয়া দর্শন করাইবা, আমার মাতৃস্বসার অর্থাৎ (মাসীর) গৃহ অতিনির্জন স্থান, তথায় বাসা দিয়া সমুদায় সমাধান কর ॥ ৫০ ॥

তখন গোপীনাথ প্রভুকে তথায় লইয়া গিয়া জল ও জলপাত্রাদি দিয়া আতিথ্য সমাধান করিলেন ॥ ৫১ ॥

তৎপরে অন্য এক দিন গোপীনাথ প্রভুর নিকট গমন করিয়া

দরশন করাইল লঞা॥ ৫২॥ মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম স্থানে। সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে॥ ৫৩॥ প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী আকৃতে সুন্দর। আমার বহু প্রীতি হয় ইহাঁর উপর॥ কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ। কিবা নাম ইহাঁর শুনিতে হয় মন॥ ৫৪॥ গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥ ৫৫॥ সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম। ভারতী সম্প্রদায় এহোঁ হয়েন মধ্যম॥ ৫৬॥ গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা। অতএব বড় সম্প্রদায় করিল উপেক্ষা॥ ৫৭॥ ভট্টাচার্য্য কহে ইহাঁর

তাঁহাকে সঙ্গে করত জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান দর্শন করাইলেন॥ ৫২॥

অনন্তর মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌমের স্থানে আনয়ন করিলে, সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৫৩॥

ইনি বিনীত-স্বভাব, সন্ন্যাসী, ইহাঁর আকার পরম সুন্দর, ইহাঁর প্রতি আমার অতিশয় প্রীতি হইতেছে! ইনি কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাঁর নাম কি, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে॥ ৫৪॥

সার্ব্বভৌমের এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ কহিলেন, ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ইহাঁর গুরুর নাম কেশব ভারতী, তিনি অতিশয় ধন্য ব্যক্তি হয়েন॥ ৫৫॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন, এই নাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভারতী সম্প্রদায় হেতু ইনি মধ্যম হয়েন॥ ৫৬॥

গোপীনাথ কহিলেন, ইহাঁর বাহ্য অপেক্ষা নাই, এজন্য বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন॥ ৫৭॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন, ইহাঁর সম্পূর্ণ যৌবন অবস্থা, কি প্রকারে

প্রৌঢ় যৌবন। কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥ নিরন্তর ইহাঁরে আমি বেদান্ত শুনাইব। বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥ কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট * দিঞা। সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদা আনিঞা ॥ ৫৮ ॥ শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা। গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৫৯ ॥ ভট্টাচার্য্য তুমি ইহাঁর না জান মহিমা। ভগবত্তা লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা॥ তাহাতে বিখ্যাত ইহঁ পরম ঈশ্বর। অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥ ৬০ ॥ শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে। আচার্য্য কহে বিদ্বদনুভব ঈশ্বর লক্ষণে ॥৬১॥ ভট্টাচার্য্য

সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা হইবে। আমি ইহাঁকে নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করাইব, আর বৈরাগ্য এবং অদ্বৈতমার্গে অর্থাৎ সমুদায় জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম এই পথে প্রবেশ করাইব। আর যদি ইনি বলেন, তাহা হইলে ইহাঁকে যোগপট্ট অর্থাৎ পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়ের বন্ধনার্থ বলয়াকার বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক উত্তম সম্প্রদায়ে আনয়ন করিয়া ইহাঁর সংস্কার করাইব ॥ ৫৮ ॥

এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ দুইজনে মহাদুঃখিত হইলেন। অনন্তর গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

গোপীনাথ কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! আপনি ইহাঁর কিছু মহিমা জানেন না, ভগবত্তত্ত্বরূপ লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা হইয়াছে। এজন্য ইনি পরম ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, ইহাঁর ভগবত্তা লক্ষণ অজ্ঞ ব্যক্তি স্থানে প্রকাশ নাই, কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তি সকলে ইহাঁর মহিমা সুবিদিত আছে ॥৬০

এই কথায় সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ কহিলেন, তুমি ইহাঁকে কোন্

---

* অথ যোগপট্ট। যথা—পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে॥

পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ং। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞু স্থিতৈস্তদ্যোগপট্টকমিতি॥

অস্যার্থঃ। যে বস্ত্রকে বলয়াকার করিয়া পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়ের পরিবেষ্টনরূপে বন্ধন করা যায় এবং যাহাতে ঊর্দ্ধজানু করিয়া থাকিতে পারে, তাহার নাম যোগপট্ট॥

কহে ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অনুমানে। আচার্য্য কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধ অনুমানে ॥ ৬২ ॥ অনুমান প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে। কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ে ত যাহারে। সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি ॥

প্রমাণে ঈশ্বর বল। আচার্য্য কহিলেন, বিজ্ঞজনের অনুভবই ঈশ্বরের চিহ্ন ॥ ৬১ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানে সাধন করি, আচার্য্য কহিলেন, ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুমানে সাধন করুন ॥ ৬২ ॥

কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে অনুমান প্রমাণ হয় না, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকে কেহ ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারে না। পরন্তু যাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারে ॥ ৬৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে
১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ব্রহ্মস্তবে যথা ॥

---

* চিহ্নদ্বারা বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলে। উদাহরণ—যেমন অগ্নির ধূমচিহ্ন। ধূম দৃষ্টিগোচর হইলে যে অগ্নির বিষয় জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতি বলে। অনুমিতির যে উৎকৃষ্ট সাধক, তাহাকে অনুমান বলে। যেমন এই গৃহে ধূম আছে, ইহাদ্বারা সেইগৃহে অগ্নির বর্ত্তমানতা জ্ঞান হয়। অনুমিতি জ্ঞান পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত। প্রথমে রন্ধন সময়ে ধূম দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পারম্পর্য্য দর্শনে অগ্নি ব্যতিরেকে ধূম হয় না, ইহা নিশ্চয় করা। তৃতীয় পর্ব্বতাদি স্থানে ধূম দর্শন। চতুর্থ অগ্নি বিনা ধূম হয় না, ইহা স্মরণ। পঞ্চম ঐ ধূমযুক্তস্থানে অগ্নি আছে, ইহা নিশ্চয় করা। এইরূপে অনুমান প্রমাণের বহুকাল সাধ্য, বহুল বিস্তার ন্যায় দর্শনে সম্যক্ নির্দিষ্ট আছে, এস্থলে ইহাই সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য দেখিয়া যেমন কর্ত্তাকে স্থির করা যায়, তেমনি জগৎ কার্য্য, সুতরাং "ইহার কর্ত্তা আছে" সেই কর্ত্তা ঈশ্বর, ইহাই ঈশ্বরের অনুমান ॥

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥
ইতি ॥ ৬৪ ॥

ননু এবং জ্ঞানৈকসাধ্যো মোক্ষে কিমিতি ভক্তিরুদেবাধিতা অত আহ অথাপীতি। যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তং অথাপি হে দেব তব পাদদ্বন্দ্বয়সামর্থ্যে একদেশস্যাপি যঃ প্রসাদলেশোঽপি তেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতি। হে ভগবন্ তে মহিম্নস্তত্ত্বমিতি বা। একোঽপি কশ্চিদপি চিরমপি বিচিন্বন্ অন্যদংশাপবাদেন বিচারয়ন্নিত্যর্থঃ ॥

তোষণী। যদ্যপ্যেবমপরিচ্ছিন্নঃ স্বাত্মাত্মাং প্রস্ফুটমেব তথাপি ত্বৎপ্রসাদেনৈব তদ্বিবেকস্য তৎপরিসরগমনং সর্ব্বত্রনাপেক্ষ্যাহ অথাপীতি। যোজনাত্র স্পষ্টা। তত্র চাথাঽপি তব মহিম্নস্তত্ত্বং জানাতি ইত্যনেন পূর্ব্বপ্রকরণে বিবর্ত্তবাদময়ব্যাখ্যানঞ্চ প্রস্ফুটমেব পরাস্তং দর্শিতম্। দেব হে সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বপ্রকাশমানেতি বা। যদ্বা, দীব্যতি শ্রীবৃন্দাবনে সদা ক্রীড়তীতি দেবস্তস্য সম্বোধনং। প্রসাদঃ কৃপা তস্য লেশেনাপ্যনুগৃহীতঃ। এবেতি যমেবৈষ বৃণুতে ইত্যাদি শ্রুতিং সূচয়তি ভক্ত্যা তু পাদাম্বুজশব্দপ্রয়োগঃ। হি নিশ্চিতং ভগবন্ হে নিজকারুণ্যাদিগুণপ্রকটনপরেত্যর্থঃ। অতঃ প্রসাদে হেতুরুহ্যঃ। মহিম্ন স্ফুটমস্যাপি দেববপুষ ইত্যাদিভিরপরিচ্ছেদাতয়োপক্রান্তস্য কো বেত্তি ভূমন্নিত্যাদিনা তথাভূতস্যাপি তত্ত্বস্বরূপং যৎকিঞ্চিদনুভবতি। অন্যঃ প্রসাদহীনঃ। একঃ একাকী নিঃসঙ্গ সন্নপীত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠো রুদ্রাদিরপীতি বা বিচিন্বন্। তত্ত্বং কীদৃক্ কিয়দ্বেতি শাস্ত্রাভ্যাসেন বিচারয়ন্ যোগাভ্যাসেন চ মৃগয়ন্নপীত্যর্থঃ। শেষশক্তুক্তিঃ। তস্য বন্ধিত্বোঃ ক্রমেণ পূর্ণপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! হে ভগবন্! যদ্যপিও মোক্ষ, জ্ঞানলভ্য তথাচ তোমার পাদপদ্মযুগলের প্রসাদলেশে যে ব্যক্তি অনুগৃহীত হয়, তিনিই ত্বদীয় মহিমার তত্ত্ব অবগত হয়েন, তদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অসৎ পরিত্যাগ না করিয়া চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না ॥ ৬৪ ॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান্। পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে। অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব না পার জানিতে ॥ তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে। পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে ॥ ৬৫ ॥ সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে। তোমাতে তাঁহার কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥ ৬৬ ॥ আচার্য্য কহে বস্তু বিষয়ে * হয় বস্তু জ্ঞান। বস্তু তত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৬৭

যদিচ আপনি জগদ্গুরু, শাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞানবান্, পৃথিবীতে অন্য কোন ব্যক্তি আপনকার সমান নাই, তথাপি আপনাতে ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় নাই। এই কারণে আপনি ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিতেছেন না, এ বিষয়ে আপনার কোন দোষ নাই, শাস্ত্রে এই কহিয়াছেন যে, কেবল পাণ্ডিত্য প্রকাশে কথন ঈশ্বর জ্ঞান হয় না ॥ ৬৫ ॥

এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, আচার্য্য! আপনি সাবধানে কহিবেন, আপনার প্রতি যে ঈশ্বরকৃপা, তাহার প্রমাণ কি? ॥ ৬৬ ॥

আচার্য্য কহিলেন, বিষয়বস্তু দ্বারা বস্তু জ্ঞান হয় এবং ঈশ্বরকৃপায়

---

* বস্তু যদা বিষয়েন্দ্রিয়ং গোচরো ভবতি তদা তদ্বস্তু এব জ্ঞানগোচরো ভবতি। যতু তত্ত্বং জ্ঞানগোচরো ভবতি তদা তজ্জ্ঞানমেবেশ্বরস্য কৃপায়াঃ প্রমাণমিতি। বস্তু পরমেশ্বরমারভ্য মৃৎপ্রপর্য্যন্তঃ সর্ব্বদ্রব্যমিতি হরিনামামৃতব্যাকরণাৎ। তত্র তু বস্তুনঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য তত্ত্বং যদা জ্ঞানগোচরং ভবতি তদা স এব তস্য কৃপায়াঃ প্রমাণমিতি। তস্য কৃপাং বিনা তস্য তত্ত্বং জ্ঞাতুং কঃ শক্ত ইতি ধ্বনিঃ। তস্য তত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ইতি তত্ত্বং। মম জ্ঞানগোচরত্বাৎ তস্য কৃপা মহ্যপর্য্যাপ্তীতি কঃ সন্দেহ ইতি ধ্বন্যন্তরঃ ॥

অস্যার্থঃ। যখন যে বস্তু বিষয়েন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তখন সেই বস্তুই জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্ববস্তুর জ্ঞান হয় না। আর যখন বস্তুর তত্ত্ব জ্ঞানগোচর হয়, তখন সেই জ্ঞান ঈশ্বরকৃপার প্রমাণস্বরূপ, পরমেশ্বরকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দ্রব্যের নাম বস্তু হরিনামামৃত-ব্যাকরণে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ বস্তু তত্ত্বের যখন জ্ঞান-

ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ। মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাইতেছ দর্শন॥ তবু ত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার। ঈশ্বর মায়ায় করে এই ব্যবহার॥ দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখ জন। শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন॥ ৬৮॥ ইষ্টগোষ্ঠী * বিচার করি না করিহ রোষ। শাস্ত্র দৃষ্টে কহি আমি নাহি কিছু দোষ॥ ৬৯॥ মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি। এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাঞি॥ অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু-নাম। কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান॥ ৭০॥ শুনিঞা আচার্য্য কহে দুঃখী হৈঞা মনে॥ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে॥ ভাগবত

বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহাই প্রমাণ॥ ৬৭॥

এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরীরে সমস্ত ঈশ্বর চিহ্ন, ইহাঁর মহাপ্রেমাবেশ, আপনি সমস্ত দেখিতে পাইতেছেন, তথাপি আপনার ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান হইতেছে না, ঈশ্বরমায়া আপনার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতেছেন, বহির্ম্মুখ জন তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাস্য প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন॥ ৬৮॥

অহে আচার্য্য! ইষ্টগোষ্ঠীতে বিচার করিতেছি, ক্রোধ করিও না, আমি শাস্ত্রদৃষ্টিতে কহিতেছি ইহাতে কোন দোষ নাই॥ ৬৯॥

চৈতন্য গোস্বামী মহাভাগবত হয়েন, এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই, এই কারণে বিষ্ণুকে ত্রিযুগ বলিয়া কহা যায়, কলিযুগে শাস্ত্রে অবতার কহেন নাই॥ ৭০॥

এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ আচার্য্য মনে দুঃখিত হইয়া কহিলেন,

গোচর হয়, তখন তাহাই তাঁহার কৃপার প্রমাণ অর্থাৎ তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন এই তত্ত্ব আমার জ্ঞানগোচর প্রযুক্ত, তাঁহার কৃপা আমার প্রতি আছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?॥ ৬৭॥

* গোষ্ঠি যে স্থানে অনেক সমবেত (সংলাপ) হয়, এস্থানে ইষ্টগোষ্ঠী গুরুসম্প্রদায়মধ্যে সম্যক্ আলাপ।

ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান। সেই দুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান ॥ সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার। তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥ কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু নাম ॥ প্রতি যুগে করে কৃষ্ণ যুগ অবতার। তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥ ৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।

ভাবার্থদীপিকা। অস্য তব পুত্রস্য অতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেকং নাম ভবিষ্যতি ॥ ৭২ ॥

তোষণী। এবং জন্মতত্ত্বাণেগুণাদৌ শ্রীবলদেবস্য নামানি ব্যক্তা শ্রীকৃষ্ণস্য নামানি প্রকাশয়ন্নাহ আসন্নিতি। তত্র প্রকটার্থোঽয়ং অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্নতোঽস্য শুক্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্ ইদানীং ত্বৎপুত্রত্বে তু জগন্মোহনশ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ এতদুক্তং ভবতি তনূর্গৃহ্নত ইতি। স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব হবোক্তস্তত্র চ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণস্বভাবস্য ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বং তদংশভূত শুক্লাদ্যুপাসনয়া তত্তৎসাম্যাদিপ্রাপ্ত্যা শুক্লতাদিপ্রাপ্তিঃ সম্প্রতি তু কৃষ্ণতাপ্রসিদ্ধ-সাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া

আপনি আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করেন, শাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত এই দুই শাস্ত্র প্রধান, আপনকার সেই দুই গ্রন্থে অভিনিবেশ নাই। ঐ দুই শাস্ত্রে কহেন যে, কলিতে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার হয়, আপনি কহিতেছেন কলিতে বিষ্ণুর প্রকাশ নাই, ভগবান্ কলিযুগে লীলাবতার করেন না, এজন্য বিষ্ণুর ত্রিযুগ বলিয়া নাম হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন, আপনার হৃদয় তর্কনিষ্ঠ, সুতরাং আপনকার বিচার নাই ॥ ৭১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে নন্দের প্রতি গর্গবাক্য যথা ॥

গর্গাচার্য্য কহিলেন, নন্দ! তোমার এই পুত্রটী প্রতিযুগেই শরীর পরিগ্রহ করেন, ইহাঁর শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ হইয়াছিল,

শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৭২ ॥

একাদশস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৭। ২৮। ২৯ শ্লোকে

নিমিরাজং প্রতি করভাজনবাক্যং ॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৭৩ ॥

তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তিরিতি। বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমো গুণৈরিতি ইত্থং। পূর্ব্ববৃত্তমুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত্যৈতৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ং। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গত ইত্যন্যোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকটবাস্তবার্থশ্চায়ং। অনুযুগং যুগে যুগে তনুর্গৃহ্ণতঃ প্রকটয়তঃ ত্রয়োবর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ যো যো রক্তঃ যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষ্যাশ্চতে বর্ণান্তরবতাং স সর্ব্বোঽপীদানীমস্যাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততমেব গতঃ সর্ব্বাংশমেবাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ অতঃ স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম অতঃ, কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা নিরুক্তিরপ্যন্তর্ভবতি সর্ব্ববৃহত্তমানন্দ এব সর্ব্বান্তর্ভাবাৎ। অতঃ স্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদা ইব তান্যন্যান্যপি নামানি রূপে রূপাণীবান্তর্ভূতানি যুক্তঞ্চ বিশেষ্য তস্যান্যনাম গণবিশেষণকত্বাৎ। উক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানামিত্যাদৌ সকল নিগমবল্লী সৎফলমিত্যন্তে কৃষ্ণনামেতি নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। প্রভাসপুরাণে চ যস্যাগ্য যশ্চ প্রথমমপ্যাক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধং ॥ ৭২ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি ॥ ৭৩ ॥

এক্ষণে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁর “কৃষ্ণ” এই একটী নাম হইবে ॥ ৭২ ॥

১১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৭। ২৮। ২৯ শ্লোকে ॥

করভাজন নিমিরাজকে কহিলেন, হে পৃথ্বীনাথ! এইরূপে দ্বাপরযুগের লোকের জগদীশ্বরকে স্তব করিতেন। কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।

ভাবার্থদীপিকা। কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যাঽকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলং। যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়স্তৎসহিতং যজ্ঞৈরর্চ্চনৈঃ

ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তরকলিযুগাবতারঃ পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং গত ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তে শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেংশ্যাবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেব সিদ্ধান্তীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেব কলৌ শ্রীগৌরোংশ্যাবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা। কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈঃ অসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বারেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যথা। অত্যন্তপ্রেমা-

যেরূপে নানাপ্রকার তন্ত্রবিধানে পূজিত হয়েন, তাহা বলি শ্রবণ কর॥৭৩

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। ইতি ॥ ৭৪ ॥

মহাভারতে চ দানধর্ম্মে নবতিশ্লোকঃ ॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসো বিবেকিনঃ ॥ ৭৪ ॥

স্পদত্বাৎ তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চ অর্থান্তরেণ ব্যক্তং। তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখমহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি ॥ ৭৪ ॥

সুবর্ণেতি। সুবর্ণবৎ বর্ণো যস্য সঃ। হেমাঙ্গো হেমং গলিতস্বর্ণং তদ্বদঙ্গং যস্য সঃ। বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী শ্রেষ্ঠাঙ্গচন্দনবলয়া যস্য সঃ। সন্ন্যাসকৃৎ সন্ন্যাসং করোতীতি সঃ। সমঃ

কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট এবং সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন ॥

ক্রমসন্দর্ভমতে ব্যাখ্যা যথা—

যাঁহার নামের আদিতে "কৃষ" এই দুইটী বর্ণ আছে অথবা যিনি আপনার কৃষ্ণবতারের পরমানন্দবিলাসসমূহ গান করেন এবং যিনি কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণবিশিষ্ট তথা সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকিমনুষ্যেরা সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন ॥ ৭৪ ॥

মহাভারতেও দানধর্ম্মে ৯০ শ্লোকে ॥

বিষ্ণু সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ অর্থাৎ গৌরশরীর, উৎকৃষ্টাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদ-

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ইতি॥ ৭৫ ॥

তোমার আগে এ কথার নাহি প্রয়োজন। ঊষরভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ তোমার উপরে যবে কৃপা তাঁর হবে। এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমি হ কহিবে ॥ তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ। ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে দক্ষবচনং ॥

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।

সর্ব্বত্র সমভাবঃ। শান্ত উদ্বেগরহিতঃ নিশ্চিন্ত ইত্যর্থঃ। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ। নিষ্ঠা একাগ্রচিত্ততা শান্তিঃ সঙ্গাদিস্তয়োঃ পরায়ণো নিপুণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। নব্যেষং ব্রহ্ম চেদ্বিশ্বস্য হেতুস্তর্হি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি বদন্তো মীমাংসকাঃ কুতোঽত্র বিবদন্তে কেচিদনো স্বভাববাদিনঃ সম্বদন্তে তে চ তে চ তত্ত্ববিদ্ভির্বোধিতা অপি কুতঃ পুনঃ পুনর্মুহ্যন্তি তত্রাহ তস্য মায়াবিদ্যাদ্যাঃ শক্তয়ো বিবাদস্য কচিৎ সম্বাদস্য ভুবঃ স্থানানি ভবন্তি তস্মৈ নমঃ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ। যত্র বিবদমানানাং মুহুতাঞ্চ বাদিনাং তত্ত্বাভাবেঽপি তাদৃশচ্ছুক্তিতচ্ছক্তয়

ধারী, সন্ন্যাসকারী, সম (সর্ব্বত্র সমভাব,) শান্ত ও নিষ্ঠা এবং শান্তিপরায়ণ ॥ ৭৫ ॥

হে ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনার অগ্রে এ কথার প্রয়োজন নাই, ইহা ঊষর অর্থাৎ মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় হইতেছে। আপনার প্রতি যখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবে, তখন এ সকল সিদ্ধান্ত আপনিও কহিবেন, আপনকার শিষ্য যে নানাকুতর্কবাদ কহিতেছে, ইহার কোন দোষ নাই মায়ার প্রসন্নতা জানিতে হইবে ॥ ৭৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে
২৬ শ্লোকে দক্ষবাক্যে যথা ॥

যাঁহার অবিদ্যাদি শক্তিসমূহ বিবাদকারি বাদিদিগের নিকট কখন

কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥

ইতি ॥ ৭৭ ॥

একাদশস্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটমিতি ॥ ৭৮ ॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞির স্থানে। আমার নামে গণ সহ কর নিমন্ত্রণে ॥ প্রসাদ আনিঞা তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা। পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা ॥ ৭৯ ॥ আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য। নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য ॥ ৮০ ॥ আচার্য্যের

এব কারণত্বেনোপস্থিতা ইত্যাহ। যচ্ছক্তয় ইতি। অতএবানন্তগুণত্বং ভূমত্বঞ্চ তস্যোক্তমর্থঃ ॥৭৭

ভাবার্থদীপিকায়াং। মায়ামিতি। অসত্ত্বে চ মায়াশ্রয়ত্বাং ঘটত এবেত্যর্থঃ। উদ্গৃহ্য স্বীকৃত্য নহি মরীচিজলপরিমাণাদি বিবাদে কিঞ্চিদঘটিতমিব ভবতি ॥

ক্রমসন্দর্ভে। মায়ামিতি। মরু মরীচিকাদীনামপি তাবদ্দেশপরিচ্ছিন্নত্বাং। পরিমাণতারতম্যমস্তোবেতি ষীয়াষ্টাবিংশতিপক্ষগা স্থাপনীয়ত্বমস্তোবেতি চ মায়াত্মাচিন্ত্যশক্তির্ন স্ব-সম্বাত্মিকা বিদ্যা তামুদ্গৃহ্য আলম্ব্য। তত্র মদীয়ামিতি তেষাং যৎকিঞ্চিদালম্বনাং তস্যাঃ পূর্ণায়া মদেকালম্বনত্বাং স্বৈস্বকবেদ্যা যৎকিঞ্চিদযুক্তিস্তেষপাত্তি, কিন্তু মদীয়া যুক্তিরেব সর্ব্ব-প্রকাশকেতি ভাবঃ ॥ ৭৮ ॥

বিবাদের কথন বা সম্বাদের স্থান হইয়া থাকে এবং সেই সকল বাদি-দিগের আত্মাতে মুহুর্মুহুঃ মোহ উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্তগুণে অলঙ্কৃত পরম পুরুষ ভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

১১ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! আমার মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই দুর্ঘট নহে ॥ ৭৮ ॥

তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, গোস্বামির নিকট গমন করিয়া আমার নামোল্লেখ করত স্বগণ সহিত নিমন্ত্রণ কর এবং প্রসাদ আনয়ন করিয়া অগ্রে তাঁহাকে ভিক্ষা দাও, পশ্চাৎ আসিয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করিও ॥ ৭৯ ॥

গোপীনাথাচার্য্য ভগিনীপতি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্যালক, নিন্দা,

সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হইল সন্তোষ। ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥ ৮১ ॥ গোসাঞিার স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন। ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৮২ ॥ মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা। ভট্টাচার্য্য নিন্দা করে মনে পাই ব্যথা ॥ ৮৩ ॥ শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মতি কহ। আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের আছে অনুগ্রহ ॥ ৮৪ ॥ আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে। বাৎসল্যে করুণায় কহে কি দোষ ইহাতে ॥ ৮৫ ॥ আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে। আনন্দে করিল জগন্নাথ দরশনে ॥ ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা। প্রভুরে আসন দিঞা আপনে বসিলা ॥ ৮৬ ॥ বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিল। স্নেহ

স্তুতি ও হাস্যচ্ছলে আচার্য্য শ্যালককে শিক্ষা প্রদান করেন ॥ ৮০ ॥

আচার্যের সিদ্ধান্ত শুনিয়া মুকুন্দের মহাসন্তোষ হইল, কিন্তু ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে দুঃখ ও রোষ জন্মিল ॥

আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া ভট্টাচার্য্যের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ৮২ ॥

এবং মুকুন্দের সহিত ভট্টাচার্য্যের কথা নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! ভট্টাচার্য্য আপনার নিন্দা করে, তাহাতে আমি বড় ব্যথা প্রাপ্ত হই ॥ ৮৩ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, ওপ্রকার বলিও না, আমার প্রতি ভট্টাচার্য্যের অনুগ্রহ আছে ॥ ৮৪ ॥

তিনি আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বাৎসল্য ও করুণায় ঐ প্রকার বলেন, ইহাতে দোষ কি? ॥ ৮৫ ॥

অন্য এক দিবস মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সহিত আনন্দে জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন, ভট্টাচার্য্য প্রভুকে আসন দিয়া আপনিও একখানা আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৮৬ ॥

ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিল ॥ বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসির ধর্ম্ম। নিরন্তর কর তুমি বেদান্তশ্রবণ ॥ ৮৭ ॥ প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ। সেইত কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ ॥৮৮॥ সাতদিন পর্য্যন্ত করে বেদান্ত শ্রবণে। ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥ ৮৯ ॥ অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম। সাত দিন কর তুমি বেদান্তশ্রবণ ॥ ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি। বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ৯০ ॥ প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন। তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ সন্ন্যাসির ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি ॥ ৯১ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি এই জ্ঞান যার। বুঝি-

---

অনন্তর বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিয়া স্নেহ ও ভক্তিসহকারে মহাপ্রভুকে কিছু কহিলেন, বেদান্তশ্রবণ সন্ন্যাসির ধর্ম্ম হয়, অতএব আপনি নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করুন ॥ ৮৭ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য। আমাকে অনুগ্রহ করুন, আপনি যাহা বলিবেন, আমার তাহাই কর্ত্তব্য ॥ ৮৮ ॥

মহাপ্রভু সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শ্রবণ করিলেন, ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, কেবল মাত্র বসিয়া শ্রবণ করেন ॥ ৮৯ ॥

অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে কহিলেন, আপনি সাত দিন বেদান্ত শ্রবণ করিলেন, ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না, কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, ইহা বুঝেন কি না বুঝেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না ॥ ৯০ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, আমি মূর্খ, আমার অধ্যয়ন নাই, আপনার আজ্ঞাতে কেবলমাত্র শ্রবণ করি, সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নিমিত্ত শ্রবণমাত্র করা হয়, আপনি যে অর্থ করেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না ॥ ৯১ ॥

বার তরে সেই পুছে আরবার ॥ তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি। হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥ ৯২ ॥ প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল। তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ॥ সূত্রের* অর্থ ভাষ্য (১) কহে প্রকাশিয়া। তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ৯৩ ॥ সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। কল্পনা অর্থে ত তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ৯৪ ॥ উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়। সেই মুখ্য অর্থ ব্যাস সূত্রে সব কয় ॥ ৯৫ ॥ মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম না" যাহার এই জ্ঞান আছে, সে বুঝিবার জন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করে। আপনি কেবল শুনিয়া শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, অন্তরে কি আছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯২ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, সূত্রের নির্ম্মল অর্থ বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার অর্থে আমার মন বিকল (অস্থির) হয়। ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, কিন্তু আপনি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া ভাষ্য কহিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

আপনি সূত্রের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করেন না, পরন্তু কল্পিত-অর্থে তাহার আচ্ছাদন করেন ॥ ৯৪ ॥

উপনিষদ্ শব্দের যাহা মুখ্যার্থ হয়, ব্যাসদেব সমুদায় সেই মুখ্যার্থ

---

* অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

অস্যার্থঃ। যাহা অল্পাক্ষর, সন্দেহযুক্ত পদহীন, অসারশূন্য, যাবতীয় লক্ষ্যগামী সর্ব্বাংশে ত্রুটিশূন্য এবং অনিন্দনীয়, সূত্রবেত্তাগণ তাহাকেই সূত্র কহেন ॥

(১) সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥

অস্যার্থ। সূত্রস্থিত পদকে লইয়াই সূত্রানুসারি বাক্যদ্বারা সূত্রের পদসমূহকে যাহাতে বর্ণিত করা হয়, তাহাকে ভাষ্যবেত্তাগণ ভাষ্য বলিয়া জানেন ॥

গৌণার্থ কল্পনা। অভিধা বৃত্তি § ছাড়ি শব্দের করহ লক্ষণা * ॥ ৯৬ ॥ প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান। শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥ জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়। শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥ ৯৭ ॥ স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে। লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয়ে ॥ ৯৮ ॥ ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ। স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ বেদ পুরাণে করে ব্রহ্ম নিরূপণ। সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ ॥ ৯৯ ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং

সূত্রে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

আপনি মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করেন, ইহাতে অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া শব্দের লক্ষণা করিতেছেন ॥ ৯৬ ॥

প্রমাণের মধ্যে বেদপ্রমাণই প্রধান, শ্রুতি যে অর্থ কহেন, তাহাই প্রমাণস্বরূপ। জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা যে শঙ্খ এবং গোময়, শ্রুতিবাক্যে ঐ দুই পদার্থ মহাপবিত্র হয় ॥ ৯৭ ॥

স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণস্বরূপ বেদ যে সত্য বাক্য কহেন, তাহাতে লক্ষণা করিলে স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণ্যের হানি হয় ॥ ৯৮ ॥

ব্যাসদেবের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণস্বরূপ, স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ মেঘদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিতেছে। বেদ ও পুরাণে ব্রহ্ম নিরূপণ করেন, সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু, তাহাই ঈশ্বরের লক্ষণ ॥ ৯৯ ॥

---

§ শব্দোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎ প্রতীয়তে, সা অভিধা ॥

অস্যার্থঃ। শব্দের উচ্চারণমাত্রে সহজে যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহার নাম অভিধা ॥

* মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণাশক্তিরর্পিতা ॥

অস্যার্থঃ। শব্দের মুখ্যার্থ বাধ হইলে পর যে বৃত্তিদ্বারা মুখ্যার্থযুক্ত অন্য একটী পৃথক্ অর্থ প্রতীত হয়, রূঢ় (প্রসিদ্ধ) ও প্রয়োজন (আবশ্যক) হেতু ইহাকে লক্ষণাশক্তি কহে ॥

ভগবান্। তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন ॥ ১০০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অঙ্কে
২১ শ্লোকধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনং ॥

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥
ইতি ॥ ১০১ ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়। সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১০২ ॥ অপাদান করণাধিকরণ কারক * তিন। ভগ-

যা যেতি। যা যা শ্রুতির্বেদঃ নির্ব্বিশেষং নিরাকারময়ং জল্পতি কথয়তি। সা সা শ্রুতি র্বেদমাতা সবিশেষং সাকারময়ং এব অভিধত্তে গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। তাসাং শ্রুতীনাং বিচার-যোগে সতি সবিশেষমেব সাকারময়মেব প্রায়শো বাহুল্যেন হন্ত ইত্যাশ্চর্য্যে বলীয়ঃ বল-বত্তরমিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্, আপনি তাঁহাকে নিরাকার করিয়া বর্ণন করিতেছেন। যে শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ করিয়া বর্ণন করেন, সেই শ্রুতিগণ তাঁহাকে প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-রূপে স্থাপন করিতেছেন ॥ ১০০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অঙ্কে ২১ শ্লোকধৃত
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বচন যথা ॥

যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষকে (নিরাকারকে) বর্ণন করেন, সেই সেই শ্রুতিই সবিশেষকে (সাকারকে) বলিয়া থাকেন, ঐ সকল শ্রুতির বিচার যোগে প্রায় সবিশেষই বলবান্ হয় ॥ ১০১ ॥

যে ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয় ও জীবিত থাকে, সেই ব্রহ্মে পুনর্ব্বার ঐ বিশ্ব বিলীন হয় ॥ ১০২ ॥

* শ্রুতিতে তিন কারক যথা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি

স্থানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ ১০৩ ॥ ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন। প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ॥ সে কালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন। অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥ ১০৪ ॥ ব্রহ্মশব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রপরমাণ ॥ ১০৫ ॥ বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়। পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে

১০। ১৪। ৩০। অহো ইতি স্বামী নাস্তি॥ তোষণী। অহো ইতি। অহো আশ্চর্যো ভাগ্যমনির্বচনীয়স্বৎপ্রসাদঃ। বীপ্সা ... পুনঃ পুনশ্চমৎকারাবেশাৎ।

অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিন কারক ভগবানের সবিশেষ মূর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ ॥ ১০৩ ॥

এক ভগবানের যখন অনেক হইতে মন হইল, তখন তিনি প্রাকৃত-শক্তিকে নিরীক্ষণ করিলেন, সেই সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়ন উৎপন্ন হয় নাই, অতএব ব্রহ্মের নেত্র ও মন অপ্রাকৃত (অপাঞ্চভৌতিক) ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মশব্দে স্বয়ং ও পূর্ণ ভগবান্‌কে কহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ ভগবান্, ইহাই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১০৫ ॥

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং পুরাণবাক্য সেই অর্থকে নিশ্চয় করেন ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে

ইত্যাদ্যাঃ ॥

অস্যার্থঃ। যাঁহা হইতে এই নিখিল ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহায় দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে গিয়া প্রবেশ করত বিলীন হয়। যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই অপাদান যাহাতে অবসান হয়, তাহাকে অধিকরণ এবং যদ্দ্বারা জীবিত থাকে, তাহাকে করণ কহে, এস্থলে ভগবান্ হইতে বিশ্বের ঐ তিন অবস্থা (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়) হইতেছে বলিয়া ভগবানই তিন কারক ॥

* শ্রুতির্যথা—"তদৈক্ষত একোহহং বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বকালে সেই ব্রহ্ম দেখিলেন যে, এক আমি প্রজাসৃষ্ট্যর্থ অনেক হইব ॥

শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।

ননু কথং প্রথমতশ্চমৎকারমাত্রং বাঞ্ছসি যেষাং তৎ তান্ কথয়। তত্রাহ। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং কথমাশ্চর্য্যং কথয় ভাগ্যং তত্রাহ। পরমানন্দং যৎ তদেব যেষাং মিত্রং স্বাভাবিকবন্ধুজনোচিতপ্রেমকর্ত্তৃ তাদৃশ প্রেমবিষয়শ্চেত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে শ্রীগোপৈঃ। দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং। নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথমিতি। আনন্দস্য ক্লীবত্বং ছান্দসং। * তেন চ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতিবাক্যং তৎ সূচয়তি। যদ্যপ্যানন্দ এব খলু সর্ব্বে তাদৃশপ্রেমকর্ত্তারো দৃশ্যন্তে নত্বানন্দঃ কুত্রচিৎ। এষু ত্বানন্দোঽপি তৎকর্ত্তা। তত্র চ শ্রুতিমাত্রবেদ্যত্বেন পরমঃ শ্রুতামৃতভাবত্বমাবং স্বরূপত এবালৌকিকমাধুর্য্যাঃ আশ্চর্য্যং ভাগ্যং চেতি ভাবঃ। অন্যাদপ্যাশ্চর্য্যমসং ইদমিত্যাহ। সনাতনং তত্তাদৃশমপি নিত্যং। কদাচিৎ কুত্রাপি কেনাপি ন নিত্যা দৃশ্যতে এষাস্ত তাদৃশোঽপীতি। পুনঃ কথম্ভূতং। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেবৃংহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্মপরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ বৃহত্তমত্বেন ব্রহ্মসংজ্ঞমপি। অথানন্দস্য মীমাংসা ভবতীত্যারভ্য যে তে শতমিতি বারং বারং মনুষ্যানন্দাদ্যংশপর্য্যন্তানন্দং দশধা শত শতগুণাধিক্যেন গণয়িত্বা ততোঽপি শতগুণমানন্দং পরব্রহ্মণঃ প্রোচ্যাঽপি সত্যমেব যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্নিত্যেতি কুতশ্চনেত্যনেনানন্ত্যং স্বয়া বাঙ্মনসাতীতেন সর্ব্বতো বৃহত্তমত্বেন শ্রুতিভির্গীতমপীত্যর্থঃ। তত আনন্দস্যাতাদৃশ বৃহত্ত্বেঽপ্যনেনাপি মিত্রত্বং কচিদ্দৃষ্টমিতি ভাবঃ। নচৈতাবদেব কিং তর্হি পূর্ণমপি অমূর্ত্তং সৌরত্যাদিভিরিব স্বাভাবিকরূপগুণলীলৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যৈঃ সম্পত্তিরেব সং এতদপি কুত্রাপি ন দৃষ্টং শ্রুতং ন চ তাদৃশং মিত্রমিত্যর্থঃ। অত্রাপরোক্ষেঽপি শ্রীকৃষ্ণে পরোক্ষবন্নির্দ্দেশঃ কৌতুকবিশেষায় মিত্রত্ব বিধেয়ং পরমানন্দত্বং অনূদ্যং। ততশ্চামুনা ধর্ম্মাবিধেয়বৈশিষ্ট্যায় প্রযুক্ত ইতি মিত্রতায়া অপি তত্ত্বাদেব লভ্যতে মনোরমং সুবর্ণমিদং কুণ্ডলং জাতমিতিবৎ। যুজ্যতে চ অনুবাদস্য বিধেয়তাদাত্ম্যাপন্নত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ তত্র চ পরমানন্দত্বং পূর্ণত্বঞ্চ তস্য সিদ্ধমেব। তৎপ্রেমরূপত্বাৎ। সনাতনত্বমপি তস্য সনাতনত্বাৎ নিরুপাধিত্বেনোক্তত্বাৎ।

শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

অহো! নন্দগোপ এবং ব্রজবাসি মানবদিগের ভাগ্য অত্যাশ্চর্য্য।

* পরমানন্দমুদীর্য্যতে ইতি বা পাঠেঽপি এবং মন্তব্যং॥

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনমিতি ॥ ১০৬ ॥

অপাণি পাদ * শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ। পুন কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১০৭ ॥ অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ। মুখ্যা বৃত্তি ছাড়ি লক্ষণাতে মান নির্ব্বিশেষ ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার। হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ স্বাভাবিক তিন শক্তি সেই ব্রহ্মে হয়। নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥ ১০৮ ॥

কালবৈশিষ্ট্যানির্দ্দেশেন কালসামান্যলাভাৎ অত্র শ্রীরুক্মিণ্যাদৌ দৃষ্টত্বাৎ এবামপি তথৈব শ্রুতিতন্ত্রাদৌ দৃষ্টত্বাচ্চ—এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমপি দর্শিতং তথা নিত্যত্বলাবণ্য যুক্ততা চেতি ॥ ১০৬ ॥

পরমানন্দরূপী সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র হইয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

"অপাণিপাদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত ও প্রাকৃত চরণ বর্জ্জনকরেন, তৎপরে পুনর্ব্বার কহেন, তিনি শীঘ্র চলেন ও সমুদায় গ্রহণ করেন ॥ ১০৭ ॥

অতএব শ্রুতিগণ সবিশেষ ব্রহ্মকে বর্ণন করেন, আপনি মুখ্যা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মানিয়া থাকেন। যাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ, সেই ব্রহ্মকে আপনি নিরাকার বর্ণন করেন, ব্রহ্মে স্বাভাবিক তিন শক্তি আছে, আপনি তাঁহাকে নিঃশক্তি করিয়া বর্ণন করিতেছেন ॥ ১০৮ ॥

* এই বিষয়ের শ্রুতি ভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে যথা ॥

অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণং ॥

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ॥

অস্যার্থঃ। হস্ত নাই পদ নাই, বেগে গমন ও গ্রহণ করেন, চক্ষু নাই, দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন, তিনি বিশ্ব অর্থাৎ জগৎকে জানিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না এবং শ্রুতিগণ তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তি পুরাতন পুরুষ কহেন ॥

পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বিবিধ পরাশক্তি শুনা যায়।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতবিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্য একষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১০৯ ॥

তথাহি দ্বিতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকধৃত বহুরূপ ইত্যস্য বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতবিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য ৭ অধ্যায়স্য ৬২।৬৩ শ্লোকৌ ॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।

কাসৌ শক্তিঃ যয়া ব্যাপ্তমিত্যত আহ। বিষ্ণুশক্তিঃ বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ। পরমপদ পরব্রহ্ম পরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা পরতত্ত্বমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমিত্যুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তং। ইদানীং পরমশক্তিব্যাপ্তং ভাবনাত্রয়াত্মকং ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং শক্ত্যন্তরমাহ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যেতি। ব্যাপ্যব্যাপকভেদহেতুভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি। কর্ম্মেতি চ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরৈক্যোক্তিঃ সংসারলক্ষণকার্য্যৈক্যাৎ ॥ ১০৯ ॥

তদেবাহ যয়েতি। বস্তুতঃ সর্ব্বগতা অপি সা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ যয়া অবিদ্যয়া বেষ্টিতা

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকং" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধৃত বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশের সপ্তমাধ্যায়ের একষষ্টিতম (৬১) শ্লোকে যথা—

বিষ্ণুশক্তি পরা ও চিৎশক্তি স্বরূপা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শক্তির নাম অপরা ও অবিদ্যা। কর্ম্ম তৃতীয়া শক্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

তথা দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে বহুরূপ এই ৩ শ্লোকের বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত ব্যাখ্যাধৃত বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশের ৭ অধ্যায়ে ৬২। ৬৩ শ্লোকার্থ যথা—

হে রাজন্! সর্ব্বগামিনী বিষ্ণুশক্তি যদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যমুসন্ততাম্ ॥ ১১০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং
প্রথমশ্লোক ব্যাখ্যাধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য
১২ অধ্যায়ে ৬৯। ৭০ শ্লোকঃ ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

আশ্লিষ্টা সতী ভেদং প্রাপ্য কর্ম্মভিঃ সংসারতাপান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

১০।৮৭।১৬। তোষণী স্বকৃতপুরেষিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং। যয়েতি। যয়া পূর্ব্বোক্তা-বিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞয়া। অবিদ্যা কর্ম্মবৃত্তির্যস্যাঃ সা অবিদ্যাকর্ম্মা তন্নাম্নী মায়েত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

শ্রীধরস্বামী। হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সন্ততা, সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ, একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সা সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বদা সম্যক্ স্থিতির্যস্মিন্ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, ন তু জীবেষু। যা গুণময়ী ত্রিবিধ সম্বিৎ সা ত্বয়ি নাস্তি ॥

তামেবাহ হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনসঃ প্রসাদাৎ সাত্বিকী। তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু দুঃখকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা চ বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ

সর্ব্বজীবে ন্যূনাধিকারূপে লক্ষিত হয় ॥ ১১০ ॥

অপর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহরীর প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যাধৃত বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের ১২ অধ্যায়ের ৬৯। ৭০ শ্লোকে যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি সকলের আধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। হ্লাদিনী শক্তি আহ্লাদকরী (মনঃ প্রসাদ জনক সত্ত্বগুণ) সন্ধিনী শক্তি তাপকরী (বিষয় বিয়োগাদিতে দুঃখ জনক তমোগুণ) এবং সম্বিৎ শক্তি উভয় মিশ্রা (উভয়াত্মক রজোগুণ) ইহারা (জীবা-

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ইতি ॥ ১১১ ॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥ ১১২ ॥ অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি। বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রভুভক্তি ॥ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস। হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ ১১৩ ॥ মায়াধীশ মায়া বশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীব ঈশ্বর সনে কহহ অভেদ ॥ ১১৪ ॥ গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ

সত্বাদিগুণৈর্বর্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ। হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। ইতি ॥ ১১১ ॥

স্বাতে যেমন পৃথক্ রূপে অবস্থিতি করে সেইরূপ) তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারে না, কারণ তুমি ত্রিগুণাতীত ॥ ১১১ ॥

ঈশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, চিৎশক্তি তিন অংশে তিন রূপ হয়, যথা—আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সৎ অংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ অর্থাৎ যাহাকে জ্ঞানরূপ বলিয়া মানা যায় ॥ ১১২ ॥

অপর চিৎশক্তির নাম অন্তরঙ্গা, জীবশক্তির নাম তটস্থা এবং মায়া শক্তির নাম বহিরঙ্গা। এই তিন শক্তিই প্রভুর ভক্তি করিয়া থাকেন ॥

প্রভুর চিৎশক্তির বিলাস ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্য, এমন শক্তিকে আপনি মানেন না, আপনার অতিশয় সাহস ॥ ১১৩ ॥

মায়াধীশ ও মায়াবশ ঈশ্বর ও জীবে এই ভেদ [illegible] অর্থাৎ ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর এবং জীব মায়ার বশীভূত, এইরূপ জীব ও ঈশ্বরের সঙ্গে আপনি অভেদ কল্পনা করিতেছেন ॥ ১১৪ ॥

শক্তি করি মানে। হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥ ১১৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে ৪। ৫ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং॥

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।

সুবোধিন্যাং। ৭। ৪। ভূমিরিতি। ভূম্যাদীনি পঞ্চভূতসূক্ষ্মাণি মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বং অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদি শব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহ একীকৃত্য গৃহ্যন্তে অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারঃ। তেনৈব তৎ কার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা আবরিকা শক্তিঃ অষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা চতুর্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়া অষ্টধা ভিন্না ইত্যুক্তং তথাচ ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে। মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরা ইতি॥

অপারমিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি মানিয়া থাকেন, আপনি এমন জীবকে ঈশ্বরের সহিত অভেদ কল্পনা করেন?॥ ১১৫॥

ভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায়ে ৪। ৫ শ্লোকে অর্জ্জুনের
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আমার আট প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতি আছে॥

উক্ত প্রকৃতি নিকৃষ্ট ও আমার জীবভূত অন্য এক উৎকৃষ্ট

" জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি ॥ ১১৬ ॥

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার। সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥১১৭। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী। অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥ ১১৮ ॥ বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক। বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধেতে অধিক ॥ ১১৯ ॥ জীব নিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস। মায়াবাদি ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১২০ ॥ পরিণামবাদ * ব্যাসসূত্রের সম্মত। অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরি-

---

জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি পরাং হে হেতুর্যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ১১৬ ॥

প্রকৃতি আছে, তাহা অবগত হও, তদ্দ্বারা এই জগতের ধারণ হয় ॥১১৬॥

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ (শ্রীমূর্ত্তি) সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই বিগ্রহকে সত্ত্বগুণের বিকার কহিতেছেন ॥ ১১৭ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহ মানে না সে পাষণ্ডী, তাহাকে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে নাই, যম তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করেন ॥ ১১৮ ॥

বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া নাস্তিক হয়, কিন্তু বেদাশ্রিত যে নাস্তিক বাদী সে বৌদ্ধ হইতেও পাপিষ্ঠ ॥ ১১৯ ॥

ব্যাসদেব জীবের নিস্তার জন্য সূত্র করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সূত্রের মায়াবাদি ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয় ॥ ১২০ ॥

ব্যাসসূত্রের তাৎপর্য্য পরিণামবাদ, অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ঈশ্বর

---

* পরিণামবাদ।

পঞ্চদশীর ১৩ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দপ্রকরণে ৮ শ্লোকঃ।

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।

স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥

অস্যার্থঃ। এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে অবস্থান্তর হওয়ার নাম পরিণাম। যে বস্তুর

ণত ॥ ১২১ ॥ মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার। জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ ১২২ ॥ ব্যাসভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া। বিবর্ত্তবাদ ¶ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১২৩ ॥ জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই

জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন ॥ ১২১ ॥

মণি যেমন অবিকৃতভাবে থাকিয়া স্বর্ণভার প্রসব করে, ঈশ্বর জগদ্রূপী হইয়াও তথাপি অবিকৃত থাকেন ॥ ১২২ ॥

বৌদ্ধগণ ব্যাস ভ্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সেই সূত্রে দোষারোপ করত দোষ দিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥

জীবের দেহে যে আত্মবুদ্ধি তাহাই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা নহে কেবল

অবস্থান্তর হইয়া অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন পদার্থের পরিণামী উপাদান কারণ। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট এবং সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। এস্থলে দধির পরিণামী উপাদান দুগ্ধ, ঘটের পরিণামী উপাদান মৃত্তিকা এবং কুণ্ডলের পরিণামী উপাদান সুবর্ণ ॥

¶ বিবর্ত্তবাদ ॥

ঐ পঞ্চদশীর ১৩ পরিচ্ছেদের ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দপ্রকরণে ৯। ১০ শ্লোকে যথা ॥

অবস্থান্তরভানস্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নিতলমালিন্যকল্পনাৎ ॥
ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্ত্তো জগদিষ্যতাং।
মায়াশক্তিকল্পকাস্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥

অস্যার্থঃ। বস্তুর অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যে বস্তুতে অবস্থান্তর ভান হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলিয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয়, এস্থলে রজ্জুর কোন অবস্থান্তর হয় না, কিন্তু তথাপি সেই রজ্জুকে সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, অতএব এস্থলে রজ্জুই সর্পজ্ঞানের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ জানিবে। উক্তরূপ বিবর্ত্ত উপাদান কারণতা নিরবয়ব পদার্থেও সম্ভব হয়। যেমন "আকাশে তলমলিনতা।" বাস্তবিক আকাশ মলিন নহে, তথাপি আকাশ মলিন বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ ইন্দ্রনীলকটাহ তুল্যত্ব কল্পিত হয়। এস্থানে যেমন নিরাকার আকাশ বিবর্ত্ত কারণ, সেইরূপ নিরবয়ব আনন্দস্বরূপকে এই জগতের বিবর্ত্ত উপাদান বলিয়া স্বীকার করা যায়। যেমন ঐন্দ্রজালিকশক্তি বাহ্য পদার্থের রূপান্তর কল্পনা করে, সেইরূপ মায়াশক্তি সেই বিবর্ত্ত উপাদানের কারণরূপ আনন্দস্বরূপের রূপান্তর কল্পনা করিয়া থাকে ॥

মিথ্যা হয়। জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয় ॥ ১২৪ ॥ প্রণব যে মহাবাক্য সে ঈশ্বরমূর্ত্তি। প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি ॥ ১২৫ ॥ তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য। প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥ ১২৬ ॥ এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল। ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অনেক করিল ॥ বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি * অনেক উঠাইল। সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥ ১২৭ ॥ ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।

মাত্র নশ্বর হয় ॥ ১২৪ ॥

মহাবাক্যরূপ যে প্রণব (ওঁ) তাহাই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, ঐ প্রণব হইতে সমুদায় বেদ ও জগতের উৎপত্তি হয় ॥ ১২৫ ॥

"তত্ত্বমসি" জীব নিমিত্ত ইহা প্রাদেশিক অর্থাৎ আংশিক বাক্য হয়, প্রণব না মানিয়া তাহাকে মহাবাক্য বলে ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভু এই প্রকারে কাল্পনিক ভাষ্যে শত প্রকার দোষ দিলেন, ভট্টাচার্য্যও অনেক প্রকার পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কোটি করিলেন এবং বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহপ্রভৃতি অনেক বাদ উঠাইলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তৎসমুদায় খণ্ডন করিয়া নিজের মত সংস্থাপন করিলেন ॥ ১২৭ ॥

* পরমত খণ্ডনের নাম বিতণ্ডা ॥

ছল ॥

বক্তার তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অর্থের কল্পনার দ্বারা যে দোষাভিধান তাহার নাম ছল। যেমন এই লোক নেপালদেশ হইতে আগত, যেহেতু নবকম্বল বিশিষ্ট, এইস্থলে নব সংখ্যা এই অর্থের কল্পনার দ্বারা ইহার নব সংখ্যক কম্বল কোথায় এই দোষ কথন ॥

সেই ছল তিনপ্রকার হয়। বাক্‌ছল, সামান্য ছল ও উপচার ছল, অবিশেষে কথিত যে অর্থ, তাহাতে বক্তার অনভিপ্রেত অর্থের কল্পনার দ্বারা যে দোষাভিধান তাহার নাম বাক্‌ছল। যেমন শ্বেতাশ্ব ধাবমান হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে শ্বেত ধাবমান হইতেছে, এই প্রয়োগ করিলে শ্বেতগুণ ধাবমান হইতে পারে না এই দোষ কথন। সামান্যাভিপ্রায়ে কথিত অর্থের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অর্থকল্পনার দ্বারা যে দোষাভিধান, তাহার নাম সামান্য

প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥ আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা। স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা * ॥ ১২৮ ॥ আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল। অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ॥ ১২৯ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনামকথনে দ্বিষষ্টিতমা-
ধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় ও প্রেম প্রয়োজন, বেদ এই তিন বস্তু বর্ণন করেন। ইহা ভিন্ন আর যাহা যাহা কহেন তৎসমুদায় কল্পনা, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণস্বরূপ যে বেদবাক্য তাহাতে শঙ্করাচার্য্য লক্ষণা কল্পনা করেন ॥ ১২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞা হওয়ায় মহাদেব কল্পনা করিয়া নাস্তিক শাস্ত্র করিয়াছেন ॥ ১২৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে সহস্রনাম কথনবিষয়ে ৬২ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

ছল। যেমন এই ব্রাহ্মণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন এই কথা কহিলে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণমাত্রে বিদ্যাচরণসম্পত্তি সাধন করিতেছেন, এই কল্পনার দ্বারা ব্রাহ্মণমাত্রে বিদ্যাচরণসম্পত্তি সাধন করা যায় না, যেহেতু ব্রাত্য ব্যক্তিতে ব্যভিচার হয়, ইহাই দোষ কথন। এক বৃত্তির দ্বারা শব্দ-প্রয়োগ করিলে অপর বৃত্তির দ্বারা যে প্রতিষেধ, তাহার নাম উপচার ছল। যেমন অসৎ শব্দের শক্তির দ্বারা আমি নিত্য এই শব্দপ্রয়োগ করিলে এই পুরুষ অমুক হইতে উৎপন্ন, অতএব কিরূপে নিত্য হয়, এই প্রতিষেধ এবং নীল পদের লক্ষণার দ্বারা নীল ঘট এই শব্দ-প্রয়োগ করিলে ঘট কিরূপে নীলরূপ হয় এই প্রতিষেধ ॥

নিগ্রহ ॥

যাহাতে পরাজয় হয়, তাহার নাম নিগ্রহস্থান। সেই নিগ্রহস্থান প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, পুনরুক্তি ও অর্দ্ধতাহণ ইত্যাদি নানা-প্রকার হয় ॥

* লক্ষণার লক্ষণ মধ্যলীলার ১৯৩ পৃষ্ঠায় আছে ॥

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

তথাহি উত্তরখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে॥

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ ১৩০॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈলা পরম বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা

স্বাগমৈরিতি। যেন প্রকারেণ এষা মায়িকী সৃষ্টিঃ উত্তরোত্তরা স্যাৎ তথা ত্বং জনান্ মদ্বিমুখান কুরু মাঞ্চ গোপয় ইত্যর্থঃ॥

মায়াবাদমিতি। দেবি হে পার্ব্বতি কলৌ কলিযুগেঽসচ্ছাস্ত্রং ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ময়া এব বিহিতং কৃতমিত্যর্থঃ॥ ১৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে শিব! তুমি নিজের কল্পিত আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রদ্বারা নিশ্চয় জনসকলকে আমাতে বিমুখ অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তি-হীন কর এবং আমাকেও গোপন কর, যেন ঐ গোপনদ্বারা এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়॥

ঐ উত্তরখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে
শ্রীশিববাক্য যথা॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণমূর্ত্তি হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধশরীর পরিগ্রহ করিয়া যে মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র বিধান করিব, সেই শাস্ত্রের নাম বৌদ্ধ অর্থাৎ আত্মব্রহ্মবাদ বলিয়া কথিত হইবে, উহা প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ উহাতে ভক্তিজনক তত্ত্ব আচ্ছাদিত থাকিবে॥ ১৩০॥

মহাপ্রভুর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অতি-শয় বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখে আর বাক্য নির্গত হয় না, তিনি স্তব্ধ-ভাব অবলম্বন করিলেন॥ ১৩১॥

স্তম্ভিত ॥ ১৩১ ॥ প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়। ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয় ॥ আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন। ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৩২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে
শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যং ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ইতি ॥ ১৩৩ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ৭। ১০। নির্গ্রন্থাঃ গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু। যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চেতি। যদ্বা, গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তঃ ক্রোধাহঙ্কাররূপো গ্রন্থির্যেষাং তে নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। ননু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেতি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ। তমেতং শ্রীবেদব্যাসস্য সমাধিজাতানুভবং শ্রীশৌনকপ্রশ্নোত্তরত্বেন বিশদয়ন্ সর্ব্বাত্মারামানুভবেন সহেতুকং সম্বাদয়তি আত্মারামাশ্চেতি। নির্গ্রন্থাঃ বিধিনিষেধাতীতাঃ। নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ো বা। অহৈতুকীং ফলাভিসন্ধিরহিতাং। ইত্থমিতি আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণস্বভাবো গুণো যস্য স ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! আপনি বিস্মিত হইবেন না ভগবানের প্রতি যে ভক্তি তাহাই পরম পুরুষার্থ হয়, আত্মারাম মুনি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ভজন করেন, ভগবানের ঐ সকল গুণ অচিন্ত্য অর্থাৎ বুদ্ধির অগোচর ॥ ১৩২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে
১০ শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতবাক্য যথা ॥

সূত কহিলেন, আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিত ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥ ১৩৩ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়। এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥ ১৩৪ ॥ প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা আগে শুনি। পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি ॥ ১৩৫ ॥ শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান। তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লৈয়া। শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৩৬ ॥ ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কারো নাহি ঐছে শক্তি ॥ ১৩৭ ॥ কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায় *। ইহা বহি শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥ ১৩৮ ॥ ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল। তার নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৩৯ ॥ আত্মারামাদি

ইই শ্লোক শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, মহাশয়! শ্রবণ করুন, এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার বাঞ্ছা হইতেছে ॥ ১৩৪ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আপনি কি অর্থ করেন অগ্রে তাহা শ্রবণ করি, আমি যাহা কিছু জানি পশ্চাৎ অর্থ করিব ॥ ১৩৫ ॥

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করত তর্কশাস্ত্রের মত বিবিধ বিধানে উত্থাপন করিলেন এবং তর্কশাস্ত্রমতে ঐ শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন, ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন ॥ ১৩৬ ॥

ভট্টাচার্য্য! আমি জানি আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, এরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কাহারও শক্তি নাই ॥ ১৩৭ ॥

আপনি পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় অর্থাৎ নবনবোল্লেখশক্তি বশতঃ অর্থ করিলেন কিন্তু ইহা ভিন্ন শ্লোকের অন্য প্রকার অভিপ্রায় আছে ॥ ১৩৮

মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন, কিন্তু তাঁহার নব প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে একটী অর্থও গ্রহণ করিলেন না ॥ ১৩৯

* প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভা মতা ॥

অস্যার্থঃ। নূতন নূতন উল্লেখশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতি কহে ॥

শ্লোকে একাদশ পদ হয়। পৃথক্ পৃথক্ কৈল পাদের অর্থ নিশ্চয়॥ তত্তৎপদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইঞা। অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥ ১৪০॥ ভগবান্ তাঁর ভক্তি তাঁর গুণগণ। অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন॥ ১৪১॥ অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন। এই তিনে হরে সিদ্ধ সাধকের মন॥ ১৪২॥ সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ। এই মত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান॥ শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥ ইহোঁ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিঞা। মহা অপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইঞা॥ আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ ১৪৩॥ দেখাইল

আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ অর্থাৎ আত্মারামাঃ। ১। চ। ২। মুনয়ঃ। ৩। নির্গ্রন্থাঃ। ৪। অপি। ৫। উরুক্রমে। ৬। কুর্ব্বন্তি। ৭। অহৈতুকীঃ। ৮। ভক্তিঃ। ৯। ইত্থম্ভূতগুণঃ। ১০। হরিঃ। ১১। এই এগারটী পদ হয়, মহাপ্রভু পৃথক্ পৃথক্ পদের অর্থ নিশ্চয় করিলেন, সেই সেই পদের প্রাধান্যে আত্মারাম মিলিত করিয়া অভিপ্রায়ানুসারে অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন॥ ১৪০॥

ভগবান্, ভগবানের ভক্তি ও ভগবানের গুণ সকল, এই তিনের অচিন্ত্য প্রভাব তাহা-বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না॥ ১৪১॥

অন্য যত সাধ্য সাধন আছে তৎসমুদায় আচ্ছাদন করিয়া এই তিনে সিদ্ধ ও সাধকের মন হরণ করে এই বিষয়ে সনকাদি ও শুকদেব প্রমাণ স্বরূপ, মহাপ্রভু এই প্রকার নানা অর্থব্যাখ্যা করিলেন, শুনিয়া আচার্য্যের মনে অতিশয় চমৎকার বোধ হইল॥ ১৪২॥

অনন্তর সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ জানিয়া আপনাকে ধিক্কার করত কহিলেন, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাঁকে জানিতে না পারিয়া গর্ব্বিত হইয়া মহা অপরাধ করিলাম, এই বলিয়া যখন আত্মনিন্দা

আগে আরে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয়স্বরূপ ॥ ১৪৪ ॥ দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ১৪৫ ॥ প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ১৪৬ ॥ শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ১৪৭ ॥ শুনি প্রভু সুখে তারে কৈল আলিঙ্গন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ অশ্রু কম্প স্বেদ পুলক ভরে থরহরি। নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি ॥ ১৪৮ ॥

পূর্ব্বক প্রভুর শরণ লইলেন, তখন তাঁহাকে কৃপা করিতে মহাপ্রভুর অন্তঃকরণ হইল ॥ ১৪৩ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমকে চতুর্ভুজরূপ দর্শন করান, পশ্চাৎ শ্যামবর্ণ বংশীবদন আপনার নিজরূপ দর্শন দেন ॥ ১৪৪ ॥

অনন্তর সার্ব্বভৌম রূপ দর্শন করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, পুনর্ব্বার গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৫ ॥

তখন মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের সমুদায় তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হওয়ায় নাম ও প্রেমদান প্রভৃতি বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬ ॥

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দণ্ড না যাইতে যাইতে এমত এক শত শ্লোক রচনা করিলেন যে, সে প্রকার শ্লোক রচনা করিতে বৃহস্পতিরও শক্তি হয় না ॥ ১৪৭ ॥

তখন শ্লোক শুনিতে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইলেন। এবং অশ্রু কম্প স্বেদ ও অতিশয় পুলকে কম্পিত কলেবর হইয়া নৃত্য গান ও ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া পতিত হইলেন ॥ ১৪৮ ॥

দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন। ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥ ১৪৯ ॥ গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি। সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈলে এই গতি ॥১৫০॥ প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে। জগন্নাথ ইহারে কৃপা কৈল ভাল মতে ॥ ১৫১ ॥ তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল। স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥ জগৎ তারিলে প্রভু সেহ অল্পকার্য্য। আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥ তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড। আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপপ্রচণ্ড ॥ ১৫২ ॥ স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা। ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ১৫৩ ॥ আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে।

সার্ব্বভৌমের নৃত্য দেখিয়া গোপীনাথাচার্য্যের মন হৃষ্ট হইল এবং তদ্দর্শনে মহাপ্রভুর ভক্তসকল হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৪৯ ॥

তখন গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রতি কহিলেন, প্রভো! আপনি ভট্টাচার্য্যের এই গতি করিলেন ॥ ১৫০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আচার্য্য! তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গগুণে জগন্নাথ ইহাঁকে উত্তমরূপে কৃপা করিয়াছেন ॥ ১৫১ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকে সুস্থির করিলে, ভট্টাচার্য্য স্থির হইয়া বহু স্তুতি করত কহিলেন। প্রভো! আপনি যে, জগৎ উদ্ধার করিলেন, তাহা অতি অল্প কার্য্য, কিন্তু আমাকে যে উদ্ধার করিলেন ইহাই আপনার আশ্চর্য্য শক্তি, আমি তর্কশাস্ত্রে লৌহপিণ্ডের ন্যায় জড় হইয়াছি আপনি আপনার প্রচণ্ডপ্রতাপে আমাকে দ্রবীভূত করিলেন ॥ ১৫২ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু স্তুতি শুনিয়া নিজ বাসায় আগমন করিলেন এবং ভট্টাচার্য্য গোপীনাথাচার্য্যদ্বারা তাঁহার ভিক্ষা করাইলেন ॥ ১৫৩ ॥

দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥ পূজারি আনিঞা মালা প্রসাদান্ন দিলা। প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥ সেই প্রসাদান্ন মালা আঁচলে বান্ধিয়া। ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ ১৫৪॥ অরুণোদয় কালে প্রভুর হৈল আগমন। সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা। কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঢ়িলা॥ ১৫৫॥ বাহিরে প্রভুর সনে হৈল দরশন। অস্তে ব্যস্তে কৈল প্রভুর চরণ বন্দন॥ ১৫৬॥ বসিতে আসন দিঞা দোঁহে ত বসিলা। প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হস্তে দিলা। প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ

অপর এক দিন মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়া জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিতে ছিলেন, ঐ সময়ে পূজারী জগন্নাথের প্রসাদ মালা ও অন্ন আনিয়া নিবেদন করিলেন, মহাপ্রভু প্রসাদান্ন মালা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষিত হইলেন এবং সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বন্ধন করিয়া ভট্টাচার্য্যের গৃহে শীঘ্র আগমন করিলেন॥ ১৫৪॥

অরুণোদয়কালে প্রভুর আগমন হইল, সেই সময়ে ভট্টাচার্য্যেরও জাগরণ হইল। ভট্টাচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহিয়া জাগরিত হইলেন কৃষ্ণনাম শ্রবণে মহাপ্রভুর আনন্দ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল॥ ১৫৫॥

বাহিরে প্রভুর সহিত সন্দর্শন হওয়ায় ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন॥ ১৫৬॥

অনন্তর বসিতে আসন দিয়া দুই জনে উপবেশন করিলেন। তখন মহাপ্রভু প্রসাদান্ন খুলিয়া সার্ব্বভৌমের হস্তে দিলেন, ভট্টাচার্য্য প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন, ' যদিচ সন্ধ্যা, স্নান ও দন্তধাবন প্রভৃতি কিছুই করেন নাই, তথাপি চৈতন্যের অনুগ্রহে মনের জাড্য সমুদায়

হইল। সন্ধ্যা স্নান দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥ চৈতন্যপ্রসাদে মনের জাড্য সব গেল। এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥

তথাহি পদ্মপুরাণং॥

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।

প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ইতি॥ ১৫৮॥

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন। প্রেমাবিষ্ট হঞা কৈলা তারে আলিঙ্গন॥ ১৫৯॥ দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন। দোঁহার স্পর্শেতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন॥ স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা। প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥ ১৬১॥ আজি মুঞি অনায়াসে

শুষ্কমিতি। মহাপ্রসাদং ভগবদ্ভুক্তশেষং প্রাপ্তিমাত্রেণ যেন তেন রূপেণ প্রাপণেন তৎক্ষণং ভোক্তব্যং। অবশ্য ভোজনীয়ং। অত্রভোক্তব্যে কালবিচারণা কালবিবেচনা ন কর্ত্তব্যা ইতি। কথম্ভূতং প্রসাদং। শুষ্কং কঠিনং চিরকালোষিতং পর্য্যুষিতং বাপি দুর্গন্ধিং বা। পুনঃ কথম্ভূতং বা দূরদেশতঃ বহুদূরদেশাদপি নীতং আনীতং বেত্যর্থঃ॥ ১২৮॥

দূরীভূত হওয়ায়, নিম্নলিখিত এই শ্লোক পাঠ করিয়া অন্ন ভোজন করিলেন॥ ১৫৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণে যথা॥

শুষ্কই হউক বা পর্য্যুষিতই হউক অথবা দূরদেশ হইতেই আনীত হউক প্রাপ্ত মাত্রে ভোজন করিবে, ইহাতে কাল বিচার নাই॥ ১৫৮॥

সার্ব্বভৌমের এইরূপ আচরণ দেখিয়া মহাপ্রভুর মন আনন্দিত হইল এবং তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ১৫৯॥

তখন দুই জনে পরস্পরকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং দুইয়ের স্পর্শে দুইয়ের মন প্রফুল্লিত হইল॥ ১৬০॥

স্বেদ, কম্প ও অশ্রুপ্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদয় হওয়ায় দুইজনে আনন্দে ভাসমান হইলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন॥ ১৬১॥

জিনিলুঁ ত্রিভুবন। আজি মুঞি করিলুঁ বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥ আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ। সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥১৬২॥ আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয় ॥ আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন ॥ আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন। বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে নারদং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং ॥

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ২। ৭। ৪১। যদি ন কেহপি বিদন্তি তর্হি কথং মুচ্যেরন্ তং কৃপৈয়বেত্যাহ যেষামিতি। দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ। তে চ যদি নিষ্কপটমাশ্রিতচরণা ভবন্তি তে দুস্তরাং দেবমায়াং অতিতরন্তি চকারাত্মায়াবৈভবং বিদন্তি চ। অপেতি বা পাঠঃ। প্রত্যক্ষমেব

আজি আমি অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করিলাম, আমি বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলাম, আজি আমার অভিলাষ সকল পূর্ণ হইল যেহেতু সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস জন্মিল ॥ ১৬২ ॥

হে ভট্টাচার্য্য! অদ্য আপনি অকপটে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত হইলেন, আপনার প্রতি অদ্য শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কপটে সদয় হইলেন, আজি আপনার দেহবন্ধন খণ্ডিত হইল, আজি আপনি মায়ার বন্ধন খণ্ডন করিলেন এবং আপনার মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য হইল, যেহেতু বেদধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিলেন ॥ ১৬৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! সেই ভগবান্ যাঁহার প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদ-

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ইতি ॥ ১৬৪ ॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে। সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তি বিনু নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ॥ ১৬৫ ॥ গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিঞা। হরি হরি বলি নাচে করতালি দিঞা ॥ ১৬৬ ॥ আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে। জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে ॥ ১৬৭ ॥

তেষাং মায়াতিতরণমিত্যাহ নৈষামিতি। শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে ॥

ক্রমসন্দর্ভে। তর্হি তত্ত্ববাদিনাং মায়িকবীর্য্যাণাং তরণসাধনানাকাঙ্ক্ষামায়িকবীর্য্যাণামাত্মতাত্ত্বিক-জ্ঞানাভাবে কথং লোকা নিস্তরেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ। যেষামিতি। যদ্বা। তস্মাত্তজ্জ্ঞানাগ্রহং পরিত্যজ্য শুদ্ধভাবেন ভজেদেবেত্যাহ। যেষামিতি চকারাদনন্তদেবৈনৈব জানন্তি চ ॥ ১৬৪ ॥

পদ্মের আশ্রিত হয়েন, তবেই তাঁহারা দুরন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং মায়াবিভবও জানিতে পারেন, আর কুক্কুর শৃগালাদির ভক্ষ্য এই পাঞ্চভৌতিক দেহেতেও তাঁহাদের "আমি আমার" এরূপ বুদ্ধি থাকে না ॥ ১৬৪ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু নিজস্থানে আগমন করিলেন, সেই হইতে ভট্টাচার্য্যের অভিমান দূরীভূত হইল এবং তিনি সেই হইতে চৈতন্যচরণ ব্যতিরেকে অন্য কিছু জানেন না ও ভক্তি ব্যতিরেকে শাস্ত্রের অন্য কোন অর্থ ব্যাখ্যা করেন না ॥ ১৬৫ ॥

তখন গোপীনাথাচার্য্য সার্ব্বভৌমের বৈষ্ণবতা দেখিয়া করতালি প্রদানপূর্ব্বক "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬৬

অনন্তর অন্য কোন দিবস ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করত জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই প্রভুর স্থানে আগমন করিলেন ॥ ১৬৭ ॥

দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি। দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্বের দুর্ম্মতি ॥ ১৬৮ ॥ ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন। প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৬৯ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে ২৪২ অঙ্ক-
ধৃত বৃহন্নারদীয়বচনং ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।

হরের্নামেত্যাদি শ্লোকদ্বয়েনাস্যসত্তদেবাহ। কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি। কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনমিতি। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভি-র্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি কলৌ তৎ যজ্ঞাদি নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি স্ম। কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নামৈব ভজনং। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যাগাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ

তদনন্তর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বহু প্রকার স্তুতি পাঠপূর্ব্বক নিজের পূর্ব্ব দুর্ম্মতি নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ১৬৮ ॥

প্রভো! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন শুনিতে আমার মন হইয়াছে, তখন মহাপ্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন উপদেশ করিলেন ॥ ১৬৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে ২৪২ অঙ্ক-
ধৃত বৃহন্নারদীয় ও শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচন যথা ॥

সত্যযুগে ধ্যানযোগদ্বারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইত, কলিতে সে ধ্যান-যোগ নাই, কেবলমাত্র হরির নামই ভজন। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিদ্বারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইত, কলিতে যজ্ঞাদি নাই, কেবলমাত্র হরির নামই ভজন। এবং দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবাদ্বারা বিষ্ণু প্রাপ্ত হইত, কলিতে সেবাদি নাই, কেবলমাত্র হরির নামই ভজন। অন্যথা হরিনাম ব্যতিরেকে কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্য্যাদিদ্বারা যে গতি, তাহা

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ইতি ॥ ১৭০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিঞা বিস্তার। শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৭১ ॥ গোপীনাথাচার্য্য কহে পূর্ব্বে যে কহিল। শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেই ত হইল ॥ ১৭২ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে। তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ১৭৩ ॥ তুমি মহাভাগবত আমি তর্ক-অন্ধে। প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ ১৭৪ ॥ বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন। কহিল যাঞা কর জগন্নাথ দরশন ॥ ১৭৫ ॥ জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লৈঞা।

নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং হরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৭০ ॥

কিছুমাত্র নাই ॥

অপর সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা ও কলিতে হরিকীর্ত্তনদ্বারা বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয় ॥ ১৭০ ॥

এবং এই শ্লোকের অর্থ বিস্তার করিয়া শ্রবণ করাইলেন, অর্থ শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের মনে চমৎকার বোধ হইল ॥ ১৭১ ॥

অনন্তর গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন, ভট্টাচার্য্য ! শ্রবণ করুন, আমি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলাম, আপনকার তাহাই হইল ॥ ১৭২ ॥

ভট্টাচার্য্য গোপীনাথাচার্য্যকে কহিলেন, আপনাকে নমস্কার করি, আপনার সম্বন্ধেই প্রভু আমাকে কৃপা করিলেন ॥ ১৭৩ ॥

আপনি পরম ভাগবত, আমি তর্কে অন্ধ, আপনার সম্বন্ধে প্রভু আমাকে কৃপা করিয়াছেন ॥ ১৭৪ ॥

অনন্তর সার্ব্বভৌমের বিনয় শুনিয়া মহাপ্রভু সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, আপনি গিয়া জগন্নাথ দর্শন করুন ॥ ১৭৫ ॥

তদনন্তর সার্ব্বভৌম দামোদর ও জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ

ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিঞা॥ উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহা যে পাইল। নিজ বিপ্রহাতে দুই জন সঙ্গে দিল॥ নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে। প্রভুকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ হাতে॥ ১৭৬॥ প্রভু স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ পত্রী লৈয়া। মুকুন্দদত্ত পত্রী বাচিল তার ঠাঞি পাঞা॥ দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিঞা রাখিল। তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল॥ প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিঞা ফেলিল। ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠ কৈল॥ ১৭৭॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অঙ্কে ৭৪ অঙ্কধৃত-
সার্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শ্লোকৌ॥

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

বৈরাগ্যবিদ্যেতি। একোঽদ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বনিয়ন্তা পুরাণঃ অনাদিঃ এবম্ভূতো

দর্শনপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিলেন এবং তথায় যে সকল উত্তম উত্তম প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আপনার একজন ব্রাহ্মণের হস্তে ও সঙ্গে দুই জন লোক দিয়া তথা নিজে তালপত্রে দুইটী শ্লোক লিখিয়া প্রভুকে দিও বলিয়া জগদানন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন॥ ১৭৬॥

তখন জগদানন্দ ও দামোদর এই দুই জন প্রসাদ ও পত্রী লইয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মুকুন্দদত্ত তাঁহাদিগের নিকট পত্রী লইয়া পাঠ করিলেন এবং ঐ দুই শ্লোক বাহির ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন। তৎপরে জগদানন্দ মহাপ্রভুকে পত্রী দিলেন। মহাপ্রভু পত্রী পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভক্তসকল ভিত্তিতে দেখিয়া ঐ দুইটী শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন॥ ১৭৭॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৬ অঙ্কে চতুঃসপ্ততি অঙ্কধৃত
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃত শ্লোকদ্বয়-যথা॥

সার্ব্বভৌম লিখিয়াছেন, সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বনিয়ন্তা অনাদি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।

আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥১৭৮॥

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার। সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি [illegible] ঢক্কাবাদ্যাকার ॥১৭৯॥ সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান। মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসূত গৌরধাম। এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম ॥ ১৮০ ॥ এক দিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে

যন্তমহং প্রপদ্যে শরণং যামি। স পুনঃ কথম্ভূতঃ। কৃপাম্বুধিঃ কৃপাসমুদ্রঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী। কিং কর্ত্তুং বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমিত্যর্থঃ। বৈরাগ্যঞ্চ বিদ্যা চ নিজভক্তিযোগশ্চ তেষাং শিক্ষা তথা তস্যৈ প্রয়োজনমেতেষাং শিক্ষার্থমিত্যর্থঃ। তত্র বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। বিদ্যা শাস্ত্রজ্ঞানং আত্মজ্ঞানঞ্চ। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানামিত্যুক্তেঃ। নিজভক্তিযোগঃ নিজস্য স্বস্য ভক্তিযোগঃ শ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণাদিস্বরূপপ্রেমপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥

কালান্নষ্টমিতি। যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামাবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা মম চিত্তভৃঙ্গো লীয়তাং লীনো ভবতু। কিং কর্ত্তুমাবির্ভূতঃ কালান্নষ্টং কালং প্রাপ্য নষ্টং অদর্শনীভূতং নিজং ভক্তিযোগং তং প্রাদুষ্কর্ত্তুং প্রকটয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১৭৮ ॥

পুরুষ ভগবান্ বৈরাগ্যবিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে শরীর ধারণ করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমি শরণাগত হইলাম ॥

এবং যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত এই ভক্তিযোগকে শিখাইতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার চিত্তভ্রমর প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক ॥ ১৭৮ ॥

এই দুইটী শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার স্বরূপ, সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঢক্কাবাদ্যের ন্যায় শব্দিত হইতে লাগিল ॥ ১৭৯ ॥

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর একতান (একাগ্রচিত্ত) ভক্ত হইলেন, মহাপ্রভু ব্যতিরেকে অন্য আর সেব্য জানিতেন না। শচীতনয়, গৌরতনু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই ধ্যান, এই জপ, এইরূপ এবং এই নাম গ্রহণ করি-

আইলা। নমস্কার করি শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥ ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পঢ়িলা। শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥ ১৮১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে

শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং॥

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৪। ৮। তস্মাদ্ভক্তিরেব সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ তত্তেহনুকম্পামিতি। সুসমীক্ষমাণঃ কদা ভবিষ্যতীতি বহু মন্যমানঃ স্বার্জ্জিতঞ্চ কর্ম্মফলমনাসক্তঃ সন্ ভুঞ্জান এব নাতীব তপ আদিনা ক্লিশ্যন্। এবং যো জীবেত স মুক্তিপদে দায়ভাগ্ ভবতি। ভক্তস্য জীবনব্যতিরেকেণ দায়প্রাপ্তাবিব মুক্তৌ নান্যদুপযুজ্যত ইতি ভাবঃ। তোষণ্যাং। এব শব্দো যথাপেক্ষমগ্রেহপ্যনুবর্ত্তনীয়ঃ। আত্মনা কৃতমর্জ্জিতমিত্যবশ্যভোগ্যতোক্তা। অতস্তত্র সুখ-দুঃখাদিকমমন্যমান ইত্যর্থঃ। বিপাকং বিবিধকর্ম্মফলং। পুনরেহ ভুঞ্জানেত্যাদিনীত্যা তদ্বিধ কণ্টকাদিরুচিতীকৃতায় তে তুচ্ছাং হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্নমো বিদধদিতি তত্র স্বাসক্তিং কুর্ব্বন্নিতি ভাবঃ। উপলক্ষণমেতদ্দৈন্যাত্মকভক্ত্যন্তরস্য। মুক্তিনামকং পদং চরণারবিন্দং। যেনাপবর্গাখ্য-মদভ্রবুদ্ধির্ভজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলমিতি প্রথমে। যথা, অত্র সর্গো বিসর্গশ্চেত্যাদৌ নবম-পদার্থরূপায়া মুক্তেরপি পদে আশ্রয়ে দশমপদার্থরূপে। দশমে দশমং লক্ষ্যমিত্যাদিনির্ণীতে যদি স দায়ভাক্ ভবতি। ভ্রাতৃবণ্টন ইব স্বমেব তস্য দায়ত্বেন বর্ত্ততে। অন্যো যয়াক্যা

যেন॥ ১৮০॥

এক দিন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক একটী শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন কিন্তু তাহার শেষ দুইটী অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলেন॥ ১৮১॥

দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ভগবানের

প্রতি ব্রহ্মবাক্যে যথা॥

ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবন্! আপনার অনুকম্পা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থাৎ কবে আপনার দয়া হইবে এই প্রতীক্ষায় স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ ও

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ১৮২ ॥

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ হয়। ভক্তিপদে কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥ ১৮৩ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল। ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥১৮৪॥ কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তার সনে ॥ সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥ ১৮৫ ॥ যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার। সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥

মুক্তের্বা কা বর্ত্তেত্যর্থঃ। অত্র তত্ত্বাখ্যায়াং নান্যদিতি বুদ্ধিপৌরুষাদিকং নিষিদ্ধং। তদ্বিনাপি জীবতঃ পুত্রস্য দায়প্রাপ্তেঃ অত্রাপি জীবত্বং ভক্তিমার্গে স্থিতত্বং জ্ঞেয়ং। মৃতস্য ইব স্বসত্তাত্যা-ত্যক্তেঃ ॥ ১৮২ ॥

ভোগ ও কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি নমস্ক্রিয়া রচনা করত যে ব্যক্তি জীবিত থাকেন, তিনিই ভক্তিবিষয়ে দায়ভাগী হয়েন। ফলতঃ ভক্ত ব্যক্তির জীবনব্যতিরেকে অন্য কিছুই দায়প্রাপ্তিবৎ মুক্তিবিষয়ে উপযোগী নহে ॥ ১৮২ ॥

শ্লোক শুনিয়া প্রভু কহিলেন, এই শ্লোকে "ভক্তিপদে" এইস্থানে "মুক্তিপদে" এই বলিয়া পাঠ হয়, আপনি তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া "ভক্তিপদে" কেন পড়িতেছেন, আপনার অভিপ্রায় কি ? ॥ ১৮৩ ॥

তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, মুক্তি ভক্তির ফল নহে, ভগবদ্বিমুখের কেবলমাত্র দণ্ড হয় ॥ ১৮৪ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে সত্য বলিয়া মানে না এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিন্দা ও তাঁহার সহিত যুদ্ধাদি করে, সেই দুইজনের দণ্ডরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি হয়, আর যে ব্যক্তি ভক্তি করে, তাহার কখন মুক্তি ফল হয় না ॥ ১৮৫ ॥

যদিচ সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য এই পাঁচপ্রকার

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ১৮৬ ॥ সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণাভয়। নরক বাঞ্ছয় তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ১৮৭ ॥ ব্রহ্ম ঈশ্বর সাযুজ্য দুই ত প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকঃ ॥

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ইতি ॥ ১৮৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ২৯। ১১। ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং। সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং। সারূপ্যং সমানরূপতাং। একত্বং সাযুজ্যং উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্লন্তি কুতস্তৎকামনেত্যর্থঃ ॥১৮৮

মুক্তি হয় এবং তন্মধ্যে সালোক্যাদি চারি মুক্তি যদি সেবার দ্বার (উপায়) স্বরূপ হয়, তবেই ভক্ত কদাচিৎ ঐ চারি মুক্তি অঙ্গীকার করেন ॥১৮৬॥

সাযুজ্য শুনিলে ভক্তের ঘৃণা ও ভয় হয়, বরঞ্চ নরক বাঞ্ছা করেন সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না ॥ ১৮৬ ॥

ব্রহ্ম ও ঈশ্বরভেদে সাযুজ্য দুই প্রকার হয়, ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য অতিশয় ঘৃণিত ॥ ১৮৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! যে সকল ব্যক্তির ঐরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি? তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব), সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না ॥ ১৮৮ ॥

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ মুক্তি পদে যার সেই মুক্তিপদ হয়। নবম পদার্থ মুক্ত্যের কিম্বা সমাশ্রয়॥ ১৮৯॥ দুই অর্থে কৃষ্ণ কহে কাহে পাঠ ফিরি। সার্ব্বভৌম কহে ও শব্দ কহিতে না পারি॥ যদ্যপি তোমার অর্থ দুই শব্দ কয়। তথাপি অশ্লীলদোষ * সহনে না যায়॥ ১৯০॥ যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি। রূঢ়ি বৃত্ত্যে করে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥ মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস। ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥ ১৯১॥ শুনিঞা হাসেন প্রভু আনন্দিত মন। ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলি-

মহাপ্রভু কহিলেন, মুক্তিপদের আর এক প্রকার অর্থ হয়, মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে কহিয়া থাকে, যাঁহার পদে মুক্তি আছে, তাঁহাকে মুক্তিপদ কহে, কিম্বা যিনি নবম পদার্থ মুক্তির আশ্রয়, তিনি মুক্তি-পদ॥ ১৮৯॥

এই দুই অর্থেই শ্রীকৃষ্ণকে বলে, কি জন্য আপনি অর্থ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, সার্ব্বভৌম কহিলেন, ঐ শব্দ বলিতে পারিনা, যদিচ আপনার অর্থ দুই শব্দেই হয়, অশ্লীল (ঘৃণাবোধক বাক্য) দোষ সহ্য করা যায় না॥ ১৯০॥

যদিচ মুক্তিশব্দের সালোক্যাদি পাঁচ প্রকার বৃত্তি হয়, তথাপি রূঢ়ি বৃত্তিতে ঐ মুক্তি সাযুজ্যে প্রতীতি করায়। মুক্তি শব্দ উচ্চারণ করিতে আমার মনোমধ্যে ঘৃণা জন্মিতেছে এবং ভক্তি শব্দ কহিতে মন উল্লসিত হইতেছে॥ ১৯১॥

* অশ্লীলদোষো যথা—সাহিত্যদর্পণে ৭ পরিচ্ছেদে।

অশ্লীলত্বং ব্রীড়াজুগুপ্সাঽমঙ্গলব্যঞ্জকত্বাত্রিধা।

অস্যার্থঃ। লজ্জা, নিন্দা ও অশুভজনক শব্দে অশ্লীলদোষ তিন প্রকার হয়। এস্থলে মুক্তিশব্দে মোচন অর্থাৎ মল মূত্রাদি বিসর্জন, অাহার পদ (স্থান) লিঙ্গ গুহ্যাদির প্রতীতি হওয়ার জুগুপ্সা ব্যঞ্জকরূপ অশ্লীলদোষ হইয়াছে॥

জন ॥ ১৯২ ॥ যে ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ। তাঁর হেন বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ ॥ ১৯৩ ॥ লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন। প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৪ ॥ কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী। শরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি ॥ ১৯৫ ॥ সে সকল কথা আগে করিব বর্ণন। সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন। যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন। বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ॥ ১৯৬ ॥ এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌমের মিলন। ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ॥ জ্ঞানকর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন। অচিরাৎ

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং আনন্দিত মনে ভট্টাচার্য্যকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৯২ ॥

কি আশ্চর্য্য! যে ভট্টাচার্য্য নিজে মায়াবাদ পড়েন ও অন্যকে পড়ান, তাঁহার মুখে যে এরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে, ইহা কেবল চৈতন্যের অনুগ্রহ জানিতে হইবে ॥ ১৯৩ ॥

স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে স্বর্ণ না করে, সেই পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শমণি বলিয়া চিনিতে পারে না। লোক সকল ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে জানিতে পারিল ॥ ১৯৪ ॥

তখন কাশীমিশ্র প্রভৃতি যত নীলাচলবাসী তাঁহারা সকলে আসিয়া প্রভুর পাদপদ্মে শরণ লইলেন ॥ ১৯৫ ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যেরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, এসকল বৃত্তান্ত পরে বর্ণন করিব, আর তিনি যেরূপ পরিপাটীতে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন, এ সকল কথা অগ্রে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব ॥ ১৯৬ ॥

যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই সার্ব্বভৌম মিলন লীলা শ্রবণ করেন,

পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥১৯৭॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যলীলা ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্মপাশ হইতে বিমোচন হয়, তিনি অচিরাৎ শ্রীচৈতন্যের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৯৭ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথগোস্বামির পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পন্যা সার্ব্বভৌমমিলননামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ এই মত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল। দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ ৩ ॥ মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ॥

ধন্যমিতি। যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ বাসুদেবনামানং দ্বিজং নষ্টকুষ্ঠং নষ্টং কুষ্ঠং মহারোগো যস্য স তং। রূপপুষ্টং রূপেণৈব পুষ্টং সুন্দরং শরীরং যস্য স তং। ভক্তিতুষ্টং ভক্ত্যা ভজনেন তুষ্টং জাতবহিরানন্দো যস্য স তং। যশ্চকার কৃতবান্। দয়ার্দ্রধীর্দয়য়া আর্দ্রীভূতা ধীর্বুদ্ধির্যস্য স তং। তং ধন্যং জগজ্জনদুঃখনাশকং চৈতন্যপ্রভুং নৌমি স্বাষ্টাঙ্গেন নমনং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

যিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণকে নষ্টকুষ্ঠ, রূপ সম্পন্ন ও ভক্তিতুষ্ট করিয়াছেন, সেই ধন্যতম চৈতন্য-চন্দ্রকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিয়া দক্ষিণদেশগমনে উৎসুকচিত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

প্রভু মাঘমাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে আসিয়া বাস করেন, ফাল্গুনমাসের শেষে দোলযাত্রা দর্শন

প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য গীত কৈল ॥ ৪ ॥ চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্ব-ভৌম-বিমোচন। বৈশাখপ্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ ৫ ॥ নিজগণ আনি কহে বিনয় করিঞা। আলিঙ্গন করে সবারে শ্রীহস্তে ধরিঞা ॥৬॥ তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি। প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি ॥ তুমি সব এই আমার বন্ধুকৃত্য কৈলে। ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥৭॥ এবে সবা স্থানে মুঞি মাগো এই দানে। সবে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥ ৮ ॥ বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব। একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব ॥ সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ। নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥ ৯ ॥ বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল। দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করে এই

করিয়া তথায় প্রেমাবেশে বহুপ্রকার নৃত্য গীত করিলেন ॥ ৪ ॥

চৈত্রমাসে নীলাচলে থাকিয়া সার্ব্বভৌমের বিমোচন করত বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৫ ॥

তৎকালে নিজভক্তগণ আনয়ন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের হস্তধারণ করত বিনয়সহকারে কহিলেন ॥ ৬ ॥

অহে বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক করিয়া জানি, বরঞ্চ প্রাণ পরিত্যাগ করা যায়, তথাপি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তোমরা আমার ইহাই বন্ধুচিত কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছ যে, আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইলে ॥ ৭ ॥

এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট এই দান প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা সকলে দক্ষিণ যাইতে আমাকে আজ্ঞা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

আমি অবশ্য বিশ্বরূপের উদ্দেশে গমন করিব, একাকী যাইব কিন্তু কাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইব না, আমি যে পর্য্যন্ত সেতুবন্ধ হইতে আগমন না করি, সেই পর্য্যন্ত তোমরা নীলাচলে অবস্থিতি করিবা ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভু বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তির বিষয় সকল অবগত থাকিলেও

ছল ॥ ১০ ॥ শুনিঞা সবার মনে হৈল মহাদুখ। বজ্র যেন মাথায় পড়ে শুখাইল মুখ ॥ ১১ ॥ নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কাহে হয়। একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥ এক দুই সঙ্গে চলু না পড় হঠরঙ্গে। যারে কহ এক দুই সেই চলু সঙ্গে ॥ ১২ ॥ দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি। আমি সঙ্গে চলি প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ ১৩ ॥ প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার। যৈছে তুমি নাচাহ তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ সন্ন্যাস করি আমি চলিলাও বৃন্দাবন। তুমি আমা লৈঞা আইলা অদ্বৈতভবন ॥ ১৪ ॥ নীলাচল আসিতে তুমি ভাঙ্গিলে মোর দণ্ড। তোমা সবার গাঢ়স্নেহে

দক্ষিণ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এইরূপ ছল করিলেন ॥ ১০ ॥

মহাপ্রভুর এই বাক্য শুনিয়া সকলের মনে মহাদুঃখ উপস্থিত হইল, তাঁহাদের মস্তকে যেন বজ্র পড়িল এবং তাঁহাদের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল ॥ ১১ ॥

তখন নিত্যানন্দ প্রভু কহিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, একাকী গমন করিলেন, ইহা কে সহ্য করিবে? দুই এক জন সঙ্গে যাউক, তাহা হইলে হঠরঙ্গে অর্থাৎ অকস্মাৎ কোন দুষ্টলোকের কুহকে পতিত হইবেন না, যাহাকে কহিবেন তাহারাই দুই একজন সঙ্গে গমন করুক ॥১২

আমি দক্ষিণদেশের সমুদায় পথ অবগত আছি, অতএব আপনি আমাকে আজ্ঞা দিউন আমি সঙ্গে গমন করি ॥ ১৩ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি নর্ত্তক এবং আপনি সূত্রধার, আপনি যে রূপে নৃত্য করান আমি সেইরূপে নৃত্য করিয়া থাকি। আমি সন্ন্যাস করিয়া বৃন্দাবন যাইতে ছিলাম, আপনি আমাকে অদ্বৈত গৃহে লইয়া আসিলেন ॥ ১৪ ॥

আপনি নীলাচলে আসিতে আমার দণ্ড ভাঙ্গিলেন, আপনাদিগের

আমার কার্য্যভঙ্গ ॥ ১৫ ॥ জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে। যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ১৬ ॥ কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা। ক্রোধে তিন দিন আমায় নাহি কহে কথা ॥ ১৭ ॥ মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম। তিন বার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥ অন্তরে দুঃখ জ্বালা কিছু নাহি কহে মুখে। ইহার দুঃখ দেখি আমার দ্বিগুণ হয় দুঃখে ॥ ১৮ ॥ আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী। সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি ॥ ইহার অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার। ইহাঁরে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হইতে। আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥ ১৯ ॥ তাতে তুমি

গাঢ়তর প্রেমে আমার সমুদায় কার্য্য বিনষ্ট হইল ॥ ১৫ ॥

জগদানন্দ আমাকে বিষয়ভোগ করাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমাকে যাহা কহেন, ভয়ে আমি সেইরূপ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৬ ॥

কখন যদি আমি ইহাঁর বাক্য অন্যথা করি, অমনি ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়েন, তিন দিন আমার সঙ্গে কথাও কহেন না ॥ ১৭ ॥

মুকুন্দ আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম দেখিয়া দুঃখী হইয়াছেন, শীতকালে আমার তিনবার স্নান ও ভূমিশয়নে ইহাঁর অন্তরে দুঃখ জ্বালা হইতেছে, কিন্তু মুখে কিছুই কহেন না। ইহাঁর দুঃখ দেখিয়া আমার দ্বিগুণ দুঃখ হয় ॥১৮

আমি সন্ন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী, ইনি সর্ব্বদা আমার উপরে শিক্ষাদণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর অগ্রে আমি ব্যবহার জানি না, আমার স্বতন্ত্র চরিত্র ইহাঁকে ভাল বোধ হয় না, কৃষ্ণকৃপা হেতু ইহাঁর লোকাপেক্ষা নাই কিন্তু আমি কখন লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না ॥ ১৯ ॥

এজন্য তোমরা সকল এই নীলাচলে অবস্থিতি কর, আমি কতি-

সব ইহা রহ নীলাচলে। দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥ ২০॥ ইহা সবার বশ প্রভু হয় যে যে গুণে। দোষারোপ ছলে করে গুণ আস্বাদনে॥ ২১॥ চৈতন্যের ভক্ত বাৎসল্য অকথ্য কথন। আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন সহন॥ সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়। সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥ ২২॥ গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিঞা। একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিঞা॥ তবে চারি জন বহু বিনতি করিল। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কিছু না মানিল॥ ২৩॥ তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার। দুঃখ সুখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥ কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার। বিচার করিঞা তাহা কর অঙ্গীকার॥ ২৪॥ কৌপীন বহির্বাস আর জলপাত্র। আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এইমাত্র।

পয় দিবস একাকী তীর্থ ভ্রমণ করিব॥ ২০॥

মহাপ্রভু ইহাদিগের যে যে গুণে বশীভূত হয়েন, দোষারোপ ছলে সেই সেই গুণ আস্বাদন করেন॥ ২১॥

চৈতন্যের যে প্রকার ভক্তবাৎসল্য তাহা বাক্যে বলিয়া শেষ করা যায় না, স্বয়ং বৈরাগ্য দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর ঐ দুঃখ দেখিয়া যে ভক্তের দুঃখ হয়, সেই দুঃখ তাঁহার শক্তিতে সহ্য করা যায় না॥ ২২॥

গুণে দোষারোপচ্ছলে সকলকে নিষেধ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক একাকী তীর্থ ভ্রমণ করিবেন, ঐ সময় চারি জন ভক্ত অনেক বিনয় করিলেন, মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কাহারও প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না॥ ২৩॥

তখন নিত্যানন্দ কহিলেন, আপনকার যে আজ্ঞা হয়, দুঃখ হউক বা সুখ হউক, তাহাই আমার কর্ত্তব্য, কিন্তু পুনর্ব্বার একটী নিবেদন করিতেছি আপনি বিচার করিয়া তাহা অঙ্গীকার করুন॥ ২৪॥

আপনার কৌপীন, বহির্বাস এবং জলপাত্র ভিন্ন আর কিছু নাই,

তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে। জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥২৫ প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন। জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ ॥ ২৬ ॥ কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ। ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥ জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে ॥ যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে ॥ ২৭ ॥ তবে তার বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে। তাহা সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম ঘরে ॥ ২৮ ॥ নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল। সবাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল ॥ ২৯ ॥ নানা কৃষ্ণ-বার্ত্তা কহি প্রভু কহিল তাহারে। তোমার ঠাঁঞি আইলাঙ আজ্ঞা

সঙ্গে ইহাই মাত্র যাইবে। আপনার দুই হস্ত নাম গণনায় আবদ্ধ, জল-পাত্র ও বহির্ব্বাস সকল কিরূপে বহন করিবেন ? ॥ ২৫ ॥

আপনি যখন প্রেমাবেশে পথ মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িবেন, তখন কে আপনার জলপাত্র ও বস্ত্র রক্ষা করিবে ? ॥ ২৬ ॥

এই কৃষ্ণদাস সরল ব্রাহ্মণ, ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাউন, আমার এই মাত্র নিবেদন গ্রহণ করুন, ইনি আপনার জলপাত্র ও বস্ত্র বহন করিয়া যাইবেন, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন, ইনি কিছুই কহিবেন না ॥ ২৭ ॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন, তৎপরে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া সার্ব্বভৌমের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥২৮

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে নমস্কারপূর্ব্বক আসন নিবেদন করিলেন এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাই-লেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু নানাপ্রকার কৃষ্ণকথায় আলাপ করত সার্ব্ব-ভৌমকে কহিলেন, আমি আপনকার নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে

মাগিবারে ॥ ৩০ ॥ সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে। অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ আজ্ঞা দেহ দক্ষিণে আমি অবশ্য চলিব। তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি আসিব ॥ ৩১ ॥ শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর। চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর ॥৩২॥ বহুজন্ম পুণ্যফলে পাইলু তোমার সঙ্গ। হেন সঙ্গ বিধি মোর করিব বিভঙ্গ ॥ ৩৩ ॥ শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৩৪ ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন। দিন কত রহ দেখি তোমার চরণ ॥ ৩৫ ॥ তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন। রহিলা দিবস কত না কৈল গমন ॥ ৩৬ ॥ ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ। গৃহে

আসিয়াছি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন, আমি অবশ্য তাহার অন্বেষণ করিব। আমি দক্ষিণদেশে গমন করিব, আপনি আমাকে আজ্ঞা প্রদান করুন, আপনার আজ্ঞায় সুমঙ্গলে ফিরিয়া আসিব ॥ ৩১ ॥

তখন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং চরণধারণপূর্ব্বক সবিষাদে উত্তর করিলেন ॥ ৩২ ॥

প্রভো! বহু জন্মের পুণ্যপ্রভাবে আপনকার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, বিধাতা কি আমাকে এরূপ সঙ্গ হইতে বিরহিত করিবেন? ॥ ৩৩ ॥

যদি মস্তকে বজ্রপাত হয় অথবা পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি কিন্তু তথাপি আপনকার বিচ্ছেদ সহ্য করা দুঃসাধ্য ॥ ৩৪ ॥

আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, গমন করিবেন, কিন্তু কতক দিন এই স্থানে অবস্থিতি করুন, আমি আপনকার চরণ দর্শন করি ॥ ৩৫ ॥

তখন সার্ব্বভৌমের এই প্রার্থনায় মহাপ্রভুর মন শিথিল হইল, সুতরাং তথায় কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিলেন, গমন করিলেন

পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন ॥ ৩৭ ॥ তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম ষষ্ঠীর মাতা। রান্ধি ভিক্ষা দেন তেঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার। এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা সমাচার ॥৩৮ দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য স্থানে। চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আর দিনে ॥ ৩৯ ॥ প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা। প্রভু তেহোঁ জগন্নাথমন্দিরে আইলা ॥ দর্শন করি ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিল। পূজারী প্রভুরে মালা প্রসাদ আনি দিল ॥ ৪০ ॥ আজ্ঞা মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি। আনন্দে দক্ষিণদেশ চলিলা গৌরহরি ॥ ৪১ ॥ ভট্টাচার্য্য

না ॥ ৩৬ ॥

ঐ সময়ে ভট্টাচার্য্য আগ্রহপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গৃহে পাক করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ॥ ৩৭ ॥

সার্ব্বভৌমের ব্রাহ্মণীর নাম ষষ্ঠীর মাতা, তিনি রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতেন, উহাঁর কথা অতি আশ্চর্য্য, অগ্রে তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব, এক্ষণে মহাপ্রভুর দক্ষিণযাত্রা বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের গৃহে দিবস চারি অবস্থিতি করত অন্য এক দিবস ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩৯ ॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলেন, তৎপরে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক দর্শন করিয়া ঠাকুরের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে পূজারী প্রসাদ মালা, আনিয়া প্রভুকে অর্পণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

আজ্ঞা মালা প্রাপ্ত হইয়া হর্ষভরে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া

সঙ্গে আর যত নিজগণ। জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ ৪২ ॥ সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ-পথে। সার্ব্বভৌম কহিলা আচার্য্য গোপীনাথে ॥ ৪৩ ॥ চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে। তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥ ৪৪ ॥ তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে। অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে ॥ রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে। অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥ শূদ্রবিষয়ি জ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা। আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা ॥৪৫ ॥ তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহ এক জন। পৃথিবীতে রসিকভক্ত নাহি তাঁর সম ॥

গৌরহরি আনন্দমনে দক্ষিণদেশ যাত্রা করিলেন ॥ ৪১ ॥

যাত্রাকালীন ভট্টাচার্য্য ও আপনার যত গণ ছিল, তাহাদের সঙ্গে জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

সমুদ্রের তীরে তীরে আলালনাথ-পথে আগমন করিতে লাগিলে পথ মধ্যে সার্ব্বভৌম গোপীনাথাচার্য্যকে কহিলেন—॥ ৪৩ ॥

আমি চারিখানি কৌপীন ও বহির্ব্বাস গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা এবং প্রসাদান্ন ব্রাহ্মণদ্বারা লইয়া আইস ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর সার্ব্বভৌম প্রভুর পাদপদ্মে কহিলেন, অবশ্য আমার এই নিবেদন রক্ষা করিবেন, গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে রামানন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি আছেন, তিনি বিদ্যানগরের অধিকারী তাঁহাকে শূদ্র ও বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন না আমার বাক্যে তাঁহার সহিত অবশ্য মিলিত হইবেন ॥ ৪৫ ॥

তিনি একমাত্র আপনার সঙ্গযোগ্য হয়েন, পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য রসিক ভক্ত নাই, তিনি পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরস এই দুইয়ের সীমা

পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তিঁহ সীমা । সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥৪৬॥ অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তার না বুঝিয়া । পরিহাস করিয়াছি বৈষ্ণব বলিয়া ॥ তোমার প্রসাদে ইবে জানিল তার তত্ত্ব । সম্ভাষিলে জানিবে তার যেমন মহত্ত্ব ॥ ৪৭ ॥ অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন । তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে । নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥ ৪৮ ॥ এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন । মূর্চ্ছিত হইঞা তাহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ তাঁরে উপেক্ষিঞা কৈল শীঘ্র গমন । কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন ॥ মহানুভাবের স্বভাব এইমত হয় । পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময় ॥ ৪৯ ॥

স্বরূপ, আপনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিলেন ॥ ৪৬ ॥

তাঁহার অলৌকিক বাক্য ও চেষ্টা না বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিহাস করিয়াছি, আপনকার অনুগ্রহে এক্ষণে তাঁহার তত্ত্ব জানিয়াছি, আপনি আলাপ করিলে তাঁহার মহত্ত্ব জানিতে পারিবেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহার বচন অঙ্গীকার পূর্ব্বক বিদায় দিবার জন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন আপনি গৃহে গিয়া কৃষ্ণ ভজন করুন, আর আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আপনকার অনুগ্রহে যেন পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন করি ॥ ৪৮ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া শীঘ্র গমন করিলেন। মহাপ্রভুর চিত্ত ও মন কে বুঝিতে সমর্থ হইবে ? পুষ্প যেমন কোমল ও বজ্র যেমন কঠিন হয়, এইরূপ মহানুভবদিগের স্বভাব হইয়া থাকে ॥৪৯॥

তথাহি ভবভূতিকৃতবীরচরিতোত্তররামচরিতয়োঃ। ৩। ২। অঙ্কয়োঃ॥

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥ ৫০॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল। তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল॥ ৫১॥ ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ। বস্ত্র প্রসাদ লঞা তাবৎ আইলা গোপীনাথ॥ ৫২॥ সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা। নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥ প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ। দেখিতে আইল তাঁহা বৈসে যত জন॥ ৫৩॥

বজ্রাদপীতি। লোকোত্তরাণাং অলৌকিকানাং ভগবদাদীনাং চেতাংসি মনাংসি নু ভো বিজ্ঞাতুং কো জনঃ ঈশ্বরঃ সমর্থঃ। কথম্ভূতানি ভগবন্মনাংসি বজ্রাদপি মহাকুলিশাদপি কঠোরাণি কঠিনানীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশানি কুসুমাৎ মহাকোমলাদপি মৃদূনি কোমলানীত্যর্থঃ। অত্যন্তমৃদূনি অবমর্দ্দাসহানীতি যাবৎ॥ ৫০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভবভূতিকৃত বীরচরিত ও
উত্তররামচরিতের তৃতীয় এবং দ্বিতীয় অঙ্কের শ্লোকার্থ যথা॥

অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠিন এবং পুষ্প অপেক্ষাও কোমল, সুতরাং তাহা কেহই জানিতে সমর্থ হয় না॥ ৫০॥

অনন্তর নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যকে উঠাইয়া তাঁহার লোকসঙ্গে দিয়া তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন॥ ৫১॥

সে যাহা হউক, তৎপরে ভক্তগণ আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গ লইলেন, এক কালের মধ্যে গোপীনাথাচার্য্য বস্ত্র ও প্রসাদ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৫২॥

তদনন্তর মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে লইয়া আলালনাথে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করত বহু বহু স্তুতি পাঠ করিয়া কতক্ষণ প্রেমাবেশে নৃত্য করিলেন, সেইস্থানে যত লোক বাস করে তাহারা সকলেই মহা-

চতুর্দ্দিকের লোক সব বলে হরি হরি । প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৫৪ ॥ কাঞ্চনসদৃশ দেহ অরুণ বসন । পুলকাশ্রু * কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৫৫ ॥ দেখিঞা লোকের মনে হৈল চমৎকার । যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর ॥ কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল । প্রেমে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল ॥ ৫৬ ॥ দেখি নিত্যা-নন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে । এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥৫৭॥ অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায় । তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৫৮ ॥ মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইঞা । তাহা

প্রভুকে দর্শন করিতে আসিল ॥ ৫৩ ॥

চতুর্দ্দিকের লোকসকল "হরিবোল হরিবোল" বলিতে লাগিলে গৌরহরি তাহাদিগের মধ্যে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহাপ্রভুর কাঞ্চনসদৃশ দেহ, পরিধেয় বসন অরুণবর্ণ, দেহে পুলক, অশ্রু, কম্প ও স্বেদসকল ভূষণস্বরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

দর্শন করিয়া লোকসকলের মনে চমৎকার বোধ হইল, যত লোক আইসে, কেহ গৃহে গমন করে না, তন্মধ্যে কেহ নৃত্য ও কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বলিয়া গান করিতেছে, এইরূপে বৃদ্ধ, যুবা ও বালক সকলেই প্রেমে ভাসিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

নিত্যানন্দ প্রভু দর্শন করিয়া ভক্তসকলকে কহিলেন, ভক্তগণ ! এইরূপ নৃত্য গ্রামে গ্রামেই হইবে ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর যখন দেখিলেন বহুকাল হইল লোক সকল মহাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া গমন করিতেছে না, তখন নিত্যানন্দ উপায় সৃষ্টি করিলেন ॥৫৮॥

মধ্যাহ্ন করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন,

* অশ্রু প্রভৃতির লক্ষণ মধ্যলীলার ৭৩ । ৭৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ।

আইসে দেখিতে লোক চৌদিগে ধাইঞা ॥৫৯॥ মধ্যাহ্ন করিঞা আইলা দেবতা মন্দিরে। নিজগণ প্রবেশি কবাট দিল দ্বারে ॥ তবে গোপীনাথ দুই প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল ॥৬০ শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে। হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে ॥৬১॥ তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন। আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন ॥ ৬২ ॥ এইমত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোক আইসে যায়। বৈষ্ণব হইল লোক নাচে কৃষ্ণগায় ॥ ৬৩ ॥ এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে।

সেখানেও প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকসকল দৌড়িয়া আসিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া দেবমন্দিরে আগমন করিলে নিজ পরিকরগণ প্রবেশ করিয়া দ্বারে কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন ॥

তখন গোপীনাথাচার্য্য দুই প্রভুকে ভিক্ষা (ভোজন) করাইয়া প্রভুর প্রসাদান্ন সকলকে বণ্টন করিয়া দিয়া আপনিও ভক্ষণ করিলেন ॥ ৬০ ॥

শ্রবণমাত্র লোকসকল বহির্দ্বারে আসিয়া "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

তখন মহাপ্রভু দ্বার মোচন করাইলে লোকসকল আসিয়া আনন্দে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥

এই প্রকার সন্ধ্যাপর্য্যন্ত লোকসকল যাতায়াত করিতে লাগিল, সকলেই বৈষ্ণব হইল এবং সকলেই নৃত্য ও কৃষ্ণ বলিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল ॥

এইরূপে সেইস্থানে ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গে রজনী যাপন

সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন। ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥ ৬৪ ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা। তাহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥ ৬৫ ॥ বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা। পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র বস্ত্র লঞা ॥ ৬৬ ॥ ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞি রহিলা। আর দিন দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥ ৬৭ ॥ মত্ত-সিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন। প্রেমাবেশে যায় করি নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যং ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি। হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ ইত্যাদি মাং রক্ষ রক্ষাং কুরু। মাং পাহি পবিত্রং

লেন। অনন্তর প্রাতঃকালে স্নান করিয়া ভক্তদিগকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া তথা হইতে গমন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তখন মহাপ্রভুর বিরহে সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কাহারও প্রতি মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিলেন না ॥ ৬৫ ॥

মহাপ্রভু ভক্তবিরহে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া দুঃখিতচিত্তে গমন করিতেছেন, কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বস্ত্র লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

ভক্তগণ ঐ দিবস উপবাস করিয়া তথায় অবস্থিত রহিলেন, পর দিবস মহাপ্রভু দুঃখিতচিত্তে নীলাচলে আগমন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

সে যাহা হউক, এ দিকে মত্তসিংহপ্রায় মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যার্থ যথা—

কৃষ্ণ ইত্যাদি পদগুলি সমুদায় সম্বোধন, রক্ষ এবং পাহি, এই দুই

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাং।

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং ॥ ৬৯ ॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি ॥ সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ। প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ ॥ ৬৯ ॥ কত দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭০ ॥ সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন। কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥ যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম। এই মত বৈষ্ণব কৈল সব

দুর্গমার্থঃ। অনাৎ সুগমমিতি ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার অর্থ এই যে আমাকে রক্ষা কর, পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, হে রাম! হে রাঘব! হে কৃষ্ণ! হে কেশব! আমায় রক্ষা কর ॥ ৬৯ ॥

গৌরহরি এই শ্লোক পাঠ করিয়া পথে যাইতেছেন এবং পথে যাহাকে দেখিতে পান, তাহাকেই কহেন "হরি বল হরি বল" মহাপ্রভু যাহাকে হরি বলিতে উপদেশ করেন, সেই ব্যক্তিই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক দর্শনলালসায় প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকে ॥

মহাপ্রভু তাহাকে কতক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া থাকিয়া শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করেন ॥ ৭০ ॥

সেই ব্যক্তি নিজগ্রামে গমন করিয়া "হরিবোল" বলিয়া নিরন্তর হাস্য, রোদন ও ক্রন্দন করিতে থাকে এবং যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর, এইরূপে সেই ব্যক্তি নিজের গ্রামস্থ লোক সমুদায়কে বৈষ্ণব করিয়া তুলিল ॥ ৭১ ॥

নিজগ্রাম ॥ ৭১ ॥ গ্রামান্তর হৈতে আইসে দৈবে যত জন। তাহার দর্শন কৃপায় হয় তার সম ॥ সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়। অন্য-গ্রামী আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥ সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ। এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ ॥ ৭২ ॥ এই মত পথে যাইতে শত শত জন। বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন ॥ যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে যার ঘরে। সেই গ্রামের লোক আইসে প্রভু দেখিবারে ॥ ৭৩ ॥ প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগত ॥ ৭৪ ॥ এই মত কৈল যাবৎ গেলা সেতু-বন্ধে। সব দেশ ভক্ত হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ৭৫ ॥ নবদ্বীপে যেই

দৈববশতঃ গ্রামান্তর হইতে যত লোক আগমন করে, তাহার দর্শন কৃপায় তাহার তুল্য হয় এবং সে ব্যক্তি আপনার গ্রামে গমন করিয়া গ্রাম সমুদায় বৈষ্ণব করে, তথা অন্য গ্রামের লোক তাহাকে দেখিয়া বৈষ্ণব হয়, সে ব্যক্তিও আবার অন্য গ্রামে গিয়া উপদেশ প্রদান করে, এইরূপে সমুদায় দক্ষিণদেশস্থ লোক বৈষ্ণব হইয়া উঠিল ॥ ৭২ ॥

মহাপ্রভু এই মত পথে যাইতে যাইতে আলিঙ্গন দানে শত শত লোককে বৈষ্ণব করিলেন এবং যে গ্রামে অবস্থিতি করিয়া যাহার গৃহে ভিক্ষা করেন, সেই গ্রামের লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করে ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর কৃপায় সকলেই মহাভাগবত হইলেন এবং তাঁহারা আচার্য্য হইয়া জগৎ উদ্ধার করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গমন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে দেশের সমুদায় লোক পরম বৈষ্ণব হইল ॥ ৭৫ ॥

মহাপ্রভু নবদ্বীপে যে শক্তি প্রকাশ করেন নাই সেই শক্তি প্রকাশ

শক্তি না কৈল প্রকাশে। সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥৭৬ প্রভুরে সে ভজে যারে তাঁর কৃপা হয়। সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয় ॥ ৭৭ ॥ অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস। ইহলোক পর-লোক তার হয় নাশ ॥ ৭৮ ॥ প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন। এই-রূপ জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ॥ ৭৯ ॥ এই মত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থান। কূর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন প্রণাম॥ প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈলা। দেখি সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥৮০ আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে। প্রভু-রূপ প্রেম দেখি চমৎকারে ॥ ৮১। দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি। প্রেমাবেশে

করিয়া দক্ষিণদেশ নিস্তার করিলেন ॥ ৭৬ ॥

যাহার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হয়, সেই তাঁহাকে ভজন করে এবং সেই ব্যক্তিই এই সব লীলা সত্য করিয়া মানে ॥ ৭৭ ॥

যে মনুষ্যের এই অলৌকিক লীলায় বিশ্বাস না জন্মে, তাহার ইহ-লোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয় ॥ ৭৮ ॥

হে বৈষ্ণবগণ! মহাপ্রভু যেরূপে গমন করিয়াছিলেন, তাহার এই প্রথম বর্ণন করিলাম, এইরূপ সমুদায় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, জানিবেন ॥ ৭৮ ॥

সে যাহা হউক, মহাপ্রভু এই মত গমন করিতে করিতে কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কূর্ম্ম দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম করিলেন, তথা প্রেমাবেশে হাস্য, রোদন, নৃত্য ও গীত করিতে লাগিলেন, দর্শন করিয়া লোক সকলের চিত্তে চমৎকার বোধ হইল ॥৮০ অনন্তর লোক সকল আশ্চর্য্য শুনিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিল, প্রভুর রূপ ও প্রেম দর্শন করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল ॥৮১॥

নাচে লোক ঊর্দ্ধ বাহু করি ॥ ৮২॥ কৃষ্ণ নাম লোকমুখে শুনি অবিরাম। সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সর্ব্ব গ্রাম ॥ এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল। কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ৮৩ ॥ কত ক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা। কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ যেই যেই ক্ষেত্র যান তাঁহা এই ব্যবহার। এক ঠাঞি কহিল না কহিব আর বার ॥ ৮৪ ॥ কূর্ম্মনামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ। বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন। সেই জল বংশ সহ করিল ভক্ষণ ॥ ৮৫ ॥ অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল। গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥ ৮৬ ॥ যেই পাদপদ্ম

এবং প্রভুর দর্শনে বৈষ্ণব হইয়া "কৃষ্ণ হরি" এই নাম উচ্চারণ করত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

লোকমুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিয়া সেই লোক অন্য সমুদায় গ্রাম বৈষ্ণব করিল, এইরূপ পরম্পরায় সমুদায় দেশস্থ লোক বৈষ্ণব হইল, তাহারা কৃষ্ণনামামৃত- বন্যায় সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিল ॥ ৮৩ ॥

সে যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণানন্তর মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশ করিলে কূর্ম্মদেবের সেবকগণ তাঁহার প্রতি বহুতর সম্মান করিলেন, যে যে ক্ষেত্রে যায়েন তথায় এইরূপ ব্যবহার হয়, একস্থানের বিবরণ এই বর্ণন করিলাম, অন্য স্থানের আর বর্ণন করিব না ॥ ৮৪ ॥

সেই গ্রামে কূর্ম্মনামক এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণ বহুতর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে আনিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জল সবংশে পান করিলেন ॥ ৮৫ ॥

তৎপরে অনেক প্রকার স্নেহের সহিত ভিক্ষা করাইয়া গোস্বামির

তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে। সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥৮৭ আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন। আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন ॥ কৃপা কর মহাপ্রভু যাঙ তোমার সঙ্গে। সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে ॥ ৮৮ ॥ প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা। গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥ যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥ ৮৯ ॥ কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥ ৯০ ॥ এই মত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা। সেই ঐছে কহে তারে করান এই

অবশিষ্ট প্রসাদান্ন সবংশে ভোজন করিলেন ॥ ৮৬ ॥

তদনন্তর কহিলেন, প্রভো! আপনকার যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা ধ্যান করেন, সাক্ষাৎ সেই পাদপদ্ম আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, আমার ভাগ্যের কথা বলিতে পারা যায় না, আজ আমার জন্ম, কুল ও ধন এ সমুদায় ধন্য হইল। হে মহাপ্রভো! আমি আপনার সঙ্গে গমন করিব, আমার প্রতি কৃপা করুন, আর বিষয়তরঙ্গের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ৮৮ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি এ প্রকার কথা আর মুখে আনিবেন না, গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন, আর যাহাকে দেখেন তাহাকে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিউন, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া এই দেশ উদ্ধার করুন ॥ ৮৯ ॥

আপনাকে কখন বিষয়-তরঙ্গ বাধা দিবে না, পুনর্ব্বার এই স্থানে আমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯০ ॥

মহাপ্রভু এইরূপ যাহার গৃহে ভিক্ষা করেন, সে ব্যক্তিও এই

শিক্ষা ॥ ৯১ ॥ পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে। যার ঘরে ভিক্ষা করে দুই চারি স্থানে ॥ কূর্ম্ম যৈছে রীত ঐছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি। নীলাচল পুন যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥ ৯২ ॥ অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার। এই মত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ৯৩ ॥ এই মত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা। স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত চলিলা ॥ প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহু দূর গেলা। প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥ ৯৪ ॥ বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়। সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ সেহো কীড়াময় ॥ যেই কীড়া অঙ্গ হৈতে ভূমি পড়ি যায়। উঠাইঞা সেই কীট রাখে সেই ঠাঁই ॥ ৯৫ ॥ রাত্রিতে শুনিল তেঁহো গোসাঞির আগমন। দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ৯৬ ॥ প্রভুর গমন

প্রকার কহে এবং তিনি তাহাকেও ঐরূপ শিক্ষা প্রদান করেন ॥ ৯১ ॥

পথে যাইতে দেবালয়ে যে গ্রামে অবস্থান করেন, তথা, দুই চারি স্থানে যাহার গৃহেই ভিক্ষা করেন, বা কূর্ম্মক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, নীলাচলে পুনরাগমন না করা পর্য্যন্ত মহাপ্রভু তদ্রূপ রীতি সকল স্থানেই করিয়াছিলেন ॥ ৯২ ॥

অতএব এই স্থানে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিলাম, সর্ব্বত্র প্রভুর এই মত ব্যবহার জানিতে হইবে ॥ ৯৩ ॥

প্রভু এইরূপ সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে স্নান করিয়া যাত্রা করিলেন, কূর্ম্ম ব্রাহ্মণ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুদূর গমন করিলে, প্রভু যত্ন করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর বাসুদেব নামে সৎস্বভাবাপন্ন এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়, তাহাতে অনেক কৃমি জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে যে কৃমি ভূমিতে পতিত হইল তিনি তাহা উঠাইয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানেই রাখিতেন ॥ ৯৫ ॥

ঐ ব্রাহ্মণ রাত্রিতে শুনিলেন মহাপ্রভুর আগমন হইয়াছে, পর-

কূর্ম্ম মুখে ত শুনিঞা। ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইঞা॥ অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা। সেই ক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা॥ প্রভুর স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূর গেল। আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥ ৯৭॥ প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন। শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥ ৯৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮১ অধ্যায় ১৪ শ্লোকে যথা—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।

ভাবার্থদীপিকা। ১০। ৮১। ১৪। পাপীয়ান্ নীচঃ॥

বৈষ্ণবতোষণী। ব্রহ্মণ্যতামেবাহ ক্বেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্।

দিবস প্রাতঃকালে কূর্ম্ম ব্রাহ্মণের গৃহে দর্শন করিতে আগমন করিলেন॥ ৯৬॥

অনন্তর কূর্ম্মের মুখে যখন শুনিতে পাইলেন মহাপ্রভু গমন করিয়াছেন, তখন বাসুদেব দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হওত অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ সময়ে মহাপ্রভু পুনর্ব্বার আগমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, আহা! প্রভুর কি আশ্চর্য্য কৃপা, তাঁহার অঙ্গস্পর্শমাত্রে বাসুদেবের দুঃখের সহিত কুষ্ঠরোগ দূরীভূত হইল এবং আনন্দসহকারে শরীর সুন্দর হইয়া উঠিল॥ ৯৭॥

সে যাহা হউক, প্রভুর কৃপা দেখিয়া বাসুদেবের মন বিস্মিত হইল এবং প্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক একটী শ্লোক পাঠ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৯৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৮১ অধ্যায়ে
১৪ শ্লোকে শ্রীদামা ব্রাহ্মণের উক্তি যথা—

শ্রীদাম কহিলেন, আহা! কোথায় আমি নীচ দরিদ্র, আর কোথা সেই লক্ষ্মীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ, আহা! আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি দুই

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ইতি ॥ ৯৯ ॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়। জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয় ॥ মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইঞা। এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিঞা ॥ ১০০ ॥ প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান। নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥ কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিব অঙ্গীকার ॥ ১০১ ॥ এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে। দুই বিপ্রে গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১০২ ॥ বাসুদেব উদ্ধার এই কহিল আখ্যান। বাসুদেবা-

---

এবং কৃষ্ণসুদাপীয়স্বয়োস্তথা দারিদ্র্যশ্রীনিকেতত্বয়োর্বিরোধঃ। তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং নতু সখ্যং। তদাত্মনোঽহতীবাযোগ্যমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি ন কেবলং পরিরব্ধ এব ॥ ৯৯ ॥

হস্তে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৯৯ ॥

বাসুদেব বহু প্রকার স্তুতি করিয়া কহিলেন, হে দয়াময়! শ্রবণ করুন, আপনাতে যে গুণ আছে, তাহা জীবে সম্ভব হয় না। আমাকে দেখিয়া আমার গন্ধে পামর লোক সকলও পলায়ন করে, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, এতাদৃশ আমাকে স্পর্শ করিলেন। কিন্তু আমি অধম হইয়া ভাল ছিলাম, এক্ষণে আমার অহঙ্কার জন্মিবে ॥ ১০০ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার অভিমান হইবে না, তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং কৃষ্ণ উপদেশ করিয়া জীব সকলের নিস্তার কর, তাহা হইলে অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন ॥ ১০১ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান হইলে দুইজন ব্রাহ্মণ প্রভুর গুণে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১০২ ॥

মৃতপ্রদ হইল প্রভুর নাম ॥ ১০৩ ॥ এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন। কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন ॥ শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ। অবিলম্বে মিলে তারে চৈতন্যচরণ ॥ ১০৪ ॥ চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি। সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ। তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥ ১০৫ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৬

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রা বাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যলীলায়াং সপ্তম ॥ * ॥

গ্রন্থকার কহিলেন, অহে ভক্তগণ! আমি এই বাসুদেব ব্রাহ্মণের আখ্যান বর্ণন করিলাম, এই সময় হইতে বাসুদেবামৃতপ্রদ বলিয়া মহাপ্রভুর নাম হইল ॥ ১০৩ ॥

আমি মহাপ্রভুর এই প্রথম গমনলীলা কীর্ত্তন করিলাম, ইহাতে কূর্ম্মদর্শন ও বাসুদেব ব্রাহ্মণের বিমোচন বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিয়া এই লীলা শ্রবণ করেন, অবিলম্বে তাঁহার চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ১০৪ ॥

আমি চৈতন্যলীলার আদি অন্ত কিছুই জানি না, মহানুভবদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি, ভ[ক্ত]গণ এবিষয়ে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না আপনাদিগের পাদপদ্ম আমার একান্ত আশ্রয় স্বরূপ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১০৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পনীতে দক্ষিণযাত্রা তথা বাসুদেবের উদ্ধ[ার] নামক সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে, স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি। *

সঞ্চার্য্যেতি। গৌরাব্ধিঃগৌরসমুদ্রঃ রামাভিধমেঘে রামানন্দরায়রূপিমেঘে স্বভক্তি-সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য সঞ্চারং কৃত্বা অমুনা রামানন্দরায়েণ এতৈঃ সিদ্ধান্তচয়ামৃতৈ-র্বিতীর্ণৈঃ প্রদত্তৈর্বর্ষিতৈঃ। তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি প্রাপ্নোতি। তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়স্যার্থমাহ তানি সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি জানন্তি যে তে এব তজ্জ্ঞা রত্নজ্ঞা ভক্তা ইতি যাবৎ তেষাং স্বরূপ-স্তজ্জ্ঞত্বং তস্য সম্বন্ধে রত্নানামালয়স্তস্য ভাবস্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি প্রাপ্নোতি রত্নজ্ঞানাং সম্বন্ধে রত্নালয়তাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যথা নৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্। রত্নালয়ো

গৌরসমুদ্র রামাভিধমেঘে অর্থাৎ রামানন্দরায়রূপি মেঘে স্বীয় ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃত (জল) সঞ্চার করিয়া ঐ রামমেঘকর্ত্তৃক ঐ সিদ্ধান্তচয়রূপ অমৃত বর্ষণদ্বারা সেই গৌরসমুদ্র তজ্জ্ঞত্বরূপ রত্নের আলয়ত্বকে প্রাপ্ত হইতেছেন অর্থাৎ সেই ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ ভক্ত সকলের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নালয়াভিধানকে প্রাপ্ত হইতেছেন, যেমন সমুদ্র স্বকীয় জলদ্বারা মেঘ সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া সেই মেঘ সকল কর্ত্তৃক

* এই শ্লোকে সাঙ্গনামক রূপক অলঙ্কার। লক্ষণ যথা॥

"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।
সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ॥"

অস্যার্থঃ। অঙ্গ সহিত অঙ্গিরূপক যদি রূপিত অর্থাৎ উপমানের সহিত একরূপে বর্ণিত হয়, তাহাকে সাঙ্গরূপক কহে, এই সাঙ্গরূপক সমস্তবস্তুবিষয় ও একদেশবিবর্ত্তিভেদে দুই প্রকার। এস্থানে গৌরাব্ধি অর্থাৎ গৌরসমুদ্র এইটী অঙ্গী, ভক্তবর রামানন্দরায় মেঘ, স্ব-ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ অমৃত এবং তজ্জ্ঞত্বরত্নালয় এই গুলি অঙ্গ, এইরূপে অঙ্গের সহিত অঙ্গির বর্ণনে সাঙ্গরূপক হইল এবং রামাভিধভক্তমেঘ, স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃত, তজ্জ্ঞত্বরত্নালয় ও গৌরাব্ধি এই গুলিতে সমস্ত অঙ্গ থাকায় ঐ সাঙ্গরূপক সমস্তবস্তুবিষয় হইয়াছে॥

গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈস্তজ্জত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে করিল গমনে। জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্রে গেলা কত দিনে ॥ ৩ ॥ নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি। প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি ॥

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১ শ্লোকস্য
শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতমাগমবচনং।

স্তবস্তোভিবৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ। ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ স্থায়িভাবলহর্য্যাং ॥ ১ ॥

বৃষ্ট জলদ্বারা আকৃষ্ট এবং জাত মণিমুক্তাদি রত্ন সমূহেতে আবার রত্না-করাভিধানকে প্রাপ্ত হয়েন তদ্রূপ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

গৌরাঙ্গদেব পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রে গমন করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে গিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৩ ॥

তথায় নৃসিংহ দর্শন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ নমস্কার করত প্রেমাবেশে বহু-ক্ষণ নৃত্য, গীত ও স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥

স্তুতি যথা—শ্রীনৃসিংহ জয় যুক্ত হউন, শ্রীনৃসিংহ জয় যুক্ত হউন, শ্রীনৃসিংহ জয় যুক্ত হউন, হে প্রহ্লাদেশ্বর! আপনি লক্ষ্মীর মুখপদ্মের ভৃঙ্গস্বরূপ, আপনার জয় হউক ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ের ১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়
শ্রীধরস্বামিধৃত আগমবচন যথা ॥

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥ ইতি॥ ৫॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল। নৃসিংহসেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥ ৬॥ পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ। সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥ ৭॥ প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে। দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি রাত্রি দিবসে॥ ৮॥ পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সব লোকগণে। গোদাবরী তীরে চলি আইলা কত দিনে॥ গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ। তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥ ৯॥ সেই

উগ্রোঽপ্যনুগ্রেতি। অয়ং নৃকেশরী নৃসিংহঃ স্বভক্তানাং সম্বন্ধে উগ্রোঽপি অনুগ্রঃ শান্তঃ অন্যেষামসুরাণাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ কেশরীব। যথা কেশরী স্বপোতানাং স্বপুত্রাণাং সম্বন্ধে অনুগ্রঃ অন্যেষাং ব্যাঘ্রভল্লূকাদীনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রম ইত্যর্থঃ॥ ২॥

এই নৃসিংহদেব উগ্র হইলেও ভক্তদিগের সম্বন্ধে অনুগ্র অর্থাৎ শান্ত, কিন্তু অন্য অর্থাৎ অসুরদিগের সম্বন্ধে উগ্রবিক্রম, যেমন সিংহ স্বীয়-পুত্রদিগের সম্বন্ধে অনুগ্র, পরন্তু ব্যাঘ্র ভল্লূকাদির সম্বন্ধে উগ্রবিক্রম তদ্রূপ॥ ৫॥

গৌরহরি এই প্রকার নানা শ্লোক পাঠপূর্ব্বক স্তুতি করিতে লাগিলে নৃসিংহদেবের সেবকগণ মালা প্রসাদ আনয়ন করিয়া অর্পণ করিলেন॥৬

পূর্ব্বের ন্যায় কোন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করায় মহাপ্রভু সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া গমন করিলেন॥ ৭॥

পর দিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রেমাবেশে যাইতে লাগিলেন, তৎকালীন তাঁহার, দিক্ বা বিদিক্, দিন কি রাত্রি, কিছু মাত্র জ্ঞান ছিল না॥ ৮॥

পূর্ব্বের ন্যায় লোকসকলকে বৈষ্ণব করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে

বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান। গোদাবরী পার হঞা কৈল তাঁহা স্নান॥ ১০॥ ঘাট ছাড়ি কত দূরে জল সন্নিধানে। বসিয়া করেন প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনে॥ হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দরায়। স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥ ১১॥ তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ। বিধিমত কৈল তেঁহ স্নান তর্পণ॥ প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়। তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥ তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিঞা। রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিঞা॥ ১২॥ সূর্য্যশতসমকান্তি অরুণ বসন। সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥ দেখিতে তাঁহার মনে

গোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী দর্শনে মহাপ্রভুর যমুনা স্মরণ এবং তীরে বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি হইল॥ ৯॥

মহাপ্রভু সেই বনে কতক ক্ষণ নৃত্য গীত করিয়া গোদাবরী পার হওত তাহাতে স্নান করিলেন॥ ১০॥

পরে ঘাট পরিত্যাগপূর্ব্বক কতক দূরে জলের নিকট উপবেশন করত নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বাদ্যবাজাইয়া দোলারোহণপূর্ব্বক রামানন্দরায় স্নান করিতে আগমন করিলেন॥ ১১॥

তাঁহার সঙ্গে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন, তিনি যথাবিধি স্নান তর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া জানিতে পারিলেন এই ব্যক্তি রামানন্দরায়, তবে এখন ইহাঁর সঙ্গে গিয়া মিলিত হই, এই বলিয়া যদিচ মহাপ্রভুর মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল তথাপি তিনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক বসিয়া থাকিলেন, রামানন্দরায় অপূর্ব্ব সন্ন্যাসি দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১২॥

তিনি মহাপ্রভুর শত সূর্য্যের ন্যায় কান্তি, অরুণ বসন, মনোহর সুদীর্ঘ শরীর ও কমল নয়ন, এই প্রকার আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিয়া

হৈল চমৎকার। আসিঞা করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥১৩॥ উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ। তেঁহ কহে সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ ॥ তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥ ১৪ ॥ স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা। দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ * স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ্য। দোঁহার মুখে শুনি গদ্গদ কৃষ্ণবর্ণ ॥১৫॥ দেখিঞা ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার। বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥ এই ত সন্ন্যাসির তেজ দেখি

রামানন্দরায়ের মনে চমৎকার বোধ হইল এবং তিনি আসিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন মহাপ্রভু রামানন্দরায়কে কহিলেন, উঠ উঠ, কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল, যদিচ তৎকালে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ হইল, তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রামানন্দরায়? এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, হাঁ! আমি সেই বটি, আমি দাস, শূদ্রজাতি ও মন্দব্যক্তি। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলে প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য দুই জনে অচেতন হইলেন ॥ ১৪।

দুই জনের স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হইল, দুই জন পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া দুই জনেই ভূমিতে পতিত হইলেন, দুই জনের মুখে গদ্গদস্বরে কৃষ্ণবর্ণ শ্রবণ করিয়া দুই জনের দেহে, স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক ও বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিকভাব সকলের উদয় হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের চমৎকার বোধ হইল, বৈদিক ব্রাহ্মণসকল বিচার করিতে লাগিলেন যে, ইনি ত সন্ন্যাসী, ইহাঁর তেজ ব্রহ্ম সমান

* অশ্রুপ্রভৃতির লক্ষণ মধ্যলীলার। ৭২। ৭৩। ৭৪। পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ॥

ব্রহ্ম সম। শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥ এই মহারাজ পাত্র পণ্ডিত গম্ভীর। সন্ন্যাসির স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥ এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন। বিজাতীয় লোক দেখি হইল সম্বরণ॥ সুস্থ হঞা দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা। তবে হাঁসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥ ১৬॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণ। মিলিতে তোমারে মোরে করিল যতন॥ তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন। ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥ ১৭॥ রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান। পরোক্ষে হ মোর হিতে হয় সাবধান॥ তাঁর কৃপায় তোমার চরণ দর্শন। আজি সে সফল মোর মনুষ্য জনম॥ সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার

দেখিতেছি, শূদ্র আলিঙ্গন করিয়া কেন রোদন করিতেছেন! আর ইনি মহারাজের পাত্র, পণ্ডিত ও গম্ভীর, ইনি সন্ন্যাসির স্পর্শে মত্ত হইয়া অস্থির হইলেন, এইরূপে বিপ্রগণ মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন বিজাতীয় লোক দেখিয়া দুই জনের ভাব সম্বরণ হইল, সুস্থ হইয়া দুই জনে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার গুণ বলিয়াছেন এবং তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে আমাকে যত্ন করিয়াছেন, তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার নিমিত্ত আমার এস্থানে আগমন হইয়াছে, ভাল হইল অনায়াসে তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম॥ ১৭॥

এই কথা শুনিয়া রামানন্দরায় কহিলেন, সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্যজ্ঞান করেন এবং পরোক্ষেও আমার হিত নিমিত্ত সাবধান হয়েন, তাঁহার কৃপায় আপনার চরণদর্শন প্রাপ্ত হইলাম। অদ্য আমার মনুষ্যজন্ম সফল হইল, সার্ব্বভৌমের প্রতি আপনার যে কৃপা তাহার এই

এই চিহ্ন। অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তায় প্রেমাধীন ॥ ১৮ ॥ কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ মোর দর্শন তোমায় বেদে নিষেধয়। মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয় ॥ তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ১৯ ॥ আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন। কৃপা করি মোরে আসি দিলা দরশন ॥ মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
গর্গং প্রতি শ্রীনন্দবাক্যং যথা—
মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০।৮।২। পূর্ণশ্চেৎ কথং গৃহিণাং গৃহমাগতঃ তত্রাহ মহদ্বিচলন-

---

চিহ্ন, আপনি তাঁহার প্রেমাধীন হইয়া আমি যে অস্পৃশ্য, আমাকেও স্পর্শ করিলেন ॥ ১৮ ॥

কোথায় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং কোথায় আমি রাজসেবী বিষয়ী ও অধম শূদ্র। আমার দর্শন আপনাকে বেদে নিষেধ করেন, আপনি আমার স্পর্শে ঘৃণা বা বেদভয় কিছুই করিলেন না, আপনার কৃপা আপনাকে নিন্দিত কার্য্য করাইতেছে, আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? ॥ ১৯ ॥

আমাকে নিস্তার করিতে আপনার এস্থানে আগমন, আপনি কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে দর্শন দান দিলেন, মহান্ ব্যক্তিদিগের স্বভাবই এই যে, তাহাদিগের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও পামর সকলকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের গৃহে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে
২ শ্লোকে গর্গের প্রতি শ্রীনন্দবাক্য যথা ॥

নন্দ কহিলেন, হে ভগবন্! মহদ্ব্যক্তিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে যে

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥ ২১ ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন। তোমার দর্শনে সবার দ্রবী-ভূত মন ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনি সবার বদনে। সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥ আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ২২ ॥ প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম। তোমার

মিতি। মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নমু তর্হি তএব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ। দীনচেতসাং কৃপণানাং ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুমশক্নুবতামিত্যর্থঃ ॥ তোষণ্যাং। মহতাং শ্রীভগবৎসেবাদিনিষ্ঠত্বাবিশেষেণ চলনং স্বস্থানাদন্যত্র দূরে গমনং। নৃণামিতি স্বভাবত ঐহিকপারলৌকিককর্ম্মপরাণামিত্যর্থঃ। তত্রাপি গৃহিণা জায়াপুত্রাদীনামপি তত্তদ্ধিতব্যগ্রাণাং অতএব দীনচেতসাং নিঃশ্রেয়সায় সর্ব্বমঙ্গলায়। ভগবন্ হে সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চেত্যাদিবচনাৎ। অতো বিজ্ঞানাং ভবদ্বিধানামস্মেষু মদ্বিধেষু কৃপয়া স্বয়মাগমনমুচিতমেবেতি ভাবঃ। কল্পতে ঘটতে অন্যথা দীনজননিঃশ্রেয়সার্থব্যতিরেকেণ কদাচিদপি ন ঘটতে। মহতাং নিঃশ্রেয়সস্বাভাব্যাৎ ॥ ২১ ॥

অন্যত্র গমন করেন, তাঁহাদিগের স্বার্থের নিমিত্ত নহে, গৃহিদিগের মঙ্গলার্থ, গৃহিব্যক্তিরা অতিশয় কৃপণ (দুঃখী), ক্ষণকালও গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, মহাপুরুষেরা দয়া করিয়া স্বয়ং তাহাদের গৃহে আসিয়া দর্শন দেন। হে প্রভো! মহাত্মাদিগের গৃহিগৃহে আগমনের কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারই হইতে পারে না ॥ ২১ ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি একসহস্র লোক, আপনকার দর্শনে তাহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে। এক্ষণে সকলের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছি এবং তাঁহাদিগের অঙ্গে পুলক ও নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে আপনার ঈশ্বরলক্ষণ দেখিতেছি, এই অপ্রাকৃত গুণ জীবে সম্ভব হয় না ॥ ২২ ॥

দর্শনে সবার দ্রব হইল মন॥ আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥ এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে। সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥ ২৩॥ এই মত স্তুতি দোঁহে করে দোঁহার গুণে। দোঁহে দোঁহা দরশনে আনন্দিত মনে॥ ২৪॥ হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিঞা। রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিঞা॥ ২৫॥ তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন। পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥ ২৬॥ রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে। দর্শনমাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিত্তে॥ দিন

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি মহাভাগবতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার দর্শনেই সকলের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, অন্যের কথা আর কি বলিব, আমি মায়াবাদী (ব্রহ্মভিন্ন সমস্তই মিথ্যা মায়াময় এই ভাবে অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানবিশিষ্ট) সন্ন্যাসী, আমিও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণের প্রেমে ভাসিতে লাগিলাম। এই জানিয়া আমার কঠিন হৃদয় শোধন করিতে সার্ব্বভৌম তোমার সঙ্গে আমাকে মিলিত হইতে কহিয়াছেন॥ ২৩॥

এইরূপে স্তুতি করিয়া দুইজনে দুইজনার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, পরস্পর দর্শনে দুইজনের মন আনন্দিত হইল॥ ২৪॥

এমন সময়ে একজন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বৈদিক ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করত ঈষৎ হাস্যবদনে রামানন্দকে কহিলেন॥ ২৫॥

রায়! তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে আমার মন হইতেছে, পুনর্ব্বার যেন তোমার দর্শন প্রাপ্ত হই॥ ২৬॥

এই কথা শুনিয়া রায় কহিলেন, আপনি যখন পামর শোধন করিতে আসিয়াছেন, তখন আপনকার দর্শনমাত্রে আমার চিত্তশুদ্ধ হইবে

পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন। তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥ যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়। তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রাম-রায় ॥ ২৭ ॥ প্রভু যাঞা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল। দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥২৮॥ প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিঞা। এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিঞা ॥ ২৯ ॥ দণ্ডবৎ কৈলা রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে। দুই জন কথা কন বসি রহঃ স্থানে ॥ ৩০ ॥ প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়*। রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ৩১

না, আপনি যদি পাঁচ সাত দিন অবস্থিতি করিয়া মার্জ্জন করেন তবে আমার এই দুষ্ট মন পবিত্র হয়, যদিচ দুই জনের বিচ্ছেদ সহ্য হয় না, তথাপি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রামানন্দ রায় গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন প্রভু গমন করিয়া সেই ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন, অনন্তর দুই জনের উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল ॥ ২৮ ॥

এদিকে মহাপ্রভু স্নান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া রামানন্দ রায় আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সম্মীলিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

রায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই জনে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, রায় সাধ্য নির্ণয়ের শ্লোক পাঠ কর, রায় কহিলেন স্বধর্ম্ম আচরণ করিলে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ৩১ ॥

* যাহাকে সাধন করা যায়, তাহার নাম সাধ্য। স্বধর্ম্মাচরণদ্বারা হরিভক্তিকে সাধন করা যায়, এস্থলে এই হরিভক্তিই সাধ্য। হরিভক্তি ব্যতিরেকে সংসার নিবৃত্তি হয় না। যাহারা স্বধর্ম্ম যাজন করেন, তাঁহাদিগেরই হরিভক্তি লাভ হয়, স্বধর্ম্মত্যাগি জন সকলের নিকট হরিভক্তি হয় না, হরিভক্তি না জন্মিলে সংসার ক্ষয় পায় না, সুতরাং বিধর্ম্মিদিগের সংসার বর্ত্তমান থাকে ॥ ৩১ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
সগররাজং প্রতি ঔর্ব্ববাক্যং যথা—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণং॥ ইতি॥ ৩২॥

হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। অন্যঃ সদাচারদ্বারা বিষ্ণোরারাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ কেবলযোগাভ্যাসাদিলক্ষণং তস্য বিষ্ণোস্তোষকারণং ন ভবতি। অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে। স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। ইতি ধর্ম্মস্ত সদাচারলক্ষণ এব॥ ৩২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণের ৩ অংশে ৮ অধ্যায় ৯ শ্লোকে
সগররাজের প্রতি ঔর্ব্যমুনির বাক্য যথা॥

যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়ের এবং ব্রহ্মচর্য্যপ্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম ও আচার যথারীতি পালন করেন, তাঁহারই সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর পরিতোষজনক অন্য পথ কিছুই নাই॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

বর্ণাশ্রমাচারবতেত্যধিকারিবিশেষণাৎ বেদোক্তত্দবিরুদ্ধ পুরাণাগমাদ্যুক্তাচারবানেব তত্রাধিকারী ন বিগীতাচারঃ। অন্যঃ শ্রুত্যুক্তধর্ম্মপরিত্যাগেন তদ্ব্রতধারণশ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপঃ পন্থা ন ভবতি॥

টীকার্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারবতা এই পদটী অধিকারী পুরুষ পদের বিশেষণহেতু বেদোক্ত বর্ণাশ্রমাচারের অবিরুদ্ধ পুরাণ ও আগমাদ্যুক্ত আচারবিশিষ্ট পুরুষই বিষ্ণুভক্তিতে অধিকারী, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি কখনই বিষ্ণুভক্তিতে অধিকারী হইতে পারে না, অন্য অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ভগবদ্ব্রত ধারণ ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ পথ হইতে পারে না, কিন্তু যাহাদের হরিভক্তিতে শ্রদ্ধা হয় নাই এবং যাহারা শুদ্ধভক্তির অধিকারী নহে, এই ব্যবস্থা তাঁহাদিগেরই পক্ষে॥ ৩২॥

শুদ্ধভক্তের প্রতি ব্যবস্থা যথা॥

কর্ম্মণাং ভক্ত্যঙ্গত্বং প্রতীয়তে তস্মাৎ বর্ণাশ্রমাচারযোগেনৈব বিষ্ণোরারাধনে সম্মতিপ্রতীতেস্তত্রাহ সম্মতং ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণামিতি ভক্তিবিজ্ঞানাং ভক্তিং বিশে-

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ সাধ্য সার ॥ ৩১ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৯ অধ্যায় ২৭ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

সুবোধিন্যাং। ৯। ২৭। ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থং পশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবো-দ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং কিং তর্হি যৎ করোষীতি স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম-

মহাপ্রভু কহিলেন ইহা সামান্য, আর যদি কিছু বিশেষ থাকে বল, রামানন্দরায় কহিলেন, বিষ্ণুতে যে কর্ম্মার্পণ তাহাই সাধ্যমধ্যে সার ॥৩১

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যাহা সম্পন্ন কর, যাহা ভোজন

মতো জানতাং শুদ্ধভক্তানাং শ্রীপরাশরাদীনামেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং তৈত্রেব। যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দমাধবানন্তকেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলং। নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষপীতি। অতএবোক্তং তৈত্রেব। সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ্যজড়-মূকতা। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে। স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমদগস্ত্যোক্তৌ॥

টীকার্থঃ। কর্ম্মসকলের ভক্তির অঙ্গত্ব প্রতিত হইতেছে, অতএব বর্ণাশ্রমাচার যোগে বিষ্ণুর আরাধনে সম্মতি, ইহাই প্রতীত হইল, এই বিষয়ে বলিতেছেন, যাহারা ভক্তিবিজ্ঞ অর্থাৎ বিশেষরূপে ভক্তি জানেন, এতাদৃশ পরাশরপ্রভৃতি ঋষিগণের মতে ভক্তিসাধনের প্রতি ভক্তিরই অঙ্গত্ব, কর্ম্মসকলের অঙ্গত্ব নাই, অতএব পরাশর কহিয়াছেন, হে যজ্ঞেশ! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! হে অনন্ত! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণো! হে হৃষীকেশ! হে মৈত্রেয়! রাজা কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন, স্বপ্নেও অন্য আর কিছুই বলেন নাই। আরও স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীল অগস্ত্য কহিয়াছেন ॥

যে মুহূর্ত্তে বা যে ক্ষণে বাসুদেবকে চিন্তা করা না যায়, তাহাই মহতী হানি, তাহাই ছিদ্র এবং তাহাকেই অন্ধতা, জড়তা ও মূকতা জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥ ৩৪ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্য সার ॥ ৩৫ ॥

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

করোষি তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোসি যদ্দদাসি যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি তৎ সর্ব্বং মদর্পিতং যথা ভবতি, এবং কুরুষ ॥ ৫ ॥

সুবোধিন্যাং। ১৮। ৬৬। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং

কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তাহা আমাতে অর্পণ করিও ॥ ৩৪ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাও সামান্য, ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে বল। রায় কহিলেন, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ বিধির কিঙ্করত্ব ত্যাগ ইহাই সাধ্যের মধ্যে সার ॥ ৩৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব শ্লোক অপেক্ষা আরও গুহ্যতম কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ বিধির কিঙ্করত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমারই একমাত্র শরণাগত হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব তুমি শোক করিও না ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় এই যে, হে অর্জ্জুন! আমার ভক্তিতে সমুদায় সিদ্ধ হইবে, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে বিধির কিঙ্কর না হইয়া আমার একান্ত আশ্রিত হও এবং বর্ত্তমান কর্ম্ম পরিত্যাগ নিমিত্ত

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ইতি॥ ৩৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা॥

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ অহং ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি॥ ৩৬॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ১১। ৩২। কিঞ্চ, ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। যদ্বা, ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সংত্যজ্য। যদ্বা, বিদ্ধৈকাদশীকৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসাদ্যনিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্ম্মাস্তান্ সংত্যজ্যেত্যর্থঃ। ক্রমসন্দর্ভে। যথা শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত নারায়ণব্যূহস্তবঃ। যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নম ইতি। অত্রৈবং ব্যাখ্যা। যদিচ স্বাত্মনি তদ্গুণযোগাভাবস্তথাপি যো ময়া তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রাদিষ্টানপি স্বকান্ নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণান্ সর্ব্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্ম্মান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তিবিঘাতকতয়া সংত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ব্বোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্গুণাভাবেঽপি পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি। ততো যস্তু তদ্গুণান্ লব্ধা ধর্ম্মজ্ঞানপরিত্যাগেন মাং ভজেৎ কেবলং স তু পরমসত্তম এবেতি ব্যক্তোঽনন্যভক্তস্য পূর্ব্ববৎ আধিক্যং

পাপ হইবে ইহা মনে করিয়া শোক করিও না। [তুমি আমার একান্তাশ্রিত অতএব আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব॥ ৩৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া যে আমাকে

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম ॥ ৩৭ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি-সাধ্য সার ॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরামিতি ॥ ৩৯ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর। রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি-

দর্শিতং। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি শ্রীগীতাদ্বাদশাধ্যায়প্রকরণমপ্যত্র সন্ধেয়ং ॥ ৩৭ ॥

সুবোধিন্যাং। ১৮। ৫৪। ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণাবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ। নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষু ভূতেষ্বপি সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরমাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৪। ৩। তর্হি অজ্ঞাঃ কথং সংসারং তরেয়ুরত আহ জ্ঞান

ভজনা করে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সেও সত্তম হয় ॥ ৩৭ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাও সামান্য, ইহার পর আর কিছু থাকে বল? রায় কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, ইহাই সাধ্যের মধ্যে সার ॥ ৩৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যে সাধক ব্যক্তি ব্রহ্মে অচলভাবে অবস্থিত, প্রসন্নচিত্ত, তিনি নষ্ট বস্তুর প্রতি শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সকল ভূতে সম হইয়া অর্থাৎ সকল ভূতে আমি বিরাজমান আছি, এইরূপ দৃষ্টি রাখিয়া আমার উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩৯

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাও সামান্য, ইহার পর আর কিছু বল?

সাধ্য সার ॥ ৪০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং যথা—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-

ইতি। উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা। সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যপ্রকটিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং স্বস্থান এব স্থিতাঃ সৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং প্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সংকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি। তৈঃ প্রায়শঃ ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তোঽসীতি কিং জ্ঞানশ্রমেণেত্যর্থঃ॥ তোষণ্যাং। অতএব ভক্ত্যন্তরদন্বেষণশ্রমং পরিত্যজ্য ভক্তিবিশেষরূপতয়া ত্বদীয়রূপগুণলীলাবার্ত্তামেব শৃণ্বন্তি তেন বশীকুর্ব্বন্তি চ স্বামিত্যাহ জ্ঞান ইতি। জ্ঞানে ত্বদীয়স্বরূপৈশ্বর্য্যমহিমবিচারে। স্থানে সতাং নিবাস এবাব্যগ্রতয়া স্থিতা নতু তীর্থাটনাদি ক্লেশান্ কুর্ব্বন্তঃ। তথাদিভির্নমন্তঃ সংকুর্ব্বন্তঃ। তত্র তয়া সংকারঃ শ্রবণসময়ে অঞ্জলিবন্ধনাদি। বাচা প্রোৎসাহনাদি। মনসা চান্তিক্যাদি। সন্তঃ অনুত্তোক্তিসর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষোভপরিহারাদার্থং প্রায় মৌনশীলা অপি মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া

রায় কহিলেন, জ্ঞানরহিত যে ভক্তি, তাহাই সাধ্যের মধ্যে সার ॥ ৪০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে
৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার মহিমা এবম্বিধ দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার নিস্তারে সম্ভাবনা দেখি না, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানবিষয়ে অত্যল্প প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করত সাধুজনকর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত তদীয় বার্ত্তা যাহা সাধুজনের সন্নিধিমাত্র আপনা হইতে শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা যদিও অন্য কোন কর্ম্ম না করুক, তথাচ ত্রৈলোক্যমধ্যে অন্যান্য সকলের অজিত হইয়াও আপনি তাহাদের কর্ত্তৃক প্রায় জিত

র্যৈপ্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং। ইতি॥ ৪১॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব-সাধ্য সার॥

তথাহি মমৈব শ্লোকৌ॥

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা

তাং। আহিতাগ্ন্যাদিষিতি নিষ্ঠায়াঃ পরনিপাতোঽপি। ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং। অন্যত্তৈঃ॥৪০

নানোপচারকৃতপূজনং ভক্তস্য হৃদয়ং প্রেম্না এব সুখকরং স্যাৎ নান্যথেত্যন্ত আহ নানোপচারেতি। আর্ত্তবন্ধোঃ দীনবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হৃদয়ং নানোপচারকৃতপূজনং প্রেম্নৈব সুখবিদ্রুতং স্যাৎ আর্দ্রীভূতমিতি যাবদিত্যন্বয়ঃ। অত্র দৃষ্টান্তো যথা। জনস্য জঠরে যাবৎ ক্ষুদস্তি জরঠা অতিশায়িনী পিপাসা যাবদস্তি তাবদেব নিশ্চিতং ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় সুখনিমিত্তং

হয়েন অর্থাৎ আপনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৪১॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাও সামান্য, ইহার পর আর কিছু বল, রায় কহিলেন, প্রেমভক্তি সমুদায় সাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ৪২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীতে
শ্রীরামানন্দরায়কৃত ১৩ শ্লোক যথা॥

আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উপচারদ্বারা পূজা করিলে তদ্দ্বারা পরমানন্দের উদয় হয় না, কেবল প্রেমমাত্রেই ভক্তজনের হৃদয় পরমানন্দে দ্রবীভূত হয়, এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত এই যে, যে পর্য্যন্ত উদরে ক্ষুধা ও দুঃসহ পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয়বস্তু সুখপ্রদ হয়,

তাবৎ সুখায় ভবতো নহু ভক্ত্যপেয়ে ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ, ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং, জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ৪৩ ॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব-সাধ্য সার ॥ ৪৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বাক্যং যথা ॥

ভবতো নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণভক্তিরসেতি। কৃষ্ণভক্তিরসেন ভাবিতা শোধিতা মতির্ভক্তিঃ ক্রীয়তাং বিপর্য্যতাং যদি কুতোঽপি কস্মাদপি লভ্যতে প্রাপ্যতে। তত্র মতিক্রয়ণে মূল্যং একলং কেবলং লৌল্যং লোভঃ। অন্যথা জন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্ন লভ্যতে। সাধনোদ্ভিন্নাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপীত্যাদ্যনুসারেণেতি ॥ ৪৩ ॥

অন্যথা হয় না তদ্রূপ ॥ ৪২ ॥

পদ্যাবলীর ১৪ অঙ্কধৃত কোন মহাত্মার
কৃত শ্লোকদ্বয়ার্থ যথা—

অহে মানবগণ! কৃষ্ণভক্তিরূপ রসদ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ সুবাসিতা মতি যদি কোন স্থানেও প্রাপ্ত হও, তবে ক্রয় কর, উহার মূল্য কেবল লালসামাত্র, তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের পুণ্যদ্বারাও ঐ মতি লভ্য হয় না ॥ ৪৩ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহা হয়, আর কিছু অগ্রে বল? রায় কহিলেন, দাস্যপ্রেম সকল সাধ্যের মধ্যে সার ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের
১১ শ্লোকে অম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বাসার বাক্য যথা—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ ॥

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতং। ইতি ॥ ৪৬ ॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর। রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্ব-

যন্নামেতি। ভক্তিরত্নাবল্যাং। ৯। ৫। ১১। যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ তস্য দাসানাং সর্ব্বপুরুষার্থসাধনফলে বা কিমবশিষ্যতে অপিতু ন কিঞ্চিৎ দাসেনৈব সর্ব্বত্র চরিতার্থত্বাদিত্যর্থঃ। হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। নির্ম্মলঃ অবিদ্যাসম্বন্ধি মলরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ। দাসানাং সেবাপরাণাং সর্ব্বথা ভক্তিপরাণাং বা ॥ ৪৫ ॥

ভবন্তমিতি। অহং কদা কস্মিন্ সময়ে নিরন্তরং সর্ব্বদা ভবন্তং গোবিন্দং অনুচরন্ পশ্চাদ্গচ্ছন্ সন্ সনাথজীবিতং মৎপ্রাণাধীশ্বরং গোবিন্দং প্রহর্ষয়িষ্যামি মহাহর্ষযুক্তং করোমি। কথম্ভূতোঽহং প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ প্রশান্তং নিঃশেষেণ মনোরথান্তরং যস্য সোঽহং কদাস্মি। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্। ঐকান্তিকেন একাগ্রচিত্তেন নিত্যকিঙ্করো নিত্যভৃত্যঃ সন্ ॥ ৪৬ ॥

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে রাজন্! যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয়, তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে? ॥ ৪৫ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক যথা—

হে ভগবন্! কোন্ কালে সর্ব্বদা তোমার অনুবৃত্তি করত, নিঃশেষরূপে আকাঙ্ক্ষারহিত হইব ও একাগ্রচিত্তে নিত্যকিঙ্কর হইয়া সনাথজীবিত অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত বর্ত্তমান যে তুমি তোমাকে হর্ষযুক্ত করিব ॥ ৪৬ ॥

প্রভু কহিলেন, ইহা হয়, আর কিছু অগ্রে বল? রায় কহিলেন,

সাধ্যসার ॥ ৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং, গতানাং পরদৈবতেন।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১২। ১০। তানতিবিস্মিতঃ শ্লোকদ্বয়েনাভিনন্দতি ইত্থমিতি। সতাং বিদুষাং ব্রহ্মচ তৎসুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশপরমসুখেনেত্যর্থঃ। ভক্তানাং পরদৈবতেন আত্মনাথেন। মায়াশ্রিতানান্তু নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন সহ বিজহ্রুঃ। কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষাং তে। ব্রহ্মবিদাং তদনুভব এব ভক্তানামতিগৌরবেণৈব ভজনং। এতে তু তেন সহ সখ্যেন বিজহ্রুঃ। অহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ॥ তোষণ্যাং। সতাং পরমস্বরূপাবির্ভাববতাং। যদ্বা, ব্রহ্মপদসান্নিধ্যাৎ সদ্বিশেষেণাং। উভয়থা জ্ঞানিনামিত্যেব অনুভূতিঃ স্বয়ং প্রতিযোগিস্বপ্রকাশবস্তু সৈব সুখং আত্মত্বেন পর্য্যবসিততয়া নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বাৎ। সৈব বৃহত্তমপর্য্যায়ব্রহ্মাখ্যা সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ। তেষাং কেবল তদ্রূপেণ স্ফুরতাং। দাস্যং গতানাং দাস্যভক্তিমতাং ঐশ্বর্য্যাদিপূর্ণতয়া ততোঽপি পরেণ দৈবতেন সর্ব্বারাধ্যেন রূপেণ স্ফুরতা। মহিমদর্শনার্থং তৎস্ফূর্ত্তিরসস্য বিরলতামাহ। মায়াধিকারপতিতানান্তু যৎকিঞ্চিন্নরদারকরূপেণ। জ্ঞানভক্ত্যোরভাবাৎ তু তত্তদ্রূপেণাপি। তেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ সহার্থতৃতীয়য়া স্বপ্রেম্না বশীকৃত্যাত্মসঙ্গিতামাপাদিতেন বিহারমপি কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অতস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জা ইতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্তু কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাস্তাবৎ পুঞ্জা যেষাং ত ইত্যর্থঃ। পুণ্যন্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। অত্র শ্রীমন্মুনীন্দ্র-

সখ্যপ্রেমসমূহ সাধ্যের মধ্যে সার ॥ ৪৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ে
১০ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! যে ভগবান্ হরি বিদ্বজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরমসুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরমদেবতা এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহার সহিত গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিল, তখন অবশ্য বোধ হইবে, ঐ সকল বালকের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ছিল, তাহাতেই তাহারা

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ, সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ। ইতি ॥৪৮

প্রভু কহে এহো উত্তম আগে কহ আর। রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে
শ্রীশুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং ॥

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ং।

চরণানামিদং বিবক্ষিতং। ভগবাংস্তাবদসাধারণস্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যত্ববিশেষঃ। তত্র স্বরূপং পরমানন্দঃ। ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্তস্বাভাবিকপ্রভুতা। মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিকরূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবং। তত্তদনুভবসাধনঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানং ভক্ত্যাখ্য গৌরবমিশ্রপ্রীতিশ্চ। এতৎ ত্রিবিধসাধ্যসাধনাভাবেন মায়াশ্রিতানাং স্ফূর্ত্ত্যাভাস এব। কেনাপ্যংশেন বস্তুস্পর্শাৎ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইতি ন্যায়েন তং ব্রহ্মপরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজং মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ইত্যাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮। ৩৬। অতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি নন্দ ইতি। মহোদয়ং মহানুদয় উদ্ভবো যস্য তৎ ॥ তোষণ্যাং। নন্দ ইতি। কিং কতরং। এব ঈদৃশো মহান্ উদয়ঃ সর্ব্বতঃ

ভগবানের সহিত সখ্যভাবে বিহার পাইয়াছিল, ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহার অনুভবমাত্র করেন, ভক্তগণ অতিগৌরবে যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবে যে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ইহাতে তাঁহাদের আশ্চর্য্য ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ? ॥ ৪৮ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহা উত্তম বটে, কিন্তু ইহার অগ্রে আর কিছু বল ? রায় কহিলেন, বাৎসল্যপ্রেম সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য যথা—

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! নন্দ এমন কি মহো-

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৫০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।

স্নেহোৎকর্ষো যস্মাৎ। মহাভাগেতি ততোঽপি তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমস্তিত্যেতি। তদেবাহ পপাবিতি। অতঃ পীযামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃত ইত্যুক্তরীত্যা শ্রীদেবক্যাস্তথা বৎস-বালকরূপেণান্যাসাং গোপীনাং স্তনপানে সত্যপি পূর্ব্বত্রৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রত্বাদযথা কথঞ্চিত্তত্রাপ্য-সময়ে বারৈকজাতত্বাচ্চোত্তরত্রান্যরূপত্বাদ্ভয়ত্র পরস্পরৈতাদৃশস্নেহাভাবাদত্রৈব স্তনপানং সম্যগভিপ্রেতং ॥ ৫০ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৯। ১৫। ভগবৎপ্রসাদমন্যেঽপি ভক্তা লভন্তে। ইদং তু অতি-চিত্রমিতি সরোমাঞ্চিতমাহ নেমমিতি। বিরিঞ্চো পুত্রোঽপি ভবঃ আত্মাপি শ্রীর্জায়াপি ॥ তোষণ্যাং। নেমমিতি। বিরিঞ্চো ভক্তাদিগুরুঃ। ভবো বৈষ্ণবানাং দৃষ্টান্তরূপঃ। নিত্যপ্রেয়সী চ। সা তু বিশেষতোঽঙ্গসংশ্রয়া তদ্বক্ষোনিবাসাপি প্রসাদং তত্তন্মহাভক্তিরূপং লেভিরে এব। কীদৃশাদপি, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যুক্তদিশা প্রায়ো মুক্তিমাত্রপ্রদাতু-রপি। কিন্তু গোপী শ্রীগোপেশ্বরী যত্তদনির্ব্বচনীয়ং প্রসাদশব্দেনাপি বক্তুং শক্যনীয়ং কিমপি প্রাপ তদ্রূপমিমং পূর্ব্বোক্তপ্রেমপরীপাকরূপং প্রসাদং তথাপ্যন্যাবিষয়ত্বাত্তচ্ছব্দবাচ্যং ন বিরিঞ্চঃ প্রাপ, ন ভবঃ প্রাপ, ন শ্রীরপি প্রাপেত্যর্থঃ। যদ্বা, গোপী যৎপ্রাপ তদ্রূপমিমং

দয় শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন ? আর সেই মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা এমন কি পুণ্য ছিল ? ভগবান্ হরি যাঁহার স্তন পান করিলেন ॥ ৫০ ॥

ঐ ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে পরীক্ষিতে প্রতি
শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! ভগবানের প্রসন্নতা অন্য ভক্ত-জনেরাও প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা লাভ করিলেন, তাহা কি ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, কি ভব আত্মা

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৫১ ॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর। রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্ব-সাধ্য সার ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

বিরিঞ্চাদয়ো ন লেভিরে ইত্যর্থঃ। নঞ্ ত্রয়বশেন ক্রিয়াবৃত্তিঃ ॥ ৫১ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪৭। ৫৩। অত্যন্তাপূর্ব্বশ্চায়ং গোপীষু ভগবৎপ্রসাদ ইত্যাহ নায়মিতি। অঙ্গে বক্ষসি। উ অহো নিতান্তরতেঃ একান্তরতিমত্যাঃ শ্রিয়োঽপি নায়ং প্রসাদঃ অনুগ্রহোঽস্তি। নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্গাঙ্গনানামপ্সরসামপি নাস্তি অন্যাঃ পুনর্যুবত্যো নিরস্তাঃ। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভিঃ তাসাং গোপীনাং য উদগাৎ আবির্ভূব ॥ তোষণ্যাং। অত্র পরব্যোম-নাথকৃষ্ণয়োরভেদ এব নিরূপ্যতে। তত্র পূর্ব্বস্য চ সদা বক্ষঃসঙ্গিনী লক্ষ্মীঃ সর্ব্বতঃ শ্রেয়ো-মণিস্তস্যাঃ ভাবঃ কথং নাভিনন্দ্যতে। কিন্তু। যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে ইত্যাদিরীত্যা বিয়োগ-

---

হইলেও, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী ভার্য্যা হইলেও, কাঁহারও কখন সে রূপ প্রসাদ লাভ হয় নাই ॥ ৫১ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাও উত্তম, ইহার পর আর কিছু বল। কান্তা ভাবময় প্রেম সকল সাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৫২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে
৫৩ শ্লোকে গোপী প্রতি শ্রীউদ্ধব বাক্য ॥

উদ্ধব কহিলেন, আহা! গোপীসকলের প্রতি শ্রীভগবৎপ্রসাদ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কেন না রাসোৎসবে ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাৎ ব্রজসুন্দরীণামিতি ॥ ৫৩ ॥

মধুরভাবস্যোৎকর্ষঃ সর্ব্বত্র লভ্যতে। ততো যদি সংযোগেঽপ্যাসাং তেনাধিক্যং স্যাৎ তর্হি তথা বর্ণ্যতাং। সংযোগে তু লক্ষ্ম্যা এব তদাধিক্যং গম্যতে। কিঞ্চ। লক্ষ্মীর্হি স্বরূপশক্তিস্তত্তদপেক্ষয়া স্বরূপেণাপ্যমূর্ন্যোপ্যো ন্যূনাঃ স্যুঃ। কথমেতাবত্যা স্তুত্যৈবিধর্মীক্রিয়ন্তে। তত্র সপ্রৌঢ়ি প্রাহ নায়মিতি। অঙ্গে মদীশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্ত্তিবিশেষে তস্মিন্ সংসক্তা যা শ্রীস্তস্যা অপ্যয়মেতাবান্ প্রসাদস্তদঙ্গসুখস্যোল্লাসঃ উ নিশ্চিতং ন বিদ্যতে। কীদৃশ্যা অপি তস্যা নলিনস্য দিব্যস্বর্ণকমলস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্যোষিতাং স্বশ্চূড়ামণিং শুভগয়ন্তমিবাত্যধিক্যামিত্যুক্তদিশা দিব্যসুখভোগাস্পদলোকগণশিরোমণিবৈকুণ্ঠস্থিতানাং যোষিতাং ভূলীলাপ্রভৃতীনাং মধ্যে নিতান্তরতেঃ পরমপ্রেমযুক্তায়াঃ। তদেবং সতি কুতোঽন্যাঃ সর্ব্বাএব স্ত্রীজাতয়ো দূরত এব পরাস্তা ইত্যর্থঃ। তং প্রসাদমেব দর্শয়তি রাসেতি। ব্রজসুন্দরীণাং নিত্যস্থিত এব যো যাবান্ রাসোৎসবে উদগাৎ প্রাকট্যং প্রাপ। কীদৃশীনাং। অন্যোন্যাসাং সমীপে যন্মর্ত্তালীলৌপয়িকমিত্যাদ্যনুসারেণ পরমব্যোমনাথাদপ্যুৎকৃষ্টস্য মধ্যসাম্যাদিবানুভূয়মানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যৌ ভুজদণ্ডৌ তাভ্যাং গৃহীতঃ স্বস্যাপি বিশ্লেষস্য ভয়াদিব ধৃতো যঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠালিঙ্গনং যৎ কৃতমিত্যর্থঃ। তেন লব্ধা আশিষো মনোরথা যাভিস্তাসাং। তস্মাল্লক্ষ্মীতোঽপি সর্ব্বথা বৈলক্ষণ্যাদাসাং স্বরূপেণ চাস্মিন্ প্রেয়সীভাবেন চ বৈলক্ষণ্যং দর্শিতং। লক্ষ্মীবিস্ময়বাক্যেঽস্মিন্ ব্রজসুন্দরীণামিত্যুক্ত্যা সৌন্দর্য্যাদীনামপ্যাধিক্যং দর্শিতং। যস্যাস্তি ভক্তিরিত্যাদিরীত্যা ভক্তিতারতম্যেন তারতম্যাদ্যুক্তমেব চেদং ব্রজসুন্দরীণামিতি পাঠেতু ব্রজস্য চ তাসাঞ্চ তাদৃশী প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা ॥ ৫৩ ॥

হওয়াতে যাঁহারা আপনাদিগের মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় নাই। যে সকল স্বর্গাঙ্গনার পদ্মবৎসৌরভ এবং মনোহারিণী কান্তি তাহাদের প্রতিও হয় নাই, ইহাতে অন্য স্ত্রীদিগের কথা কি? তাহারা ত দূরে নিরস্ত আছে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩২। ২। সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনস্যাপি কামস্য মন-স্মাভূতঃ কামঃ সাক্ষাত্তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ॥

বৈষ্ণবতোষণী।

তাসাং তথা রুদতীনামধুনা মদ্দুঃখপভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণাসাং রোদনাৎ প্রাণা গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্কায়মাণানামিত্যর্থঃ। এবমাত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষয়ৈব দৈন্যবিশেষতৎপ্রাপ্তিরিতি দর্শিতং। শৌরিঃ শূরবংশাবিভূতত্বেন প্রসিদ্ধোহপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্ব্বতোহপ্যপূর্ব্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধদিতি। তন্নাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমিত্যাদৌ চ তত্রৈব শ্রীগোপীষু বিশেষোক্তিঃ। এতাঃ পরমিত্যাদৌ বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেতি শ্রীমদুদ্ধবসিদ্ধান্তানুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু যুক্তমেব চ তাদৃশত্বং। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নুতঃ স্যুরিত্যাদিন্যায়েন তত্রৈব দর্শয়তি সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি। নানা বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ নতু তদীয়শক্ত্যংশাবেশিপ্রাকৃতমন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবং। যেষাং রূপগুণবিশেষাণামংশেন তৎপ্রকাশকোহসৌ তানখিলান্ এব প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈকাক্ষরাদিমন্ত্রধ্যানানি চ সন্তি। কিন্তু তস্মিন্ ধ্যানেহন্যাকারত্বং মন্মথত্বব্যঞ্জনার্থমেব জ্ঞেয়ং মন্মথপদস্য যৌগিকবৃত্ত্যা তেষামপি ক্ষোভকাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতং। এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমালম্বনতা ভক্ত্যন্তরাগম্যতা চ দর্শিতা। তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্যাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাসবেশয়োরপ্যাহ স্রগ্বীত্যাদি-

ঐ দশমস্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি॥
শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

হে রাজন্! গোপী সকলের উচ্চরবে রোদন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শৌরিও বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া সস্মিতবদনে তাঁহাদের সমক্ষে এরূপ আবির্ভূত হইলেন যে দেখিবামাত্র বোধ হইল ইনি জগন্মোহন কাম-

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ। ইতি চ॥ ৫৪॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥ কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তারতম॥ ৫৫॥

অতএবোক্তং রসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং
২১ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈর্নির্ণীতমস্তি॥
যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি।

বিশেষণত্রয়েণ। তত্র স্ময়মানেতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ তাৎকালিকত্ববিবক্ষয়া সহ সহজস্মিতা-বৈলক্ষণ্যপ্রতীতেঃ তথা পীতাম্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে ধারণপ্রয়োগোঽতিরিক্ত এবেতি তেন তদানীমন্যবিশিষ্টধারণবোধাৎ। তথা স্রগ্বীত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়বিধানাৎ কিঞ্চ। স্মিতেনাত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং ত্যাগস্য চ পরিহাসময়ত্বং। পীতাম্বরেণ মূর্দ্ধপর্য্যন্তবৃততয়া স্বস্য তাসাং পরিত্যাগতঃ সঙ্কুচিতচিত্তত্বং। স্রগ্বিত্বেন কেবলতৎসঙ্গিতয়া তা বিনা স্বস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। অথচ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় তাৎকালিকশোভাবর্ণনমিদ-মিতি॥ ৫৪॥

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কতে। নন্বাসাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতং। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ দ্বিতীয়ে চ কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রবৃত্তৌ

দেবেরও মনোমধ্যে উদ্ভূত কাম অর্থাৎ কামের সাক্ষাৎ মোহজনক॥ ৬১॥

এই বলিয়া রামানন্দরায় কহিলেন, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য অনেক প্রকার আছে, কিন্তু যিনি যে ভাবের ভক্ত তাহার সম্বন্ধে সেই ভাব সর্ব্বোত্তম হয় পরন্তু তটস্থ* হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে তারতম্য আছে॥ ৫৫॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবে
৫ লহরীর ২১ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা॥
উত্তরোত্তর স্বাদ বিশেষের উল্লাসময়ী এই রতি বাসনাদ্বারা স্বাদ-

* যে একপক্ষকে আশ্রয় না করে, অপক্ষপাতী অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য, তাহাকে তটস্থ বলে।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ ৫৭ ॥ আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৫৮ ॥ পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি

কিং কারণং তত্রাহ যথোত্তরমিতি। যথোত্তরমুক্তক্রমেণ সাদ্বী অভিরুচিতা। নম্বত্র বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ নির্ব্বাসন একবাসনো বহুবাসনো বা। তত্রাদ্যয়োরন্যতরস্বাদাদ্বিবেক্তৃত্বং ন ঘটত এব। অন্ত্যস্য চ রসাভাষিতাপর্য্যবসানান্নাস্তীতি সত্যং। তথাপ্যেকবাসনস্য এতদ্ঘটতে। রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষত্বেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্য তু সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

বিশিষ্ট হইয়া কোনস্থানে কাহারও সম্বন্ধে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পর পর রসে বর্ত্তমান থাকে, দুই তিন গণিতে গণিতে পঞ্চম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গুণ যত বৃদ্ধি হয়, প্রত্যেক রসে তত স্বাদের আধিক্য হয়, শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ মধুর রসে অবস্থিত আছে অর্থাৎ শান্তের গুণ দাস্যে, শান্ত দাস্যের গুণ সখ্যে, শান্ত, দাস্য সখ্যের গুণ বাৎসল্যে, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারি রসের গুণ এক মধুর (শৃঙ্গার) রসে বিদ্যমান ॥ ৫৭ ॥

যেমন আকাশাদির গুণ পর পর ভূতে হয় অর্থাৎ আকাশ একটী ভূত, তাহার গুণ শব্দ, আকাশের পরবর্ত্তিভূত বায়ু, তাহাতে আকাশের গুণ শব্দ ও বায়ুর নিজগুণ স্পর্শ, বায়ুতে এই দুই গুণ বর্ত্তমান। তৃতীয় ভূত তেজ, তাহার গুণ রূপ, ঐ তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিন গুণ বর্ত্তমান। জলের গুণ রস, তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তি তিন ভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও নিজগুণ রস এই চারিটী গুণ বিদ্যমান। তথা পৃথিবীর গুণ গন্ধ, এই পৃথিবীতে পূর্ব্ববর্ত্তি আকাশাদি চারি ভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং নিজ গুণ গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে, তদ্রূপ* ॥ ৫৮ ॥

* অত্র অনুরূপং বেদান্তসারবচনং প্রমাণং ৪১। যথা—তদানীমাকাশে শব্দোঽভিব্য-

এই প্রেম হৈতে। এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮২ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপন ইতি ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮২। ৬১। অপিচ অতিভদ্রমিদং ভূতং যদ্ভবতীনাং মদ্বিয়োগেন মৎপ্রেমাতিশয়ো জাত ইত্যাহ ময়ীতি। ময়ি ভক্তিমাত্রমেতাবদমৃতত্বায় কল্পতে যত্তু ভবতীনাং ময়ি স্নেহ আসীৎ তদ্দিষ্ট্যা ভদ্রং কুতঃ মদাপনঃ মৎপ্রাপক ইতি ॥

বৈষ্ণবতোষণী। ময়ীতি হি অপি। ভক্তিঃ নববিধানামেকাপি ভূতানাং সর্ব্বেষামপি প্রাণিনামিত্যধিকারাপেক্ষা নিরস্তা। অমৃতাঃ নিত্যপার্ষদাস্তেষাং ভাবো অমৃতত্বং তস্মৈ কল্পতে সমর্থো যোগ্যো বা ভবতি। ভবতীনাং নিত্যবিশুদ্ধকোমলস্বভাবানান্তু। ইতি স্নেহসাম্যান্তো বৈশিষ্ট্যং সূচিতং। অতোঽমুনয়ার্থী ভয়েন ভবতীনামিতি। অতএব মদাপনঃ মাং যত্র কুত্রাপি স্থিতং প্রাপয়তি বলাদাকর্ষয়তীতি তথা সঃ। অতো ভবতীভিঃ সহ ময়া কদাচিদপি বিচ্ছেদো নাস্তীত্যর্থঃ। নমু তর্হি কথমীদৃশশ্চিরবিরহঃ ॥ ৬০ ॥

এই মধুররসাত্মক প্রেম হইতে পরিপূর্ণ কৃষ্ণের প্রাপ্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণ মধুর প্রেমের বশীভূত শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই কহিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অহে গোপীগণ! আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণের অমৃতের অর্থাৎ নিত্য পার্ষদত্বলাভের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ আছে, তাহা অতিমঙ্গলের বিষয়, যেহেতু তাহা আমার প্রাপক ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে

আছে। ১। বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ। ২। অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি। ৩। অপ্সু শব্দস্পর্শরূপরসাঃ। ৪। পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ ॥ ৫ ॥

ভজে তৈছে ॥ ৬১ ॥

তথাহি গীতায়াং ৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ৬২ ॥

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

সুবোধিন্যাং। ৪। ১১। নমু, তর্হি কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং ন তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি। নতু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষে ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ৬২ ॥

যেমন করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে তদ্রূপ ভজন করেন ॥ ৬১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভগবদ্গীতার ৪ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যে ব্যক্তি যে প্রকারে আমাকে ভজে, আমি তাহার নিকট সেইরূপে ভজনীয় হই, কেন না, হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকার আমার পথানুবর্ত্তী হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ এই মধুররসাত্মক প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন না, অতএব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ঋণী হয়েন, শ্রীমদ্ভাগবত এই কথা কহিতেছেন ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে

গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা ॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩২। ২১। আস্তামিদং পরমার্থস্তু শৃণুতোহ নেতি। নিরবদ্য-সংযুজাং নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং বো বিবুধানাং আয়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি। কথম্ভূতানাং ভবত্যো দুর্জরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ নিঃশেষং ছিত্বা মাং অভজন্ তাসাং মচ্চিত্তস্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাৎ বো যুষ্মাকমেব সাধুনা কৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশী-ল্যেনৈব আনৃণ্যং নতু মৎপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ॥ বৈষ্ণবতোষণী। ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী যুষ্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যং স্বীয়ং প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে কর্ত্তুং ন শক্নোমি। যদ্বা, বো যুষ্মাকং যৎ স্বীয়ং অসাধারণং তদহং ন পারয়ে তৎসদৃশপ্রত্যুপকারে ন সমর্থোঽস্মীত্যর্থঃ। স্বসাধু কৃত্যত্বমেব দর্শয়তি নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতো নির্ম্মলপ্রেম-বিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ সদাত্মদ্বিষয়কচিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদিস্পর্শাভাবেন চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো যাসাং। কিঞ্চ, যা ইতি। দুর্জ্জরাঃ কুলবধূত্বেন ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধিন্য ঐহিকপারলৌকিকসুখকরলোকমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্চ্য যা মামভজন্ পরমানুরাগেণ মযাত্মনিবেদনং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ। অতো মমান্যত্রাপি প্রেমযুক্তত্বান্ন পারয়ে ইত্যর্থঃ। অন্যোন্তরং ব ইতি পদমনপেক্ষ্যৈব যা ইতি প্রযুজ্যতে পশ্চাদেব চ তেন যোজ্যতে।

গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য, তোমাদের প্রতি আমি চিরকালেও স্বীয় সাধুকৃত্য করিতে সমর্থ হইব না, তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ, কিন্তু আমার মন অনেকের প্রতি প্রেমাবদ্ধপ্রযুক্ত একনিষ্ঠ হয় নাই, অতএব তোমাদেরই সুশীলতাদ্বারা তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল,

যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৬৩ ॥

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য। ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাঢ়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৬৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং যথা ॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।

অতঃ প্রথমপুরুষত্বং। অন্যৈস্তু। যদ্বা বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাত্তেনানন্তেনায়ুষাপী-তার্থঃ। শৃঙ্খলামিতি কচিদেকবচনান্তঃ পাঠঃ ॥ ৬৩ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৩। ৬। মহামারকতো ইন্দ্রনীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টোঽতিশুশুভে। গোপীদৃষ্টাভিপ্রায়েণ বা বিনৈবমধ্যপদাবৃত্তিমেক বচনং ॥ তোষণ্যাং। দেবকীসুতস্তত্তয়া ভবংসু বিখ্যাতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বশোভাভর-সম্পন্নোঽপি তত্র তু রাসমণ্ডলে তাভিরত্যন্তং শুশুভে। যদ্বা তত্র যশোদাসুতত্বেন অত্যন্তং শুশুভে তত্রাপি তাভিরত্যন্তং শুশুভ ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্যাপি তাভিঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি মধ্যে ইতি। সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বং সর্ব্বেষু মধ্যেম্বিত্যর্থঃ। অতো মণ্ডলমধ্যস্থো-ঽপ্যেকঃ প্রকাশো জ্ঞেয়ঃ। স এব হি শ্রীরাধিকামঙ্কে নিধায় বেণুবাদনপূর্ব্বকং ভ্রমন্ সর্ব্ব-মণ্ডলমত্যর্থং মণ্ডয়তি। তত্র ক্রমদীপিকায়াং ধ্যানং। ইতরেতরবদ্ধকরপ্রমদাগণকল্পিত-রাসবিহারবিধৌ। মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা বহুধা বিহিতস্বকদিব্যতনুং সুদৃশাং উভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়ং। ইতি ॥ তথৈবোক্তং। মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণু-

অর্থাৎ তোমাদের শীলতাদ্বারাই আমি ঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না ॥ ৬৩ ॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আশ্রয়স্বরূপ, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁহার মাধুর্য্য অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ইহার প্রমাণ ঐ দশমস্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! যদ্রূপ স্বর্ণবর্ণ মণিসকলের মধ্যে মধ্যে থাকিলে ইন্দ্রনীলমণি অতিশয় শোভা পায়, তাহার ন্যায় সেই সমস্ত

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ৬৫ ॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ ৬৬ ॥ রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে। এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৬৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ভক্তামৃতে ৪১ অঙ্কধৃত

পদ্মপুরাণবচনং যথা—

নেতি। হৈমানাং হৈমীনাং হেমনির্ম্মিতানাং। মণির্দ্বয়োরিত্যমরঃ। মহামারকত ইত্যপি সামান্যতয়া মেঘচক্র ইতি বক্ষ্যমাণাৎ যথা মহামরকতগণেরপি হৈমমণিমধ্যবর্ত্তিতয়ৈব শোভাধিকা স্যাৎ তথা তস্যাপি প্রিয়জনাশ্লেষেণৈবাধিকা শোভা স্যাদিত্যর্থঃ। অন্যৈস্তু। তত্র মহচ্ছব্দপূর্ব্বমরকতশব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচী স্যাদিতি জ্ঞেয়ং। অত্র কেচিদাহুঃ। স্বভাবেনেন্দ্রনীলমণিনা বর্ণোঽপ্যসৌ নৃত্যগতিকৌশলেন যুগপদিব প্রত্যেকং কণ্ঠগ্রহণাদিনা তাঃ সর্ব্বা ব্যাপ্য ভ্রমণাৎ। তাসাং সুহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাদনতিশ্যামলমরকতমণিবর্ণতাপ্রাপ্ত্যা মহামারকত ইত্যুক্তমিতি। ততশ্চ নৃত্যশক্তিবিশেষ এব নতু কোঽপি ভগবত্তাবিশেষঃ ॥ ৬৫ ॥

স্বর্ণবর্ণা গোপীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া আলিঙ্গিতা সেই সকল অবলাদ্বারা ভগবান্ দেবকীনন্দন অর্থাৎ যশোদানন্দন অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, সুনিশ্চয় ইহাই সাধ্যের সীমা, যদি ইহার আগে কিছু থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া তাহাই আমার নিকট বর্ণন কর ॥৬৬॥

রামানন্দরায় কহিলেন, ইহার অগ্রে জিজ্ঞাসা করে, এতাদৃশ জন সংসারে যে আছে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে শ্রীরাধার প্রেম সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ, সমস্ত শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের ভক্তামৃতে

৪১ অঙ্কধৃত পদ্মপুরাণের বচন যথা ॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ৬৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ ৬৯॥

রসিকরঙ্গদায়াং। শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং পাদ্মাদিবচৈক্যঃ প্রমাণয়তি যথা রাধেত্যাদিনা। আগমো বৃহদ্গৌতমীয়াদিঃ। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেত্যেবমাদিঃ। আদিশব্দেন পুরুষবোধনী। যস্যাং খলু গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ইত্যুপক্রম্য গোবিন্দোঽপি শ্যাম ইত্যাদি দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি চোক্তা যস্যা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিরিতি পঠ্যতে তথা সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বং শ্রীরাধায়াঃ সিদ্ধং॥ ৬৮॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩০। ২৪। রহ একান্তস্থানং॥ তোষণী। তত্র সখীনামন্তরঙ্গত্বেন গাম্ভীর্য্যাৎ, প্রতিপক্ষাণামপাততো দুঃখব্যাপ্তত্বাৎ তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ প্রথমং তস্যাঃ সুহৃদ এবাহুঃ অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রোঽপি বা অনয়ৈবারাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ নত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণং দর্শিতং। তত্র হেতুর্গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্ত্যক্ত্বা। তত্রাপি রহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ। যদ্বা। সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি মামেব রহোঽনয়দিত্যর্থঃ॥ ৬৯॥

যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রেয়সী তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও প্রিয়তম, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত প্রেয়সীমধ্যে ঐ শ্রীরাধা অত্যন্ত বল্লভারূপে পরিগণিতা হইয়াছেন॥ ৬৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে
শ্রীরাধাকে উদ্দেশ করিয়া কোন গোপীর বাক্য—

এই গোপী নিশ্চয় ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে কি গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন করেন?॥ ৬৯॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে। অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে॥ চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥ রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ। তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥ ৭০॥ রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা। ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা॥ গোপীগণের রাসনৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িঞা। রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিঞা॥ ৭১॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৩ সর্গে ১ শ্লোকঃ—

সংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।

বালবোধিন্যাং। ৩। ১। এবং সর্গদ্বয়েন রাধামাধবয়োরুৎকর্ষং নিরূপ্য ইদানীং শ্রীরাধি-কোৎকণ্ঠাবর্ণনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, ইহার অগ্রে কিছু বল, শুনিয়া সুখ পাইতেছি, তোমার মুখে অপূর্ব্ব অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে॥

অন্যকে অপেক্ষা করিতে হইলে অর্থাৎ অন্যের প্রতি আশা থাকিলে একনিষ্ঠ প্রেমের গাঢ়তা স্ফূর্ত্তি হয় না, এজন্য গোপীগণের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চুরি করিয়া লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধার জন্য সাক্ষাৎ গোপীগণকে ত্যাগ করেন, তবেই জানা যায় শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ আছে॥ ৭০॥

অতঃপর রায় কহিলেন, প্রেমের মহিমা বলি শ্রবণ করুন, ত্রিজগ-মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমের উপমা (সাদৃশ্য) নাই। গোপীগণের রাস-নৃত্যমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন॥ ৭১॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গীতগোবিন্দের ৩ সর্গে
১ শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্য, যথা—

কংসারি শ্রীকৃষ্ণও সংসারবাসনাবন্ধনের শৃঙ্খলরূপিণী শ্রীরাধিকার

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ৭২ ॥

তথাহি ৩ সর্গে ২ শ্লোকঃ ॥

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ৭৩ ॥

এ দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি। বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ৭৪ ॥ শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস। তার মধ্যে এক

কংসারিরপি রাধাং আ সম্যক্ প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ। বহুবল্লভেনাস্য তস্যামনুরাগাতিশয়ঃ হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকশারদীয়রাসান্তর্বিষ্ফূর্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতবিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূণানিখনন ন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিবিড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকচিত্তঃ তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭২ ॥

বালবোধিন্যাং। ৩। ২। তদনন্তরকৃত্যমাহ ইতস্তত ইতি। ন কেবলং সৈব মাধবোঽপি যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা তত্তৎস্থানে তাং শ্রীরাধিকামন্বিষ্য। কীদৃশঃ। অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি ময়া কথমেবং কৃতমিতি পশ্চাত্তাপো যেন; স তত্র হেতুঃ অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ। অনেন তৎসদৃশী দশাস্যাপ্যুক্তা ॥ ৭৩ ॥

প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করত ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

ঐ গীতগোবিন্দের ৩ সর্গে ২ শ্লোকে যথা—

শ্রীরাধার বিরহে কামশরে প্রপীড়িত ও দগ্ধীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার তটবর্ত্তি কুঞ্জবনে গমন করিলেন এবং বিষণ্ণমনে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥৭৩॥

এই শ্লোকের অর্থ বিচার করিলে জানিতে পারা যায় যেন, বিচার করিতে করিতে অমৃতের খনি (আকর) উঠিতেছে ॥ ৭৪ ॥

শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাস বিলাস হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে এক মূর্ত্তি শ্রীরাধিকার নিকট অবস্থিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ

মূর্ত্তে রহে রাধাপাশ ॥ সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা। রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ৭৫ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে
৪২ অঙ্কে ধৃত প্রাচীনবাক্যং ॥

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি। তারে না দেখিঞা ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥ ৭৭ ॥ সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাঞ্ছাতে একা রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ তাহা বিনু রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।

লোচনরোচন্যাং। অহেরিতি। অনিহেতোরেব প্রাগাণায় লিখিতং তত্রাবাক্তস্মিতে-ত্যাদিদ্বয়মহম্মিত্যাদিকঞ্চ কারণাভাসোদাহরণে জ্ঞেয়ং। তিষ্ঠন্ গোষ্ঠাঙ্গণে ইত্যাদিকং কুঞ্জে দৃষ্টেত্যাদিদ্বয়ঞ্চ কারণাভাসোদাহরণেষু জ্ঞেয়ং ॥ ৭৬ ॥

প্রেম সর্ব্বত্র সমতা দেখিয়া শ্রীরাধার কুটিল প্রেম বাম হইয়া উঠিল ॥ ৭৫

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গার ভেদে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে
৪২ অঙ্কধৃত প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মত যথা—

সর্পের যেমন স্বভাবতই কুটিলা গতি তদ্রূপ প্রেমেরও গতি জানিবা, অতএব কারণের অভাব অথবা কারণসত্ত্বে যুবকযুবতীদ্বয়ের মানের উদয় হয় ॥ ৭৬ ॥

শ্রীরাধা ক্রোধ করিয়া মানভরে রাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ইচ্ছাই সম্যক্ বাসনা, কিন্তু রাসলীলা বাঞ্ছাতে একা শ্রীরাধাই শৃঙ্খলস্বরূপা, তাঁহা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে রাসলীলা প্রীত বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং রাসমণ্ডলী পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরা-

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ৭৮ ॥ ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইঞা। বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥ শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাহণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ৭৯ ॥ প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমাস্থানে। সেই সব রস-বস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ এইত জানিল সেব্য সাধ্যের নির্ণয়। আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয় ॥ ৮০ ॥ কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ। রস কোন তত্ত্ব প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥ কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে। তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে ॥ ৮১ ॥ রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥ তোমার শিক্ষায় পড়ি

ধাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত কোনস্থানে শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া কামবাণে খিন্ন হওত বিষাদ করিতে লাগিলেন। শতকোটি গোপীতেও শ্রীকৃষ্ণের যখন কাম নির্ব্বাহ না হইল, ইহাতেই শ্রীরাধার গুণ অনুমান করিলাম ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, রায়! আমি যে নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়া ছিলাম, সেই সকল রসবস্তুর তত্ত্ব আমার জ্ঞান হইল এবং সেব্য ও সাধ্যের নির্ণয় জানিতে পারিলাম, ইহার আগে কিছু শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৮০ ॥

হে রায়! কৃষ্ণের স্বরূপ এবং শ্রীরাধিকার স্বরূপ আমাকে বল, আর রস কোন্ তত্ত্ব ও প্রেম কোন্ তত্ত্ব, আমার নিকট স্বরূপ বর্ণন কর? হে রায়! আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে এই তত্ত্ব বল, তোমা ভিন্ন ইহা কাহারও নিরূপণ করিতে শক্তি নাই ॥ ৮১ ॥

রায় কহিলেন, আমি ইহার কিছুই জানি না, আপনি যাহা বলান আমি সেই কথা বলিতেছি। শুকপক্ষিকে শিক্ষা দিলে সে যেরূপ পাঠ

যেন শুকের পাঠ। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥ হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী। কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ ৮২॥ প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল। কৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব কথা তাঁহারে পুছিল॥ তেঁহ কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা। সবে রামানন্দ জানেন তেঁহ নাহি এথা॥ ৮৩॥ তোমার স্থানে আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিঞা। তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিঞা॥ কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ ৮৪॥

তথাহি পাদ্মে॥

করে, আমি তাহার ন্যায় আপনার শিক্ষায় পাঠ করিতেছি, আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার এ নাট্য (ছল) কে বুঝিতে পারে? আপনি হৃদয়ে প্রেরণ করিয়া জিহ্বায় কথা বলাইতেছেন, কি যে বলিতেছি, আমি তাহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না॥ ৮২॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আমি ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্ব কিছু জানি না, কেবল মায়াবাদে ভাসিতেছি। সার্ব্বভৌমের সঙ্গ করায় আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে, আমি তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তির তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কহিলেন, আমি কৃষ্ণকথা জানি না, কেবলমাত্র রামানন্দ জানেন, তিনি এস্থানে উপস্থিত নাই॥ ৮৩॥

তোমার মহিমা শুনিয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, তুমি আমাকে সন্ন্যাসী জানিয়া স্তব করিতেছ। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র কি সন্ন্যাসী যেই হউক না কেন, যে ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু হয়েন॥ ৮৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্মপুরাণে যথা—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ ৮৫ ॥
ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥ ৮৬ ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৮৭ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাং।

ন শূদ্রা ইতি। যে জনা জনার্দ্দনবিষয়ে ভক্তা ন ভবন্তি তে জনা ব্রাহ্মণাদিসর্ব্ববর্ণেষু মধ্যে শূদ্রা ভবন্তীতি ॥ ৮৫ ॥

ষট্‌কর্ম্মেতি। যজনযাজনাধ্যয়নাধ্যাপনদানপ্রতিগ্রহাঃ। ইতি ষট্‌কর্ম্মসু নিপুণঃ পারগঃ ইতি ॥ ৮৬ ॥

মহাকুলপ্রসূতোঽপীতি হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। ব্রাহ্মণোঽপি সংকুলকর্ম্মাধ্যয়নাদিমান্

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সকল লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করে না, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র ॥ ৮৫ ॥

ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্ম অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ। এই ছয় কর্ম্মে পারদর্শী হইলেও তিনি যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারেন না, শ্বপচ অর্থাৎ অন্ত্যজ হীনজাতি চণ্ডালও যদি বৈষ্ণব হয়েন, তাহা হইলে তিনি সকলের গুরু হইতে পারিবেন ॥ ৮৬ ॥

এবং ব্রাহ্মণ যদি মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখা (বেদ) অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, অথচ তিনি যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারেন না ॥ ৮৭ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি শূদ্রজাতির গুরু হয়েন,

শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৮৮ ॥

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন । রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ ৮৯ ॥ যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে । তার মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল । জানি তেঁহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ৯০ ॥ রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার । যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥ মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী । তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চারি ॥ ৯১ ॥ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ । সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান ॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার ।

প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি; সর্প্ররাপবাদং লিখতি মহাকুলেতি । কুলে মহতি জাতোঽপি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ । অতএবোক্তং পঞ্চরাত্রে । অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ । পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোরিতি ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

আর শূদ্রজাতি যদি ভগবদ্ভক্ত ও পূর্ব্বোক্ত তিন জাতি যদি অবৈষ্ণব হয়েন, তাহা হইলে শূদ্র ঐ তিন জাতির গুরু হইতে পারেন ॥ ৮৮ ॥

হে রামানন্দরায় ! তুমি আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বঞ্চনা করিও না, শ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বলিয়া আমার মন পূর্ণ কর ॥ ৮৯ ॥

যদিচ রামানন্দরায় ভাগবতের মহাপ্রেমী হয়েন এবং কৃষ্ণমায়া মধ্যে মন আচ্ছাদন করিতে না পারেন, তথাপি মহাপ্রভুর ইচ্ছা অতিশয় প্রবল রায়ের মন জানিতে মহাপ্রভু উৎসুক হইলেন ॥ ৯০ ॥

অনন্তর রামানন্দরায় কহিলেন, প্রভো ! আমি নট, আপনি সূত্রধার; আমাকে যেরূপ নাচাইতেছেন, আমি সেইরূপ নাচিতেছি, আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, আর আপনি বীণাধারী, আমার মনে যাহা হয়, তাহাই উচ্চারণ করিতেছি ॥ ৯১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান্, সকল অবতারের অবতারী এবং সকল কারণের প্রধান । আর অসংখ্য বৈকুণ্ঠ, অসংখ্য অবতার ও অসংখ্য

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥ সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্বৈশ্বর্য্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ ॥ ৯২ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং প্রথমঃ শ্লোকো যথা ॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

দিক্প্রদর্শনাৎ। ঈশ্বরঃ পরম ইতি। কৃষির্ভূ ইতি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ কৃষ্ণশব্দবাচ্যঃ তস্মাদীশ্বরঃ সর্ববশয়িতা তদিদমুপলক্ষিতং। বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীকৃষ্ণসৌবার্থান্তরেণ। অথবা কর্ষয়েৎ সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং। কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে। ইতি কলয়তি নিয়ময়তি সর্বমিতি কালশব্দার্থঃ। যস্মাদেব তাদৃগীশ্বরস্তস্মাৎ পরমঃ পরা সর্বোৎকৃষ্টা মা লক্ষ্মীঃ শক্তয়ো যস্মিন। তদুক্তং শ্রীভাগবতে। রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেরিত্যাদি তন্নাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুত ইতি চ। তত্রৈবাগ্রে। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি। তাপন্যাঞ্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতমিতি। যস্মাদেব তাদৃক্ পরমস্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শ্রীদশমে। শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধমিতি। টীকা চ স্বামিপাদানাং। আদৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেবা। একাদশে তু। পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ইতি। ন চৈবমাদিত্বং তস্যাভাবাপেক্ষং। কিন্ত্বনাদিরাদিস্তে অনাদির্যদা তাদৃশং। তাপন্যাঞ্চ। একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যুক্ত্বা নিত্যো নিত্যানামিতি। যস্মাদেব তাদৃশস্তথাদিস্তস্মাৎ সর্বকারণকারণং মহৎস্রষ্টা পুরুষস্যাপি কারণং। তথাচ শ্রীদশমে। যস্যাংশাংশাংশভাগেনেতি। টীকা চ। যস্যাংশঃ পুরুষস্তস্যাংশো মায়া তস্যাংশা গুণাঃ তেষাং ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। সচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহস্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। তাপনীহয়শীর্ষয়োঃ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণ ইতি। ব্রহ্মাণ্ডে। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি। তদেবমস্য তথা লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যে সিদ্ধে চোভয়লীলাভিনিবিষ্টত্বেন কচিৎ বৃষ্ণীন্দ্রত্বং কচিদ্গোবিন্দত্ব

ব্রহ্মাণ্ড এই সকলের আধার স্বরূপ। ব্রজেন্দ্রনন্দন সচ্চিদানন্দতনু অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় বিগ্রহ, তিনি সকল ঐশ্বর্য্য, সমুদায় শক্তি ও সমস্ত রসে পরিপূর্ণ ॥ ৯২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ১ শ্লোকে যথা ॥

সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি অনাদি এবং সক-

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥ ৯৩ ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষান্মন্মথমদন ॥৯৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

§ তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।

দৃশ্যতে। যথা দ্বাদশে শ্রীসূতঃ। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত তীর্থশ্রবশ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্। ইতি চিন্তামণিপ্রকরসদ্মস্থিত্যাদি গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারম্ভে সুরভিবাক্যং। ত্বং ন ইন্দ্র। অস্তু তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্দ্র ইতি। তাপনীষু চ ব্রহ্মণা তদীয়মেব স্বেনারাধনং প্রকাশিতং। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদি ॥ ৯৩ ॥

সের আদি, গোবিন্দ ও সমস্ত কারণের কারণ হয়েন ॥ ৯৩ ॥

যিনি বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত * নবীন মদনস্বরূপ, কামগায়ত্রী ও কামবীজে তাঁহার উপাসনা হয়। জগতে যত পুরুষ, স্ত্রী, স্থাবর ও জঙ্গম আছে, তৎসমুদায়ের চিত্ত যে প্রাকৃত কন্দর্প আকর্ষণ করে, তিনি তাহারও মনকে মথন করেন ॥ ৯৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

গোপীদিগের উচ্চ রোদন শ্রবণ করত ভগবান্ শৌরিও বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া স্মিতবদনে তাঁহাদিগের সমক্ষে এরূপ আবির্ভূত হইলেন

§ তাসামাবি এই শ্লোকের টীকা মধ্যলীলার ২৭৩ পৃষ্ঠায় আছে।

* স্বর্গে ইন্দ্রতুল্য যে কন্দর্প আছেন, তাঁহাকে প্রাকৃত মদন কহে, ইনি সমুদায় জগতের মনকে আকর্ষণ করেন, বৃন্দাবনে যে ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত মদন, তিনি প্রাকৃত মদনকেও মোহিত করেন, সুতরাং বৃন্দাবনে প্রাকৃত মদনের অধিকার নাই, এজন্য ব্রজেন্দ্রনন্দনকে নূতন মদন বলিয়া উল্লেখ করা হইল। কামগায়ত্রী ও কামবীজদ্বারা তাঁহার উপাসনা হয়। কামবীজ "ক্লীং"। কামগায়ত্রী "কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৮৫ ॥

নানা ভক্তে নানামত রসামৃত হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ৯৬ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে-১ ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ১ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং যথা ॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ, প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।

দুর্গসঙ্গমন্যাং। অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি সামান্যভগবদাবির্ভাবপর্য্যায়ঃ তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখং অতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা, বিদধাতি করোতি সর্ব্বং সুখং সর্ব্বত্রেতি নিরুক্তেঃ পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ অসুরাণামপি মুক্তিপ্রদত্বেন সর্ব্বৈশ্বর্য্যাতিক্রান্তৈশ্বর্য্যেণ পরমা-পূর্ব্বস্বপ্রেমমহাসুখপর্য্যন্তসুখবিস্তারকত্বেন স্বয়ং ভগবত্বেন চ তস্যৈব প্রসিদ্ধেঃ। অতএব অমরেণাপি তৎপ্রাধান্যেনৈব তানি নামানি প্রোক্তানি। বসুদেবোঽস্য জনক ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এতদেব সর্ব্বং জয়তার্থেন স্পষ্টীকৃতং। সর্ব্বোৎকর্ষেণ বৃত্তির্নাম তত্তদেবেতি। অতএব প্রাকট্য-সময়মাত্রদৃষ্ট্যা যা লোকস্য প্রতীতিঃ তস্যাঃ নিরাসকো বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। তথাচ প্রথমানি। বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ। যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপমিতি। স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ইতি। যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসং। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চেতি। কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদা-মৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

যে, দেখিবামাত্র বোধ হইল, ইনি জগন্মোহন কামদেবেরও মনোমধ্যে উদ্ভূত কাম অর্থাৎ কামেরও সাক্ষাৎ মোহ জনক ॥ ৯৫ ॥

নানা ভক্তে নানা প্রকার রসামৃত হয়, সেই সকল রসামৃতের বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়স্বরূপ ॥ ৯৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ১ ভক্তি সামান্য লহরীর প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

যাঁহার পরমানন্দ মূর্ত্তি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীভৎস এই দ্বাদশ রসের আশ্রয়

কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ৯৭ ॥

যস্যোদ্বিজক্রমমৃগাঃ পুলকান্ বিভ্রন্তি। যস্ত লীলোপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে॥ অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ। অখিলাঃ রসাঃ বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যাঃ দ্বাদশ রসাঃ যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তির্যস্য সঃ। আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্যেতি। স্বয়ৈব নিত্যসুখবোধতনাবনন্ত ইতি মল্লানামশনিরিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েদিতি শ্রীগোপালতাপনীভ্যশ্চ। তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেন আবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে। অতএবাদিরসবিশেষবিশিষ্টসম্বন্ধেন নিতরাং॥ তথা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি। ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধদিত্যাদি। তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু মুখ্যাঃ দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়ন্তে। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি। বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি পাঠান্তরং। তথেতি দশম্যাপি তারকা নাম্নৈবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং। দ্বারকামাহাত্ম্যে চ॥ ললিতোবাচেত্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তাভ্যোঽন্যা ললিতা শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রাশ্চ শ্রূয়ন্তে। পূর্ব্বোক্তা রাধা ধন্যা বিশাখাশ্চ। তদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যামুখ্যাভিরুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তাবল্লিখ্য তাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহ প্রসৃমরেতি। প্রসৃমরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ। পালিকেতি সংজ্ঞায়াং কন্বিধানাৎ। পালীতি দীর্ঘান্তোঽপি ক্বচিৎ দৃশ্যতে। অথ মধ্যমমুখ্যাভ্যামাহ কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ। অথ পরমমুখ্যায়া আহ। রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। ইষ্ঠপ্রত্যয়ে প্রী প্রিয়স্থিরঃ ক ইতি কপ্রত্যয়বিধেঃ। অতএব অস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পূর্ব্ববদ্-

স্বরূপ, যাঁহার প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা তারকা ও পালিনাম্নী গোপিকাদ্বয় বশীভূত হইয়াছেন এবং যিনি শ্যাম্যা ও ললিতাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, শ্রীরাধার অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা, সমস্ত দুঃখনাশন, নিখিল সুখপ্রদ সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ৯৭ ॥

যুগ্মত্বেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা। অতএব মাৎস্যে শক্তিত্বসাধারণ্যেন অভিমতয়া গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ। রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়েঽপি তস্যা এব মন্ত্রকথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ইতি। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতাবপি। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বিতি। অতএবাহুঃ অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি। অর্থশ্লেষার্থব্যাখ্যা তত্রৈব শ্লেষোপমাং সূচয়ন্ তদর্থবিশেষং পুষ্ণাতি। সর্ব্বলৌকিকালৌকিকাতীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমাদ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেন উপমেয়ং। সর্ব্বতমস্তাপজদুঃখশমকত্বেন সর্ব্বসুখপ্রদত্বেন চ তত্র পূর্ব্বরাত্রিকৃতিপর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে রাকাপতেরেব বিধুত্বং মুখ্যং পর্য্যবস্যতীতি সর্ব্বতঃ প্রভাবাৎ পূর্ণত্বাংশেন চ এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমনত্বাদির্নাস্তীতি নোপমানযোগ্যতা। ততো বিধুঃ সর্ব্বতঃ উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি লভ্যতে। বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্তু প্রতিঋতুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়াবির্ভূতেঃ। এবং বিশেষো সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশেষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি অখিলেত্যাদিভিঃ। অখিল অখণ্ডঃ রসঃ আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তির্মণ্ডলং যস্য। অত্র শব্দেন সাম্যং রসনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যৌক্তাং। তথা প্রসৃমরাভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধা আবৃতা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণিঃ যেন। ইতি পূর্ব্ববৎ নিজকান্তিবশীকৃতকান্তিমতীগণবিরাজমানত্বাংশেনাপি জ্ঞেয়ং। কলিতমুদ্রীকৃতং শ্যামায়াঃ রাত্রেঃ ললিতং বিলাসো যেন ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি জ্ঞেয়ং। তথা শ্যামা তু শুপ্‌গুলৌ। অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধৌ। ত্রিবৃতা শারিকা গুন্দ্রা নিশা কৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুষ্বিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্নাং তারায়াং প্রেমান্ অধিকপ্রীতিমান্। ঋতুরাজপূর্ণিমায়াং তদনুগামিত্বাৎ ইতি তদনুগতিমাত্রসাম্যস্বৈকতরবিবক্ষাংশেনাপি উপমানস্য চৈতানি বিশেষণান্যুৎকর্ষবাচকানি সূর্য্যাদেস্তাদৃশমূর্ত্ত্যাভাবাৎ তারাদ্যাংশেনাপি উপমানস্য ... নাশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিত্বাভাবাৎ সুখবিশেষকররাত্রিবিলাসাভাবাৎ তাদৃশবিরহনাশনক্রিয়ত্বেন ... তিব্যক্তেশ্চেতি। সিদ্ধান্তরসভাবানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়োরপি। অনন্তত্বাৎ স্ফুটত্বাচ্চ ব্যজ্যন্তে দুর্গমিত্বিহ। লিখনং সর্ব্বমেবাস্মিন্নাশঙ্কানাশপণ্ডিতং। বৃথৈবাশঙ্কয়া তত্র নাবধেয়মবুদ্ধিভিঃ। গ্রন্থকৃতাং স্বারস্যাৎ, কতিচিৎ পাঠাস্তু যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং কৈশোরতীষ্টং হি ॥ ৯১ ॥

শৃঙ্গার রসরাজময়মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ॥ ৯৮ ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে সামোদদামোদর নামক
১ সর্গে ১ শ্লোকে যথা ॥

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ

বালবোধিন্যাং। অথ গীতার্থং শ্লোকেন বিশদয়ন্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। হে সখি মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি কিং কুর্ব্বন্ বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীনাং জনানামনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদানপ্রীণনেনানন্দং জনয়ন্। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং শ্রেণীশব্দেন নবনবায়মানত্বং শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং কোমলশব্দেন সুকুমারত্বঞ্চ সূচিতং। ননু নিকোতিহোঽয়ং রসঃ নায়কস্যানুরাগে তস্যাপি নায়িকানুরাগসবসরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাদত আহ ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমবিপাকোদ্গতপ্রেমরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্তিরস্কৃত ইতি সূচিতং তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ ন স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াধামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তয়া সার্দ্ধং সঙ্গো ন স্যাৎ অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিগ্মাত্রতায়া তেন প্রত্যঙ্গমিতি। একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ। ননু নৈকাসাং সমাধানং কথং স্যাত্তত্রাহ

শৃঙ্গার নায়ক যে রসরাজ, শ্রীকৃষ্ণ তৎস্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, অতএব তিনি আত্মপর্য্যন্ত সকলের চিত্ত হরণ করেন ॥ ৯৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গীতগোবিন্দের ১ সর্গের শেষে
১ শ্লোকে শ্রীজয়দেবের বাক্য যথা—

হে সখি! বিশ্বস্থিত সমস্তজনের অনুরঞ্জন অর্থাৎ স্ব স্ব বাঞ্ছাতিরিক্ত রসদানরূপ প্রীণনদ্বারা আনন্দ উৎপাদনপূর্ব্বক ইন্দীবরবিনিন্দি শ্যামাঙ্গসমূহে কন্দর্পোৎসব উদ্ভাবন করত স্বচ্ছন্দরূপে ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে প্রত্যঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসের

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৯৯ ॥

লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমপুরুষবাক্যং ॥

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা, ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।

শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমানিবাহমুৎপ্রেক্ষে যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমত্বরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি ॥ ৯৯ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০।৮৯।৩২। মে কলাবতীর্ণাবিতি সম্বোধনং। শীঘ্রং মে অন্তি সকাশং ইতং আগচ্ছতং। কৃষ্ণসন্দর্ভে। দ্বিজাত্মজেতি। যুবয়োর্বাং দিদৃক্ষুণা ময়া দ্বিজপুত্রা মে ময়া ভুবি ধাম্নি উপনীতা আনীতাঃ। ইত্যেকং বাক্যং। বাক্যান্তরমাহ। হে ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ কলা অংশাঃ তদ্যুক্তাবতীর্ণৌ। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। কলায়ামংশলক্ষণে মায়িক প্রপঞ্চেঽবতীর্ণৌ বা। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি শ্রুতেঃ। ভূয়ঃ পুনরপি অবশিষ্টান্ অবনের্ভরান্ হত্বা মে মম অন্তি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুবাং ত্বরয়েতং ত্বরয়তং। অত্র প্রস্থাপ্য তানমোচয়মিত্যর্থঃ। ভক্তানাং মুক্তিপ্রসিদ্ধেঃ। মন্ত্রকালপুরজ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি। ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনং। প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমা ইতি হরিবংশে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদুক্তেশ্চ। ত্বরয়েঽমিতি প্রার্থনায়াং লোটি রূপং। অস্তীত্য·

ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হওত বসন্ত ঋতুতে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীকান্ত (নারায়ণ) প্রভৃতি অবতারগণের মন হরণ করেন।

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ের

৩২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতি ভূমা-

পুরুষের বাক্য যথা ॥

ভূমা পুরুষ কহিলেন, হে নরনারায়ণ! আপনাদের দুই জনকে দেখিবার নিমিত্ত এই দ্বিজবালকগণকে আমি এখানে আনয়ন করি-

কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্, হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥১০০॥

লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবচনং ॥

বাষাচ্চতুর্থ্যা লুক্। চতুর্থী চ এধোভ্যো ব্রজতীতিবৎ ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাৎ কটং কৃত্বা প্রস্থাপয়েতিবদ্ভয়োরেকেনৈব কর্ম্মণান্বয়ঃ প্রসিদ্ধ এব। অর্থান্তরে তু সম্ভবত্যেকপদত্বে পদচ্ছেদঃ কষ্টায় কল্প্যেত। তথাতৎভাবাদিতমিত্যত্রাগচ্ছতমিতি ব্যাখ্যানং যুজ্যতে। তস্মাদেষ এবার্থঃ স্পষ্টমকষ্টো ভবতি। তথা, পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী। ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভো লোকসংগ্রহমিত্যস্য ন কেবলমতত্ত্বরূপেণৈব যুবাং লোকহিতায় প্রবৃত্তৌ অপি তু বৈভবাস্তরেণাপীতি স্তৌতি পূর্ণেতি। স্বয়ং ভগবত্বেন তৎসখ্যত্বেন চ ঋষভৌ সর্ব্বাবতারাবতারিশ্রেষ্ঠাবপি পূর্ণকামাবপি স্থিত্যৈ লোকরক্ষণায় লোকেষু ভক্তধর্ম্মপ্রচারহেতুং স্বধর্ম্মমাচরতাং কুর্ব্বতাং মধ্যে যুবাং নরনারায়ণাবৃষী ইত্যনয়োরংশত্বেন বিভূতিবন্নির্দ্দেশঃ। উক্তৈকাদশে শ্রীভগবতা বিভূতিকথন এব। নারায়ণো মুনীনাঞ্চেতি ধার্ম্মিকমৌলিস্থাদ্বিজঃ পুত্রার্থমবশ্যমেষাথ ইত্যত এব ময়া তথা ব্যবসিতমিতি ভাবঃ। তথাচ হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা। বিপ্রার্থমেষাতে কৃষ্ণো নাগচ্ছেদন্যথেতি হ। ইতি। অত্রাচরতমিত্যর্থে আচরতামিতি প্রসিদ্ধমিত্যতশ্চ তথা ন ব্যাখ্যাতং। তস্মান্মহাকালতোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাধিক্যং সিদ্ধং। দর্শয়িষ্যতে চেদং মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রপ্রকরণেন। তদেতন্মহিমাস্বরূপমেবোক্তং। নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ। যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুভাবিতমিতি। অত্র মমাকালানুভাবিতমিতি নোক্তং ॥ ১০০ ॥

য়াছি, এক্ষণে আপনাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলাম, আপনারা পৃথিবীর ভারহরণ রূপ অসুরবধের নিমিত্ত অংশকলাসহিত অথবা অংশকলাতে (মায়িক প্রপঞ্চে) অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব তাহা সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট আগমন করুন ॥ ১০০ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করেন ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ দশমস্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নাগপত্নীদিগের বাক্য যথা—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৬। ৩২। ন তপ আদিনিমিত্ত এব ভাগোদয়ঃ কিন্তু তব কৃপাবৈভবমিত্যাহুঃ কস্যানুভাব ইতি। তপ আদিনা ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্যাঃ শ্রিয়ঃ প্রসাদমিচ্ছন্তি। সা শ্রীর্ললনাপি শ্রীরেব ললনা উত্তমা স্ত্রী যস্য যদঙ্ঘ্রিস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া তপ আদাচরৎ অস্য সর্পস্য স কিং কৃত ইতি কো বেত্তীত্যর্থ। তোষণ্যাং। তব শ্রীগোকুলেশ্বররূপস্যাঙ্ঘ্রিরেণুনাং স্পর্শঃ। তত্রাধিকারঃ অস্যাপরাধিনঃ কালিয়স্য কতমস্য কারণস্যানুভবঃ ফলং তন্ন বিদ্মঃ। তত্র হেতুর্যদিতি। তাদৃশতপআদিপ্রসাদ্যা শ্রীরপি ললনা পরমমৃদুকোমলাপি যদ্বাঞ্ছয়া কামান্ তদ্বিধপরমধবসঙ্গময়তত্তদ্ভোগান্ বিহায় ধৃতব্রতা বহুনিয়মা সতী তপ আচরদেব নতু তা প্রাপেত্যর্থঃ। প্রাপ্তৌ সত্যাং কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে ইতি নোচ্যতেতি ভাবঃ। তচ্চ যুক্তমেবেতি সম্বোধয়ন্তি। দেব হে অদ্ভুতানন্তমহিম্না দ্যোতমানেতি। এতদুক্তং ভবতি। শ্রীরিয়ং বৈকুণ্ঠনাথাদিপ্রেয়সীরূপা নতু গোপরামারূপা রেখারূপা চ। গোপ্যাঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীরিতি তদুক্তেরশ্রিয়েব পর্যবসানাৎ। স্বর্ণরেখারূপেণ তদ্বামবক্ষোভাগে স্থিতত্বাচ্চ। তপোঽত্র স্ত্রীত্বাৎ স্বপত্যারাধনং অতএব পূর্বতউৎকৃষ্টত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য তেন সহৈকাত্ম্যাভাবাত্তথাপি সৌন্দর্য্যাদিবৈশিষ্ট্যেন লোভবিশেষাত্তল্লাভঞ্চ যুক্তমিতি। শ্রীত্বেন সর্ব্বাসাং তাসামৈকাত্ম্যে সত্যপ্যন্যতমায়া অভিলাষঃ প্রাদুর্ভাববিশেষেণাভিমানভেদাৎ যথা বৈকুণ্ঠনাথাদিসঙ্গিনীষ্বপি তত্তল্লক্ষ্মীষু সীতাদীনাং শ্রীরামবিরহাদ্যং শ্রয়ত ইতি। তস্যাশ্চ তপ আদিনা ত্রিকালমপ্রাপ্তিরেব বিবক্ষিতা। অপ্রাপ্তিকারণঞ্চ গোপীবত্তদনন্যভাবাভাব এবেতি চ। যদ্যপি তাসাং পরমভক্তানাং সঙ্গ এব শ্রীবৃন্দাবনাদৌ যমুনাবাস এবচ হেতুরস্তি তথাপি স্বাতন্ত্র্যানন্যাৎ তথাসস্যাচ তদ্বক্ষঃ স্পর্শময়ত্বেন কদাচিৎপাতা-

নাগপত্নীরা কহিলেন, হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যাদি দ্বারা যে শ্রীর (লক্ষ্মীর) প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন, সেই শ্রী ললনা হইয়াও আপনার যে চরণরেণুর স্পর্শাধিকার বাসনায় অন্যান্য কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, এই সর্পের সেই চরণরেণু স্পর্শের অধিকার দেখিতেছি, এ ব্যক্তির ইহা

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১০১॥

আপনার মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১০২ ॥

তথাহি ললিতমাধবে ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকে মণিভিত্তৌ
প্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবচনং যথা—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ইতি ॥ ১০৩ ॥

তদশায়াব ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১০১ ॥

দুর্গমসঙ্গমন্যাঃ। অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলক্ষ্মাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা। শ্রীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মানতন্মাধুর্য্যাবাঃ ॥ ১০৩ ॥

কোন্ পুণ্যের অনুভব? তাহা বলিতে পারি না, আমাদের বোধ হয় এইরূপ ভাগ্যোদয় তপস্যাদিজনিত নহে, ইহা আপনার অচিন্ত্য কৃপারই বৈভব ॥ ১০১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধুর্য্যে আপনার মন হরণ করেন এবং আপনি আপনাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১০২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের ৮ অঙ্কে ৩২ শ্লোকে মণি-
ভিত্তিতে প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ ঔৎসুক্য সহকারে কহিলেন, আহা! আমার কি গুরুতর অদ্ভুত মাধুর্য্য, ইহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, অধিক কি বলিব, যদ্দর্শনে আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া সকৌতুকে শ্রীরাধার ন্যায় উপভোগ করিতে লালসা করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

সঙ্ক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ। এবে সঙ্ক্ষেপে কহি শুন রাধা-তত্ত্বরূপ ॥ ১০৪ ॥ কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥ অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥ ১০৫ ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমিত্যস্য

ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ৬ অংশে ৭ অধ্যায়স্য ৬১ শ্লোকঃ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

কাসৌ শক্তিঃ যয়া ব্যাপ্তমিত্যত আহ। বিষ্ণুশক্তিঃ বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ। পরমপদপরব্রহ্মপরতত্ত্বাদ্যাখ্যা। প্রোক্তা প্রভাস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমিত্যত্র প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তং। ইদানীং পরমশক্তিব্যাপ্যং ভাবনাত্রয়াত্মকং ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নাহ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যেতি। ব্যাপ্যব্যাপকভেদহেতুভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি। কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যাঃ সা তথা চ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরেকীকৃত্যোক্তিঃ। সংসারলক্ষণকার্য্যৈক্যাৎ ॥ ১০৬ ॥

সঙ্ক্ষেপে এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কহিলাম, এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে শ্রীরাধার তত্ত্ব বলি, শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাহাতে তিনটী প্রধান, তাহাদের নাম, যথা—চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি, এই তিনকে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি কহা যায়, অন্তরঙ্গা শক্তিকে স্বরূপ শক্তি বলে, এই শক্তি সকল শক্তির প্রধান ॥ ১০৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভগবৎসন্দর্ভে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকং"

ইহারই ব্যাখ্যায় ধৃত বিষ্ণুপুরাণের ৬ অংশের

৭ অধ্যায়ের ৬১ শ্লোক যথা ॥

বিষ্ণুশক্তি অর্থাৎ চিৎকে পরাশক্তি জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এবং অবিদ্যাকে অপরাশক্তি কহে। এই তৃতীয় অবিদ্যা বা অপরাশক্তির একটী নাম কর্ম্ম ॥ ১০৬ ॥

সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ ॥ আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানী ॥ ১০৭ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ৩ রতিভক্তিলহর্য্যাং ।
প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতবিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাংশীয়
১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকঃ ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

যতস্বংস্থাপি ত্বয্যেব স্থাতুং শীলমস্যেতি ত্বংস্থাপি তথাভূতমেব সন্ ঘটঃ সন্ পট ইত্যেব দৃশ্যতে ন তু পৃথক্। তো ঈশ্বর সর্ব্বজীবনিয়ামক। পাঠান্তরেঽপি অয়মেবার্থঃ। ঈশ্বরত্বমেব জীবেশ্বরবৈলক্ষণ্যেন দর্শয়ন্ আহ হ্লাদিনীতি। হ্লাদিনী আহ্লাদকরী। সন্ধিনী সত্তা। সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ। একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সা সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মিন্ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু। যা গুণময়ী ত্রিবিধা সম্বিৎ

শ্রীকৃষ্ণের সৎ ও আনন্দময় স্বরূপ, অতএব স্বরূপ শক্তি তিন প্রকার হয়েন। যথা—আনন্দ অংশে হ্লাদিনী, সৎ (নিত্য) অংশে সন্ধিনী এবং চিৎ (জ্ঞান) অংশে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি বলিয়া যাঁহাকে মানা যায় ॥ ১৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ৩ রতিলহরীর ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধৃত বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশীয় ১২ অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোক যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি সকলের আধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু হ্লাদিনী শক্তি আহ্লাদকরী (মনঃপ্রসাদজনক সত্ত্বগুণ), সন্ধিনীশক্তি তাপকরী (বিষয় বিয়োগাদিতে দুঃখজনক তমোগুণ) এবং সম্বিৎ শক্তি উভয় মিশ্রা (উভয়াত্মক রজোগুণ) ইহারা (জীবাত্মাতে

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতেতি ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ ১০৯ ॥ হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥ প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ ১১০ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ
শ্রেষ্ঠত্বকথনে ২ শ্লোকঃ ॥
তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।

সা ত্বয়ি নাস্তি ॥ ১০৮ ॥

অথ তাস্বু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবস্বরূপেরমিতি। তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিত্যনেন তাসাং সর্ব্বাসামপি ভক্তিরসপ্রতিভাবিতত্বং গম্যতে। ভক্তির্হি পূর্ব্বগ্রন্থে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মত্বেন পরমানন্দরূপতয়া দর্শিতা। তস্যাশ্চ রসত্বাপত্তিঃ স্থাপিতা ততশ্চ তেনানন্দচিন্ময়াত্মকেন রসেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবিতাভিঃ প্রতিক্ষণং

যেমন পৃথক্‌রূপে অবস্থিতি করে সেই রূপ তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ ১০৮ ॥

হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ দেন বলিয়া তাঁহার নাম আহ্লাদিনী, শ্রীকৃষ্ণ এই শক্তিদ্বারা স্বয়ং সুখ আস্বাদন করেন। স্বয়ং সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সুখ আস্বাদন করেন, ভক্তগণকে সুখ দিতে আহ্লাদিনী কারণ স্বরূপা ॥ ১০৯ ॥

হ্লাদিনীর যে সার অংশ তাহার নাম প্রেম, ঐ প্রেম আনন্দ চিন্ময়-স্বরূপ, প্রেমের সর্ব্বোত্তম সারভাগের নাম মহাভাব, শ্রীরাধাঠাকুরাণী সেই মহাভাবের স্বরূপ হয়েন ॥ ১১০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির রাধাপ্রকরণে
রাধা চন্দ্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব কথনে ২ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা—

রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে রাধিকা অধিকা,

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ইতি ॥ ১১১ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ ১১২ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৩৭ শ্লোকঃ ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্বাভিঃ কলাভিঃ সর্ব্বশক্তিভিরিত্যর্থঃ। অতএব যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যনেন সর্ব্বোত্তমসর্ব্বগুণলক্ষণাভিরিতি চ লভ্যতে। তদেবং তাসাং ভক্তিবিশেষরসময়শক্তিরূপত্বে সতি তাসু সর্ব্বাসু বরীয়স্যাং শ্রীরাধায়াং লভ্যতে এব মহাভাবস্বরূপতা গুণৈরতিবরীয়স্তা চ। এবমেবোক্তং বৃহদ্গৌতমীয়ে তন্মন্ত্রস্য ঋষ্যাদি কথনে। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃসম্মোহিনী পরেতি চ ॥ ১১১ ॥

তত্রৈব। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিত্যনেন তাসাং সর্ব্বাসামপি ভক্তিরসপ্রতিভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তির্হি পূর্ব্বগ্রন্থে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মেত্যত্র পরমানন্দরূপতয়া দর্শিতা তস্যাশ্চ রসত্বাপত্তিঃ স্থাপিতা। ততশ্চ তেনানন্দচিন্ময়াত্মকেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবিতাভিঃ প্রতিক্ষণং নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্বাভিঃ কলাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ ॥ দিক্‌প্রদর্শিন্যাঃ। তৎপ্রেয়সীনাস্তু কিং বক্তব্যং পরমপ্রিয়াং তাসাং সাহিত্যেনৈব তস্য তল্লোকবাস ইত্যাহ আনন্দেতি। অখিলানাং গোলোকবাসিনাং অন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণামাত্মভূতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচারিণ্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশয়ত্বং দর্শিতং। তত্র হেতুঃ। কলাভিঃ হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ আনন্দচিন্ময়ো যো রসঃ পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা তেন ভাবিতাভিঃ পূর্ব্ববত্তাসাং তন্ময়া রসেন সোহয়ং ভাবিতো জাতঃ। ততশ্চ তেন যা প্রতিভাবিতা যাতাস্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ। প্রতিশব্দাল্লভ্যতে।

ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণদ্বারা অতিশয় গরীয়সী ॥ ১১১ ॥

শ্রীরাধার দেহ প্রেমের স্বরূপ ও প্রেমদ্বারা ভাবিত (মিশ্রিত) ॥ ১১২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৩৭ শ্লোকে যথা—

আনন্দ চিন্ময় রসদ্বারা প্রতিভাবিত স্বীয়শক্তিস্বরূপা গোপরামা-

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১১৩ ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার । কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥ মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥ ১১৪ ॥ রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন । তাতে অতি সুগন্ধি

যথা প্রত্যুপকৃতঃ স ইত্যুক্তে তস্য প্রাপ্তোপকারিত্বমায়াতি তদ্বৎ । তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব নতু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ । পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপর-দারত্বাসম্ভবাৎ অস্য স্বদারতাময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলা-য়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ । য এবেত্যেবকারেণ যৎ প্রাপঞ্চিকপ্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি । সোঽয়ং যত্র বা প্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজ-রূপতাব্যবহারে যো নিবসতীতি ব্যজ্যতে । তথাচ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকটলীলা-নিত্যলীলাশীলময়দশার্ণব্যাখ্যানে । অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বেতি । গোলোক এবেত্যেবকারেণ সোঽয়ং, লীলা তু তস্মাম্মান্যা বিদ্যতে ইতি প্রকাশ্যতে ॥ ১১৩ ॥

দিগের সহিত যিনি নিত্য গোলোকে বাস করিতেছেন, সেই নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ গোবিন্দ আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি ॥ ১১৩ ॥

সেই মহাভাবরূপ চিন্তামণি সকলের সারস্বরূপ এবং কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করাই যাহার কার্য্য, সেই মহাভাবচিন্তামণি শ্রীরাধার স্বরূপ ললি-তাদি সখীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ অর্থাৎ শরীরের প্রকাশ বিশেষ ॥ ১১৪ ॥

শ্রীরাধার প্রতি যে শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ * তাহাই সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন

---

* অথ স্নেহ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগের প্রীতিভক্তিরস দ্বিতীয়লহরীতে ৩৩ অঙ্কে ॥

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে ।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা ॥

অস্যার্থঃ । প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে, তাহাকে স্নেহ বলে । এই স্নেহে ক্ষণকালও বিচ্ছেদ সহ্য হয় না ॥

দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥ কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম। তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥ লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান। নিজ লজ্জা শ্যাম পট্ট-শাড়ী পরিধান ॥ কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন। প্রণয়মান-কঞ্চু-

(অঙ্গমার্জ্জন) তদ্দ্বারা শ্রীরাধার শরীর অতিশয় সুগন্ধ ও উজ্জ্বলবর্ণ হয়। কারুণ্যরূপ অমৃতধারায় শ্রীরাধার প্রথম স্নান। তারুণ্যরূপ অমৃতধারায় মধ্যম স্নান, লাবণ্যরূপ অমৃতধারায় তাহার উপর স্নান অর্থাৎ শ্রীরাধার দেহ প্রথমতঃ করুণায় পরিপূর্ণ, দ্বিতীয়তঃ তরুণিমায় (যৌবনে) এবং তৃতীয়তঃ লাবণ্যে পরিশোভিত। অপর শ্রীরাধা স্বীয় লজ্জারূপ যে শ্যামবর্ণ, তাহাই পট্টবস্ত্ররূপে পরিধান করিয়াছেন অর্থাৎ লজ্জাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ তাহাই রক্ত অর্থাৎ অরুণবর্ণ, দ্বিতীয় উত্তরীয় বসন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুরাগই অঙ্গের আচ্ছাদন। প্রণয়মান (১) দ্বারা বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত। অপর শ্রীরাধার নিজের যে

(১) নির্হেতুমানঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৪০। ৪১ অঙ্কে যথা ॥

অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতো তথা।
প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাং ॥
আদ্যং মানঃ পরীণামং প্রণয়স্য জগুর্ব্বুধাঃ।
দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভরবৈভবং।
বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্য এষ এব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

অস্যার্থঃ। কারণের অভাব অথবা দুইয়ের অর্থাৎ নায়ক নায়িকার কারণাভাস হেতু যে প্রণয় উদিত হয়, তাহাই নির্হেতুমানতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

পণ্ডিতগণ প্রণয়ের পরিণামকে আদ্যমান অর্থাৎ সহেতুকমান কহেন, আর ঐ প্রণয়ের বিলাসজনিত বৈভবকে দ্বিতীয় অর্থাৎ নির্হেতুমান কহেন। বিদ্বানেরা ইহাকেই প্রণয়মান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

লিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥ সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীপ্রণয় চন্দন। স্মিতকান্তি কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন॥ ১১৫॥ কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর। সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥ প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস। ধীরাধীরাত্ব গুণ অঙ্গে পটবাস॥ ১১৬॥ রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।

সৌন্দর্য্য, তাহাই কুঙ্কুম, সখীদিগের যে প্রণয়, তাহাই চন্দন এবং নিজের ঈষৎ হাস্যের যে কান্তি, তাহাই কর্পূর, এই তিন দ্বারা অঙ্গবিলেপন অর্থাৎ নিজের সৌন্দর্য্য, সখীদিগের প্রণয় ও নিজের ঈষৎ হাস্য, এই তিনদ্বারা শ্রীরাধার মূর্ত্তি পরিলিপ্ত॥ ১১৫॥

তথা শ্রীকৃষ্ণের যে উজ্জ্বল (শৃঙ্গার) রস, তাহাই মৃগমদ (কস্তূরী,) সেই মৃগমদে শ্রীরাধার অঙ্গ চিত্রবিচিত্র। প্রচ্ছন্ন (আচ্ছাদিত) (১) মান (২) ও বাম্য (বামতা) এই দুই ধম্মিল্ল অর্থাৎ সংবদ্ধ কেশ-পাশের বিন্যাস। আর ধীরাধীরাত্ব (৩) যে গুণ, তাহাই অঙ্গে পটবাস অর্থাৎ সুগন্ধি চূর্ণ॥ ১১৬॥

---

(১) অথ মানঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৩১ অঙ্কে যথা॥

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে॥
সঞ্চারিণোঽত্র নির্ব্বেদশঙ্কামর্ষাঃ সচাপলাঃ।
গর্ব্বাসূয়াবহিত্থাশ্চ গ্লানিশ্চিন্তাদয়োঽপ্যমী॥

অস্যার্থঃ। পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত যে দম্পতি অর্থাৎ নায়ক নায়িকা, তাহাদের স্বীয় অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদির রোধকারিকে মান কহে। সূত্রে; আদি শব্দ প্রয়োগহেতু পৃথক্ অবস্থানেতেও মান সম্ভব হয়॥

এই মানে নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ,), চপলত্ব, গর্ব্ব, অসূয়া, অবহিত্থা (ভাব-গোপন) গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব হয়॥

(৩) অথ ধীরাধীরা॥

প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥ সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥ ১১৭ ॥ কিলকিঞ্চিতাদি ভাব

রাগরূপ (৪) তাম্বূলরক্তিমায় অধর উজ্জ্বল, আর প্রেমের (৫) কুটিলতাভাব, তাহাই নেত্রে কজ্জল স্বরূপ। তথা সূদ্দীপ্ত (৬) সাত্ত্বিক-ভাব ও হর্ষ প্রভৃতি সঞ্চারিভাব, এই সমুদায় ভাবরূপ অলঙ্কারে শ্রীরাধার প্রত্যেক অঙ্গ পরিপূর্ণ ॥ ১১৭ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণে ২২ অঙ্কে ॥

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং ॥

অস্যার্থঃ। যে নায়িকা অশ্রুবিমোচন পূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধীরা কহা যায় ॥

(৪) অথ রাগঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ৮৪ ॥

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।

যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

অস্যার্থঃ। প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু যে স্থলে চিত্তমধ্যে অতিশয় দুঃখও সুখস্বরূপে অনুভূত হয়, তাহার নাম রাগ ॥

(৫) অথ প্রেম ॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ৪৬ অঙ্কে যথা ॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।

যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

অস্যার্থঃ। ধ্বংসের কারণসত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না, এমত যুবক যুবতীর পরস্পর ভাব-বন্ধনকে প্রেম কহে ॥

(৬) অথ উদ্দীপ্ত ও সূদ্দীপ্তসাত্ত্বিকভাব ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে তৃতীয়সাত্ত্বিকলহরীর ৪৬। ৪৭ অঙ্কে যথা ॥

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা

আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষাঃ সূদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥

অস্যার্থঃ। এককালীন যদি পাঁচ ছয় অথবা সমুদায় ভাব উদিত হইয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তবেই তাহাদিগকে সূদ্দীপ্তভাব বলে ॥

অথ হাবঃ ॥ ২ ॥

গ্রীবা রেচকসংযুক্তো জ্রনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।

ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। যাহা গ্রীবা বক্রকরণ ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী তথা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশক তাহাকে হাব কহা যায় ॥

অথ হেলা ॥ ৩ ॥

হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ ॥

অস্যার্থঃ। ঐ হাব যদি স্পষ্টরূপে শৃঙ্গারসূচক হয়, তবে তাহাকে হেলা বলে ॥

অথ শোভা ॥ ৪ ॥

সা শোভা রূপভোগাদৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণং ॥

অস্যার্থঃ। রূপ ও ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকেই শোভা বলে ॥

অথ কান্তিঃ ॥ ৫ ॥

শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা ॥

অস্যার্থঃ। কন্দর্পের তৃপ্তিনিমিত্ত যে উজ্জ্বল শোভা, তাহাকে কান্তি বলে ॥

অথ দীপ্তিঃ ॥ ৬ ॥

কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।

উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা যে কান্তি অতিশয়রূপেবিস্তৃতা হয়, তাহাকে দীপ্তি বলে ॥

অথ মাধুর্য্যং ॥ ৭ ॥

মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা।

অস্যার্থঃ। সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা সকলের যে মনোহারিত্ব, তাহাকে মাধুর্য্য বলে ॥

অথ প্রগল্‌ভতা ॥ ৮ ॥

নিঃশঙ্কত্ব প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা ॥

অস্যার্থঃ। সম্ভোগ বিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই প্রগল্‌ভতা কহেন ॥

অথ ঔদার্য্যং ॥ ৯ ॥

ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ ॥

অস্যার্থঃ। সকল অবস্থাতেই যে বিনয় প্রদর্শন করা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ঔদার্য্য বলেন ॥

অথ ধৈর্য্যং ॥ ১০ ॥

স্থিরা চিত্তোন্নতির্যাত্তু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে ।

অস্যার্থঃ। চিত্তের উন্নতি অবস্থায় যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈর্য্য বলে ॥

অথ লীলা ॥ ১১ ॥

প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ ॥

অস্যার্থঃ। রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদ্বারা প্রিয়ব্যক্তির যে অনুকরণ, তাহাকে লীলা বলে ॥

অথ বিলাসঃ ॥ ১২ ॥

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং ।

তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং ॥

অস্যার্থঃ। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম্মসমূহের প্রিয়সঙ্গম জন্য যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বিলাস বলে ॥

অথ বিচ্ছিত্তিঃ ॥ ১৩ ॥

আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ। বেশরচনার অল্পতা হইলেও যে শরীরের পুষ্টিকারী হয়, তাহাকে বিচ্ছিত্তি অর্থাৎ তিলকাদি রচনা বলে ॥

অথ বিভ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ ।

বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥

অস্যার্থঃ। বল্লভসমীপে অভিসার করিবার সময় মদনাবেশবশতঃ হারমাল্যাদির যে অন্যথা স্থানে ধারণ, তাহার নাম বিভ্রম ॥

অথ কিলকিঞ্চিতং ॥ ১৫ ॥

গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং ।

সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥

অস্যার্থঃ। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, হর্ষহেতুক এই সাতটী ভাবের যে এককালে প্রাকট্য করণ অর্থাৎ এককালে সাতটী ভাবের উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে ॥

সাত্ত্বিকভাব সকল মহাভাবে পরম উৎকৃষ্টতা ধারণ করে, এ কারণ উদ্দীপ্তভাব সকলই মহাভাবে সুদীপ্ত হয়॥

অথ সাত্ত্বিকঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে তৃতীয় সাত্ত্বিকলহরীর ১। ২ শ্লোকে যথা॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিনী সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।

ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তেতু সাত্ত্বিকাঃ।

স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥

অস্যার্থঃ। সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধানহেতু ভাবসমূহে চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন॥

সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে সকল ভাব, তাহাকে সাত্ত্বিক বলে, এই সাত্ত্বিক তিন প্রকার স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ॥

রুক্ষ সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার হয়, উক্ত প্রকরণের ৭ অঙ্কে॥

তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম) রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় এই আটটীকে সাত্ত্বিকভাব বলে॥

হর্ষ যথা॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে চতুর্থ ব্যভিচারিলহরীর ১৮ অঙ্কে॥

অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা।

হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রুমুখফুল্লতাঃ।

আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ॥

অস্যার্থঃ। অভীষ্টবস্তুর দর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রসন্নতার নাম হর্ষ। ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম, অশ্রু, মুখপ্রফুল্ল, ত্বরা, উন্মাদ, জড়তা এবং মোহপ্রভৃতি হইয়া থাকে॥

অথ সঞ্চারী॥

ঐ প্রকরণের ২ শ্লোকে যথা॥

বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।

সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥

অস্যার্থঃ। বাক্য, ভ্রূ, নেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাবদ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয়। তাহারাই ব্যভিচারী, এই ব্যভিচারী সমস্ত ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহা-

বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১১৮ ॥

কিলকিঞ্চিত * প্রভৃতি বিংশতি ভাবরূপ অলঙ্কার দ্বারা শ্রীরাধা বিভূষিত এবং গুণশ্রেণীরূপ পুষ্পমালাদ্বারা প্রত্যঙ্গ পরিপূরিত ॥ ১১৮ ॥

দিগকে সঞ্চারিভাবও বলা যায় ॥

* অথ কিলকিঞ্চিতাদি বিংশতি অলঙ্কারঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণে ৫৮ অবধি ৭১ অঙ্ক পর্য্যন্ত ॥

ভাবো হাবশ্চ হেলা চ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঽঙ্গজাঃ।
শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ।
লীলাবিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতং।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।
বিকৃতং চেতি বিংজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ ॥

অস্যার্থঃ। উক্ত নায়িকাদিগের যৌবন অবস্থায় কান্তের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে অতিনিবেশ জন্য যে সকল সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার উদিত হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতি। তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা এই তিনটী অঙ্গজ। আর শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই সাতটী অযত্নজঃ অর্থাৎ শোভানিমিত্ত বেশাদি প্রযত্নের অভাবেও স্বভাবতঃ প্রকাশ পায়। আর লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি (তিলকাদি রচনা) বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত এই দশটী স্বভাবজ অর্থাৎ নায়িকাদিগের স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে ॥

(১) অথ ভাবঃ ॥

প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥

অস্যার্থঃ। শৃঙ্গাররসে নির্ব্বিকারচিত্তে রত্যাত্মক স্থায়িভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে যে প্রথম বিক্রিয়া (চিত্তবিকার) তাহাকে ভাব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥

এই বিষয়ে প্রাচীনদিগের উক্তি যথা ॥

চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যাবিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ ॥

অস্যার্থঃ। বিকারের কারণ সত্ত্বে যে অবিকৃতি তাহাকে সত্ত্ব বলে এবং ঐ সত্ত্বে যে প্রথম বিকার, তাহার নাম ভাব, যেমন বীজের আদি বিকার অঙ্কুর তদ্রূপ ॥

অথ মোট্টায়িতং ॥ ১৬ ॥

কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।

প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥

অস্যার্থঃ। কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্ত্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থায়িভাবের ভাবনা-হেতুক হৃদয়মধ্যে যে অভিলাষের প্রকটতা, তাহাকে মোট্টায়িত বলে ॥

অথ কুট্টমিতং ॥ ১৭ ॥

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

অস্যার্থঃ। স্তন ও অধরাদিগ্রহণ করায় হৃদয়ের প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় যে বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ করা, রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কুট্টমিত বলেন ॥

অথ বিব্বোকঃ ॥ ১৮ ॥

ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ ॥

অস্যার্থঃ। গর্ব্ব ও মান নিমিত্ত ইষ্ট অর্থাৎ কান্তদত্ত বস্তুর প্রতি যে অনাদর তাহার নাম বিব্বোক ॥

অথ ললিতঃ ॥ ১৯ ॥

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।

সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতং ॥

অস্যার্থঃ। যাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি, সুকুমারতা ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত কহা যায় ॥

অথ বিকৃতং ॥ ২০ ॥

হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতং।

ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥

অস্যার্থঃ। লজ্জা, মান, ঈর্ষা ইত্যাদি দ্বারা যে স্থানে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥

সৌভাগ্যতিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ॥ ॥১১৯॥ মধ্যবয়স্থিতা সখী-স্কন্ধে করন্যাস। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী-আশ পাশ ॥ ১২০ ॥ নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক। তাতে বসিয়াছে

সৌভাগ্যরূপ তিলকে শ্রীরাধার ললাটদেশ উজ্জ্বল এবং প্রেম-বৈচিত্ত্য * নামক রত্ন হৃদয়ে তরল অর্থাৎ হারমধ্যস্থ মণিবিশেষ ॥১১৯॥

শ্রীরাধা মধ্যবয়স অর্থাৎ পূর্ণযৌবন * রূপ সখীর স্কন্ধে হস্ত বিন্যাস করিয়া রহিয়াছেন এবং কৃষ্ণলীলারূপ মনোবৃত্তি তাহাই সখীস্বরূপ হইয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত আছে ॥ ১২০ ॥

নিজাঙ্গের সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তিস্বরূপ অন্তঃপুর মধ্যে গর্ব্বরূপ (১)

---

* অথ প্রেমবৈচিত্ত্যং ॥

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫৮ অঙ্কে ॥

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।

যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। প্রেমের উৎকর্ষহেতু প্রিয় ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তাহার সহিত বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে ॥ ১২৬ ॥

* অথ পূর্ণযৌবনং ॥

উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপনপ্রকরণে ১৪ অঙ্কে ॥

নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতিঃ।

পীনৌ কুচাবুরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে ॥

অস্যার্থঃ। যে বয়ক্রমে কামিনীগণের নিতম্ব বিপুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল-কান্তি, স্তনযুগল স্থূল ও উরুযুগল রম্ভাবৃক্ষের তুল্য হয়, তাহাকেই পূর্ণযৌবন বলে ॥ ১২৭ ॥

(১) অথ গর্ব্বঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ব্যভিচারি চতুর্থলহরীর ২০ অঙ্কে ॥

সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণ সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।

সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১২১ ॥ কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে। কৃষ্ণ-নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ ১২২ ॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥ ১২৩ ॥ কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর। অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ ১২৪ ॥

পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করিতেছেন ॥ ১২১ ॥

অপর ঐ শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের নাম * গুণ ও যশ শ্রবণই অবতংস (কর্ণভূষণ)। কৃষ্ণনাম, গুণ ও যশঃ ইহাই বাক্যে প্রবাহিত হইতেছে, অর্থাৎ নিরন্তর তাহাই কহিতেছেন ॥ ১২২ ॥

তথা তিনি শ্যামরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররসদ্বারা কন্দর্পমত্ততারূপ মধু পান করাইয়া নিরন্তর তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ করেন ॥ ১২৩ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর (খনি) স্বরূপ এবং নিরুপম গুণসমূহে তদীয় অঙ্গ পরিপূর্ণ ॥ ১২৪ ॥

ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥

অস্যার্থঃ। সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টবস্তুর লাভাদিদ্বারা অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব্ব কহে ॥

* অথ গুণঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপনপ্রকরণে ২। ৩। ৪ অঙ্কে ॥

গুণাস্ত্রিধা মানসাঃ স্যুর্বাচিকাঃ কায়িকাস্তথা।
গুণাঃ কৃতজ্ঞতা ক্ষান্তি করুণাদ্যাশ্চ মানসাঃ।
বাচিকাস্তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কর্ণানন্দকতাদয়ঃ।
তে বয়োরূপলাবণ্যে সৌন্দর্য্যমভিরূপতা ॥

অস্যার্থঃ। গুণ তিনপ্রকার হয়, মানসিক, বাচিক ও কায়িক। তন্মধ্যে কৃতজ্ঞতা (প্রত্যুপকার করণের ইচ্ছা) ক্ষান্তি (ক্ষমা) ও করুণাদি গুণগণকে মানসিক বলে ॥

যে বাক্য কর্ণের আনন্দজনক হয়, তাহাকেই বাচিক গুণ বলে এবং বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মৃদুতা ইত্যাদিকে কায়িক গুণ বলে।

মহাভাবাদি-বিষয়ে
পূজ্যপাদশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিবিরচিতস্তবাবল্যাঃ
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যস্তবরাজস্য প্রমাণানি যথা ॥

শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ ॥

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধঃ বরোদ্বর্ত্তনসুপ্রভাং ॥ ১ ॥
কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥ ২ ॥
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্যঘুসৃণাঞ্চিতাং।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরীবিচিত্রিতকলেবরাং ॥ ৩ ॥
কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥
কৢপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং।
ধীরাধীরাত্বসদ্বাসপটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥ ৫ ॥

মহাভাবস্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তারত্নদ্বারা যাঁহার শরীর অতি পবিত্র হইয়াছে এবং সখীগণের প্রণয়রূপ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ কুঙ্কুমাদিদ্বারা যাঁহার কান্তি সুন্দর হইয়াছে ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতারূপ অমৃততরঙ্গ, মধ্যাহ্নে তারুণ্য অর্থাৎ যৌবনরূপ অমৃতধারা এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তিরূপ অমৃতের বন্যাদ্বারা যিনি স্নান করত ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানিযুক্ত করিতেছেন ॥ ২ ॥

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রদ্বারাই যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি সৌন্দর্যরূপ ঘুসৃণ অর্থাৎ কুঙ্কুমদ্বারা সুশোভিত, তথা শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গাররসরূপ যে কস্তূরী, তদ্দ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অপর, কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ অর্থাৎ অস্ফুট ধ্বনি, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা, এই নয়টী উত্তম রত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কাররচনা করিয়া পরিধান করিয়াছেন, তথা সৌন্দর্য মাধুর্য্যাদি গুণসমূহ যাঁহার পুষ্পমালা স্বরূপ এবং ধীরাধীরাত্ব ভাবরূপ সদগন্ধকেই যিনি পটবাস অর্থাৎ কর্পূরাদিরূপে ব্যবহার করিতেছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং ।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাং ॥ ৬ ॥
রাগতাম্বূলরক্তোষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্য কজ্জলাং ।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিতকর্পূরবাসিতাং ॥ ৭ ॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া ।
নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্যবিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥ ৮ ॥
প্রণয়ক্রোধ সচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং ।
সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষিযশঃ শ্রীকচ্ছপীরবাং ॥ ৯ ॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাং ।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলীপরিবেশিকাং ॥ ১০ ॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥ ১১ ॥

প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার ধম্মিল অর্থাৎ সম্বদ্ধ কেশপাশ, যিনি সৌভাগ্যরূপ তিলকে উজ্জ্বল এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥

অনুরাগরূপ তাম্বূলরক্তিমায় যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত, প্রেমকৌটিল্যই যাঁহার কজ্জল, উপহাস-বাক্য বলাই যাহার হেতু, তাদৃশ মধুর হাস্যরূপ কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তিস্বরূপ অন্তঃপুরমধ্যে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ান হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরূপ চঞ্চল তরল (হারমধ্যস্থিত মণি) দ্বারা শোভা পাইতে-ছেন ॥ ৮ ॥

প্রণয় ক্রোধসম্ভূত রক্তিমরূপ সচ্চোলীবন্ধনে অর্থাৎ কাঁচুলীদ্বারা যিনি স্তনযুগলকে আবৃত করিয়াছেন এবং সপত্নীগণের কুটিলতম মুখ ও হৃদয়ের শোষণকারিণী যশঃশ্রী অর্থাৎ যশঃসম্পত্তিই যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপীর অর্থাৎ সরস্বতী-বীণার রব হইয়াছে ॥ ৯ ॥

মধ্যতা অর্থাৎ যৌবনরূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি আপনার লীলারূপ করপদ্ম অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি শ্যামা অর্থাৎ বিশেষ গুণযুক্তা স্ত্রী, তথা যিনি শৃঙ্গাররসদ্বারা কন্দর্প-মত্ততারূপ মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

অতএব এই আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রণতি পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে, এই সুদুঃখিত ব্যক্তিকে স্বীয় দাস্যরূপ অমৃতদান করিয়া জীবিত করুন ॥ ১১ ॥

ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং॥ ১২॥
প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ।
শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩॥
॥ ০॥ ইতি শ্রীপ্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যঃ স্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ০॥

হে গান্ধর্ব্বিকে! দয়াময় ব্যক্তি যখন শরণাগত দুষ্টজনকেও পরিত্যাগ করেন না, তখন তুমি এই আশ্রিত দুষ্টজনকে ত্যাগ করিও না॥ ১২॥

যে ব্যক্তি শ্রীরাধার কৃপার কারণস্বরূপ এই প্রেমাম্ভোজমরন্দনামক স্তবরাজ পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীরাধিকার দাস্য লাভে সমর্থ হয়েন॥ ১৩॥

॥ ০॥ ইতি শ্রীপ্রেমাম্ভোজমরন্দনামক স্তবরাজ সম্পূর্ণ ॥ ০॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১১ সর্গে ১২২ শ্লোকে
শ্রীরাধাকুন্দলতয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী যথা ॥

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা নচান্যা ।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা-
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা নচান্যা ॥ ১২৫ ॥

যাহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা । যার ঠাঞি কলা-বিলাস

সদানন্দবিধায়িন্যাঃ । ১১ । ১২২ । কৃষ্ণস্য প্রণয়োৎপত্তিভূমিঃ কা এক শ্রীমতী রাধিকা । অত্র প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানাখ্যা পরিসঙ্খ্যা একবিধা । অস্য কৃষ্ণস্য কা প্রেয়সী অনুপমগুণা রাধিকৈকা অন্যা ন ইত্যনেন তৎসামান্যায়া অন্যপ্রেয়স্যা ব্যপোহনং দূরীকরণমত্র পরিসঙ্খ্যা দ্বিতীয়া । অস্যাঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং হৃদি ন ইতি অন্যাসাং হৃদিকৌটিল্যং কেশে ন ইতি তস্য ব্যপোহনস্য প্রশ্নং বিনা ব্যঙ্গত্বেন পরিসঙ্খ্যা তৃতীয়া । এবং দৃশি তরলতা কুচে নিষ্ঠুরত্বং জ্ঞেয়ং । হরের্ব্বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ একা রাধিকা প্রভবতি নান্যা । অত্র প্রশ্নপূর্ব্বব্যঙ্গত্বেমাখ্যানাৎ পরিসঙ্খ্যা । পরিসঙ্খ্যালক্ষণং যথা । প্রশ্নপূর্ব্বকমাখ্যানং তৎসামান্যব্যপোহনং । তস্য তস্যাপি চ জ্ঞেয়ে ব্যঙ্গ্যত্বে সাধনাপরং । অপ্রশ্নপূর্ব্বমাখ্যানং পরিসংখ্যা চতুর্বিধা ॥১২৫

শ্রীকৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে একা শ্রীরাধাই সমর্থা ॥
এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ১১ সর্গে ১২২ শ্লোকে
শ্রীরাধা ও কুন্দলতার উক্তি প্রত্যুক্তি যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি স্থান কে ? এই প্রশ্নের উত্তর, একা শ্রীমতী রাধিকা । শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা কে ? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, অনুপম-গুণা একা শ্রীরাধিকাই অন্য কেহ নহে । ইহাঁর কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা ও কুচে নিষ্ঠুরতা, সুতরাং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণে সমর্থা অন্য কেহই নহে ॥ ১২৫ ॥

অপর যাঁহার সৌভাগ্যরূপ গুণ সত্যভামা বাঞ্ছা করেন, যাঁহার

শিখে ব্রজরামা ॥ যার সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী। যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ যার সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার। তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ১২৬ ॥ প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব। শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব ॥ ১২৭ ॥ রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥ ১২৮ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমবিভাব-
লহর্য্যাং ১২৩ শ্লোকে যথা ॥

নিকট ব্রজরামাগণ বিলাসের ক্রমসকল শিক্ষাকরেন, যাঁহার সৌন্দর্য্যাদি গুণলক্ষ্মী এবং পার্ব্বতীও বাঞ্ছা করেন, যাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী অভিলাষ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সদ্গুণ সমূহের অন্ত (শেষ) প্রাপ্ত হয়েন না, অধম ও অসার জীব কি প্রকারে তাঁহার গুণগণ গণনা করিবে ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমতত্ত্ব জানিলাম, এক্ষণে ঐ দুইয়ের বিলাসের * মহিমা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১২৭ ॥

রামানন্দরায় কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত নায়ক হয়েন, তিনি নিরন্তর কামক্রীড়ায় তৎপর ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে
প্রথম বিভাব লহরীর ১২৩ অঙ্কে যথা ॥

---

* বিলাসঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণের ৩৭ অঙ্কে যথা ॥

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং।

তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ ॥

অস্যার্থঃ। গতি, স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম্মসমূহের প্রিয়তমের সঙ্গজন্য যে তৎকালোৎপন্ন বিশিষ্টতা তাহাকে বিলাস বলে ॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ১২৯॥

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥ ১৩০॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথমবিভাবলহর্য্যাং ১২৪ শ্লোকে যথা॥

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। প্রেয়সীনাং প্রেমবিশেষযুক্তানাং তারতম্যেন বশীভূতঃ। যথোক্তং। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ইতি। অনয়া রাধিতো নূনমিত্যাদি॥ ১২৯॥

বাচেতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরঙ্গদূত্যা বাক্যং॥ ১৩০॥

যে ব্যক্তির রসিকতা, নবযৌবন, পরিহাসপটুতা ও নিশ্চিন্ততা প্রভৃতি গুণ সকল বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ধীরললিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং তিনি প্রায়ই প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন॥ ১২৯॥

শ্রীকৃষ্ণ দিবারাত্র কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করিয়া ক্রীড়ারঙ্গে কৈশোর বয়স্ সফল করিলেন॥ ১৩০॥

ঐ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে প্রথম-
বিভাবলহরীর ১২৪ অঙ্কে যথা॥

যজ্ঞপত্নীসদৃশীগণের প্রতি তত্তল্লীলার অন্তরঙ্গ দূতী কহিলেন, হে সখীগণ! এক দিবস কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা সহচরীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পরে উপবেশন পূর্ব্বক সখীগণের অগ্রে প্রাগল্‌ভ্য বচনদ্বারা রাত্রির বিলাসবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলে শ্রীরাধা লজ্জায় কুঞ্চিতলোচনা

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৩১॥

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর। রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার॥ যে বা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥ ১৩২॥

তথাহি গীতং। ভৈরবীরাগেণ গীয়তে॥

হইলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পয়োধরযুগলে বিচিত্র তিলক রচনার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করত কুঞ্জমধ্যে কৈশোর * বিহার সফল করিলেন॥ ১৩১॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহা হয় আর কিছু অগ্রে বর্ণন কর। রায় কহিলেন, আর আমার বুদ্ধির গতি হইতেছে না, অপর যে একটী প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ তরঙ্গবিশেষ আছে, তাহা শুনিয়া আপনার সুখ হইবে কি না, এই বলিয়া রামানন্দরায় নিজকৃত গীত পাঠ করিতে লাগিলে, মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নিজহস্তদ্বারা তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন॥ ১৩২॥

রামানন্দরায় কৃত গীতে অর্থ যথা॥
ঐ গীত ভৈরবীরাগে গান করিবে॥

* অথ কৈশোর॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকস্য ভাবার্থদীপিকায়াং॥

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমা পঞ্চদশাৎ যৌবনন্ত ততঃ পরং॥

অস্যার্থঃ। পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশম বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তৎপরে যৌবন হয়॥ ৩১॥

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥ এ সখি সো সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥ ধ্রু॥

না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচ-

কদাচিন্মানাবসানে কথঞ্চিন্মিলিত্বা গতবত্যনোন্যস্মিন্ পুনঃ শ্রীরাধৈকজীবনেন শ্রীকৃষ্ণেন সংশয়োৎকণ্ঠতয়া শ্বো ভাবিনি কামপি কুশলামতিসংপ্রেষ্য ভামিনীয়ং অনুনয়বাদেন সংপ্রসাদনীয়েতি চেতসি কৃতে সা চ রাত্র্যামেবাস্যাং স্বপ্নে কৃষ্ণান্তিকাদ্ভ্যাগমনং দূতীমুখেন অয়ি মানিনি মম কান্তাসি অহঞ্চ তে কান্তো হ্যতঃ কদাচিন্ময়ি কৃতাপরাধেঽপি পরীহারমঙ্গীকৃত্য ক্ষন্তব্যং ভবতীত্যাদিকং সহেতুকসাধারণপ্রণয়পরমস্যানুনয়স্তুতিবাদঞ্চ অনুভূয় তদসহমানা তাং দূতীমাবভাষে পহিলহি ইতি॥

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল.আদৌ পূর্ব্বরাগো নয়নভঙ্গ্যা জাতঃ স এবানুদিনং বর্দ্ধিষ্ণুঃ সীমাং ন প্রাপ্তঃ। না সো রমণ না হাম রমণী ন স পতির্নাহং তৎপত্নী তথাপি আবয়ো-

একদা মানাবসানে কোন ক্রমে মিলিত হইয়া পরস্পরে গমন করিলে পুনর্ব্বার শ্রীরাধার একমাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সংশয় ও উৎকণ্ঠায় "আগামি কল্য কোন এক নিপুণা সখী প্রেরণ করিয়া কোপনা শ্রীরাধাকে অনুনয় বাক্যদ্বারা প্রসন্ন করাইতে হইবে" এইরূপ মনোমধ্যে স্থির করিলে, সেই রাত্রিতেই শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এক জন দূতী আসিয়া তাঁহার কথিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই যে, "অয়ি মানিনি! তুমি আমার কান্তা এবং আমি তোমার কান্ত, অতএব আমি কখন অপরাধ করিলেও আমার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া ক্ষমা করা উচিত" ইত্যাদি সহেতুক ও সাধারণ প্রণয়পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিনয় ও স্তুতিবাদ অনুভব করত তাহাতে অসহমানা হইয়া সেই দূতীকে স্বপ্নাবেশে কহিতে লাগিলেন॥

হে সখি! প্রথমতঃ নয়নভঙ্গীদ্বারা পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছিল, সেই পূর্ব্ব-

বাণ ॥ অবসোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান। রামানন্দরায় কবি ভাণ ॥ ১৩৩ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে
দশাধিকশতাঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-

র্মনঃ কন্দর্পেণ পিষ্টং অভেদং কৃতমিত্যহং জানে অতঃ সখি তৎসর্বং প্রেমকৃত্যং শ্রীকৃষ্ণায় কথয়িষ্যসীতি কিন্তুরহ জানি বিস্মৃতা মা ভূঃ যতস্তঃ তদ্বিস্মরণশীলস্য অনুগতা দূতী অতো বিস্মরণং সাহজিকমিতি বক্রোক্তিজনিতমিতি ভাবঃ। মধত পাঁচবাণ মধ্যস্থঃ কন্দর্পঃ। অব সো বিরাগ ইত্যনেন বক্রোক্তির্মানশ্চ স্পষ্টঃ। অত্রাবহিত্থা কিঞ্চিন্মানবিরামাদেব বোধ্যা। বর্দ্ধন বর্দ্ধিষ্ণু রুদ্রগুণেন নরাধিপস্যেব মান ইতি গীতকর্ত্রানুমিতঃ। পক্ষে শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজেন বর্দ্ধিতমানঃ কবির্ভণতি ॥ ১৩৩ ॥

গোচনরোচন্যাং। এতৎ সর্ব্বানন্তরমস্য ভাবস্যোদাহরণমাহ রাধায়াঃ ভবতশ্চেতি

রাগ দিন দিন বৃদ্ধিশীল হইয়া সীমা প্রাপ্ত হইল না, তিনি আমার পতি নহেন, আমিও তাঁহার পত্নী নহি, তথাপি আমাদের মন কন্দর্পকর্ত্তৃক পিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াছে, ইহা আমি অবগত আছি, অতএব হে সখি! সেই সমস্ত প্রেমের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিও যেন বিস্মৃত হইও না যেহেতু বিস্মরণশীল শ্রীকৃষ্ণের তুমি দূতী, সুতরাং তোমার বিস্মরণ স্বভাবসিদ্ধ, আমি দূতী অন্বেষণ করি নাই, অন্যকেও অন্বেষণ করি নাই, উভয়ের মিলনে কন্দর্পই মধ্যস্থ, এখন তিনি আমার প্রতি বিরক্ত, সুতরাং তুমি তাঁহার দূতী হইয়াছ। যাহা হউক, সৎপুরুষের যে প্রেম, তাহার রীতিই এইরূপ ॥ ১৩৩ ॥

এই বিষয়ের অর্থাৎ মহাভাব বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির
স্থায়িভাবপ্রকরণে একশত দশ অঙ্কে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

কোন কুঞ্জে পরস্পর পরস্পরের মাধুর্য্যাস্বাদে নিমগ্ন এবং উদ্দীপ্ত

যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ ১৩৪॥

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ ইহা

স্বেদৈস্তদাখ্যা সাত্ত্বিকবিশেষবৃত্তিভিঃ অন্তর্বহির্দ্রবীভাবরূপাভিঃ। পক্ষে সুহৃদগ্নিতাপৈঃ। চিত্রায় আশ্চর্য্যায় পক্ষে চিত্রলেখায়। অত্র পরস্পরমভিন্নচিত্তাত্ত্বজ্ঞানাগ্যা অপ্রবেশাৎ স্বসংবেদ্যদশা দর্শিতা। নবরাগ হিঙ্গুলভরৈরিতি যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্বং দর্শিতং॥ ১৩৪॥

সাত্ত্বিকভাবে অলঙ্কৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাভাবমাধুরী অনুমোদন করিয়া বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! তুমি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের নিকুঞ্জসম্বন্ধীয় কুঞ্জররাজ, শৃঙ্গাররসরূপ স্বকার্য্য-কুশলশিল্পী, স্বেদ অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য দ্রবরূপ যে সাত্ত্বিকবিশেষ বৃত্তি, তাহার দ্বারা শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে দ্রবীভূত করত অভিন্নরূপে সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্যে অর্থাৎ অট্টালিকার মধ্যে চিত্র করিবার নিমিত্ত বহুতর নবরাগ হিঙ্গুলদ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন *॥ ১৩৪॥

মহাপ্রভু কহিলেন, সাধ্যবস্তুর ইহাই চরম সীমা, তোমার অনুগ্রহে ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিলাম, কোন ব্যক্তি সাধন ব্যতিরেকে সাধ্য-

* তাৎপর্য্য। শৃঙ্গাররসই কারু অর্থাৎ শিল্পী, কৃতি অর্থাৎ স্বীয়কর্ম্মে পটু, ইহাতে যুক্তি সুস্পষ্ট হইল, শ্রীরাধা এবং তোমার এই সূচনাদ্বারা ঔপপত্যভাবহেতু লোকদ্বয় নিন্দার অনবেক্ষণপযুক্ত প্রেম সূচিত হইল। পরস্পরের চিত্তই জতু অর্থাৎ লাক্ষা, প্রেমরূপ উষ্মাদ্বারা, পক্ষে অগ্নি সন্তাপদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া এতদ্বারা স্নেহ, একীভাবরূপে মিলন, ইহাদ্বারা প্রণয়। ক্রমে অর্থাৎ ধীরে ধীরে এতদ্বারা বাম্য প্রকাশ নিমিত্ত মান। ভেদভ্রম যেরূপে নির্ধূত হয়, ঐরূপে একত্রীকরণহেতু সুসখ্য প্রকাশ। গোবর্দ্ধনপর্ব্বত সকলের নিকুঞ্জেতে কুঞ্জরপতি যে তুমি ইহাতে মহাগজেন্দ্র তুল্য লীলাশালি তোমার সুকুমার চরণদ্বয়ের পর্ব্বত-গহ্বর কুঞ্জাদিতে পরস্পর মিলন নিমিত্ত দিবারাত্র অভিসারকারি যে তোমরা দুই জন যুবক

পাবার উপায় ॥ ১৩৫ ॥ রায় কহে যে কহাও সেই কহি বাণী। কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর। যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ॥ ১৩৬ ॥ মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা। অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥ রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য বাৎসল্যভাবের না হয় গোচর ॥ ১৩৭ ॥ সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার

বস্তু প্রাপ্ত হয় না, এক্ষণে কৃপা করিয়া ইহা পাইবার উপায় বল ॥১৩৫॥

রামানন্দরায় কহিলেন, আপনি যাহা বলান, আমি সেই বাক্যই বলি, কি যে বলিতেছি, তাহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না, ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি ধীর আছে যে, আপনকার মায়ানাট্যে স্থির হইতে পারে ? ॥ ১৩৬ ॥

আপনি আমার মুখে বক্তা ও আপনিই শ্রোতা হয়েন, অত্যন্ত রহস্য সাধনের কথা শ্রবণ করুন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলা অতিশয় গূঢ়তর, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের গোচর হয় না ॥ ১৩৭ ॥

ইহাতে কেবলমাত্র সখীদিগের অধিকার, সখী হইতে এই লীলার

যুবতির কষ্ট ও সুখজনক এতদ্দ্বারা রাগ। নিত্য নূতনত্বে ভাসমান যে রাগ তাহাই হিঙ্গুল-রাশি, এতদ্দ্বারা অনুরাগ, ভূয় অর্থাৎ বহুতর, এতদ্দ্বারা মহাভাব, নবরাগ অর্থাৎ হিঙ্গুল, তদ্দ্বারা চিত্ররূপ লাক্ষার রক্তিমাকরণ। হিঙ্গুলারক্ত জতুর অন্তর্বহিঃ:হিঙ্গুলাকারত্ব, উভয় চিত্তের মহাভাবাকারত্ব, অনুরাগোৎকর্ষের স্বসংবেদ্যত্ব, ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে চিত্র করিবার নিমিত্ত। পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডসকলে যে সকল হর্ম্য অর্থাৎ ধনিদিগের বাসস্থান তদুদরে তদন্তর্বর্ত্তি ধনিজনহৃদয়ে অতিশয় উক্তিপ্রযুক্ত ভক্তজনের অন্তঃকরণসমূহে চিত্রের নিমিত্ত অর্থাৎ বিস্ময়-প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাভাব ক্রিয়ার কৌতু অনুভবনীয়। এতদ্দ্বারা যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব অর্থাৎ যত রাগ, ততই অনুরাগ উক্ত হইল এবং উত্তরোত্তর উদাহরণ সকলে মহাভাব চিহ্নসকল কোন স্থানে ব্যস্ত ও কোন স্থানে সমস্ত গম্য হইয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

বিস্তার ॥ সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ১৩৮ ॥ সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি। সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৭ শ্লোকে

বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখীবাক্যং ॥

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ

ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।

সদানন্দবিধায়িন্যাং। রাধাকৃষ্ণয়োর্ভাবঃ স বিভুর্ব্যাপকোঽতিমহান্। অতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশমানশ্চ। এবং বিশেষণৈর্বিশিষ্টোঽপি যাঃ সখী ঋতে বিনা রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি তাঃ কীদৃশীঃ স্বাঃ স্বীয়াঃ তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োরাত্মীয়াঃ। কাঃ বিনা ক ইব। ঈশ ঈশ্বরঃ চিদ্বিভূতীর্বিনা যথা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি তথা। অত আসাং সখীনাং পদং কো

বিস্তার হইয়া থাকে,। সখী ব্যতিরেকে এই লীলার পুষ্টি হয় না, সখী নিজে লীলা বিস্তার করিয়া সখীই আস্বাদন করেন ॥ ১৩৮ ॥

সখী ভিন্ন এই লীলায় অন্যের প্রবেশ নাই, যে ব্যক্তি নিজে সখী-ভাব গ্রহণ করিয়া সখী-অনুগামী হয়েন, রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা যে সাধ্য, তাহাই তিনি প্রাপ্ত হয়েন, ঐ কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু লাভ করিতে আর কোন উপায় নাই ॥ ১৩৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ১০ সর্গে ১৭ শ্লোকে

বৃন্দার প্রতি নান্দীমুখীর বাক্য যথা ॥

বৃন্দে! সর্বব্যাপী ঈশ্বর যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ অতিমহান্ স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের যে ভাব, তাহা সখী.. হতি ব্যতিরেকে ক্ষণকালের নিমিত্ত রসপুষ্টি বহন করিতে পারে

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞ ইতি ॥ ১৪০ ॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥ কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা সে করায়। নিজকেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥ ১৪১॥ রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥ কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥ ১৪২॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ১০ সর্গে ১৬ শ্লোকে
বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখীবাক্যং॥

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনাম শক্তেঃ

রসজ্ঞো ভক্তো ন শ্রয়তি সর্ব্বে রসজ্ঞা আশ্রয়ন্ত্যেবেতি ভাবঃ॥ ১৪০॥

সদানন্দবিধায়িনাং। শ্রীরাধিকায়া নির্বৃতৌ সত্যাং সখীনাং নির্বৃতিঃ স্যাৎ তত্র তয়া সহাসামভেদং এবকারণমিত্যাহ সখ্য ইতি। ব্রজরূপ কুমুদানাং বিধোশ্চন্দ্রস্য হ্লাদিনী নাম

না, অতএব এই সকল সখীর পদ কোন্ রসজ্ঞ অর্থাৎ ভক্ত আশ্রয় না করে? ॥ ১৪০ ॥

সখীর যে স্বভাব, তাহার অকথ্য কথা, কৃষ্ণের সহিত নিজলীলায় সখীর অন্তঃকরণ নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার লীলামাত্র করান্, তাহাতে সখী নিজলীলা হইতে কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৪১॥

শ্রীরাধার স্বরূপ এই যে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের কল্পলতারূপ, সখীগণ ঐ লতার পল্লব, পুষ্প ও পাতা হয়েন। যদি কৃষ্ণলীলামৃতদ্বারা লতাকে সেচন করা যায়, তাহাতে পল্লব, পুষ্প ও পত্র সকলের নিজসেচন হইতে কোটিগুণ সুখ হয়॥ ১৪২॥

ইহার প্রমাণ ঐ গোবিন্দলীলামৃতের ১০ সর্গে ১৬ শ্লোকে
বৃন্দার প্রতি নান্দীমুখীর বাক্য যথা॥

হে সখি! শ্রীরাধার সুখেতে যে সকল সখীর সুখোৎপত্তি হয়,

সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং॥
ইতি॥ ১৪৩॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥ নানাচ্ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্ম-কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥ ১৪৪॥ অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট। তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥ সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।

যা শক্তিস্তস্যাঃ সারাংশো যঃ প্রেমা স এব বল্লী লতা তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ কিশলয়-দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ শ্রীরাধিকাতুল্যাশ্চ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসস্য নিচয়ৈঃ সমূহৈ-রমুষ্যাং রাধায়াং সিক্তায়াং উল্লসন্ত্যাঞ্চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং জাতো-ল্লাসা ভবন্তি ইতি যৎ তৎ চিত্রং ন॥ ১৪৩॥

তাহাতে শ্রীরাধার সহিত তাঁহাদিগের অভেদই কারণ, কেন না, ব্রজ-কুমুদ্ সকলের চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নামে যে শক্তি, তাহার সারাংশরূপ প্রেম, সেই প্রেমই শ্রীরাধারূপ লতা, সখীগণ তাঁহার পত্র, পুষ্প ও পল্লবস্বরূপ হওয়াতে তাঁহারা শ্রীরাধার তুল্য, অতএব শ্রীরাধা-রূপ লতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃতের রসসমূহদ্বারা সিক্ত হইয়া উল্লসিত হইলে, সেই সকল পত্র পুষ্পাদিরূপ সখীগণ আপনাদিগের সেচন অপেক্ষা যে শতগুণ অধিক উল্লাসবতী হইয়া থাকেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে॥ ১৪৩॥

যদিচ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমে সখীর অভিলাষ নাই, তথাপি শ্রীরাধা যত্ন করিয়া ঐ সখীকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করান। নানাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া সখীকে সঙ্গম করান হয়, ইহাতে নিজের কৃষ্ণসঙ্গ হইতে শ্রীরাধার কোটিগুণ সুখ হইয়া থাকে॥ ১৪৪॥

সখীগণ পরস্পরের বিশুদ্ধ প্রেমরসকে পুষ্ট করেন, তাঁহাদিগের প্রেম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়েন। স্বভাবতঃ গোপীপ্রেম প্রাকৃত কাম

কামক্রিয়া সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥ ১৪৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং ১৪৩। ১৪৪ অঙ্কধৃতং গৌতমীয়তন্ত্রবচনং ॥

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৪৬ ॥

নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী-ভাব বর্য্য ॥ নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গে ত বিহার ॥ ১৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

প্রেমৈবেতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ কারিকায়াং। তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি। দুর্গমসঙ্গমন্যাং। এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যাদ্যুক্ত্যা তত্র হেতুমাহ ইতীতি। এতং এতাদৃশেন কান্তত্বাভিমানরূপেণ ভাবেনোপলক্ষিতো যঃ প্রেমাতিশয়স্তমেবেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৪৬

নহে, কিন্তু কামক্রিয়ার সহিত সমতা হেতু তাহাকে কাম বলিয়া বর্ণন করা যায় ॥ ১৪৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়
সাধনভক্তিলহরীর ১৪৩। ১৪৪ অঙ্কধৃত
গৌতমীয়তন্ত্রের বচন যথা ॥

গোপরামাদিগের প্রেমই কাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই কারণে উদ্ধবাদি ভগবানের প্রিয়ভক্তগণ গোপীদিগের এই বিশেষ প্রেমকে প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

নিজের সুখ নিমিত্ত যাহা হয়, তাহার নাম কাম, আর যাহা কৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত হয়, তাহাকে কাম বলে না, তাহাই গোপীদিগের ভাব, এই ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গোপীদিগের নিজেন্দ্রিয় সুখের বাঞ্ছা নাই, শ্রীকৃ-ষ্ণকে সুখ দিবার নিমিত্ত তাঁহার সঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৪৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং যথা ॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১। ১৯। অতিপ্রেমধর্ষিতা রুদত্য আহুঃ যদিতি। হে প্রিয় যত্তে তব সুকুমারং পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈর্দধীমহি ধারয়েম বয়ং। তেনাটবীমটসি গচ্ছসি নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাকিদন্যাং বা আত্মানমেব বা নয়সি প্রাপয়সি তত্তত্তৎপদাব্জং বা কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাসানাদিভিঃ কিং স্বিৎ ন ব্যথতে কথং নু নাম ন ব্যথতে ইতি ভবানেব আয়ুর্জীবনং যাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহ্যতি ॥

বৈষ্ণবতোষণ্যাং। নমু কান্তা হৃদ্রুজঃ কিম্বা তন্নিসূদনমিত্যপেক্ষায়াং রুদত্য এবোদ্দিশন্তি যদিতি। অম্বুরুহরূপকেণ সিদ্ধেঽপি সুকোমলত্বে সুজাতে বিশেষণং ততোঽপি পরমকোমলত্ব-বিবক্ষয়া শনৈরিত্যত্র হেতুর্ভীতা ইতি তত্র চ হেতুঃ কর্কশেষ্বিতি স্তনেষু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ হে প্রিয় ইতি প্রিয়ত্বেন হৃদোব তত্রাপি স্তনেষেব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ। তেনাটবীমটসি অধুনা নিশি বনে ভ্রমসি ইত্যর্থঃ। স এব চরণস্যৈব ধারণে পুনস্তচ্ছ্লেষে চ হেতুরুক্তঃ। অনিষ্টা-শঙ্কয়া তত্রৈব বর্দ্ধিতস্নেহাতিশয়ত্বাৎ। পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ এব পরিভ্রমণাৎ। প্রায়িকত্বেন শিলেত্যাদ্যুক্তং। সম্প্রতি তু কর্কশপ্রায়ত্বেন দৃশ্যমানে পুলিনোপস্থিতন যমুনা-তটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভিরিতি যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদি প্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্রাশঙ্কা নাস্তি তথাপি অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তীত্যাদি ন্যায়েন শঙ্কা তাসাং সা জায়ত এব ভ্রমতি মুহ্যতি। অত্র হেতুঃ। ভবদায়ুষামিতি ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়িধৃতাসব ইতি। মধ্যে চাভ্যস্তং চলসি যদ্ব্রজাদিতি অতস্তৈর্যা ব্যথা সাস্মজ্জীবন এবোৎপদ্যতে তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। তদেবং তাদৃশশঙ্কা এব হৃদ্রুজঃ তন্নিসূদনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাঙ্গে সলালনসুখনিরসনমেব ইতি রুতমেব সমাপয়ন্তীতি

১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া
গোপীদিগের বাক্য যথা ॥

গোপীগণ অবশেষে প্রেমধর্ষিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা স্তনের উপরে সম্মর্দ্দন আশঙ্কায় আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণদ্বারা এখন অটবী ভ্রমণ করিতেছ, তোমার সেই চরণকমল কি

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১৪৮॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥ ১৪৯॥ রাগানুগামার্গে * তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ১৫০॥ ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

ভাবঃ। নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থঃ। নয় পয় গতৌ ইতি ধাতোঃ তদেবং তাসাং সর্ব্বস্যাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোহপ্যেবমেব জ্ঞেয়ং। হন্তৈমা ময়ি প্রেমৈকময্য ইত্যাদিভিঃ পরমসুখময়াশ্বদানমেব সগচ্ছসং। তচ্চ যোগ্যত্বাদেবমিত্যালোচ্য তাদৃশপ্রেমময় এতদিচ্ছা জায়ত ইতি। এবমন্যদপি উহ্যং সহৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি॥ ১৪৮॥

সূক্ষ্ম পাষাণাদিদ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে, যে হেতু তুমি আমাদের পরমায়ুঃ॥ ১৪৮॥

সেই গোপীভাবামৃতের প্রতি যে ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সমস্ত বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন॥ ১৪৯॥

অপর যে ব্যক্তি রাগানুগামার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তিনিই বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৫০॥

শ্রীঅপিচ, যে ব্যক্তি ব্রজলোকের যে কোন ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি ব্রজভাবযোগ্য দেহ লাভ করিতে কৃষ্ণ প্রাপ্ত

* অথ রাগানুগা॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় সাধনভক্তিলহরীর ১৩১ অঙ্কে যথা॥
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥
অস্যার্থঃ। ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা কহে। এই রাগাত্মিকাভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ১৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ ॥

নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগযুজো
হৃদিযন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

ভাবার্থদিপিকায়াং। ১০। ৮৭। ১৯।

ইদানীমাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ধ্যান-মঙ্গত্বেনোপদিশন্তীত্যাহ নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজ ইতি। মরুৎ প্রাণশ্চ মনশ্চ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈঃ তে চ তে দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজশ্চ তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি যত্তত্ত্বমুপাসতে। তদেবারয়োঽপি তব স্মরণাদ্যযুঃ প্রাপুঃ। স্ত্রিয়োঽপি কামত উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ অহীন্দ্রদেহসদৃশয়োর্ভুজদণ্ডয়োর্বিষক্তা ধীর্যাসাং তাঃ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়ঃ। সমদৃশঃ সমমপরিচ্ছিন্নং ত্বাং পশ্যন্ত্যো বয়ং শ্রুত্যভিমানিন্যো দেবতা অপি তে সমা এব কৃপাবিষয়তয়া অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ অঙ্ঘ্রিসরোজং সুষ্ঠু ধারয়ন্ত্যঃ। অয়ং ভাবঃ। ইত্থং ভূতস্তব স্মরণানুভাবঃ। যে যোগিনস্ত্বাং হৃদ্যালম্বনমুপাসতে। যাশ্চ বয়ং ত্বাং সমমপরিচ্ছিন্নং পশ্যামঃ যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামতঃ পরিচ্ছিন্নং ধ্যায়ন্তি। যে চ দ্বেষিণঃ সর্ব্বানপি তাংস্ত্বামেব প্রাপয়তীতি ॥ তোষণ্যাং নিভৃতেত্যস্য টীকাদর্শিতশ্রুতৌ। দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যঃ। অস্য সাধনান্যাহ শ্রোতব্য ইতি। শ্রোতব্যো গুরোঃ সকাশাদুপক্রমাদিভিস্তাৎপর্য্যোণাবধারয়িতব্যঃ। মন্তব্যাস্তদনুকূলতর্কেনাসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা নিবারণায় স্বয়ং পুন

হয়েন, তদ্বিষয়ে উপনিষৎ শ্রুতিগণ দৃষ্টান্তস্বরূপ, উইঁারা রাগমার্গে ভজন করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বেদস্তুতি যথা—

শ্রুতিগণ কহিলেন, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক সুদৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় আপনার স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়, অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা ইতি ॥ ১৫২ ॥

সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি। সমা শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ প্রাপ্তি ॥ অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ। বিধিমার্গে * নাহি পায় ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ১৫৩ ॥

বিচারণীয়ঃ। নিদিধ্যাসিতব্যো নিশ্চয়েন ধ্যাতব্য ইতি। স্ত্রিয়স্তব নিত্যপ্রেয়স্যঃ। শ্রীরাধাদয়ো যং যাস্তবাঙ্ঘ্রিসরোজসুধাস্তদীয়স্পর্শমাধুর্য্যাণি হৃদি যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহমিত্যাদিরীত্যা সাক্ষাদ্রসস্যৈবোপাসতে ভজন্তে। বহুত্বমপরিচ্ছিন্নবৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া। তথা চোক্তং। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদৌ অনুসবাভিনবমিতি। তা এব বয়মপি আসামহো ইত্যাদৌ মেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যামিতি ন্যায়েন তাদৃশত্বাযোগ্যা অপি যযিম। তত্রাপি সমাঃ শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্ত্যা কায়ব্যূহেন তত্তুল্যারূপাঃ সত্যঃ। স্ত্রিয়ঃ কথম্ভূতাঃ। উরগেন্দ্র ইত্যাদিলক্ষণাঃ। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিঃ এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যাদেঃ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাদেশ্চানুসারেণ সর্ব্বদুর্ল্লভমাধুর্য্যানুভবোদ্দীপিতমহাভাবা ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং যযিথ তত্রাহ সমদৃশঃ তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

আপনাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক সর্পেন্দ্রদেহসদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্তবুদ্ধি কামাত্মা স্ত্রীগণও তাহা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতারূপ আমরা তৎসদৃশ হইয়াও আপনার পাদপদ্মকে সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই ॥ ১৫২ ॥

“সমদৃশ” শব্দে সেই ভাবে অনুগতি বলিয়া থাকে, সমা শব্দে শ্রুতিগণের গোপীদেহ প্রাপ্তি বলিতেছেন, “অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা” এই পদে কৃষ্ণসঙ্গজন্য আনন্দকে কহিতেছেন, বিধিমার্গে ভজন করিলে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র প্রাপ্তি হয় না ॥ ১৫৩ ॥

* অথ বৈধীভক্তিঃ ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তিলহরীতে ৫ অঙ্কে ॥
যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেব বচনং ॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

ফলিতমাহ নায়মিতি। দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং জ্ঞানিনাং নিবৃত্তাভিমানানামপি ॥ বৈষ্ণবতোষণী।

অথ কতমস্যাস্তাদৃশী তৎপ্রাপ্তির্জাতা পরেষাং বা কথং স্যাত্তত্রাহ নায়মিতি অয়ং গোপিকাসুতো ভগবান্ দেহিত্বেনাভিমানবতাং তপ আদিভির্ন সুখাপঃ, কিন্তু এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ং। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গত ইত্যুক্তরীত্যা কথঞ্চিৎ কদাচিৎ তদ্ভক্তসঙ্গো যদি স্যাত্তদা ক্রমত এব প্রাপ্যঃ। এবং জ্ঞানিনাং দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানবতাং আত্মভূতানাং তদ্বিজ্ঞানবতামপি ন সুখাপঃ, কিন্তু পূর্ব্ববত্তদ্ভক্তসঙ্গাদেব। আত্মপোতানামিতি পাঠং কেচিৎ পঠন্তি তত্র আত্মৈব পোতস্তরণসাধনং যেষাং জ্ঞানিনামিত্যর্থঃ। তর্হি কেষাং কেষাং সুখাপ ইত্যপেক্ষায়াং তন্নিদর্শনমাহ যথা ইহ শ্রীগোপিকাসুতে ভক্তিমতাং সুখাপঃ। অনেন মহানারায়ণাদিভক্তিমন্তোঽপি ব্যাবৃত্তাঃ যুক্তঞ্চ তেষামসুখাপ ইতি। দেহিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ দেহিসামান্যদৃষ্ট্যা ভক্তান্তরাণাঞ্চ গোপলীলাদৃষ্ট্যা তত্রাদরানাস্পদত্বাৎ। তদ্ভক্তানাং সুখাপ ইতি চ যুক্তং। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদিষু তেষাং তাদৃশ তল্লীলায়াঃ সর্ব্বোত্তমত্বয়ানুভবাদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র গোপিকাসুত ইতি বিশেষণমেব নোপলক্ষণং গোপিকায়া এব সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ইহ শব্দাশ্চ তদ্বাচোব ন জগদাদি বাচী প্রাপ্তত্বাদ্ব্যর্থত্বাচ্চ ভক্তিমন্তশ্চ ত্রৈকালিকভক্তপরম্পরা এব অবিশেষেণ প্রাপ্তত্বাৎ। তামুপদিশতাং বেদানাং তদুপদেশকোপদেশ্যপরম্পরাণাং চানাদ্যনন্তকালভাবিত্বাৎ। তচ্চ বিশেষণং ভক্তিসুখপ্রাপ্তিরূপয়োঃ সাধনসাধ্যয়োরুভয়োরপ্যবস্থয়োর্দত্তং। তস্মাত্তে সার্ব্বকালিক

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে
১৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

হে রাজন্! গোপীনন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্ জনগণের যদ্রূপ সুখ-

শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। রাগের অপ্রাপ্তিহেতু অর্থাৎ অনুরাগ উৎপন্ন হয় নাই কেবল শাস্ত্রশাসন ভয়েই যাহাতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে ॥

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৫৪ ॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রিদিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ১৫৫ ॥ গোপী অনুগতি বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন। তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫৬ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং ॥

তদুক্তা গোপিকাসুতত্ত্বেনৈব সাধয়ন্তি লভন্তে চ তমিতি স্থিতে নিত্যৈবং তস্য তদ্রূপেণাবস্থিতিঃ সিদ্ধা। তথা গোপিকাসুতত্ত্বেনৈব সাধননির্ণয়ে গোপিকায়াশ্চ তৎসাধনত্বে স্বাশ্রয়দোষাপাতায় সাধনাবকাশ ইতি সৈব নির্দ্ধার্য্যতে অতএব গোপিকায়াঃ সুথাপ ইতি কিং বক্তব্যং গোপিকায়াস্তু সুত এব স ইতি বাঞ্ছিতং। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শ্রীনন্দস্য তদীয়ানামপি তেষাং তাদৃশত্বঞ্চ শ্রীজন্মাষ্টম্যাদিব্রতে তদীয়নামমন্ত্রে চ আবরণপূজায়াং দ্রষ্টব্যং। তস্মাৎ পূর্ব্বং ময়া তয়োরংশাভ্যাং দ্রোণধরারূপাভ্যাং যল্লীলামাত্রঃ তদেবাপাত প্রবোধমাত্রার্থমুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১৫৪ ॥

লভ্য, দেহাভিমানি তাপসাদির্ এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন ॥ ১৪৫ ॥

অতএব গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া দিবারাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার চিন্তা করিবে। আপনার সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া বৃন্দাবনে সেবা করিলে সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ১৫৫ ॥

গোপীভাবের অনুগত না হইলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভজন করিলেও ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাপ্তি হয় না। এই বিষয়ে লক্ষ্মীদেবী দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছিলেন, তথাপি, তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ১৫৬ ॥

ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

অত্যন্তাপূর্ব্বশ্চায়ং গোপীষু ভগবতঃ প্রসাদইত্যাহ নায়মিতি। অঙ্গে বক্ষসি উ অহো নিতান্তরতেরেকান্তরতেঃ শ্রিয়োঽপি নায়ং প্রসাদোঽনুগ্রহোঽস্তি। নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং স্বর্গাঙ্গনানাং অপ্সরসামপি নাস্তি অন্যাঃ পুনর্দূরতো নিরস্তাঃ। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠস্তেন লব্ধা আশিষো যাভিস্তাসাং গোপীনাং য উদগাৎ আবির্বভূব॥ বৈষ্ণবতোষণী।

নন্বু পরমব্যোমনাথকৃষ্ণয়োরভেদ এব নিরূপ্যতে। তত্র পূর্ব্বস্য চ সদা বক্ষঃসঙ্গিনী লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভক্তিশিরোমণিস্তস্যাঃ ভাবঃ কথং নাভিনন্দ্যতে। কিঞ্চ। যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে ইত্যাদিরীত্যা বিয়োগময় ভাবস্যোৎকর্ষঃ সর্ব্বত্র লভ্যতে। ততো যদি সংযোগেঽপ্যাসাং তেনাধিক্যং স্যাত্তর্হি তথা বর্ণ্যতাং। সংযোগে তু লক্ষ্ম্যা এব তদাধিক্যং গম্যতে। কিঞ্চ। লক্ষ্মীর্হি স্বরূপশক্তিস্তু তত্তদপেক্ষয়া স্বরূপেণাম্যূনাঃ স্যুঃ কথমেতাবত্যাঃ স্তুতের্বিষয়ীক্রিয়ন্তে তত্র সপ্রৌঢ়ি প্রাহ নায়মিতি। অঙ্গে মদীশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্ত্তিবিশেষে তস্মিন্ সংসক্তা যা শ্রীস্তস্যা অপ্যয়ং এতবান্ প্রসাদস্তদঙ্গসঙ্গসুখোল্লাসঃ উ নিশ্চিতং ন বিদ্যতে। কীদৃশ্যা অপি তস্যাঃ নলিনস্য দিব্যস্বর্ণকমলস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্যোষিতাং স্বশ্চূড়ামণিং ভগবন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যমিত্যুক্ত দিশা দিব্য সুখভোগাস্পদলোকগণশিরোমণিবৈকুণ্ঠস্থিতানাং যোষিতাং তু লীলা প্রভৃতীনাং মধ্যে নিতান্তরতেঃ পরমপ্রেমযুক্তায়াঃ। নন্বেবং সতি কুতোঽন্যাঃ। সর্ব্বা এব স্ত্রীজাতয়ো দূরত এব পরাস্তা ইত্যর্থঃ। তং প্রসাদমেব দর্শয়তি রাসেতি। ব্রজসুন্দরীণাং নিত্যস্থিত এব যো যাবান্ রাসোৎসবে উদগাৎ প্রাকট্যং প্রাপ। কীদৃশীনাং অন্যোন্যাসাং সমীপে যস্মর্ত্তলীলোপয়িকমিত্যাদ্যনুসারেণ পরমব্যোমনাথাদপ্যুৎকৃষ্টেন ময়া সাম্প্রতং সাক্ষাদিবানুভূয়মানস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য যৌ ভুজদণ্ডৌ তাভ্যাং গৃহীতঃ

উদ্ধব কহিলেন, আহা! গোপী সকলের প্রতি ভগবৎ প্রসাদ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কেননা রাসোৎসবে ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাঁহারা আপনাদিগের মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় নাই, যে সকল

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং॥ ইতি॥ ১৫৭॥

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। দুই জন গলাগলি করেন ক্রন্দন॥ ১৫৮॥ এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা। প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দুঁহে গেলা॥ বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া। রামানন্দ কহে কিছু বিনতি করিয়া॥ ১৫৯॥ মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহা আগমন। দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥ তোমা-

বক্ষস্যাপি বিশ্লেষস্য ভুজাদিব যঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠালিঙ্গনং যৎকুহগিত্যর্থঃ। তেন লব্ধা আশিষো মনোরথো যাভিস্তাসাং। তস্মাল্লক্ষ্মীতোঽপি সর্ব্বথা বৈলক্ষণ্যাদাসাং স্বরূপেণ চাস্মিন্ প্রেয়সী-ভাবেন চ বৈলক্ষণ্যং দর্শিতং। অতএব লক্ষ্মীবিজয়বাক্যেঽস্মিন্ ব্রজসুন্দরীণামিত্যুক্ত্বা সৌ-ন্দর্য্যাদীনামপ্যাধিক্যং দর্শিতং। যস্যাস্তি ভক্তিরিত্যাদিরীত্যা ভক্তিতারতম্যেন তারতম্যা-দব্‌ক্তমেব চেদং। ব্রজবল্লবীনামিতি পাঠে তু ব্রজস্য চ তাসাঞ্চ তাদৃশী প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা ১৫৭

স্বর্গাঙ্গনার পদ্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর কান্তি তাহাদের প্রতিও হয় নাই, ইহাতে অন্য স্ত্রীদিগের কথা কি? তাহারা ত দূরে নিরস্ত আছে॥ ১৬৭॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁহারা দুই জনে পরস্পর গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন॥ ১৫৮॥

অনন্তর মহাপ্রভু এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃ-কালে দুই জন নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলেন, কিন্তু বিদায়ের সময়ে, মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিনয় সংকারে রামানন্দ কহি-লেন॥ ১৫৯॥

হে প্রভো! আমাকে অনুগ্রহ করিতে আপনকার এস্থানে আগমন,

বহি অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে। তোমা বহি অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ ১৬০ ॥ প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ। কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা। রাধা-কৃষ্ণপ্রেম-রস জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ১৬১ ॥ দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব। তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে। তোমার সঙ্গে বঞ্চিব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ ১৬২॥ এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা। সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিঞা মিলিলা ॥ অন্যোন্যে মিলিঞা দুঁহে নিভৃতে বসিঞা। প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥ প্রভু পুছেন রামানন্দ করেন উত্তর। এই মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ১৬৩ ॥ প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে

হইয়াছে, দিন দশ অবস্থিতি করিয়া আমার দুষ্ট মন শোধন করুন, আপনা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রেমদান করিতে শক্তি নাই ॥ ১৬০ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আমি তোমার গুণ শুনিয়া আসিয়াছি, কৃষ্ণকথা শুনিয়া আমার মন পবিত্র কর। তোমার যেরূপ মহিমা শুনিয়াছিলাম, তাহাই আমার দৃষ্টিগোচর হইল। যাহা হউক, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা স্বরূপ ॥ ১৬১ ॥

দশ দিনের কথা কি আমি যত দিন জীবিত থাকিব, তাবৎ তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তুমি আমি দুই জনে এক সঙ্গে নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া তোমার সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে কালযাপন করিব ॥ ১৬২ ॥

এই বলিয়া দুই জনে নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলেন, পুনর্ব্বার সন্ধ্যাকালে রায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, দুই জনে পরস্পর মিলিত হইয়া নির্জনে উপবেশন করত আনন্দসহকারে প্রশ্নোত্তর দ্বারা আলাপ করিতে লাগিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, রামানন্দ তাহার

সার। রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনু বিদ্যা নাহি আর॥ কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি। কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥ সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥ ১৬৪॥ দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর। মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি। কৃষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্ত শিরোমণি॥ ১৬৫॥ গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥ শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ

উত্তর দেন, এইরূপে সেই রাত্রি পরস্পর কথোপকথন হইল॥ ১৬৩॥

প্রভু কহিলেন, বিদ্যার মধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরেকে আর বিদ্যা নাই। প্রভু কহিলেন, কীর্ত্তি সকলের মধ্যে জীবের কোন্ কীর্ত্তি প্রধান? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার খ্যাতি হয়। প্রভু কহিলেন, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণনীয়? রায় কহিলেন, যাহার রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেম আছে, সেই ব্যক্তিই প্রধান ধনী॥ ১৬৪॥

প্রভু কহিলেন, দুঃখের মধ্যে কোন্ দুঃখ গুরুতর হয়? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্তের বিরহ ব্যতিরেকে অন্য দুঃখ নাই। প্রভু কহিলেন, মুক্ত মধ্যে কোন্ জীবকে মুক্ত বলিয়া মান্য করা যায়? রায় কহিলেন, যে ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেম সাধন করেন, তিনিই মুক্তের মধ্যে শিরোমণি স্বরূপ॥ ১৬৫॥

প্রভু কহিলেন, গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম? রায় কহিলেন, যে গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি বর্ণন আছে, তাহাই জীবের ধর্ম্ম। প্রভু কহিলেন, শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মঙ্গলের মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেয়ঃ প্রধান হয়? রায় কহিলেন, কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ ব্যতিরেকে

জীবের হয় সার। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনু শ্রেয়ো নাহি আর॥ কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ। কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ॥ ১৬৬॥ ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন ধ্যান। রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥ সর্ব্ব তেজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস। শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥ শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ। রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন॥ ১৬৭॥ উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান। শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম॥ মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুহাঁর গতি। স্থাবর-দেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি॥ অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥ অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক-

---

আর কোন মঙ্গল নাই। প্রভু কহিলেন, জীব নিরন্তর কাহার স্মরণ করে? রায় কহিলেন, কৃষ্ণনাম গুণলীলা স্মরণের মধ্যে প্রধান॥১৬৬॥

প্রভু কহিলেন, ধ্যেয় মধ্যে জীবের কোন্ ধ্যান কর্ত্তব্য, রায় কহিলেন, কৃষ্ণপাদপদ্মই সকল ধ্যানের প্রধান, প্রভু কহিলেন, সমস্ত ত্যাগ করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য? রায় কহিলেন, যেস্থানে নিত্যলীলা রাস আছে, সেই বৃন্দাবনে বাস করা কর্ত্তব্য। প্রভু কহিলেন, শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রবণ শ্রেষ্ঠ? রায় কহিলেন, যাহাতে কর্ণরসায়ন (কর্ণসুখকর) স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলিবর্ণন আছে, তাহাই শ্রবণের মধ্যে প্রধান॥ ১৬৭॥

প্রভু কহিলেন, উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান? রায় কহিলেন, রাধাকৃষ্ণের যুগল নাম উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রভু কহিলেন, যাহারা মুক্তি ও ভুক্তি বাঞ্ছা করে, এই দুইয়ের কোথায় গতি হয়? রায় কহিলেন, স্থাবরদেহে ও দেবদেহে যেরূপ অবস্থিতি হয়, মুক্তি ভুক্তি প্রাপ্ত জীবের সেইরূপ গতি হইয়া থাকে। অরসজ্ঞ কাক জ্ঞানরূপ নিম্ব-ফল আস্বাদন করে, কিন্তু রসজ্ঞ কোকিল প্রেমরূপ আম্রমুকুল খাইয়া

জ্ঞান। কৃষ্ণপ্রেমামৃতপান করে ভাগ্যবান্ ॥ ১৬৮ ॥ এই মত দুই জন কৃষ্ণকথাবেশে। নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রি শেষে ॥ দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে। সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে ॥ ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কথোক্ষণ। প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ১৬৯ ॥ কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার। রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈল প্রকাশন। ব্রহ্মারে বেদ যৈছে পড়াইল নারায়ণ ॥ অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥ ১৭০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে
১ শ্লোকে শ্রীবেদব্যাসবাক্যং যথা ॥

থাকে। অভাগিয়া (দুর্ভাগ্য) জ্ঞানী শুষ্কজ্ঞান আস্বাদন করে, কিন্তু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করেন ॥ ১৬৮ ॥

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথার আবেশে নৃত্য, গীত ও রোদন করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, প্রাতঃকালে দুই জন আপন আপন কার্য্যে গমন করিলেন, পরে সন্ধ্যাকালে রায় আপনি আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং কতক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণকথা কহিয়া প্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন ॥ ১৬৯ ॥

প্রভো! কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও বিবিধপ্রকার লীলাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, নারায়ণ ব্রহ্মাকে যেরূপে বেদ পড়াইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই সকল তত্ত্ব আপনি আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াদিলেন। অন্তর্যামী ঈশ্বরের এইরূপ রীতি যে তিনি বাহিরে কিছু না বলিয়া হৃদয়ে বস্তু প্রকাশ করিয়া দেন ॥ ১৭০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ের
১ শ্লোকে শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১।১।১। অথ নানাপুরাণশাস্ত্রপ্রবন্ধৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যন্ নারদোপদেশতঃ শ্রীভগবদ্গুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাসস্তৎপ্রতিপাদ্য পরদেবতানুস্মরণরূপলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি। জন্মাদ্যস্যেতি। পরং পরমেশ্বরং ধীমহীতি ধ্যায়তের্লিঙি ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ। বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়েণ। তমেব স্বরূপতটস্থলক্ষণাভ্যামুপলক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং সত্যমিতি সত্যত্বে হেতুঃ যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমো রজঃ সত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ। যৎসত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্নন্যাবভাসঃ। স যথা অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারি বুদ্ধির্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা। আপো করকাদৌ পার্থিববুদ্ধিঃ মৃদি কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাদি। যথাযথমূহ্যং। যদ্বা, তস্যৈব পরমার্থসত্যত্বপ্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং। যত্র মিথ্যৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি। যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি। স্বেনৈব ধাম্না মহসা নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং। তটস্থলক্ষণমাহ জন্মাদীতি। অস্য বিশ্বস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি। তত্র হেতুঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ। অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ। যদ্বা, অন্বয়শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং ব্রহ্মকারণং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ। ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ। যদ্বা, সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্য জন্মাদি তদ্যতো ভবতি ইতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীত্যাদ্যাঃ। স্মৃতিশ্চ। যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাদ্যাঃ। তর্হি কিং প্রধানং জগৎকারণত্বাৎ ধ্যেয়মভিপ্রেতং নেত্যাহ অভিজ্ঞো যতঃ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাঁল্লোকানসৃজত ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি ন্যায়াচ্চ। তর্হি কিং জীবঃ নেত্যাহ স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভঃ

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, যেহেতু তিনি সৃষ্টবস্তু মাত্রে সদ্রূপে বর্ত্তমান থাকাতেই

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা।

সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত্যাদিশ্রুতেঃ। নেত্যাহ তেন ইতি আদিকবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্মবেদং যস্তেনে প্রকাশিতবান্। যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ইতি শ্রুতেঃ। ননু, ব্রহ্মণোঽন্যতো বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু হৃদা মনসৈব তেনে। অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থো দর্শিতঃ। বক্ষ্যতি হি। প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতামিতি। ননু, চ ব্রহ্মা সুপ্তপ্রতিবুদ্ধ ন্যায়েন স্বয়মেব বেদমুপলভতাং নেত্যাহ যদযস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি তস্মাৎ ব্রহ্মণোপি পরাধীনজ্ঞানত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণং অত-এব সত্যং অসতঃ সত্তাপ্রদত্বাচ্চ পরমার্থসত্যশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বেন চ নিরস্তকুহকঃ। তং ধীমহীতি গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতং॥

কৃষ্ণসন্দর্ভে। জন্মাদ্যস্যেতি। নরাকৃতি পরং ব্রহ্মেতি পুরাণবর্গাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেব ইতি শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতেশ্চ। পরং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি অস্য স্বরূপলক্ষণমাহ সত্যমিতি। সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিত্যাদৌ। সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতং। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামত ইত্যুদ্যমপর্ব্বণি সঞ্জয়কৃতশ্রীকৃষ্ণনামনিরুক্তৌ চ তথাশ্রুতত্বাৎ। এতেন তদাকারস্যাব্যভিচারিত্বং দর্শিতং তটস্থলক্ষণমাহ। ধাম্না স্বেনেত্যাদি। স্বেন স্বস্বরূপেণ ধাম্না শ্রীমথুরাখ্যেন সদা নিরস্তং কুহকং মায়াকার্য্যলক্ষণং যেন তং। যথাত্তে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎ সারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ইতি শ্রী-গোপালতাপনীপ্রসিদ্ধেঃ। লীলামাহ আদ্যস্য নিত্যমেব শ্রীমদানকদুন্দুভি ব্রজেশ্বরনন্দন তয়া শ্রীমথুরাদ্বারকাগোকুলেষু বিরাজমানস্যৈব তস্য কস্মৈচিদর্থায় লোকে প্রাদুর্ভাবাপেক্ষয়া যতঃ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহাজ্জন্ম তস্মাদ্য ইতরতশ্চ ইতরস্য শ্রীব্রজেশ্বরগৃহেঽপি অন্বয়াৎ পুত্রভাবতস্তদনুগতত্বেনাগচ্ছৎ উত্তরেণৈব যত ইতি পদেনান্বয়ঃ। যত ইত্যনেন তস্মাদিতি স্বয়মেব লভ্যতে। কস্মাদন্বয়াৎ তত্রাহ অর্থেষু কংসবধনাদিষু তাদৃশভাববদ্ভিঃ শ্রীগোকুলবাসিভিরেব সর্ব্বানন্দ কদম্বকাদম্বিনীরূপা সা কাপি লীলা সিধ্যতীতি তদ্রক্ষণেষু বা অর্থেষু অভিজ্ঞ। ততশ্চ স্বরাট্ স্বৈর্গোকুলবাসিভিরেব রাজত ইতি। তত্র তেষাং প্রেমবশতামাপন্নস্যাপ্যব্যাহতৈশ্বর্য্য-

সে সকলের সত্তা স্বীকার করা যাইতেছে এবং ব্যতিরেক হেতু অবস্ত

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৭১ ॥

মাহ তেন ইতি । য আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়িতুং হৃদা সঙ্কল্পমাত্রেণৈব ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তিময়ং বৈভবং তেনে বিস্তারিতবান্ যৎ যতস্তথাবিধ লৌকিকা' লৌকিঃ কত্তা সমচিত্তলীলাহেতোঃ সূরয়স্তত্রত্যা মুহ্যন্তি প্রেমাতিশয়োদয়েন বৈবশ্যমাপ্নুবন্তি । যদিতুাস্তরেণাপ্যন্বয়াৎ যদযত এব তাদৃশলীলাতস্তেজো বারিমৃদামপি যথা যথাবৎ বিনিময়ো ভবতি । তত্র তেজসশ্চন্দ্রাদেবি'নিময়ো নিস্তেজো বস্তুভিঃ সহ ধর্ম্মপরিবর্ত্তঃ । তচ্চ মুখাদি-রুচা চন্দ্রাদেনি'স্তেজস্ত্ববিধানাৎ নিকটস্থনিস্তেজো বস্তুনঃ স্বভাসা তেজস্বিতাপাদনাচ্চ তথা-দবারিদ্রবশ্চ কঠিনং ভবতি বেণুবাদেন মৃৎপাষাণাদিশ্চ দ্রবতীতি । যত্র শ্রীকৃষ্ণে ত্রিসর্গ শ্রী-গোকুলমথুরাদ্বারকাবৈভবপ্রকাশঃ অমৃষা সত্য এবেতি ॥ ১৭১ ॥

খপুষ্পাদিতে তাঁহার অন্বয় নাই, অথবা অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তি, ইতর শব্দে ব্যাবৃত্তি, অনুবৃত্ত হেতু মৃত্তিকা সুবর্ণের ন্যায় জগৎ কার্য্য, কিম্বা জগৎ সাবয়ব হেতু জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, সুতরাং যিনি জগতের সৃজনাদির হেতু এবং অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তদ্রূপ স্বরাট্ অর্থাৎ সতঃ-সিদ্ধ জ্ঞান, আর যে বেদে জ্ঞানি সকল মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর তেজ, জল ও মৃত্তি-কার বিকার কাচ এই তিনের পরস্পর ব্যত্যাস অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া যে প্রতীতি, যথা—তেজে জল জ্ঞান, জলে পাষাণ জ্ঞান এবং কাচে জলবুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম যেমন অধিষ্ঠানের (ভ্রমের আধার তেজঃ প্রভৃতির) সত্যতা জন্য সত্য বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা সৃষ্টি, বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে, অথবা তেজে জলভ্রম ইত্যাদি যেমন বাস্তবিক অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিসম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমি ধ্যান করি ॥ ১৭১ ॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ১৭২ ॥ পহিলে দেখিলু তোমা সন্ন্যাসি স্বরূপ। এবে তোমা দেখোঁ মুঞি শ্যামগোপরূপ ॥ তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা ॥ তাহাতে দেখিয়ে মাত্র সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল সদা কমলনয়ন ॥ এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ ১৭৩ ॥ প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়। প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর কৃষ্ণের স্ফুরণ ॥ স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥ ১৭৪ ॥

রায় কহিলেন, প্রভো! আমার হৃদয়ে এক সংশয় আছে, কৃপা-পূর্ব্বক তাহার নিশ্চয় আমাকে আজ্ঞা করুন ॥ ১৭২ ॥

হে প্রভো! আমি প্রথমে আপনাকে সন্ন্যাসিস্বরূপ দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে শ্যাম ও গোপরূপ দেখিতেছি, আপনকার সম্মুখে একটী কাঞ্চনপঞ্চালিকা (স্বর্ণপুত্তলিকা) দৃষ্ট হইতেছে, তাহার গৌর-কান্তিতে আপনার শ্যামবর্ণ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে কেবল মাত্র বংশীবদন এবং সর্ব্বদা নানাভাবে আপনকার কমললোচন চঞ্চল দেখিতেছি, এইরূপ আপনাকে দেখিয়া আমার চমৎকার বোধ হইতেছে, অতএব অকপটে ইহার কারণ আমাকে আজ্ঞা করুন ॥ ১৭৩

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, হে রায়! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তোমার গাঢ়প্রেম আছে, ইহা প্রেমের স্বভাব নিশ্চয় জানিও। মহা-ভাগবত ব্যক্তি যত যত স্থাবর জঙ্গমের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সেই সেই স্থানে তাঁহার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়, মহাভাগবত ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম দেখেন, কিন্তু তিনি স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি দেখিতে পান না, তাঁহার সর্ব্বত্র আপ-নার ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ আমাতে তোমার শ্রীরাধাকৃষ্ণে স্ফূর্ত্তি হইতেছে ॥ ১৭৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে
৪৩ শ্লোকে নিমিং প্রতি হবিযোগেন্দ্রবাক্যং ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ২। ৪৩।

যদ্ধর্ম্ম ইত্যস্যোত্তরমাহ ত্রয়েণ সর্ব্বভূতেষ্বিতি। আত্মনঃ স্বস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাভবেন সমন্বয়ং যঃ পশ্যেৎ। তথা ব্রহ্মরূপে আত্মন্যধিষ্ঠানে ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। যদ্বা। আত্মতত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিরিতি তন্ত্রোক্তেঃ আত্মনো হরেঃ সর্ব্বভূতেষু মশকাদিষ্বপি নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানস্য ভগবদ্ভাবং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব যঃ পশ্যেৎ নতু তস্য তারতম্যং। তথাত্মনি হরাবেব ভূতানি চ পশ্যেৎ। কথং ভূতে। ভগবতি অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাদিরূপেণ পুনর্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদিপ্রসক্ত্যা ঐশ্বর্য্যাদিপ্রচ্যুতিং পশ্যেৎ। সর্ব্বত্রপরিপূর্ণভগবত্তত্বং পশ্যন্ ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ ॥

ক্রমসন্দর্ভেঃ।

তত্রোত্তরং তদনুভবদ্বারা গম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি সর্ব্বভূতেষ্বিতি। এবং ব্রতং স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ ইতি শ্রীকবিবাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিত্তদ্রব হাসরোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশাৎ খং বায়ুমগ্নিমিত্যাদি তদুক্তপ্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবং আত্মাভীষ্টো যো ভগবদাবির্ভাবস্তমেবেত্যর্থঃ। পশ্যেৎ অনুভবতি। অতস্তানি চ ভূতানি আত্মনি স্বচিত্তে তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি। এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তং। বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদি। যদ্বা। আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ। প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু ভূতেষু পশ্যতি। শেষঃ পূর্ব্ববৎ। যত এব ভক্তরূপ তদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি খং বায়ুমিত্যাদৌ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব। নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগা ইত্যাদি। শ্রীপট্টমহিষীভিরপি কুররি বিলপসি ত্বং ইত্যাদি। অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে। ভগবতি তজ্জ্ঞানস্য তৎফলস্য

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে
৪৩ শ্লোকে নিমিরাজের প্রতি হবিযোগেন্দ্রের বাক্য যথা ॥

হবি কহিলেন, হে রাজন্! যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে

ভূতানি ভগবত্যাশ্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ইতি॥ ১৭৫॥

১০ স্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং॥

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।

চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ববিরোধাৎ। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ইত্যাদিকাত্যন্তিক ভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইত্যুপসংহার গত লক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ব বিরোধাচ্চ ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইত্যুপসংহারগতলক্ষণপরম কাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়॥ ১৭৫॥

শ্রীধরস্বামী।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৫। ৫। তদা প্রণতা ভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসাং তাঃ বনগতা লতাঃ স্বস্মিন্ বিষ্ণুং প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্য ইব মধুধারা ববৃষুঃ। স্মেতি বিস্ময়ে। তরবশ্চ তথা লতাঃ স্বস্মিন্ বিষ্ণু প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্য ইব মধুধারা ববৃষুঃ। স্মেতি বিস্ময়ে। তরবশ্চ তথা তৎপত্নীনামপি তথৈবানন্দ ইতি ভাবঃ। এতানি বিষ্ণুভক্তিলক্ষণানি॥

বৈষ্ণবতোষণী।

তদা বনে যাবত্যো লতাস্তাঃ সর্ব্বা অপীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ বনাত্বাত্তত্রাপি লতাত্বাদ্বৈদগ্ধ্যাদি রহিতা অপীত্যুক্তং। তথা বনে যাবন্তস্তরবস্তাবন্তশ্চ। তত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন ব্যঞ্জয়ন্ত ইতি বোধ্যং। লতানামাদৌ নির্দ্দেশঃ স্ত্রীত্বেন স্বতুল্যভাবপ্রাধান্যবিবক্ষয়া। বিষ্ণুমিতি সর্ব্বত্র স্ফুরদ্রূপত্বাদ্ব্যাপকত্বেন প্রবেশশীলত্বেন বা বর্ত্তমানতয়া শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ। তমাত্মনি স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যো বোধয়ন্ত্য ইবেতি ভাবপরবশচেষ্টয়ৈব ব্যঞ্জনেন স্বয়মেব ব্যঞ্জনাৎ। দৃষ্টান্ত গর্ভশ্লেষেণ বিষ্ণুঃ শ্রীনারায়ণমিব তমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তব্যঞ্জনা চ আদিপুরুষ ইবেত্যুক্তং স্পষ্টীকরণায়। তত্র দৃষ্টান্তপক্ষে। লতাতরবঃ স্ত্রী পুরুষজাতয়ঃ পুষ্পফলাঢ্যাঃ যস্যাস্তি ভক্তির্ভগ-

---

অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্বভূতকে দেখেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম॥ ১৭৫॥

১০ স্কন্ধের ৩৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গোপীবাক্য যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন বেণুদ্বারা গোসকলকে আহ্বান করেন, তখন বনস্থ পুষ্পফলপূর্ণ লতাসকল (যাহাদের শাখা ফলভরে অবনত) প্রেম-

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো বরৃষুঃ স্ম ॥
ইতি চ ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়। যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥ ১৭৭ ॥ রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥ ১৭৮ ॥ শ্রীরাধার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার। নিজরস আস্বাদিতে কৈলে অবতার ॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম

বত্যাকিঞ্চনেতি। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসেতি চ প্রমাণেন সর্ব্বসাধনসম্পন্নাঃ। তথাপি প্রণতভারবিটপা নেমুর্নিরীক্ষ্য পরিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈরিতি চতুঃসনাদিবন্নমাঃ। মধুধারা অশ্রূণিদার্ষ্টান্তিকপক্ষে লতা তরুত্বাদিমিষেণ তদ্রূপা ইত্যর্থঃ। অনাঙ্কুরো-দ্বেদমিষেণ হৃষ্টতনবঃ। তত্তচ্চাস্পন্দনং গতিমত্তাং পুলকস্তব্ধনামিত্যাদিভিঃ শ্রীগোকুলে প্রসিদ্ধমেব ব্যাপোতি পক্ষদ্বয়েঽপি সর্ব্বত্রসম্বন্ধনীয়ং। সমাসপ্রবিষ্টস্যাপি বা প্রেমশব্দস্যার্থ-বশাদনাত্রসম্বন্ধঃ। ববৃষুর্নিরন্তরং বহুশোঽমুঞ্চন্। সস্বজুরিতি সার্ব্বত্রিক মূলপাঠে অপূর্ব্বত্বেন প্রবর্ত্তয়ামাসুঃ। যদ্বা, মধুনো ধারা যাসু তথা ভূতাঃ সত্যঃ প্রেম সস্বজুঃ। সার্ব্বদিকেষু চ লোকেষু স্ববৃত্তাস্তেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিস্তারয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তদেবমুভয়ত্র বিষ্ণুবং তদ্ব্যক্তি চিহ্নানি চ ব্যাখ্যাতানি ॥ ১৭৬ ॥

পুলকিত হইয়া যেন আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান বিষ্ণুকে ব্যক্ত করত মধুধারা বর্ষণ করে, ঐ সকল লতার পতি তরুগণেরও ঐরূপ আনন্দ হয় ॥ ১৭৬ ॥

প্রভু কহিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ়তর প্রেম আছে, এজন্য যেখানে সেখানে তোমার শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয় ॥ ১৭৭ ॥

অনন্তর রায় কহিলেন, ভারি ভুরি অর্থাৎ ছল কপট ত্যাগ করুন, আমার অগ্রে আপনার নিজরূপ গোপন করিবেন না ॥ ১৭৮ ॥

আপনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া নিজরস আস্বাদন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনার নিজগূঢ়কার্য্য প্রেম আস্বাদন,

আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার। এবে যে কপট কর কোন্ ব্যবহার॥ ১৭৯॥ তবে প্রভু হাঁসি তাঁরে দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥ দেখি-রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে। ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥ ১৮০॥ প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইল চেতন। সন্ন্যাসির বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥ ১৮১॥ আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বা-সন। তোমা বিনু এরূপ না দেখে কোন জন॥ মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে। অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥ ১৮২॥ গৌর-দেহ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনু তেঁহ না স্পর্শে অন্য

প্রসঙ্গাধীন আপনি ত্রিভুন প্রেমময় করিলেন, আপনি আমাকে উদ্ধার করিতে আগমন করিয়া এখন যে কপট করিতেছেন, ইহা আপনার কিরূপ ব্যবহার ? ॥ ১৭৯॥

তখন মহাপ্রভু হাস্য করিয়া রসরাজ ও মহাভাব এই দুই একত্র মিলিত আপনার স্বরূপ দর্শন দিলেন, রামানন্দ ঐরূপ দর্শনপূর্ব্বক আনন্দে মূর্চ্ছিত হওত দেহ ধারণ করিতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন॥ ১৮০॥

তখন মহাপ্রভু রায়কে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া চেতন করাইলেন, তৎপরে সন্ন্যাসির বেশ দেখিয়া রায়ের মন বিস্মিত হইল॥ ১৮১॥

অনন্তর মহাপ্রভু আলিঙ্গনপূর্ব্বক রায়কে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি আমার এ প্রকার রূপ দর্শন করে নাই, আমার তত্ত্ব ও আমার লীলারস তোমার বিদিত আছে, এজন্য আমি তোমাকে এইরূপ দর্শন দিলাম॥ ১৮২॥

আমার এ গৌরদেহ নহে, ইহা শ্রীরাধার অঙ্গস্পৃষ্ট হইয়াছে, গোপেন্দ্রনন্দন ব্যতিরেকে শ্রীরাধা অন্যজনকে স্পর্শ করেন না।

জন ॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে কৃষ্ণমাধুর্য্য রস করি আস্বাদন ॥ ১৮৩ ॥ তোমার ঠাঞি আমার গুপ্ত নহে কোন কর্ম্ম। লুকাইলে প্রেম বলে জানে সব মর্ম্ম ॥ গুপ্ত রাখিহ কাঁহা না করিহ প্রকাশ। আমার বাতুল চেষ্টায় লোক করে হাস ॥ আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল। অতএব তোমায় আমায় এক সমতুল ॥ ১৮৪ ॥ এই রূপে দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে। সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ নিগূঢ় ব্রজের লীলারসের বিচার। অনেক হৈল তায় না পাইয়ে পার ॥ ১৮৫ ॥ তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি। কেহ যদি কাঁহা পোঁতা পায় এক খনি ॥ ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায় *। তৈছে প্রশ্নো-

---

আমি আপনার মনকে তাঁহার ভাবে ভাবিত করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকি ॥ ১৮৩ ॥

তোমার নিকট আমার কোন কর্ম্ম গোপন নাই, লুকাইলেও প্রেম বলে তুমি তাহার সমুদায় মর্ম্ম জানিতে পার। তুমি এ বিষয় গোপন রাখিও, কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, আমার বাতুল (উন্মত্ত) চেষ্টায় লোকে উপহাস করে, আমি এক বাতুল, আর তুমি দ্বিতীয় বাতুল, অতএব তোমাতে আমাতে এক সমতুল হইয়াছি ॥ ১৮৪ ॥

সে যাহা হউক মহাপ্রভু এইরূপে রামানন্দসঙ্গে কৃষ্ণকথা কৌতুক সুখে দশ দিন যাপন করিলেন। ব্রজের নিগূঢ় লীলা ও নিগূঢ় রসের বিচার অনেক হইল তথাপি তাহার পার প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৮৫ ॥

তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা এবং চিন্তামণি রত্নের কেহ যদি কোন স্থানে পোঁতা একটা খনি প্রাপ্ত হয়, ক্রমে তাহা উঠাইতে যেমন উত্তম

---

* তাৎপর্য্য। উত্তরোত্তর উৎকর্ষ জিজ্ঞাসু মহাপ্রভুর প্রশ্নানুসারে শ্রীরামানন্দরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত স্থাপন করিলেন। এস্থলে শান্ত রসস্থানীয় তামা, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তম দাস্য রসস্থানীয় কাঁসা, তাহা

স্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥ ১৮৬ ॥ আর দিন রায় পাশ বিদায় মাগিয়া। বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা॥ বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে। আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥১৮৭॥ দুই জন নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে। সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন। তারে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন ॥ প্রাতঃকালে উঠে প্রভু দেখি হনুমান্। তারে নমস্করি দক্ষিণ করিলা প্রয়াণ ॥ ১৮৮ ॥ বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত। প্রভু দেখি বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজ মত ॥ রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল। প্রভুধ্যানে রহে

বস্তু প্রাপ্ত হয়, মহাপ্রভু ও রামানন্দরায় সেইরূপ প্রশ্নোত্তর করিয়াছিলেন ॥ ১৮৬ ॥

মহাপ্রভু অন্য এক দিবস রায়ের নিকট বিদায় চাহিয়া বিদায়ের সময় তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন, রায়! তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে গমন কর, আমি তীর্থ করিয়া অল্পকাল মধ্যে তথায় আগমন করিব ॥ ১৮৭ ॥

দুই জন এক সঙ্গে নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণকথারঙ্গে সুখে কালক্ষেপণ করিব, এই বলিয়া আলিঙ্গন পুরঃসর রামানন্দকে গৃহে পাঠাইয়া আপনি শয়ন করিলেন। পরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হনূমান্ দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করত দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন ॥ ১৮৮ ॥

বিদ্যাপুরে নানামতাবলম্বী যত লোক বাস করে প্রভুর দর্শনে আপন আপন মত ত্যাগ করিয়া সকলে বৈষ্ণব হইল। এ দিকে রামানন্দপ্রভুর

অপেক্ষা উত্তম সখ্যস্থানীয় রূপা, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তম বাৎসল্যস্থানীয় সোনা এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মধুর রসস্থানীয় চিন্তামণি রত্ন, ইহা অপেক্ষা আর উত্তম নাই। এক মধুর রসে সকলরসেরই পর্য্যবসান হইয়া থাকে, এইরূপ চিন্তামণি মহারত্ন লাভ করিলে তাহার আর অন্য তাম্রাদির অভাব থাকে না ॥

বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ১৮৯ ॥ সঙ্ক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন। বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥ সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন দুগ্ধপুর। রামানন্দচরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ রাধাকৃষ্ণলীলা কর্পূর মিলন। ভাগ্য-বান্ যেই সেই করে আস্বাদন ॥ ১৯০ ॥ যেই ইহা একবারে পিয়ে কর্ণ-দ্বারে। তার কর্ণলোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে। প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ১৯১ ॥ চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে। বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিত্তে ॥ অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়। বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি-দূর ॥ ১৯২ ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ। যাহার সর্ব্বস্ব তারে

বিরহে বিহ্বল হইয়া বিষয় সমুদায় অপিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর ধ্যানে অব-স্থিত রহিলেন ॥ ১৮৯ ॥

সে যাহা হউক, আমি সঙ্ক্ষেপে এই রামানন্দরায়ের মিলন বর্ণন করিলাম, সহস্রবদন অনন্তও ইহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে পারেন না, স্বভাবতই চৈতন্যচরিত্র ঘনাবর্ত্তন দুগ্ধসমূহ, তাহাতে রামানন্দরায়ের চরিত্র প্রচুর খণ্ড (ইক্ষুবিকার-খাঁড়্) স্বরূপ এবং তাহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা কর্পূর মিশ্রিত, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্ হয়েন, তিনিই ইহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ১৯০ ॥

যিনি একবার মাত্র ইহা কর্ণদ্বারা পান করেন, লোভ বশতঃ তাঁহার কর্ণ ইহা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা শ্রবণে সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে প্রেমভক্তি লাভ হয় ॥ ১৯১ ॥

হে ভক্তগণ! মনোমধ্যে কেহ তর্ক করিবেন না, বিশ্বাস করিয়া শ্রবণ করুন, ইহা হইতে চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিবেন! ইহা অলৌকিক লীলা, পরম গূঢ় স্বরূপ, বিশ্বাস করিলেই পাওয়া যায়, তর্কে

মিলে এই ধন ॥ রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার। যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে। রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে ॥ ১৯৩ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দসঙ্গোৎসব বর্ণনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

বহু দূরবর্ত্তী হয় অর্থাৎ তর্কে কখন লভ্য হয় না ॥ ১৯২ ॥

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরণারবিন্দ যাঁহার সর্ব্বস্ব, তিনিই এই ধন প্রাপ্ত হয়েন। মহাপ্রভু যাঁহার মুখে রসবিস্তার করিয়াছেন, সেই রামানন্দরায়কে আমি কোটি নমস্কার করি, স্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে এই রামানন্দ মিলন লীলা প্রকাশ করিলাম ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১৯৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃত টিপ্পন্যাং রামানন্দসঙ্গোৎসববর্ণনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

—————

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমোচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে সবৈষ্ণবান্॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥ দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ। সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন॥ সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল। সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥ ৩॥ তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি। দক্ষিণ বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি॥ অতএব নাম মাত্র করিয়ে লিখন।

নানামতেতি। জ্ঞানি কর্ম্মি পাষণ্ড্যাদীনাং যানি নানামতানি তান্যেব গ্রহাঃ ভূত প্রেত পিশাচ স্থানীয়াস্তৈর্গ্রস্তা আবিষ্টা যে দাক্ষিণাত্যজনা এব দ্বিপা গজাঃ তান্ স গৌরস্তেভ্যো গ্রহেভ্যো কৃপারিণা কৃপাচক্রেণ বিমোচ্য মোচয়িত্বা বৈষ্ণবান্ চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ১॥

জ্ঞানি, কর্ম্মি ও পাষণ্ডিদিগের নানা মতরূপ গ্রহ অর্থাৎ ভূত প্রেত পিশাচকর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য জনরূপ হস্তিগণকে গ্রস্ত দেখিয়া গৌরাঙ্গদেব কৃপাচক্রদ্বারা সেই সমুদায় গ্রহ হইতে তাহাদিগকে মোচন করিয়া বৈষ্ণব করিলেন॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র এবং শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক॥ ২॥

মহাপ্রভুর দক্ষিণগমন অতি উত্তম, সহস্র সহস্র তীর্থ দর্শন করিলেন, সেই সকল তীর্থকে স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে মহাতীর্থ করিলেন এবং সেই ছলে সেই সেই দেশের লোক সকলকে উদ্ধার করিলেন॥৩॥

মহাপ্রভু তীর্থযাত্রায় তীর্থের ক্রম (যথাক্রম) বলিতে পারি না,

কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৪ ॥ পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দর্শন। যেই গ্রামে রহে সেই গ্রামের যত জন ॥ সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি। অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সব বৈষ্ণব করি ॥ ৫ ॥ দক্ষিণ-দেশের লোক অনেক প্রকার। কেহ কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী পাষণ্ডী অপার ॥ সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে। নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে ॥ ৬ ॥ বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাশক সব। কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে। কৃষ্ণ উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণনামে ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥

দক্ষিণ বামে যত তীর্থ আছে, তাহাতে গমনের অনুক্রম ও ব্যতিক্রম (যাতাত) হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বের ন্যায় পথে যাইতে যাইতে যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের যত লোক সকলই বৈষ্ণব হইয়া "কৃষ্ণ হরি" ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্য গ্রামের লোক সকলকে নিস্তার করিয়া বৈষ্ণব করিল ॥ ৫ ॥

দক্ষিণদেশের লোক সকল অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী এবং কেহ পাষণ্ডী, ইহাদের পরিসীমা নাই, সেই সকল লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে নিজ নিজ মত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইল ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে যত রাম উপাসক, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ তত্ত্ববাদী এবং কেহ বা শ্রীবৈষ্ণব অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত, সেই সকল বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে কৃষ্ণোপাসক হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ। গোতমীগঙ্গাতে যাই কৈলা তাঁহা স্নান॥ মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল। তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল॥ ৯॥ দাসরাম মহাদেব করিল দর্শন। অহোবল নৃসিংহেরে করিল গমন॥ নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি। সিদ্ধবট গেলা যাঁহা শ্রীসীতাপতি॥ ১০॥ রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন। তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥ সেই বিপ্র রামনাথ নিরন্তর লয়॥ রামনাম বিনু অন্য বচন না কয়॥ সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি। তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥১১॥ স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে

হে রাম! হে রাঘব! হে রাম! হে রাঘব! হে রাম! হে রাঘব! আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে কেশব! হে কৃষ্ণ! হে কেশব! আমাকে পরিত্রাণ কর॥ ৮॥

মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠপূর্ব্বক পথে যাইতে যাইতে গৌতমীগঙ্গায় উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান করিলেন। তৎপরে মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গিয়া মহেশ দর্শন করিয়া তথাকার লোকসকলকে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলেন॥ ৯॥

তাহার পর দাসরাম মহাদেবকে দর্শন করিয়া অহোবল নৃসিংহনামক তীর্থে গমন করিলেন, তথায় নৃসিংহদেবকে দর্শন এবং তাঁহাকে নমস্কার ও স্তব করিয়া যে স্থানে সীতাপতি অবস্থিত আছেন, সেই সিদ্ধবট নামক তীর্থে গমন করিলেন॥ ১০॥

তথায় রঘুনাথ দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও স্তব করেন, ঐ স্থানে এক জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ নিরন্তর রামনাম গ্রহণ করিতেন, তিনি রামনাম ভিন্ন অন্য বাক্য কহিতেন না, গৌরহরি সেই

কৈল স্কন্দ দরশন। ত্রিমল্ল আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম॥ পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্রঘরে। সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥ ১২॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল। কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল॥ পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রামনাম। এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥ ১৩॥ বিপ্র কহে এই তোমার দর্শনপ্রভাব। তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥ বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার। তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল এক বার॥ সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল। কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥ বাল্যকাল হইতে মোর

দিবস তাঁহার গৃহে অবস্থিতিপূর্ব্বক ভিক্ষা এবং তাঁহাকে কৃপা করিয়া পর দিবস তথা হইতে গমন করিলেন॥ ১১॥

তৎপর স্কন্দতীর্থে আসিয়া স্কন্দ দর্শন, তাহার পর ত্রিমল্লদেশে গিয়া ত্রিবিক্রম দর্শন করত পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে আগমন করিলেন, তখন দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছেন॥ ১২॥

অনন্তর মহাপ্রভু ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে ব্রাহ্মণ! বল দেখি তোমার এ কোন দশা উপস্থিত হইল? তুমি পূর্ব্বে নিরন্তর রামনাম গ্রহণ করিতে, এখন কেন সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম কহিতেছ?॥ ১৩॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, ইহা আপনার দর্শনের প্রভাব আপনাকে দর্শন করিয়া আমার আজন্মের স্বভাব পরিবর্ত্ত হইল, আমি বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ করিতাম, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার এক বার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুর্ত্তি হইল, তদবধি আমার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম অধিষ্ঠান করিলেন, এক্ষণে কেবল কৃষ্ণনাম স্ফুর্ত্তি হইতেছে, রামনাম দূরবর্ত্তী হইয়াছেন। আমার বাল্যকাল হইতে একটী স্বভাব আছে, আমি নামমহি-

স্বভাব এক হয়। নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ১৪ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে ৮ শ্লোকে
তথা উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-
স্তোত্রে শেষ শ্লোকে যথা ॥

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ১৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামি-
কৃতটীকায়াং ধৃতো মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি
৭১ সর্গে ৪ শ্লোকে যথা ॥

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

রমন্ত ইতি। অনন্তে অনন্তশায়িনি নিত্যানন্দে শুদ্ধসত্বানস্বরূপে চিদাত্মনি আত্মান্তর্যা-
মিনি ভগবতি তস্মিন্ যোগিনঃ সর্ব্বে মহামুনয়ঃ রমন্তে ক্রীড়ন্তি ইতি রামপদেন অসৌ পরং
ব্রহ্ম দশরথতনয়োঽভিধীয়তে ব্রহ্মৈব কথ্যতে ॥ ১৫ ॥

কৃষিরিতি। কৃষিঃ কৃষ্ ধাতুর্ভূবাচকঃ সত্বাবাচকঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ নির্ব্বাণবাচক

মার শাস্ত্রসকল সঞ্চয় করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনাম স্তোত্রে ৮ শ্লোকে
তথা উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণু-
সহস্রনাম স্তোত্রের শেষ শ্লোক যথা ॥

সত্য, আনন্দ ও চিৎস্বরূপ আত্মায় যোগিগণ রমণ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, এই হেতু রামপদে এই দশরথনন্দনকে পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ১৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামির
টীকাধৃত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ৭১ সর্গের
৪ শ্লোক যথা ॥

কৃষি ভূবাচক অর্থাৎ সত্তা বাচক শব্দ, ণ নির্বৃতি বাচক শব্দ, কৃষ্ধা-

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৬ ॥

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল। পুন আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ১৭ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবম শ্লোকে
তথা তত্রৈবোত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে
শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম্নি শেষঃ শ্লোকো যথা ॥

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

ইত্যর্থঃ। তয়োরৈক্যং কৃষণয়োরৈক্যং মিশ্রিতং কৃষ্ণ এব পরং ব্রহ্ম ইত্যভিধীয়তে কথ্যতে কৃষ্ণঃ, কিন্তু ঐশ্বর্য্যামাধুর্য্যপূর্ণঃ ॥ ১৬ ॥

রামরামেতি। হে বরাননে, হে সুন্দরবদনে, হে রমে, হে রমণীয়ে, হে রামে, হে মনোজ্ঞে, হে মনোরমে, হে পার্ব্বতি শৃণু। রামরামেতি রামেতি রামনামত্রয়ং সহস্রনামভিস্তুল্যং সমানং ভবেৎ। অতএক রামনাম বারত্রয়মুচ্চারণেনৈব সহস্রনামতুল্যং ফলদায়ি ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তুর উত্তর ণ প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়, ইহাই পরমব্রহ্ম বাচক বলিয়া অভিহিত (কথিত) হয়েন ॥ ১৬ ॥

রাম ও কৃষ্ণ দুই নাম পরং ব্রহ্ম সমান হইল, পুনর্ব্বার অন্য শাস্ত্রে আর কিছু বিশেষ প্রাপ্ত হইলাম, যথা ॥ ১৭ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনাম স্তোত্রে নবম শ্লোক তথা
ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে
শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামের শেষ শ্লোক যথা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে বরাননে! হে রমে! হে রামে! হে মনোরমে! হে পার্ব্বতি! শ্রবণ কর, তিন বার রামনাম উচ্চারণ করিলে তাহা সহস্রনামের তুল্য ফলদায়ক হয় ॥ ১৮ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে একাদশবিলাসে ২৫৮ শ্লোক-
ধৃতং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়বচনং যথা ॥

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ইতি ॥ ১৯॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার। তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥ ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই। সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি দিন গাই ॥ ২০ ॥ তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল। তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল ॥ সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল। এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ২১ ॥ তারে কৃপা

সহস্রনাম্নামিত্যাদি। শ্রীহরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি তৎ ফলং ॥ ১৯ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসে ২৫৮ শ্লোক-
ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বচন যথা ॥

পুণ্যস্বরূপ সহস্রনামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, একবার কৃষ্ণনাম পাঠ করিলে ঐ নাম সেই ফল প্রদান করেন ॥ ১৯ ॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমার সীমা নাই, তথাপি গ্রহণ করিতে পারি না, তাহার হেতু শ্রবণ করুন। আমার অভীষ্টদেব রাম, তাঁহার নামে সুখ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই দিবারাত্র রামনাম গান করি ॥ ২০ ॥

যখন আপনকার দর্শনে আমার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি হইল, তখন সেই নামের মহিমা আমার মনে সংলগ্ন হইয়া রহিল। যাহা হউক, আপনি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা নিশ্চয় করিলাম, এই বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন ॥ ২১ ॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া পর দিন গমন করিতে করিতে

করি প্রভু চলিলা আর দিনে। বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব-দরশনে ॥২২॥ তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা একগ্রাম। ব্রাহ্মণ-সমাজ, তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দর্শনে। লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে ॥ গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ। সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ ॥ ২৩॥ তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ। সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥ নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্গ্রাহে প্রচণ্ড। সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ২৪ ॥ সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে। প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ। এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণ

বৃদ্ধকাশী আসিয়া শিব দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

তথা হইতে চলিয়া গিয়া আর এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তথায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল, সেই স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। প্রভুর প্রভাবে লোক সকল দর্শন করিতে আগমন করিল, লক্ষার্ব্বুদ লোক আসিল, তাহাদিগের গণনা নাই, প্রভুর সৌন্দর্য্য এবং তাঁহাতে প্রেমাবেশ দেখিয়া সকল লোক কৃষ্ণনাম কহিতে লাগিল, দেশ সমুদায় বৈষ্ণব হইল ॥ ২৩ ॥

তার্কিক, মীমাংসক ও মায়াবাদিগণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ ও আগম প্রভৃতি নিজ নিজ শাস্ত্রে সকলেই উদ্গ্রাহে (কল্পিতার্থে) প্রচণ্ড, মহাপ্রভু তাহাদিগের সমস্ত মত দূষিত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

মহাপ্রভু সর্ব্বত্র বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না, হারিয়া হারিয়া (পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া) প্রভুর মতে প্রবেশ করিতে লাগিল, মহাপ্রভু এই মতে

দেশ ॥ ২৫ ॥ পাষণ্ডির গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা । গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে । প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে ॥ ২৬ ॥ যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে । তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ২৭ ॥ তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে । তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ॥ বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল । দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ২৮ ॥ দার্শনিক পণ্ডিত সব পাইল পরাজয় । লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয় ॥ ২৯ ॥ প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা । সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা ॥ অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিঞা । প্রভু

সমস্ত দক্ষিণ দেশ বৈষ্ণব করিলেন ॥ ২৫ ॥

পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্য শুনিয়া সগর্ব্বে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল, বৌদ্ধাচার্য্য নিজ নিজ নূতন মতে মহাপণ্ডিত, প্রভুর অগ্রে উদ্গ্রাহ (কল্পিতার্থ) করিয়া কহিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

যদিচ বৌদ্ধের সঙ্গে কথা কহিতে নাই এবং তাহারা দেখিবার অযোগ্য পাত্র, তথাপি তাহাদের গর্ব্ব খণ্ডন করিতে মহপ্রভু তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

নূতন মতে বৌদ্ধশাস্ত্র তর্কপ্রধান, মহাপ্রভু তর্কেই খণ্ডাইতে লাগিলেন, বৌদ্ধেরা স্থাপন করিতে পারিতেছে না । বৌদ্ধাচার্য্য নূতন নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিল, মহাপ্রভু দৃঢ়তর যুক্তি ও তর্কে সেই সকল প্রশ্ন খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥

দার্শনিক পণ্ডিতগণ সকলে পরাজয় প্রাপ্ত হওয়ায় লোক হাস্য করিতে থাকিলে তাহাতে বৌদ্ধের লজ্জা ও ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৯ ॥

মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব জানিয়া বৌদ্ধ গৃহে গমনপূর্ব্বক সকল বৌদ্ধে

আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিঞা ॥৩০॥ হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। ঠোঁটে করি অন্ন সহ থালি লঞা গেল॥ বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য লইয়া। বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিঞা॥ তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল। মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥ ৩১॥ হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ। সবে আসি প্রভু পদে লইল শরণ॥ তুমি হ ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ। জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥ ৩২॥ প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি। গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥ তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন। সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-

মিলিত হওত কুমন্ত্রণা করিয়া একটা থালিতে কতক গুলা অপবিত্র অন্ন লইলা বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে আনয়ন করিল॥ ৩০॥

এমন সময়ে একটী সুবৃহৎকায় পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া অন্ন সহিত থাল লইয়া গেল, বৌদ্ধগণের উপর অমেধ্য অন্ন এবং বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকে থালখান সশব্দে পতিত হইল। থালখান যখন পতিত হয় তখন তেরচ্ (তির্য্যক্ বক্র) ভাবে পতিত হওয়ায় বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তক ছেদন হইল, সুতরাং তাহাতে বৌদ্ধাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয় ভূমিতে পড়িয়া গেল॥ ৩১॥

হাহাকার করিয়া শিষ্য সকল রোদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিল এবং কহিল আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অপরাধ ক্ষমা করুন ও প্রসন্ন হইয়া আমাদের গুরুর প্রাণ দান দিউন॥ ৩২॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, তোমরা সকল কৃষ্ণ কৃষ্ণ ও হরি ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন কর এবং তোমাদের গুরুর কর্ণে উচ্চ করিয়া কৃষ্ণনাম বল, তবেই তোমাদের গুরু চেতন পাইবেন, তখন সকল বৌদ্ধ মিলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং গুরুকর্ণে "কৃষ্ণ রাম হরি" ইত্যাদি

সঙ্কীর্ত্তন॥ গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি। চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥ ৩৩॥ কৃষ্ণ কহি আচার্য্যপ্রভুকে করয়ে বিনয়। দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥ এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন। অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন॥ ৩৪॥ মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে। চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি গেলা বেঙ্কটাচলে॥ ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন। রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥৩৫॥ স্বপ্রভাবে লোক সব করাঞা বিস্ময়। পানানরসিংহ আইলা প্রভু দয়াময়॥ নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল। প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥ ৩৬॥ শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন। প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥ ৩৭॥ বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ। প্রণাম করিয়া

নাম উচ্চ করিয়া বলিতে লাগিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চেতন পাইয়া হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিল॥ ৩৩॥

আচার্য্য কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রভুকে বিনয় করিতে লাগিল, লোক সকল দেখিয়া পরমবিস্ময়াপন্ন হইল। শচীনন্দন এইরূপ কৌতুক করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ দর্শন লাভ করিতে পারিল না॥ ৩৪॥

মহাপ্রভু ত্রিপদী ত্রিমল্লে চলিয়া আসিলেন, তথায় চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখিয়া বেঙ্কটাচলে গমন করিলেন। তথা হইতে ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম দর্শন এবং তাঁহার অগ্রে প্রণাম ও স্তব করিলেন॥ ৩৫॥

দয়াময় প্রভু তথায় নিজ প্রভাবে লোকসকলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া পানানরসিংহে আগমনপূর্ব্বক প্রেমাবেশে তাঁহাকে স্তুতি ও নমস্কার করিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে তথাকার লোকসলের চমৎকার হইল॥৩৬॥

তৎপরে শিবকাঞ্চী আসিয়া শিব দর্শন করিলেন, তথায় যত শৈব ছিল, তাহারা সকলে মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈষ্ণব হইল॥ ৩৭॥

কৈল বহুত স্তবন ॥ প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল। দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥ ৩৮ ॥ ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তিস্থান। মহাদেব দেখি তারে করিলা প্রণাম ॥ ৩৯ ॥ পক্ষিতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন। বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন ॥ শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি। পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি ॥ শিয়ালী ভৈরব দেবী করিল দর্শন। কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৪০ ॥ গো-সমাজ শিব দেখি আইলা বেদীবন। মহাদেব দেখি তারে করিলা বন্দন ॥ অমৃত লিঙ্গ শিব আসি দর্শন করিল। সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল ॥ ৪১ ॥ দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন। শ্রীবৈষ্ণবগণ-সনে গোষ্ঠী

তদনন্তর বিষ্ণুকাঞ্চী আসিয়া তথা লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিয়া প্রণাম, বহুতর স্তব ও প্রেমাবেশে অনেক ক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন এবং তথায় দুই দিন অবস্থিতি করিয়া সকল লোককে কৃষ্ণভক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তাহার পর ত্রিমল্ল দেখিয়া ত্রিকালহস্তিস্থানে গমন করিলেন, তথায় মহাদেব দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর পক্ষিতীর্থে যাইয়া শিব দর্শন করত বৃদ্ধকোলা তীর্থে গমন করিলেন, সেইস্থানে বরাহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করত গৌরহরি পীতাম্বর শিবস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পর শিয়ালী ভৈরব দর্শন করিয়া শচীনন্দন কাবেরী তীর্থে আগমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

তথায় গোসমাজ শিব দর্শন করিয়া বেদাবন তীর্থে আগমন করত মহাদেব দেখিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। তাহার পর আসিয়া অমৃত-লিঙ্গ শিব দর্শন এবং শিবালয়ে যত শৈব ছিল, তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিলেন ॥ ৪১ ॥

অনুক্ষণ ॥ কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর। শিবক্ষেত্রে আসি শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তবে কৈল আগমন ॥ কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ। স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥ প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন। দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক মন ॥ ৪২ ॥ শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম। প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥ নিজঘরে লঞা কৈল পাদ প্রক্ষালন। সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ ॥ ভিক্ষা করাইঞা কিছু কৈল নিবেদন। চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন ॥ চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে। কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে ॥ ৪৩ ॥ তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে। ভট্টসঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি মাসে ॥

তদনন্তর দেবস্থানে আসিয়া বিষ্ণু দর্শন এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের সহিত নিরন্তর ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন, তাহার পর গৌরাঙ্গসুন্দর কুম্ভকর্ণকপালের সরোবর দেখিয়া শিবক্ষেত্রে আগমন করত শিব দর্শন করিলেন, তৎপরে পাপনাশন তীর্থে বিষ্ণু দর্শনপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। অনন্তর কাবেরীতে স্নানপুরঃসর রঙ্গনাথ দর্শন করত তাঁহাকে স্তুতি প্রণতি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিলেন এবং প্রেমাবেশে বহু-গীত ও নৃত্য করিতে লাগিলেন, দেখিয়া লোক সকলের মন চমৎকৃত হইল ॥ ৪২ ॥

ঐ স্থানে বেঙ্কটভট্ট নামে এক জন শ্রীবৈষ্ণব তিনি সম্মান করিয়া প্রভুর নিমন্ত্রণ করিলেন। ভট্টমহাশয় মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া স্বহস্তে প্রভুর পাদ প্রক্ষালন করত সেই জল সবংশে পান করি-লেন এবং মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! চাতু-র্ম্মাস্য উপস্থিত হইয়াছে, কৃপা করিয়া চারি মাস আমার গৃহে অবস্থিতি করত কৃষ্ণকথা কহিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥

কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন। প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥৪৪॥ সুসৌন্দর্য্য প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক। দেখিবারে আইসে সবার খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে। সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে ॥ কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বলে আর। সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার ॥ ৪৫ ॥ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ। এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল। কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল ॥ ৪৬ ॥ সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন ॥ অষ্টা-

ভট্টের প্রার্থনায় মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণকথা-রসে পরম সুখে চারি মাস যাপন করিলেন। এই চারি মাস প্রতি দিন কাবেরীতে, স্নান শ্রীরঙ্গ দর্শন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য করেন ॥ ৪৪ ॥

প্রভুর সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া যে সকল লোক দর্শন করিতে আগমন করিল, তাহাদের দুঃখ শোকসকল খণ্ডিত হইয়া গেল। নানা-দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল, তাহারা সকলে প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ লাগিল। কৃষ্ণনাম ব্যতিরেকে আর কেহ কিছুই বলে না, সকলে কৃষ্ণভক্ত হইল, তদ্দর্শনে লোক সকলের চমৎ-কার বোধ হইল ॥ ৪৫ ॥

সে যাহা হউক, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যত ব্রাহ্মণ বাস করেন তাঁহারা সকল এক এক দিন করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এক এক দিন নিমন্ত্রণে মহাপ্রভুর চারি মাস (১২০ দিন) পূর্ণ হইল, কতক গুলি ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিবার আর দিন প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৪৬ ॥

সেই ক্ষেত্রে এক জন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক দিবস তিনি দেবা-লয়ে বসিয়া গীতা আবৃত্তি করিতেছিলেন, তিনি আনন্দ সহকারে অষ্টা-দশ অধ্যায় পাঠ করিলেন। ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ করেন, বলিয়া

দশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে। অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥ কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে। আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥ পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন। দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥ ৪৭॥ মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়। কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥ বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি। শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥ ৪৮॥ অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর। বসিয়াছে হাতে তোত্র শ্যামল সুন্দর॥ অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ। তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥ যাবৎ পড়োঁ। তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন। এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে

সকল লোকে শুনিয়া তাঁহাকে উপহাস এবং কেহ বা নিন্দা করে, ব্রাহ্মণ তাহা না মানিয়া ভাবাবেশে গীতা পড়িতে থাকেন। তাহাতেই পাঠকালপর্য্যন্ত তাঁহার পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব সকল উদিত হইয়া থাকে, তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মন আনন্দিত হইল॥ ৪৭॥

মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! শ্রবণ করুন, কোন্ অর্থ জানিয়া আপনার এত সুখ হইতেছে। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি মূর্খ, শব্দার্থ জানি না, শুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক, কেবল গুরু-আজ্ঞা মানিয়া পাঠ করিয়া থাকি॥ ৪৮॥

আর যখন গীতাপাঠ করি, তখন অর্জ্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর কৃষ্ণ, হস্তে অশ্বরজ্জু এবং তোত্র (চাবুক) ধারণ করিয়া বসিয়া অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার আনন্দাবেশ হয়, আমি যে পর্য্যন্ত গীতাপাঠ করি, সেই পর্য্যন্ত দর্শন প্রাপ্ত হই, এজন্য আমার মন গীতাপাঠ পরিত্যাগ করে না॥ ৪৯॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ব্রাহ্মণ! গীতাপাঠে তোমারই অধিকার এবং

মোর মন ॥ ৪৯ ॥ প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারি অধিকার। তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন। প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন ॥ ৫০ ॥ তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়। সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয় ॥ কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে তার মন হইয়াছে নির্ম্মল। অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ৫১ ॥ তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ। এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন ॥ সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল। চারি মাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ৫২ ॥ এই মত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র। নিরন্তর ভট্টসঙ্গে কৃষ্ণকথা রঙ্গ ॥ শ্রীবৈষ্ণবভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন ॥ নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব। হাস্য পরি-

---

তুমি গীতার যথার্থ অর্থ জানিতে পারিয়াছে, এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিলে ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিলেন ॥ ৫০ ॥

হে প্রভো! আপনাকে দেখিয়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ সুখোদ্গম হইতেছে ইহাতে আমার মনে লইতেছে যেন আপনি সেই কৃষ্ণ। যাহা হউক, কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিতে ব্রাহ্মণের মন নির্ম্মল হইয়াছে, অতএব তিনি মহাপ্রভুর সমুদায় তত্ত্ব জানিতে পারিলেন ॥ ৫১ ॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর মহাভক্ত হইলেন, চারিমাস কাল প্রভুর সঙ্গ কদাচ ত্যাগ করিলেন না ॥ ৫২ ॥

এইমত গৌরচন্দ্র ভট্টের গৃহে ভট্টসঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণকথা-রঙ্গে অবস্থিতি করিলেন। সেই ভট্ট শ্রীবৈষ্ণব (রামানুজ সম্প্রদায়ী) লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করেন, তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া প্রভুর মন সন্তুষ্ট হইল, নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে সখ্যভাব হওয়ায় সখের স্বভাবে দুই জনে হাস্য

হাস দুঁহে সাধ্যর স্বভাব ॥ ৫৩ ॥ প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী। কান্তবক্ষস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি ॥ আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল। ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার ॥ ৫৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং যথা ॥

কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো

পরিহাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

প্রভু কহিলেন, ভট্ট! তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী কান্তের বক্ষে অবস্থিতি করেন, তিনি পতিব্রতার শিরোমণি আমার ঠাকুর গোপজাতি, গোচারণ করেন, লক্ষ্মীদেবী সাধ্বী হইয়া কি জন্য তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করেন? এবং তন্নিমিত্ত লক্ষ্মী চিরকাল সুখভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রত নিয়ম ধারণ করিয়া অসীম তপস্যা করেন? ॥ ৫৪ ॥

এই বিষয়ে প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ের
৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নাগপত্নীদিগের বাক্য যথা ॥

হে ভগবন্! ব্রহ্মাদি দেবগণও তপস্যাদিদ্বারা যে শ্রীর (লক্ষ্মীর) প্রসাদ প্রার্থনা করেন, সেই শ্রী ললনা হইয়াও আপনকার যে চরণ-রেণুর স্পর্শে অধিকারবাসনায় অন্যান্য কামনা বিসর্জনপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, এই সর্পের সেই চরণরেণু স্পর্শের অধিকার দেখিতেছি, এ ব্যক্তির ইহা কোন্ পুণ্যের অনুভাব (প্রভাব) বলিতে পারি না, আমাদের বোধ হয় এইরূপ ভাগ্যোদয় তপস্যাদি-

বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা * ॥ ইতি ॥ ৫৫ ॥

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥ তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম। কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ৫৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তি-লহর্য্যাং ৩২ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং যথা ॥

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম নহে নাশ। অধিক লাভ পাইয়ে ইহঁা

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। রসেনেতি। সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রেমময়রসেনেত্যর্থঃ। উৎকৃষ্যতে অন্তর্ভূত-ণার্থত্বাৎ উৎকৃষ্টতয়া প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ। যতস্তস্য রসস্য এষৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ যৎ কৃষ্ণরূপমেবোৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

জনিত নহে, ইহা আপনকার অচিন্ত্যকৃপারই বৈভব ॥ ৫৫ ॥

ভট্ট কহিলেন, কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেতে লীলা বৈদগ্ধ্যাদি ও রূপের আতিশয্য আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে পতিব্রতা-ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, লক্ষ্মী কৌতুক করিয়া তাঁহার সঙ্গ ইচ্ছা করেন ॥ ৫৬

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়-সাধনভক্তিলহরীর ৩২ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

যদিও শ্রীনাথ এবং রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই; কিন্তু কেবল প্রেমময় রসনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করে ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পতিব্রতার ধর্ম্মনাশ হয় না, ইহাঁতে অধিকতর

* মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদের ২৯৭ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের টীকা আছে।

রাসবিলাস ॥ বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ। ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস ॥ ৫৮ ॥ প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি। রাস না পাইলা লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং যথা ॥

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং * ॥ ৬০ ॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ। তপ করি কৈছে কৃষ্ণ

রাস বিলাস লাভ হইয়া থাকে, বিনোদিনী লক্ষ্মীর যে কৃষ্ণবিষয়ে অভিলাষ হয়, ইহাতে দোষ কি? কেন পরিহাস করিতেছেন? ॥ ৫৮ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাতে দোষ নাই আমি জানি, কিন্তু শাস্ত্রে শুনিতে পাই লক্ষ্মীদেবী রাসপ্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ৫৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা ॥

আহা! গোপীগণের প্রতি ভগবানের প্রসন্নতা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কারণ, রাসোৎসবে ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাঁহারা আপনাদিগের মনোরথের অন্তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও তদ্রূপ হয় নাই, যে সকল স্বর্গাঙ্গনার পদ্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর কান্তি তাহাদের প্রতিও হয় নাই, ইহাতে অন্য স্ত্রীদিগের কথা কি? তাহারা ত দূরে নিরস্ত আছে ॥ ৬০ ॥

লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন না, তাহার কারণ কি? আর

* মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ইহার টীকা আছে ॥

পাইল শ্রুতিগণ ॥ ৬১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে শ্লোকে
শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতির্যথা ॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ইতি ॥৬২॥*

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ। ভট্ট কহে ইহা প্রবে-শিতে নারে মোর মন ॥ আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির। ঈশ্বরের

কেন বা শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬১ ॥

ইহার প্রমাণ দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বেদস্তুতি যথা ॥

শ্রুতিগণ, কহিলেন, প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্টচেষ্টায় আপনার স্বরূপ স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয়, অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি, আপনাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক সর্পদেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্তবুদ্ধি কামাত্মা স্ত্রীগণও তাহা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রুত্যভি-মানিনী দেবতারূপ আমরা তৎসদৃশ হইয়াও আপনার পাদপদ্ম সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রুতিগণ প্রাপ্ত হইলেন, লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলেন না, ইহার কারণ কি? ভট্ট কহিলেন, ইহাতে প্রবেশ করিতে আমার মন সমর্থ হইতেছে না। আমি জীব, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, স্বভাবতই অস্থির, ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, নিজের

* মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৩১ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের টীকা আছে ॥

লীলা কোটিসমুদ্রগম্ভীর॥ তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজকর্ম্ম। যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম॥ ৬৩॥ প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ। স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ॥ ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ। তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥ ৬৪॥ কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে। কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাহি নিজ-সম্বন্ধ মনন॥ ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন। সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং যথা—
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

কর্ম্ম অবগত আছেন, আপনি যাহাকে জানান সেই আপনার লীলার মর্ম্ম জানিতে পারে॥ ৬৩॥

মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের একটী স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ এই যে, স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা সর্ব্ব সময়ে সকলকে আকর্ষণ করেন। ব্রজলোকের ভাব দ্বারা তাঁহার চরণারবিন্দ লাভ হয়॥ ৬৪॥

ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন না, কেহ তাঁহাকে পুত্র-জ্ঞানে উদূখলে বন্ধন করেন এবং কেহ সখা জ্ঞানে জয় করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন। ব্রজজন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্রনন্দন করিয়া জানেন, ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হইলে শ্রীকৃষ্ণে নিজসম্বন্ধ সম্মত হয় না, ব্রজলোকের ভাব লইয়া যে ব্যক্তি ভজন করেন, তিনিই বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ৬৫॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে
১৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য যথা॥

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ ॥ ৬৬ ॥ *

শ্রুতি সব গোপী সবের অনুগত হঞা। ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপী-ভাব লঞা॥ বূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল। সেই দেহে কৃষ্ণ-সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ৬৭ ॥ গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥ লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম। গোপিকা অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥ অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস। অতএব নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥৬৮॥ পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান। শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥ তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়। শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! গোপীনন্দন ভগবান্ ভক্তগণের যদ্রূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানি তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও তদ্রূপ সুলভ নহেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রুতি সকল গোপীগণের অনুগত হইয়া গোপীভাব গ্রহণ করত যশোদানন্দন ভগবান্‌কে ভজন করেন, ইহাঁরা সকল অন্য ব্যূহে অর্থাৎ সাধনসিদ্ধ ব্যূহে যে গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়েন, সেই দেহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাসক্রীড়া করেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি এবং গোপীগণ তাহার প্রেয়সী, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ দেবী বা অন্য স্ত্রীকে অঙ্গীকার করেন না, লক্ষ্মী আপনার নিজ-দেহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম ইচ্ছা করেন, গোপী অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই, অন্য দেহে রাসবিলাস পাইবার অধিকার নাই, অতএব বেদব্যাস "নায়ং সুখাপো ভগবান্" এই শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

পূর্ব্বে ভট্টের মনে এই এক অভিমান ছিল যে, শ্রীনারায়ণ স্বয়ং ভগ-বান্ হয়েন এবং তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি স্থান এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের

---

* মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ৩৩৩ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের টীকা আছে॥

এই তার গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন। পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন॥ ৬৯॥ প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥ কৃষ্ণের বিলাস * মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তেঁহ মন॥ ৭০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে
শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং যথা॥
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ৩। ২৮। অত্র বিশেষমাহ এতে চেতি। পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎ কলাঃ বিভূতয়শ্চ। অত্র মৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্ব·

অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায়িদিগের ভজন সর্ব্বোপরি হয়, মহাপ্রভু তাঁহার এই গর্ব্ব খণ্ডন করিবার নিমিত্ত পরিহাসদ্বারা এই সকল বাক্য উত্থাপন করেন॥ ৬৯॥

প্রভু কহিলেন, হে ভট্ট! তুমি সংশয় করিও না, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের এইরূপই স্বভাব হয়। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি, অতএব তিনি লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ করেন॥ ৭০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে
২৮ শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি সূতবাক্য যথা॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা

* লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মপ্রকরণে ১৭ শ্লোকে যথা॥
অথ বিলাসঃ॥
স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥

অস্যার্থঃ। স্বয়ংরূপের বিলাসবশতঃ অন্যরূপে যে শরীর প্রকাশ পায়, কিন্তু শক্তি দ্বারা প্রায় আত্মসদৃশ তাহাকে বিলাস বলে॥

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭১ ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ। সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭২ ॥

শক্তিমত্ত্বেঽপি যথোপযোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণং। কুমারনারদাদিষ্বধিকারিকেষু যথোপযোগমংশকলাবেশঃ। পৃথ্বাদিষু শক্ত্যাবেশঃ। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ। সর্ব্বেষাং প্রয়োজনমাহ ইন্দ্রারয়ো দৈত্যাঃ তৈর্ব্যাকুলং উপদ্রুতং লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি। ইতি কৃষ্ণসন্দর্ভে। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ চশব্দাদনুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ কেচিদংশাঃ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন চ দ্বিবিধাঃ কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবানেষ এব পুরুষস্যাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতং। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিধ্যতি নতু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং। এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্ ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া নতু বা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ন চাবতারপ্রকরণেঽপি পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ ॥ ৭১ ॥

বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু বিংশতিতম সঙ্খ্যক শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব হেতু সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ, এই জগৎ দৈত্যগণে উপদ্রুত হইলে, যুগে যুগে ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দৈত্যগণের বিনাশপূর্ব্বক লোকসকলকে নিরুপদ্রব ও সুখী করেন ॥ ৭১ ॥

নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, এজন্য লক্ষ্মীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরন্তর তৃষ্ণা হয়, তুমি যে শ্লোকপাঠ করিলে তাহাই প্রমাণ স্বরূপ, ঐ শ্লোকেই কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ইহাই উপলব্ধি হয় ॥ ৭২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তি-
লহর্য্যাং ৩২ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং যথা॥

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ৭৩॥ *

স্বয়ং ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন। গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥ নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে। গোপিকারে হাস্য করি হয় নারায়ণে॥ চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে। সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥ ৭৪॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদপ্রকরণে ৪ অঙ্কধৃত-
ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কীয় ১৪ শ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সবর্ণাং

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়সাধনভক্তিলহরীর
৩২ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা॥

যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু কেবল প্রেমময় রসনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে তাহা আলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করেন॥ ৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এজন্য তিনি লক্ষ্মীর মন হরণ করেন, কিন্তু নারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করিতে সমর্থ হয়েন না। নারায়ণের কথা কি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণের প্রতি হাস্য করিয়া নারায়ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, গোপীগণ অগ্রে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেই কৃষ্ণে তাঁহাদিগের অনুরাগ হয় নাই॥ ৭৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণে
৪ অঙ্কধৃত ললিতমাধবের ৬ অঙ্কের ১৪ শ্লোকে সূর্য্যপত্নী

---

* মধ্যলীলার নবমপরিচ্ছেদে ৩৭০ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের টীকা আছে॥

প্রতি বিশাখাবাক্যং যথা ॥

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ইতি ॥ ৭৫ ॥

এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া। তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥ ১৬ ॥ দুঃখ না মানিহ ভট্ট কৈল পরিহাস। শাস্ত্র-

লোচনরোচন্যাং। অত্র দশমস্থমগণৃতাং ফলমিদমিত্যাদি বাক্যমনুগতং ললিতমাধব-মেবানুস্মৃত্য তাসাং ভাবনিষ্ঠাং দর্শয়ন্তি ব্রজেন্দ্রেতি। শ্রীদশমবাক্যে চ ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে যদনু পশ্চাৎ বেণুজুষ্টং একং মুখং তদিত্যেব তাসাং তাৎপর্য্যবিষয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

সবর্ণার প্রতি বিশাখার বাক্য যথা ॥

একদা মাথুরবিরহে শ্রীরাধা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া সূর্য্যমণ্ডলান্তবর্ত্তি বিষ্ণুমূর্ত্তি সন্দর্শন কামনায় খেলানামক তীর্থে অবগাহন করত সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে সূর্য্যপুত্রী বিশাখা যাঁহার নামান্তর যমুনা, তিনি দিবাকরপত্নী সবর্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মাতঃ! ব্রজদেবীগণ নন্দনন্দনের প্রতি দুর্গম পদসঞ্চারি যে কোন ভাব বিধান করেন, তাহার প্রক্রিয়া (চেষ্টা) অবগত হইতে কোন কৃতীই সমর্থ হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একাকী শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসার্থ স্বীয় শরীরে নারায়ণমূর্ত্তি আবিষ্কার করিলে তদ্দর্শনে গোপরামাদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়াছিল, অতএব তাঁহাদিগের ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্যত্র প্রীতির সঞ্চার হয় নাই ॥ ৭৫ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে সুখ দিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া কহিলেন ॥ ৭৬ ॥

অহে ভট্ট! তুমি দুঃখ বোধ করিও না, আমি পরিহাস করিয়াছি

সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস॥ কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ। গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ॥ গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥ ৭৭॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ অঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনং যথা॥

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।

মণির্বৈদূর্য্যাং নীলাদিভির্গুণৈর্যুতঃ সন্ যথা বিভাগেনোপলক্ষিতো ভবতি। যদ্বা, মণির্বিভাগেনোপলক্ষিতঃ সন্ নীলাদিভির্যুতো ভবতি। তথা ধ্যানভেদাৎ রূপভেদং শ্যামগৌরাদিকং নতু তাত্ত্বিকং ভেদং প্রাপ্নোতি যতোঽচ্যুতঃ চ্যুতিরহিতঃ। যদ্বা, নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ সোঽচ্যুতঃ। যদুক্তং। শ্রীকাশীখণ্ডে। ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে মহদ্ভিঃ পরিগীয়তে ইতি। তথাহি মাধ্বভাষ্যং উপাসনাভেদাদ্দর্শনভেদ ইতি। দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেকপট্টবস্ত্রবিশেষপিচ্ছাবয়ববিশেষাদিদ্রব্যং নানাবর্ণময়প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাদ্দত্তচক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতি-

---

যাহাতে বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস হয়, এমত শাস্ত্র বলি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ ও নারায়ণ দুই একরূপ, গোপী ও লক্ষ্মী ভেদ নাই, উভয়েই একরূপ হয়েন। গোপীদ্বারা লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন করেন, ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ হয়। একমাত্র ঈশ্বর ভক্তের ধ্যানানুরূপ এক বিগ্রহে নানাপ্রকার রূপ প্রকাশ করেন॥ ৭৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের পরাবস্থাপ্রকরণে ১৪৭ অঙ্কে নারদপঞ্চরাত্রের বচন যথা॥

বৈদূর্য্যমণি যেমন বিভাগক্রমে নীল পীতাদি গুণের সহিত যুক্ত হইয়া রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত ধ্যানভেদ নিমিত্ত শ্যাম ও

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ইতি ॥ ৭৮ ॥

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর। কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি। তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি ॥ ৭৯ ॥ মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন ॥ কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা। যাঁর রূপ গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥ ৮০ ॥ এবে সে জানিল কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ব্বোপরি। কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে কৃপা করি ॥ এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে। কৃপা করি প্রভু তারে দিল আলিঙ্গনে ॥ ৮১ ॥ চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা। দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ

ভাতীতি। অত্রাথগুপট্টবস্ত্রবিশেষাদিস্থানীয়ং নিজপ্রধানভাসান্তর্ভাবিতত্দ্রূপান্তরশ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরাণীত্যবসেয়ং ॥ ৭৮ ॥

গৌররূপ প্রকাশ করেন ॥ ৭৮ ॥

ভট্ট কহিলেন, কোথায় আমি পামর জীব আর কোথায় তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বরের লীলা অগাধ, কিছুই জানা যায় না, আপনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া মান্য করি ॥ ৭৯ ॥

আমাকে লক্ষ্মীনারায়ণ সম্পূর্ণভাবে কৃপা করিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় আপনকার চরণারবিন্দ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কহিলেন, উঁহার রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্যের কেহ সীমা প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮০ ॥

এখন সে জানিতে পারিলাম, কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করিলেন, এই বলিয়া ভট্ট মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে, মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮১ ॥

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে মহাপ্রভু ভট্টের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গ-

দেখিঞা ॥ সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে । তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥ প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈলা অচেতন । এই রঙ্গলীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥৮২॥ ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি । নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি নতি করি ॥ পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস । শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞি-পাশ ॥ ৮৩ ॥ পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন । প্রেমে পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ তিন দিন প্রেমে দুঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে । সেই বিপ্র ঘরে দুঁহে রহে একসঙ্গে ॥ পুরী গোসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে । পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥ ৮৪ ॥ প্রভু কহে তুমি পুন আইস নীলাচলে । আমি সেতু-

---

দেবকে দর্শন করিয়া দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। ভট্ট সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন, গৃহে গমন করেন না, মহাপ্রভু অনেক যত্নে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট অচেতন হইলেন, শচীনন্দন এইরূপ রঙ্গে লীলা করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

তৎপরে গৌরহরি ঋষভনামক পর্ব্বতে আগমনপূর্ব্বক তথায় নারায়ণ দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্তব ও নমস্কার করিলেন। ঐস্থানে পরমানন্দপুরী চারিমাস বাস করিতেছিলেন, মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া পুরী-গোস্বামির নিকট গমন করিলেন ॥ ৮৩ ॥

প্রভু পুরী-গোস্বামির চরণ বন্দনা করিলে প্রেমে পুরী-গোস্বামী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, প্রেমে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে দুই জনে একসঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে তিন দিন বাস করিলেন, তৎপরে পুরী-গোস্বামী কহিলেন, আমি পুরুষোত্তমে গমন করিব, পুরুষোত্তম দেখিয়া গৌড়-দেশে গঙ্গাস্নানে যাইব ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আপনি পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন

বন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়। নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ এত বলি তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা। দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ৮৫ ॥ পরমানন্দ-পুরী তবে চলিলা নীলাচলে। মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে ॥ শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে। মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাষে ॥ তিন দিন ভিক্ষা দিলে করি নিমন্ত্রণ। নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুই জন ॥ ৮৬ ॥ তার সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী। তার আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী। দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে। তাঁহা দেখা

করিবেন, আমি অল্পকাল মধ্যে সেতুবন্ধ হইতে এখানে আসিব। আপনার নিটক থাকি, আমার এইরূপ বাঞ্ছা হইতেছে, আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আপনি নীলাচলে আসিবেন। এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করত হৃষ্টচিত্তে দক্ষিণদেশে গমন করিলেন ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর পরমানন্দ-পুরী নীলাচলে যাত্রা করিলেন, এ দিকে মহাপ্রভু চলিতে চলিতে শ্রীশৈলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে শিব-দুর্গা ব্রাহ্মণবেশে অবস্থিত আছেন, মহাপ্রভুকে দেখিয়া দুইজনের মহা উল্লাস হইল। তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রভুকে তিন দিন ভিক্ষা দান করিলেন এবং নির্জ্জনে বসিয়া দুইজনের গুপ্ত কথা সকল কহিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

মহাপ্রভু তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ক কথোপকথন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর কামগোষ্ঠী হইতে দক্ষিণ-মথুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে একজন ব্রাহ্মণের সহিত

হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিত॥ সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ। রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥ ৮৭॥ কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে। ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥ মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়। মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয়॥ ৮৮॥ বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥ ৮৯॥ তার উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা। অস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা। প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে॥ নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে॥ ৯০॥ প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।

সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ রামভক্ত, বিরক্ত ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন॥ ৮৭॥

মহাপ্রভু কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন, ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা কি দিবেন, পাক করেন নাই। তখন মহাপ্রভু কহিলেন, মহাশয়! শ্রবণ করুন, মধ্যাহ্ন হইল, এ পর্য্যন্ত কেন পাক হয় নাই?॥ ৮৮॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার প্রভু অরণ্যে বাস করে, সম্প্রতি বনে পাকের সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যখন লক্ষ্মণ বন্য অন্ন, ফল ও শাক আনয়ন করিবেন, তখন সীতাদেবী প্রয়োজন মত পাক করিবেন॥ ৮৯॥

মহাপ্রভু তাঁহার উপাসনা জানিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, ব্রাহ্মণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাক করত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দান করিলেন, সে দিবস মহাপ্রভুর দিবা তৃতীয় প্রহর সময়ে ভিক্ষা গ্রহণ করা হইল। ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া সে দিবস উপবাস করিলেন॥ ৯০॥

অনন্তর মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কেন উপবাস করিতে-

কেন এত দুঃখে তুমি করহ হুতাশ॥ ৯১॥ বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন। অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল তারে ইহা কর্ণে শুনি॥ এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়। এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥ ৯২॥ প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর। পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার॥ ৯৩॥ ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥ স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন। সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥ ৯৪॥ রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল। রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥ অপ্রাকৃত বস্তু নহে

ছেন এবং কেনেই বা অতিশয় দুঃখিত হইয়া হুতাশ (খেদ) করিতেছেন॥ ৯১॥

তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতাঠাকুরাণী জগন্মাতা এবং মহালক্ষ্মী, কর্ণে শুনিতে পাই, তাঁহাকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে, অতএব আমার এই শরীর ধারণ করা উপযুক্ত হয় না, এই দুঃখে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে, প্রাণ বাহির হইতেছে না॥ ৯২॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, আর এরূপ ভাবনা করিবেন না, আপনি পণ্ডিত, বিচার করিতেছেন না কেন?॥ ৯৩॥

সীতা ঈশ্বরপ্রেয়সী, তাঁহার মূর্ত্তি চিৎ ও আনন্দময়ী প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দেখিবার শক্তি নাই। স্পর্শ করিবার কার্য্য দূরে থাকুক, যখন দর্শন পাইতে পারে না, তখন রাবণ মায়াসীতাকেই হরণ করিয়াছে॥ ৯৪॥

রাবণের আসিবার কালে সীতা অন্তর্দ্ধান হইয়া রাবণের অগ্রে মায়াসীতা প্রেরণ করিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত বস্তু কখন প্রাকৃতের গোচর

প্রাকৃত গোচর। বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ৯৫ ॥

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে ॥

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ ৯৬ ॥

পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ ॥ ৯৭ ॥

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে। পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥ ৯৮ ॥ প্রভুর বচনে বিপ্রের হৈল বিশ্বাস। ভোজন করিল হৈল

সীতয়েতি। সীতয়া কর্ত্রীভূতয়া বহ্নিরগ্নিদেবঃ আরাধিতঃ সন্ ছায়াসীতাং পূর্ণসীতায়াঃ প্রতিকৃতিরূপাং অজীজনৎ জনয়ামাস। তাং ছায়াসীতাং দশগ্রীবো দশবদনো রাবণো জহার হৃতবান্। সীতা স্বয়ংরূপা জানকী বহ্নিপুরং অগ্নিবাসং গতা প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

পরীক্ষেতি। পরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং অগ্নিকুণ্ডং বিবেশ প্রবিষ্টবতীত্যর্থঃ। বহ্নিরগ্নিদেবঃ স্বপুরাৎ নিজনিবাসাৎ সীতাং স্বয়ংরূপাং পুনঃ সমানীয় সমীপমানীয় উদনীনয়ৎ শ্রীরামায় দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

হয় না, বেদ ও পুরাণে নিরন্তর এই বাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ কূর্ম্মপুরাণে যথা ॥

সীতা অগ্নিকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ অগ্নি মায়া-সীতাকে উৎপাদন করেন, দশবদন রাবণ তাহাকেই হরণ করিল, চিদানন্দময়ী সীতা অগ্নিপুরে গমন করিলেন ॥ ৯৬ ॥

পুনর্ব্বার ঐ কূর্ম্মপুরাণে ॥

পরীক্ষাসময়ে ছায়া-সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন, অগ্নি চিদানন্দময়ী সীতাকে আনয়ন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রে প্রদান করেন ॥ ৯৭ ॥

হে ব্রাহ্মণ! আপনি আমার বাক্যে বিশ্বাস করুন, পুনর্ব্বার মনোমধ্যে কুৎসিত ভাবনা করিবেন না ॥ ৯৮ ॥

জীবনের আশ ॥ ৯৯ ॥ তারে আশ্বাসিঞা প্রভু করিলা গমন। কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন ॥ ১০০ ॥ দুর্ব্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন। মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥ সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান। রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১০১ ॥ বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ। তার মধ্যে আইল পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে। শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥ ১০২ ॥ পতিব্রতাশিরোমণি জনকনন্দিনী। জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী ॥ রাবণ দেখি সীতা লৈল

তখন প্রভুর বচনে বিশ্বাস হওয়ায় ব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন এবং তাঁহার জীবনের আশা হইল ॥ ৯৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক গমন করত কৃত-মালায় স্নান করিয়া দুর্ব্বেশন নামক তীর্থে গমন করিলেন ॥ ১০০ ॥

ঐ দুর্ব্বেশন নামক তীর্থে রঘুনাথ দর্শন করিয়া মহেন্দ্রশৈলে আগ-মন করত পরশুরামকে বন্দনা করিলেন। তৎপরে সেতুবন্ধে আগমন করিয়া ধনুতীর্থে স্নান এবং রামেশ্বর দর্শন করিয়া তথায় বিশ্রাম করি-লেন ॥ ১০১ ॥

সেই স্থানে ব্রাহ্মণসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছিল, তাহার মধ্যে পতিব্রতার উপাখ্যান আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ উপাখ্যানে রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছে, শুনিয়া মহাপ্রভুর মন অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ১০২ ॥

জনকনন্দিনী সীতা পতিব্রতার শিরোমণি, জগন্মাতা এবং শ্রীরাম-চন্দ্রের গৃহিণী। রাবণকে দেখিয়া সীতা অগ্নির আশ্রয়গ্রহণ করিলে, অগ্নি

অগ্নির শরণ। রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥ সীতা লৈঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে। মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥১০৩॥ রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল। অগ্নিপরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥ তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান। সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥ ১০৪॥ শুনিঞা প্রভুর আনন্দিত হৈল মন। রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥ এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল। ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥ নূতন পত্র লিখিঞা পুস্তকে রাখাইল। প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥ ১০৫॥ পত্র লঞা পুন দক্ষিণমথুরা আইলা। রামদাস বিপ্রে দিয়া দুঃখ খণ্ডাইলা॥ ১০৬॥ পত্রপাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন। প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥

রাবণ হইতে সীতার আবরণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করত পার্ব্বতীর নিকটে স্থাপনপূর্ব্বক রাবণকে মায়াসীতা দিয়া বঞ্চনা করিলেন॥ ১০৩॥

রামচন্দ্র আসিয়া যখন রাবণকে বধ করিলেন, এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে যখন সীতাকে আনয়ন করেন, তখন অগ্নি মায়াসীতাকে অন্তর্দ্ধান করিয়া রামচন্দ্রের নিকট সত্য সীতা আনিয়া দিলেন॥ ১০৪॥

পুরাণে এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে আনন্দ জন্মিল এবং তৎ-কালীন রামদাস বিপ্রের কথা স্মরণ হইল। এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণে মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট সেই পত্রটী চাহিয়া লইলেন, একটী নূতন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে রাখাইলেন এবং ব্রাহ্মণের বিশ্বাস জন্য সেই পুরাতন পত্রটী গ্রহণ করিলেন॥ ১০৫॥

পত্র গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু পুনর্ব্বার দক্ষিণমথুরায় আসিয়া রামদাস ব্রাহ্মণকে ঐ পত্র প্রদান করত তাঁহার দুঃখ খণ্ডন করিলেন॥ ১০৬॥

ব্রাহ্মণ পত্রপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে প্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক

বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন। সন্ন্যাসির বেশে মোরে দিলে দরশন ॥ ১০৭ ॥ মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সে দিনে। মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে ॥ এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল। উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ১০৮ ॥ সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি। পাণ্ড্যদেশ তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি ॥ তাঁহা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণীতীরে। নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে ॥ চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্মণ। তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥ গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি। পানাগড়ি তীর্থে

রোদন করিতে করিতে কহিলেন, প্রভো! আপনি সাক্ষাৎ সেই শ্রীরঘুনন্দন, সন্ন্যাসিবেশে আসিয়া আমাকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ১০৭ ॥

যাহা হউক, আপনি আমাকে মহাদুঃখ হইতে নিস্তার করিলেন, আজ আমার গৃহে ভিক্ষা অঙ্গীকার করুন। সে দিবস মনোদুঃখে ছিলাম, আপনাকে ভাল করিয়া ভিক্ষা দিতে পারি নাই, আমার ভাগ্যে পুনর্ব্বার আপনার দর্শন লাভ হইল, এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আনন্দচিত্তে শীঘ্র পাক করত, উত্তম প্রকারে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দান করিলেন ॥ ১০৮ ॥

গৌরহরি সেই রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃপা করত পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর তথায় স্নান করিয়া তাম্রপর্ণীর তীরে নয়ত্রিপদী দর্শন করিয়া হর্ষে বিহ্বল হইলেন, তৎপরে চিয়ড়তালা তীর্থে শ্রীরামলক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া তিলকাঞ্চী আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। তাহার পর গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণুমূর্ত্তি, পানাগড়ি

তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি ॥ চামড়ানূরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ। শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥ ১০৯ ॥ মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন। কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥ আমলকীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি। মল্লার দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি ॥ ১১০ ॥ তমাল কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপানী। রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥ ১১১ ॥ গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ। ভট্টমারি সহ তার হৈল দরশন ॥ স্ত্রীধন দেখাই তারে লোভ জন্মাইল। আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ হৈল ॥ ১১২ ॥ প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে। তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥১১৩॥ আসিঞা কহিল সব ভট্টমারিগণে।

তীর্থে সীতাপতি, চামড়ানূরে শ্রীরামলক্ষ্মণ এবং শ্রীবৈকুণ্ঠনামক তীর্থে আসিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন ॥ ১০৯ ॥

তদনন্তর মলয় পর্ব্বতে আগমন করিয়া অগস্ত্যের বন্দনা করত তথায় কন্যাকুমারী দর্শন করিলেন। তাহার পর গৌরহরি আমলকীতলায় রামচন্দ্র দর্শন করিয়া মল্লারদেশে যেস্থানে ভট্টমারি আছে, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১০ ॥

তথায় তমালকর্ত্তিকেয় দেখিয়া বাতাপানিতে আগমন করিলেন এবং রঘুনাথ দর্শন করিয়া সেইস্থানে রজনী যাপন করিলেন ॥ ১১১ ॥

মহাপ্রভুর সঙ্গে একজন কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভট্টমারি-দিগের সহিত তাঁহার দেখা হইল, তাহারা তাঁহাকে স্ত্রীরত্ন দেখাইয়া প্রলোভিত করিলে পর, আর্য্য অর্থাৎ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সরল ব্রাহ্মণের বুদ্ধিও বিনষ্ট হইল ॥ ১১২ ॥

প্রভাতকালে উঠিয়া কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ভট্টমারিদিগের গৃহে গমন করায় মহাপ্রভু ত্বরান্বিত হইয়া তাহার উদ্দেশে আগমন করিলেন ॥১১৩

আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥ তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী। আমায় দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় নাহি বাসি॥ ১১৪॥ শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা। মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা॥ তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাতে হৈতে। খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥ ভট্টমারি ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন। কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥ ১১৫॥ সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনীতীরে। স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে॥ কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা। নতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা॥১১৬॥ প্রেম দেখি লোকের হইল মহাচমৎকার। সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার॥ মহাভক্ত-

প্রভু আসিয়া ভট্টমারি সকলকে কহিলেন, তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কি জন্য রাখিলা, দেখ তুমিও সন্ন্যাসী এবং আমিও সন্ন্যাসী, তুমি ন্যায়সঙ্গত কার্য্য না করিয়া আমাকে কেন দুঃখ দিতেছ? ॥ ১১৪॥ এই কথা শুনিয়া ভট্টমারিগণ অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে মারিবার জন্য চারিদিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিল। তখন তাহাদের অস্ত্র তাহাদের হস্ত হইতে তাহাদের অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল, তাহাতে ভট্টমারি সকল চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এ দিকে ভট্টমারিদিগের গৃহে মহাক্রন্দন ধ্বনি উপস্থিত হওয়ায় মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করত তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিলেন॥ ১১৫॥

মহাপ্রভু সেই দিন পয়স্বিনী-নদীর তীরে আগমন করিয়া তাহাতে স্নান করত আদিকেশব মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় কেশব দর্শন করত প্রেমাবেশে বহুতর প্রণাম, স্তব, নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন॥ ১১৬॥

প্রেম দেখিয়া লোকের চমৎকার বোধ হইল, সমস্ত লোকেই

গণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুথি তাঁহাই পাইল॥ ১১৭ পুথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার। কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥ ১১৮॥ সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান। গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥ অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রমধ্যে অতিসার॥ ১১৯॥ বহু যত্নে সেই পুথি নিল লেখাইঞা। অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥ দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন। আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥ ১২০॥ দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন। পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ॥ ১২১॥ সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে। মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গ-

মহাপ্রভু পরম সৎকার করিলেন এবং সেই স্থানে মহা মহা ভক্তগণের সহিত তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী হইল, মহাপ্রভু সেই স্থানে ব্রহ্মসংহিতার একটী অধ্যায় প্রাপ্ত হইলেন॥ ১১৭॥

পুস্তক পাইয়া মহাপ্রভুর অসীম আনন্দোদয় হইল, তাহাতে তাঁহার অঙ্গে কম্প, অশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ ও পুলক প্রভৃতি বিকার সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ১১৮॥

ব্রহ্মসংহিতার সমান আর সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাই, ইহা গোবিন্দের মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণস্বরূপ। এই শাস্ত্র অল্পাক্ষরে বহুতর সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন, যত বৈষ্ণবগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে এই ব্রহ্মসংহিতা সর্ব্বপ্রধান॥ ১১৯॥

মহাপ্রভু বহু যত্নে এই গ্রন্থ লেখাইয়া হৃষ্টচিত্তে অনন্ত পদ্মনাভে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দুই দিন পদ্মনাভের দর্শন করিয়া আনন্দে শ্রীজনার্দ্দনকে দেখিতে আগমন করিলেন॥ ১২০॥

মহাপ্রভু তথায় দুই দিন নৃত্য গীত করিয়া পয়োষ্ণী নদীর তীরে

ভদ্রায় স্নানে। মধ্বাচার্য্যস্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী। উড়ুপকৃষ্ণস্বরূপ দেখি হৈলা প্রেমোন্মাদী॥ ১২২॥ নর্ত্তক গোপাল কৃষ্ণ পরম মোহনে। মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিঞা আইলা তাঁহা স্থানে॥ গোপীচন্দন-ডেলের ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে। মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোন মতে॥ মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন। অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥ ১২৩॥ কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল। প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহু ক্ষণ কৈল॥ তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে। প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥ পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎ-

---

আগমন করত শঙ্কর নারায়ণ দর্শন করিলেন॥ ১২১॥

তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের স্থানে সিংহারিমঠে আগমন করিলেন, তদনন্তর মৎস্যতীর্থ দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রানদীতে স্নান করিলেন, তাহার পর যে স্থানে তত্ত্ববাদিগণ আছে, সেই মধ্বাচার্য্যের স্থানে আগমন করিয়া উড়ুপকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করত প্রেমে উন্মত্ত হইলেন॥ ১২২॥

নর্ত্তকগোপাল কৃষ্ণমূর্ত্তি পরম মোহনস্বরূপ, মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্ন দিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। উনি ডিঙ্গা অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৌকায় গোপীচন্দনের ডেলার মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণকে কোন মতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য ঐমূর্ত্তি আনিয়া স্থাপন করেন, অদ্যাপি তত্ত্ববাদিগণ ঐ মূর্ত্তির সেবা করিতেছেন॥ ১২৩॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহাসুখ অনুভব করত প্রেমাবেশে অনেক ক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন। অনন্তর তত্ত্ববাদিগণ মহাপ্রভুকে মায়াবাদি বোধ করিয়া প্রথম দর্শনে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন না, পশ্চাৎ প্রেমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হওত বৈষ্ণবজ্ঞানে বহু প্রকারে

কার। বৈষ্ণবজ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥ ১২৪॥ তা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র। তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥ তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ। তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥ সাধ্যসাধন আমি না জানি ভাল মতে। সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥ ১২৫॥ আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥ ১২৬॥ প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন। কৃষ্ণপ্রেম সেবা ফলের পরম সাধন॥ ১২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে
হিরণ্যকশিপুং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং যথা॥

প্রকারে প্রভুর সৎকার করিলেন॥ ১২৪॥

অনন্তর গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্তরে গর্ব্ব জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সহিত গোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ ছিলেন, মহাপ্রভু দীন ভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, আমি সাধ্যসাধন ভালরূপে অবগত নহি, আমাকে শ্রেষ্ঠ সাধ্যসাধন জানাইয়া দিউন॥ ১২৫॥

তখন আচার্য কহিলেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হইলে, ইহাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন জানিতে হইবে। এই সাধনদ্বারা পঞ্চবিধ মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্বরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন হয়, ইহাই সাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রে এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন॥ ১২৬॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, শাস্ত্রে বলেন শ্রবণকীর্ত্তন কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফলের পরম সাধন স্বরূপ॥ ১২৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে
১৮। ১৯ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্য যথা॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৭। ৫। ১৮। পাদসেবনং পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং পূজা। দাস্যং কর্ম্মার্পণং। সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি। আত্মনিবেদনং দেহসমর্পণং। যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ ॥

তত্রৈব ১৯ শ্লোকে। ইতি নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা অধীতেন চেদ্ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়েত সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত তদুত্তমমধীতং মন্যে নত্বস্মদ্‌ন্যোরধীতং তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ ॥

ক্রমসন্দর্ভে। শ্রবণমিতি যুগ্মকং। তত্র শ্রবণং নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োরপি ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। স্মরণং যৎ কিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং। পাদসেবনং কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্য্যা। অর্চ্চনং বিধ্যুক্তপূজা। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং তদ্দাসোহস্মীত্যভিমানঃ। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়হিতাশংসনং। আত্মনিবেদনং দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণং। ইতি নব লক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা ন তু ধর্ম্মার্থাদিষ্বর্পিতা। এবমেবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্যে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিঃ। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। অত্র নবলক্ষণে সমুচ্চয়োনাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ কচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন সামান্যোক্ত্যা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়ত ইতি জ্ঞেয়ং। নবলক্ষণত্বঞ্চাস্যা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তং কিঞ্চিচ্চাত্র বিলিখ্য লিখ্যতে। তদেবং নামাদিশ্রবণভক্ত্যঙ্গক্রমঃ। তত্র যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎক্রমেণাপি

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পিত! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন (পরিচর্য্যা), অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য (কর্ম্মার্পণ), সখ্য, (বিশ্বাস) এবং আত্মনিবেদন (দেহ সমর্পণ), এই নবলক্ষণা ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধে তাহাই

ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমং ॥ ইতি ॥ ১২৮ ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা । সেই পরমপুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা ॥ ১২৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে
জনকং প্রতি কবিযোগেন্দ্রবাক্যং যথা ॥

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা।

সিদ্ধির্ভবত্যেব তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি । সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত । সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে । ততস্তেষু নামরূপগুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ । এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োশ্চ জ্ঞেয়ং । ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমহন্মুখরিতং মন্মাহাত্ম্যং জাতরুচীনাং পরমসুখদং । তচ্চ দ্বিবিধং । মহাদাবির্ভাবিতং মহৎকীর্ত্ত্যমানঞ্চেতি । তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং । তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাং পরমরসময়ত্বাচ্চ । অত্র মূর্ত্ত্যাভিমত আত্মন ইতিবন্নিজাভীষ্টনামাদিশ্রবণন্তু মুহুরাবর্ত্তয়িতব্যং ॥ ১২৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং । ১১ । ২ । ৩৮ । এবঞ্চ ভজতঃ সংপ্রাপ্তপ্রেমলক্ষণভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ এবমিতি । এবং ব্রতং বৃত্তং যস্য সঃ প্রিয়স্য হরের্নামকীর্ত্ত্যা জাতোহনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ । অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ কদাচিৎ ভক্তপরাজিতং ভগবন্তমাকলয্য উচ্চৈর্হসতি এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোহস্মীতি রোদিতি অত্যাৎসুক্যাদ্রৌতি আক্রোশতি অতিহর্ষেণ গায়তি জিতং জিতমিতি নৃত্যতি কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রতি প্রকা-

---

উত্তম অধ্যয়ন, কিন্তু আমাদের গুরুর নিকট তদ্রূপ অধ্যয়ন কিছুই নাই ॥ ১২৮ ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে প্রেম হয়, সেই প্রেম পরম-পুরুষার্থ, তাহাই ধর্ম্মার্থ কামরূপ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের সীমাস্বরূপ ॥ ১২৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের ২ অধ্যায়ে
২৮ শ্লোকে জনকের প্রতি কবিযোগেন্দ্র কহিলেন ॥

জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ইতি॥ ১৩০॥

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে॥ ১৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

শরিত্বং উন্মাদবং গ্রহগৃহীতবং লোকবাহ্যঃ বিবশঃ। ক্রমসন্দর্ভে। সা ভক্তিস্ত্রিধা। আরোপ-সিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধা স্বরূপসিদ্ধা চ। ততোঽন্নসা তৃতীয়া ফুলরূপা ভক্তিঃ স্যাদিত্যাহ এবং ব্রত ইতি। অত্র নামকীর্ত্তেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা তস্যাপ্যতিশয়সাধকতমত্বব্যঞ্জনাৎ। তত এবং শৃণ্বন্নিত্যাদিপ্রকারং ব্রতং যস্য তথা ভূতোঽপি সন্ স্বপ্রিয়াণি তন্নামস্বসংখ্যেষু মধ্যে যানি স্ববাসনাপোষকাণি নামানি তেষাং কীর্ত্যা কীর্ত্তনেন মুখেন কারণেন জাতানুরাগ আবি-র্ভূত মহাপ্রেমেত্যর্থঃ। হাসাদীনাং কারণানি ভক্তিভেদানস্বাদনস্থানেব জ্ঞেয়ানি॥ ১৩০॥

মহারাজ! এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তন্নিবন্ধন শ্লথহৃদয় হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন আক্রোশ, কখন গান এবং কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন॥ ১৩০॥

সকলশাস্ত্রে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মের নিন্দা কহিয়াছেন, কর্ম্ম হইতে কখন শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে না॥ ১৩১॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে
৩২ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাকর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া যে আমাকে

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ইতি ॥ ৩২ ॥*॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে উদ্ধবং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা ॥

সুবোধিন্যাং। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বধর্ম্মানিতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ১৩৩ ॥

ভজনা করে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সেও সত্তম হয় ॥ ১৩২ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনের
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গোপনীয় বিষয় বলি শ্রবণ কর, আমার ভক্তিদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, এই দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া বিধিকিঙ্করতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার একান্ত আশ্রিত হও, বর্ত্তমান কর্ম্মত্যাগনিমিত্ত পাপ হইবে বলিয়া শোক করিও না, তুমি যদি কেবল আমাকে আশ্রয় কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে উদ্ধবের
প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ। ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ ১৩৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ২০। ৯। তত্র কাম্যকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানস্য সর্ব্বাত্মনা বিধিনিষেধাধিকার ইত্যুত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। নিষ্কামকর্ম্মযোগাধিকারিণস্তু যথাশক্তি স চ জ্ঞানভক্তিযোগাধিকারাৎ প্রাগেব তদধিকৃতয়োস্তু স্বল্পঃ তাভ্যাং সিদ্ধান্তু ন কিঞ্চিদিতি সাবধিং কর্ম্মযোগমাহ তাবদিতি নবভিঃ। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি যাবতা যাবৎ ॥ ক্রমসন্দর্ভে। তাবদিত্যাসাবতারিকায়াং। স্বল্পঃ যদৃচ্ছয়া জ্ঞানভক্ত্যানুকুলমাত্রঃ। ন কিঞ্চিদিতি। অনুপযোগাদন্তরায়রূপত্বাচ্চেতি ভাবঃ। বাক্যার্থে তু তম্মাদনয়োঃ কর্ম্মজগুণদোষাভ্যাং ন তু গুণদোষবত্ত্বমিতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্বেবং কেবলানাং কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা। নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম তু সর্ব্বেষেবাবশ্যকং। তর্হি সাঙ্কর্য্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞানভক্তী প্রবর্ত্তয়েতাং তদেতদাশঙ্ক্য তয়োঃ কর্ম্মাধিকারিতাং বারয়তি তাবৎ কর্ম্মাণীতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি। টীকা চ। অতএব শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণব ইত্যুক্তদোষাঽপ্যত্র নাস্তি অজ্ঞাকরণাৎ। প্রত্যুত জাতয়োরপি নির্ব্বেদশ্রদ্ধয়োস্তৎকরণ এব আজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ। তথা চ ব্যাখ্যাতং আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ইত্যস্য টীকায়াং ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সংত্যজ্যেতি। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং শ্রীকরভাজনেন। দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণামিত্যাদৌ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, উদ্ধব! যাবৎ কাল কর্ম্মাদি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মায়, বা যত দিন পর্য্যন্ত আমার কথাপ্রসঙ্গাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে ॥ ১৩৪ ॥

ভক্তগণ সালোক্যাদি পাঁচ প্রকার মুক্তি পরিত্যাগ করেন এবং ঐ সকল মুক্তিকে তুচ্ছ বোধ করিয়া তৎসমুদায়কে নরকতুল্য করিয়া দেখিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং যথা—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ইতি॥ ১৩৬॥ *

পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং যথা—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৫। ১৪। ৪৩। তস্যৈবং বিষয়ত্যাগো ন চিত্রমিত্যাহ য এবম্ভূতো-ঽসৌ নৃপঃ স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদিতি যং তদুচিতং সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে
১১ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের বাক্য যথা—

কপিলদেব কহিলেন, মা, যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস) সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব) সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে আর কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না॥ ১৩৬॥

পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের
প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ভরতের চিত্ত ভগবদ্ভক্তিনিমিত্ত সতত-তই ব্যাকুল থাকিত, ইহাতে তিনি যে দুস্ত্যজ রাজ্য ও পুত্র কলত্র ধন জন ইত্যাদিতে এবং অমরোত্তমদিগের প্রার্থনীয়া কমলা যিনি দয়াভাজন হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দীন ভাবে অবলোকন করিতেন, তাহাতেও

* মধ্যলীলার ৬ পরিচ্ছেদে ২২২ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের টীকা আছে।

নৈষ্কর্ম্যমপ্যত্নচিতং মহতাং মধুদ্বিট্

সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গু ॥ ইতি চ ॥ ১৩৭ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীদুর্গাং

প্রতি শ্রীশিববাক্যং যথা—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।

স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ। ইতি চ ॥ ১৩৮ ॥

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ। সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন। সন্ন্যাসি দেখিয়া আমা

এবমেবালোকো যস্যা ইতি পরিজনাবলোকঃ শ্রিয়ামুপচর্য্যাস্তে যতো মধুদ্বিষঃ সেবায়ামনুরক্তং মনো যেষাং মহতামভবো মোক্ষোঽপি ফল্গুস্তুচ্ছ এব। ক্রমসন্দর্ভো নাস্তি ॥ ১৩৭ ॥

তত্রৈব। ৬। ১৭। ২৪। স্বর্গাদাবেব তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা ॥ ক্রমসন্দর্ভে। শ্রীনারায়ণং বিনান্যত্র হানোপাদানদৃষ্টিরাহিত্যাদপবর্গ ইব স্বর্গেঽপি স্বর্গ ইব নরকেঽপি তুল্যমেকমেবার্থং নারায়ণরূপং পুরুষার্থং দ্রষ্টুমনুভবিতুং শীলং যেষাং তে। তুল্যশব্দস্যৈকবাচিত্বং রঘাভ্যাং নো ণঃ সমানপদ ইতিবৎ। তদেবং তেষাং সর্ব্বত্র শ্রীনারায়ণস্ফূর্ত্ত্যা ভয়াভাবো দর্শিতঃ ॥ ১৩৮ ॥

অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, ইহা তাঁহার উচিত কর্ম্ম বটে, কারণ যে সকল মহান্ পুরুষের চিত্ত ভগবান্ মধুরিপুর সেবাতে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের নিকট পরমপুরুষার্থ মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎকর হয় ॥ ১৩৭ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধের ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোকে শ্রীদুর্গার

প্রতি শ্রীশিববাক্য যথা—

শিব কহিলেন, হে প্রিয়তমে! যে সকল ব্যক্তি নারায়ণপরায়ণ তাঁহারা কাহা হইতেও ভয় পান না। স্বর্গ অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক এই তিনে তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৩৮ ॥

ভক্তগণ কর্ম্ম ও মুক্তি দুই বস্তুকেই পরিত্যাগ করেন, আপনি সেই দুইকে সাধন বলিয়া স্থাপন করিতেছেন। বৈষ্ণবের ইহা সাধ্যসাধন নহে, আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ১৩৯ ॥

করহ বঞ্চন ॥ ১৩৯ ॥ শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত। প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥ আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়। সর্ব্ব শাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ। সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ ॥ ১৪০ ॥ প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন। তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥ এই মত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি। ফাল্গুনতীর্থ তবে চলি আইলা গৌরহরি ॥ ত্রিতকূপ বিশালায় করি দরশন। পঞ্চাপ্সরা তীর্থ আইলা শচীর নন্দন ॥ ১৪২ ॥ গোকর্ণ শিব দেখি আর্য্যা দ্বৈপায়নী। সূর্পারক তীর্থ আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥ কোলা-

তত্ত্বাচার্য্য এই কথা শুনিয়া অন্তরে লজ্জিত ও প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, আপনি যাহা কহিতেছেন তাহা সত্য, যদিচ সমস্ত শাস্ত্রে বৈষ্ণবের এইরূপ নিশ্চয় আছে, তথাচ মধ্বাচার্য্য যেরূপ নিয়ম বদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া তাহাই আচরণ করি ॥ ১৪০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই দুইয়ের ভক্তি হয় না, আপনার সম্প্রদায়ে সেই দুইয়ের চিহ্ন দেখিতেছি কেবলমাত্র আপনার সম্প্রদায়ে এই এক গুণ দেখিতেছি যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকেন ॥ ১৪১ ॥

গৌরহরি এইরূপে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করত তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তথা হইতে ফাল্গুনতীর্থে আগমন করিলেন। তৎপরে শচীনন্দন ত্রিতকূপ ও বিশালা দর্শন করিয়া পঞ্চাপ্সরা তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪২ ॥

তাহার পর ন্যাসিশিরোমণি মহাপ্রভু গোকর্ণ নামক শিব ও

পুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী। লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা ভগবতী॥ তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র। বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥ ১৪৩॥ প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্ত্তন কীর্ত্তন। প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন॥ তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল। ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥ ১৪৪॥ মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম। সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম॥ শুনিঞা চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে। বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে॥ প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপরণাম। পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥ ১৪৫॥ দেখিঞা বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।

করিলেন। তদনন্তর কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীরভগবতী, লাঙ্গাগণেশ ও চোরভগবতী দেখিয়া তথা হইতে গৌরচন্দ্র পাণ্ডুপুরে আগমনপূর্ব্বক বিঠ্ঠল ঠাকুর দর্শন করিয়া আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন॥ ১৪৩॥

তথায় মহাপ্রভু বহুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া লোক সকলের মন চমৎকৃত হইল। সেই স্থানে এক জন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করায় মহাপ্রভু তথায় ভিক্ষা করিয়া এক শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন॥ ১৪৪॥

শুভ সংবাদ এই যে, মাধবপুরীর একজন শিষ্য তাঁহার নাম শ্রীরঙ্গপুরী, তিনি ঐ গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিবার যখন জন্য গমন করিলেন, তখন শ্রীরঙ্গপুরী ব্রাহ্মণগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তৎকালে মহাপ্রভুর পুলক, অশ্রু ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্মবারি পতিত হইতে লাগিল॥ ১৪৫॥

উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন ॥ শ্রীপাদ ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ। তাহা বিনু অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ এত বলি প্রভুকে উঠাই কৈল আলিঙ্গন। গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ১৪৬ ॥ ক্ষণেক আবেশ ছাড়ি দুঁহার ধৈর্য্য হৈল। ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ॥ দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে। এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে ॥ ১৪৭ ॥ কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিলা জন্মস্থান। গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপ নাম ॥ শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী। পূর্ব্বে আসিয়া ছিলা নদীয়া নগরী ॥ জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা সে করিল। অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা সে খাইল ॥১৪৮॥ জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।

মহাপ্রভুর এইরূপ ভাবোদয় দেখিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর মন বিস্মিত আর্য্যা দ্বৈপায়নী ভগবতী সন্দর্শন করিয়া সূর্পারক তীর্থে আগমন হইল এবং তিনি "শ্রীপাদ! উঠ উঠ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, শ্রীপাদ! তুমি আমার গোস্বামির সম্বন্ধ ধারণ কর, তাঁহা ব্যতিরেকে অন্যত্র এরূপ প্রেমের গন্ধ নাই, এই বলিয়া প্রভুকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গলাগলি (পরস্পর কণ্ঠধারণ) করিয়া দুই জনে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬ ॥

ক্ষণকাল পর আবেশ ত্যাগ করিয়া উভয়ের ধৈর্য্য ধারণ হইল। তখন মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর সহিত আপনার সম্বন্ধ জানাইলেন। তৎপরে দুই জনে দিবারাত্র কৃষ্ণকথা আলাপ করিতে লাগিলেন, এইরূপ আলাপে পাঁচ সাত দিন গত হইল ॥ ১৪৭ ॥

অনন্তর পুরীগোস্বামী মহাপ্রভুকে জন্মস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপ্রভু কৌতুকে নবদ্বীপের নাম লইলেন। শ্রীরঙ্গপুরী পূর্ব্বে মাধবপুরীর সঙ্গে নবদ্বীপ-নগরীতে আগমন করিয়া 'জগন্নাথমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করেন, সেইস্থানে অপূর্ব্ব মোচাঘণ্ট খাইয়াছিলেন ॥ ১৪৮ ॥

বাৎসল্যে হয় তিঁহ যেন জগন্মাতা ॥ রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে। পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসিভোজনে ॥ ১৪৯ ॥ তার এক পুত্র-যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস। শঙ্করারণ্য নাম তার অলপ বয়স ॥ এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলা। প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা ॥ ১৫০ ॥ প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা। জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা ॥ এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি। দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ১৫১ ॥ দিন চারি প্রভুকে তাঁহা রাখিল ব্রাহ্মণ। ভীমরথী স্নান করে বিঠ্ঠল দর্শন ॥ তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বাতীর। নানাতীর্থ দেখি তাঁহা দেবতামন্দির ॥ ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।

জগন্নাথমিশ্রের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা, তিনি যেন বাৎসল্যে জগতের মাতা স্বরূপ হয়েন। রন্ধনবিষয়ে ত্রিভুবনে তাঁহার তুল্য নিপুণা নাই, তিনি অর্থাৎ মহাপ্রভুর মাতা শ্রীশচীদেবী পুত্রসদৃশ স্নেহসহকারে সন্ন্যাসিদিগকে ভোজন করাইয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥

তাঁহার এক যোগ্য সন্তান সন্ন্যাস করিয়াছে, তাহার নাম শঙ্করারণ্য এবং তাহার বয়স্ অতি অল্প। এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হইয়াছে, শ্রীরঙ্গপুরী প্রস্তাবাধীন এই সকল কথা বর্ণন করিলেন ॥ ১৫০ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, পূর্ব্বাশ্রমে তিনি আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথমিশ্র আমার পিতা, এইরূপে দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা দর্শনে গমন করিলেন ॥

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে চারি দিন রাখিলেন, মহাপ্রভু ভীমরথীতে স্নান ও বিঠ্ঠলদেবের দর্শন করেন। তাহার পর কৃষ্ণবেণ্বানদীর তটে আগমন করত তথায় নানাতীর্থ ও দেবমন্দির সকল দর্শন করিলেন। সেইস্থানে যত ব্রাহ্মণসমাজ আছে, তাহাদিগের বৈষ্ণবের মত

বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ১৫২ ॥ কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল । আগ্রহ করিয়া পুথি লেখাইয়া নিল ॥ কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে । যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি । সে জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥ ১৫৩ ॥ ব্রহ্ম-সংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা । মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা ॥ ১৫৪ ॥ তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতীপুরে । নানাতীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥ ধনুতীর্থে দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নানে । ঋষ্যমূখপর্ব্বত আইলা দণ্ডক অরণ্যে ॥ ১৫৫ ॥ সপ্ত তালবৃক্ষ তাঁহা কানন ভিতর । অতিবৃদ্ধ অতিস্থূল অতি উচ্চতর ॥ সপ্ততাল দেখি প্রভু আলি-

---

আচরণ এবং তাহারা সকল কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ করেন ॥ ১৫২ ॥

কর্ণামৃত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর অতিশয় আনন্দ হওয়ায় তিনি আগ্রহসহকারে ঐ পুস্তক খানি লিখাইয়া লইবেন । ত্রিভুবনে কর্ণামৃতের তুল্য আর বস্তু নাই, ঐ গ্রন্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয় । যে ব্যক্তি নিরন্তর কর্ণামৃত পাঠ করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও লীলার অবধি জানিতে পারেন ॥ ১৫৩ ॥

মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত এই দুই খানি পুস্তক পাইয়া মহারত্নের ন্যায় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন ॥ ১৫৪ ॥

সে যাহা হউক, তৎপরে মহাপ্রভু তাপীনদীতে স্নান করিয়া মাহিষ্মতীপুরে আগমন করিলেন, তথায় নর্ম্মদাতীরে নানাতীর্থ দর্শনপূর্ব্বক ধনুতীর্থ দেখিয়া নির্ব্বিন্ধ্যানদীতে গিয়া স্নান করিলেন, তৎপরে ঋষ্যমূখ-পর্ব্বত দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫৫ ॥

তথায় বনমধ্যে সপ্ত তালবৃক্ষ ছিল, তাহারা অতিপ্রাচীন, অতি-

ঙ্গন কৈল। সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল ॥ ১৫৬ ॥ শূন্যস্থলি দেখি লোকের হৈল চমৎকার। লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার ॥ সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম। ঐছে শক্তি কার হয় বিনে এক রাম ॥ ১৫৭ ॥ প্রভু আসি কৈলা পম্পাসরোবরে স্নান। পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ১৫৮ ॥ নাসিক-ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি। কুশাবর্ত্ত আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥ সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর। পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ রামানন্দরায় শুনি প্রভুর আগমন। আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥ ১৫৯ ॥ দণ্ডবৎ হঞা পড়ে

স্থূল ও অতিশয় উচ্চতর, মহাপ্রভু ঐ সপ্ত তাল দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করায় তাহারা সশরীরে বৈকুণ্ঠে গমন করিল ॥ ১৫৬ ॥

অনন্তর সেইস্থান শূন্য দেখিয়া লোক সকলের চমৎকার হইল, এবং তাহারা কহিতে লাগিল এই সন্ন্যাসী শ্রীরামচন্দ্রের অবতার, সপ্ততাল সশরীরে বৈকুণ্ঠধাম গমন করিল, শ্রীরামচন্দ্র ব্যতিরেকে এ শক্তি আর কাহার হইবে? ॥ ১৫৭ ॥

সে যাহা হউক, তৎপরে মহাপ্রভু পম্পাসরোবরে আসিয়া স্নান এবং পঞ্চবটীতে গিয়া বিশ্রাম করিলেন ॥ ১৫৮ ॥

তৎপরে নাসিকত্র্যম্বক (শিব) দেখিয়া কুশাবর্ত্তে আগমন করিলেন, ঐস্থানে গোদাবরীনদীর জন্ম হয়। তদনন্তর সপ্তগোদাবরী ও বহুতর তীর্থ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার বিদ্যানগরে আগমন করিলেন, তখন রামানন্দরায় প্রভুর আগমন শুনিয়া আনন্দে আগমন করত প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন ॥ ১৫৯ ॥

রায় দণ্ডবৎ হইয়া চরণধারণপূর্ব্বক পতিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে

চরণে ধরিঞা। আলিঙ্গন কৈল প্রভু তারে উঠাইঞা॥ দুই জন প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন। প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুই জনার মন॥ কতক্ষণে দুই জন সুস্থির হইঞা। নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিঞা॥ তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা। কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥ প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে। এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষি দিলে॥ ১৬০॥ রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইঞা। প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিঞা॥ ১৬১॥ গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল। গোসাঞি দেখিতে লোক আইল সকল॥ লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে। মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥১৬২॥

আলিঙ্গন করিয়া গাত্রোত্থান করাইলেন, তৎপরে দুই জনে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, প্রেমাবেশে দুই জনার মন শিথিল হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জনে সুস্থ হইয়া এক স্থানে উপবেশন করত নানাবিধ ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তীর্থযাত্রার কথাসকল কহিয়া কর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই দুই খানি পুস্তক প্রদান করিলেন এবং কহিলেন তুমি আমার নিকট যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলে, এই দুই খানি পুস্তক তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে॥ ১৬০॥

রামানন্দরায় দুই খানি পুস্তক পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর সহিত তাহা আস্বাদন করিয়া লিখিয়া রাখিলেন॥ ১৬১॥

অনন্তর গোস্বামী আগমন করায় গ্রামে কোলাহল হইল, গোস্বামিকে দেখিতে লোক সকল আসিতে লাগিল। রামানন্দরায় লোক দেখিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন এবং মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হওয়ায়

রাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন। দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥ দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রিদিনে। পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে ॥ ১৬৩ ॥ রামানন্দ কহে গোসাঞি তোমার আজ্ঞা পাঞা। রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিঞা॥ রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচল যাইতে। চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে॥ ১৬৪ ॥ প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন। তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন॥ ১৬৫ ॥ রায়কহে প্রভু আগে চল নীলাচল। মোরসঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য কোলাহল॥ দিন দশে ইহা সব করি সমাধান। তোমার পাছে পাছে

মহাপ্রভুও ভিক্ষা করিতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ১৬২ ॥

রাত্রিকালে রায় পুনর্ব্বার আগমন করিয়া দুই জনে কৃষ্ণকথায় জাগরণ করেন। দুই জনে দিবারাত্র কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে পরমানন্দে পাঁচ সাত দিন অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৬৩ ॥

অনন্তর রামানন্দরায় কহিলেন, প্রভো! আপনকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মিনতিপূর্ব্বক রাজাকে লিখিয়াছিলাম, আমাকে নীলাচল যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে আমি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি ॥ ১৬৪ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমাকে লইয়া নীলাচলে গমন করিব, এ নিমিত্ত আমার এস্থানে আগমন হইয়াছে ॥ ১৬৫ ॥

রায় কহিলেন, প্রভো! আপনি অগ্রে গমন করুন, আমার সঙ্গে হস্তি, ঘোটক ও সৈন্য সকলের কোলাহল হইবে, দশ দিবস মধ্যে এই সমুদায় সমাধান করিয়া আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি গমন করিব ॥ ১৬৬ ॥

আমি করিব প্রয়াণ ॥ ১৬৬ ॥ তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিঞা। নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিল গমন। সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥ যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি। দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি ॥ ১৬৭ ॥ আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা। নিত্যানন্দ আদি নিজ গণে বোলাইলা ॥ ১৬৮ ॥ প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। উঠিঞা চলিলা আনন্দ দেহে না আমায় ॥ জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ ॥ গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা। প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা ॥ ১৬৯ ॥ প্রভু

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আসিতে আজ্ঞা দিয়া আনন্দচিত্তে নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বে যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে বৈষ্ণবগণকে দেখিতে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, যে স্থানে গমন করেন, সেই স্থানেই লোকসকল হরিধ্বনি করিতে লাগিল, দেখিয়া গৌরহরি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥

তখন মহাপ্রভু আলালনাথে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি নিজগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৬৮ ॥

প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র নিত্যানন্দ প্রভুর শরীরে আনন্দ সম্বরণ হয় না, অমনি তিনি উঠিয়া চলিলেন। তৎপরে জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ ইহাঁদের দেহে আনন্দপরিপূর্ণ হওয়ায় নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তাহার পর গোপীনাথাচার্য্য আনন্দে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, পথে দর্শন পাইয়া সকলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন ॥ ১৬৯ ॥

মহাপ্রভু সকলকে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিলে তাঁহারা সকল

প্রেমাবেশে সবা কৈল আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন॥ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা। সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥ ১৭০॥ সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে। প্রভু তারে উঠাইঞা কৈল আলিঙ্গনে॥ প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে। সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দর্শনে॥ জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল। কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥ ১৭১॥ বহু নৃত্য গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা। পাণ্ডাপাল সব আইলা প্রসাদ মালা লঞা॥ মালা প্রসাদ পাঞা তবে প্রভু স্থির হৈলা। জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥ কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে। মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে

প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য আনন্দে গমন করিয়া সমুদ্রের তীরে গিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন॥ ১৭০॥

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম রোদন করিতে লাগিলাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু সকলের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে আগমন করিলেন, জগন্নাথ দেখিয়া মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল, তাহাতে তাঁহার শরীরে কম্প, স্বেদ ও পুলক উপস্থিত হইল এবং অশ্রুজলে শরীর ভাসিতে লাগিল॥ ১৭১॥

মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বহু ক্ষণ নৃত্য গীত করিতেছিলেন, প্রধান প্রধান পাণ্ডাগণ প্রসাদ মালা লইয়া আসিল, প্রসাদ মালা পাইয়া মহাপ্রভু স্থির হইলেন, এই সময়ে জগন্নাথের সেবক সকল মহাপ্রভুর সহিত আসিয়া আনন্দে মিলিত হইলেন। অনন্তর কাশীমিশ্র আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন, প্রভু তাঁহাকে মান্য করিয়া

মিলিলা। প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা॥ মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা। দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥ ১৭২॥ মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লঞা। সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিল আসিঞা॥ ভিক্ষা করাইঞা তাঁরে করাইলা শয়ন। আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন॥ প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে। সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ। তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ॥ ১৭৩॥ প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন। তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল এক জন॥ এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল। ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল॥ ১৭৪॥ তীর্থযাত্রা-

---

আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে জগন্নাথের পরিছা অর্থাৎ প্রধান পাণ্ডা আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাহার পর সার্ব্বভৌম আমার গৃহে ভিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করত নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ আনয়ন করাইলেন॥ ১৭২॥

অনন্তর মহাপ্রভু মাধ্যাহ্নিক করিয়া নিজগণ সমভিব্যাহারে সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া ভিক্ষা করিলেন। তৎপরে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া শয়ন করাইলেন এবং আপনি প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে ভোজন করিতে প্রেরণ করিলেন এবং সেই রাত্রি তাঁহার প্রণয়ে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া সার্ব্বভৌম ও নিজগণ সঙ্গে তীর্থযাত্রার কথা কহিয়া জাগরণ করিলেন॥ ১৭৩॥

প্রভু কহিলেন, আমি এত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু আপনার সমান বৈষ্ণব একজনকেও দেখি নাই, কেবল এক রামানন্দরায় আমাকে বহুতর সুখ প্রদান করিয়াছে, এইকথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আমি

কথা এই হৈল সমাপন। সঙ্ক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৭৫ ॥ অনন্ত চৈতন্যকথা কহিতে না জানি। লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ১৭৬ ॥ প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন। চৈতন্য-চরণে পায় গাঢ়প্রেম ধন ॥ চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি ॥১৭৭॥ এই কলিকালে আর নাহি অন্যধর্ম্ম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥ চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর। প্রকাশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥ চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন। যতেক বিচারে তত পায় মহাধন ॥১৭৮॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার

এই জন্যই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে কহিয়া ছিলাম ॥ ১৭৪ ॥

অনন্তর (গ্রন্থকর্ত্তা কহিলেন) তীর্থযাত্রার কথা সমাপন হইল, সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিলাম বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে আমার সাধ্য নাই ॥ ১৭৫ ॥

চৈতন্যকথার অন্ত নাই, আমি কিছু বলিতে জানি না, তথাপি নির্লজ্জ হইয়া লোভে চৈতন্যকথা লইয়া টানাটানি করিতেছি ॥ ১৭৬ ॥

মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রার কথা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, চৈতন্যচরণার-বিন্দে তাহার গাঢ়তর প্রেমধন লাভ হয়, অতএব হে ভক্তগণ! শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া এই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ করুন, মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া মুখে হরি হরি বলিতে থাকুন ॥ ১৭৭ ॥

এই কলিকালে আর অন্য ধর্ম্ম নাই, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবশাস্ত্র এই তাৎ-পর্য্য কহিয়া থাকেন, চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ ও গম্ভীর, প্রবেশ করিতে পারি না, কেবল স্পর্শ করিয়া তীরে অবস্থিতি করিতেছি। চৈতন্যচরিতামৃতকে শ্রদ্ধা করিয়া যত বিচার করা যায় ততই মহাধন লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৭৮ ॥

আশ । চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থভ্রমণং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৯ ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যমে নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথ ইহাঁদের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছে ॥ ১৭৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনিতে দক্ষিণদেশীয় তীর্থভ্রমণ নামক নবম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

—•:*:০—

দশম পরিচ্ছেদঃ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে। প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইলা সার্ব্বভৌমে ॥ বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে। মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাহারে ॥ ৩ ॥ শুনিল তোমার ঘরে এক

তং বন্দে ইতি। তং গৌরজলদং গৌরমেঘং অহং বন্দে। যঃ স্বস্য আত্মনঃ দর্শনামৃতৈঃ দর্শনান্যেব অমৃতানি তৈঃ করণৈঃ। বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ অনাবৃষ্টিস্তেন ম্লানভক্তশস্যানি অজীবয়ৎ জীবিতবানিত্যর্থঃ। গৌরাঙ্গস্য জলদরূপকেণ চ ভক্তানাং শস্য রূপকেণ চ তদেকজীবমিতি সূচিতং ॥ ১ ॥

যিনি আপনার দর্শনরূপ অমৃত অর্থাৎ জলদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অবগ্রহ (অনাবৃষ্টি) বশতঃ ভক্তরূপ শস্যসকলকে জীবিত করিলেন, সেই গৌরমেঘকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক এবং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক ॥ ২ ॥

পূর্ব্বে যখন মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করেন, তিনি আগমন করিলে তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া নমস্কার করত মহাপ্রভুর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ৩ ॥

ভট্টাচার্য্য! শুনিলাম গৌড়দেশ হইতে একজন কৃপালু মহাশয়

মহাশয়। গৌড় হৈতে আইলা তিঁহো মহাকৃপাময়॥ তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন। কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥ ৪॥ ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়। তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয়॥ বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহো রহয়ে নির্জনে। স্বপ্নেহ না করে তিঁহো রাজ-দরশনে॥ তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন। সম্প্রতি করিলা তিঁহো দক্ষিণ গমন॥ ৫॥ রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা। ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥ তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থ ভ্রমণ। সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥ ৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে

ব্যক্তি তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, সকল লোকে বলিতেছে, তিনি তোমাকে কৃপা করিয়াছেন। যাহা হউক, কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার দর্শন করাও॥ ৪॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে তাঁহার দর্শন ঘটিবার নহে, যদিচ তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জন স্থানে অবস্থিতি করেন, স্বপ্নেও কখন রাজদর্শন করেন না, তথাপি আপনাকে প্রকারান্তরে দর্শন করাইতে পারিতাম, কিন্তু তিনি সম্প্রতি এস্থান হইতে দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন॥ ৫॥

রাজা কহিলেন, তিনি জগন্নাথ ছাড়িয়া কেন গেলেন, ভট্টাচার্য্য কহিলেন, মহান্ ব্যক্তিদিগের এই এক লীলা হয় যে, তাঁহারা তীর্থ পবিত্র করিবার নিমিত্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন, সেই ছলে সাংসারিক লোক সকলকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন॥ ৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে

বিদুরং প্রতি শ্রীযুধিষ্ঠিরবাক্যং যথা—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ইতি ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল। তিঁহো জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ রাজা কহে তারে তুমি যাইতে কেন দিলে। পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে ॥ ৮ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিহো নহে পরতন্ত্র ॥ তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল ॥ ৯ ॥ রাজা কহে ভট্ট

ভাবার্থদীপিকায়াং ।১।১৩।৮। ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি মলিনানি সন্তি, সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি। স্বান্তং মনঃ তত্রস্থেন স্বস্যান্তঃস্থিতেন বা ইতি ॥ ৭ ॥

৮ শ্লোকে বিদুরের প্রতি শ্রীযুধিষ্ঠিরবাক্য যথা—

হে প্রভো! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং তীর্থস্বরূপ, আপনাদের তীর্থ পর্য্যটনে কোন স্বার্থ দেখা যায় না, কিন্তু তীর্থ সকলেরই ভাগ্য বলিতে হইবে, কারণ যে সকল তীর্থ মলিনজনের সম্পর্কে অতীর্থ হয়, তৎসমুদায় অন্তরস্থ-গদাধারি-ভগবানের দ্বারা পবিত্র হইয়া পুনর্ব্বার তীর্থ হয় ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবের এই স্বভাব নিশ্চল হয়, বৈষ্ণব জীব নহেন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। রাজা কহিলেন, আপনি কেন তাঁহাকে যাইতে দিলেন? চরণে পতিত হইয়া যত্নসহকারে রাখিলেন না কেন? ॥ ৮ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, যদিচ তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও পরতন্ত্র নহেন, তথাপি তাঁহাকে রাখিতে অনেক যত্ন করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোনক্রমে রাখিতে পারিলাম না ॥ ৯ ॥

রাজা কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! আপনি বিজ্ঞশিরোমণি, আপনি যখন

তুমি বিজ্ঞশিরোমণি। তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥ পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন। একবার দেখি করি সফল নয়ন॥ ১০॥ ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো আসিব অল্পকালে। রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥ ঠাকুরের নিকট হবে হইব নির্জ্জনে। ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥ ১১॥ রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন। ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥ এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈঞা। ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিঞা॥ ১২॥ কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্। মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ এই মত পুরুষোত্তমবাসী যত জন। প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন॥ সব লোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িলা। মহাপ্রভু

তাঁহাকে কৃষ্ণ কহিতেছেন, তখন আমিও তাহাতেও সত্য করিয়া মানিলাম, পুনর্ব্বার তিনি এস্থানে আগমন করিলে, আমি একবার দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিব॥ ১০॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, তিনি অল্পকালের মধ্যে আগমন করিবেন, তাঁহার থাকিবার জন্য একটী নির্জ্জন স্থান আবশ্যক, কিন্তু ঐ স্থান জগন্নাথদেবের নিকট নির্জ্জন হইবে, এই মত এক স্থান নিশ্চয় করিয়া দিউন॥ ১১

রাজা কহিলেন, ঐরূপ স্থান কাশীমিশ্রের গৃহ হইবে, উহা ঠাকুরের নিকট ও পরম নির্জ্জন স্থান। এই বলিয়া রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন, এ দিকে ভট্টাচার্য্য গিয়া কাশীমিশ্রকে সমুদায় বিষয় অবগত করাইলেন॥ ১২॥

কাশীমিশ্র কহিলেন, আমি বড় ভাগ্যবান্, যে হেতু আমার গৃহে প্রভুপাদ অবস্থিতি করিবেন। এই মত পুরুষোত্তমে যত ব্যক্তি আছে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতে সকলের মন উৎকণ্ঠিত হইল। যখন লোক

দক্ষিণ হৈতে তবহিঁ আইলা ॥ ১৩ ॥ শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন। সবে মেলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ প্রভু সহ আমা সবার করাহ মিলন। তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ ॥ ১৪ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্রঘরে। প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সবারে ॥ ১৫ ॥ আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সঙ্গে। জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ। মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬ ॥ দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে। ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্রঘরে ॥ কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে। গৃহসহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ১৭ ॥

সকলের উৎকণ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি হইল, তখনই মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

মহাপ্রভুর আগমন শুনিয়া সকলের মন আনন্দিত হইল এবং সকলে সার্ব্বভৌমকে নিবেদন করিলেন। ভট্টাচার্য্য! প্রভুর সহিত আমাদের মিলন করিয়া দিউন, আপনার প্রসাদে যেন আমরা চৈতন্যের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হই ॥ ১৪ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, কাশীমিশ্রের গৃহে কল্য মহাপ্রভু আগমন করিবেন, প্রভুর সহিত তোমাদের সেই স্থানে মিলন করাইব ॥ ১৫ ॥

আর এক দিন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মহাপ্রভু পরম কৌতূহলে জগন্নাথ দর্শন করিলেন, সেবকসকল মহাপ্রসাদ দিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলে মহাপ্রভু সকলকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৬ ॥

মহাপ্রভু দর্শন করিয়া বাহিরে আগমন করিলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে কাশীমিশ্রের গৃহে লইয়া গেলেন, তখন কাশীমিশ্র আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে গৃহের সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইল। আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥ তবে মহাপ্রভু তাহা বসিলা আসনে। চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥ সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান। যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥ ১৮॥ সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা। তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥ ১৯॥ প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার। যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥ তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি। মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসি॥ এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে। উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে॥ তৃষিতচাতক যৈছে মেঘে হাহাকার। তৈছে এই সব

অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া আত্মসাৎ করত আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু তাঁহার দত্ত আসনে উপবেশন করিলেন, নিত্যানন্দপ্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। যাহাতে সমুদায় কার্য্য সমাধান হয় এরূপ বাসার সংস্থান দেখিয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন॥ ১৮॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন, প্রভো! এই বাসা আপনার উপযুক্ত, মিশ্রের অভিলাষ এই যে ইহা আপনি অঙ্গীকার করুন॥ ১৯॥

প্রভু কহিলেন, আমার যে দেহ ইহাতে তোমাদের সকলের অধিকার আছে, আপনারা যাহা কহিবেন তাহাতেই আমি সম্মত আছি। তখন সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পুরুষোত্তমবাসি সকলকে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত করাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভুকে কহিলেন, প্রভো! এই সকল লোক নীলাচলে অবস্থিতি করে, আপনার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত ইহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। যেমন তৃষিত চাতক পক্ষী মেঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাহাকার করে, তদ্রূপ এই সকল ভক্ত আপনার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, আপনি ইহা-

সবা কর অঙ্গীকার ॥ ২০ ॥ জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন। অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী। শিখিমাহাতী এই লিখন-অধিকারী ॥ প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব প্রধান। জগন্নাথ মহাসোআর ইহঁ দাস নাম ॥২২॥ মুরারিমাহাতী শিখিমাহাতীর ভাই। তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥ চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাস ইহঁ ধ্যায় তোমার চরণ ॥ প্রহররাজ মহাপাত্র ইহঁ মহামতি। পরমানন্দ মহাপাত্র ইহাঁর সংহতি ॥২৩॥ এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ। একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ ॥ তবে সবে

দিগকে অঙ্গীকার করুন ॥ ২০ ॥

প্রভো! ইনি জগন্নাথের সেবক, ইহাঁর নাম জনার্দ্দন, ইনি জগন্নাথের অনবসর কালে (শয়নাদি-সময়ে) শ্রীঅঙ্গ সেবা করেন ॥ ২১ ॥

ইহাঁর নাম কৃষ্ণদাস, ইনি জগন্নাথদেবের অগ্রে স্বর্ণবেত্রধারণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর নাম শিখিমাহাতী ইনি লিখন বিষয়ে প্রধান বৈষ্ণব, ইহাঁর নাম জগন্নাথদাস ইনি জগন্নাথদেবের * পাচক ॥ ২২ ॥

ইনি শিখিমাহাতীর ভাই, ইহার নাম মুরারিমাহাতী, আপনার চরণ ব্যতিরেকে ইহাঁর অন্য আশ্রয় নাই, অপর এই চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুদাদ ইহাঁরা সকল আপনকার চরণারবিন্দ ধ্যান করেন। আর এই প্রহররাজ মহাপাত্র ইনি মহাবুদ্ধিমান্, ইহাঁর সঙ্গে পরমানন্দ মহাপাত্র আগমন করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

প্রভো! এই সকল বৈষ্ণব ক্ষেত্রের ভূষণ, ইহাঁরা একান্তভাবে আপনার চরণারবিন্দ ভজনা করেন। ভট্টাচার্য্য এইরূপ পরিচয় দিলে সকলে গিয়া মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু সকলকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করি-

* সোয়ার পাচক। ইহা উড়িয়া ভাষা।

পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা। সবা আলিঙ্গেন প্রভু প্রসাদ করিঞা ॥ ২৪ ॥ হেনকালে আইলা তাঁহা ভবানন্দরায়। চারি পুত্রে সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ২৫ ॥ সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ। ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥ তবেমহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। স্তুতিকরি কহে রামানন্দ বিবরণ ॥ ২৬ ॥ রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়। তাহার মহিমা লোকে কহিল না হয় ॥ সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ ২৭ ॥ রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম। মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥ নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে। আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥ ২৮ ॥ এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে। যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে ॥ আত্মীয় জ্ঞান করি

লেন ॥ ২৪ ॥

এমন সময়ে তথায় ভবানন্দরায় চারিটী পুত্র সঙ্গে করিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে গিয়া পতিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন, ইহাঁর নাম ভবানন্দরায়, ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামানন্দরায়। এই কথা শুনিয়া তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করত স্তুতি করিয়া রামানন্দের বিবরণ কহিলেন ॥ ২৬ ॥

রত্নস্বরূপ রামানন্দ যাঁহার সন্তান, লোকমধ্যে তাঁহার মহিমা বচনাতীত, তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডব, তোমার পত্নীর নাম কুন্তী, তোমার বুদ্ধিমান্ পাঁচটী সন্তান পঞ্চপাণ্ডব সদৃশ ॥ ২৭ ॥

রায় কহিলেন, প্রভো! আমি শূদ্রজাতি, বিষয়ী ও অধম, আপনি যে আমাকে স্পর্শ করিলেন ইহাই ঈশ্বরের চিহ্ন, আমি আপনার গৃহ, বিত্ত (ধন) ভৃত্য এবং পঞ্চপুত্রের সহিত আপনার চরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম ॥ ২৮ ॥

এই বাণীনাথ আপনার চরণসমীপে অবস্থিতি করিবে, আপনকার

সঙ্কোচ না করিবে। যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥ ২৯॥ প্রভু কহে কি সঙ্কোচ নহ তুমি পর। জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥ দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিব রামানন্দ। তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥ ৩০॥ এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। তার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥ তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল। বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥ ৩১॥ ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল। তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাস বোলাইল॥ প্রভু কহে ভট্ট শুন ইহার চরিত। দক্ষিণ গেলেন ইহঁ আমার সহিত॥ ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে

যখন যে আজ্ঞা হইবে এ তখন তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবে, ইহাকে আত্মীয় জ্ঞান করিবেন সঙ্কোচ করিবেন না, আপনার যখন যে ইচ্ছা হইবে, তখন ইহাকে আজ্ঞা করিবেন, এ তাহা সম্পন্ন করিবে॥ ২৯॥

মহাপ্রভু কহিলেন সঙ্কোচ কি, তুমি যখন প্রতিজন্মে আমার সবংশে কিঙ্কর, তখন তুমি আমার পর নহ। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রামানন্দ এ স্থানে আগমন করিবে, তাঁহার সঙ্গে আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হইবে॥৩০॥

মহাপ্রভু এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার পুত্রগণের মস্তকে চরণধারণ করিলেন, তৎপরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া বাণীনাথ পট্টনায়ককে আপনার নিকটে রাখিলেন॥ ৩১॥

অনন্তর ভট্টাচার্য্য সকলকে বিদায় করিয়া দিলে তখন মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া আনিয়া ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! ইহার চরিত্র শ্রবণ করুন, এ আমার সহিত দক্ষিণদেশ গমন করিয়াছিল, ভট্টমারি হইতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, আমি ইহাকে

ছাড়িঞা। ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিঞা॥ইবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়। যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে নাহি দায়॥৩২॥ এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা। মধ্যাহ্ন কহিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥ ৩৩॥ নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর। চারি জনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥ গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন। আইকে কহিব যাই প্রভুর আগমন॥ অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ। সবেই আসিব শুনি প্রভুর আগমন॥ এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া। এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিঞা॥ ৩৪॥ আর দিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবে-দন। আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশ পাঠাই একজন॥ তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই। অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥ একজন যাই

ভট্টমারি হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে বিদায় দিতেছি, যথেচ্ছারূপে গমন করুক, আমার সঙ্গে আর ইহার দায় নাই॥ ৩২॥

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস রোদন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন (মধ্যাহ্নকালীন ক্রিয়া) করিতে গমন করিলেন॥ ৩৩॥

অনন্তর নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর এই চারি জনে যুক্তি করিলেন যে, গৌড়দেশে একজন লোক প্রেরণ করা যাউক, সে যাইয়া আইকে মহাপ্রভুর আগমনসংবাদ প্রদান করিবে, অদ্বৈত ও শ্রীনিবাস প্রভৃতি যত ভক্তগণ আছেন, প্রভুর আগমন শুনিয়া সকলেই আগমন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে এই কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইয়া দিব, এই বলিয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্বাস দিয়া রাখিলেন॥ ৩৪॥

আর এক দিন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন, হে প্রভু! আজ্ঞা প্রদান করুন, 'একজন লোক গৌড়দেশে প্রেরণ করি। আপনার দক্ষিণ গমন শুনিয়া শচী আই ও অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, একজন গিয়া তাঁহাদিগকে শুভ

কহে শুভ সমাচার। প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৩৫ ॥ তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল। বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৩৬ ॥ তবে গৌড়দেশ আইলা কালাকৃষ্ণদাস। নবদ্বীপ গেলা তিঁহো শচী আই পাশ ॥ মহাপ্রসাদ দিঞা তাঁরে কৈল নমস্কার। দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার ॥ ৩৭ ॥ শুনি আনন্দিত হৈল শচী-মাতার মন। শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ ॥ শুনিঞা সবার হৈল পরম উল্লাস। অদ্বৈত-আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ আচার্য্যে প্রসাদ দিঞা কৈল নমস্কার। সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৩৮ ॥ শুনিঞা আচার্য্যগোসাঞি পরমানন্দ হৈলা। প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত

সমাচার প্রদান করুক, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তোমা-দের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা লইয়া কালাকৃষ্ণদাসকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন এবং বৈষ্ণবসকলকে দিবার জন্য তাহার সঙ্গে কিছু মহাপ্রসাদ দিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর কালাকৃষ্ণদাস গৌড়দেশে আসিয়া নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট আসিলেন এবং মহাপ্রসাদ দিয়া প্রণাম করত দক্ষিণ হইতে প্রভু আসিয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

গৌরহরি দক্ষিণ হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া শচীমাতার মন আন-ন্দিত হইল এবং শ্রীবাস প্রভৃতি যত ভক্তগণ ছিলেন শুনিয়া তাঁহা-রাও পরম উল্লাসযুক্ত হইলেন, তাহার পর কৃষ্ণদাস অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া নমস্কার করত মহাপ্রভুর সমা-চার সম্যক্‌রূপে নিবেদন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

আচার্য্যগোস্বামী মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে করিতে বহুক্ষণ নৃত্যগীত করিলেন। হরিদাসঠাকুরের

কৈলা॥ হরিদাসঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ। বাসুদেবদত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥ আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥ শ্রীরামপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর। শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥ রাঘবপণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন। কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥ শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস। সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥ ৩৯॥ আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন। আচার্য্যগোসাঞি কৈল সবা আলিঙ্গন॥ দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল। নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥ সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইঞা। নীলাদ্রি চলিব শচীমাতার আজ্ঞা লঞা॥ ৪০॥ প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী। সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥ মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে। আচার্য্যের ঠাঞি

পরম আনন্দ জন্মিল। তৎপরে বাসুদেবদত্ত, মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দ, আচার্য্যরত্ন, বক্রেশ্বরপণ্ডিত, শ্রীনিধি আচার্য্য, গদাধরপণ্ডিত, শ্রীরাম-পণ্ডিত, দামোদরপণ্ডিত, বিজয়, শ্রীধর, রাঘবপণ্ডিত, নন্দন আচার্য্য প্রভৃতি, আর কত কহিব, মহাপ্রভুর যত গণ ছিলেন, শুনিয়া সকলের পরম উল্লাস হইল, সকলে মিলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিকট আগমন করি-লেন॥ ৩৯॥

অনন্তর সকলে আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিলে আচার্য্য প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই তিন দিন আচার্য্য মহামহোৎসব করিয়া নীলাচলে গমন করিতে এই যুক্তি দৃঢ় করিলেন যে, সকলে মিলিয়া নবদ্বীপে একত্র হওত শচীমাতার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিব॥ ৪০॥

তদনন্তর মহাপ্রভুর সমাচার শুনিয়া কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন, তৎপরে খণ্ডগ্রাম অর্থাৎ

আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৪১ ॥ সেই কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ পুরী। গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়ানগরী॥ আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম। আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৪২ ॥ প্রভু আগমন তিঁহো তথাই শুনিল। শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকর নাম। তাঁরে লঞা নীলাচল করিল প্রয়াণ ॥৪৩ ॥ সত্বরে আসিঞা তিঁহ মিলিলা প্রভুরে। প্রভুর আনন্দ হৈল পাইঞা তাঁহারে ॥ প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণবন্দন। তিহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥৪৪॥ প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়। মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥ পুরী কহে তোমা সঙ্গে

শ্রীখণ্ড হইতে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন নীলাচল যাইবার নিমিত্ত আচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

এই সময়ে দক্ষিণদেশ হইতে পরমানন্দ পুরী গঙ্গার তীরে তীরে আগমন করিয়া নবদ্বীপে শচীমাতার গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিলেন, শচীমাতা সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে ভিক্ষা গ্রহণ করাইলেন ॥ ৪২ ॥

পুরী মহাশয় ঐ স্থানে মহাপ্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র নীলাচলে যাইতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি এক জন মহাপ্রভুর ভক্ত, কমলাকর ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন ॥ ৪৩॥

তিনি ত্বরায় আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে পুরীমহাশয় প্রেমাবেশে প্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, হে পুরীমহাশয়! আপনার সঙ্গে বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া নীলাচল আশ্রয় করুন ॥ ৪৫ ॥

পুরী কহিলেন, আমি তোমার সঙ্গে থাকিতে বাঞ্ছা করিয়া গৌড়

রহিতে বাঞ্ছা করি। গৌড় হৈতে আইলাম নীলাচলপুরী॥ দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন। শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥ সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে। তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে॥ ৪৬॥ কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর। প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥ আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর। প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥ পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে। নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে॥ ৪৭॥ প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইঞা। সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিঞা॥ চৈতন্যানন্দ গুরু তার আজ্ঞা দিল তারে। বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥ পরমবিরক্ত তিঁহ পরম পণ্ডিত। কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥ নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব

হইতে নীলাচল পুরীতে আগমন করিলাম। দক্ষিণ হইতে তোমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া শচীদেবীর ও যাবতীয় ভক্তগণের আনন্দ হইয়াছে, ভক্তগণ তোমাকে দেখি বার জন্য আগমন করিতেছেন, আমি তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া শীঘ্র আগমন করিলাম॥ ৪৬॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের আবাসে একটী নির্জন-গৃহ ছিল, পরমানন্দ পুরীকে সেই গৃহ আর সেবার জন্য কিঙ্কর দিলেন। আর এক দিন স্বরূপ দামোদর আগমন করিলেন, ইনি অত্যন্ত প্রেমরসের সমুদ্র, পূর্ব্বাশ্রমে ইহাঁর নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য ছিল, উনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর চরণসমীপে বাস করিতেন॥ ৪৭॥

প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া উন্মত্ত হওত বারাণসী যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উঁহার গুরুর নাম চৈতন্যানন্দ, তিনি উঁহাকে আজ্ঞা দিলেন তুমি বেদান্ত পড়িয়া লোকসকলকে অধ্যয়ন করাও কিন্তু পুরুষোত্তমাচার্য্য পরমবিরক্ত ও পরমপণ্ডিত, কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরিত আশ্রয়

এইত কারণ। উন্মাদে করিলা তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৪৮ ॥ সন্ন্যাস করিল শিখাসূত্র ত্যাগ রূপ। যোগপট্ট * না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥ গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে। রাত্রি দিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কার সনে। নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥ ৪৯ ॥ কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু আগে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস। শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ অতএব স্বরূপ

করিয়াছেন, "আমি কৃষ্ণভজন করিব" এই কারণে উন্মত্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ॥ ৪৮ ॥

পুরুষোত্তম শিখাসূত্র ত্যাগরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই বলিয়া স্বরূপ নাম হইয়াছে। উনি গুরুর নিকট আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দে বিহ্বল হইয়া অবস্থান করেন। উহাঁতে পাণ্ডিত্যের অবধি, উনি কাহারও সঙ্গে কথা কহেন না, নির্জ্জনে অবস্থান করেন, উহাঁকে লোকসকল জানিতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

স্বরূপ কৃষ্ণরসের তত্ত্ববেত্তা, উহাঁর দেহ প্রেমময়, উনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ হয়েন, প্রভুর অগ্রে যদি কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ অথবা কোন শ্লোক কিম্বা কোন গান আনয়ন করে, তাহা হইলে প্রথমতঃ স্বরূপ তাহার পরীক্ষা করেন তৎপশ্চাৎ মহাপ্রভু শ্রবণ করেন। যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ বা রসাভাস হয়, তাহা শুনিয়া মহাপ্রভুর উল্লাস হয় না, এজন্য স্বরূপ তাহার অগ্রেই পরীক্ষা করেন, যদি শুদ্ধ

---

* মধ্যলীলার ৬ পরিচ্ছেদে ১৭৯ পৃষ্ঠায় যোগপট্টের অর্থ আছে।

আগে করে পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয়-যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ ৫০ ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদরসম আর নাহি মহামতি ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥ সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা। চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে
(আকাশে লক্ষং বদ্ধা) স্বরূপদামোদরস্য বাক্যং যথা—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

হেলেতি। হে শ্রীচৈতন্য হে দয়ানিধে ময়ি তব দয়া ভূয়াৎ ভবতু। প্রার্থনায়াং লিঙঃ

হয় তবেই মহাপ্রভুকে শ্রবণ করান ॥ ৫০ ॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও গীতগোবিন্দ এই তিন গীতে মহাপ্রভুর আনন্দ হয়। দামোদর সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যায় বৃহস্পতিসদৃশ হয়েন, উঁহার সমান আর মহা-বুদ্ধিমান্ কেহ নাই। উনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণের প্রাণসমান হয়েন, সেই দামোদর আসিয়া একটী শ্লোক পাঠপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে গিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে (আকাশে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া) স্বরূপদামোদরের বাক্য যথা—

স্বরূপ দামোদর কহিলেন, হে শ্রীচৈতন্য! হে দয়ানিধে! যে অনা-অনায়াসেই সমস্ত দুঃখ সংহার করে, অতিনির্ম্মল রসপ্রদ ও সমস্ত

এইত কারণ। উন্মাদে করিলা তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৪৮ ॥ সন্ন্যাস করিল শিখাসূত্র ত্যাগ রূপ। যোগপট্ট * না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥ গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে। রাত্রি দিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কার সনে। নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥ ৪৯ ॥ কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু আগে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস। শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ অতএব স্বরূপ

করিয়াছেন, "আমি কৃষ্ণভজন করিব" এই কারণে উন্মত্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ॥ ৪৮ ॥

পুরুষোত্তম শিখাসূত্র ত্যাগরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই বলিয়া স্বরূপ নাম হইয়াছে। উনি গুরুর নিকট আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দে বিহ্বল হইয়া অবস্থান করেন। উহাঁতে পাণ্ডিত্যের অবধি, উনি কাহারও সঙ্গে কথা কহেন না, নির্জ্জনে অবস্থান করেন, উহাঁকে লোকসকল জানিতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

স্বরূপ কৃষ্ণরসের তত্ত্ববেত্তা, উহাঁর দেহ প্রেমময়, উনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ হয়েন, প্রভুর অগ্রে যদি কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ অথবা কোন শ্লোক কিম্বা কোন গান আনয়ন করে, তাহা হইলে প্রথমতঃ স্বরূপ তাহার পরীক্ষা করেন তৎপশ্চাৎ মহাপ্রভু শ্রবণ করেন। যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ বা রসাভাস হয়, তাহা শুনিয়া মহাপ্রভুর উল্লাস হয় না, এজন্য স্বরূপ তাহার অগ্রেই পরীক্ষা করেন, যদি শুদ্ধ

---

* মধ্যলীলার ৬ পরিচ্ছেদে ১৭৯ পৃষ্ঠায় যোগপট্টের অর্থ আছে।

আগে করে পরীক্ষণ। শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ ৫০ ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি। দামোদরসম আর নাহি মহামতি ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম। শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥ সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা। চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে
(আকাশে লক্ষং বদ্ধা) স্বরূপদামোদরস্য বাক্যং যথা—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

হেলেতি। হে শ্রীচৈতন্য হে দয়ানিধে ময়ি তব দয়া ভূয়াৎ ভবতু। প্রার্থনায়াং লিঙঃ

হয় তবেই মহাপ্রভুকে শ্রবণ করান ॥ ৫০ ॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও গীতগোবিন্দ এই তিন গীতে মহাপ্রভুর আনন্দ হয়। দামোদর সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যায় বৃহস্পতিসদৃশ হয়েন, উঁহার সমান আর মহা-বুদ্ধিমান্ কেহ নাই। উনি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণের প্রাণসমান হয়েন, সেই দামোদর আসিয়া একটী শ্লোক পাঠপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে গিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ১৪ শ্লোকে (আকাশে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া) স্বরূপদামোদরের বাক্য যথা—

স্বরূপ দামোদর কহিলেন, হে শ্রীচৈতন্য! হে দয়ানিধে! যে অনা- অনায়াসেই সমস্ত দুঃখ সংহার করে, অতিনির্ম্মল রসপ্রদ ও সমস্ত

(ক) শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ইতি ॥ ৫২ ॥

উঠাইঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন। দুই জন প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা। তবে মহাপ্রভু

প্রয়োগঃ। দয়া কথম্ভূতা। অমন্দোদয়া মন্দঃ ক্রিয়াসু কুণ্ঠঃ তদ্রহিত উদয়ো যস্যাঃ সা অভ্রাংশ-রহিতা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতা দয়া। হেলোদ্ধূলিতখেদয়া। হেতুচিহ্নগোত্রাদেরিত্যনেন প্রথমার্থে তৃতীয়া হেলয়া অবহেলয়া উদ্ধূলিতো দূরীকৃতঃ খেদো মনস্তাপো। যয়া কুতঃ যতো বিশদয়া নির্ম্মলতয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া। পুনঃ কথম্ভূতয়া প্রোন্মীলদামোদয়া প্রকৃষ্টেন উন্মীলন্ আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাঃ সা তয়া। পুনঃ কথম্ভূতয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়াশাম্যন্ শাস্ত্রাণাং বিবাদঃ বাদানুবাদো যস্যাঃ সা তয়া। কুতঃ যতো রসদয়া শান্তাদিরসং দদাতীতি রসদা তয়া পুনঃ কথম্ভূতয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া চিত্তে অর্পিত উন্মাদঃ দেহাদাবনভিনিবেশো যয়া সা পুনঃ কথম্ভূতয়া শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি প্রেরয়তি সা তয়া। কুতঃ যতঃ সমদয়া বৈষম্যরহিতয়া। পুনঃ কথম্ভূতয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা সীমা যস্যাঃ সা তয়া। নিষ্কামৈকান্তভক্তানাং এতাদৃশ্যেব প্রার্থনা ইতি জ্ঞাপিতং ॥ ৫২ ॥

শাস্ত্রের বাদানুবাদ নিবর্ত্তিত করিয়া পরমানন্দ প্রদান করে এবং চিত্তে প্রেমোন্মাদ ও সর্ব্বজীবে অভিন্নভাব সমর্পণ করত নিরন্তর ভক্তিসুখে নিমগ্ন করে, তোমার সেই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যসীমাবিশিষ্টা, পরিপূর্ণ করুণা আমার প্রতি হউক, এই বলিয়া সমীপে পতিত হইলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন তৎপরে দুই জনে প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন

(ক) হেতুচিহ্ন গোত্র পদে এই পদ্যে চিহ্নার্থে অর্থাৎ বিশেষণে তৃতীয়া। সমস্ত তৃতীয়ান্ত পদগুলি "মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া" এই পদের বিশেষণ। মাধুর্য্যমর্য্যাদারূপ গুণবিশিষ্টা দয়া। এইরূপ অর্থ সঙ্গত। এই শ্লোকস্থ তৃতীয়া লইয়া অনেকের বুদ্ধি বিচলিত হয়।

তারে কহিতে লাগিলা॥ ৫৩॥ তুমি যে আসিবে আমি স্বপ্নেহ দেখিল। ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥ ৫৪॥ স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ। তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেলু করিলু প্রমাদ॥ তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমলেশ। তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেলু অন্য দেশ॥ মুঞি তোমা ছাড়িলু তুমি মোরে না ছাড়িলা। কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥ ৫৫॥ তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন। নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম। সবাসনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥ ৫৬॥ পরমানন্দপুরীর কৈল চরণবন্দন। পুরী গোসাঞি তারে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥ মহাপ্রভু দিলা তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর। জলাদি পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর

সুস্থির হইলেন, অনন্তর মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥

তুমি যে আসিবে তাহা আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, ভাল হইল, অন্ধ যেন দুই চক্ষু প্রাপ্ত হইল॥ ৫৪॥

স্বরূপ কহিলেন, প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে ত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া প্রমাদ করিলাম। আপনকার চরণে আমার প্রেমের লেশমাত্র নাই। আমি পাপী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গমন করিয়াছিলাম, আমি আপনাকে ত্যাগ করিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই, পরন্তু কৃপারজ্জু-দ্বারা আমার গলদেশ বন্ধন করিয়া আনয়ন করিলেন॥ ৫৫॥

তৎপরে স্বরূপ নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে, নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমালিঙ্গন করিলেন, তাহার পর জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর ও সার্ব্বভৌম এই সকলের সহিত যথাযোগ্য মিলন করিলেন॥ ৫৬॥

তৎপরে পরমানন্দপুরীর গিয়া চরণ বন্দনা করিলেন, পুরীগোস্বামী ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু তাঁহাকে নির্জন

॥ ৫৭ ॥ আর দিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণসঙ্গে। বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন। দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়বচন ॥ ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম। পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইলু তব স্থান ॥ ৫৮ ॥ সিদ্ধিপ্রাপ্তি কালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈলা মোরে। কৃষ্ণচৈতন্যনিকট রহি সেব যাই তারে ॥ কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিঞা। প্রভু আজ্ঞায় তোমার পদে আইলু ধাইঞা ॥ ৫৯ ॥ গোসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে। কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥ এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা। পুরী গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাহাতে রাখিলা ॥ ৬০ ॥ প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরমস্বতন্ত্র। ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র ॥ ঈশ্বরের

স্থানে বাসাঘর ও জলাদি পরিচর্য্যার নিমিত্ত এক কিঙ্কর দিলেন ॥ ৫৭ ॥

অন্য এক দিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-কৌতুকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে গোবিন্দের আগমন হইল। গোবিন্দ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিনয়বচনে কহিলেন, আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ, আমি পুরী গোস্বামির আজ্ঞায় আপনকার নিকট আসিয়াছি ॥ ৫৮ ॥

সিদ্ধিপ্রাপ্তি (মৃত্যু) কালে গোস্বামী আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা কর। কাশীশ্বর তীর্থ দর্শন করিয়া আগমন করিবেন, আমি প্রভুর আজ্ঞায় আপনার নিকট ধাবমান হইয়া আসিলাম ॥ ৫৯ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ঈশ্বরপুরী আমার প্রতি কৃপা ও বাৎসল্য করিয়া তোমাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরীগোস্বামী কি হেতু শূদ্রসেবক রাখিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

কৃপা জাতি কুলাদি না মানে। বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥ স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর কৃপার। স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ ৬১॥ মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে। পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥ এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন। গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন॥ ৬২॥ প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার। গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥ ইহাকে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়। গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥ ৬৩॥ ভট্টাচার্য্য কহে গুরু আজ্ঞা বলবান্। গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিব শাস্ত্র পরমাণ॥ ৬৪॥

তথাহি রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতাবনবাসপ্রসঙ্গে ৪৬ শ্লোকঃ॥

স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ, পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।

প্রভু কহিলেন, ঈশ্বর পরম স্বতন্ত্র হয়েন, ঈশ্বরের কৃপা বেদের পরতন্ত্র নহে, ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল মানে না, বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃপা কেবল স্নেহমাত্র অপেক্ষা করে। ঈশ্বর স্নেহের বশীভূত হইয়া স্বতন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন॥ ৬১॥

মর্য্যাদা হইতে স্নেহ আচরণে কোটি সুখ এবং যাহার শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ হয়, এই বলিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলে গোবিন্দ প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন॥ ৬২॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য বিচার করুন, গুরুদেবের কিঙ্কর আমার অতিশয় মান্য হয়, ইহাকে নিজসেবা করাইতে উপযুক্ত হয় না, কিন্তু গুরুদেব আজ্ঞা দিয়াছেন, ইহার উপায় কি?॥ ৬৩॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, গুরুর আজ্ঞা বলবতী, শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই॥ ৬৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতাদেবীর বনবাসপ্রসঙ্গে ৪৭ শ্লোকার্থ যথা—

প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ইতি ॥ ৬৫ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে করি অঙ্গীকার। আপন শ্রীঅঙ্গসেবা দিল অধিকার ॥ প্রভুর প্রিয়ভৃত্য করি সবে করে মান। সকলবৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ৬৬ ॥ ছোট বড় কীর্ত্তনিয়া দুই হরিদাস। রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন। গোবিন্দের ভাগ্য সীমা না যায় বর্ণন ॥ ৬৭ ॥ আর দিন মুকুন্দ-দত্ত কহে প্রভুস্থানে। ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥ আজ্ঞা

স ইতি। পিতুর্নিয়োগাৎ শাসনাৎ ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন কর্ত্রা। ন লোকেত্যাদিনা ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ। মাতরি দ্বিষতীব দ্বিষদ্বৎ। তত্র তস্যেতি বতিপ্রত্যয়ঃ। প্রহৃতং প্রহারং। ভাবে ক্লীবলিঙ্গে ক্তঃ। শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্। ভাষায়াং সদ বস শ্রুব ইতি কসুপ্রত্যয়ঃ। স লক্ষ্মণঃ তৎ অগ্রজশাসনং প্রত্যগ্রহীৎ। হি যস্মাৎ গুরূণামাজ্ঞা অবিচারণীয়া ॥ ইতি রঘুসঞ্জীবন্যাং মল্লীনাথঃ ॥ ৬৫ ॥

ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য রাম পিতার আজ্ঞায় মাতাকে ছেদন করিয়াছিলেন শুনিয়া লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত শাসন গ্রহণ করিলেন, যেহেতু গুরুর আজ্ঞা অবিচার্য্য, অর্থাৎ গুরুদেব যেরূপ আজ্ঞা করেন তাহাই পালন করিতে হয়, তাহাতে বিচার করিতে নাই ॥ ৬৫ ॥

এজন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিয়া আপনার শ্রীঅঙ্গের সেবাবিষয়ে তাহাকে অধিকার প্রদান করিলেন। ভক্তগণ গোবিন্দকে মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত বলিয়া সম্মান এবং গোবিন্দও সকল বৈষ্ণবের সমাধান করেন ॥ ৬৬ ॥

ছোট হরিদাস ও বড় হরিদাস এই দুই জন কীর্ত্তনিয়া, তথা রামাই ও নন্দাই এই দুই জন গোবিন্দের নিকট থাকিয়া গোবিন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেবা করেন। যাহা হউক, গোবিন্দের ভাগ্যের পরিসীমা নাই ॥ ৬৭ ॥

দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই। প্রভু কহে গুরু তিহঁ যাব তাঁর ঠাঞি ॥ ৬৮ ॥ এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্তসঙ্গে। চলি আইলা ব্রহ্মানন্দভারতীর আগে ॥ ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর। তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর ॥ ৬৯ ॥ দেখিয়াহ ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই। মুকুন্দেরে পুছে কোথা ভারতীগোসাঞি ॥ মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান। প্রভু কহে তিহঁ নহে তুমি অগেয়ান ॥ অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান। ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ॥৭০॥ শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে। মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহাঁরে ॥ ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি। চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি ॥ ৭১ ॥ আজি

অন্য একদিন মুকুন্দদত্ত প্রভুকে কহিলেন, প্রভো! ব্রহ্মানন্দভারতী আপনার দর্শনে আগমন করিয়াছেন, যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে এইস্থানে লইয়া আসি। প্রভু কহিলেন, তিনি গুরু, আমি তাঁহার নিকট গমন করিব ॥ ৬৮ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মানন্দ ভারতীর অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর অন্তঃকরণ দুঃখিত হইল ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভু দেখিয়া এরূপ ছল করিলেন, যেন দেখিয়াও দেখেন নাই, মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতীগোস্বামী কোথায়? মুকুন্দ কহিলেন এই অগ্রে বিদ্যমান আছেন, প্রভু কহিলেন, মুকুন্দ! তুমি অজ্ঞান, ইনি কেন ভারতীগোস্বামী হইবেন, তোমার জ্ঞানমাত্র নাই, অন্যকে অন্য বলিতেছ, ভারতীগোস্বামী চাম পরিধান করিবেন কেন? ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মানন্দ শুনিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন, আমার এই চর্ম্মাম্বর ইহাঁকে প্রীত বোধ হইতেছে না, ইনি ভাল বলিতেছেন, আমি দম্ভের জন্য চর্ম্মাম্বর পরিধান করি, চর্ম্মাম্বর পরিধানে কখনও সংসার উত্তীর্ণ

হৈতে না পরিল এই চর্ম্মাম্বর। প্রভু বহির্বাস আনাইলা জানিঞা অন্তর॥ চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন। প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ-বন্দন॥ ৭২॥ ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে। পুন না করিবে নতি ভয় পাও চিতে॥ সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহ চলাচল। জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত সচল॥ তুমি গৌরবর্ণ তিহঁ শ্যামলবরণ। দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ তারণ॥ ৭৩॥ প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে। দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল। শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়াছে অচল॥ ৭৪॥ ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইঞা। ইহাঁ সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিঞা॥

হইব না॥ ৭১॥

যাহা হউক, আজি হইতে আর চর্ম্মাম্বর পরিধান করিব না, প্রভু তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া বহির্বাস আনয়ন করাইলেন। ব্রহ্মানন্দ যখন চর্ম্ম ছাড়িয়া বসন পরিধান করিলেন, তখন মহাপ্রভু আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলেন॥ ৭২॥

ভারতী কহিলেন, আপনকার আচার লোকশিক্ষার নিমিত্ত, আপনি আর আমাকে নমস্কার করিবেন না, ইহাতে আমি চিত্তে ভয় পাইতেছি, সম্প্রতি এস্থানে চল ও অচল দুই ব্রহ্ম উপস্থিত, জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম এবং আপনি সচল ব্রহ্ম। আপনি গৌরবর্ণ, তিনি শ্যামবর্ণ, দুই ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ উদ্ধার করিলেন॥ ৭৩॥

এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, আপনি সত্য বলিতেছেন, আপনার আগমনে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দুই ব্রহ্ম প্রকটিত হইল, আপনি ব্রহ্মানন্দ নামক গৌরবর্ণ চল ব্রহ্ম, শ্যামবর্ণ অচল ব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়া আছেন॥ ৭৪॥

ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে * জীব ব্রহ্ম জানি। জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেত বাখানি ॥ চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন। দুই ব্যাপ্য ব্যাপকত্বে এইত কারণ ॥ ৭৫ ॥

তথাহি মহাভারতীয়দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে
সহস্রনামস্তোত্রে ৭৫। ৯২। শ্লোকয়োঃ যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৬ ॥

এই সব নামের ইহো হয় নিজাস্পদ। চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর

সহস্রনামটীকায়াং। সুবর্ণবর্ণেতি। হেমাঙ্গঃ হিরণ্ময়ঃ পুরুষ ইতি (য এষ অন্তরাদিত্য-হিরণ্ময়ঃ। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং) ইতি শ্রুতেঃ। চন্দনাঙ্গদী অহ্লাদজনককেয়ূরযুক্তঃ। সন্ন্যাসকৃৎ চতুর্থং মোক্ষাশ্রমং কৃতবান্। শমঃ। সন্ন্যাসিনাং প্রাধান্যেন জ্ঞানসাধনং শমমা-

ভারতী কহিলেন, সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া, ইহাঁতে এবং আমাতে যে ন্যায় (বিচার) উপস্থিত, মনোনিবেশ করিয়া বুঝুন, ব্যাপ্য ও ব্যাপক ভাবে ব্রহ্ম জানা যায়। জীব ব্যাপ্য ও ব্রহ্ম ব্যাপক, ইহাই শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেন। চর্ম্ম ঘুচাইয়া ইনি আমার শোধন করিলেন, ব্যাপ্য ও ব্যাপকত্বে এই দুই কারণ কহিলাম ॥ ৭৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ মহাভারতের দানধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়ে
সহস্রনামস্তোত্রে ৭৫ ও ৯২ শ্লোকদ্বয়ে যথা ॥

ভগবান্ সুবর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, হেমাঙ্গ অর্থাৎ গলিত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন, বরাঙ্গ (শ্রেষ্ঠাঙ্গ), চন্দনাঙ্গদী চন্দনের অঙ্গদযুক্ত, সন্ন্যাসকৃৎ (সন্ন্যাসকারী), শম (শান্তি ও জ্ঞানসাধন-যুক্ত), শান্ত (শান্তিদাতা বা

* অল্পদেশবর্ত্তিত্বং ব্যাপ্যত্বং অনেকদেশবর্ত্তিত্বং ব্যাপকত্বং। অর্থাৎ অল্পদেশবর্ত্তী ব্যাপ্য জীব এবং অনেকদেশবর্ত্তী (সর্ব্বব্যাপক) ঈশ্বর ॥

শ্রীভুজে অঙ্গদ॥ ৭৭॥ ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়। প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥ গুরুশিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্য-পরাজয়। ভারতী কহে এহ নহে অন্য হেতু হয়॥ ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব। আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥ ৭৮॥ আজন্ম করিল আমি নিরাকার-ধ্যান। তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান॥ কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ। তোমাকে তদ্রূপ

চষ্টে ইতি শমঃ। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ। প্রলয়কালে নিতরাং তত্রৈব তিষ্ঠন্তি ভূতানীতি নিষ্ঠা। সমস্তাবিদ্যানিবৃত্তিঃ শান্তিঃ সা ব্রহ্মৈব। পরায়ণঃ পুনরাবৃত্তিশঙ্কারহিতঃ॥ ৭৬॥

বিষয়ে অনাসক্ত), নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ অর্থাৎ প্রলয়কালে যে সর্ব্বাধিকরণে সমস্তভূত সূক্ষ্মরূপে বাস করে, অথবা যাহাতে নিষ্ঠা চিত্তের একাগ্রতা হয় অথবা শান্তিশব্দে মঙ্গলাদি। এই দুই বিষয়ে নিপুণ (ক)॥ ৭৬॥

ইনি এই সকল নামের আশ্রয়স্থান এবং ইঁহার চন্দনভ্রক্ষিত প্রসাদি ডোর (রজ্জু) বাহুতে অঙ্গদরূপে রহিয়াছে॥ ৭৭॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ভারতি! এ বিষয়ে তোমারই জয় দেখিতেছি। প্রভু কহিলেন, যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য, গুরুশিষ্যে ন্যায় (বিচার) উপস্থিত হইলে শিষ্যেরই পরাজয় হয়। ভারতী কহিলেন, ইহা নহে, ইহার অন্য কারণ আছে, আপনি ভক্তের নিকট পরাজিত হয়েন, ইহা আপনার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। আর একটী আপনকার স্বভাব বলি শ্রবণ করুণ॥ ৭৮॥

আমি জন্মাবধি নিরাকার ধ্যান করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার সম্বন্ধে কৃষ্ণ বিদ্যমান হইলেন। আমার মুখে কৃষ্ণনাম এবং

(ক) বিষ্ণুসহস্রনামে ৭৫ শ্লোকে "সন্ন্যাসকৃৎ ইত্যাদি পরার্দ্ধটী পূর্ব্বে এবং ৯২ শ্লোকে "সুবর্ণবর্ণ" ইত্যাদি পূর্ব্বার্দ্ধটী পরে লিখিত আছে।

দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার। ইহা দেখি সেই দশা হৈল আমার ॥ ৭৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রথমশান্তভক্তি-
লহর্য্যাং ২০ অঙ্কে তথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে
২৬ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং যথা—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ, স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ইতি॥ ৮০ ॥

দুর্গমসঙ্গমনী। অদ্বৈতেতি। শান্তং জ্ঞানমুক্তং স্বানন্দেতি স্বসুখবপর্য্যন্তং স্বানন্দ এব সিংহাসনং তত্র লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈরিত্যর্থঃ। দীক্ষ মৌণ্ড্যে ইতি ধাতুগণাৎ। ব্যাজস্তুতিরিয়মিতি। অন্যত্র। কেনাপি শঠেন শক্তিমোহনগ্রহণকারিণা হঠেন হঠাৎকারেণ বয়ং দাসীকৃতাঃ। অভূততদ্ভাবে চ্বিপ্রত্যয়ঃ। কথম্ভূতেন গোপবধূবিটেন কামতন্ত্রকলাবেদিনা। বয়ং কথম্ভূতাঃ। অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ অদ্বৈতং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং তদেব বীথী পন্থাঃ অদ্বৈতবীথী তস্যাং যে পথিকাঃ পান্থাঃ তৈরুপাস্যা উপাসনীয়াঃ যতঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ। স্বেষাং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানং জ্ঞানিনাং আনন্দং ব্রহ্ম তদেব সিংহাসনং তস্মিন্ লব্ধা প্রাপ্তা দীক্ষা যৈস্তে বয়ং। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মজ্ঞানিনামপি আকর্ষকঃ। ইত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি শ্রীবিল্বমঙ্গলেন জ্ঞাপিতমিতি ॥ ৮০ ॥

মনে ও নেত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন, আপনাকে দেখিতে হৃদয় তদ্রূপ সতৃষ্ণ হইতেছে। বিল্বমঙ্গল যেমন নিজের দশা বর্ণন করিয়াছিলেন, আপনাকে দেখিয়া আমার সেইরূপ দশা উপস্থিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে প্রথমশান্তভক্তিলহরীর
২০ অঙ্কে তথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ৮ অঙ্কে
২৬ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলের বাক্য যথা—

আমরা অদ্বৈতবাদিগণের উপাস্য ও আনন্দস্বরূপ সিংহাসনে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন গোপবধূর লম্পট (শঠ) হঠাৎ আমাদিগকে আপনার ভৃত্য করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়। যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥ ভট্টাচার্য্য কহে দুঁহার সুসত্য বচন। আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥ প্রেম বিনা তভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার। ইহাঁর কৃপাতে হয় দর্শন ইহাঁর ॥ ৮১ ॥ প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম। অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥ এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা। ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৮২ ॥ রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য। প্রভু পাশে রহিলা দুঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য ॥ ৮৩ ॥ কাশীশ্বরগোসাঞি আইলা আর দিনে। সম্মান করিঞা প্রভু রাখিল নিজস্থানে ॥ প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বরদর্শন।

মহারাজ কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণে আপনার গাঢ় প্রেম হয়, এ জন্য আপনার যে যে স্থানে নেত্রপাত হইতেছে, সেই সেই স্থানে আপনার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনাদিগের দুই জনেরই বাক্য সত্য, আগে (পশ্চাৎ) যদি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন দেন, তথাপি প্রেম ব্যতিরেকে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না, যাহার প্রতি ইহাঁর কৃপা হয়, সেই ইহাঁকে দেখিতে পায় ॥ ৮১ ॥

প্রভু কহিলেন, "বিষ্ণু বিষ্ণু" সার্ব্বভৌম! কি বলিতেছেন, অতিস্তুতি নিন্দার লক্ষণ হয়। এই বলিয়া ভারতীকে লইয়া নিজবাসায় আসিলেন, ভারতীগোস্বামী প্রভুর নিকটে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৮২ ॥

তথা রামভদ্র আচার্য্য ও ভগবান্ আচার্য্য এই দুই জন অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৮৩ ॥

আর এক দিন কাশীশ্বরগোস্বামী আগমন করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে সম্মান করিয়া নিকটে রাখিলেন। ইহাঁরা সকল যত্ন করিয়া মহাপ্রভুকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে লইয়া যান এবং অগ্রে লোকভীড় হইলে সে

আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ ॥ ৮৪ ॥ যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়। ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে। প্রভু কৃপা করি সবারে রাখিলা নিজস্থানে ॥ ৮৫ ॥ এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণবমিলন। ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ ॥ ৮৬ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ-দাস ॥ ৮৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

সকল নিবারণ করেন ॥ ৮৪ ॥

যেমন নদ নদী সকল আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভুর ভক্ত যেখানে সেখানে থাকুন, সকলে আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে মিলিত হইতে লাগিলেন, মহাপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে রাখিলেন ॥ ৮৫ ॥

এই ত বৈষ্ণবমিলন বর্ণন করিলাম, ইহা যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস এই চৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছে ॥ ৮৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে বৈষ্ণবমিলন নাম দশম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ, কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না, চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নং॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥ আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে। অভয় দান দেহ তবে করি নিবেদনে॥ ৩॥ প্রভু কহে কহ তুমি কিছু নাহি ভয়। যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হইলে নয়॥ ৪॥ সার্ব্বভৌম কহে এই

অত্যুদ্দণ্ডমিতি। গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে ভক্তৈঃ সহ অত্যুদ্দণ্ডং মহোদ্ধতং তাণ্ডবং নৃত্যং কুর্ব্বন্ সন্ স্বধাম্না নিজরূপেণ বিশ্বং প্রেমবন্যায়াং নিমগ্নং আপ্লাবিতং চক্রে কৃতবান্। কথম্ভূতো গৌরচন্দ্রঃ। ভাবালঙ্কৃতঃ নানাভাবসমূহৈরলঙ্কৃতানি ভূষিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ॥ ১॥

গৌরচন্দ্র নানাবিধ ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তগণ সহ শ্রীজগন্নাথদেবের গৃহে অত্যন্ত উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া নিজরূপদ্বারা বিশ্বসংসারকে প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিলেন॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক ও অদ্বৈতচন্দ্র এবং গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

অন্য একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুর নিকটে কহিলেন, হে প্রভো! আপনি যদি অভয় দান করেন, তবে নিবেদন করি॥ ৩॥

প্রভু কহিলেন, আপনি কোন ভয় করিবেন না, যোগ্য হইলে করিব কিন্তু অযোগ্য হইলে করিতে পারিব না॥ ৪॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন, হে প্রভো! এই রাজা প্রতাপরুদ্র উৎকণ্ঠিত

প্রতাপরুদ্র রায়। উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥ ৫॥ কর্ণে হস্ত দিঞা প্রভু স্মরে নারায়ণ। সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন। সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন। স্ত্রী-দরশনসম বিষের ভক্ষণ॥ ৬॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ২৭ শ্লোকে
(কর্ণৌ পিধায়) সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং যথা—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ইতি॥ ৭॥

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন। জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু

নিষ্কিঞ্চনস্যেতি। ভবসাগরস্য পরং পারং জিগমিষোর্গন্তুমিচ্ছোর্জনস্য বিষয়িণাং সন্দর্শনং যোষিতাঞ্চ সন্দর্শনং বিষভক্ষণতোঽপি অসাধু অভদ্রমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

হইয়াছেন, তিনি আপনার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন॥ ৫॥

এই কথা শুনিয়া প্রভু কর্ণে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক নারায়ণ স্মরণ করিয়া কহিলেন, সার্ব্বভৌম! এ অযোগ্য বাক্য কহিতেছেন কেন? আমি সংসারে বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার সম্বন্ধে রাজ-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন বিষভক্ষণ তুল্য॥ ৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ২৭ শ্লোকে
সার্ব্বভৌমের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্য যথা—

চৈতন্যদেব (কর্ণে হস্ত দিয়া) হা কষ্ট! হা কষ্ট! সার্ব্বভৌম! আপনিও কি ইহাই কহিতেছেন? যিনি ভবার্ণবের পরপারে যাইতে অভিলাষী, এবং ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, সেই নিষ্কিঞ্চন জনের বিষয়ি-ব্যক্তির ও রমণীগণের দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অতীব অনিষ্টকর॥ ৭॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন, আপনার এ বাক্য সত্য, কিন্তু রাজা জগন্নাথ-

ভক্তোত্তম ॥ প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ২৮ শ্লোকে
সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং যথা—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ইতি ॥ ৯ ॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে। পুন যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥ ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা। হেনকালে প্রতাপ-

আকারাদপীতি। স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি আকারাৎ আলেখ্যাৎ চিত্রপটস্থিতাদপি ভেতব্যং ভয়নীয়ং ভবেৎ। দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা অহেঃ কালসর্পাৎ মনসঃ ক্ষোভো মহাভয়ং স্যাৎ তথা তদ্বৎ ভয়ং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

দেবের সেবক অতএব ইনি উত্তমভক্ত হয়েন। মহাপ্রভু কহিলেন, যদিচ ইনি ভক্তোত্তম হউন, তথাপি রাজা কালসর্পের আকার, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্ত্রীপুত্তলিকা স্পর্শে যেরূপ বিকারোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ॥ ৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ অঙ্কে ২৮ শ্লোকে
সার্ব্বভৌমের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্য যথা—

চৈতন্যদেব কহিলেন, বিষধরের আকার যেমন বিষধরের ন্যায় চিত্তের ক্ষোভজনক, তদ্রূপ স্ত্রীজাতি ও বিষয়িলোকের আকার দেখিয়াও ভয় করা উচিত ॥ ৯ ॥

আপনি একথা পুনর্ব্বার মুখে আনয়ন করিবেন না, যদি পুনর্ব্বার বলেন তবে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবেন না, সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া ভীত হওত যখন নিজগৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তম দর্শন করিতে আগমন করি-

রুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ॥ ১০ ॥ রামানন্দরায় আইলা গজপতি-সঙ্গে। প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥ ১১ ॥ রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন। দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ রায়সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার। সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার ॥১২॥ রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল। তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥ আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়। চৈতন্যচরণে রহুঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥ ১৩ ॥ তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা। আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে। মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষে ॥ তোমার যে

লেন ॥ ১০ ॥

রামানন্দরায় গজপতি প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমেই আনন্দচিত্তে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হই-লেন ॥ ১১ ॥

রায় আসিয়া প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই জনে প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন। রায়ের সহিত প্রভুর স্নেহ ব্যবহার দেখিয়া সমস্ত ভক্তগণের মনে চমৎকার বোধ হইল ॥ ১২ ॥

অনন্তর রায় কহিলেন, প্রভো! আপনার আজ্ঞাক্রমে রাজাকে কহিয়াছিলাম, আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে রাজা আমাকে বিষয় ত্যাগ করাইয়াছেন। আমি রাজাকে কহিয়াছিলাম আমা হইতে আর বিষয় কার্য্য হইতেছে না, আপনার যদি আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে চৈতন্যদেবের চরণারবিন্দ সমীপে গিয়া অবস্থিতি করি ॥ ১৩ ॥

প্রভো! আপনকার নাম শুনিয়া রাজা আনন্দিত হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। হে ভগবন্! আপনার নাম

বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন। নিশ্চিন্ত হইঞা সেব প্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥ আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে। তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥ পরমকৃপালু তিহঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন ॥ ১৫ ॥ যে তাঁর প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে। তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥ ১৬ ॥ প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান। তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥ তোমাতে এতেক প্রীতি হইল রাজার। এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার ॥ ১৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে ৭ অঙ্কধৃতং

শুনিয়াই রাজার মহাপ্রেমাবেশ হইল, তিনি আমার হস্তধারণ করিয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে আমাকে কহিলেন। তোমার যে জীবিকা তাহা তুমি ভোগ কর এবং নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দের সেবা করিতে থাকে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর রাজা আমাকে কহিলেন, আমি অতি অধম, তাঁহার দর্শনে যোগ্যপাত্র নহি, তাঁহাকে যে সেবা করে, তাহার জীবন সফল। তিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন ও পরমকৃপালু, তিনি কোন জন্মে আমাকে দর্শন দান করিবেন ॥ ১৫ ॥

প্রভো! আপনাতে তাঁহার যে প্রকার প্রেমের আর্ত্তি দেখিলাম, তাহার এক লেশমাত্র প্রীতিও আমাতে নাই ॥ ১৬ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি কৃষ্ণভক্তের মধ্যে প্রধান, তোমাতে যে প্রীতি করে তাহাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া জানিতে হইবে। তোমার প্রতি রাজার যখন এই প্রকার প্রীতি হইয়াছে এই গুণে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিবেন ॥ ১৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডের ভক্তামৃতে ৭ অঙ্ক

আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ ইতি॥ ১৮॥

উক্তপ্রকরণে ৫ অঙ্কে পদ্মপুরাণীয়োত্তরখণ্ডবচনং যথা—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥ ইতি॥ ১৯॥

একাদশস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।

যে ইতি। হে পার্থ অর্জ্জুন যে জনা মে মম ভক্তা কেবলং মামেব ভজন্তি ময়ু মদ্ভক্তান্ তে জনা মদ্ভক্তা ন ভবন্তি, কিন্তু যে জনা মদ্ভক্তানাং মদুপাসকানাং ভক্তা ভবন্তি তে ভক্ত-পূজকাঃ জনা মে মম ভক্ততমাঃ সর্ব্বভক্তোত্তমাঃ মতা ভবন্তি॥ ১৮॥

আরেতি। পরং শ্রেষ্ঠং। তদীয়ানাং ভক্তানাং॥ ১৯॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ১৯। ১৯। মদ্ভক্তপূজেতি। অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া চ। বচনা

ধৃত আদিপুরাণে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে সকল ব্যক্তি আমার ভজন করে তাহারা কখন আমার ভক্ত হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার ভক্ত বলিয়া সম্মত হইয়া থাকেন॥ ১৮॥

ঐ প্রকরণের ৫ অঙ্কে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন যথা—

মহাদেব শঙ্করীকে কহিলেন, দেবি! সকলের আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তদীয় ভক্তজনের অর্চ্চনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট॥ ১৯॥

একাদশস্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা আদর,

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং ॥ ২০ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে মৈত্রেয়ং
প্রতি বিদুরবাক্যং যথা—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২১ ॥

পুরী ভারতীগোসাঞিস্বরূপ নিত্যানন্দ। চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ ॥ জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ। যথাযোগ্য

লৌকিকেনাপি মদ্গুণানামীরণং ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ। অভ্যধিকা মৎপূজাতোঽপি তত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ। সর্ব্বভূতেষপি দৃশ্যমানেষু মমৈব মত্তেস্তত্র স্ফুরণং ॥ ২০ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ৭। ২০। অহো দুর্ল্লভং প্রাপ্তং মমেত্যাহ। দুরাপা দুর্ল্লভা বৈকুণ্ঠস্য বিষ্ণোস্তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু। মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং ততো হরৌ প্রেমা তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্ততে ইতি তাৎপর্য্যং। ক্রমসন্দর্ভো নাস্তি ॥২১॥

অষ্টাঙ্গে অভিবাদন, আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অধিক এবং সকল ভূতেতে আমাকে দর্শন, এই সকল দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মায় ॥ ২০ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে মৈত্রেয়ের
প্রতি বিদুরবাক্য যথা—

বিদুর কহিলেন, আমাদের অতিদুর্ল্লভ লাভ হইল, আমি মহৎ সেবা করিতে পাইলাম, হে মহাত্মন্! মহদ্ব্যক্তিরা ভগবান্ বিষ্ণুর অথবা তদীয় লোকের বর্ত্মস্বরূপ, তাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেবা অল্পতপা ব্যক্তির অনায়াস-লভ্য নহে ॥ ২১ ॥

রামানন্দরায় পুরী ও ভারতীগোস্বামী, তথা স্বরূপ ও নিত্যানন্দ এই চারিগোস্বামির শ্রীচরণে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে জগদা-

সব ভক্তে করিলা মিলন ॥ ২২ ॥ প্রভু কহে রায় দেখিলে কমললোচনে । রায় কহে এবে যাই পাব দরশন ॥ প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা । ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেনে আইলা ॥ ২৩ ॥ রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি । যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী ॥ আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল । জগন্নাথদরশনে বিচার না কৈল ॥২৪ প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন । ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন ॥ প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে । রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন জনে ॥ ২৫ ॥ ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল । সার্ব্ব-ভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিল ॥ মোর লাগি প্রভু-পাদে কৈলে

নন্দ ও মুকুন্দ প্রভৃতি যত ভক্তগণ তাঁহাদিগের সহিত যথাযোগ্য মিলিত হইলেন ॥ ২২ ॥

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রায়! কমললোচন-জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়াছ ? রায় কহিলেন, এখন যাইয়া দর্শন করিব । প্রভু কহিলেন, রায়! তুমি এ কি কর্ম্ম করিলা, অগ্রে জগন্নাথদেব দর্শন না করিয়া কেন এস্থানে আসিয়াছ ? ॥ ২৩ ॥

রায় কহিলেন, আমার চরণ রথ, আর মন সারথি, ইহারা যে স্থানে লইয়া যায়, জীবরূপ রথী সেই স্থানে গমন করে । আমি কি করিব, আমার মন আমাকে এস্থানে লইয়া আসিল, জগন্নাথদর্শনে বিচার করে নাই ॥ ২৪ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, শীঘ্র গিয়া জগন্নাথ দর্শন কর, তৎপরে গৃহে গিয়া কুটুম্বের সহিত মিলিত হইও । প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রায় জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন, রায়ের প্রেমভক্তির রীতি বুঝিতে কাহারও শক্তি নাই ॥ ২৫ ॥

রাজা প্রতাপরুদ্র ক্ষেত্রে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমকে ডাকাইলেন, সার্ব্বভৌম আসিলে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

নিবেদন। সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন ॥ তথাপি না করে তিঁহ রাজদরশন। ক্ষেত্র ছাড়ে পুন যদি করি নিবেদন ॥ ২৬ ॥ শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল। বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ পাপি নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার। শুনি জগাই মাধাই তিহোঁ করিলা উদ্ধার ॥ প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার। এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ৩৪ শ্লোকে

সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্রবাক্যং যথা—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাং।

অদর্শনীয়ানিত্যাদি। স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ ॥ ২৮ ॥

আপনি আমার জন্য প্রভুর পাদপদ্মে কি নিবেদন করিয়াছেন? সার্ব্বভৌম কহিলেন, আমি আপনার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছি, তথাপি তিনি রাজদর্শন করিবেন না, পুনর্ব্বার যদি নিবেদন করি, তাহা হইলে তিনি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন ॥ ২৬ ॥

এই কথা শুনিয়া রাজার মনে অতিশয় দুঃখ উৎপন্ন হইল। তখন তিনি বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলেন, চৈতন্যদেবের পাপি উদ্ধার করিতে অবতার, শুনিতে পাই, তিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছেন। তবে কি কেবল প্রতাপরুদ্রকে ছাড়িয়া জগৎ উদ্ধার করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন? ॥ ২৭ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ৩৪ শ্লোকে

সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রতাপরুদ্রের বাক্য যথা—

সেই প্রভু অদর্শনীয় নীচজাতিদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। তবে কি

মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোহবততার দেবঃ ॥ ইতি ॥২৮

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন। মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥ যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন। কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥ ২৯॥ এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইলা চিন্তিত। রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত॥ ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ। তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥ ৩০॥ তিহঁ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর। অবশ্য করিব কৃপা তোমার উপর॥ তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়। এই উপায় করি প্রভু দেখিবে যাহায়॥ ৩১॥ রথযাত্রাদিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা। রথ-আগে নৃত্য করে

আমা ভিন্ন সকলকেই কৃপা করিবেন বলিয়া সেই দেব অবতীর্ণ হইয়াছেন?॥ ২৮॥

তাঁহার প্রতিজ্ঞা রাজদর্শন করিব না, আমারও প্রতিজ্ঞা তাঁহার দর্শন ব্যতিরেকে জীবন ত্যাগ করিব। আমি যদি সেই মহাপ্রভুর কৃপাধন প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে কি রাজ্য অথবা কি দেহ আমার সমুদায় অকারণ হইবে॥ ২৯॥

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য অতিশয় চিন্তিত এবং রাজার অনুরাগ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর রাজাকে কহিলেন, দেব! আপনি বিষাদ করিবেন না, আপনার প্রতি অবশ্য প্রভুর অনুগ্রহ হইবে॥ ৩০॥

তিনি প্রেমাধীন এবং আপনারও প্রেম গাঢ়তর, যদিচ তিনি আপনার প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করিবেন, তথাপি আমি এক উপায় বলি, এই উপায় করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন॥ ৩১॥

রথযাত্রার দিনে যখন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথের

প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ। সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ ॥ কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন। একলে গিঞা মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৩২ ॥ বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি। আলিঙ্গন করিব তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥ রামানন্দরায় আজি তোমার প্রেমগুণ। প্রভু আগে কহিল তাতে ফিরিয়াছে মন ॥ ৩৩ ॥ শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল। প্রভুরে মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল। স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে। ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৩৪ ॥ স্নানযাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ। ঈশ্বরের অনবসরে হৈল মহাদুখ ॥ ৩৫ ॥ গোপীভাবে প্রভু বিরহে বিহ্বল হইঞা।

অগ্রে নৃত্য এবং প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন, আপনি সেই কালে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিতে করিতে একাকী গিয়া প্রভুর চরণ ধারণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

তৎকালে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না, কৃষ্ণনাম শুনিয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে আপনাকে আলিঙ্গন করিবেন। অদ্য রামানন্দরায় প্রভুর অগ্রে আপনার প্রেমগুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মন ফিরিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

এই কথা শুনিয়া গজপতি প্রতাপরুদ্রের মনে সুখ উপস্থিত হইল। প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যের কথিত-যুক্তিই দৃঢ়তর করিলেন। তৎপরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে স্নানযাত্রা হইবে? ভট্টাচার্য্য কহিলেন, যাত্রা হইতে আর তিন দিন আছে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া প্রভু অতিশয় সুখপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেবের অনবসরে অর্থাৎ দর্শনের অভাবে মনে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

আলালনাথে গেলা প্রভু সবাকে ছাড়িঞা॥ পাছে ভক্তগণ গেলা প্রভুর চরণে। গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদনে॥ সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লৈঞা। প্রভু আইলা রাজার ঠাঁই কহিল আসিঞা॥ হেনকালে আইলা তাহা গোপীনাথাচার্য্য। রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য॥ ৩৬॥ গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত। মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥ নরেন্দ্র আসিঞা সবে হৈলা বিদ্যমান। তাঁ সবার চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান॥ ৩৭॥ রাজা কহে পড়িছারে আমি আজ্ঞা করিব। বাসা-আদি যে চাহি পড়িছা সব দিব॥৩৮॥

তখন প্রভু গোপীভাবে বিরহে বিহ্বল হইয়া সকলকে পরিত্যাগ করত আলালনাথে গমন করিলেন। পশ্চাৎ ভক্তগণ প্রভুর চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া গৌড় হইতে ভক্তগণ আসিয়াছে, এই কথা নিবেদন করিলে, সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে নীলাচলে লইয়া আসিলেন। অনন্তর রাজার নিকট গিয়া "মহাপ্রভু নীলাচলে আগমন" এই কথা যখন নিবেদন করিতেছেন, এমন সময়ে গোপীনাথ আচার্য্য আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করত ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! শ্রবণ করুন॥ ৩৬॥

গৌড়দেশ হইতে দুই শত বৈষ্ণব আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সকল মহাপ্রভুর ভক্ত এবং পরমভাগবত নরেন্দ্রনামক সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বাসা এবং মহাপ্রসাদদ্বারা সমাধান করা কর্ত্তব্য॥ ৩৭॥

রাজা কহিলেন, আমি পড়িছাকে অর্থাৎ দ্বাররক্ষক প্রধান পাণ্ডাকে আজ্ঞা দিব, বাসাপ্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক, সে তৎসমুদায় সম্পন্ন করিয়া দিবে॥ ৩৮॥

তৎপরে ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, ভট্টাচার্য্য! গৌড়দেশ হইতে

মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে। ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥ ৩৯ ॥ ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ। গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥ আমি কাহ না চিনি চিনিতে মন হয়। গোপীনাথাচার্য্য সবার করাবে পরিচয় ॥ ৪০ ॥ এত কহি তিন জন অট্টালী চঢ়িলা। হেনকালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা ॥ ৪১ ॥ দামোদরস্বরূপ গোবিন্দ দুইজন। মালা প্রসাদ লঞা যায়, যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥ ৪২ ॥ প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে। রাজা কহে দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥ ৪৩ ॥ ভট্টচার্য্য কহে এই স্বরূপদামোদর। মহাপ্রভুর ইহঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর ॥ দ্বিতীয় গোবিন্দভৃত্য ইহাঁ সবা দিঞা। মালা পাঠাঞাছেন

মহাপ্রভুর যে সকল ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন, একে একে তাঁহাদিগকে আমায় দর্শন করাও ॥ ৩৯ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনি অট্টালিকার উপর আরোহণ করুন, গোপীনাথাচার্য্য সকলকে জানেন, তিনিই আপনাকে দর্শন করাইবেন। আমি কাহাকেও চিনি না, কিন্তু সকলকে চিনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, গোপীনাথাচার্য্য সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন ॥৪০॥

এই বলিয়া যখন তিন জন অট্টালিকায় আরোহণ করেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ এই দুই জন যেস্থানে বৈষ্ণবগণ অবস্থিত আছেন, সেইস্থানে মালা ও প্রসাদ লইয়া চলিলেন ॥ ৪২ ॥

মহাপ্রভু প্রথমে দুই জনকে প্রেরণ করিয়াছেন, রাজা কহিলেন, সেই দুই জন কে ? আমাকে চিনাইয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ইহাঁর নাম স্বরূপদামোদর, ইনি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর হয়েন। দ্বিতীয়ের নাম গোবিন্দ, ইনি মহাপ্রভুর ভৃত্য। মহাপ্রভু গৌরব করিয়া এই দুই জনদ্বারা মালা প্রেরণ করিয়াছেন ॥৪৪

প্রভু গৌরব করিঞা ॥ ৪৪ ॥ আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল। পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল ॥ তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে। তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিলা দামোদরে ॥৪৫॥ দামোদর কহেন ইহাঁর গোবিন্দ নাম। ঈশ্বরপুরীর সেবক অতিগুণবান্ ॥ প্রভু-সেবা করিতে ইহারে পুরী আজ্ঞা দিলা। অতএব প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিলা ॥ ৪৬ ॥ রাজা কহে যারে মালা দিল দুই জন। আশ্চর্য্য তেজ এই বড় মহান্ত কোন্ ॥৪৭॥ আচার্য্য কহে ইহাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য্য। মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর। বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর ॥ আচার্য্যরত্ন ইহোঁ আচার্য্য পুরন্দর। গঙ্গাদাসপণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর ॥ এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ। হরিদাসঠাকুর এই ভুবনপাবন ॥ এই হরিভট্ট

অনন্তর স্বরূপ গমন করিয়া প্রথমতঃ অদ্বৈতের গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। পরে গোবিন্দ আচার্য্যকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, আচার্য্য তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

দামোদর কহিলেন, ইহার নাম গোবিন্দ, ইনি ঈশ্বরপুরীর সেবক, এ ব্যক্তি অতিশয় গুণবান্। পুরীগোস্বামী ইহাঁকে মহাপ্রভুর সেবা করিতে আজ্ঞা করেন, এজন্য মহাপ্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিয়াছেন ॥৪৬

রাজা কহিলেন, এই দুই জন যাঁহাকে মালা অর্পণ করিলেন, এই আশ্চর্য্য তেজঃসম্পন্ন অতি মহান্ ব্যক্তি কে? ॥ ৪৭ ॥

তখন গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন, ইহাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য্য, ইনি মহাপ্রভুর সম্মানের পাত্র এবং সকলের শিরোধার্য্য, অপর ইহাঁর নাম শ্রীবাসপণ্ডিত, ইহাঁর নাম বক্রেশ্বর, ইনি বিদ্যানিধি আচার্য্য, ইনি গদা-

এই শ্রীনৃসিংহানন্দ। এই বাসুদেবদত্ত এই শিবানন্দ॥ গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেবঘোষ। তিন ভাই কীর্ত্তনে করে প্রভুর সন্তোষ॥ রাঘব পণ্ডিত এই আচার্য্য নন্দন। শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥ শুক্লাম্বর এই, এই শ্রীধর বিজয়। বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥ কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজখান। রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান॥ মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥ কতেক কহিব এই দেখ যত জন। শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্যজীবন॥ ৪৮॥ রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার। বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥ কোটি-সূর্য্য-সম সভার উজ্জ্বল বরণ। কভু

ধরপণ্ডিত, ইনি আচার্য্য রত্ন, ইনি আচার্য্য পুরন্দর, ইনি গঙ্গাদাসপণ্ডিত ইনি শঙ্করপণ্ডিত, ইনি মুরারিগুপ্ত ও ইনি নারায়ণপণ্ডিত, অপর ইঁহার নাম হরিদাসঠাকুর, ইনি ভুবন পবিত্র করিতেছেন। আর ইনি হরিভট্ট, ইনি নৃসিংহানন্দ, ইনি বাসুদেব দত্ত, ইনি শিবানন্দ, অপর এই গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ, এই তিন ভ্রাতা কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করেন। তথা ইনি নন্দনআচার্য্য রাঘবপণ্ডিত, এই শ্রীমান্ শ্রীকান্ত পণ্ডিত, ইনি নারায়ণ, ইনি শুক্লাম্বর, ইনি শ্রীধর, ইনি বিজয়, ইনি বল্লভসেন, ইনি পুরুষোত্তম, ইনি সঞ্জয়। ইনি কুলিনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান এবং ইনি রামানন্দরায়, অপর মুকুন্দদাস, নরহরি রঘুনন্দন, তথা খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও সুলোচন, এই সকল অগ্রে বিদ্যমান রহিয়াছেন অবলোকন করুন। আর কত বলিব, এই যত লোক দেখিতেছেন ইঁহাদের চৈতন্যগতই জীবন॥ ৪৮॥

অনন্তর রাজা কহিলেন, ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার চমৎকার বোধ হইল, বৈষ্ণবের এ প্রকার তেজ কখন নাই। ইঁহাদিগের কোটি-

নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি। কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥ ৪৯ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন। চৈতন্যের সৃষ্টি এই নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ। কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁর করে আরাধন। সেই ত সুমেধা আর কলিহতজন ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে
নিমিরাজং প্রতি করভাজনবাক্যং যথা—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ৫। ২৯।

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তরকলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোহকৃষ্ণো

সূর্য্য সমান তেজ এবং উজ্জ্বলবর্ণ। আমি কখনও এ প্রকার মধুর সঙ্কী-র্ত্তন, এ প্রকার প্রেম, এ প্রকার নৃত্য এবং এ প্রকার হরিধ্বনি কখনও শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৯ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনার এ বাক্য সত্য, এই নামসঙ্কীর্ত্তন চৈতন্যেরই সৃষ্টি অর্থাৎ উনিই ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। কলিকালের কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই ধর্ম্ম। সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা যাঁহারা তাঁহারা আরাধনা করেন, তাঁহারাই সুমেধা। আর যাঁহারা কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা চৈতন্যদেবের আরাধনা না করে, তাহারা কলিহত মনুষ্য অর্থাৎ কলি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৫০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে
নিমিরাজের প্রতি করভাজনের বাক্য যথা—

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ইতি ॥ ৫১ ॥

গৌরকং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বকাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাতিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তে শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতত্বাচ্চ। পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্যুগাবতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং। যদা দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা। কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়াচ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণঃ। তাদৃশশ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বেনৈব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্র বঙ্গোৎকলাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানৈ

যাঁহার নামের আদিতে কৃষ্ণ এই দুইটী বর্ণ আছে অথবা যিনি আপনার কৃষ্ণাবতারের পরমানন্দ বিলাস সকল গান করেন এবং যিনি কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণবিশিষ্ট, তথা সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকি মনুষ্যেরা সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন ॥ ৫১ ॥

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ। তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ ॥ ৫২ ॥ ভট্ট কহে তাঁর কৃপালেশ হয় যারে। সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে ॥ তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে। দেখিলে শুনিলে তারে ঈশ্বর না মানে ॥ ৫৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং যথা—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।

যাগিতি চার্থান্তরেণ বাক্যং। তদেবস্তুতং কৈর্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র বক্তেশ-মথা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তস্যোপাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি ॥ ৫১ ॥

রাজা কহিলেন, শাস্ত্রের প্রমাণে যদি চৈতন্য কৃষ্ণ হইলেন, তবে কেন তাঁহাতে পণ্ডিতগণ বিতৃষ্ণ (অসন্তুষ্ট) হয়েন ॥ ৫২ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, যাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপালেশ হয়, তিনিই তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারেন। আর যাঁহার প্রতি তাঁহার কৃপা না হয়, তিনি পণ্ডিত হউন্ না কেন ? তিনি দেখিয়া শুনিয়াও ঈশ্বর বলিয়া মানেন না ॥ ৫৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য যথা—

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব ! হে ভগবন্ ! যদ্যপি মোক্ষ জ্ঞান-

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ইতি॥ ৫৪॥ *

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া। চৈতন্যের বাসা-আগে চলিলা ধাইঞা॥ ৫৫॥ ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত। মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥ আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লঞা। তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিঞা॥ ৫৬॥ রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ। মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে জন পাঁচ সাত॥ মহাপ্রভুর আলয় করিল গমন। এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥ ৫৭॥ ভট্ট কহে ভক্তগণ আইল জানিঞা। প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁহা লঞা॥৫৮॥

লভ্য তথাচ তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদলেশে যে ব্যক্তি অনুগৃহীত, তিনিই ত্বদীয় মহিমার তত্ত্ব অবগত হয়েন, তদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অসৎ পরিত্যাগ না করিয়া চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না॥ ৫৪॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া অগ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের বাসার দিকে ধাবমান হইতেছেন কেন?॥ ৫৫॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, এই স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ-প্রেমের এই রীতি, মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সকলেই উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হইয়াছেন, অগ্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্রগামি করত তাঁহার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিতে আগমন করিবেন॥ ৫৬॥

রাজা কহিলেন, ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ সাত জন লোকদ্বারা মহাপ্রসাদ হইয়া মহাপ্রভুর আলয়ে গমন করিল, এত মহাপ্রসাদ কি জন্য আবশ্যক হইবে?॥ ৫৭॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন জানিয়া প্রভুর

* ইহার টীকা মধ্যখণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদে ১৮১ পৃষ্ঠায় আছে।

রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান। তাহা না করিঞা কেনে খাব অন্ন পান ॥ ৫৯ ॥ ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম। এই রাগ-মার্গের আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম ॥ ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ। প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ ॥ তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহা-প্রসাদ। প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ-ত্যাগ হয় অপরাধ ॥ ৬০ ॥ বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করিব পরিবেশন। এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ ॥ পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল। প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ॥ যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ। কৃষ্ণাশ্রয়ে ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম ॥ ৬১ ॥

ইঙ্গিতে তথায় প্রসাদ লইয়া যাইতেছে ॥ ৫৮ ॥

রাজা কহিলেন, তীর্থে আসিয়া উপবাস ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে বিধি আছে, ইহাঁরা তাহা না করিয়া কিরূপে অন্ন ও পান (পেয়দ্রব্য) ভোজন করিবেন? ॥ ৫৯ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, তাহা বিধিধর্ম্ম, আর রাগমার্গের ইহাই সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য। ক্ষৌরকর্ম্ম ও উপবাস, ইহা ঈশ্বরের পরোক্ষ (অসাক্ষাৎ) আজ্ঞা। প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা এই যে প্রসাদ ভক্ষণ করিবে। যেস্থানে মহাপ্রসাদ নাই, সেই স্থানেই উপবাসের বিধি, প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন, প্রসাদ ত্যাগ করিলে অপরাধ হয় ॥ ৬০ ॥

বিশেষতঃ প্রভু শ্রীহস্তে পরিবেশন করিবেন, এত লাভ ত্যাগ করিয়া কেন উপবাস করিবে? পূর্ব্বে মহাপ্রভু আমাকে প্রসাদ অন্ন আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি প্রাতঃকালে শয্যায় বসিয়া সেই অন্ন খাইয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করিয়া হৃদয়ে প্রেরণ করেন, সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে বেদধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ॥ ৬১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৪ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে
প্রাচীনবর্হিষং প্রতি নারদবাক্যং যথা—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং॥ ইতি॥ ৬২॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা। কাশীমিশ্র পড়িছা-পাত্র দুঁহা বোলাইলা॥ প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৪। ২৯। ৪৩। তর্হ্যন্যঃ কো নাম কর্ম্মাগ্রহং হিত্বা পরমেশ্বরমেব ভজেৎ অত আহ যমনুগৃহ্ণাতি অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি ভাবিতঃ সন্ তদা লোকে লোকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতাং মতিং ত্যজতি॥ ক্রমসন্দর্ভে। মহৎসু শ্রদ্ধাতারতম্যাত্তু ভগবদনুগ্রহঃ সময়ভেদমপেক্ষ্য প্রবর্ত্তমানঃ সর্ব্বনিরপেক্ষাং ভক্তিং দদাতীত্যাহ যদা যস্যেতি। আত্মনি মহদ্দ্বারা কথাশ্রবণেন শুদ্ধে চিত্তে ভাবিতঃ সন্ যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি তদা স লোকে লৌকিকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতামপি মতিং জহাতি পরিত্যজতীত্যর্থঃ॥ ৬২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৪ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে
৪৩ শ্লোকে প্রাচীনবর্হির প্রতি নারদবাক্য যথা—

নারদ কহিলেন, রাজন্! এমত আশঙ্কা করিও না, যে ব্রহ্মাদি দেবতারা কর্ম্মের আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের ভজন করিতে অক্ষম, তবে অন্য ব্যক্তি কিরূপে পারিবে? মহারাজ! ভগবান্ বাসুদেব আত্মাতে ভাবিত হইয়া যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তাহার লোক-ব্যবহারে ও কর্ম্মমার্গে-পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি পরিত্যক্ত হয়॥ ৬২॥

অনন্তর রাজা অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে নিম্নে আগমন করিয়া কাশীমিশ্র ও পড়িছাপাত্র এই দুই জনকে ডাকাইয়া আনিলেন। প্রতাপরুদ্র ঐ দুইকে এই বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, প্রভুর নিকট যত

প্রভু স্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥ সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ। স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাধ॥ প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈঞা। আজ্ঞা নহে তাহা করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥ এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে। সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব মিলনে॥ ৬৩॥ গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-সঙ্গম॥ সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ। কাশী-মিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন॥ হেন কালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে। বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥ ৬৪॥ অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন। আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥ প্রেমানন্দে হৈলা দোঁহে

ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দে বাসাস্থান, স্বচ্ছন্দে মহাপ্রসাদ দান ও স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইও যেন কোন বাধ উপস্থিত না হয়, তোমরা দুই জনে সাবধানপূর্ব্বক প্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবা, আর যাহাতে আজ্ঞা নাই তাহাও ইঙ্গিত জানিয়া সমাধান করিও এই বলিয়া রাজা দুই জনকে বিদায় দিলেন। তৎপরে সার্ব্বভৌম বৈষ্ণবমিলন দর্শন করিতে আগমন করিলেন॥ ৬৩॥

গোপীনাথাচার্য্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই দুই জন দূরে অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভুর বৈষ্ণবমিলন দর্শন করিতে ছিলেন। বৈষ্ণবগণ যখন সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহের পথের দিকে গমন করিলেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে করিয়া মহাকৌতুক সহকারে পথমধ্যে আসিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইলেন॥ ৬৪॥

অনন্তর অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর চরণ বন্দন করিলে, মহাপ্রভু আচার্য্যকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। দুই জনে প্রেমানন্দে অতিশয় অস্থির হইলেন কিন্তু মহাপ্রভু সময় দেখিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন॥৬৫

পরম অস্থির। সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥ ৬৫॥ শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন। প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥ একে একে সব ভক্তে কৈল সম্ভাষণ। সবা লৈঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন॥৬৬ মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান। অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ॥ আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল। আপনে শ্রীহস্তে সবায় মালা চন্দন দিল॥ ৬৭॥ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা প্রভু-স্থানে। যথাযোগ্য মিলন করিল সবাসনে॥ ৬৮॥ অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়বচনে। আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে॥ অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়। যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥ তথাপি ভক্তসঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস। ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥ ৬৯॥ বাসুদেব

তৎপরে শ্রীবাসাদি আগমন করিয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু প্রত্যেককে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর একে একে সকল ভক্তকে সম্ভাষা করত সকলকে লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিলেন॥৬৬

কাশীমিশ্রের আবাসগৃহ অতি অল্প স্থান হয়, তথায় অসংখ্য বৈষ্ণব আসিয়া সমবেত হইলেন। প্রভু আপনার নিকট সকলকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং শ্রীহস্তে তাহাদিগকে মালাচন্দন অর্পণ করিলেন॥ ৬৭॥

অনন্তর, ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথাচার্য্য এই দুই জন প্রভুর নিকট আগমন করিয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য মিলিত হইলেন॥ ৬৮॥

তৎপরে প্রভু বিনয়বচনে অদ্বৈতকে কহিলেন, আপনার আগমনে অদ্য আমি পূর্ণ হইলাম, অদ্বৈত কহিলেন, ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় যে, যদিচ তিনি পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময় হয়েন, তথাপি ভক্তসঙ্গে তাঁহার সুখোল্লাস হয়, এজন্য তিনি ভক্তসঙ্গে নিরন্তর নানাবিধ বিলাস করিয়া থাকেন॥৬৯

দেখি প্রভু আনন্দিত হৈঞা। তারে কিছু কহে তারে অঙ্গে হস্ত দিঞা॥ যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে। তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥৭০॥ বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ পাইলে তোমার সঙ্গ। তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥ ছোট হৈঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ। তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ॥ ৭১॥ পুন প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে। দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥ স্বরূপের ঠাঞি আছে লহ লেখাইঞা। বাসুদেব আনন্দ হৈলা পুস্তক পাইঞা॥৭২॥ প্রত্যেকে সকল বৈষ্ণব লিখিঞা লইল। ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক

অনন্তর মহাপ্রভু বাসুদেবকে দেখিয়া আনন্দিত হওত তাঁহার অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে কিছু কহিলেন, যদিচ মুকুন্দ শিশুকাল হইতে আমার নিকটে আছে, তথাপি তাহা অপেক্ষা তোমাকে দেখিয়া অধিক সুখ প্রাপ্ত হই॥ ৭০॥

বাসুদেব কহিলেন, অগ্রে মুকুন্দ আপনার সঙ্গ লাভ করিয়াছে, আপনার চরণ প্রাপ্তিকেই পুনর্জন্ম বলিতে হইবে। মুকুন্দ ছোট হইলেও এখন এ আমার জ্যেষ্ঠ, বিশেষতঃ যখন আপনার চরণপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ইহাকে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে॥ ৭১॥

পুনর্ব্বার প্রভু কহিলেন, আমি দক্ষিণ দেশ হইতে তোমার নিমিত্ত দুই খানি পুস্তক আনয়ন করিয়াছি, স্বরূপের নিকট আছে, তুমি তাহা লেখাইয়া গ্রহণ কর। বাসুদেব দুই খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন॥ ৭২॥

তৎপরে যত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকে ঐ দুই খানি পুস্তক লিখিয়া লইলেন, ক্রমে ক্রমে পুস্তক দুই খানি জগৎ ব্যাপ্ত হইল॥ ৭৩॥

জগৎ ব্যাপিল ॥ ৭৩ ॥ শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত। তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত ॥ শ্রীবাস কহেন কেনে কহ বিপরীত। কৃপামূল্যে চারি ভাই তোমার মূল্যক্রীত ॥ ৭৪ ॥ শঙ্কর দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে। সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর। অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর ॥ ৭৫ ॥ দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে। এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥ ৭৬ ॥ শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে। গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে ॥ শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈঞা। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িঞা ॥ ৭৭ ॥

তদনন্তর মহাপ্রভু শ্রীবাসাদিকে মহাপ্রীতি সহকারে কহিলেন, তোমার চারি ভ্রাতারই আমি মূল্যক্রীত হইয়াছি, শ্রীবাস কহিলেন, প্রভো! কেন বিপরীত কহিতেছেন, কৃপারূপ-মূল্যদ্বারা আমরা চারি ভ্রাতা আপনকার মূল্যক্রীত হইয়াছি ॥ ৭৪ ॥

শঙ্করকে দেখিয়া মহাপ্রভু দামোদরকে কহিলেন, তোমার উপর আমার সগৌরব প্রীতি আছে, শঙ্করের প্রতি কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রেম, অতএব শঙ্করকে আমার নিকট রাখ ॥ ৭৫ ॥

দামোদর কহিলেন, শঙ্কর আমা অপেক্ষা ছোট, কিন্তু এখন আপনার কৃপায় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ৭৬ ॥

তৎপরে প্রভু শিবানন্দকে কহিলেন, তোমার প্রতি আমার গাঢ় অনুরাগ আছে, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতে অবগত আছি, এই কথা শুনিয়া শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হওত শ্লোক পাঠপূর্ব্বক দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৭৭ ॥

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ৫৭ শ্লোকে
শ্রীচৈতন্যদেবং প্রতি শিবানন্দসেনবাক্যং যথা—

নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ইতি॥ ৭৮॥

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিঞা। বাহিরে পড়িঞা আছে দণ্ডবৎ হৈঞা॥ মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ। মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন॥ তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিঞা। মহাপ্রভুর

নিমজ্জত ইতি। হে অনন্ত হে প্রভো হে ভগবন্ ভবার্ণবান্তর্ভবসমুদ্রমধ্যে চিরায় বহুকালপর্য্যন্তং নিমজ্জতঃ পতিতস্য মে মম সম্বন্ধে লব্ধঃ প্রাপ্তস্ত্বমেব কূলং তটমিব ত্বমিব অসি ভবসীত্যর্থঃ। হে ভগবন্ ইদানীং অধুনা দয়ায়া ইদং অনুত্তমং কৃপাত্রং জনং নীচসদৃশং ত্বয়াপি লব্ধং অতো দর্শনেন অনুগৃহাণেতি ভাবঃ। অতএব ত্বমেব করুণাসমুদ্রপ্রভুরিতি॥৭৯

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮ অঙ্কে ৫৭ শ্লোকে
শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শিবানন্দসেনের বাক্য যথা—

শিবানন্দ কহিলেন, হে অনন্ত! চিরদিন আমি ভবার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার কূলের স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ৭৮॥

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুর সহিত মিলিত না হইয়া দণ্ডের ন্যায় বাহিরে পতিত হইয়া রহিয়াছেন, মহাপ্রভু মুরারিকে দেখিতে না পাইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে অনেক লোক মুরারিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ধাবমান হইয়া আসিলেন, তখন মুরারি দন্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক দীনভাবে

আগে গেলা দৈন্যদীন হৈঞা॥ ৭৯॥ মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে। পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে॥ মোরে না ছুইহ মুঞি অধম পামর। তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপকলেবর॥ ৮০॥ প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ। তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥ এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন। নিকটে বসাইঞা করে অঙ্গ সম্মার্জন॥৮১॥ আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত-গদাধর। হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর॥ প্রত্যেকে সবার প্রভুকরি গুণগান। পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥ ৮২॥ সবারে সম্মানি প্রভুর হইল উল্লাস। হরিদাস না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস॥ দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।

গমন করিলেন॥ ৭৯॥

অনন্তর প্রভু মুরারিকে দেখিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য গাত্রোত্থান্ করিলেন, মুরারি পাছে পাছে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিলেন, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, আমি অতি অধম পাপী, আমার এ পাপদেহ আপনার স্পর্শযোগ্য নহে॥ ৮০॥

প্রভু কহিলেন, মুরারি! দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য দেখিয়া আমার মন বিদীর্ণ হইতেছে, এই বলিয়া প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করত নিকটে বসাইয়া তাহার অঙ্গ সম্মার্জন করিতে লাগিলেন॥ ৮১॥

তৎপরে আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, গদাধরপণ্ডিত, হরিভট্ট, গঙ্গাদাস ও পুরন্দর আচার্য্য, মহাপ্রভু ইহাঁদের প্রতেকের গুণগান করিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত সম্মান করিলেন॥ ৮২॥

মহাপ্রভু সকলকে সম্মান করিয়া অতিশয় উল্লসিত হইলেন, কিন্তু হরিদাসকে না দেখিয়া কহিলেন, হরিদাস কোথায়?॥

তখন হরিদাস দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া রাজপথের

রাজপথ প্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা। রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িঞা রহিলা ॥৮৩॥ ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে। প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ তুরিতে ॥৮৪ হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার। মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥ নিভৃতে টোটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ। তাঁহা পড়ি রহঁ একা কাল গোঙাও ॥ জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নাহি হয়। তাঁহা পড়ি রহঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ ৮৫ ॥ এই কথা লোক গিঞা প্রভুরে কহিল। শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল ॥ হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন। আসিঞা করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ৮৬ ॥ সর্ব্ব-

---

পার্শ্বদেশে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। মিলনস্থানে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন না, রাজপথের প্রান্তভাগে পতিত হইয়া থাকিলেন ॥ ৮৩ ॥

ভক্তসকল হরিদাসকে লইবার নিমিত্ত ধাবমান হইয়া আসিয়া কহিলেন, প্রভু তোমার সহিত মিলিত-হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, শীঘ্র গমন কর ॥ ৮৪ ॥

হরিদাস কহিলেন, আমি নীচজাতি অতিতুচ্ছ, মন্দির নিকট যাইতে আমার অধিকার নাই। নির্জনে টোটা (উদ্যান) মধ্যে যদি কিছু স্থান প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমি একাকী পড়িয়া থাকিয়া এই কাল যাপন করি, জগন্নাথের সেবকের সঙ্গে যেন আমার স্পর্শ না হয়, আমি সেই স্থানে পড়িয়া থাকি, আমার এই বাঞ্ছা হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

লোক গিয়া যখন মহাপ্রভুর নিকট এই কথা বলিল, তখন তিনি শুনিয়া মনে মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে কাশীমিশ্র ও পড়িছা (দ্বাররক্ষক প্রধান পাণ্ডা) এই দুইজন আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ৮৬ ॥

বৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা। যথাযোগ্য সবাসনে আনন্দে মিলিলা ॥ ৮৭ ॥ প্রভুপাদে দুই জন কৈল নিবেদন। আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান ॥ সবার করিয়াছি বাসাগৃহ সংস্থান। মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান ॥৮৮॥ প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সবা লঞা। যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ যাঞা ॥ ৮৯ ॥ মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথস্থানে। সর্ব্ব বৈষ্ণবের এঁহ করিব সমাধানে ॥ আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে। এক খানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে ॥ সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন। নিভৃতে বসিঞা তাঁহা করিব স্মরণ ॥ ৯০ ॥ মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণ। আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান ॥ আমি

তৎপরে বৈষ্ণবসকলকে অবলোকন করিয়া অতিশয় সুখী এবং সকলের সহিত সানন্দে যথাযোগ্য মিলিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর প্রভুর পাদপদ্মে দুই জন নিবেদন করিলেন, প্রভো! আজ্ঞা দিউন, বৈষ্ণবগণের সমাধান করি। সকলের বাসাস্থান স্থির করিয়াছি, মহাপ্রসাদ-অন্ন দ্বারা সকলের সমাধান করিব ॥ ৮৮ ॥

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, গোপীনাথ ইহাঁদিগকে লইয়া যাও, ইহাঁরা যে যে স্থানে বলেন, সেই সেই স্থানে গিয়া ইহাঁদিগকে বাসস্থান প্রদান কর ॥ ৮৯ ॥

আর মহাপ্রসাদ-অন্ন বাণীনাথের স্থানে দাও, সে গিয়া সকল বৈষ্ণবের সমাধান করিবে। অপর আমার নিকটবর্ত্তি এই পুষ্পোদ্যানের নির্জনস্থানে একখানি গৃহ আছে, আমার প্রয়োজন থাকায় সেই গৃহ খানি আমাকে অর্পণ কর, আমি তথায় নির্জ্জনে বসিয়া স্মরণ করিব ॥৯০

মিশ্র কহিলেন, সমুদায় আপনার, আপনি কি জন্য চাহিতেছেন,

দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী। যেই চাহি সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি॥ এত কহি দুইজনে বিদায় করিলা। গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিলা॥ ৯১॥ গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর। বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর॥ বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লঞা। গোপীনাথ আইলা বাসার সংস্কার করিঞা॥ মহাপ্রভু কহে শুন সব বৈষ্ণবগণ। নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন॥ ৯২॥ সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া দরশন। তবে এথা আসি আজি করিবে ভোজন॥ ৯৩॥ প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা। গোপীনাথাচার্য্য সবায় বাসাস্থান দিলা॥ ৯৪॥ তবে

আপনার যে স্থান প্রয়োজন হয় তাহা সচ্ছন্দে গ্রহণ করুন। আমরা দুই জন আপনকার আজ্ঞাকারী দাস, যাহা ইচ্ছা হয় আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাই আজ্ঞা করুন, এই বলিয়া দুই জনকে বিদায় করিলেন, গোপীনাথ ও বাণীনাথ এই দুই জনকে তাঁহাদিগের সঙ্গে দিলেন॥ ৯১

ঐ দুই জন গোপীনাথকে সমস্ত বাসাগৃহ দেখাইলেন, এবং বাণীনাথের হস্তে বিস্তর প্রসাদ অর্পণ করিলেন, বাণীনাথ অন্ন, পিঠা ও পানা (সরবৎ) লইয়া আসিলেন এবং গোপীনাথ বাসার সংস্কার অর্থাৎ মার্জ্জনাদি করিয়া আগমন করিলেন॥ ৯২॥

অনন্তর মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবগণকে কহিলেন, তোমরা সকল আপন আপন বাসায় গমন কর, তৎপরে সমুদ্রে স্নানপূর্ব্বক মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করত অদ্য ভোজন করিবা॥ ৯৩॥

মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলে তাঁহারা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় গমন করিলেন, গোপীনাথাচার্য্য প্রত্যেককে বাসাস্থান নির্দ্দেশ

প্রভু আইলা হরিদাসমিলনে। হরিদাস করে প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তনে॥ প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা। প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠা-ইঞা॥ দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে। প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্যগুণে॥ ৯৫॥ হরিদাস কহে প্রভু না ছুইহ মোরে। মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরমপামরে॥ ৯৬॥ প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥ ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান॥ নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন। দ্বিজ ন্যাসি হৈতে তুমি পরমপাবন॥ ৯৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে

করিয়া দিলেন॥ ৯৪॥

অনন্তর মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত মিলিত হইতে আগমন করিলেন, তৎকালে হরিদাস নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া অগ্রে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই জন প্রেমাবেশে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভৃত্য প্রভুর গুণে এবং প্রভু ভৃত্যের গুণে বিকল (অধৈর্য্য) হইয়া পড়িলেন॥৯৫

তখন হরিদাস কহিলেন, প্রভু আমি নীচ (নিকৃষ্ট), অস্পৃশ্য ও অতিশয় পামর (পাপিষ্ঠ), আমাকে স্পর্শ করিবেন না॥ ৯৬॥

প্রভু কহিলেন, পবিত্র হইবার নিমিত্ত তোমাকে স্পর্শ করিতেছি, তোমার যে রূপ পবিত্র ধর্ম্ম তাহা আমাতে নাই। তুমি ক্ষণে ক্ষণে সমস্ততীর্থে স্নান, যজ্ঞ, তপস্যা, দান এবং নিরন্তর চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া থাক, অতএব তুমি দ্বিজ ও সন্ন্যাসি হইতেও পরমপবিত্র॥ ৯৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে

কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং যথা—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ইতি॥ ৯৮॥

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে। অতিনিভৃত সেই গৃহে দিল বাসাস্থানে॥ এই স্থানে রহ কর নামসঙ্কীর্ত্তন। প্রতিদিন

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩।৩৩।৭। তদ্রূপপাদয়তি। অহো বতেতি আশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে সঃ শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্ যং যস্মাৎ বর্ত্ততে ইতি বা। কুত ইত্যত আহ। ত এব তপস্তেপুঃ তপঃ কৃতবন্তঃ জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ। আর্য্যাস্ত এব সদাচারাঃ। ব্রহ্ম বেদমনূচুঃ অধীতবন্তঃ। ত্বন্নামকীর্ত্তনে তপ আদ্যন্তর্ভূতং অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরে তৈস্তপোহোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি ত্বন্নামকীর্ত্তনেন মহাভাগ্যোদয়াদেবাবগম্যতে ইত্যর্থঃ॥ ক্রমসন্দর্ভে। তস্মাৎ। সদাঃ সবনীয় কল্পতে ইতি যদুক্তং। তদপি ন কিঞ্চিৎ যতস্তপআদিকং সর্ব্বং ত্বন্নামগ্রহণমাত্রান্তর্ভূতমেব স্যাৎ। যত এব তস্য ত্বন্নামগ্রহীতুস্তপ আদিকর্ত্তৃভ্যো গরীয়স্ত্বমপি স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ অহো বতেতি। ব্যাখ্যা তু টীকায়াঃ প্রথমপক্ষগতৈব গ্রাহ্যা॥ ৯৮॥

কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির বাক্য যথা—

হে দেব! যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও এই কারণে গরীয়ান্ হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তোমার নামকীর্ত্তনেই তপস্যাদির সিদ্ধি হয়, অতএব তোমার নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হয়েন॥ ৯৮॥

এই বলিয়া তাঁহাকে পুষ্পোদ্যানে লইয়া গিয়া অতিনির্জন সেই গৃহে বাসস্থান প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, তুমি এই স্থানে থাকিয়া

আসি আমি করিব মিলন ॥ মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম। এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥ ৯৯ ॥ নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ। হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥ সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইলা নিজস্থান। অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নান ॥ ১০০ ॥ আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া-দরশন। প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥ সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি। শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে। দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন একেক পাতে ॥ ১০১ ॥ প্রভু না খাইলে কেহো না করে ভোজন। ঊর্দ্ধহস্তে বসিঞা রহিলা ভক্ত-

---

নামসঙ্কীর্ত্তন কর, আমি প্রতিদিন আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব, তুমি মন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিবা, তোমার জন্য এই স্থানেই মহাপ্রসাদ অন্ন আসিবে ॥ ৯৯ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ ইঁহারা সকল হরিদাসের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তৎপরে মহাপ্রভু সমুদ্র-স্নান করিয়া নিজ বাসস্থানে আগমন করিলে অদ্বৈত প্রভৃতি সকলে সমুদ্রস্নান করিতে গমন করিলেন ॥ ১০০ ॥

তদনন্তর তাঁহারা জগন্নাথের চূড়া দর্শন করিয়া প্রভুর নিকট ভোজন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরহরি সকলকে যথাযোগ্য ক্রমে উপবেশন করাইয়া শ্রীহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন, ভক্তগণকে দিবার নিমিত্ত প্রভুর হস্তে অল্প অন্ন উঠে না, এক এক জনের পাত্রে দুই তিন জনার ভক্ষ্য অন্ন প্রদান করিতেছেন ॥ ১০১ ॥

প্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করিতেছেন না, ভক্তগণ ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিলেন, তখন স্বরূপ-গোস্বামী প্রভুকে নিবেদন

গণ ॥ স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে কৈল নিবেদন। তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥ তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন। গোপীনাথাচার্য্য তারে করিঞাছে নিমন্ত্রণ ॥ ১০২ ॥ আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা। পুরী ভারতী আছে তোমার অপেক্ষা করিঞা ॥ নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি। বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ১০৩ ॥ তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দহাতে দিল। যত্ন করি হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইল ॥ আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইঞা। পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈঞা ॥ ১০৪ ॥ স্বরূপগোসাঞি দামোদর জগদানন্দ। বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিন জন ॥ নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পূরিঞা। মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিঞা ॥ ১০৫ ॥ ভোজন সমাপ্তি

করিলেন, প্রভো! আপনি ভোজন করিতে না বসিলে কেহ ভোজন করিবে না, আপনকার যত জন সন্ন্যাসী আছেন, গোপীনাথাচার্য্য তাঁহা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ॥ ১০২ ॥

এবং আচার্য্য ভিক্ষার্থ প্রসাদান্ন আনিয়াছেন, পুরী ভারতী সকল আপনকার অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আপনি নিত্যানন্দকে লইয়া ভিক্ষা করিতে উপবেশন করুন, বৈষ্ণবদিগকে আমি পরিবেশন করি-তেছি ॥ ১০৩ ॥

তখন মহাপ্রভু গোবিন্দের হস্তে প্রসাদান্ন দিয়া যত্নসহকারে হরি-দাসের নিকট প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সন্ন্যাসিগণকে সঙ্গে লইয়া আপনি ভোজন করিতে লাগিলেন, গোপীনাথাচার্য্য হৃষ্ট হইয়া পরি-বেশন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

তৎপরে স্বরূপগোস্বামী, দামোদর ও জগদানন্দ ইহাঁরা সকল বৈষ্ণবদিগকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বৈষ্ণবগণ নানাবিধ পিঠা পানা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে

হৈল কৈল আচমন। সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥ বিশ্রাম করিতে সবে নিজবাসা গেলা। সন্ধ্যাকালে আসি পুন প্রভুরে মিলিলা ॥ ১০৬ ॥ হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভুস্থানে। প্রভু মিলাইলা তারে সব-বৈষ্ণবসনে ॥ সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়। কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈলা মহাশয় ॥ সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন। পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য চন্দন ॥ ১০৭ ॥ চারি দিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল। হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে ভাল ভাল ॥১০৮॥ কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল। চতুর্দ্দশলোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ পুরুষোত্তমবাসী লোক

উচ্চ করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

ভোজন সমাপ্তির পর প্রভু আগমন করিয়া বৈষ্ণবদিগকে মাল্য ও চন্দন পরিধান করাইলেন, তাঁহারা নিজ বাসায় গমন করিলেন। পরে পুনর্ব্বার সন্ধ্যাকালে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

এমন সময়ে রামানন্দরায় প্রভুর নিকট আসিলে প্রভু তাঁহাকে সকল বৈষ্ণবের সহিত মিলন করাইলেন এবং তৎপরে সকলকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়া তথায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাকালে ধূপ-আরতি দেখিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে পড়িছা মাল্যচন্দন আনয়ন করিয়া অর্পণ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় কীর্ত্তন করিতেছিলেন, মধ্যে প্রভু শচী-নন্দন কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আটখানি মৃদঙ্গ ও বত্রিশ যোড়া করতাল বাজিতে লাগিল, বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করত ভাল ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০৮ ॥

কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি এরূপ উঠিল যে, চতুর্দ্দশ লোক পরিপূর্ণ

আইল দেখিবারে। কীর্ত্তন দেখি উড়িয়া লোক হৈল চমৎকারে ॥১০৯॥ তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া। প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিঞা ॥ আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়। আছাড়ের কালে ধরে নিত্যা-নন্দরায় ॥ ১১০ ॥ অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার। প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ পিচকারির ধারা যেন অশ্রু নয়নে। চারি-দিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ১১১ ॥ বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ। মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন ॥ চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়। মধ্যে তাণ্ডব * নৃত্য করে গৌররায় ॥ বহুক্ষণ নৃত্য করি

করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিল। পুরুষোত্তমবাসী লোক কীর্ত্তন দেখিতে আগমন করিল, কীর্ত্তন দেখিয়া উৎকলবাসি লোক সকল চমৎকৃত হইল ॥ ১০৯ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দির বেষ্টনপুর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অগ্র পশ্চাৎ চারি সম্প্রদায়ে গান করিতেছেন, মহাপ্রভু যখন ভূমিতে পতিত হইবেন, এমন সময়ে নিত্যা-নন্দরায় গিয়া প্রভুকে ধরিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

তৎকালে মহাপ্রভুর শরীরে অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ (ঘর্ম্ম) ও হুঙ্কারপ্রভৃতি প্রেমের বিকারসমুহ অবলোকন করিয়া লোক সকল চমৎ-কৃত হইতে লাগিল। পিচকারীতে যেরূপ জলধারা নির্গত হয়, তদ্রূপ গৌরহরির নয়নে অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে তাহাতে চারিদিগের লোকসকল যেন স্নান করিতেই লাগিল ॥ ১১১ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু কতক্ষণ বেড়ানৃত্য করিয়া মন্দিরের পশ্চাৎ সঙ্কী-র্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকে চারি সম্প্রদায়ে উচ্চস্বরে গান করিতেছে, তাহার মধ্যে মহাপ্রভু উদ্ধত নৃত্য করিতেছেন, বহু নৃত্যের

* "উদ্ধতং তাণ্ডবং প্রোক্তং" অর্থাৎ উদ্ধত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ইতি দশরূপকালঙ্কারে।

প্রভু স্থির হৈলা। চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়। আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায় ॥ আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদা-ভিতর ॥ ১১৩ ॥ মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ॥ চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন। সবে দেখে করে প্রভু আমার দর্শন ॥ চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভি-লাষ। সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ১১৪ ॥ দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে। কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে ॥ পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে। চৌদিকের সখা কহে চাহে

পর মহাপ্রভু স্থির হইয়া চারি সম্প্রদায়কে নৃত্য করিতে অনুমতি করি-লেন ॥ ১১২ ॥

এক সম্প্রদায়ে অদ্বৈত আচার্য্য, আর এক সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ, অন্য এক সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বরপণ্ডিত ও অপর এক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীনিবাস নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১১৩ ॥

মহাপ্রভু মধ্যে থাকিয়া দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহা এরূপ আশ্চর্য্য যে, চারিদিকে যত লোক নৃত্য গীত করিতেছিল, সকলে দেখিতে পাইল, প্রভু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, প্রভুর অভিলাষ এই যে, তিনি এককালে চারি-জনের নৃত্য দর্শন করিবেন, সেই অভিপ্রায়ে ঐরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করি-লেন ॥ ১১৪ ॥

সকল লোকে তাঁহার দর্শনের আবেশমাত্র দেখিতেছে, কিন্তু তিনি কিরূপে দেখিতেছেন, ইহা কেহ জানিতে পারিল না, যমুনার পুলিনভোজনে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থানে অবস্থিত হইলে কৃষ্ণ আমার প্রতি

আমা-পানে ॥ ১১৫ ॥ নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে। মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১১৬ ॥ মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসঙ্কীর্ত্তন। দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন ॥ ১১৭ ॥ গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তনমহত্ত্বে। অট্টালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিতে ॥ সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার। প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল অপার ॥ ১১৮ কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি। সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা বাসা আইলা গৌরহরি ॥ পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর। সবারে বাঁটিঞা তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন। এই মত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ যাবৎ আছিলা সভে মহাপ্রভুর সঙ্গে। প্রতিদিন এই মত

দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সখা সকল যেমন মানিয়া ছিলেন তদ্রূপ ॥ ১১৫ ॥

নৃত্য করিতে করিতে যিনি মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, অমনি মহাপ্রভু তাঁহাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করেন ॥ ১১৬ ॥

মহানৃত্য, মহাপ্রেম ও মহাসঙ্কীর্ত্তন দর্শন করিয়া নীলাচলবাসী লোক সকল প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিল ॥ ১১৭ ॥

অনন্তর গজপতি প্রতাপরুদ্র রাজা কীর্ত্তনের মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নিজগণ সহ অট্টালিকার উপর আরোহণপূর্ব্বক দর্শন করিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ত্তন দর্শন করিয়া রাজার চমৎকার বোধ হইল, তিনি প্রভুর সহিত মিলিত হইতে অপরিসীম উৎকণ্ঠান্বিত হইলেন ॥ ১১৮ ॥

প্রভু গৌরহরি কীর্ত্তন সমাপনপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করত বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে লইয়া বাসায় আগমন করিলেন। তৎপরে পড়িছা (প্রধান পাণ্ডা) অনেক প্রসাদ আনয়ন করিয়া অর্পণ করিলে, মহাপ্রভু তাহা সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং সকলকে শয়ন নিমিত্ত বিদায় দিলেন আহা! শচীনন্দন গৌরহরি এইরূপে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লীলা প্রকাশ করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ভক্তগণ প্রভুর নিকট অবস্থিত ছিলেন প্রতি-

করে কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ১১৯ ॥ এইমত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস। যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস ॥ ১২০ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেঢ়াসঙ্কীর্ত্তনবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

দিন এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গ করিতেন ॥ ১১৯ ॥

এই ত প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস বর্ণন করিলাম, যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২০ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে ॥ ১২১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতায়াং চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পন্যাং বেঢ়াসঙ্কীর্ত্তনবর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

——:০#০:——

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ, সংমার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ, কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত-ধন্য ॥ ২ ॥ জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ। শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা। তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥ কটক হৈতে পত্রী দিল

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমিতি। স গৌরঃ আত্মবৃন্দৈর্ভক্তবৃন্দৈঃ সহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং মার্জ্জয়ন্ সন্ ক্ষালনতঃ ক্ষালনেন স্বচিত্তবৎ আত্মচিত্তবচ্ছীতলং উজ্জ্বলঞ্চ চকার কৃতবান্। কথং কৃতবান্ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং শ্রীকৃষ্ণস্য বাসযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গৌরাঙ্গদেব নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন করিতে করিতে তাহাকে ক্ষালন করিয়া সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনের উপযুক্ত ও আপনার চিত্তের ন্যায় শীতল ও উজ্জ্বল করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক জয় হউক, ধন্য শ্রীঅদ্বৈত জয় যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ জয় যুক্ত হউন, আপনারা আমাকে শক্তি প্রদান করুন, যাহাতে চৈতন্যচরিত বর্ণন করিতে সমর্থ হই ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে যখন মহাপ্রভু আগমন করেন, তখন গজপতি প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়েন ॥ ৪ ॥

ঐ সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র কটকে ছিলেন, তথা হইতে সার্ব্ব-

সার্ব্বভৌম ঠাঞি। প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই॥ ৫ ॥ ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল। পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল॥ ৬ ॥ প্রভুর নিকটে যত আছে ভক্তগণ। মোর লাগি তা-সবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥ সে সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়। মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥ তা সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়। প্রভুকৃপা বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥ ৮ ॥ যদি মোরে কৃপা না করিব গৌরহরি। রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইয়া ভিখারি॥ ৯ ॥ ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া। ভক্তগণ-পাশ গেলা সে পত্রী লইঞা॥ সবারে মিলিয়া কহিলা রাজবিবরণ। পাছে

ভৌমকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন যে, যদি মহাপ্রভুর অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি দর্শন করিতে গমন করি ॥ ৫ ॥

তাহাতে ভট্টাচার্য্য পত্র লিখিলেন প্রভুর আজ্ঞা হইল না, পুনর্ব্বার রাজা সার্ব্বভৌমকে পত্র পাঠাইলেন ॥ ৬ ॥

পত্রে লিখিলেন যে মহাপ্রভুর নিকট যত ভক্তগণ আছেন, আমার জন্য তাঁহাদিগকে নিবেদন করিবেন ॥ ৭ ॥

তাঁহারা সকল দয়ালু, আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার নিমিত্ত প্রভুর পাদপদ্মে বিনয় করিবেন, তাঁহাদিগের প্রসন্নতায় আমি প্রভুর পাদপদ্মে মিলিত হইব, প্রভুর কৃপাব্যতিরেকে আমাকে রাজ্য ভাল বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

গৌরহরি যদি আমাকে কৃপা না করেন, তবে রাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষুক হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ৯ ॥

তখন ভট্টাচার্য্য পত্র দেখিয়া চিন্তিত হওত সেই পত্রী লইয়া ভক্তগণের নিকট গমন করিলেন এবং সকলের সহিত মিলিত হইয়া রাজ

সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন ॥ ১০ ॥ পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময় । প্রভুর পদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥ সবে কহে প্রভু তারে কভু না মিলিবে । আমি সব কহি যবে দুঃখ সে মানিবে ॥ ১১ ॥ সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার । মিলিতে না কহিব কহিব রাজব্যবহার ॥ এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভুস্থানে । কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে ॥ ১২ ॥ প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন । দেখি যে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ ॥ ১৩ ॥ নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে । না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে ॥ যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে । তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হইতে ॥ ১৪ ॥

বিবরণ নিবেদন করত পশ্চাৎ সকলকে সেই পত্রী দর্শন করাইলেন॥১০

পত্রী দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময় জন্মিল, আহা ! গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রভুর পাদপদ্মে এত দৃঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে ? তৎপরে সকলে কহিলেন, মহাপ্রভু তাঁহার সহিত কখন মিলিত হইবেন না, আমরা নিবেদন করিলে তিনি দুঃখ করিয়া মানিবেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, সার্ব্বভৌম কহিলেন, আপনারা সকল একবার গমন করুন, মিলিতে কহিব না, রাজার ব্যবহার নিবেদন করিব । এই বলিয়া সকলে মহাপ্রভুর নিকট গমন করত রাজব্যবহার বলিতে উন্মুখ হইলেন কিন্তু কেহ কিছু বলিতেছেন না ॥ ১২ ॥

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, আপনারা কি বলিতে আগমন করিলেন, কহিতেছেন না কেন, ইহার কারণ কি ? ॥ ১৩ ॥

নিত্যানন্দ কহিলেন, আপনাকে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, না কহিলেও থাকিতে পারি না, কহিতে মনোমধ্যে ভয় করিতেছি, যোগ্যাযোগ্য সকল আপনাকে নিবেদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আপ-

যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হৈল মন। তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ তোমা সবার ইচ্ছা এই আমা সবা লঞা। রাজাকে মিলেন এহ কটক যাইঞা ॥ পরমার্থ যাউ লোকে করিব নিন্দন। লোক রহু দামোদর করিব ভর্ৎসন ॥ তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে। দামোদর কহে যদি তবে মিলি তারে ॥১৫॥ দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥ আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব। আপনে মিলিবে তাঁরে তাহো যে দেখিব ॥ ১৬ ॥ রাজা তোমার স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ। তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরবশ ॥ যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরমস্বতন্ত্র। তথাপি স্বভাবে হও

নার সহিত না মিলিলে রাজা যোগী হইবেন ॥ ১৪ ॥

যদিচ রাজার এই কথা শুনিয়া প্রভুর মন কোমল হইল, তথাপি বাহিরে নিষ্ঠুর বচন কহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন, আপনাদিগের ইচ্ছা এই যে আমাদিগকে লইয়া কটক গমন করত ইনি রাজার সহিত মিলিত হয়েন। পরমার্থ যাউক লোকে নিন্দা করিবে, লোকের কথাত দূরে থাকুক্ দামোদরও আমাকে ভর্ৎসন করিবেন। আপনাদি-দিগের আজ্ঞায়, আমি রাজার সহিত মিলিত হইব না, যদি দামোদর কহেন তবে তাঁহার সহিত মিলিত হইব ॥ ১৫ ॥

তখন দামোদর কহিলেন, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমুদায় আপনার বিদিত আছে, আমি কোথাকার ক্ষুদ্র জীব যে, আপনাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা প্রদান করিব, আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন তাহা দেখিতে পাইব ॥ ১৬ ॥

রাজা আপনাকে স্নেহ করেন, আপনি তাঁহার স্নেহের বশীভূত, যদিচ আপনি ঈশ্বরও পরম স্বতন্ত্র, তথাপি স্বভাবতঃ আপনি প্রেমাধীন,

প্রেম-পরতন্ত্র ॥ ১৭ ॥

নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন। যে তোমারে কহে কর রাজারে মিলন ॥ কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য় ॥১৮॥ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ। কৃষ্ণ লাগি পতি আগে ছাড়িল পরাণ ॥ ১৯ ॥ তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান। তুমিহ নামিল তারে রহে তার প্রাণ ॥ এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি। তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥ ২০ ॥ প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্। যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥ তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ। মাগিঞা লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল। সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র

হয়েন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ কহিলেন, সেই প্রকার কোন্ ব্যক্তি হইবে যে আপনাকে রাজার সহিত মিলিত হইতে কহিবে? কিন্তু অনুরাগি লোকের এই প্রকার স্বভাব হয় যে, অভীষ্ট বস্তুকে না পাইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

আপনি সেই প্রকার যুক্তিতে অবধান করুন, আপনিও মিলিবেন না অথচ তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে, অতএব আপনি যদি কৃপা করিয়া এক-খানি বহির্বাস দেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আপনার আশায় প্রাণ ধারণ করিবেন ॥ ২০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আপনারা সকল পরম বিদ্বান্, যাহা ভাল হয় তাহাই সমাধান করুন। তখন নিত্যানন্দগোস্বামী গোবিন্দের নিকট মহাপ্রভুর একখানি বহির্বাস চাহিয়া লইলেন এবং সেই বহির্বাস সার্ব্ব-ভৌমের নিকট দিলেন, সার্ব্বভৌম তাহা রাজার নিকট প্রেরণ করি-

রাজারে পাঠাইল ॥২১॥ বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন। প্রভু-রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥ ২২ ॥ রামানন্দরায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা। প্রভুসঙ্গে রহিতে যদি রাজারে নিবেদিলা ॥ তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা। আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা ॥ মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে। মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥ ২৩ ॥ একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা। রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ প্রভু পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার। প্রসঙ্গ পাইঞা ঐছে কহে বার বার ॥২৪॥ রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ। রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন ॥ উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।

লেন ॥ ২১ ॥

বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া রাজার মন আনন্দিত হইল এবং তিনি ঐ বস্ত্রকে মহাপ্রভুর স্বরূপ জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

রামানন্দরায় দক্ষিণ হইতে আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিব বলিয়া যখন রাজাকে নিবেদন করিলেন তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুমতি দিলেন ও মহাপ্রভুর সহিত আপনার মিলন জন্য অনুরোধ করিয়া কহিলেন। তোমাকে মহাপ্রভু অতিশয় কৃপা করেন অতএব তাঁহার সহিত আমাকে মিলাইবার জন্য অবশ্য তাঁহার সাধনা করিবা ॥ ২৩ ॥

অনন্তর এক সঙ্গে যখন দুই জন ক্ষেত্রে আগমন করিলেন, তখন রামানন্দরায় গিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং প্রভুর পদে রাজার প্রেমভক্তি নিবেদন করিয়া প্রসঙ্গাধীন রাজার ঐ বিষয় বারম্বার নিবেদন করিলেন ॥ ২৪ ॥

রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন, তিনি রাজার প্রীতি নিবেদন করিয়া মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন, প্রতাপরুদ্র উৎকণ্ঠায়

রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥ রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন। একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ ২৫ ॥ প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিঞা। রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইঞা ॥ রাজার মিলনে ভিক্ষুর তুই লোক নাশ। পরলোক রহু লোকে করে উপহাস ॥ ২৬ ॥ রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র ? ২৭ ॥ প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ সন্ন্যাসির অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়। শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ ২৮ ॥ রায় কহে কত পাপির করিয়াছ অব্যাহতি। ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ ২৯ ॥

থাকিতে পারেন না, রামানন্দ মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রভুকে সাধন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে এই নিবেদন করিলেন যে, আপনি প্রতাপরুদ্রকে একবার চরণপদ্ম দর্শন করান ॥ ২৫ ॥

অনন্তর প্রভু কহিলেন রামানন্দ বিচার কর, সন্ন্যাসী হইয়া কি রাজদর্শন করা উপযুক্ত হয় ? । রাজার সহিত মিলিত হইলে সন্ন্যাসির তুই লোক নষ্ট হয়, পরলোকের কথাত দূরে থাকুক, বরঞ্চ লোকে উপহাস করিবে ॥ ২৬ ॥

রামানন্দ কহিলেন, প্রভো ! আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনার কাহাকে ভয়, আপনি পরাধীন নহেন ॥ ২৭ ॥

প্রভু কহিলেন, আমি মনুষ্য, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি, কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় পাইতেছি। সন্ন্যাসির অল্প ছিদ্র (কিঞ্চিন্মাত্র দোষ) সকল লোকে কীর্ত্তন করে, যেমন শুক্ল বস্ত্রে মসিবিন্দু (কালীর ক্ষুদ্র দাগ) কখন লুকায়িত হয় না ॥ ২৮ ॥

রায় কহিলেন, আপনি কত পাপির অব্যাহতি করিয়াছেন, গজপতি প্রতাপরুদ্র ঈশ্বরসেবক এবং আপনকার ভক্ত ॥ ২৯ ॥

প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্। তাহারে মলিন করে এক রাজ নাম ॥ তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়। তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয় ॥ "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী। পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ ৩০ ॥ তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা। প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞা আইলা ॥ ৩১ ॥ সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ। কৈশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন ॥ পীতাম্বর ধরে অঙ্গের রত্ন আভরণ। কৃষ্ণস্মরণের তিঁহো হৈলা উদ্দীপন ॥ ৩২ ॥ তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা ॥ ৩৩ ॥ এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে। ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি

প্রভু কহিলেন, যেমন দুগ্ধ পূর্ণ কলস সুরাবিন্দু পাতে কেহ স্পর্শ করে না, যদিচ প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্ এক রাজ নামে তাহাকে মলিন করিয়াছে, তথাপি তোমার যদি মহা আগ্রহ হয়, তবে তাঁহার সন্তানকে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করাও। "আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন" শাস্ত্রের এই প্রসিদ্ধ বেদবাক্য আছে, পুত্রের মিলনে তাঁহার সহিত মিলন হইবে ॥ ৩০ ॥

তখন রায় গমন করিয়া রাজাকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেম এবং প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার পুত্রকে লইয়া আসিলেন ॥ ৩১ ॥

রাজপুত্র সুন্দর, শ্যামবর্ণ, কৈশোর বয়স, নেত্র দীর্ঘ অথচ চঞ্চল, পীতাম্বর পরিধান এবং অঙ্গে রত্নালঙ্কার। কৃষ্ণস্মরণের তিনি উদ্দীপন হইলেন, অর্থাৎ রাজতনয়কে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয় ॥ ৩২ ॥

তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হইল, প্রেমাবেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

এই রাজতনয় মহাভাগবত, ইহাকে দেখিয়া সমুদায় লোকের

হয় সর্ব্বজনে॥ কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে। এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ প্রভুস্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ। স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন। তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥ ৩৫॥ তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল। নিত্য আসি আমায় মিলিহ এই আজ্ঞা দিল॥ ৩৬॥ বিদায় হইয়া রায় আইল রাজপুত্র লঞা। রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিঞা॥ পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা। সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥ ৩৭॥ সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন। প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা একজন॥ ৩৮॥ এই মত

ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মৃতি হয়, ইহার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইলাম, এই বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ৩৪॥

প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ হইল, তাহাতে তাঁহার অঙ্গে * স্বেদ, কম্প, অশ্রু ও স্তম্ভ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করত নৃত্য ও রোদন করিতে থাকিলে, তাঁহার ভাগ্য দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে ধৈর্য্য করাইয়া "নিত্য আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইও", এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন॥ ৩৬॥

অনন্তর রামানন্দরায় রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিলেন, রাজা পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া সুখী হইলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করত প্রেমাবিষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ মহাপ্রভুরই যেন স্পর্শ প্রাপ্ত হইলেন॥ ৩৭॥

রাজপুত্র সেই হইতে ভাগ্যবান্ হইলেন এবং প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে এক জন পরিগণিত হইলেন॥ ৩৮॥

* স্বেদ, কম্প, অশ্রু ও স্তম্ভ ইহাদের লক্ষণ মধ্যলীলার ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥ আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ। তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥ ৩৯॥ এই মত নানা রঙ্গে দিন কথো গেল। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥ প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া। পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥ ৪১॥ তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল। গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল॥ ৪২॥ পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার। যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥ বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে। যেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥ ৪৩॥ তোমার যোগ্য সেবা নহে

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে নিরন্তর কীর্ত্তন রঙ্গে ক্রীড়া করেন। আচার্য্যাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, মহাপ্রভু সেই সেই স্থানে ভক্তগণ লইয়া ভিক্ষা করেন॥ ৩৯॥

এই মত নানা রঙ্গে কথক দিন যাপন করিলেন, অনন্তর শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৪০॥

তখন মহাপ্রভু প্রথমে কাশীমিশ্রকে আনিয়া তদ্দ্বারা পড়িছা পাত্র ও সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া আনিলেন॥ ৪১॥

মহাপ্রভু হাস্য করিয়া তিন জনের নিকট কহিলেন, আপনারা আমাকে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনের সেবা দিউন, এই বলিয়া সেবা প্রার্থনা করিলেন॥ ৪২॥

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া পড়িছা কহিলেন, আমরা সকলে আপনকার সেবক, আপনার যাহা ইচ্ছা আমাদের তাহাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ রাজা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, যে প্রভুর যাহা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র তাহা সম্পন্ন করিবা॥ ৪৩॥

হে প্রভো! মন্দির মার্জ্জন আপনার যোগ্য সেবা নহে, আপনার

মন্দির মার্জ্জন। এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন ॥ কিন্তু ঘট সম্মা-র্জনী বহুত চাহিয়ে। আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে ॥ ৪৪ ॥ তবে একশত ঘট শত সম্মার্জনী। নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি ॥ ৪৫ ॥ আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ। শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন ॥ শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জনী। সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৪৬ ॥ গুণ্ডিচামন্দির গেলা করিতে মার্জন। প্রথমে মার্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ভিতর মন্দির উপর সব সংমার্জিল। সিংহাসন মার্জি চারি ভিত শোধিল ॥ ভিতর মন্দির কৈল মার্জন শোধন। পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন ॥ ৪৭॥ চারিপাশে শত ভক্ত সম্মা-র্জনী করে। আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সবারে ॥ প্রেমোল্লাসে গৃহ

মনে যাহা হয় এই এক লীলা করুন। কিন্তু ঘট ও সম্মার্জনী অনেক আবশ্যক আজ্ঞা দিউন আজ সেই সকল দ্রব্য এইস্থানে আনয়ন করি॥৪৪

এই বলিয়া পড়িছা নূতন একশত ঘট ও একশত সম্মার্জনী (ঝাঁটা) আনিয়া প্রভুর অগ্রে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

পর দিন প্রাতঃকালে প্রভু নিজ ভক্তগণকে লইয়া শ্রীহস্তে তাঁহা-দিগের অঙ্গে চন্দন লেপন করত সকলের হস্তে এক এক মার্জনী দিয়া স্বগণ সঙ্গে লইয়া স্বয়ং গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

গুণ্ডিচামন্দির মার্জন করিতে গমন করিয়া প্রথমে সম্মার্জনী লইয়া শোধন করিতে লাগিলেন, ভিতর মন্দির এবং উপরিভাগ সকল সম্মার্জন-পূর্ব্বক সিংহাসন মার্জন করিয়া চারি ভিত শোধন করিলেন, তৎপরে ভিতর মন্দির মার্জন ও শোধন করিয়া পশ্চাৎ জগমোহন শোধন করি-লেন (ভিতর মন্দির, সজ্জা ও বারান্দা। এই তিন ভাগের মধ্যেকার সজ্জাকে জগমোহন বলা যায়) ॥ ৪৭ ॥

চারি পার্শ্বে শত ভক্ত হস্তে সম্মার্জনী লইয়াছেন, প্রভু আপনি

শোধে লয় কৃষ্ণনাম। ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম॥ ৪৮॥ ধূলী-ধূসর তনু দেখিতে শোভন। কাহো কাহো অশ্রু জলে করে সম্মার্জন॥ ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ। সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥ তৃণ ধূলী ঝিঁকর সব একত্র করিঞা। বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইঞা॥ এইমত ভক্তগণ করি নিজবাসে। তৃণধূলী বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ৪৯॥ প্রভু কহে কে কত করিয়াছ মার্জন। তৃণধূলী-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥ সবার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল। সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥৫০॥ এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জন। পুন সবাকারে দিল করিঞা বণ্ঠন॥ সূক্ষ্মধূলী তৃণ কাঁকর সব কর দূর। ভালমতে শোধ

শোধন করিয়া সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধন ও কৃষ্ণ নাম লইতেছেন এবং ভক্তগণও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ ও নিজ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৮॥

ধূলায় ধূসর তনু, দেখিতে পরম সুন্দর, কোন কোন ভক্ত অশ্রুজলে মার্জন করিতেছেন। অনন্তর ভক্তগণ ভোগমণ্ডপ শোধন করিয়া প্রাঙ্গণ শোধন করিলেন, তাহার পর ক্রমে সমুদায় গৃহ শোধনপূর্ব্বক তৃণ, ধূলী ও ঝিঁকর (কঙ্কর) সকল একত্র করত বহির্ব্বাসে করিয়া বাহিরে ফেলাইয়া দিলেন, এইরূপ ভক্তগণ নিজ বস্ত্রে করিয়া পরমানন্দে তৃণ ও ধূলী সকল বাহিরে ফেলাইতে লাগিলেন॥ ৪৯॥

তখন প্রভু কহিলেন, কে কত মার্জ্জন করিয়াছ, তৃণধূলীর পরিমাণে পরিশ্রম জানিব, এই বলিয়া সকলের ঝাটিনার বোঝা একত্র করিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা মহাপ্রভুর ঝাটিনার বোঝা অধিক হইল॥ ৫০॥

এইরূপ গৃহ মধ্যে মার্জন করিয়া পুনর্ব্বার সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন, তোমার সকল সূক্ষ্ম ধূলী ও কঙ্কর সমুদায় দূর করিয়া ভাল-

সব প্রভুর অন্তঃপুর ॥ ৫১ ॥ সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল। দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ আর শত জন জল শত ঘট ভরি। প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥ ৫২॥ জল আন করি যবে মহাপ্রভু বৈল। তবে শতঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥ ৫৩ ॥ প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। ঊর্দ্ধ অধ ভিত গৃহমধ্য সিংহাসন ॥ খাপরা ভরিঞা জল ঊর্দ্ধে চালাইল। সেই জলে ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল ॥ ৫৪ ॥ প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন। শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন ॥ ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন। নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন ॥ কেহ জল ঘট দেয় মহাপ্রভুর করে। কেহ ছলে দেয় তাঁর চরণ উপরে ॥ কেহ লুকাইঞা করে সেই জলপান। কেহ মাগিলয় কেহ অন্যে করে দান ॥ ৫৫ ॥ ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল। সেই জল প্রাঙ্গণ সব

মতে প্রভুর অন্তঃপুর মার্জ্জন কর ॥ ৫১ ॥

সমস্ত বৈষ্ণব দুইবার শোধন করিলেন, তদ্দর্শনে মহাপ্রভুর মন সন্তুষ্ট হইল। তখন অন্য শত জন শত ঘট পূর্ণ করত কালাপেক্ষা করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

যখন মহাপ্রভু কহিলেন, জল আনয়ন কর, তখন ভক্তগণ মহাপ্রভুর অগ্রে জলপূর্ণ শত ঘট আনিয়া দিলেন ॥ ৫৩ ॥

মহাপ্রভু প্রথমে মন্দির প্রক্ষালন করিলেন, তৎপরে গৃহের ঊর্দ্ধ, ভিত, গৃহমধ্য ও সিংহাসন ধৌত করিলেন, তৎপশ্চাৎ খাপরা (খোলা) ভরিয়া জল ঊর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করায় সেই জলে ঊর্দ্ধ শোধন করিয়া ভিত্ত প্রক্ষালন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

প্রভু প্রথমে মন্দির প্রক্ষালন, তৎপরে শ্রীহস্তে সিংহাসনের মার্জ্জন করিলেন। ভক্তগণ গৃহমধ্য প্রক্ষালন এবং নিজ নিজ হস্তে মন্দির মার্জ্জন

ভরিয়া রহিল ॥ নিজ নিজ বস্ত্রে কৈল গৃহসম্মার্জন। প্রভু নিজ বস্ত্রে মার্জিলেন সিংহাসন ॥ ৫৭ ॥ শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন। মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥ নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে। আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ৫৮॥ শত শত লোক জল ভরে সরোবরে। ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে ॥ পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ। শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥ ৫৯ ॥ নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী। ইহাঁ বিনু আর সব আনে জল

করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

কোন ভক্ত মহাপ্রভুর হস্তে জলঘট, কেহ বা মহাপ্রভুর চরণ উপরে জল নিক্ষেপ, কেহ বা গোপন ভাবে থাকিয়া সেই জল পান, কেহ বা সেই জল প্রার্থনা এবং কেহ বা সেই জল অন্যকে দান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

ভক্তগণ ঘর ধুইয়া প্রণালী (মুরী) দিয়া সেই জল ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে সমস্ত প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। ভক্তগণ নিজ নিজ বস্ত্রে গৃহ সম্মার্জন এবং প্রভু নিজবস্ত্রে সিংহাসন মার্জন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

শত ঘট জলে মন্দির মার্জিত হইল, মন্দির শোধন করিয়া যার যেমন মন সেইরূপ করিলেন, মন্দিরকে নির্ম্মল শীতল ও স্নিগ্ধ করিয়া আপনার হৃদয় যেন বাহিরে ধারণ করিলেন (অর্থাৎ নিজের নির্ম্মল ও শীতল মনের মত গুণ্ডিচা মন্দিরকেও নির্ম্মল শীতল করিলেন) ॥ ৫৮ ॥

শত শত লোক সরোবরে জল ভরেন, ঘাটে স্থল (পথ) না পাইয়া কেহ ২ কূপে জল ভরিতে লাগিলেন, এক শত ভক্ত পূর্ণকুম্ভ লইয়া আসিতেলাগিলেন, আর শতভক্ত শূন্য ঘট লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥৫৯

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী ও পুরী, ইহাঁরা ভিন্ন অন্য

ভরি ॥ ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। শত শত ঘট তাহা লোকে লঞা আইল ॥ ৬০ ॥ জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি। কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি ॥ ৬১ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥ যেই যেই করে সেই কহে কৃষ্ণনামে। কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে ॥ ৬৩ ॥ প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম। একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম ॥ শতহাতে করে যেন ক্ষালন মার্জন। প্রতিজন পাশে যাই করায় শিক্ষণ ॥ ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন। মন না মিলিলে করে পবিত্র ভৎর্সন ॥৬৪॥ তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে। এই মত ভাল কর্ম্ম সেহো

সকল ভক্ত জল ভরিয়া আনিতে লাগিলেন। ঘটে ঘটে ঠেকিয়া কত ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, লোক সকল শত শত ঘট আনিয়া উপস্থিত করিল ॥ ৬০

ভক্তগণ জল ভরেন এবং গৃহধৌত ও হরিধ্বনি করেন, কৃষ্ণ ও হরিধ্বনি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ঘট সমর্পণ এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ঘট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

যে ব্যক্তি যাহা করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণনাম লয়, সকল কর্ম্মে কৃষ্ণনাম সঙ্কেত হইয়া উঠিল ॥ ৬৩ ॥

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে একাকী শত লোকের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, শত হস্তে যেন ক্ষালন ও মার্জন করেন এবং প্রত্যেক লোকের নিকট গিয়া তাহাদিগকে কার্য্যের শিক্ষা প্রদান করেন। আর যে ব্যক্তি ভাল কর্ম্ম করে তাহাকে প্রশংসা এবং মনোমত না হইলে তাহাকে মিষ্ট ভৎর্সনা করেন ॥ ৬৪ ॥

তথা অন্যকে কহেন তুমি ভাল করিয়াছ, অন্যকে শিক্ষা দাও সে

যেন করে ॥ ৬৫ ॥ একথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত হঞা। ভাল মতে করে কর্ম্ম সবে মন দিঞা ॥ ৬৬ ॥ তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন। ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ নাটশালা ধুয়া ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ। পাকশালা আদি কৈলসব প্রক্ষালন ॥ মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল। সব অন্তঃপুর ভাল মতে ধোয়াইল ॥ ৬৭ ॥ হেন কালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল। প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল ॥ সেই জল লঞা আপনে পান কৈল। তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ রোষ হৈল ॥ যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ। শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ ॥ ৬৮ ॥ স্বরূপগোসাঞি আনি কহিল তাহারে। এই দেখ তোমার গৌড়ীয়ার

যেন এইরূপে উত্তম কর্ম্ম করে ॥ ৬৫ ॥

এই কথা শুনিয়া সকলে সঙ্কুচিত হওত মনোনিবেশপূর্ব্বক উত্তম কর্ম্ম করিতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু জগমোহন (ভিতর মন্দিরের সম্মুখ সজ্জা) প্রক্ষালন করিয়া ভোগমণ্ডপ প্রক্ষালন করিলেন। তৎপরে নাটশালা ধুইয়া চত্বর ও প্রাঙ্গণ ধুইলেন, তাহার পর পাকশালা প্রভৃতি সমুদায় প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন করিলেন, তৎপরে সমুদায় অন্তঃপুর উত্তম রূপে ধৌত করাইলেন ॥ ৬৭ ॥

এই সময়ে একজন সরল বুদ্ধি গৌড়ীয়া মহাপ্রভুর চরণে এক ঘট জল অর্পণ করিয়া সেই জল আপনি পান করিল, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে দুঃখ ও রোষ উৎপন্ন হইল, যদিচ মহাপ্রভু তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি শিক্ষা জন্য বাহিরে রোষ প্রকাশ করিলেন ॥ ৬৮ ॥

মহাপ্রভু স্বরূপগোস্বামিকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,

ব্যবহারে ॥ ঈশ্বরমন্দিরে মোর পাদ ধোয়াইল। সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ॥ এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি। তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক ফৈজতি ॥ ৬৯ ॥ তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিঞা। ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লঞা ॥ পুন আসি প্রভুর পায় করিল বিনয়। অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥ ৭০ ॥ তবে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা। সারি করি দুই পাশে সবা বসাইলা ॥ আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে। তৃণ কাটা কুটা সবে লাগিলা কুড়াইতে ॥ কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব। যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব ॥ ৭১ ॥ এই মত সব পুরী করিল শোধন। শীতল নির্ম্মল কৈল যেন

এই তোমার গৌড়ীয়ার ব্যবহার দেখ, এই ব্যক্তি ঈশ্বরমন্দিরে আমার পাদ প্রক্ষালন করিল এবং সেই জল লইয়া আপনি পান করিল, এই অপরাধে আমার কোথায় গতি হইবে, তোমার গৌড়ীয়া আমার এত ফৈজত (লাঞ্ছনা) করিল ॥ ৬৯ ॥

তখন স্বরূপ গোস্বামী ঐ গৌড়িয়ার স্কন্ধে হস্ত দিয়া ধাক্কা মারিয়া পুরীর বাহির করিয়া দিলেন। পুনর্ব্বার ঐ গৌড়িয়া আসিয়া প্রভুর চরণে বিনয় করিয়া কহিল, প্রভো! আমি অজ্ঞ, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ॥ ৭০ ॥

তখন মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল, দুই পার্শ্বে সারি (পঙ্‌ক্তি) করিয়া সকলকে বসাইলেন। তৎপরে আপনি মধ্যে বসিয়া নিজ হস্তে তৃণ ও কাটাকুটা সকল কুড়াইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, কে কত কুড়াও সমুদায় একত্র করিব, যাহার অল্প হইবে তাহার নিকট পিঠা পানা লইব ॥ ৭১ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে সমুদায় পুরী শোধিত করিয়া আপনার যেমন

নিজ মন॥ প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল। নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥ ৭২॥ এই মত পুরদ্বার অগ্রে পথ যত। সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥ নৃসিংহমন্দির-ভিতর বাহির শোধিল। ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥ ৭৩॥ চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহ-সম॥৭৪॥ স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রুপুলক হুঙ্কার। নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥ চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন। শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥৭৫॥ মহাউচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল। প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥ স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে

মন তদ্রূপ শীতল ও নির্ম্মল করিলেন। প্রণালিকা (মুরী) খুলিয়া যখন জল বাহির করিলেন, তখন বোধ হইল যেন, নূতন একটী নদী সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইল॥ ৭২॥

মহাপ্রভু এই মত পুরদ্বার ও অগ্রে যত পথ ছিল সমস্ত শোধন করিলেন, তাহা বর্ণন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তৎপরে নৃসিংহ মন্দিরের ভিতর বাহির শোধনপূর্ব্বক ক্ষণ কাল বিশ্রাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন॥ ৭৩॥

চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে মত্তসিংহ তুল্য মহাপ্রভু মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৭৪॥

আহা! তৎকালে মহাপ্রভুর অঙ্গে স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, পুলক ও হুঙ্কার প্রকাশ পাইতে লাগিল, আর মহাপ্রভুর নিজাঙ্গ ধৌত করিয়া অশ্রুধারা অগ্রে প্রবাহিত হইল এবং শ্রাবণমাসে মেঘ যেমন বর্ষণ করে তাহার ন্যায় অশ্রু চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তি ভক্তগণের অঙ্গ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন॥ ৭৫॥

অপিচ, মহাউচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ পরিপূর্ণ হইল, প্রভুর উদ্দণ্ড

সদা তার । আনন্দে উদ্দণ্ডনৃত্য করে গৌরহার ॥ এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া । বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিঞা ॥৭৬॥ আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম । নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্ ॥ প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহ হইলা মূর্চ্ছিতে । অচেতন হঞা তিঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ৭৭ ॥ অস্তে ব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞি তারে নৈলা কোলে । শ্বাসরহিত দেখি হইলা বিকলে ॥ নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলছাটি । হুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ॥ অনেক করিল তবু না হয় চেতন । আচার্য্য কান্দ-নায় কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥ তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল । উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল ॥ শুনিতেই গোপালের হইল

নৃত্যে ভূমিকম্প হইতে লাগিল । স্বরূপের উচ্চ গানে সর্ব্বদা প্রভুকে প্রীতি প্রদান করে, সুতরাং ঐ গান সহকারে গৌরহরি আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, মহাপ্রভু এইরূপ কতক্ষণ নৃত্য করিয়া সময় জানিয়া বিশ্রাম করিলেন ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর অদ্বৈতাচার্য্যগোস্বামির পুত্রের নাম শ্রীগোপাল, মহাপ্রভু তাঁহাকে নৃত্য করিতে অনুমতি করিলেন, তাহাতে তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হওত অচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন ॥ ৭৭ ॥

তখন আচার্য্য গোস্বামী অস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে করত শ্বাস-রহিত দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন । নৃসিংহ মন্ত্র পাঠ করত জলের ছাট্ মারিয়া এরূপ হুঙ্কার শব্দ করিলেন যে, তাহাতে যেন ব্রহ্মাণ্ড স্ফুটিত হইতে লাগিল । অনেকক্ষণ এরূপ করিলেন তথাপি চেতন হইলনা, আচার্য্যের রোদন দেখিয়া ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন ॥৭৮॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া "গোপাল উঠ" এই বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিলেন, ঐ ধ্বনি শ্রবণমাত্র গোপালের চেতন হইল,

চেতন। হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ ॥ ৭৯ ॥ এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। অতএব সঙ্ক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥ ৮০ ॥ তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিঞা। সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা ॥ তীরে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন। নৃসিংহদেব নমস্করি গেলা উপবন ॥৮১ উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা। তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইঞা ॥ ৮২ ॥ কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন। পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ ॥ তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল। দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল ॥ ৮৩॥ পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ। অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর। শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর ॥ প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে

তদ্দর্শনে ভক্তগণ হরি বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

এই লীলা বৃন্দাবনদাস বর্ণন করিয়াছেন, অতএব আমি ইহা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম ॥ ৮০ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন, পরে সকলে তীরে উঠিয়া শুষ্ক বসন পরিধান ও নৃসিংহদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক উপবনে গমন করিলেন ॥ ৮১ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে উদ্যানে গিয়া উপবেশন করিলে ঐ সময়ে বাণীনাথ প্রসাদ লইয়া আসিলেন ॥ ৮২ ॥

কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা এই দুই জন, পাঁচশত লোকে যত ভক্ষণ করে, তত অন্ন ও পিঠাপানা সকল আনয়ন করাইলেন, তাহা দেখিয়া প্রভুর চিত্তে মহাসন্তোষ হইল ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর পুরীগোস্বামী, মহাপ্রভু, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ প্রভু, আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর, শঙ্করারণ্য, ন্যায়াচার্য্য, রাঘব ও বক্রেশ্বর এবং প্রভুর আজ্ঞায় স্বয়ং সার্ব্ব-

সার্ব্বভৌম। পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন॥ তার তলে তার তলে করি অনুক্রম। উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥ ৮৪॥ হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘন ঘন। দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥ ভক্তসঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার। এসঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার॥ পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে। মন জানি প্রভু পুন না বলিলা তারে॥ ৮৫॥ স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ দামোদর। কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥ পরিবেশন করে তাহা এই সাত জন। মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥ ৮৬॥ পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল। সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥ যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর। সময় বুঝিয়া তবু মন কৈল স্থির॥ ৮৭॥

ভৌম, এই সকল ব্যক্তি প্রভুকে লইয়া পিণ্ডার (বারান্দার) উপর উপবেশন করিলেন। তাহার তলে এই ক্রমে উদ্যান ভরিয়া ভক্তগণ ভোজন করিতে বসিলেন॥ ৮৪॥

এই সময়ে মহাপ্রভু হরিদাস বলিয়া বারম্বার আহ্বান করায় দূরে থাকিয়া হরিদাস নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনি ভক্তসঙ্গে প্রসাদ অঙ্গীকার (ভোজন) করিতে বসিয়াছেন, আমি অতিপামর এ সঙ্গে বসিবার যোগ্য পাত্র নহি, পশ্চাৎ গোবিন্দ আমাকে বহির্দ্বারে প্রসাদ অর্পণ করিবেন, প্রভু মন জানিয়া আর তাহাকে কিছু কহিলেন না॥ ৮৫॥

স্বরূপ গোস্বামী, জগদানন্দ, দামোদর, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ ও শঙ্কর এই সাত জন তথায় পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিলেন, ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ৮৬॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যেমন পুলিনে ভোজন করিয়াছিলেন মহাপ্রভুর মনে সেই লীলার স্মৃতি হইল। যদিচ প্রেমাবেশে প্রভু অধীর হইলেন,

প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে। পিঠাপানা অমৃত গোটিকা দেহ ভক্তগণে॥ সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়। তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপদ্বারায়॥ ৮৮॥ জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে। প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥ যদ্যপি দিলে প্রভু তারে করেন রোষ। বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥ ৮৯॥ পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ। তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥ না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস। তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥ ৯০॥ স্বরূপ গোসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা। প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইঞা॥ এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।

তথাপি সময় বুঝিয়া মন স্থির করিলেন॥ ৮৭॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমাকে লাফরা ব্যঞ্জন আর ভক্তগণকে পিঠা-পানা ও অমৃত গোটিকা প্রদান কর। যাহার যাহাতে প্রীতি হয় সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া স্বরূপদ্বারা তাহাকে সেই দ্রব্য দেওয়া-ইতে লাগিলেন॥ ৮৮॥

জগদানন্দ পরিবেশন করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ প্রভুর পত্রে উত্তম দ্রব্য অর্পণ করিলেন। যদিচ প্রভুর পত্রে কেহ কিছু দিলে তাহার প্রতি ক্রোধ করেন, তথাপি বলে ছলে প্রভুর পত্রে অর্পণ করিলে শেষে প্রভু সন্তুষ্ট হয়েন॥ ৮৯॥

জগদানন্দপ্রভৃতি পরিবেষণকারিগণ পুনর্ব্বার আসিয়া পত্রে সেই দ্রব্য দেখিতে পাইবে, এই ভয়ে মহাপ্রভু তাহার কিছু ভক্ষণ করেন। না খাইলে জগদানন্দ উপবাস করে, এই ভয়ে তাহার অগ্রে কিছু ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন॥ ৯০॥

অনন্তর স্বরূপ গোস্বামী উত্তম মিষ্ট প্রসাদ গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভো! এই অল্প মহা-

দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥ এত বলি কিছু আগে কৈল সমর্পণ। তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ। এই মত দুই জন করে বার বার। চিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহব্যবহার ॥ ৯১ ॥ সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন নিজপাশে। দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে ॥ সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম। স্নেহকরি বার বার করান ভোজন ॥ ৯২ ॥ গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি। সার্ব্বভৌমে দিঞা কহে সুমধুর বাণী ॥ কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার। কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥ ৯৩ ॥ সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্ সিদ্ধি ॥ মহাপ্রভু বিনে কেহো নাহি দয়াময়। কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয় ॥ তার্কিক শৃগাল সঙ্গে

প্রসাদ আস্বাদন করুন, দেখুন জগন্নাথ কি রূপ ভোজন করিয়াছেন, এই বলিয়া প্রভুর অগ্রে কিঞ্চিৎ সমর্পণ করেন, মহাপ্রভুও তাঁহার স্নেহে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করেন। এইরূপ দুই জন বার বার করিতেছেন, সুতরাং এই দুই ভক্তের স্নেহব্যবহার অতিশয় বিচিত্র ॥ ৯১ ॥

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, দুই ভক্তের স্নেহ দেখিয়া সার্ব্বভৌম হাসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া উত্তম উত্তম প্রসাদ বারম্বার ভোজন করাইতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ অন্ন আনয়ন করিয়া সার্ব্বভৌমকে দিয়া সুমধুর বাক্যে কহিলেন, কোথায় ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বে জড় ব্যবহার ছিল, এখন কোথায় এই পরমানন্দ লাভ হইল, ইহার বিচার করুন ॥ ৯৩ ॥

তখন সার্ব্বভৌম কহিলেন, আমি তার্কিক ও কুবুদ্ধি ছিলাম, আপনার অনুগ্রহে আমার এই সম্পত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। মহাপ্রভু ব্যতিরেকে কেহ দয়াময় নাই, কাককে গরুড় করিবেন এমন আর কোন্ ব্যক্তি

ভেউ ভেউ করি। সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণহরি॥ কাঁহা বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গ। কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্রতরঙ্গ॥ ৯৪॥ প্রভু কহে পূর্ব্বসিদ্ধি কৃষ্ণে তোমার প্রীতি। তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে রতি॥ ৯৫॥ ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে। মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে॥ ৯৬॥ তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্ত নাম লঞা। পিঠাপানা দেয়াইলা প্রসাদ করিঞা॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি। দুই জনে ক্রীড়াকলহ লাগিল তথাই॥ ৯৭॥ অদ্বৈত কহে অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি। ভোজন করি, না জানি যে হবে কোন গতি॥ প্রভু ত সন্ন্যাসী উঁহার নাহি অপচয়। অন্নদোষে সন্ন্যাসির দোষ নাহি হয়॥ "নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ

হইবে? আমি তার্কিক শৃগালসঙ্গে যে মুখে ভেউ ভেউ করিতে ছিলাম সেই মুখে এখন সর্ব্বদা কৃষ্ণ হরি বলিতেছি। কোথায় আমার বহির্মুখ তার্কিক শিষ্যগণের সহিত সঙ্গ ছিল, কোথায় এই সঙ্গে সুধাসমুদ্রের তরঙ্গ বহিতে লাগিলে॥ ৯৪॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আপনার যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, ইহা পূর্ব্বসিদ্ধ, আপনকার সঙ্গে আমাদিগেরও শ্রীকৃষ্ণে মতি হইল॥ ৯৫॥

যাহা হউক ভক্তমহিমা বৃদ্ধি করিতে এবং ভক্তকে সুখ দিতে মহাপ্রভুর সমান ত্রিজগতে আর কেহই নাই॥ ৯৬॥

তখন মহাপ্রভু সমুদায় ভক্তের প্রত্যেকের নাম লইয়া অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে পিঠাপানা দেওয়াইলেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এক স্থানে বসিয়া আছেন, তথায় দুই জনে ক্রীড়াকলহ উপস্থিত হইল॥ ৯৭॥

অদ্বৈত কহিলেন, অবধূতের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেছি জানিতেছি না ইহাতে কোন গতি হইবে? প্রভু কিন্তু সন্ন্যাসী, উঁহার কোন ক্ষতি নাই, অন্নদোষে সন্ন্যাসির দোষ হয় না, "নান্নদোষেণ

আমার এই দোষস্থান ॥ জন্ম কুল শীলাচার না জানি যাহার। তার সঙ্গে একপঙ্‌ক্তি বড় অনাচার ॥ ৭ ॥ নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি কার্য্য ॥ তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে। এক বস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন। না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥ এই মত দুই জনে করে বোলাবুলি। ব্যাজস্তুতি করে দুঁহে যৈছে গালাগালি ॥ ৯৮ ॥ তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা। প্রসাদ দেন যেন অমৃত সিঞ্চিঞা ॥ ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি। হরিধ্বনি

মস্করী” অর্থাৎ সন্ন্যাসী অন্নদোষে দূষিত হয়েন না, শাস্ত্রে এই প্রমাণ আছে। আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষের স্থান হইল। যাহার জন্ম, কুল, শীল ও আচার জানি না, তাহার সঙ্গে একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করা ইহাই বড় অনাচার ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ কহিলেন হে অদ্বৈতাচার্য্য। (১)অদ্বৈতসিদ্ধান্তে শুদ্ধ ভক্তিকার্য্যের বাধা হয়, যে ব্যক্তি আপনার সিদ্ধান্ত শ্রবণ ও আপনার সঙ্গ করে, সে এক বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় মানে না। এ রূপ আপনকার সঙ্গে আমার একত্র ভোজন, জানিতেছি না আপনার সঙ্গে আমার মন কি রূপ হইতেছে, দুই জনে এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, দুই জনে এইরূপ (২) ব্যাজস্তুতি করিতেছেন, যেন তাহাতে গালাগালি হইতে লাগিল ॥ ৯৮ ॥

তখন প্রভু সকল বৈষ্ণবের নাম গ্রহণ করিয়া যেন অমৃতসেচনপূর্ব্বক প্রসাদ দেওয়াইতে লাগিলেন। তৎপরে সকলে ভোজন করিয়া

(১) ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এক, ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত। ইহাকেই অভেদ নির্ব্বিশেষ ও মায়াবাদ কহে।

(২) যে স্থানে নিন্দাদ্বারা স্তব গম্য হয় অথবা স্তবদ্বারা নিন্দা গম্য হয় তাহাকে ব্যাজস্তুতি বলে। যথা সাহিত্যদর্পণে। উক্তা ব্যাজস্তুতিঃ পুনঃ। নিন্দাস্তুতিভ্যাং বাচ্যাভ্যাং গম্যত্বে স্তুতিনিন্দয়োঃ। ইতি।

করি। হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ ৯৯ ॥ তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে। সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে ॥ তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন। গৃহভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন ॥১০০॥ প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিঞা। সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা ॥ ভক্তগণ গোবিন্দপাশ প্রসাদ মাগি নিল। পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনে পাইল ॥১০১॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেল "ধোয়া পাখালা" নাম কৈলা এই এক লীলা ॥ আর দিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম। মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥ পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে। আনন্দিত হৈলা জগন্নাথদরশনে ॥ ১০২ ॥ মহাপ্রভু সুখে

হরিধ্বনিপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন, সেই হরিধ্বনিতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল পরিপূর্ণ হইল ॥ ৯৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীহস্তে সমস্ত ভক্তগণকে মাল্য চন্দন অর্পণ করিলেন। তদনন্তর স্বরূপাদি সাত জন পরিবেষ্টা গৃহমধ্যে প্রসাদ ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন ॥ ১০০ ॥

গোবিন্দ প্রভুর অবশেষ উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অন্ন কিছু লইয়া হরিদাসকে অর্পণ করিলেন, অন্যান্য ভক্তগণ গোবিন্দের নিকট প্রসাদ চাহিয়া লইলেন, পশ্চাৎ গোবিন্দও আপনি সেই প্রসাদ ভোজন করিলেন ॥ ১০১ ॥

মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর নানাবিধ খেলা করেন, "ধোয়াপাখালা" নামে এই এক লীলা করিলেন। অন্য এক দিন ভক্তদিগের প্রাণতুল্য নেত্রোৎসব নামে মহামহোৎসব হইল, পক্ষদিন অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস প্রভুর অদর্শনে লোক সকল দুঃখিত হইয়াছিল, ঐ দিবস জগন্নাথ দর্শনে সকলে আনন্দিত হইলেন ॥ ১০২ ॥

মহাপ্রভু সুখে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন,

লৈয়া সব ভক্তগণ। জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন। আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিঞা। পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লইঞা ॥১০৩॥ প্রভু আগে পুরী ভারতী দুঁহার গমন। স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন ॥ পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ। উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ॥ ১০৪ ॥ দরশন লোভে করি মর্য্যাদালঙ্ঘন। ভোগমণ্ডপ যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ ১০৫ ॥ তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমরযুগল। গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল ॥ ১০৬ ॥ প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল। নীলমণি দর্পণ গণ্ড করে ঝলমল ॥ বান্ধূলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ। ঈষৎ হসিত-কান্তি অমৃততরঙ্গ ॥ শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে। কোটি কোটি ভক্ত-নেত্রভৃঙ্গ করে পানে ॥ যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ॥

কাশীশ্বর অগ্রে লোক নিবারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গোবিন্দ জল-করঙ্গ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর অগ্রে পুরী ও ভারতী এই দুই জন গমন করিলেন, স্বরূপ ও অদ্বৈত এই দুই জন মহাপ্রভুর পার্শ্বদেশে এবং পশ্চাৎ ও পার্শ্বে অন্যান্য ভক্তগণ যাইতে লাগিলেন, সকলেই উৎকণ্ঠায় জগন্নাথদেবের মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ১০৪ ॥

দর্শনের লালসায় মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভোগমণ্ডপে গমন করত শ্রী-মুখদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

মহাপ্রভুর নেত্রযুগল তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরযুগলের তুল্য, সুতরাং গাঢ় আসক্তি প্রযুক্ত কৃষ্ণের বদনকমল পান করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১০৬ ॥

জগন্নাথদেবের নয়নযুগল প্রফুল্ল কমলদ্বয়কে জয় করিয়াছে, নীলমণি-দর্পণতুল্য গণ্ডস্থল ঝলমল করিতেছে, সুরঙ্গ অধরের শোভায় বান্ধুলীফুল (দুপাটী অথবা মাদার) পরাজিত হইয়াছে, ঈষৎ হাস্যের কান্তি অমৃত তরঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য মধু ক্ষণে ক্ষণে

মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ॥ ১০৭ ॥ এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্ত-গণ। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন ॥ স্বেদ কম্প অশ্রু জল বহে অনুক্ষণ। দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ১০৮ ॥ মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন। ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাশরিলা। ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা ॥ প্রাতঃ-কালে রথযাত্রা হবেক জানিঞা। সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিঞা ॥ ১০৯ ॥ গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে কহিল। যাহা দেখি শুনি পাপির কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ১১০ ॥ শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতা-

---

বৃদ্ধিশীল হইতেছে। জগন্নাথদেবের এইরূপ মুখমণ্ডল ভক্তগণের কোটি কোটি নেত্রভৃঙ্গ যত পান করিতেছে, নিরন্তর ততই তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাই-তেছে, মুখপদ্ম ছাড়িয়া নেত্র আর অন্য দিকে যাইতেছে না ॥ ১০৭ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে ভক্তগণসঙ্গে মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমুখদর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বেদ, কম্প ও অশ্রুজল নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভু দর্শনের লোভে তাহা সম্বরণ করিলেন ॥ ১০৮ ॥

জগন্নাথদেবের মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে এবং মধ্যে মধ্যে দর্শন হয়, প্রভু ভোগের সময় সঙ্কীর্ত্তন করেন, দর্শন আনন্দে প্রভু সমুদায় বিস্মৃত হইলেন, তখন ভক্তগণ প্রভুকে মধ্যাহ্ন করিবার নিমিত্ত লইয়া গেলেন ॥

প্রাতঃকালে রথযাত্রা হইবে জানিয়া, জগন্নাথের সেবকগণ দ্বিগুণ করিয়া জগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করিলেন ॥ ১০৯ ॥

এই গুণ্ডিচামার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, যাহা দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া পাপি ব্যক্তিরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় ॥ ১১০ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস এই চৈতন্য-

মৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচামন্দির মার্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

চরিতামৃতটুকহিতেছে ॥ ১১১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতায়াং চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পন্যাং মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচামন্দিরমার্জন নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ জয় শ্রোতাগণ শুন করি এক মন । রথযাত্রায় নৃত্যপ্রভুর পরমমোহন ॥ ৩ ॥ আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান । রাত্রে উঠি গণসঙ্গে কৈলা কৃত্য স্নান ॥ ৪ ॥ পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন । জগ-

---

স জীয়াদিতি । স কৃষ্ণচৈতন্যো জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং । যশ্চৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যো নর্ত্তিতবান্ । যেন নর্ত্তনেন জগতাং লোকানাং চিত্তমাশ্চর্য্যাভূতং । আসীৎ যতো যম্মান্নর্ত্তনাৎ জগন্নাথোঽপি বিস্মিতো বিস্ময়যুক্ত আসীদভূদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

যিনি রথাগ্রে নৃত্য করিয়াছিলেন, যে নর্ত্তনদ্বারা জগতের লোক সকলের আশ্চর্য্য জন্মিয়াছিল এবং জগন্নাথদেবও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয় যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

শ্রোতাগণ ! আপনাদিগের জয় হউক, রথযাত্রায় মহাপ্রভুর পরমমোহন নৃত্য একমনে শ্রবণ করুন ॥

পরদিবস মহাপ্রভু সাবধান হইয়া ভক্তগণসঙ্গে রাত্রে গাত্রোত্থান করত প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করিলেন ॥ ৪ ॥

তদনন্তর জগন্নাথদেবের পাণ্ডুবিজয় অর্থাৎ পদব্রজে গমন দর্শন

নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥ আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ। মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়দর্শন ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ। সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বরগমন ॥ ৫ ॥ বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্তহাতি। জগন্নাথবিজয় করায় করি হাতাহাতি ॥ ৬ ॥ কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন। কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ ॥ কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী। দুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ॥ উচ্চ দৃঢ় তুল সব পাতি স্থানে স্থানে। এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে ॥ ৭ ॥ প্রভু পাদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড। তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার। আপন ইচ্ছায় চলে করিতে

করিতে গমন করিলেন, ঐ সময়ে জগন্নাথদেব সিংহাসন ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র নিজে পাত্র অর্থাৎ অমাত্যগণসঙ্গে করিয়া মহাপ্রভুর গণদিগকে জগন্নাথদেবের বিজয় (যাত্রা-গমন) দর্শন করাইতে লাগিলেন, অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু সুখে জগন্নাথদেবের গমন দর্শন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ (পাণ্ডা-বিশেষ) যাহারা মত্ত হস্তির তুল্য বলশালী তাহারা সকলে হাতাহাতি করিয়া জগন্নাথদেবের বিজয় করাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

কতক দয়িতা তাঁহার স্কন্ধদেশ আলম্বন, আর কতক দয়িতা শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিল। জগন্নাথদেবের কটিতটে দৃঢ় ও স্থূল পট্টরজ্জু নিবদ্ধ আছে, দুই পার্শ্বে দয়িতাগণ তাহা ধরিয়া উঠাইয়া উচ্চ দৃঢ় তুলিকা সকল স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করত এক তুলিকা হইতে অন্য তুলিকায় লইয়া যাইতেছে। তুলিকা—পাত্‌লা বালিশ ॥ ৭ ॥

জগন্নাথের পদাঘাতে তুলিকাসকল খণ্ড খণ্ড হওয়াতে তাহাদের তুলা সমুদায় উড্ডীন এবং তাহা হইতে প্রচণ্ড শব্দ নির্গত হইতে লাগিল,

বিহার ॥ মহাপ্রভু মণিমা বলি করে উচ্চ ধ্বনি। নানা বাদ্য কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ ৮ ॥ তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন। স্বর্ণমার্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জন ॥ চন্দনজলে করেন পথ নিষিঞ্চনে। তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে ॥ উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছসেবন। অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে। মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে ॥ ৯ ॥ রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার। সব হেমময় রথ সুমেরু আকার ॥ শত শত শুভ্র চামর দর্পণ উজ্জ্বল। উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল ॥ ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার কণিত। নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ১০ ॥

জগন্নাথদেব বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি, তাঁহাকে চালাইতে কাহারও শক্তি নাই, তিনি বিহার করিবার নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় গমন করিতেছেন, মহাপ্রভু মণিমা বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতে লাগিলেন কিন্তু নানা বাদ্য কোলাহলে কিছুই শ্রবণ গোচর হইতেছে না। মণিমা—একরূপ আনন্দসূচক শব্দ ॥ ৮ ॥

তখন রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া হস্তে স্বর্ণবদ্ধ মার্জ্জনী গ্রহণ করত পথ মার্জন, চন্দনজলে পথ সেচন করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! রাজা সিংহাসনে উপবেশন করেন অথচ জগন্নাথদেবের তুচ্ছ সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উত্তম হইয়া তুচ্ছ সেবা করিতেছেন, অতএব রাজা জগন্নাথের কৃপাপাত্র। রাজার এই সেবা দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় প্রীত হইলেন, সুতরাং এই সেবা হইতে তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হইল ॥ ৯ ॥

সে যাহা হউক, রথের সজ্জা দেখিয়া লোকসকল চমৎকৃত হইল সমুদায় রথ স্বর্ণময়, দেখিতে সুমেরুতুল্য আকার, রথের উপরে শত শত শুভ্র চামর, উজ্জ্বল দর্পণ, পতাকা ও নির্ম্মল চন্দ্রাতপ, রথে ঘর ঘর শব্দে কিঙ্কিণী বাজিতেছে এবং নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত

লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর। আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥ ১১॥ পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা। তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিঞা॥ তাহার সম্মতি লঞা ভক্তসুখ দিতে। রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে॥ ১২॥ সূক্ষ্ম শ্বেত বালু পথ পুলিনের সম। দুই দিগে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥১৩॥ রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন। দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥ গৌড় সব রথটানে করিয়া আনন্দ ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥ ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে॥

হইয়াছে॥ ১০॥

জগন্নাথদেব লীলা সহকারে একখানি রথের উপরে আরোহণ করিলেন, সুভদ্রা ও বলদেব ইহাঁরা দুই জনও অন্য দুই খানি রথে গিয়া চড়িলেন॥ ১১॥

জগন্নাথদেব পঞ্চদশ দিন মহালক্ষ্মীকে লইয়া নির্জনে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিলেন। তৎপরে ইঁহার অনুমতি লইয়া ভক্তজনকে সুখ দিবার নিমিত্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক বিহার করিতে বহির্গত হইলেন॥ ১২॥

বৃন্দাবনস্থ পুলিনের সমান পথ সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণ বালুকা যুক্ত, বৃন্দাবনের ন্যায় পথের দুই দিকে টোটা অর্থাৎ উদ্যানসকল শোভা পাইতেছে॥ ১৩॥

জগন্নাথদেব রথে চড়িয়া দুই পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে আনন্দচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। গৌড় সকল (রথাকর্ষক এক প্রকার জাতি বিশেষ) আনন্দ সহকারে রথ টানিতে লাগিল, রথ ক্ষণকাল শীঘ্র চলে, ক্ষণ কাল বা মন্দ মন্দ গমন করে এবং ক্ষণ কাল বা স্থির হইয়া থাকে, টানিলেও গমন করে না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় রথ চলে, কাহারও বলের

ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে ॥ ১৪ ॥ তবে মহাপ্রভু সব লঞা নিজগণ। স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্যচন্দন ॥ পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ। শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥ ১৫ ॥ অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীহস্ত স্পর্শে দুঁহে হইলা আনন্দ ॥ কীর্ত্তনীয়াগণে দিলা মাল্যচন্দন। স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন ॥১৬॥ চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন। দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্ট জন ॥ তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা। চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাটিঞা ॥ ১৭ ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে। চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ১৮ ॥ প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।

যায় গমন করে না ॥ ১৪ ॥

তখন মহাপ্রভু সমুদায় নিজগণ লইয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে মাল্য চন্দন পরাইয়া দিলেন। পরমানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী, মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে চন্দন পাইয়া ইহাঁদের আনন্দ বৃদ্ধি হইল ॥ ১৫ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীহস্ত স্পর্শে দুই জনে আনন্দিত হইলেন। তৎপরে মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়া অর্থাৎ কীর্ত্তনকারিদিগকে মাল্য চন্দন দিলেন, স্বরূপ ও শ্রীবাস তাহার মধ্যে মুখ্য ছিলেন ॥ ১৬ ॥

চারি সম্প্রদায় চব্বিশ জন গায়ক, দুই দুই মৃদঙ্গবাদকে চারি সম্প্রদায়ে আট জন মৃদঙ্গ বাদক হইল ॥

তখন মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া গায়ক বণ্টন করত চারি সম্প্রদায় করিলেন ॥ ১৭ ॥

তৎপরে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস ও বক্রেশ্বর এই চারি জনকে চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিলেন ॥ ১৮ ॥

প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপকে প্রধান করিয়া অন্য পাঁচ জন পালিগান

আর পঞ্চ জন দিল তার পালিগান ॥ দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ । রাঘবপণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল । শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ১৯ ॥ গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ । শ্রীরামপণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ২০ ॥ বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায় । মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ২১ ॥ শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন । হরিদাসঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ২২ গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় । হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায় ॥ মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর । নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ কুলিনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ । তাঁহা নৃত্য

অর্থাৎ দোহার তাঁহার সঙ্গে নিযুক্ত করিলেন, সেই পাঁচ জনের নাম দামোদর, নারায়ণদত্ত, গোবিন্দ, রাঘবপণ্ডিত ও গোবিন্দানন্দ, এই সম্প্রদায়ে অদ্বৈত নৃত্য করিতে লাগিলেন, অন্য এক সম্প্রদায়ে শ্রীবাসকে প্রধান করিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীবাসের সঙ্গে গঙ্গাদাস, হরিদাস শ্রীমান্ শুভানন্দ ও শ্রীরামপণ্ডিত ইহাঁরা কয়জন পালিগান (পারিপার্শ্বিক-পাল্‌দোহার) হইলেন এই সম্প্রদায়ে প্রভুনিত্যানন্দ নাচিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বাসুদেব, গোপীনাথ ও মুরারি যে সম্প্রদায়ে গান করিতেছেন, সেই সম্প্রদায়ে মুকুন্দকে প্রধান করিলেন, উহাতে শ্রীকান্ত ও বল্লভসেন আর দুই জন গান করিতেছেন এবং হরিদাসঠাকুর উহাতে নর্ত্তক হইলেন ॥ ২১

অন্য এক সম্প্রদায়ে গোবিন্দঘোষকে প্রধান করিলেন, এই সম্প্রদায়ে হরিদাস, বিষ্ণুদাস, মাধব, আর রাঘব ও বাসুদেব এই দুই সহোদর গায়ক হইলেন এবং ঐস্থানে বক্রেশ্বর নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

অপর কুলিনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়ার সমাজ, তথায় রামানন্দ ও সত্য

করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায় ॥ খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন। নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩ ॥ জগন্নাথ আগে চারি সম্প্রদায় গায়। দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায় ॥ সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল। যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥ ২৪॥ শ্রীবৈষ্ণব ঘটা-মেঘে হইল বাদল। সঙ্কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল ॥ ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি। অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ২৫ ॥ সাত ঠাঞি বলে প্রভু হরি হরি বুলি। জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি ॥২৬॥ আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ। এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস ॥ সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়। অন্য ঠাঞি নাহি যায়

রাজ নৃত্য করিতে লাগিলেন, শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়, তাহাতে অচ্যুতানন্দ নৃত্য আর অন্য সকলে গান করিতেছিলেন। খণ্ডের সম্প্রদায় অন্যত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন, নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন তথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

জগন্নাথের অগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় এবং পশ্চাৎ এক সম্প্রদায়, এই সাত সম্প্রদায়ে চৌদ্দমাদল বাজিতে লাগিল, উহার ধ্বনি শুনিয়া বৈষ্ণবসকল উন্মত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীবৈষ্ণব সমূহরূপ মেঘে বাদল হইল, সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃত সহ নেত্রে জল বর্ষণ হইতে লাগিল। ত্রিভুবন পূর্ণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি উত্থিত হইল, অন্য বাদ্যের ধ্বনি কিছুই শোনা যায় না ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু সাত স্থানে হরিবোল হরিবোল এবং হস্ত উত্তোলন করিয়া জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

মহাপ্রভু আর একটী এরূপ শক্তিপ্রকাশ করিলেন যে, এককালীন সাতস্থানে বিলাস করিতেছেন। সকলেই কহিতে লাগিলেন, প্রভু

আমার দয়ায় ॥ কেহ লিখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি। অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধভক্তি ॥ ২৭ ॥ কীর্ত্তন দেখিঞা জগন্নাথ হরষিত। কীর্ত্তন দেখেন রথ করিঞা স্থগিত ॥ প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়। দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময় ॥ ২৮ ॥ কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা। কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি। আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ যারে তাঁর কৃপা তাঁরে সে জানিতে পারে। কৃপা বিনে ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে ॥২৯॥ রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন। সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন ॥ সাক্ষাতে না দেখা দেন পরোক্ষে এত দয়া। কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া ॥ সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র

এইস্থানে আছেন, আমার প্রতি দয়া করিয়া অন্যস্থানে গমন করিতেছেন না, মহাপ্রভুর অচিন্ত্য শক্তি কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না, যাঁহার শুদ্ধ ভক্তি আছে কেবল সেই অন্তরঙ্গ ভক্তমাত্র জানিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হৃষ্ট হইলেন এবং রথ স্থগিত করিয়া কীর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে প্রতাপরুদ্রের পরম বিস্ময় হইল, দর্শন করিতে করিতে রাজা বিবশ ও প্রেমময় হইয়া উঠিলেন ॥ ২৮ ॥

রাজা কাশীমিশ্রকে মহাপ্রভুর মহিমা কহিলেন, কাশীমিশ্র রাজাকে কহিলেন তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। সার্ব্বভৌম সহ রাজা ঠারাঠারি অর্থাৎ ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন, অন্য কেহ চৈতন্যের চুরি জানিতে পারে না, তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন সেই মাত্র জানিতে পারে, কৃপা ব্যতিরেকে ব্রহ্মাদি দেবতাও জানিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

সে যাহা হউক, রাজার তুচ্ছ সেবা দেখিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল, সেই প্রসাদেই রাজা এই রহস্য দেখিতে পাইলেন। মহাপ্রভু সাক্ষাতে দেখা দেন না, কিন্তু পরোক্ষে অতিশয় দয়া করেন, চৈতন্যের এই

দুই মহাশয়। রাজারে প্রসাদ দেখি হৈলা বিস্ময় ॥ ৩০ ॥ এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ। আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ ॥ কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি। কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ লীলা-বেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ॥ ৩১ ॥ পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈলা বৃন্দাবনে। অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন। শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৩২ ॥ এইমত মহাপ্রভু করি নৃত্য রঙ্গে। ভাসা-ইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ। তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ ॥ ৩৩ ॥ আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা

মায়া কে বুঝিতে সমর্থ হইবে ? সার্ব্বভৌম ও কাশীমিশ্র এই দুই মহা-শয় রাজার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে কতকক্ষণ লীলা করিয়া আপনি গান ও ভক্তগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখন একমূর্ত্তি ও কখন বহুমূর্ত্তি হয়েন, প্রভু কার্য্যানুরোধে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। লীলাবেশে প্রভুর নিজানু-সন্ধান নাই, ইচ্ছা জানিয়া লীলাশক্তি সমাধান করেন ॥ ৩১ ॥

গৌরাঙ্গদেব পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যেরূপ রাসাদি লীলা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অলৌকিক লীলা ক্ষণে ক্ষণে করিতে লাগিলেন, ইহা কেবল ভক্তগণ অনুভব করেন, অন্যে কিছুই জানিতে পারেন না, এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই প্রমাণ স্বরূপ ॥ ৩২ ॥

এইমত মহাপ্রভু নৃত্যরঙ্গ করিয়া প্রেমতরঙ্গে সমুদায় লোককে ভাসাইয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণ হইল, মহাপ্রভু তাঁহার অগ্রে নিজগণকে নৃত্য করাইলেন ॥ ৩৩ ॥

প্রথমতঃ জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাগমন এবং তাঁহার অগ্রে প্রভু যে

গমন । তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ৩৪ ॥ এই মত কীর্ত্তন প্রভু করি কতক্ষণ । আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল । সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৩৫॥ শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ । হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥ উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন । স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥ এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় । আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায় ॥ ৩৬ ॥ দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত । উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥

তথাহি । হরিভক্তিবিলাসস্য তৃতীয়বিলাসধৃতো
বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য ঊনবিংশাধ্যায়ে
পঞ্চষষ্টিতমঃ শ্লোকঃ মহাভারতীয়ঃ শ্লোকশ্চ ॥

রূপ নর্ত্তন করিয়াছেন বলি শ্রবণ করুন ॥ ৩৪ ॥

মহাপ্রভু এইরূপ কতকক্ষণ নৃত্য করিয়া আপনার উদ্যোগে ভক্তগণকে নৃত্য করাইলেন । আপনি নৃত্য করিতে যখন প্রভুর মন হইল তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ, হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব ও গোবিন্দ, মহাপ্রভুর যখন উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইল, স্বরূপের সহিত দশ জন প্রভুর সঙ্গে গান করিতে এবং ধাবমান হইতে লাগিলেন । অন্য সম্প্রদায় চারিদিকে থাকিয়া গান করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক দুই হস্ত যোড় করত উর্দ্ধমুখে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসের তৃতীয় বিলাসে
ধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশে ১৯ অধ্যায়ের
৬৫ শ্লোক ও মহাভারতীয় শ্লোক ॥

নমোব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ ৩৮॥

মুকুন্দদেব বাক্যং॥

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং॥

নমোব্রহ্মণ্যেতি। ব্রহ্মণ্যদেবায় গোবিন্দায় গোপালায় যশোদানন্দনায় নমঃ। ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মরূপদেবায় নমঃ। প্রাণাদিকং সমর্পিতবানহং গোব্রাহ্মণহিতায় গোব্রাহ্মণানাং সুখরূপায় নমঃ। জগদ্ধিতায় জগল্লোকানাং সুখরূপায় নমঃ॥ ৩৮॥

জয়তীত্যাদি। অসৌ দেবো জয়তি জয়তীতি মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। অত্র মহাহর্ষেণ বারংবারমুক্তিরিতি। কথম্ভূতো দেবঃ দেবকীনন্দনঃ পুনঃ কৃষ্ণো জয়তি জয়তি পুনঃ কথম্ভূতো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপো বৃষ্ণীনাং যদূনাং বংশচন্দ্রমাঃ। মেঘশ্যামলঃ। মুকুন্দোজয়তি জয়তি পুনঃ কথম্ভূতঃ। কোমলাঙ্গঃ কোমলানি অঙ্গানি যস্য সঃ মুকুন্দো মুক্তিদাতা জয়তি জয়তি। কথম্ভূতঃ পৃথ্বীভারনাশঃ অসুরাদিনাশকঃ॥ ৩৯॥

ব্রহ্মণ্যদেব, গো ব্রাহ্মণ হিতকারি, জগতের কল্যাণপ্রদ, কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে বারম্বার নমস্কার॥ ৩৮॥

মুকুন্দদেবের বাক্য যথা॥

এই দেবকীনন্দন দেব জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, মেঘশ্যামল কোমলাঙ্গ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং পৃথ্বীভার নাশন মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন॥ ৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৯০ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব বাক্য যথা॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো

যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।

স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন

ভাবার্থদীপিকায়াং।

যত এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ততঃ স এব সর্ব্বোত্তম ইত্যাহ জয়তীতি। জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়স্তেষু বা নিবসতি অন্তর্যামিতয়েতি তথা স কৃষ্ণো জয়তি। দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ। যদুবরাঃ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য। ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিরধর্ম্মমস্যন্ ক্ষিপন্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষমেব বৃন্দাবনতরুপশ্বাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা। তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যানপেক্ষং ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং বর্দ্ধয়ন্। কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতি সংসারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ।

তোষণ্যাং।

এবং তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বং শ্রুত্বা সুখং প্রাপ্নুবতোঽপি শ্রোতৃংস্তদবস্থমতীতমিবাশঙ্ক্য স্বামিতঃ স্বানুভবেন সান্ত্বয়ন্নাহ জয়তীতি। দেবক্যাং জন্ম জননলীলানুকরণেন প্রাদুর্ভাবো বাদস্তত্ত্বস্তুঃস্থকথা নতু ছলজাত্যাদি রূপো যস্য। যদ্বা, দেবক্যাং জন্মনো বাদঃ খ্যাতির্যস্যাজ উৎপন্ন ইত্যত্র ব্যাখ্যানরীত্যাতু শ্রীযশোদায়ামপি তর্ক্যং জন্ম যস্যেত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বদৈব স্বরূপরূপগুণলীলাপরিকরস্থানগতেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিরাজতে। অত্রচ লোড়র্থত্বং ন সম্ভবতি। সর্ব্বোৎকৃষ্টতাপরাকাষ্ঠাগতিত্বে শ্রীভগবতি তদ্বিজ্ঞানাং তাদৃশানামাশীর্ব্বাদাযোগ্যাৎ। যদি বা তদ্যোগঃ কথঞ্চিৎ কল্পতথাপ্যাশীর্ব্বাদবিষয়স্য বিশেষণস্য তস্য তদাপি তত্তৈবাবস্থিতি প্রাপ্তেবিবক্ষিতার্থা এব লভ্যন্তে। ধার্ম্মিকসত্যাদিসম্পন্নো বিষ্ণুমিত্রো বর্দ্ধতামিতিবৎ। অথ কথম্ভূতঃ সন্ জয়তীত্যপেক্ষায়াং বিশেষণানি বদন্ পরিকরবিশিষ্টত্বমাহ তেন চ তাদৃশশ্রিতাজয়ে বিদ্বৎপ্রত্যক্ষলক্ষণপ্রমাণমপ্যাহ। জনেষু সালোক্যেত্যাদিপদ্যোক্তা ইতিবৎ। তদীয়েষ্বন্তরঙ্গেষু শ্রীযাদবগোপাদিষু সাক্ষান্নিবাসোঽন্যেষু চ তৎস্ফূর্ত্তিরূপো

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্যামিরূপে নিবাস করিতেছেন, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই কথা যাঁহার প্রবাদমাত্র, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর পার্ষদরূপ হস্তদ্বারা ব্রজপুরস্থ

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ৪০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং দ্বিসপ্তত্যঙ্কধৃতা কস্যচিদ্ভক্তস্যোক্তিঃ ॥

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।

যস্য সঃ। তত্র চানার্থতাং পরিহরংস্তস্মিন্ দ্বয়ে বিবৃত্যেব তৈর্জনৈর্বিশিষ্টতামাহ যদুবরে-

ত্যাদিনা তত্রান্তরঙ্গৈর্বিশিনষ্টি। যদুবরাঃ ক্ষত্রিয়া গোপাশ্চ পরিষৎ সভারূপা যস্য সঃ। বহি-

রঙ্গৈশ্চ বিশিনষ্টি। যে ভক্তজনা এব দোষো ভুজাস্তৈরধর্ম্মমেতাদৃশার্থং নাস্তিক্যাদিকং

জগতি চান্যান্ দূরীকুর্ব্বন্। অতস্তত্তৎসম্বন্ধেন স্থিরচরাণামন্তরঙ্গাণাং স্ববিয়োগঃ দুঃখহন্তা

বহিরঙ্গাণাং সংসারহন্তাপি সন্। অথ তত্রাপি পরমান্তরঙ্গৈর্বিশিনষ্টি স্মিতেতি। শোভনং

স্মিতং তদুপলক্ষিতপ্রসাদবিলাসাদিকং যস্য তেন স্বভাবত এব শ্রীযুক্তেন চ মুখেনৈব প্রাধা-

ন্যতঃ প্রথমোক্তানাং ব্রজবনিতানাং তদন্তরাণাং পুরবনিতানাঞ্চ জনিতাতার্থানুরাগাণাং

তাসাং যোষিতাং যঃ কামঃ স এব দীব্যতি পরমপ্রেমরূপত্বাৎ সর্ব্বতোঽপি বিরাজতি দেবঃ তং

বর্দ্ধয়ন্ সদেবোদ্দীপন্। ইতি স্বরূপরূপগুণলীলাস্থানবিশিষ্টতাপি দর্শিতা। তদেবং সর্ব্ব

সার্থানি বিশেষণস্য বিধেয়জয়তার্থানুগ তত্তাদৃশোঽসৌ স্বয়মেব তাদৃশৈঃ পরিকরৈঃ সহ তাদৃশ-

বিলাসাদিবিশিষ্টো ব্রজে পুরদ্বয়ে চ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিরাজত এব স্থিতং। যুক্তমেব চ তৎ।

স্বয়ং ভগবত্বাৎ। আগন্তুক তাদৃশত্বে স্বয়ং ভগবত্ত্বাহানেঃ ॥ ৪ ॥

অথ ভক্তানাং মাহাত্ম্যে ভগবতি নিষ্ঠৈব হেতুরিতি তাং লিখতি অথ তেষাং নিষ্ঠেতি।

বর্ণাশ্রমাণাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচর ইতি শ্রীভগবদ্বচনানুসারেণ প্রবর্ত্তমানঃ কশ্চি-

দন্যেন সাধুনা জাত্যাশ্রমধর্ম্মান্ পরিপৃষ্টঃ স্ববৃত্তান্তং দৈন্যেনাহ তৎ কস্যচিৎ পদ্যেন লিখতি

নাহমিতি। নরপতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ বর্ণী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবান্ গৃহপতি গৃহস্থঃ বনস্থো বানপ্রস্থঃ যতিঃ

সন্ন্যাসী এষাং মধ্যে কোঽপি নাহং কিন্তু প্রোদ্যন্ প্রকর্ষেণোদয়ংপ্রাপ্নুবন্ যো নিখিলপরম-

বনিতাগণের অনঙ্গবর্দ্ধন করত জয়যুক্ত হউন ॥ ৪০ ॥

পদ্যাবলীর ৭২ অঙ্কধৃত কোন ভক্তের উক্তি যথা ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি এবং যতিও নহি, কিন্তু নিখিল পরমা-

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-

র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৪১ ॥

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম। যোড় হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার। চক্রভ্রমিভ্রমে যৈছে অলাত আকার ॥ ৪২ ॥ নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল। সসাগর মহি শৈল করে টলমল ॥ ৪৩ ॥ স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য। নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ আছাড় খাইঞা পড়ি ভূমে গড়ি যায়। সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥ ৪৪ ॥ নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত

নন্দঃ সএব পূর্ণামৃতাব্ধিঃ পরিপূর্ণসুধাসাগরঃ সদোদিতসমস্তপরমানন্দপূর্ণরসসাগর ইত্যর্থঃ। তস্য গোপীভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়োর্যে দাসাস্তেষামপি যে দাসাস্তেভ্যস্তেষামিতি। বা অনুহীনো দাসোঽতিনিকৃষ্টোঽহমিত্যর্থঃ। অব্যয়ন্ত অনু হীনে সহার্থে সাদৃশ্যে পশ্চাদর্থেচ লক্ষণে। ইত্থম্ভাবায়ামভাগবীপ্সাসন্নেষ্বনুক্রমে ইতি শব্দরত্নাকরঃ ॥ ৭২ ॥

নন্দ পরিপূর্ণ অমৃতসাগর স্বরূপ গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাস দাসের অনুদাস ॥ ৪১ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু পুনর্ব্বার প্রণাম এবং ভক্তগণ যোড় হস্তে ভগবান্‌কে বন্দনা করিলেন। প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্যে হুঙ্কার করিয়া অলাতচক্রের ভ্রমণের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

নৃত্য সময়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানে সাগর ও পর্ব্বত সহিত মহী টলমল করিতে লাগে ॥ ৪৩ ॥

* স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য ও গর্ব্ব, হর্ষ ও দৈন্য-প্রভৃতি নানা ভাবে বিবশ হইয়া সুবর্ণপর্ব্বত যেমন ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়, তাহার ন্যায় আছাড় খাইয়া ভূমিতলে পতিত হওত গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

তখন নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া মহাপ্রভুকে ধরি-

* মধ্যলীলার ২ পরিচ্ছেদে ৭২ পৃষ্ঠায় স্তম্ভাদির লক্ষণ লিখিত হইয়াছে ॥

প্রসারিঞা। প্রভুকে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥ প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার। হরিদাস হরিবোল বোলে বার বার॥৪৫॥ লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল। প্রথম মণ্ডল নিত্যানন্দ মহাবল॥ কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ। হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়াবরণ॥ বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈয়া পাত্রগণ। মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ॥ হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তাবলম্বিয়া। প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥ ৪৬॥ হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন। রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥ রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস। হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ॥ নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে। বার বার ঠেলে তার ক্রোধ হৈল মনে॥ চাপড় মারিঞা তারে কৈল

বার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়েন। অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পশ্চাৎ থাকিয়া হুঙ্কার করেন এবং হরিদাস বারম্বার হরিবোল বলিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

মহাপ্রভুর নিকট লোক নিবারণ করিতে তিনটী মণ্ডল হইল, তন্মধ্যে প্রথম মণ্ডলে মহাবল নিত্যানন্দ, তৎপরে কাশীশ্বর ও গোবিন্দপ্রভৃতি যত ভক্তগণ তাঁহারা সকল হাতাহাতি করিয়া দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ মণ্ডল করিলেন এবং বাহির দিকে রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র গণসহ লোক নিবারণ করত তৃতীয় মণ্ডল হইলেন এবং হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া আবিষ্টচিত্তে প্রভুর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন॥ ৪৬॥

এমন সময়ে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মনে রাজার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুর নর্ত্তন দর্শন করিতেছিলেন। হরিচন্দন রাজার অগ্রে শ্রীনিবাসকে দেখিয়া তাঁহাকে স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এক পাশ হও, নৃত্য দর্শন আবেশে শ্রীনিবাস কিছুই জানেন না, বারে বারে ঠেলা দিতে তাঁহার

নিবারণ। চাপড় খাইঞা ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিচন্দন॥ ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে। আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥৪৭॥ ভাগ্যবান্ তুমি ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা॥ প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার। অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৪৮॥ রথ স্থির করি আগে না করে গমন। অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন॥ সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস। নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥ ৪৯॥ উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥ মাংস ব্রণসহ রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমুলির বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥ ৫০॥ একেক দন্তের

মনে ক্রোধ হওয়ায় চাপড় মারিয়া হরিচন্দনকে নিবারণ করিলেন, চাপড় খাইয়া হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে তাঁহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন ॥৪৭॥

হরিচন্দন! তুমি ভাগ্যবান্, যেহেতু ইঁহার হস্তস্পর্শ প্রাপ্ত হইলা, আমার ভাগ্য নাই, তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। অপর মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া লোকসকলের চমৎকার হইল, অন্যের কথা দূরে থাকুক জগন্নাথদেবেরও অপার আনন্দ জন্মিল ॥ ৪৮ ॥

জগন্নাথদেব রথ স্থির করিলেন অগ্রে আর গমন করে না, অনিমিষ লোচনে প্রভুর নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। বলরাম এবং সুভদ্রারও হৃদয়ে উল্লাস হওয়ায় নৃত্য দর্শন করিতে করিতে তাঁহাদিগের মুখে হাস্যোদ্গম হইল ॥ ৪৯ ॥

উদ্দণ্ড নৃত্যে মহাপ্রভুর অদ্ভুত বিকার হেতু তদীয় দেহে এককালীন অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। যেমন শিমুল বৃক্ষ কণ্টক-বেষ্টিত হয় তাহার ন্যায় তাঁহার শরীর মাংস ব্রণসহ রোমবৃন্দে পুলকিত হইল ॥৫০॥

কম্প দেখি লাগে ভয়। লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥ সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম। জ জয় জ জগ জজ গদ্গদ বচন॥ জল-যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জল। আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল॥ দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্প সম॥ ৫১॥ কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়। শুষ্ককাষ্ঠ সম হস্ত পাদ না চলয়॥ কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন। যাহা দেখি ভক্ত-গণের হয় প্রাণ ক্ষীণ॥ কভু নেত্র নাসাজল মুখে পড়ে ফেন। অমৃতের ধারা চন্দ্র বিম্বে বহে যেন॥ সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।

মহাপ্রভুর এক একটী দন্তের কম্প দেখিয়া ভয় হইতেছে, লোক সকল বোধ করিতেছে যেন দন্তগুলি খসিয়া পড়িবে। সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম নির্গত হওয়ায় তাহাতে রক্তোদ্গম হইতেছে, "জয় জগন্নাথ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করায় মহাপ্রভুর জড়তা হেতু মুখ হইতে "জ জয় জজগ জজ" এই গদ্গদ বচন নির্গত হইতেছে। জলযন্ত্রের (পিচকারীর) ধারার ন্যায় অশ্রুজল নির্গত হওয়াতে চতুর্দ্দিগবর্ত্তি লোক সকলের অঙ্গ ভিজিয়া গেল। মহাপ্রভুর গৌরকান্তি দেহ অরুণকান্তি এবং কখন বা মল্লিকা পুষ্পতুল্য কান্তি দৃষ্ট হইতে লাগিল॥ ৫১॥

মহাপ্রভু কখন স্তব্ধ এবং কখন ভূমিতে পতিত হইতেছেন, আর কখন তদীয় হস্ত পদ শুষ্ককাষ্ঠ তুল্য হওয়ায় আর চলিত হইতেছে না। অপর কখন বা ভূমিতে পড়িয়া শ্বাসহীন হয়েন, যাহা দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণ ক্ষীণ হইতে লাগিল। আর কখন নেত্র নাসায় জল ও মুখে ফেন পতিত হওয়ায় যেন চন্দ্রবিম্ব হইতে অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, বড় ভাগ্যবান্ শুভানন্দ সেই ফেন লইয়া পান করায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে

কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তেঁহো বড় ভাগ্যবান্॥ এই মত তাণ্ডব নৃত্য করি কত ক্ষণ। ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥ তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল। হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল॥ ৫৩॥

তথাহি পদং॥

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ। যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥ধ্রু॥ ৫৪॥

এই ধুয়া মাত্র উচ্চ গায় দামোদর। আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥ ধীরে ধীরে জগন্নাথ করিলা গমন। আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥ ৫৫॥ জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে। কীর্ত্তনিয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥ জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়। শ্রীহস্ত যুগে করে গীতের অভিনয়॥ ৫৬॥ গৌর যদি আগে না যায় শ্যাম হয় স্থিরে।

মত্ত হইলেন॥ ৫২॥

এই মত কতকক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ভাব বিশেষে প্রভুর মন প্রবিষ্ট হইল, অনন্তর তাণ্ডব নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপকে আজ্ঞা দিলে স্বরূপ হৃদয় জানিয়া গান করিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥

স্বরূপের উচ্চারিত পদের অর্থ যথা॥

যাহার জন্য মদনানলে দগ্ধ হইতেছিলাম, সেই প্রাণনাথকে প্রাপ্ত হইলাম॥ ৫৪॥

দামোদর উচ্চ স্বরে এই মাত্র ধুয়া গান করিতে থাকিলে, মহাপ্রভু আনন্দে সুমধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেব ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন, শচীনন্দন অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া যাইতেছেন॥ ৫৫॥

জগন্নাথের প্রতি নেত্র দিদা সকলে গান ও নৃত্য করিতেছেন, মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবের প্রতি মহাপ্রভুর হৃদয় ও নয়ন নিমগ্ন হইলে, তিনি শ্রীহস্তযুগলে গীতের অভিনয় করিতেছেন॥ ৫৬॥

গৌরাঙ্গদেব যদি অগ্রে গমন না করেন, তাহা হইলে শ্যামমূর্ত্তি

গৌর আগে ধায় শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥৫৭॥ এই মত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি। সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর। হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥ ৫৮ ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং অশীত্যধিকত্রিশতাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া বচনং ॥

* যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা

স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ইতি ॥ ৫৯ ॥

জগন্নাথদেব স্থির হয়েন, আর যদি গৌরহরি অগ্রে অগ্রে গমন করেন তাহা হইলে শ্যামমূর্ত্তি ধীরে ধীরে যাইতে লাগেন ॥ ৫৭ ॥

এইরূপ গৌর ও শ্যাম ঠেলাঠেলি করিতেছেন কিন্তু মহাবলী গৌরহরি সরথ শ্যামকে স্থগিত করিয়া রাখিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল, তাহাতে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

কাব্যপ্রকাশ অলঙ্কারের প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃত তথা পদ্যাবলীর ৩৮৩ শ্লোক ধৃত কোন নায়িকার বাক্যকে সখীর প্রতি শ্রীরাধার বাক্যরূপে কহিতেছেন ॥

সখি! যিনি আমার কৌমাররাজ্যকে হরণ করিয়াছেন, সম্প্রতি আমি তাঁহাকেই বররূপে বরণ করিয়াছি, এখন সেই সকল চৈত্রমাসের রাত্রি, সেই সকল বিকসিত মালতীর গন্ধ, সেই সকল বর্দ্ধিত কদম্বসম্বন্ধীয় বায়ু, আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীর তটে অশোকতরুতলে যে সুরতব্যাপার হইয়াছিল, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৫৯ ॥

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যলীলায় ১ পরিচ্ছেদে ৪৩ অঙ্কে আছে।

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার। স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না জানে ইহার ॥ এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপ আখ্যান ॥ ৬০ ॥ পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ। কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল। সেই ভাবাবিষ্ট হৈঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥ ৬১ ॥ অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈলা নিবেদন। সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম ॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ ইঁহা লোকারণ্য হাতি ঘোড়া রথধ্বনি। তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিক নাদ শুনি ॥ ইঁহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে সুখ

মহাপ্রভু বারম্বার এই শ্লোক পাঠ করিতেছেন, কিন্তু স্বরূপ ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি ইহার অর্থ জানেন না, এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে এই শ্লোকের ভাবার্থ কহিতেছি ॥ ৬০ ॥

পূর্ব্বে যেমন গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দচিত্ত হইয়াছিলেন, জগন্নাথ দেখিয়া প্রভুর সেই ভাব উদিত হইল, সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গান করাইতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

অবশেষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন যে, তুমি সেই, আমি সেই ও নবসঙ্গমও সেই, তথাপি বৃন্দাবন আমার মন হরণ করিতেছে, অতএব বৃন্দাবনে আপনার চরণ উদয় করাও। এ স্থানে লোকারণ্য, হাতি ঘোড়া ও লোকের কলরব, আর তথায় পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ ও কোকিলের ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। এ স্থানে রাজবেশ ও সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ, সে স্থানে সঙ্গে-গোপগণ ও মুরলীবদন, বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে যে সুখ আস্বাদন, সেই সুখ সমুদ্রের এ স্থানে এক কণামাত্রও নাই। অতএব

সমুদ্রের চিহ্ন নাহি এক কণ ॥ আমা লঞা পুন লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥৬২॥ ভাগবতে আছে এই রাধিকা বচন। পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বচন ॥ সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক। শ্লোকের যে অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ স্বরূপ-গোসাঞি জানে না করে অর্থ তার। শ্রীরূপগোসাঞি কৈল এ অর্থ প্রচার ॥ স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন। নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ৬৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতি তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ॥

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং

আমাকে লইয়া যদি পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে লীলা কর, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার একটী বচন আছে, পূর্ব্বে সূত্রমধ্যে তাহা বর্ণন করিয়াছি, মহাপ্রভু সেই ভাবাবেশে একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। ঐ শ্লোকের যে অর্থ তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারে না, কেবলমাত্র স্বরূপগোস্বামী জানেন, কিন্তু তিনি তাহার অর্থ করেন না, শ্রীরূপগোস্বামী এই অর্থ প্রচার করিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপের সঙ্গে যাহার অর্থ আস্বাদন করেন, নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক পাঠ করিলেন ॥৬৩

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের বাক্য যথা ॥

গোপীগণ কহিলেন, অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে চিন্ত-নীয় ও সংসারকূপে পতিত ব্যক্তিদিগের উত্তরণের অবলম্বন রূপে

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যলীলার ১ পরিচ্ছেদে ১৪ পৃষ্ঠায় ৬৪ অঙ্কে আছে ॥

গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ইতি ॥ ৬৪ ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ ॥

অন্যের যে অন্য মন, আমার মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১ ॥ প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন। ব্রজ আমার সদন, তাহাতে তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায়। তুমি বিদগ্ধ-কৃপাময়, জান আমার হৃদয়, আমায় ঐছে করিতে না যুয়ায় ॥২ চিত্তকাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ন করি নারি কাড়িবারে। তারে

পদ্মনাভের পাদপদ্মদ্বয় গৃহস্থ হইলেও আমাদিগের মনে সর্ব্বদা উদিত হউক্ ॥ ৬৪ ॥

কবিরাজ গোস্বামিকৃত অর্থ যথা ॥

যথা রাগ ॥

অন্যের অন্য বিষয়ে মন কিন্তু আমার বৃন্দাবনের প্রতি মন, মনে ও বনে এক করিয়া বোধ করি। তাহাতে অর্থাৎ বৃন্দাবনে যদি তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও তাহা হইলে তোমার পূর্ণ কৃপা জ্ঞান করিব ॥ ১ ॥

অহে প্রাণনাথ! আমার যথার্থ নিবেদন শ্রবণ কর, বৃন্দাবনে আমার গৃহ, তাহাতে যদি তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে আমার এ জীবন থাকিবে না ॥ ধ্রু ॥

পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারা এবং এক্ষণে তুমি স্বয়ং আমাকে যোগ জ্ঞানের উপায় কহিলা। তুমি রসিক ও কৃপাময় আমার হৃদয় অবগত আছ, আমার প্রতি এ প্রকার করা যোগ্য হয় না ॥ ২ ॥

তোমার নিকট হইতে চিত্ত কাড়িয়া লইয়া বিষয়েতে লিপ্ত করিতে

জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক হাঁসাইয়া মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ৩ ॥ নহে গোপী যোগেশ্বর,—তোমার পদকমল, ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ। তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটি নাটি, শুনি গোপীর বাঢ়ে আর রোষ ॥ ৪ ॥ দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাঁহা তার, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার। বিরহসমুদ্রজলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে, গোপীগণে লহ তার পার ॥ ৫ ॥ বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা। সেই ব্রজ ব্রজজন, মাতাপিতা বন্ধুগণ, বড় চিত্র কেমনে পাশরিলা ॥ ৬ ॥ বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ, তুমি তোমায় নাহি দোষাভাস। তবে যে তোমার মন, নাহি শুনে ব্রজজন, সে আমার

ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু যত্ন করিয়াও কাড়িয়া লইতে পারিতেছি না, তুমি তাহাকে জ্ঞানশিক্ষা করাও, লোকসকলকে হাঁসাইতেছ, স্থানাস্থান বিচার করিতেছ না ॥ ৩ ॥

গোপী যোগেশ্বর নহে, তোমার চরণকমল ধ্যান করিয়া সন্তোষ কিন্তু তোমার যে বাক্যের পরিপাটী, তাহার মধ্যে কুটী নাটী রহিয়াছে শুনিয়া গোপীর ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ৪ ॥

যাহার দেহস্মৃতি না থাকে, তাহার সংসার কূপ কোথায়, সে তাহা হইতে উদ্ধার হইতে ইচ্ছা করে না, বিরহসমুদ্রজলে কামরূপ তিমিঙ্গিলে (মৎস্য বিশেষে) গ্রাস করিতেছে, তুমি গোপীগণকে তাহার পারকর ॥ ৫

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিনস্থ বন, সেই কুঞ্জে রাসাদি লীলা, সেই ব্রজ, ব্রজজন ও মাতা পিতা বন্ধুগণ, কি আশ্চর্য্য! তুমি তাহা কিরূপে বিস্মৃত হইলা ॥ ৬ ॥

তুমি বিদগ্ধ (রসিক) মৃদু, সদ্গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, তোমাতে দোষের আভাসমাত্র নাই, তবে যে তোমার মন ব্রজজনকে স্মরণ করে

দুর্দ্দৈব বিলাস ॥ ৭ ॥ না গণে আপন দুখ, দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ, ব্রজজন হৃদয় বিদরে। কিবা মার ব্রজবাসী, কি বা জীয়াও ব্রজে আসি, কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে ॥ ৮ ॥ তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ, ব্রজজনে কভু নাহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ ৯ ॥ তুমি ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্। কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় করাহ নিজ পদ ॥ ১০ ॥

পুনর্যথারাগঃ ॥

শুনিঞা রাধিকাবাণী, ব্রজপ্রেমা মনে আনি, ভাবে ব্যাকুলিত কৈল

না, সে কেবল আমার দুর্দ্দৈবের পরিণাম মাত্র ॥ ৭ ॥

ব্রজজন নিজের দুঃখ গণনা করে না, ব্রজেশ্বরীর মুখ দেখিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাসিদিগকে মার অথবা বৃন্দাবনে আসিয়া তাহাদিগকে জীবিত কর, দুঃখ সহ্য করিবার নিমিত্ত কেন জীবিত করিতেছ ॥ ৮ ॥

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ ও অন্য দেশে বাস, তাহা ব্রজজনকে প্রীত বোধ হয় না, ব্রজজন ব্রজভূমি ছাড়িতে পারে না, তোমাকে না দেখিলে মৃতপ্রায় হয়, ব্রজজনের কি উপায় হইবে ॥ ৯ ॥

তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজের প্রাণধন এবং ব্রজের সমস্ত সম্পৎস্বরূপ, তোমার মন কৃপায় আর্দ্রীভূত, ব্রজে আসিয়া ব্রজজনকে জীবন দান কর, ব্রজে আসিয়া নিজ পদ উদয় করাও ॥ ১০ ॥

পুনর্ব্বার যথা রাগ ॥

শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনের প্রেম মনোমধ্যে আন-

মন। ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি, করে কৃষ্ণ তার আশ্বাসন ॥ ১ ॥ প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন। তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে, মোর দুঃখ না জানে কোন্ জন ॥ ধ্রু॥ ব্রজবাসী যতজন, মাতা পিতা সখাগণ, সবে হয় মোর প্রাণসম। তার মধ্যে গোপী গণ সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ২ ॥ তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিলা বশে, আমি তোমার অধীন কেবল। তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূরদেশে লঞা, রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ৩ ॥ প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা, নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ। মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে, এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥৪

য়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মন ভাবে ব্যাকুলিত হইল এবং ব্রজলোকের প্রেম শ্রবণে আপনাকে ঋণিরূপে মানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ১ ॥

হে প্রাণপ্রিয়ে! আমার সত্য বাক্য শ্রবণ কর, তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমি দিবারাত্রে অনুতাপ করিতেছি, আমার দুঃখ কে না বিদিত আছে? ॥ ধ্রু ॥

যত ব্রজবাসী এবং মাতা পিতা ও সখাগণ, ইহাঁরা সকল আমার প্রাণতুল্য হয়েন, ইহাঁদিগের মধ্যে গোপীগণ আমার সাক্ষাৎ জীবন, আবার তুমি আমার জীবনের জীবনস্বরূপ ॥ ২ ॥

তোমাদিগের প্রেমরস আমাকে বশ করিয়াছে, আমি কেবলমাত্র তোমার অধীন, হায়! আমার দুর্দ্দৈব এতই প্রবল যে, তোমাদিগকে ত্যাগ করাইয়া আমাকে দূর দেশে আনিয়া রাখিয়াছে ॥ ৩ ॥

প্রিয়া প্রিয়তমের সঙ্গহীন হইয়া এবং প্রিয় প্রিয়তমার সঙ্গব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে না ইহা সত্য প্রমাণ, প্রিয়া যদি আমার দশা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও এই দশা হইবে, এই ভয়ে দুই

সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি, বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে। না গণে আপনার দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ, সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ৫ ॥ রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ, তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি। তোমাসনে ক্রীড়া করি, নিতি যাই যদুপুরী, তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥ ৬ ॥ মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে, সেই প্রেম পরম প্রবল। লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ-করায় তোমা সনে, প্রকটে হ আনিবে সত্বর ॥ ৭ ॥ যাদবের প্রতিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ, তাহা আমি সব কৈল ক্ষয়। আছে দুই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন, আইলাম জানিহ নিশ্চয় ॥ ৮ ॥ সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে, রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা। যে বা স্ত্রী পুত্র ধন, করি

জনে প্রাণ রক্ষা করেন ॥ ৪ ॥

সেই সতী প্রেমবতী এবং সেই পতিই প্রেমবান্, যিনি বিয়োগেতেও প্রিয়ের হিতবাঞ্ছা করেন ও আপনার দুঃখ গণনা না করিয়া প্রিয়জনের সুখ ইচ্ছা করেন, সেই দুইয়ের অবিলম্বে মিলন হয় ॥ ৫ ॥

তোমার জীবন রক্ষা করিতে আমি নারায়ণের সেবা করিয়া থাকি, আমি তাঁহার শক্তিতে প্রত্যহ আগমন করিয়া এবং তোমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া নিত্য যদুপুরীতে গমন করি, তাহা তুমি আমার স্ফূর্ত্তি করিয়া মানিয়া থাক ॥ ৬ ॥

আমার ভাগ্যে আমার বিষয়ে তোমার যে প্রেম আছে তাহা পরম প্রবল স্বরূপ, সে আমাকে লুকাইয়া আনয়ন করত তোমার সহিত সঙ্গম করায়, সেই প্রেম প্রকটেতেও শীঘ্র আমাকে আনয়ন করিবে ॥ ৭ ॥

যাদবদিগের প্রতিপক্ষস্বরূপ যত কংসপক্ষ দুষ্ট অসুর আছে, আমি সে সমুদায়কে ক্ষয় করিয়াছি, দুই চারি জন মাত্র অবশিষ্ট আছে, আমি তাহাদিগকে বধ করিয়া বৃন্দাবনে আসিব ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ৮ ॥

সেই শত্রুগণ হইতে ব্রজজনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি রাজ্যে

বাহ্য আবরণ, যদুগণের সন্তোষ লাগিঞা ॥ ৯ ॥ তোমার যে প্রেমগুণে, করে আমা আকর্ষণে, আনিবে আমা দিন দশ বিশে। পুন আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে, বিলসিব রাত্রিদিবসে ॥ ১০ ॥ এত তারে কহি কৃষ্ণ, ব্রজ যাইতে সতৃষ্ণ, এক শ্লোক পড়ি শুনাইল। সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিত সকল বাধা, কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীত হইল ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশ-
শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতনামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৬৫ ॥ *

উদাসীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, যে সকল স্ত্রী, পুত্র ও ধন আছে, যদুগণের সন্তোষ নিমিত্ত তাহাদিগকে বাহ্যে আবরণ করিতেছি ॥ ৯ ॥

তোমার প্রেমগুণ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, সে আমাকে দশ বা বিশ দিবসের মধ্যে এই স্থানে আনয়ন করিবে। আমি পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে আসিয়া তুমি যে ব্রজবধূ তোমার সঙ্গে দিবারাত্র বিলাস করিব ॥১০

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে এই কথা বলিয়া ব্রজ যইতে সতৃষ্ণ হওত একটী শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। সেই শ্লোক শুনিয়া শ্রীরাধার সমস্ত দুঃখ খণ্ডিত হইল এবং আমি যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইব, তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতীতি জন্মিল ॥ ১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে
গোপীদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমার প্রতি ভক্তিই ভূতগণের অমৃতের (মোক্ষের) নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ আছে, তাহা অতি মঙ্গলের বিষয়, যে হেতু তাহা আমার প্রাপক ॥ ৬৫ ॥

* ইহার টীকা আদিলীলার ৪ পরিচ্ছেদে ৯৪ পৃষ্ঠায় আছে।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে। রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥ নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইঞা। শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথবদন চাঞা॥ ৬৬॥ স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন। প্রভুতে আবিষ্ট যার কায় বাক্য মন॥ স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভু নিজেন্দ্রিয়গণ। আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥ ৬৭॥ ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিঞা। তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈঞা॥ অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর। ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভুকর॥ প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান। যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥ শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল। তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥ সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল। মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥

মহাপ্রভু স্বরূপের সঙ্গে গৃহে বসিয়া দিবা রাত্র এই সকল অর্থ আস্বাদন করেন। তিনি নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া একটী শ্লোক পাঠপূর্ব্বক জগন্নাথের বদনপানে দৃষ্টিপাত করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৬॥

স্বরূপগোস্বামির ভাগ্য বর্ণন করা যায় না, তাঁহার কায়, মন ও বাক্য প্রভুতে আবিষ্ট হইয়াছে। স্বরূপের যে সকল ইন্দ্রিয়গণ তাহা মহাপ্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ স্বরূপ, ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়চয়কে আবিষ্ট করিয়া গান আস্বাদন করেন॥ ৬৭॥

মহাপ্রভু কখন ভাবাবেশে ভূমিতে উপবেশন করিয়া অধোমুখে তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা ভূমি লিখিতে লাগেন। অঙ্গুলি ক্ষত হইবে জানিয়া দামোদর ভয়ে নিজ হস্তে প্রভুর কর নিবারণ করেন॥ ৬৮॥

স্বরূপের গান মহাপ্রভুর ভাবানুরূপ, যখন যে রস আবশ্যক, তাহাই মূর্ত্তিমান্ করেন। অনন্তর জগন্নাথের শ্রীমুখকমল দর্শন করিতে লাগিলেন। আহা! ঐ মুখের উপর সুন্দর নয়নযুগল, সূর্য্যকিরণে ঝলমল

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিন্ধু উথলিল। উন্মাদ ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥ ৬৯॥ আনন্দ উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ। নানা ভাবসৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥ ৭০॥ ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য। সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী সবার প্রাবল্য॥ ৭১॥ প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল। ভাব-

করিতেছে এবং জগন্নাথের মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও পরিমল, এই সকল দেখিয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছলিত হইতে লাগিল॥ ৬৯॥

আনন্দ উন্মাদে ভাবের তরঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় নানা ভাবরূপ সৈন্যের পরস্পর যুদ্ধতরঙ্গ উপস্থিত হইল॥ ৭০॥

* তাহাতে ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য, সঞ্চারী, সাত্ত্বিক ও স্থায়িভাব প্রভৃতির প্রাবল্য হইয়া উঠিল॥ ৭১॥

বিশুদ্ধ হেমাচল অর্থাৎ সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় মহাপ্রভুর শরীর,

---

* ভাবোদয়ঃ।

অথ ভাবঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের ৩ লহরীর ১ অঙ্কে যথা॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

অস্যার্থঃ। বিশেষ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যকিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দ্দভাবাভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভি-লাষদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাকারক যে ভক্তিবিশেষ তাহার নাম ভাব।

অথ ভাবশান্তিঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের চতুর্থ লহরীর ১১৫ অঙ্কে যথা॥

অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে॥

অস্যার্থঃ। যে ভাব অতিশয় উৎকট হয়, তাহার বিনাশের নাম শান্তি।

ঐ প্রকরণের ১০৯ অঙ্কে॥

স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ॥

অস্যার্থঃ। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে সন্ধি হয়।

অথ ভাবশাবল্যং ॥

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পর রং ॥

অস্যার্থঃ। ভাবসকলের সম্মর্দ্দনের নাম শাবল্য।

অথ সঞ্চারী ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪ লহরীর ১। ২ শ্লোকে ॥

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥

অস্যার্থঃ। অনন্তর ত্রয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারি ভাব, যাহা বিশেষতঃ প্রাধান্যরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে, তৎসমুদায় উল্লিখিত হইতেছে। বাক্য জ্রনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব-দ্বারা যে সকল ভাব প্রকাশিত হয় তাহারাই ব্যভিচারী, সকলভাবের গতিসঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারিভাব ও বলা যায় ॥

নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব্ব, মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা (আকারগোপন), ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৈর্য্য, চাপল্য, গ্লানি, চিন্তা; বিতর্ক, এই তেত্রিশটী উক্ত সঞ্চারিভাবের ভেদ হইয়া থাকে ॥

অথ সাত্ত্বিকঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৩ লহরীর ১ অঙ্কে যথা ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তেতু সাত্ত্বিকাঃ।

অস্যার্থঃ। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধি অথবা কিঞ্চিৎ ব্যবধান হেতু ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন, সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে সকল ভাব তাহা-দিগকে সাত্ত্বিকভাব বলা যায় ॥

ঐ প্রকরণের ৭ অঙ্কে ॥

তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ।

অস্যার্থঃ। স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম) রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় ॥

পুষ্প ক্রম তাতে পুষ্পিত সকল॥ দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন। প্রেমামৃত বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥ ৭২॥ জগন্নাথসেবক যত রাজপাত্রগণ। যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন। প্রভুর নৃত্যপ্রেম দেখি হয় চমৎকার। কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার॥ প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল। প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দবিহ্বল॥৭৩ অন্যের কা কথা জগন্নাথ হলধর। প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥ কভু সুখে নৃত্য-রঙ্গ দেখে রথ রাখি। সে কৌতুক যে দেখিল সেই

তাহাতে ভাব পুষ্পের বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে দর্শক লোকসকলের চিত্ত ও মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাপ্রভু প্রেমামৃত বৃষ্টিদ্বারা সমস্ত লোককে সেচন করিতেছেন॥ ৭২॥

জগন্নাথদেবের যত সেবক, যত রাজপাত্র, যত যাত্রিক লোক ও যত নীলাচলবাসী মনুষ্য, প্রভুর নৃত্য ও প্রেমদর্শনে সকলে চমৎকৃত ও কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহাদিগের হৃদয় উচ্ছলিত হইল। লোকসকল প্রেমে নৃত্য, গান ও কোলাহল করিতে লাগিল এবং প্রভুর নৃত্য দেখিয়া সকল লোক আনন্দে বিহ্বল হইল॥ ৭৩॥

অন্যের কথা দূরে থাকুক সাক্ষাৎ জগন্নাথ ও হলধরও মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া সুখে মন্দ মন্দ গমন করেন এবং কখন সুখে নৃত্য রঙ্গ দেখিয়া রথ স্থগিত রাখেন, ঐ কৌতুক যে দর্শন করিল সেই তাহার

অথ স্থায়ীভাবঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৫ লহরীর ১ অঙ্কে॥

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।
স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।

অস্যার্থঃ। হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধপ্রভৃতি বিরুদ্ধভাবসকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়িভাব বলে। এস্থলে কৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়িভাব বলিয়া জানিতে হইবে॥

তার সাক্ষী ॥ ৭৪ ॥ এইমত প্রভু নৃত্য করিতে ভ্রমিতে। প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ সংভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল। তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল ॥ রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার। ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার ॥ ৭৫ ॥ আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে। কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে ॥ যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন। প্রসন্ন হৈঞাছে তারে মিলিবারে মন ॥ তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান। বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥৭৬ প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়। সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয় ॥ তোমার উপরে প্রভুর প্রসন্ন আছে মন। তোমা লক্ষ করি শিখায়েন নিজগণ ॥ অবসর জানি আমি করিব নিবেদন। সেইকালে যাই

সাক্ষিস্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু নৃত্য ও ভ্রমণ করিতে করিতে প্রতাপরুদ্রের অগ্রে গিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রতাপরুদ্র সংভ্রমে গিয়া প্রভুকে ধারণ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল। রাজাকে দেখিয়া মহাপ্রভু ছি ছি আমার বিষয়িস্পর্শ হইল এই বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

আবেশে নিত্যানন্দ সাবধান হইলেন না, কাশীশ্বর ও গোবিন্দ অন্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। যদিচ রাজাকে হাড়ির সেবন (যাঁহারা স্থান পরিষ্কার) করিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে মহাপ্রভুর মন হইয়াছিল, তথাপি আপন গণকে সাবধান করিতে, ভগবান্ বাহ্যে কিছু রোষাভাস প্রকাশ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

প্রভুর বাক্যে রাজার মনোমধ্যে ভয় হওয়ায় সার্ব্বভৌম কহিলেন, মহারাজ! আপনি কোন সংশয় করিবেন না, আপনার প্রতি মহাপ্রভুর মন প্রসন্ন আছে। আপনাকে লক্ষ্য করিয়া নিজগণকে শিক্ষা দান করি-

করিহ প্রভুর মিলন ॥ ৭৭ ॥ তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা। রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিঞা ॥ ঠেলিলে চলিল রথ হড় হড় করি। চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি ॥ ৭৮ ॥ তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে। বলভদ্র সুভদ্রা আগে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা। জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ৭৯ ॥ চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডি স্থানে। জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিন বামে ॥ বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন। ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ৮০ ॥ আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ। রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥ সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম। কোটি

লেন। আমি অবসর জানিয়া প্রভুকে নিবেদন করিব, আপনি সেই সময়ে যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু রথপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক রথের পশ্চাৎ গমন করত মস্তক দিয়া রথ ঠেলিতে লাগিলেন। ঠেলা দিতে রথ দ্রুতগতি চলিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকের লোকসকল হরি হরি বলিয়া উঠিল ॥ ৭৮ ॥

তখন মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বলভদ্র ও সুভদ্রার অগ্রে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তথায় নৃত্য করিয়া পরে জগন্নাথ অগ্রে আগমন এবং জগন্নাকে দেখিয়া তথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর রথ বলগণ্ডি স্থানে চলিয়া আসিল, জগন্নাথ রথ রাখিয়া ডাহিনে বামে দেখিতে লাগিলেন। বামদিকে বিপ্রশাসন ও নারিকেলের বন ও দক্ষিণদিকে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৮০

গৌরাঙ্গদেব ভক্ত লইয়া অগ্রে নৃত্য করিতেছেন, জগন্নাথদেব রথ রাখিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে ভোগ লাগিবার নিয়ম

ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ। নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥ ৮১ ॥ রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র মিত্র-গণ। নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ॥ নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন। নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ ॥ ৮২ ॥ আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান বনে। যে যাহা পায় ভোগ লাগায় নাহিক নিয়মে ॥ ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা। নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা ॥ ৮৩ ॥ প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন যাঞা। পুষ্পোদ্যান গৃহ-পিণ্ডায় রহিলা পড়িঞা ॥ নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম। সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন ॥ যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে। প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রামে ॥৮৪॥ এইত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।

আছে, জগন্নাথ কোটি ভোগ আস্বাদন করেন, জগন্নাথদেবের ছোট বড় যত দাসগণ আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ উত্তম ভোগসকল সমর্পণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

অনন্তর রাজা, রাজমহিষী এবং পাত্র মিত্রগণ তথা নীলাচলবাসী যত ছোট বড় মনুষ্য, আর নানা দেশের যাত্রিক ও যত দেশীয় মনুষ্য, তাঁহারা সকল সেই স্থানে নিজ নিজ ভোগ সমর্পণ করিলেন ॥ ৮২ ॥

অগ্র পশ্চাৎ দুই পার্শ্বে পুষ্পবন আছে, যে যেখানে যাহা পায় সেই সেখানে তাহা ভোগ লাগাইতে লাগিল, ইহার নিয়ম নাই। ভোগের সময়ে লোকসকলের মহাভিড় হইল, ঐ সময়ে মহাপ্রভু নৃত্য ত্যাগ করিয়া উপবনে গমন করিলেন ॥ ৮৩ ॥

মহাপ্রভু উপবনে গিয়া পুষ্পোদ্যানের গৃহপিণ্ডায় পতিত হইয়া রহি-লেন, নৃত্য পরিশ্রমে মহাপ্রভুর অঙ্গে বিপুল ঘর্ম্মবারি উদ্গত হইতে লাগিল, তখন তিনি সুগন্ধি ও শীতল বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যত কীর্ত্তনীয়া ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকল উপবনে আসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিলেন ॥ ৮৪ ॥

জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।
চৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৮৫ ॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াং ১ স্তবে
৭ শ্লোকে যথা ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৮৬॥

ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্রপায়। সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্ত

তর্কালঙ্কারস্য। রথেতি। পুনঃ কীদৃশঃ। অধিপদবি পদব্যাং। রথমারূঢ়স্য নীলাচলপতেঃ শ্রীজগন্নাথস্য আরাৎ সমীপে অদভ্রোঽতিশয়ো যঃ প্রেমা তস্যোর্ম্মিভিঃ স্ফুরিতো যো নটনোল্লাসস্তেন বিবশঃ। পুনঃ কীদৃক্। সহর্ষং গায়দ্ভির্বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃতা তনুর্যস্য সঃ ॥৮৬

আমি মহাপ্রভুর এই মহাকীর্ত্তন ও তিনি জগন্নাথের অগ্রে যেরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম। মহাপ্রভুর রথাগ্রে এই নৃত্যবিবরণ শ্রীরূপগোস্বামী চৈতন্যাষ্টকে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥

স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের ১ স্তবে ৭ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখবর্ত্তি পথমধ্যে বৈষ্ণবগণ মহানন্দে নাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে যিনি তৎসঙ্গী হইয়া মহাপ্রেমতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বিবশ হইতেন, সেই চৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ? ॥ ৮৬ ॥

মহাপ্রভুর এই মহাসঙ্কীর্ত্তন ও রথাগ্রে নৃত্য, যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন তিনি গৌরচন্দ্রের চরণে সুদৃঢ় বিশ্বাসসহকারে প্রেমভক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৮৭ ॥

হয়॥ ৮৭॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস॥ ৮৮॥

॥ *॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ *॥ ১৩॥ *॥

॥ *॥ ইতি মধ্যখণ্ডে ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ *॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছে॥ ৮৮॥

॥ *॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পন্যাং রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরি-চ্ছেদঃ ॥ *॥ ১৩॥ *॥

চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ। জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন ॥ ২ ॥ এই মত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে। হেন কালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে ॥ ৩ ॥ সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজ-

---

গৌরঃ পশ্যন্নিতি। স গৌরঃ প্রেম্না প্রেমানন্দেন ননর্ত্ত নর্ত্তনং কৃতবান্। কিং কুর্ব্বন্। আত্মবৃন্দৈর্ভক্তবৃন্দৈঃ সহ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্। পুনঃ কিম্ভূতঃ সন্ গোপীরসোল্লাসং শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়োৎসব দর্শন করিতে করিতে গোপীরসের উল্লাস অর্থাৎ গোপীপ্রেম মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হওত নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, নিত্যানন্দের জয় হউক, জয় হউক, ধন্য অদ্বৈত জয়যুক্ত হউন এবং গৌরভক্তদিগের জয় হউক, জয় হউক এবং গৌর প্রাণধন গৌর প্রাণধন শ্রোতাগণ জয়-যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

এইরূপ মহাপ্রভু প্রেমাবেশে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র গিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥

রাজা সার্ব্বভৌমের উপদেশ রাজবেশ ত্যাগ করিয়া একাকী

বেশ। একলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥ সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈঞা। প্রভুপাদ ধরি পড়ে সাহস করিঞা॥৪॥ আঁখি বুঁজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসম্বাহন॥ রাস-লীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন। "জয়তি তে ঽধিকং" অধ্যায় করয়ে পঠন॥ ৫॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। বোল বোল বলি উচ্চ বলে বার বার॥ ৬॥ "তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥ তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি দিল আলিঙ্গন॥ এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার। দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥ ৭॥

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ভক্তগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাহস করিয়া যোড় হস্তে প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করত পতিত হইলেন॥ ৪॥

তখন মহাপ্রভু নেত্র মুদ্রিত করিয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র যত্ন সহকারে পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং রাস-লীলার শ্লোক পাঠ ও স্তব করত "জয়তি তে ঽধিকং" এই অধ্যায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫॥

শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর অসীম সন্তোষ জন্মিল, বল বল বলিয়া বারম্বার উচ্চরব করিতে লাগিলেন॥ ৬॥

রাজা "তব কথামৃতং" এই শ্লোক যখন পাঠ করিলেন তখন মহা-প্রভু উঠিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন দিলেন এবং কহিলেন, তুমি আমাকে বহুতর অমূল্য রত্ন প্রদান করিলা, আমার কিছুই দিবার বস্তু নাই, আলিঙ্গন মাত্র প্রদান করিলাম, এই বলিয়া সেই শ্লোক বারম্বার পড়িতে লাগিলেন, তখন দুই জনের অঙ্গে কম্প এবং নেত্রে জলধারা পতিত হইতে লাগিল॥ ৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১। ৯॥ কিঞ্চ, অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং। কিন্তু, ত্বৎ কথামৃতং পায়য়ন্তিঃ সুকৃতিভির্বঞ্চিতমিত্যাহুঃ তবেতি। কথৈবামৃতং। তত্র হেতুঃ। তপ্তজীবনং প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কবিভির্ব্রহ্মবিদ্ভিরপি ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতং কিঞ্চ, কল্মষাপহং কামকর্ম্মনিরসনং তত্ত্বমৃতং নৈবংভূতং। কিঞ্চ, শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বনুষ্ঠানাপেক্ষং কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকং এবম্ভূতং ত্বৎ-কথামৃতং আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি তে জনা ভূরিদা বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা, এবং ভূতং ত্বৎকথামৃতং যেতু ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি তেঽপি তাবদতি ধন্যাঃ কিং পুনঃ যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ॥

তোষণ্যাং। তবেতি। কথৈবামৃতং অমৃতবৎ স্বতঃ ফলং ফলান্তরসাধনঞ্চ। তদ্রূপত্বং দর্শয়ন্তি। তপ্তান্ তদ্বিরহতাপখিন্নান্ কিমুত সংসারতাপখিন্নান্ জীবয়তি মৃত্যুপর্য্যন্ত দুর্দশাতো রক্ষতীতি। পূর্ব্বেষাং জীবনরূপঞ্চেতি। কবিভির্ব্রহ্মশিবচতুঃসনাদিভিরাত্মারামৈঃ কিমুতান্যৈরীড়িতং। বর্ত্তমানে ক্তঃ। তথা কল্মষং সর্ব্বরোচকত্বাদিপ্রভাবময়ত্বাৎ সান্তরায়-মপি কিমুত সংসারহেতু পুণ্যাপাপরূপং হন্তীতি তৎ এবংভূতমপি শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্ব্বার্থসাধকং কিমুতার্থবিচারেণ অতএব শ্রীমৎ সর্ব্বোৎকর্ষযুক্তং। আততং সর্ব্বব্যাপক-ঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তং। তদীদৃশং কথামৃতং। ভুবি যত্র কুত্রাপি যে গৃণন্তি কথনরূপেণ দদতি তে ভূরিদাঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থদাতারঃ কিমুত গোকুলে তত্রাপ্যাস্ম-দ্বিরহতপ্তাসু জীবনমেব দদতীতি ভাবঃ। যদ্বা, কথৈব মৃতং মৃতিঃ কথৈব মারয়তীত্যর্থঃ। কুতঃ তপ্তজীবনং যস্মাৎ। তপ্তে তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষাপহং

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবাক্য যথা ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা তোমার কথামৃত পান করাইয়া তাহা

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৮ ॥

"ভূরিদাঃ ভূরিদাঃ" বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন জন ॥ পূর্ব্বে সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।০ অনুসন্ধান বিনে কৃপা প্রসাদ করিল ॥ ৯ ॥ এই দেখুক চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তার অনুসন্ধান বিনু করয়ে সকল ॥ প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।

যথা স্যাত্তথেড়িতং তন্নাশকতয়া শ্লাঘিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, শ্রবণেনৈব মঙ্গলং মঙ্গলমিতি শ্রূয়তে নবনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। শ্রীমদাততং শ্রিয়া সৌন্দর্য্যাদিনা তৎকৃতেন মদেন নিজজনা- নাদরাদিলক্ষণেন চাততং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং। অতো যে গৃণন্তি তে ভূরিদা মহাপ্রাণদাতকা ইত্যর্থঃ। এষা পরমার্ত্তু।ক্তিরেব। দো অবধণ্ডনে ॥ ৪ ॥

নিবারণ করিয়াছেন, ফলতঃ তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ জনগণও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কাম কর্ম্ম নিরস্ত হয়। অপর ঐ অমৃত শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক, পৃথ্বীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে তাহা পান করান, নিশ্চয়ই তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু বহু দান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা অতিশয় পুণ্যবান্। হে প্রভো! যাঁহারা কেবল তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন, তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন তখন দর্শনকারিদিগের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দিউন ॥ ৮ ॥

মহাপ্রভু "ভূরিদাঃ ভূরিদাঃ" বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন, ইহা জানেন না যে ইনি কোন্ ব্যক্তি হয়েন, পূর্ব্বে সেবা দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা উপস্থিত হইয়াছিল, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে কৃপা প্রসাদ করিলেন ॥ ৯ ॥

চৈতন্যের এই কৃপার বল অবলোকন কর, তাঁহার অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সকল করিয়া থাকে। মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি আমার হিত করিলা, আচম্বিতে আসিয়া আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইয়াছ ॥১০

আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥১০॥ রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস। ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥১১॥ তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল। কাহোঁ না কহিও ইহা নিষেধ করিল॥ রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ। অন্তরে সব জানে প্রভু বাহিরে উদাস ॥ ১২ ॥ প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ। রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন ॥১৩॥ দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা। যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ১৪ ॥ মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ। বাণীনাথ প্রসাদ লৈয়া কৈল আগমন ॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিঞা। প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিঞা ॥ ১৫ ॥ বলগণ্ডিভোগের

এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, আমি আপনার দাসের অনুদাস, আমাকে ভৃত্যের ভৃত্য করুন এইমাত্র আমার আশা ॥ ১১ ॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন এবং কোন স্থানে কহিও না এই বলিয়া নিষেধ করিলেন। ইনি রাজা, মহাপ্রভু এই জ্ঞান প্রকাশ করিলেন না, অন্তরে সমুদায় জানেন কিন্তু বাহিরে উদাসীন হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥

সে যাহা হউক, ভক্তগণ প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখিয়া আনন্দচিত্তে সকলে রাজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর রাজা দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বাহিরে গমন করিয়া যোড়হস্তে সমস্ত ভক্তগণকে বন্দনা করিলেন ॥ ১৪ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া মধ্যাহ্ন করিতেছিলেন এমন সময়ে বাণীনাথ প্রসাদ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও বাণীনাথকে দিয়া অনেক করিয়া প্রসাদ পাঠাইয়াছিলেন॥১৫

বলগণ্ডি ভোগের অপর্য্যাপ্ত উত্তম প্রসাদ এবং নিসকড়ি প্রসাদ

প্রসাদ উত্তম অনন্ত। নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত॥ ছেনা-পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল। নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল॥ নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর। বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥ মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার। অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥ অমৃতমণ্ডা ছেনার বড়ী, আর কর্পূরকূলি। সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥ হরিবল্লভ সেবতি কর্পূরমালতী। ডালিমা মরিছালাড়ু নবাত অমৃতি॥ পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার। রিয়ড়ী কদমা তিলাখাজার প্রকার॥ নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার। ফল ফুল পত্র যুক্ত খণ্ডের বিকার॥ দধিদুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী। সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥ নেবুকোলি আদি নানা প্রকার আচার। লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥ প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন। দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন॥ এই মত জগ-

বহুতর আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেনা পানা, পৈড় (ডাব) আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল, নানাবিধ কদলক, তালবীজ, নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপুর, বাদাম, ছোহরা, দ্রাক্ষা ও পিণ্ডখর্জ্জুর এই সকল ফল, তথা মনোহরা, শতপ্রকার লড্ডুক, আর অমৃতগুটিকা প্রভৃতি অনেক প্রকার ক্ষীরসা, অমৃতমণ্ডা, ছেনাবড়ী, কর্পূরকূলি, সরামৃত, সরভাজা সরপুলী, হরিবল্লভ, সেবতি, কর্পূরমালতী, ডালিমা মরিছালাড়ু নবাত, অমৃতি, পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার, রিয়ড়ী, কদমা তিলাখাজা, খণ্ড নির্ম্মিত ফল ফুল পত্রযুক্ত নারঙ্গ, ছোলঙ্গ ও আম্রবৃক্ষের আকার (ছাঁচ সন্দেশ)। তথা দধিদুগ্ধ, দধিতক্র, রসালা, শিখরিণী, আর সলবণ মুদ্গের অঙ্কুর ও খণ্ড খণ্ড আদা এবং নেবুকোলি প্রভৃতি নানা প্রকার আচার। প্রসাদ যে কত প্রকার তাহা লিখা যায় না, প্রসাদে অর্দ্ধ উপ-

ন্নাথ করেন ভোজন। এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ১৬ ॥ কেয়াপত্রদ্রোণি আইল বোঝা পাঁচ সাত। একেক জনে দশদ্রোণা দিল একেক পাত ॥ কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়। তা সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ১৭ ॥ পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা। পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥ প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন। স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন ॥ আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে। তুমি না খাইলে কেহো না পারে খাইতে ॥১৮॥ তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা। ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পুরিঞা ॥ ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন। প্রসাদ উবরিল

বন পূর্ণ হইল, দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে অতিশয় সন্তোষ জন্মিল। জগন্নাথ। এই প্রকার ভোজন করেন, এই সুখে মহাপ্রভুর নয়ন পরিতৃপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥

তৎপরে বোঝা পাঁচ সাত কেওয়াপত্রের দ্রোণি আসিল, একেক জনকে দশ দশ দ্রোণা ও এক এক পত্র অর্পিত হইল। গৌরাঙ্গদেব কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানেন, সুতরাং সেই সকলকে ভোজন করাইতে মহাপ্রভুর মন ধাবিত হইল ॥ ১৭ ॥

অনন্তর তিনি পঙ্ক্তি পঙ্ক্তি করিয়া ভক্তগণকে বসাইয়া আপনি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু না খাইলে কেহ ভোজন করিতেছে না, স্বরূপ গোস্বামী নিবেদন করিলেন, প্রভো ! আপনি ভোজন না করিলে, কেহ ভোজন করিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

তখন মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন এবং সকলকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভু ভোজনান্তর আচমন করিয়া উপবেশন করিলেন, ভোজনাবশেষে যত প্রসাদ অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে এক সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারে ॥ ১৯ ॥

খায় সহস্রেক জন ॥ ১৯ ॥ প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে। দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি। হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥ হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়। ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌর-রায় ॥ ২০ ॥ ইহা জগন্নাথের রথ চলন সময়। গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয় ॥ টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিলা। পাত্র মিত্র লৈঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা ॥ মহামল্লগণ লঞা রথ চালাইতে। আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে ॥ ২১ ॥ ব্যগ্র হৈঞা রাজা আনি মত্ত হস্তিগণ। রথ চালাইতে রথে করিলা যোটন ॥ মত্ত-হস্তিগণ টানে যার যত বল। এক পাদ না চলে হইল অচল ॥ ২২ ॥

তখন মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন দুঃখিত ও কাঙ্গালি ডাকিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন, কাঙ্গালে ভোজন করিতেছে দেখিয়া গৌরহরি হরিবোল বলিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কাঙ্গাল সকল হরিবোল হরিবোল বলিয়া প্রেমে ভাঁসিয়া যাইতে লাগিল, গৌরহরি এইরূপ অদ্ভুতলীলা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

এখানে জগন্নাথের রথটানিবার সময় উপস্থিত হইল, গৌড়সকল রথ টানিতেছে কিন্তু রথ অগ্রে যাইতেছে না, তাহাতে গৌড় সকল রথ ছাড়িয়া দিল। তখন রাজা পাত্র মিত্র লইয়া ব্যস্ত সমস্ত হওত আগমন করিলেন, মহা মল্লগণদ্বারা রথ চালাইলেন, রথ আপনি লাগিয়া রহিল, কেহ টানিতে পারিল না ॥ ২১ ॥

অনন্তর রাজা ব্যগ্র হইয়া মত্ত হস্তিগণ আনয়ন করত রথ চালাইবার জন্য তাহাদিগকে রথে যোজনা করিলেন। মত্তহস্তিগণ যার যত বল ছিল বলের অনুরূপ টানিতে লাগিল, রথ এক পদও চলিল না, রথ অচল হইল ॥ ২২ ॥

শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা। মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইঞা॥ অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার। রথ নাহি চলে লোকে করে হা হা কার॥ ২৩॥ তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল। নিজগণে রথ কাছি টানিবারে দিল॥ আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া। হড় হড় করি রথ চলিলা ধাইয়া॥ ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র যায়। আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥ ২৪॥ মহানন্দে লোক করে জয় জয় ধ্বনি। জয় জগন্নাথ বহি আর নাহি শুনি॥ নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার। চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোক চমৎকার॥ জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥ ২৫॥

মহাপ্রভু শ্রবণমাত্র নিজগণ সঙ্গে করত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মত্তহস্তী রথ টানিতেছে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অঙ্কুশের আঘাতে হস্তী চিৎকার করিতেছে, রথ চলেনা, লোক সকল হা হা কার করিতে লাগিল॥ ২৩॥

তখন মহাপ্রভু হস্তিগণ দূর করিয়া নিজ গণকে রথ টানিতে আজ্ঞা করিলেন এবং আপনি রথের পশ্চাতে মস্তক দিয়া ঠেলিতে লাগিলেন। তাহাতে রথ "হড় হড়" শব্দ করিয়া দ্রুত গতি চলিতে লাগিল। ভক্তগণ কেবল কাছিতে (স্থূলরজ্জুতে) হস্তমাত্র দিয়া চলিলেন, রথ আপনি চলিল, কেহ টানিতে পাইতেছে না॥ ২৪॥

মহানন্দে লোক সকল জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল, "জয় জগন্নাথ" এই শব্দ ব্যতিরেকে আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। এক নিমেষ মধ্যে রথ গিয়া গুণ্ডিচাদ্বারে উপস্থিত হইল, চৈতন্যের প্রতাপ দেখিয়া লোক সকল চমৎকৃত হইল এবং "জয় গৌরচন্দ্র, জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য," এই মত কোলাহল, করত লোকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল॥২৫

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে। প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে। জগন্নাথ বসিল আসি নিজ-সিংহাসনে ॥ সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা। জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা ॥২৬। অঙ্গনেত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ। আনন্দে আরম্ভিল প্রভু নর্ত্তনকীর্ত্তন ॥ আনন্দেতে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল। দেখি সবলোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল ॥২৭॥ নৃত্যকরি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল। মুখ্য মুখ্য নব দিন নব জনে পাইল ॥ আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্য যত দিন। এক এক দিন করি পড়িল বণ্ঠন ॥ চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল। আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ এক দিন নিমন্ত্রণ করে

রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে মহাপ্রভুর মহিমা দেখিয়া প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইলেন। তৎপরে সেবকগণ পাণ্ডুবিজয় করিয়া অর্থাৎ হাটা-ইয়া লইয়া গেলে জগন্নাথদেব নিজ-সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, সুভদ্রা ও বলদেবও নিজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন জগন্নাথের স্নানও ভোগ হইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

অঙ্গনে মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া আনন্দে নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ করি-লেন। আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উচ্ছলিত দেখিয়া লোক সকল প্রেম-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

মহাপ্রভু নৃত্য করিয়া সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিলেন তৎপরে আই-টোটা আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিম-ন্ত্রণ করিলেন, মুখ্য মুখ্য নয় জন নয় দিন পাইলেন, আর ভক্তগণ চাতু-র্মাস্যে যত দিন হয় তাঁহাদিগের এক এক দিন বণ্টনে পড়িল। মুখ্য ভক্তগণ চারিমাসের দিন বণ্টন করিয়া লইলেন, আর ভক্তগণ নিমন্ত্রণের অবসর পাইলেন না। দুই তিন জন মিলিয়া এক এক দিন নিমন্ত্রণ করি-

দুই তিন মেলি। এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি ॥ ২৮ ॥ প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ। সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাঁত ॥ কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ। কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ ॥ কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে। ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে ॥ ২৯ ॥ বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান। কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে। এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৩০ ॥ নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা। ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে করে জলখেলা ॥ আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া। সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিগে বেড়িয়া ॥ ৩১ ॥ কভু এক মণ্ডল কভু

লেন, এইরূপে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণকেলি হইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

সে যাহা হউক্ মহাপ্রভু প্রাতঃকালে স্নানপূর্ব্বক জগন্নাথে দর্শন করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করেন। কখন অদ্বৈত, কখন বা নিত্যানন্দ, কখন হরিদাস, কখন অচ্যুতানন্দ, কখন বক্রেশ্বর এবং কখন অন্যাভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে দুই সন্ধ্যা কীর্ত্তন করেন ॥ ২৯ ॥

তৎকালীন মহাপ্রভুর এই বোধ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তির অবসান হইল। শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই জ্ঞান হওয়ায়, মহাপ্রভু স্বয়ং এই রসে মগ্ন হইলেন ॥ ৩০ ॥

নানা উদ্যানে ভক্তগণের সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে গমন করত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিজে সমস্ত ভক্ত জনকে জল দিয়া সেচন এবং ভক্তগণও চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কখন এক মণ্ডল ও কখন অনেক মণ্ডল হইয়া সকলে করতলে

অনেক মণ্ডল। জলমণ্ডুক বাদ্য বাজায় সবে করতল॥ দুই দুই জন মেলি করে জলরণ। কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন ॥৩২॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি। আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥ বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে। গুপ্তদত্ত জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥ শ্রীবাস সহিতে জল খেলে গদাধর। রাঘবপণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর॥ সার্ব্বভৌম সহ খেলে রামানন্দরায়। গাম্ভীর্য্য গেল দুঁহার হৈল শিশুপ্রায় ॥ ৩৩ ॥ মহাপ্রভু তাঁহা দুঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া। গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিঞা॥ পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিকজন। বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ বর্জন ॥৩৪॥ গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু। উছ-

---

জলমণ্ডুক বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, দুই জনে একত্র মিলিত হইয়া জলযুদ্ধ করিতেছেন, কেহ পরাজিত কেহ বা জয়ী হইতেছেন, মহাপ্রভু দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ পরস্পর জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন, আচার্য্য পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ গালি দিতে লাগিলেন। স্বরূপের সঙ্গে বিদ্যানিধি জলযুদ্ধ করিতেছেন, গুপ্ত ও দত্ত দুই জনের জলযুদ্ধ হইতে লাগিল শ্রীবাসসঙ্গে গদাধর জল খেলা করিতে লাগিলেন, রাঘবপণ্ডিতের সঙ্গে বক্রেশ্বর জল ক্রীড়া করিতেছেন তথা সার্ব্বভৌমের সঙ্গে রামানন্দরায় খেলিতে লাগিলেন, দুই জনের গাম্ভীর্য্য গেল, উভয়ে শিশু প্রায় হইলেন ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভু ঐ দুইয়ের চাপল্য দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক গোপীনাথাচার্য্যকে কিঞ্চিৎ কহিলেন, গোপীনাথ! এই দুই জন প্রামাণিক পণ্ডিত ও গম্ভীর স্বভাব ইহাঁরা বাল্যকালোচিত চাঞ্চল্য করিতেছেন, ইহাঁদিগকে নিবারণ কর ॥ ৩৪ ॥

লিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ মেরু মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা তথা। এই দুই গণ্ডশৈল ইহার কা কথা ॥ শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার। তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার ॥ ৩৫ ॥ হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল। জলের উপরে তারে শেষ শয্যা কৈল ॥ আপনে তাহার উপর করিল শয়ন। শেষশায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন ॥ শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া। মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেত ভাসিঞা ॥ ৩৬ ॥ এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ। আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ পুরী ভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ। আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন ॥ বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল। মহাপ্রভুর গণে

তখন গোপীনাথ কহিলেন; আপনারা কৃপা মহাসমুদ্রস্বরূপ, তাহার যখন এক বিন্দু উচ্ছলিত করান, তখন সেই বিন্দু সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বতকে অনায়াসে ডুবাইয়া দেয়, ইহাঁরা দুই জন গণ্ডশৈল অর্থাৎ ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিশেষ, ইহাঁদিগের কথা কি? শুষ্ক তর্করূপ খলি (তৈলশস্যের অসার অংশ) খাইতে খাইতে যাঁহার জন্ম গেল, তাঁহাকে প্রেমামৃত পান করাইতেছেন, ইহা আপনার কৃপা বলিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

তখন মহাপ্রভু হাস্যপূর্ব্বক অদ্বৈতকে আনয়ন করিয়া জলের উপরে তাঁহাকে শেষশয্যা করিলেন এবং নিজে তাঁহার উপর শয়ন করত শেষশায়িলীলা প্রকাশ করিলেন, ঐ সময়ে শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকটনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে লইয়া জলে ভাসিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভু এইমত কতকক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে আইটোটায় (উদ্যানে) আগমন করিলেন। পুরী ও ভারতীপ্রভৃতি যত যত মুখ ভক্ত তাঁহারা সকল আচার্য্যের নিমন্ত্রণে ভোজন করিলেন। আর যত প্রসাদ আবশ্যক হইল বাণীনাথ তাহা লইয়া আসিলেন,

সে প্রসাদ খাইল ॥ অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন। নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন ॥ ৩৭ ॥ আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন। প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত করিলা কত ক্ষণ ॥ ভক্তগণসঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া। বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥ ৩৮ ॥ বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে। ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতলপবনে ॥ প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন। বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায় ॥ পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥৩৯॥ তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে। বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়। দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ৪০ ॥ এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা। নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে

মহাপ্রভুর গণ সেই সকল প্রসাদ ভোজন করিলেন এবং তাঁহারা অপরাহ্নে আসিয়া দর্শন ও নর্ত্তন করত রাত্রে উদ্যানে গিয়া শয়ন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অপর অন্য এক দিন জগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে কতকক্ষণ নৃত্য গীত করিলেন, তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে উদ্যানে আসিয়া ভক্তগণের সহিত বৃন্দাবনবিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহাপ্রভুর দর্শনে বৃক্ষ ও লতা সকল প্রফুল্লিত হইল, ভ্রমর ও কোকিলগণ গান করিতে আরম্ভ করিল এবং শীতলপবন প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহাপ্রভু প্রতি বৃক্ষতলে নৃত্য এবং বাসুদেবদত্ত মাত্র গান করেন। এইরূপে এক এক বৃক্ষতলে এক এক জন গান করেন এবং একমাত্র মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করেন ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু বক্রেশ্বরকে নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিলে বক্রেশ্বর নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং মহাপ্রভু গান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গান করিতেছেন, তাহাতে এরূপ প্রেমবন্যা

জলখেলা ॥ জলক্রীড়া করি পুন আইলা উদ্যানে। ভোজনলীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে ॥৪১॥ (ক) নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ। মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথ ॥ জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম। নব দিন করে প্রভু তথাই বিশ্রাম ॥৪২॥ হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া। কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিঞা। ॥ কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়। ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয় ॥ মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার। দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥ ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে। চিত্রবস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে ॥ ধ্বজপতাকা

উপস্থিত হইল, যে তাহাতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ॥ ৪০ ॥

মহাপ্রভু এইরূপ কতক্ষণ বনলীলা করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া করিতে গমন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার উদ্যানে আগমনপূর্ব্বক ভক্তগণ লইয়া ভোজনলীলা করিলেন ॥ ৪১ ॥

জগন্নাথদেব নয় দিবস গুণ্ডিচাতে অবস্থিতি করেন, মহাপ্রভু নয় দিবস ভক্তসঙ্গে ঐরূপ লীলা করিয়া জগন্নাথবল্লভ নামকপ্রধান পুষ্পোদ্যানে গিয়া নয় দিবস বিশ্রাম করিলেন ॥ ৪২ ॥

অনন্তর হোরাপঞ্চমীর দিন উপস্থিত জানিয়া কাশীমিশ্র সযত্নে রাজাকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! কল্য হোরাপঞ্চমী নামে লক্ষ্মীর বিজয়োৎসব হইবে, সেইরূপ উৎসব করুন, যাহা কখন হয় নাই। রাজা কহিলেন, সেইরূপ বিশেষ সম্ভার করিয়া মহোৎসব করুন, যদ্দর্শনে (উপকরণ দেখিয়া) মহাপ্রভুর চমৎকার বোধ হয়। জগন্নাথদেবের ভাণ্ডারে এবং আমার ভাণ্ডারে যত বিচিত্র বস্ত্র, আর ছত্র,

(ক) দ্বিতীয়া হইতে দশমী এই ৯ দিন রথযাত্রা। এজন্য ঠিক নবম দিনে (তিথিতে) পুনর্যাত্রা হয়। "যাত্রা নবদিনাত্মিকা"। এই শাস্ত্রীয় বাক্য ॥

ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডন। নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজন॥ দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার। রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥ সেই ত করিহ প্রভু লঞা নিজগণ। স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥ ৪৩॥ প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা। জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥ নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে। দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥ ৪৪॥ কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া। গণসহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা॥ রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল। ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥৪৫॥ যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকাবিহার। সহজ প্রকট করে পরম উদার॥ তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার। বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥ বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।

কিঙ্কিণী, চামর, ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা, দর্পণ এবং ভূষণ তথা নানাবিধ বাদ্য ও দোলা সজ্জিত করুন, এবার দ্বিগুণ করিয়া সমুদায় উপহার করিবেন, রথযাত্রা হইতে যেন চমৎকার হয়। অপর সেইরূপ করিবেন, যাহাতে মহাপ্রভু নিজগণসঙ্গে স্বচ্ছন্দে আসিয়া দর্শন করেন॥ ৪৩॥

অনন্তর মহাপ্রভু প্রাতঃকালে নিজগণ সঙ্গে লইয়া সুন্দরাচলে গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু পুনর্ব্বার ভক্তগণ সঙ্গে হোরাপঞ্চমী দেখিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন॥ ৪৪॥

তখন কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া ভাল স্থানে উপবেশন করাইলেন। মহাপ্রভুর রসবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা হওয়ায় ঈষৎ হাস্য করত স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪৫॥

যদিচ জগন্নাথ দ্বারকাবিহার এবং সহজে পরম উদারতা প্রকটন করেন, তথাপি বৎসর মধ্যে তাঁহার বৃন্দাবন দর্শন করিতে অতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, এই সকল উপবন বৃন্দাবন তুল্য, ইহা দেখিবার

তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥ বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল। সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥ নানা-পুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি দিনে। লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে॥ ৪৬॥ স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার। বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥ বৃন্দাবনক্রীড়ার সহায় গোপীগণ। গোপীবিনে অন্য কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥ ৪৭॥ প্রভু কহে যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন। সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥ গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে। নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥ অতএব প্রকট কৃষ্ণের নাহি কিছু দোষ। তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥ ৪৮॥

স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব। কান্তের ঔদাস্যলেশে হয়

নিমিত্ত মন উৎকণ্ঠিত হয়। জগন্নাথদেব বাহির হইবার নিমিত্ত রথযাত্রা ছল করিয়া নীলাচল ত্যাগ করত সুন্দরাচলে (গুণ্ডিচামন্দিরে) গমন করেন, তথায় নানা-পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়া করেন, লক্ষ্মীদেবীকে যে সঙ্গে লয়েন না, ইহার কারণ কি? ॥ ৪৬॥

তখন স্বরূপ কহিলেন, প্রভো! ইহার কারণ বলি শ্রবণ করুন। বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই, গোপীগণ বৃন্দাবনক্রীড়ার সহায় হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিতে গোপীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও শক্তি নাই॥ ৪৭॥

প্রভু কহিলেন, যাত্রা ছলে সুভদ্রা ও বলদেবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গমন হয়, তিনি উপবনে গোপীসঙ্গে যত লীলা করেন, কৃষ্ণের নিগূঢ় ভাব, তাহা কেহ জানিতে পারে না, অতএব প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষ নাই, তবে কেন লক্ষ্মীদেবী এত ক্রোধ প্রকাশ করেন? ॥ ৪৮॥

স্বরূপ কহিলেন, প্রেমবতীর এইরূপ স্বভাব যে, কান্তের কিঞ্চিৎ

ক্রোধভাব ॥ ৪৯ ॥ হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন। সুবর্ণের চৌদোলাতে করি আরোহণ ॥ ছত্র চামর ধ্বজ পতাকা তোরণ। নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ তাম্বূলসম্পুট ঝারি ব্যজন চামর। সাথে যায় দাসী শত দিব্য ভূষাম্বর ॥ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার। ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ৫০ ॥ শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ। লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন ॥ বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে। চোরে যেন দণ্ড করি লয় নানা-ধনে ॥ অচেতন রথ তাঁর করেন তাড়ন। নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচন ॥ ৫১ ॥ মহালক্ষ্মী দাসীগণের প্রাগল্ভ্য দেখিঞা। হাসিতে

ঔদাস্য হইলে তাহার ক্রোধভাব হয় ॥ ৪৯ ॥

স্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বিবিধ রত্নখচিত সুবর্ণের চৌদোলাতে আরোহণ পূর্ব্বক লক্ষ্মী-দেবী যাত্রা করিলেন, তাঁহার অগ্রে ছত্র, চামর, ধ্বজ, পতাকা, তোরণ, নানাবিধ বাদ্য এবং দেবদাসীগণ নৃত্য করিয়া যাইতেছে। অপর তাম্বূলসম্পুট (পানবাটা) ঝারি (জলপাত্রবিশেষ) ব্যজন (তালের পাখা,), চামর, তথা দিব্য বেশভূষান্বিত শত শত দাসী সঙ্গে চলিতে লাগিল। অলৌকিক ঐশ্বর্য্য ও বহু পরিবার সঙ্গে লইয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মীদেবী সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীজগন্নাথদেবের যত মুখ্য ভৃত্যগণ ছিলেন, লক্ষ্মীর দাসীগণ তাঁহা-দিগকে বন্ধন করিলেন, চোরকে যেমন দণ্ড করিয়া নানা ধন গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে বান্ধিয়া আনিয়া লক্ষ্মীর চরণে নিক্ষেপ করিলেন, জগন্নাথদেবের অচেতন রথকে তাড়না করিয়া ভণ্ডের বাক্যের ন্যায় নানা মতে গালি দিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

মহাপ্রভু মহালক্ষ্মীর দাসীগণের প্রগল্ভতা দেখিয়া নিজগণ সঙ্গে

লাগিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥ ৫২॥ দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর॥ মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ। ভূমি বসি নখে লিখে মলিনবসন॥ পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এই বিধ মান। ব্রজে গোপীগণের মান রসের বিধান॥ ঞিহো নিজ সর্ব্বসম্পত্তি প্রকট করিয়া। প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইয়া॥ ৫৩॥ প্রভু কহে কহ ব্রজ মানের প্রকার। স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার॥ নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ। সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ॥ সম্যক্ গোপীর মান না যায় কথন। এক দুই ভেদে করি দিগ্‌দরশন॥ ৫৪॥ মানে কেহ হয় ধীরা কেহ ত অধীরা। এই

হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥

তখন দামোদর কহিলেন, ঈদৃশ মানের প্রকার ত্রিভুবনে কোন স্থানে দেখি নাই বা শুনি নাই। মানিনী নিরুৎসাহে ভূষণ ত্যাগ করিয়া মলিনবসনে ভূমিতে উপবেশনপূর্ব্বক নখদ্বারা ভূমিলেখন করে। পূর্ব্বে সত্যভামার এই প্রকার মান শুনিয়াছিলাম। ব্রজগোপীদিগের যে মান, তাহা রসের আধার স্বরূপ হয়, এই লক্ষ্মী সর্ব্বসম্পত্তিপ্রকটনপূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি সৈন্য সজ্জি করিয়া গমন করিতেছেন॥ ৫৩॥

মহাপ্রভু কহিলেন, বৃন্দাবনের মানের প্রকার বল। স্বরূপ কহিলেন, গোপীদিগের মান শতধার নদীরস্বরূপ, নায়িকার স্বভাবরূপ প্রেমবৃত্তির ভেদ হয়, সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ হইয়া থাকে। গোপীদিগের মান সমগ্ররূপে বলিবার সাধ্য নাই, দিগদর্শন নিমিত্ত একটী দুইটীমাত্র ভেদ করিতেছি॥ ৫৪॥

মানে কেহ ধীরা, * কেহ অধীরা এবং কেহ ধীরাধীরা হইয়া

* অথ ধীরা॥

তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা ॥৫৫॥ ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান। নিকট আসিতে করে আসন প্রদান॥ হৃদি কোপ মুখে কহে মধুর বচন। প্রিয় আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন॥ সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ। কিবা সোল্লুণ্ঠ করে প্রিয়নিরসন॥ অধীরা নিষ্ঠুর

থাকে, মানে তিন প্রকার ভেদ হয়॥ ৫৫॥

ইহাদের লক্ষণ যথা॥

ধীরা নায়িকা কান্তকে দূরে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করেন, কান্ত নিকটে আসিলে তাহাকে বসিতে আসন দেন, হৃদয়ে কোপ ও মুখে মধুর বাক্য প্রয়োগ, প্রিয় আলিঙ্গন করিতে উপস্থিত হইলে, প্রিয়কে আলিঙ্গন করেন, মানের পোষণ নিমিত্ত সরল ব্যবহার কিম্বা * সোল্লুণ্ঠবাক্যে

---

* উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণের ২০ অঙ্কে যথা॥

"ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং"

অস্যার্থঃ। যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরা কহা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে জটাধর বাক্যার্থ—স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাক্যকে উপালম্ভ (তিরস্কার) এবং নিন্দাপূর্ব্বক দুর্ব্বাক্যকে সোল্লুণ্ঠবাক্য বলা যায়॥

অথ অধীরা॥ উক্ত প্রকরণের ২১ অঙ্কে যথা॥

অধীরা পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নিরস্যেৎ বল্লভং রুষা॥

অস্যার্থঃ। যে নায়িকা রোষপ্রকাশপুরঃসর বল্লভকে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে অধীরা কহা যায়॥

অথ ধীরাধীরা॥ উক্ত প্রকরণের ২২ অঙ্কে যথা॥

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং।

অস্যার্থঃ। যে নায়িকা অশ্রুবিমোচনপূর্ব্বক প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধীরা কহা যায়॥

ইহার লক্ষণ মধ্যলীলার ৭১ পৃষ্ঠায় আছে॥

বাক্যে করয়ে ভৎর্সন। কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন ॥ ৫৬ ॥ ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস। কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥ ৫৭ ॥ মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা তিন নায়িকার ভেদ ॥ ৫৮ ॥ মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥ মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।

প্রিয়কে নিরাস করেন ॥

অথ অধীরা ॥

অধীরা নায়িকা নিষ্ঠুরবাক্যে কান্তকে ভৎর্সন, কর্ণোৎপলে তাড়না এবং মালায় বন্ধন করে ॥ ৫৬ ॥

অথ ধীরাধীরা ॥

ধীরাধীরা নায়িকা বক্রবাক্যে কখন কান্তকে উপহাস, কখন স্তব, কখন নিন্দা ও উদাসভাব অবলম্বন করায় ॥ ৫৭ ॥

অপর নায়িকার মুগ্ধা * মধ্যা ও প্রগল্ভা এই তিন ভেদ হয় ॥ ৫৮ ॥

মুগ্ধার লক্ষণ যথা ॥

* অথ মুগ্ধা ॥

উজ্জ্বলনীলমনির নায়িকাভেদপ্রকরণের ১১ অঙ্কে যথা ॥

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।

রতচেষ্টাস্বতিব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্।

কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।

প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥

অস্যার্থঃ। যে নায়িকার নবীন বয়স্, অল্পমাত্র কাম, রতিবিষয়ে বামা, সখীজনের অধীনতা, রতিচেষ্টায় অতিশয় লজ্জা অথচ গোপনভাবে যত্নকারিতা, প্রিয়তম অপরাধী হইলে তাঁহার প্রতি সজলনয়নে অবলোকন, প্রিয় ও অপ্রিয়বচনে অশক্তা এবং সতত মানবিষয়ে পরাঙ্মুখী, তাহাকেই মুগ্ধা বলে ॥

অথ মধ্যা ॥

উক্ত প্রকরণের ১৭ অঙ্কে ॥

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।

কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন ॥ মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ। তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥ কেহ প্রখরা কেহ মৃদু কেহ হয় সমা। স্ব স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাঢ়ায় রসসীমা ॥ প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ। সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ৫৯ ॥ এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার। কহ কহ দামোদর কহে বার বার ॥ ৬০॥

মুগ্ধা নায়িকা মানের বিদগ্ধতা ভেদ জানে না, কেবল মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করে এবং কান্তের বিনয়বাক্যে প্রসন্ন হয়। (১) মধ্যা (২) প্রগল্ভা ধীরাদি ভেদ ধারণ করে। ইহাদিগের মধ্যে স্বভাবভেদে কেহ (৩) প্রখরা কেহ মৃদু এবং কেহ সম, এই তিন প্রকার হয়। ইহাঁরা সকল স্বীয় স্বীয় ভাবে শ্রীকৃষ্ণের রসসীমার বৃদ্ধি করেন। প্রাখর্য্য, মৃদুতা ও সমতা এই তিন স্বভাব নির্দ্দোষ, ঐ ঐ স্বভাবে কৃষ্ণকে সন্তোষ করাইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

(১) কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কেবলা কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা ॥

অস্যার্থঃ। যে নায়িকার লজ্জা ও কাম দুই তুল্য। তথা নবযৌবন, ঈষৎ প্রগল্‌ভ বাক্য, মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত সুরত বিষয়ে ক্ষমতা এবং কোন স্থানে মানে মৃদুতা ও কোন স্থানে মানে কার্কশ্য, তাহাকেই মধ্যা কহে ॥

(২) উক্ত প্রকরণের ২৪ অঙ্কে যথা ॥

অথ প্রগল্‌ভা ॥

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥

অস্যার্থঃ। যে নায়িকার পূর্ণযৌবন, মদান্ধ, বিপরীতসম্ভোগে উৎসুকত্ব, ভূরি ভূরি ভাবোদ্গমে অভিজ্ঞতা, রসদ্বারা বল্লভকে আক্রমণকারিতা, তথা অতিশয় প্রৌঢ়চেষ্টা এবং মানবিষয়ে কার্কশ্য হয়, তাহাকেই প্রগল্‌ভা কহে ॥ ৫৮ ॥

(৩) অথ প্রখরাদিভেদ ॥

দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস আস্বাদক রসময় কলেবর॥ প্রেমময় বপুঃ কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ॥ গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ। অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥ ৬১॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর অতিশয় আনন্দ হইল, দামোদর! কহ কহ এই বলিয়া তিনি বারম্বার কহিতে লাগিলেন॥ ৬০॥

দামোদর কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রসিকের শিরোমণি ও রসের আস্বাদক এবং তাঁহার মূর্ত্তি রসস্বরূপ। তিনি প্রেমময় বপু ও ভক্তপ্রেমের অধীন, আর গোপীগণ বিশুদ্ধ প্রেমরসে নিপুণ। গোপিকার প্রেমে * রসাভাস দোষ নাই, এজন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরম সন্তোষ প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৬১॥

উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণের ৫৬। ৫৭ অঙ্কে যথা॥

সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যাদধিকা সাম্যতঃ সমা।
লঘুত্বাল্লঘুরিত্যুক্তাস্ত্রিধা গোকুলসুভ্রুবঃ॥
প্রত্যেকং প্রখরা মধ্যা মৃদ্বী চেতি পুনস্ত্রিধা।
প্রগল্ভবাক্যা প্রখরাখ্যাতা দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা॥

অস্যার্থঃ। যূথেশ্বরীদিগের সৌভাগ্যাদি অর্থাৎ নায়কের প্রেম ও রূপ গুণাদির আধিক্য সাম্য এবং লঘুতাবশতঃ অধিকা, সমা লঘ্বী এই তিন প্রকার ভেদ হয়॥

পুনর্ব্বার প্রত্যেকের প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী এই ত্রিবিধ ভেদ হয়। তন্মধ্যে যিনি প্রগল্ভবাক্যা অর্থাৎ দম্ভবাক্য প্রয়োগ করেন এবং যাহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তাহাকে প্রখরা কহে, ইহার ন্যূন মৃদ্বী ও সমতা হইলে মধ্যা বলিয়া অভিহিতা হয়॥ ৫৯॥

* রসাভাস॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তরবিভাগের ৯ লহরীর ১ অঙ্কে যথা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশদধ্যায়ে ষড়্বিংশে শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ॥

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৩। ২৬। রাসক্রীড়াং নিগময়তি বমিতি। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পঃ অনুরাগিস্ত্রীকদম্বস্থ এবং সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্। শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদিভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যদ্বা, নিশা ইতি দ্বিতীয়া অত্যন্তসংযোগে শৃঙ্গাররসাশ্রয়া শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু চ যাঃ কথান্তাঃ সিষেব ইতি এবমপ্যাত্মন্যেবাবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুর্ন তু স্খলিতো যস্য ইতি কামজয়োক্তিঃ ॥

তোষণ্যাং। এবমিতি। শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা বসন্তাদিসম্বন্ধিন্যোঽপি যা নিশাস্তা এবং রাসপ্রকারেণ সিষেবে তথা ঋতু ষট্কাত্মকস্য শরদাখ্য বর্ষস্য যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ব্ববদনস্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে। কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্ সিষেবে তত্রাহ। আত্মনি অন্তর্মনসি অবরুদ্ধাঃ। সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্নিতি। ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। তাদৃশত্বে হেতুঃ। অনুরতাবলাগণঃ। নিরন্তরমনুরক্তোঽবলাগণো যস্মিন্ তদ্বিধঃ। তেষাং সৌরতানামনুরাগপ্রভবত্বাদনুরাগ এব

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য ॥

হে রাজন্! সত্যসঙ্কল্প এবং অনুরাগি স্ত্রীসমূহে পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রজনীতে রাসক্রীড়া করেন, সেই সকল নিশার বর্ণনা কি করিব, তৎসমুদায় নিশাকর-করে বিরাজিত, অতএব শরৎকালীন অথচ কাব্যে কথ্যমান যে সকল রস তদ্ভাবতের আশ্রয়। পরন্তু ভগবান্ ঐ

পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণাঃ।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ॥

অস্যার্থঃ। পূর্ব্ব উপদিষ্ট রসলক্ষণদ্বারা রসসকল অঙ্গহীন হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে রসাভাস বলিয়া থাকেন॥ ৬১॥

সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ৬২ ॥

বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ। নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥ ৬৩ ॥ গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্নখনি ॥ বয়সে মধ্যমা তিঁহ স্বভাবেতে সমা। গাঢ়প্রেম স্বভাবে তিঁহ নিরন্তর বামা ॥ বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।

কারণং নতু কামিজনবৎ কাম এবেত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিত-তাদৃশাভিলাষ ইতি। টীকায়াঞ্চৈবমপীত্যাদিনা স্মরপারবশ্যাভাবমাত্রপ্রতিপাদনায় সৌরতশব্দস্য ব্যাখ্যা-ন্তরমপ্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৬২ ॥

রূপে যুবতীবৃন্দ সহ কেলি করিলেও তাঁহার চরমধাতু (শুক্র) আপনা-তেই অবরুদ্ধ ছিল, স্খলিত হয় নাই অথবা হাবভাবাদি বিস্তার করিয়া-ছিলেন ॥ ৬২ ॥

কতকগুলি গোপী বামা * ও কতকগুলি গোপী দক্ষিণা § হয়েন, ইহাঁরা সকল নানাভাবে কৃষ্ণকে রস আস্বাদন করান ॥ ৬৩ ॥

গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধাঠাকুরাণী প্রধানা। তিনি নির্ম্মল উজ্জ্বল রস (শৃঙ্গাররস) ও প্রেমরত্নের খনি (আকর) স্বরূপ, তিনি বয়সে মধ্যমা এবং যদিচ স্বভাবে সমা হউন অথচ গাঢ়প্রেম-স্বভাবে তিনি নিরন্তর বামা হয়েন। বাম্যস্বভাবে নিরন্তর মান উত্থিত হয়, শ্রীরাধার মানে

* অথ বামা ॥

উজ্জ্বলনীলমণির সখীভেদপ্রকরণে ১৩ অঙ্কে যথা ॥

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥

অস্যার্থঃ। যে নায়িকা মানগ্রহণার্থ সতত উদ্যুক্তা, কিন্তু ঐ মানের শৈথিল্য ঘটিলে কোপনা হয় এবং নায়ক যাহাকে ভেদ অর্থাৎ বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকেই বামা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু ঐ বামা নায়কের প্রতি প্রায়ই কঠিনা হয় ॥ ৬৩ ॥

§ অথ দক্ষিণা ॥

উক্ত প্রকরণের ১৪ অঙ্কে যথা ॥

তার বাক্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর ॥ ৬৪ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে দ্বাচত্বারিংশে
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ৬৫ ॥

অহেরিতি। প্রেম্নো গতিঃ স্বভাবকুটিলা বক্রা ভবেৎ। অহেরিব মহানাগিনীবৎ। অতো-স্মাৎ সকাশাৎ। যূনোর্নায়িকানায়কয়োর্মান উদঞ্চতি উদ্গতো ভবতি। হেতোরহেতোশ্চ কারণাকারণাভ্যাং মানো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দসাগর উচ্ছলিত হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গারভেদে
বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৪২ অঙ্কধৃত প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মত যথা ॥

সর্পের যেমন স্বভাবতই কুটিলা গতি, তদ্রূপ প্রেমেরও গতি জানিবা, অতএব কারণের অভাব অথবা কারণসত্ত্বে যুবক ও যুবতীর দ্বয়ের মানের উদয় হয় ॥ ৬৫ ॥

"অসহা মাননির্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥"

অস্যার্থঃ। যে নায়িকা মাননির্বন্ধে অর্থাৎ মানগ্রহণে অসহা ও নায়কের স্তববাক্যে প্রসন্ন হয়, তাহাকে দক্ষিণা কহে।

অথ মান ॥

উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গারভেদে বিপ্রলম্ভপ্রকরণের ৩১ অঙ্কে যথা ॥

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি নিরোধী মান উচ্যতে ॥"

অস্যার্থঃ। পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত যে দম্পতি অর্থাৎ নায়ক নায়িকা তাহাদের স্বীয় অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদি রোধকারিকে মান কহে, সূত্রে আদি শব্দ প্রয়োগ হেতু পৃথক্ অবস্থানেতেও মান সম্ভব হয় ॥ ৬৪ ॥

এত শুনি বাঢ়ে প্রভুর আনন্দসাগর। কহ কহ বলে তবে কহে দামোদর ॥ ৬৬ ॥ অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবান্ হেম ॥ ৬৬ ॥ কৃষ্ণ দরশন যদি পায়-আচম্বিতে। নানা ভাব

এই সমুদায় শুনিয়া মহাপ্রভুর আনন্দসাগর বৃদ্ধিশীল হইল এবং তিনি কহ কহ বলিয়া দামোদরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীরাধার প্রেম * অধিরূঢ় § মহাভাব † স্বরূপ, ইহা দশবার দগ্ধ করা বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় নির্ম্মল ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা অকস্মাৎ যদি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে

* অথ প্রেম ॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ৪৬ অঙ্কে যথা ॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।

যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

অস্যার্থঃ। ধ্বংসের কারণসত্বে যাহার ধ্বংস হয় না, এমত যুবক যুবতীদ্বয়ের পরস্পর ভাববন্ধনকে প্রেম কহে ॥ ৬৭ ॥

§ অথ অধিরূঢ় ॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ১২৩ অঙ্কে যথা ॥

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং।

যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। যাহাতে রূঢ়ভাবোক্ত অনুভাব কোন অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় বলে ॥

† অথ মহাভাব ॥

উক্ত প্রকরণের ১১১ অঙ্কে যথা ॥

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।

ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। উল্লিখিত এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীসকলে অতিশয় দুর্ল্লভ, কেবল ব্রজসুন্দরীগণেই সংবেদ্য অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীসকলেই সম্ভব হয়, ইহা মহাভাব নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ অষ্টসাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারী আর। সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥ কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত। বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত ॥ এত ভাব ভূষায় ভূষিত রাধা অঙ্গ। দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ৬৮ ॥ কিলকিঞ্চিত ভাব ভূষার শুন বিবরণ। যে ভূষায় ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণের মন ॥৬৯॥ রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুইতে করে মনে। দানঘাটী পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥ যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে। সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥ এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম। প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥ ৭০ ॥

নানাবিধ ভাবরূপ বিভূষণে বিভূষিত হইয়া থাকেন। অষ্ট সাত্ত্বিক এবং হর্ষপ্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব, তথা স্বাভাবিক প্রেমের বিংশতি ভাবরূপ অলঙ্কার অর্থাৎ কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত, বিব্বোক, মোট্টায়িত, মৌগ্ধ্য ও চকিত এই সমুদায় ভাবভূষণে শ্রীকৃষ্ণের সুখসমুদ্রের তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় ॥ ৬৮ ॥

কিলকিঞ্চিত ভাব ভূষার বিবরণ বলি শ্রবণ করুন, শ্রীরাধা যে অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন, দানঘাটীপথে যখন যাইতে না দেন, আর যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পুষ্প উত্তোলন করিতে নিষেধ করেন এবং সখী সমক্ষে অঙ্গে হস্ত দিতে ইচ্ছা করেন, তখন এই সকল স্থানে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদ্গম হয়। হর্ষ নামক সঞ্চারিভাব এই কিলকিঞ্চিতের মূল কারণ অর্থাৎ হর্ষব্যতিরেকে ইহার উদয় হয় না ॥ ৭০ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে একসপ্ততিতম শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

গর্ব্বাভিলাষ-রুদিত-স্মিতাসূয়া-ভয়-ক্রুধাং
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥ ৭১ ॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়। অষ্ট ভাব সম্মিলনে মহাভাব হয় ॥ গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্করুদিত। ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দস্মিত ॥ নানাস্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন। যাহার আস্বাদে হয় তৃপ্ত কৃষ্ণমন ॥ দধি খণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর। এলাচ্যাদি মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ॥৭২

গর্ব্বাভিলাষেতি। গর্ব্বোঽহঙ্কারঃ। অভিলাষ উৎসাহঃ। রুদিতং রোদনং। স্মিতং মন্দহাস্যং। অসূয়া গুণেষু দোষারোপণং। ভয়ং ত্রাসঃ। ক্রুধ্ বাগ্বিকারনেত্রলোহিত্যাদিঃ। এষাং সপ্তানাং হর্ষাৎ দর্শনানন্দাৎ সঙ্করীকরণং কিলকিঞ্চিতং তৎসংজ্ঞকমুচ্যতে ইতি ॥ ৭১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণে
৭১ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, হর্ষহেতু এই সাতটী ভাবের যে এককালীন প্রাকট্যকরণ, তাহার নাম কিলকিঞ্চিত ॥ ৭১ ॥

শ্রীকবিরাজঠাকুরের ব্যাখ্যা যথা ॥

হর্ষের সহিত আর সাত ভাব আসিয়া সহজে মিলিত হয়, অষ্টভাবের সম্মিলনে মহাভাব হইয়া থাকে। গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক রোদন, ক্রোধ, অসূয়া আর মন্দহাস্য এই অষ্টভাবের একত্র মিলন হইলে নানা আস্বাদন হয়, যাহার আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের মন পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যেমন দধি, শর্করা, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর ও এলাইচপ্রভৃতি সাত দ্রব্যের মিলনে রসালা মধুর হয়, তেমনি এই ভাবযুক্ত শ্রীরাধার বদন ও নয়ন দেখিয়া সঙ্গম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭২ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে ত্রিসপ্তত্যঙ্কে
দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথমাঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামি-
বাক্যং যথা ॥

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।

অন্তঃস্মেরতয়েতি। মাধবেন পথি পুরোঽগ্রত এব রুদ্ধায়া রাধায়া দৃষ্টির্বো যুষ্মাকং শ্রিয়ং প্রেমসম্পত্তিং ক্রিয়াৎ করোতু। কথম্ভূতা কিলকিঞ্চিতং ভাববিশেষং স্তবকয়িতুং স্তবকী-কর্তুং বহিরীষৎ প্রকটয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা। সান্দ্রাচ্ছকস্তু স্তবক ইত্যমরঃ। গর্ব্বাভিলাষ-রুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং। অত্র অন্তঃস্মেরতয়েতি হর্ষোত্থঃ স্মিতং। স্তবকপক্ষে অন্তঃস্মেরতা অন্তরীষৎফুল্লতা। জলকণেতি রুদিতং অবহিত্থং। পক্ষে মকরন্দোদ্গম ইতি। শিতিম্না স্মিতং। আরুণ্যেন ক্রোধঃ। পক্ষে শ্বেতারুণবর্ণদ্বয়োদ্গমঃ। কুঞ্চতীতি সঙ্কুচিতরূপেতি ভয়ং। পক্ষে কুঞ্চনং কোরকতা। মধুরা ব্যাভুগ্না কুটিলা চ যা তারা কনীনিকা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা। মধুরব্যাভুগ্নেতি গর্ব্বাসূয়ে। পক্ষে মাধুর্য্যং। কুটিলা-

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণে
৭৩ অঙ্কে দানকেলিকৌমুদীর প্রথম শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

শ্রীরূপগোস্বামী দানকেলিকৌমুদীর নটশ্রেষ্ঠের মুখে নান্দীপ্রয়োগদ্বারা রসিক সভ্যগণকে আনন্দপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, অহে রসিকবৃন্দ! এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটে উপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে ঐ পথ দিয়া শ্রীরাধা যজ্ঞের ঘৃত লইয়া যাইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া শুল্কগ্রহণচ্ছলে পথ অবরোধ করিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধার নেত্র অন্তর্গত হাস্যে উজ্জল, পক্ষ্মসমূহ জলে আকীর্ণ, অন্তভাগ পাটলবর্ণ, তথা রসি-কতায় উৎসিক্ত, অগ্রভাগ কুঞ্চিত এবং কুটিল ও উত্তার হইয়া যে কিল-

রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ৭৩॥

গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে অষ্টাদশশ্লোকে
গ্রন্থকারস্য বাক্যং যথা ॥

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসিচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতং।

ক্বতিস্বক তদা মধুরব্যাভুগ্নতাং রাতি গৃহ্নাতীতি ছেদঃ। উত্তরা শ্রেষ্ঠা ॥ ৭৩॥

কান্তায়া নিরোধজন্যকিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমাননং বীক্ষ্য অসৌ কৃষ্ণঃ সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তমানন্দমবাপ য আনন্দঃ গিরাং গোচরো নাভূৎ। কিলকিঞ্চিতমাহ। বাষ্পব্যাকুলিতা-রুণাঞ্চলচলন্নেত্রমিত্যত্র। বাষ্পব্যাকুলিতমিতি রুদিতং। ১। অরুণাঞ্চলমিতি ক্রোধঃ। ২। চলন্নেত্রমিতি ভয়ং। ৩। রসোল্লাসিতমিতি গর্ব্বঃ। ৪। হেলোল্লাসচলাধরমিত্যভিলাষঃ। ৫। কুটিলিতভ্রূযুগ্মমিত্যসূয়া। ৬। উদ্যৎস্মিতমিতি স্মিতং। ৭। উজ্জ্বলনীলমণৌ যথা। গর্ব্বাভি-

---

কিঞ্চিত স্তবকবিশিষ্ট হইয়াছিল, সেই নেত্র তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করুক ॥ ৭৩ ॥

গোবিন্দলীলামৃতের ৯ সর্গে ১৮ শ্লোকে
গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার রসোল্লাসবিশিষ্ট বাষ্পাকুলিত অরুণ ও চঞ্চল লোচন, হেলাবিলসিত অধর, কুটিল ভ্রূদ্বয় ও উদ্গত হাস্যপ্রভৃতি কিলকিঞ্চিত রসবিশিষ্ট আনন অবলোকন করিয়া সঙ্গ হইতে যে কোটিগুণ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যগোচর হয় না ॥

তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে "বাষ্পাকুলিত" এই পদে রোদন। ১। "অরুণাঞ্চলং" এই পদে ক্রোধ। ২। "চলন্নেত্রং" এই পদে ভয়। ৩। "রসোল্লাসিতং" এই পদে গর্ব্ব। ৪। "হেলোল্লাসচলাধরং" এই পদে অভিলাষ। ৫। "কুটিলিতভ্রূযুগ্মং" এই পদে অসূয়া। ৬। "উদ্যৎ-

কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ৭৪ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল আনন্দিত মন। সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ॥ বিলাসাদি ভাব ভূষার কহত লক্ষণ। যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥ ৭৫ ॥ তবেত স্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিলা। শুনি প্রভু ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ৭৬ ॥ রাধা বসি থাকে কিবা বৃন্দাবনে যায়। তাঁহা যদি আচম্বিতে কৃষ্ণ দেখা পায় ॥ দেখিতেই নানাভাব হয় বিলক্ষণ। সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ ॥ ৭৭ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে সপ্তষষ্টিতমে অঙ্কে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং যথা ॥

লাসরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥ ৭৪ ॥

স্মিতং” এই পদে স্মিত। ৭ ॥ ৭৪ ॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভুর মন আনন্দিত হইল এবং তিনি সুখাবিষ্ট হইয়া স্বরূপকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, হে স্বরূপ! আপনি বিলাসাদি ভাব সকলের লক্ষণ বলুন, যাহাতে শ্রীরাধা শ্রীগোবিন্দের মন হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

তখন স্বরূপগোস্বামী কহিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু ও ভক্তগণ তাহা শুনিয়া মহাসুখ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

স্বরূপ কহিলেন, শ্রীরাধা বসিয়া থাকেন, অথবা বৃন্দাবনে গমন করেন, সেস্থানে যদি অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে দেখিবা মাত্র নানা ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে, ঐ বৈলক্ষণ্যের নাম-বিলাস অলঙ্কার ॥ ৭৭ ॥

অথ বিলাস ॥

উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণে ৬৭ অঙ্কে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং ॥ ৭৮ ॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়। এত ভাব মিলি রাধা-চঞ্চল করয় ॥ ৭৯ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে একাদশশ্লোকে
গ্রন্থকারস্য বাক্যং যথা ॥

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূ-
ত্তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।

গতিস্থানেতি। গতিস্থানাসনাদীনাং-গতির্গমনং স্থানং বিলাসযোগ্যং আসনমুপবেশনযোগ্যং। তেষাং মুখনেত্রচরণাদীনি কর্ম্মাণি যেষু তেষাং। বৈশিষ্ট্যং বিশিষ্টত্বং শোভনত্বং বিলাসনামা উচ্যতে। কথম্ভূতং বৈশিষ্ট্যং। প্রিয়সঙ্গজং প্রিয়সঙ্গেনোদ্ভবো যস্য নত্বন্যত্র। বিলাসঃ কথম্ভূতঃ। তাৎকালিকঃ তৎকালাবচ্ছেদেনোদ্ভূতঃ ॥ ৭৮ ॥

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ প্রিয়স্য মুদে আনন্দায় সা বিলাসাখ্যা। স্বস্য স্বো জ্ঞাতাবাত্মনি স্বং ত্রিষ্বাত্মীয়ে স্বোঽস্ত্রিয়াং ধনে। ইত্যমরঃ। অলঙ্কারেণ যুতাসীৎ। বিলাসাখ্যালঙ্কারমাহ। কৃষ্ণদর্শনাদস্য গতিঃ স্থগিতকুটিলাভূৎ। মুখমপি তিরশ্চীনং নীলবস্ত্রেণ দরং স্বল্পমাবৃতং চাভূৎ। নয়নযুগং চলন্তী তারা যত্র তৎ স্ফারং বিস্তৃতং আভুগ্নমল্পবক্রং চাভূৎ। উজ্জ্বলনীলমণৌ

গতি, স্থান আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গমজন্য যে তাৎকালিক সুখ তাহাকে বিলাস বলে ॥ ৭৮ ॥

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য ও ভয় এই সমুদায় ভাব মিলিয়া শ্রীরাধাকে চঞ্চলিত করে ॥ ৭৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতে ৯ সর্গে
১১ শ্লোকে গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥

শ্রীরাধা সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আপনার বিলাসাখ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহার গতি কুটিল ও স্থগিত হইল

চলত্তারস্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া। তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ-নাচাইয়া ॥ মুখে নেত্রে করে নানা ভাবের উদ্গার। এই কান্তা ভাবের নাম ললিত অলঙ্কার ॥ ৮১ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে
পঞ্চসপ্তত্যঙ্কে যথা ॥

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদযত্র ললিতং তদুদীরিতং ॥ ৮২ ॥

বিলাসলক্ষণং যথা। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ ॥ ৮০ ॥

বিন্যাসেতি। যদ্ভাবে অঙ্গানাং বিন্যাসভঙ্গিঃ সুকুমারা মহামোহিনী ভবেৎ তল্ললিতং নাম উদীরিতং কথিতং। সুকুমারা কথম্ভূতা। ভ্রুবোর্বিলাসো মনোহরো মহামোহনো যস্যাঃ সা ॥ ৮২ ॥

এবং তিনি স্বীয় বদন নীলবসনে আবরণ করিলেন, তথা আঘূর্ণিত-লোচনদ্বয়ে কটাক্ষপাত করিতে করিতে কান্তকে একান্ত পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে শ্রীরাধা যদি দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তিন অঙ্গ ভঙ্গ করত ভ্রূনৃত্য করাইয়া মুখ ও নেত্রে নানা-ভাবের উদ্গার করেন। কান্তার এই ভাবকে ললিত নামক অলঙ্কার কহা যায় ॥ ৮১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব-
প্রকরণে ৭৫ অঙ্কে যথা ॥

যাহাতে অঙ্গ সকলের বিন্যাসভঙ্গি, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত কহা যায় ॥ ৮২ ॥

ললিত ভূষিত যবে রাধা দেখে কৃষ্ণ। দোঁহে দোঁহা মিলিবারে হয়ত সতৃষ্ণ ॥ ৮৩ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে চতুর্দ্দশ শ্লোকে
গ্রন্থকারবাক্যং যথা ॥

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবাচরণকটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ৮৪ ॥

স্থাতুং গন্তুং চাসমর্থা প্রিয়প্রীত্যৈ উদিতললিতালঙ্কারেণ যুক্তাসীৎ। ললিতালঙ্কারযুক্তায়াঃ প্রকারমাহ হ্রিয়েত্যাদি। চলচ্চিল্লী ভ্রূঃ সৈব বল্লী তয়া দলিতো নির্জ্জিতঃ কন্দর্পস্যোর্জ্জিতধনুর্যয়া সা। প্রিয়স্য প্রেম্নো য উল্লাসস্তেনোল্লসিতা সা চাসৌ ললিতয়া লালিতা তনুর্যস্যাঃ সা। প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতা চাসৌ ললিতা চেতি তয়া ললিতা ক্রোড়ীকৃতা হস্তস্পর্শাদিনা সেবিতা তনুর্যস্যাঃ সা। তস্য মানবৃদ্ধৌ ললিতায়া হর্ষো ভবতীতি ভাবঃ। ললিতং যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদীরিতং ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে ললিতালঙ্কৃতভূষণে অবলোকন করেন, তখন দুই জনে পরস্পর মিলিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণ হয়েন ॥ ৮৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ৯ সর্গে
১৪ শ্লোকে গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥

শ্রীরাধা যাইতে বা থাকিতে অসমর্থা হইয়া লজ্জায় গ্রীবাদেশ বক্র, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গী, কন্দর্পের উর্জ্জিত ধনু নির্জ্জয়কারিণী চঞ্চল ভ্রূলতাসম্পন্না এবং প্রিয়তমের প্রেমবশতঃ উল্লসিতা ও ললিতাকর্ত্তৃক লালিতাঙ্গী হইয়া প্রিয়তমের প্রীতিনিমিত্ত ললিতনামক অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইলেন ॥ ৮৪ ॥

লোভে কৃষ্ণ আসি করে কঞ্চুকাকর্ষণ। অন্তরে ইচ্ছা বাহিরে রাধা করে নিবারণ ॥ বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন। কুট্টমিত নাম এই ভাববিভূষণ ॥ ৮৫ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে ত্রিসপ্তত্যকে
কুট্টমিতলক্ষণং যথা ॥

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পানিরোধ। অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥ ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন। ঈষৎ হাসিয়া করে

স্তনাধরাদীতি। স্তনাধরাদিগ্রহণে স্তনাবলম্বনালিঙ্গনচুম্বনাদিকরণে হৃদঃ হৃদয়স্য অন্তঃকরণস্য প্রীতৌ মহাসন্তোষে সতি। অপি নিশ্চয়ে। সম্ভ্রমাৎ সখাগ্রে লজ্জাহেতুভূতাৎ। ব্যথিতবৎ পীড়িতবৎ। বহির্বাহ্যে ক্রোধো ভবেৎ। এবম্ভূতো ভাবঃ। বুধৈরসিকৈঃ কুট্টমিতং তৎ সংজ্ঞকং প্রোক্তং কথিতমিতি ॥ ৮৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ লোভ বশতঃ আগমন করিয়া কঞ্চুক (কাঁচুলি) আকর্ষণ করিলেন, শ্রীরাধার অন্তরে ইচ্ছা, কিন্তু তিনি বাহিরে নিবারণ করেন। যাহার বাহিরে বামতা ও ক্রোধ এবং অন্তরে মন সুখী হয়, সেই ভাব অলঙ্কারকে কুট্টমিত বলে ॥ ৮৫ ॥

উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাবপ্রকরণে ৭৩ অঙ্কে
কুট্টমিতের লক্ষণ যথা ॥

স্তন ও অধর গ্রহণ করায় হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় যে বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশকরণ পণ্ডিতগণ তাহাকে কুট্টমিত বলেন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরাধা পানিরোধ করায় শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, শ্রীরাধা অন্তরে আনন্দিত ও বাহিরে বাম্য প্রাপ্ত হইয়া শুষ্করোদন এবং ঈষৎ হাস্য

কৃষ্ণেকে ভৎর্সন ॥ ৮৭ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকো যথা ॥

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভৎর্সনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপীতি ॥৮৮॥

এইমত আর সব ভাব বিভূষণ। যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন ॥ অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন। আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥ ৮৯ ॥ শ্রীনিবাস হাসি কহে শুন দামোদর। আমার লক্ষ্মীর

পাণিরোধেতি। করভোরুঃ করিকরবদূরু যস্যাঃ সা রাধা মাধবস্য কৃষ্ণস্য পাণিরোধং নিজাঙ্গে হস্তার্পণবারণং কুরুতে। কথম্ভূতং বারণং। অবিরোধিতবাঞ্ছং তৎপাণিত্যাগং কর্ত্তুং নাস্তি বাঞ্ছা যস্মিন্ তৎ। পুনরাহ। সা রাধা মাধবায় ভৎর্সনাঃ অনেকনিন্দাঃ কুরুতে। কথম্ভূতা নিন্দাঃ। চ পুনর্মধুরাণি স্মিতমন্দহাস্যগর্ব্বাহঙ্কারক্রোধাদীনি যাসু তাঃ। চ পুনঃ। সা রাধা হারি কৃষ্ণমানসহরণং শীলং শুষ্কং মিথ্যাপ্রতারণং রুদিতং মুখে বদনেঽপি কুরুতে কৃতবতী। অন্তাস্তর্মহানন্দঃ বাহ্যে বামাক্রোধাদি এতৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দো বর্দ্ধতে ॥ ৮৮ ॥

করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সন করেন ॥ ৮৭ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক যথা ॥

করিকর-সদৃশ উরুশালিনী শ্রীরাধার যদিচ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা নাই, তথাপি তাঁহার পাণিরোধ অর্থাৎ নিজাঙ্গে হস্তার্পণ বারণ ও মধুর হাস্যগর্ভ ভৎর্সন এবং সুখসত্ত্বেও শুষ্করোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

এইমত আর যত ভাব বিভূষণ আছে, তাহাতে বিভূষিত হইয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তলীলা, যদি সহস্রবদন অনন্তদেব স্বয়ং বর্ণনা করেন, তথাপি তাহার বর্ণন হয় না ॥ ৮৯ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর শ্রীনিবাস হাস্যবদনে কহিলেন, দামোদর!

দেখ সম্পদ্ বিস্তর॥ বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল কিশলয়। গিরিধাতু শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাফলময়॥ বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ। শুনি লক্ষ্মী-দেবী মনে হৈল আসোয়াথ॥ এ সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন। তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥ ৯০॥ তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি। পাতফুল ফল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ি॥ এই কর্ম্ম করি কহায় বিদগ্ধশিরোমণি। লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি॥ এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ। কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরি-জন॥ লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি। ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি॥ রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন। চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥ সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত। কালি আনি তোমার

শ্রবণ কর, আমার লক্ষ্মীর বিস্তর সম্পদ্ আছে। বৃন্দাবনের সম্পদ্ কেবল মাত্র ফুল, পত্র, গিরিধাতু, শিখিপিচ্ছ ও গুঞ্জাফল। এই বৃন্দাবন দেখিবার নিমিত্ত জগন্নাথদেব গমন করিয়াছেন শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর মন অসুস্থ হইল, এ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃন্দাবন গমন করি-লেন? এই বলিয়া তাঁহাকে হাস্য করিতে লক্ষ্মী সজ্জিত হইলেন॥ ৯০॥

দেখ, তোমার ঠাকুর এত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাত, ফুল ও ফলের লালসায় পুষ্পবাটিকায় গমন করিলেন, এই কর্ম্ম করিয়া তিনি বিদগ্ধশিরোমণি কহাইয়া থাকেন, লক্ষ্মীর অগ্রে নিজ প্রভুকে আনয়ন করিয়া দাও। এই বলিয়া মহালক্ষ্মীর দাসীগণ কটিবস্ত্রদ্বারা প্রভুর পরি-জনবর্গকে বন্ধনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর অগ্রে লইয়া গিয়া প্রণতি এবং অর্থদণ্ড করাইয়া বিনয় করাইলেন। তথা রথের উপর দণ্ড প্রহার করত জগ-ন্নাথের ভৃত্যগণকে চোরপ্রায় করিলেন। তখন জগন্নাথদেবের ভৃত্যগণ কহিলেন, কল্য আপনার জগন্নাথদেবকে আনয়ন করিয়া দিব, এই কথা

আগে দিব জগন্নাথ ॥ তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজঘর। আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্য অগোচর ॥ ৯১ ॥ দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে। আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥ নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস। শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস ॥ ৯২ ॥ প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদস্বভাব। ঐশ্বর্য্য ভায় তোমায় ঈশ্বরপ্রভাব ॥ দামোদরস্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী। ঐশ্বর্য্য না জানে রহে শুদ্ধপ্রেমে ভাসি ॥ স্বরূপ কহেন শ্রীবাস শুন সাবধানে। বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে কাণে ॥ বৃন্দাবনের সাহজিক যে সম্পদ্‌সিন্ধু। দ্বারকা বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তারে এক বিন্দু ॥ পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ যাঁহা ধনী

শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী শান্ত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীনিবাস কহিলেন, দামোদর! দেখ, আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্যের অগোচর অর্থাৎ তাহা বাক্যদ্বারা বর্ণন করা যায় না ॥ ৯১ ॥

তোমার গোপীগণ দুগ্ধ আবর্ত্তন করিয়া দধি মন্থন করে, আর আমার ঠাকুরাণী রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন, নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস এইরূপ পরিহাস করিলে মহাপ্রভুর নিজ দাসগণ শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি নারদপ্রকৃতি, ঈশ্বরপ্রভাবে তোমাতে ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হয়। এই স্বরূপ দামোদর শুদ্ধ ব্রজবাসী, ইনি ঐশ্বর্য্য জানেন না, কেবল শুদ্ধ প্রেমে ভাসিয়া থাকেন ॥

স্বরূপ কহিলেন, শ্রীবাস! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, বৃন্দাবনের সম্পদ্ তোমার কর্ণগোচর হয় নাই, বৃন্দাবনের যে স্বাভাবিক সম্পদ্-সমুদ্র, দ্বারকা ও বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ তাহার এক বিন্দুস্বরূপ, পরমপুরু-

সেই বৃন্দাবন ধাম ॥ চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণিভবন। চিন্তামণিগণ দাসীচরণভূষণ ॥ কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন। পুষ্প ফল বিনে কেহ না মাগে অন্য ধন ॥ অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে। দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ সহজ লোকের কথা যাহা দিব্য গীত। সহজ গমন করে নৃত্য পরিতীত ॥ সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃতসমান। চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥ লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ। কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখীকাজ ॥ ৯৩ ॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫৬ শ্লোকঃ ॥

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।

দিক্‌প্রদর্শিনাং। তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন বিশিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি। শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি। শ্রিয়ঃ ব্রজসুন্দরীরূপাঃ। তাসামেব মন্ত্রধ্যানে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব কান্ত ইতি। পরমনারায়ণাদিভ্যোঽপি তস্য তল্লোকেভ্যোঽপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতং। কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদা·

যোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে ধনী (স্বামী), তাহাই বৃন্দাবন-ধাম, এই বৃন্দাবনের ভূমি ও গৃহ চিন্তামণিময়, চিন্তামণিগণ দাসীদের চরণভূষণ, স্বাভাবিক বনসকল কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতাময়, যেস্থানে কোন ব্যক্তি পুষ্প ফল ভিন্ন অন্য ধন কিছুই প্রার্থনা করে না, যেস্থানে বনমধ্যে অনন্ত কামধেনু বিচরণ করে, উহারা কেবল দুগ্ধমাত্র দেয়, উহাদিগের নিকট কেহ অন্য ধন প্রার্থনা করে না। যেস্থানে স্বাভাবিক লোকের কথাই দিব্য গান, স্বাভাবিক গমনই নৃত্য, সকল স্থানের জল অমৃততুল্য, যেস্থানে চিদানন্দময় জ্যোতিই মূর্ত্তিমান্। যেস্থানে লক্ষ্মীজয়ি গুণ ও লক্ষ্মীর সমাজ এবং যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বংশীই প্রিয়সখীর কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার ৫৬ শ্লোকে যথা ॥

ভগবানের নিত্য ধামে যত ললনাগণ, তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মীরূপা,

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ৯৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ১ লহর্য্যাং
৮৪ শ্লোকধৃতং বিল্বমঙ্গলবাক্যং ॥

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং।

মাস্তথৈব প্রথিতং ভূমীত্যাদিকঞ্চ তদ্বৎ। ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাঃ দদাতি কিমুত কৌস্তভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু কিমুতামৃতমিত্যাদি রীত্যা। বংশী প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখস্থিতিরূপত্বেন জ্ঞেয়ং। কিং বহুনা। চিদানন্দলক্ষণং বস্তেব তত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপং। সমানোদিতচন্দ্রার্কমিতি বৃন্দাবনবিশেষণং। গৌতমীয়তন্ত্রস্বরূপে তত্বং নিত্যপূর্ণচন্দ্রত্বাৎ। তথা তদেব পরমপি তদ্বৎ প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ। তথা তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগ্যমপি চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরমিতি দর্শনাৎ ॥ ৯৪ ॥

চিন্তামণিরিতি। বৃন্দাবনং বৃন্দাবনে। অঙ্গনানাং গোপীনাং তদ্দাসীনাঞ্চ চরণভূষণং চরণালঙ্কারশ্চিন্তামণিঃ স্যাৎ। শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ শৃঙ্গারায় অলঙ্করণায় কুঞ্জোপবেষ্টিতলতা-

যত পুরুষগণ সে সকলই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, যত বৃক্ষ সে সকল বৃক্ষই কল্পতরুরূপ, যে ভূমি সেই চিন্তামণিগণমণ্ডিত বেদী, যে জল সেই অমৃত, যে কথা সেই গান, যে গমন সেই নাট্যরূপ এবং তাঁহার বংশীই প্রিয়তমা সখীরূপা, যেহেতু ঐ বংশিকাই শ্রীকৃষ্ণের সুখস্থিতি শ্রবণ করাইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহরীর
৮৪ অঙ্কস্থিত বিল্বমঙ্গলের বাক্য যথা ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের কথা আর কি বর্ণন করিব, যেস্থানে গোপাঙ্গনাগণের চরণভূষণই চিন্তামণি, শৃঙ্গারপুষ্পের বৃক্ষসকলই পারিজাত বৃক্ষসমূহস্বরূপ, ধেনুসকল কামধেনু বৃন্দের সাদৃশ্য

বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু-

বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥ ইতি॥ ৯৫॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস। কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস ॥৯৬॥ রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল। সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥ রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান। বোল বোল বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ॥ ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল। পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥ ৯৭॥ লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর। প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর॥ চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥ রাধা-

বৃন্দাদয়ঃ সুরাণাং দেবানাং কল্পতরুবস্তবস্তি। ননু ভোঃ ব্রজধনং গোসমূহঃ কামধেনুবৃন্দানি কামধেনুবৃন্দবস্তবতি। ইত্যনেনাত্র সুখসিন্ধুঃ সুখসমুদ্রঃ। ভূতিঃ মহৈশ্বর্য্যসুখস্বরূপা। অহো আশ্চর্য্যং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৯৫॥

ভজনা করিতেছে, অতএব কি আশ্চর্য্য! তোমার বিভূতি সুখসিন্ধু-স্বরূপ॥ ৯৫॥

এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে নৃত্য, কক্ষতালি বাদ্য (বগলবাদ্য) এবং অট্ট অট্ট (উচ্চ) হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ৯৬॥

মহাপ্রভু আবেশে শ্রীরাধার শুদ্ধপ্রেম শ্রবণ করিয়া সেই রসাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলেন, রসাবেশে প্রভুর নৃত্য ও স্বরূপের গান হইতেছিল, বল বল বলিয়া প্রভু নিজ কর্ণপাত করিলেন। ব্রজরস গান শ্রবণ করিয়া প্রেম উচ্ছলিত হওয়ায় পুরুষোত্তম গ্রাম (নীলাচল) প্রেমে ভাসাইয়া দিলেন॥ ৯৭॥

অনন্তর লক্ষ্মীদেবী যথাকালে নিজ গৃহে গমন করিলেন, প্রভু নৃত্য করিতেছেন, বেলা তৃতীয় প্রহর হইল, চারি সম্প্রদায় গান করিয়া শ্রান্ত হইলেন। মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, রাধার প্রেমা-

প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি। নিত্যানন্দ দূরে দেখি করেন প্রণতি ॥ ৯৮ ॥ নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ। নিকট না আইসে রহে কিছু দূরদেশ ॥ নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন। প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্ত্তন ॥ ৯৯ ॥ ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল। ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে। বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক স্নানে ॥ ১০০ ॥ জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার। লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার॥ সবা লঞা নানারঙ্গে করিল ভোজন। সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথ দর্শন ॥ ১০১ ॥ জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন। নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লৈঞা ভক্তগণ ॥ উদ্যানে আসিঞা করেন বন্য ভোজনে। এইমত

বেশে প্রভু রাধামূর্ত্তি হইয়া দূর হইতে নিত্যানন্দকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৯৮ ॥

তখন নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ জানিয়া নিকটে না আসিয়া কিছু দূরদেশে অবস্থিত রহিলেন। নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে মহাপ্রভুকে কোন্ ব্যক্তি ধরিবে? প্রভুর আবেশ যায় না এবং কীর্ত্তনও নিবৃত্ত হয় না ॥ ৯৯ ॥

এই সময়ে স্বরূপ-গোস্বামী ভঙ্গী করিয়া সকলের পরিশ্রম নিবেদন করিলে, ভক্তগণের শ্রম দর্শনে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তৎপরে সমুদায় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পোদ্যানে গমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করত মধ্যাহ্নকালীন স্নান করিলেন ॥ ১০০ ॥

অনন্তর বহু উপহার স্বরূপ জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ও লক্ষ্মীদেবীর বিবিধ প্রকার উপহার আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে ভোজনপূর্ব্বক সন্ধ্যাস্নান করিয়া জগন্নাথদর্শনে গমন করিলেন ॥ ১০১ ॥

জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া পশ্চাৎ নরেন্দ্রসরোবরে গমন করত

ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্ট দিনে ॥ ১০২ ॥ আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয়। রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লৈঞা ভক্তগণ। পরম আনন্দে করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥ জগন্নাথের পুন পাণ্ডুবিজয় হৈল। এক কোটি পট্টডোরী তাহা টুটি গেল ॥ পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়। জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥১০৪ ॥ কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান। তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥ এত বলি দিলা তারে ছিঁড়া পট্টডোরী। ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥ ১০৫ ॥ এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান। দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান্ ॥ ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু-

---

জলক্রীড়াকরণানন্তর উদ্যানে আসিয়া বন্যভোজন করিলেন, এইরূপ ক্রীড়া আট্ দিবস করা হইল ॥ ১০২ ॥

অন্য এক দিবস জগন্নাথদেবের ভিতর বিজয় উপস্থিত হইলে জগন্নাথদেব রথে চড়িয়া নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০৩ ॥

জগন্নাথের পুনর্ব্বার পাণ্ডুবিজয় উপস্থিত হইল, তাহাতে এককোটি পট্টডোরী ও পাণ্ডুবিজয়ের তুলিকা সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, জগন্নাথের ভরে তুলিকা সকল উড়িয়া চল ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভু কুলিনগ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজখানকে সম্মান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, এই পট্টডোরীর তুমি যজমান হও, ডোরী নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিবৎসর লইয়া আসিবা। এই বলিয়া তাঁহাকে ছিঁড়া পট্টডোরী দিলেন, তুমি ইহা দেখিয়া দৃঢ়রূপে পট্টডোরী প্রস্তুত করিবা ॥ ১০৫ ॥

এই পট্টডোরীতে শেষদেবের অধিষ্ঠান হয়, যিনি দশ মূর্ত্তি ধরিয়া

রামানন্দ। সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ॥ প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্তসঙ্গে। পট্টডোরী লঞা আসে অতি বড় রঙ্গে॥ ১০৬॥ তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে। মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈয়া ভক্তগণে॥ ১০৭॥ এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল। ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল॥ চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত অপার। সহস্রবদনে যার নাহি পায় পার॥ ১০৮॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১০৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

ভগবানের সেবা করেন। ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ সেবা আজ্ঞা পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় প্রতিবৎসর কৌতুকসহকারে সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া পটডোরী লইয়া আগমন করেন॥ ১০৬॥

তৎপরে জগন্নাথ গিয়া নিজ সিংহাসনে উপবেশন করিলে মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া গৃহে আগমন করিলেন॥ ১০৭॥

এইরূপে ভক্তগণকে যাত্রা দেখাইয়া তাঁহাদিগের সহিত বৃন্দাবন-লীলা করিলেন, চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত, তাহার পার নাই, সহস্র-বদন অনন্তদেবও যাহার পার প্রাপ্ত হয়েন না॥ ১০৮॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতা-মৃত কহিতেছে॥ ১০৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে হোরাপঞ্চমীযাত্রাদর্শন নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকং।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ। চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন ॥ ২ ॥ এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে রহি করে নৃত্য গীত রঙ্গে ॥ প্রথমাবসরে জগন্নাথ দরশন। নৃত্য গীত দণ্ডবৎ

সার্ব্বভৌমেতি। গৌরঃ শ্রীচৈতন্যঃ সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ ভোজনং কুর্ব্বন্ সন্ স্বনিন্দকং নিজনিন্দাং কুর্ব্বন্তং। অমোঘং তন্নামানং ব্রাহ্মণং সার্ব্বভৌমজামাতরং অঙ্গীকুর্ব্বন্ সন্ স্বাং স্বকীয়াং নিজাং ভক্তবশ্যতাং ভক্তবশীভূতত্বং স্ফুটাং ব্যক্তাং চক্রে কৃতবান্। অত্র ভক্ত-রাজসার্ব্বভৌমস্য সম্বন্ধেন প্রভুরমোঘং তারিতবানিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিতে করিতে নিজ-নিন্দাকারি সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘনামক ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকার করত স্পষ্টরূপে নিজে যে ভক্তাধীন তাহা প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দের জয় হউক। অপর শ্রীচৈতন্যচরিতের শ্রোতা ভক্তগণ যাহাদের চৈতন্যচরিতামৃতই প্রাণধনস্বরূপ, তাঁহাদিগের জয় হউক ॥ ২ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া ভক্তগণসঙ্গে পরমানন্দে নৃত্য করেন। মহাপ্রভু প্রথম অবসর সময়ে জগন্নাথ দর্শন, নৃত্য,

প্রণাম স্তবন ॥ উপল লাগিলে করে বাহিরে বিজয়। হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয় ॥ ৩ ॥ ঘরে আসি করে কভু নামসঙ্কীর্ত্তন। অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন। সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ গলে মালা দেয় মাথায় তুলসী-মঞ্জরী। যোড়হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ পূজাপাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল। সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্য পূজিল ॥ ৪ ॥

তথাহি ॥

রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব।

গীত, দণ্ডবৎ প্রণাম, স্তব এবং উপলভোগ (বাল্যভোগ) লাগিলে বাহিরে বিজয় অর্থাৎ বহির্গমন, তৎপরে হরিদাসের সহিত মিলিত হইয়া নিজগৃহে আগমন করেন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভু গৃহে আগমন করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এই সময়ে অদ্বৈত আসিয়া প্রভুর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, সুগন্ধি সলিলে পাদ্য ও আচমন এবং সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন দিয়া তৎ-পরে গলায় মালা ও মস্তকে তুলসীমঞ্জরী সমর্পণপূর্ব্বক পাদপদ্মে নমস্কার করত যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু পূজাপাত্রে পুষ্প ও তুলসীপত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, তৎসমুদায় লইয়া আচার্য্যের পূজা করিলেন ॥ ৪ ॥

পূজার মন্ত্র যথা ॥

হে রাধে! হে কৃষ্ণ! হে রমে! হে বিষ্ণো! হে সীতে! হে রাম! হে শিবে! হে শিব! যেই হও, সেই হও, নিত্য নমস্কার, যেই হও, সেই হও, তোমাকে নমস্কার।

যোঽসি সোঽসি নমো নিত্যং, যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥

"যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে" এই মন্ত্র পড়ে। মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥৫॥ এইমত অন্যোন্যে করে নমস্কার। প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার॥ আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন। আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥ ৬॥ কেহ ঘরভাত করে কেহ প্রসাদান্ন। এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ॥ একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব। প্রভুসঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব॥ চারিমাস রহিলা সব মহাপ্রভু সঙ্গে। জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥ ৭॥ এইমত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা। কৃষ্ণজন্মযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥ কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দমহোৎসব। গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব॥ দধি দুগ্ধ ভার সবে নিজ কান্ধে করি। মহোৎসব স্থানে

"যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে" মহাপ্রভু এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মুখবাদ্য করিয়া আচার্য্যকে হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ৫॥

এইমত পরস্পর নমস্কার করিয়া অদ্বৈতার্য্য মহাপ্রভুকে বারম্বার নিমন্ত্রণ করিলেন। আচার্য্যের নিমন্ত্রণ অতিশয় আশ্চর্য্য, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ইহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন, পুনরুক্তি ভয়ে তাহা পুনর্ব্বার বর্ণন করিলাম না, অন্য ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন॥ ৬॥

কেহ ঘরে ভাত এবং কেহ মহাপ্রসাদান্ন, এইরূপে বৈষ্ণবগণ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন, এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব হয়, প্রভুসঙ্গে ভক্তগণ সেই সেই স্থানে ভোজন করেন॥ ৭॥

এইরূপে নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গত হইল, শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রার দিবস মহাপ্রভু গোপবেশ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মযাত্রার দিনে নন্দমহোৎসবে মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণ লইয়া গোপবেশ ধারণ করিলেন, সকল

আইলা বলি হরি হরি ॥ ৮ ॥ কানাঞি খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি। জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী। সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥ ঞিহা সবা লৈঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ। দধি দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ৯ ॥ অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ। লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥ ১০ ॥ তবে লগুড় লৈঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা। বার বার আকাশে তুলি লুফিয়া ধরিলা ॥ শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে। পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥ অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়। দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ১১ ॥ এইমত নিত্যা-

---

ভক্ত দধি দুগ্ধ-ভার নিজ স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে মহোৎসব স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

কানাই খুটিয়া নন্দবেশ ও জগন্নাথ মাহিতী যশোদাবেশ ধারণ করিয়াছেন। আপনি প্রতাপরুদ্র, আর কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম তথা পড়িছাপাত্র তুলসী এই সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রভু নৃত্য করিতে করিতে দধি, দুগ্ধ ও হরিদ্রাজলে সমস্ত লোকের অঙ্গ সেচন করিতে লাগিলেন ॥৯॥

অনন্তর অদ্বৈত কহিলেন, সত্য কহিতেছি কোপ করিবেন না, যদি লগুড় (যষ্টি) ফিরাইতে পারেন, তবেই গোপ বলিয়া জানিতে পারি ॥ ১০ ॥

তখন মহাপ্রভু লগুড় লইয়া ফিরাইতে আরম্ভ করিলেন, বারম্বার আকাশে তুলিয়া লুফিয়া ধরা, শিরের উপর, পৃষ্ঠে, সম্মুখে, দুই পার্শ্বে এবং পাদমধ্যে লগুড় ঘুরাইতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে লোক সকল হাসিতে লাগিল এবং অলাতচক্রের ন্যায় লগুড় ফিরাইতে দেখিয়া

নন্দ ফিরায় লগুড়। কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ১২ ॥ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী। জগন্নাথের প্রসাদ এক বস্ত্র লঞা আসি ॥ বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল। আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল ॥ ১৩ ॥ কানাই খুটিয়া জগন্নাথ দুই জন। আবেশে বিলাইলা ঘরে ছিল যত ধন ॥ দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল। পিতা মাতা জ্ঞানে দোঁহাকে নমস্কার কৈল ॥ পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর। এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ ১৪ ॥ বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে। বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ হনূমানাবেশে প্রভু বৃক্ষ-

---

সকলের চিত্তে চমৎকার বোধ হইল ॥ ১১ ॥

তৎপরে নিত্যানন্দ প্রভুও এইরূপ লগুড় ফিরাইতে লাগিলেন, দুই প্রভুর গূঢ় গোপভাব কে জানিতে সমর্থ হইবে? ॥ ১২ ॥

তখন প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় তুলসীপড়িছা জগন্নাথদেবের এক খানি প্রসাদি বস্ত্র লইয়া আসিলেন এবং ঐ বহু মূল্যের বস্ত্রখানি মহাপ্রভুর মস্তকে বান্ধিয়া দিলেন, তৎপরে আচার্য্যপ্রভৃতি যত মহাপ্রভুর গণ ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঐরূপে বস্ত্র পরিধান করাইলেন ॥ ১৩ ॥

তৎপরে কানাই খুটিয়া ও জগন্নাথ দুই জন প্রেমাবেশে বিবশ হইয়া গৃহে যত ধন ছিল, তৎসমুদায় বিতরণ করিলেই মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া পিতা মাতা জ্ঞানে তাঁহাদিগকে নমস্কার করত পরম আবেশে নিজগৃহে আগমন করিলেন, গৌরাঙ্গসুন্দর এইমত লীলা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

অপর বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিবস মহাপ্রভু ভক্তগণসহ বানর-সৈন্য হইলেন এবং তিনি নিজে হনূমানের আবেশে বৃক্ষশাখা লইয়া

শাখা লঞা। লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥ ১৫ ॥ কাঁহা রে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥ গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার। সর্ব্বলোক জয় জয় বলে বার বার ॥ ১৬ ॥ এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী। উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি ॥ এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা। দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ কিবা যুক্তি কৈল দোঁহে কেহ নাহি জানে। ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ১৭ ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল। গৌড়দেশ যাহ সবে বিদায় করিল ॥ সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া। গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ ১৮ ॥

লঙ্কার গড়ের উপর আরোহণ করিয়া গড় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে কহিলেন, কোথায় রে মহাপাপী রাবণা! জগন্মাতাকে হরণ করিস্, সবংশে তোকে মারিয়া ফেলিব, তখন মহাপ্রভুর আবেশ দেখিয়া লোকসকলের চমৎকার বোধ হইল এবং বারম্বার জয়ধ্বনি দিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু রাসযাত্রা, দীপান্বিতা ও উত্থানদ্বাদশী এই সকল দর্শন করিলেন। অপর এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে লইয়া দুই ভ্রাতায় নির্জ্জনে বসিয়া কি যে যুক্তি করিলেন, তাহা কেহই জানে না, ভক্তগণ পশ্চাৎ তাহা ফলে অনুমান করিলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে ডাকাইয়া গৌড়দেশে গমন কর বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন এবং ভক্তগণকে কহিলেন, তোমরা সকল প্রতিবৎসর আসিয়া গুণ্ডিচা দর্শনপূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবা ॥ ১৮ ॥

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান। আচণ্ডালাদিরে করিহ কৃষ্ণ-ভক্তিদান ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে। অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ রামদাস গদাধর আদি কত জনে। তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে ॥ মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব। অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ ১৯ ॥ শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন। কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন ॥ তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব। তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব ॥ ২০ ॥ এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ। দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ তার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্নাস। ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজ

তৎপরে সম্মান করিয়া আচার্য্যকে আজ্ঞা দিলেন, আপনি চণ্ডাল প্রভৃতি সকলকে কৃষ্ণভক্তি দান করিবেন। তদনন্তর নিত্যানন্দ প্রভুকে অনুমতি করিলেন, আপনি গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রকাশ করিবেন। আর আপনার সহায় নিমিত্ত রামদাস ও গদাধরপ্রভৃতি কতিপয় জনকে আপনার সঙ্গে দিলাম এবং আমি মধ্যে মধ্যে আপনার নিকটে গমন করিয়া অলক্ষিতে আপনার নৃত্য দর্শন করিব ॥ ১৯ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কণ্ঠ-ধারণপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, তোমার গৃহে সঙ্কীর্ত্তনে আমি চির-দিন নৃত্য করিব, তুমিমাত্র আমাকে দেখিবে, আর কেহ দেখিতে পাইবে না ॥ ১৽ ॥

অপর এই বস্ত্র এবং এই সমস্ত প্রসাদ মাতাকে দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক আমার অপরাধ ক্ষমা করাইবা, আর কহিবা, আমি তাঁহার সেবা ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিয়াছি, ইহা ধর্ম্ম নহে, আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ করিলাম, আমি মাতৃপ্রেমের বশীভূত, তাঁহার সেবাই আমার ধর্ম্ম,

ধর্ম্মনাশ ॥ তার প্রেমবশ আমি তার সেবা ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ। এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ ॥ ২১ ॥ কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন। যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ॥ নীলাচলে আছ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে। মধ্যে মধ্যে যাই তাঁর চরণ দেখিতে ॥ নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে। স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিঁহ তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ২২ ॥ এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত। শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত ॥ লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার। শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার ॥ প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন। নিমাঞির প্রিয় মোর এ সব ব্যঞ্জন। নিমাঞি নাহিক ঘরে কে করে ভোজন। মোর ধ্যানে

তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাউলের (উন্মত্তের) কার্য্য করিয়াছি। মাতা উন্মত্ত বালকের দোষ গ্রহণ করেন না, এই জানিয়া তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন ॥ ২১ ॥

আমার সন্ন্যাসে কার্য্য কি, প্রেমই আমার নিজধন, যে কালে আমি সন্ন্যাস করিয়াছিলাম, তখন আমার মন ছন্ন হইয়াছিল, আমি মাতৃ-আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি, মধ্যে মধ্যে তাঁহার চরণ দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকি। আমি নিত্য গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করি, স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিনি তাহা সত্য করিয়া মানেন না ॥ ২২ ॥

এক দিবস শালিতণ্ডুলের অন্ন, পাঁচ সাত ব্যঞ্জন, শাক, মোচাচণ্ট, ভ্রষ্টপটোল, নিম্বপত্র, লেবু, আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ ও খণ্ডসারপ্রভৃতি বহু উপহার শালগ্রামে সমর্পণপূর্ব্বক প্রসাদ ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আমার নিমাইর এই সকল ব্যঞ্জন অতিশয় প্রিয়, নিমাই ঘরে নাই কে ভোজন করিবে, আমার ধ্যানে মাতার নয়ন

অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ শীঘ্র যাই মুঞি সব করিল ভক্ষণ। শূন্যপাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ২৩ ॥ কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত। হেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত ॥ কিবা মোর মন কথায় ভ্রম হৈয়া গেল। কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥ কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িল। এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল ॥২৪॥ অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজন। দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন ॥ ঈশান দ্বারায় পুন স্থান লেপাইল। পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল ॥ ২৫ ॥ এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন। মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা ক্রন্দন ॥ তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে। অন্তরে মানয়ে

যখন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, তখন আমি শীঘ্র গিয়া সমুদায় ভক্ষণ করিলাম। অনন্তর মাতা শূন্য পাত্র দেখিয়া অশ্রুমার্জনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল, পাত কেন শূন্য হইল? বোধ হয় বালগোপালই অন্ন ভোজন করিয়া থাকিবেন, কিম্বা কথাতে আমার মনোভ্রম হইয়া থাকিবে অথবা কোন জন্তু আসিয়া সমুদায় খাইয়া ফেলিল, কিম্বা আমি ভ্রমে পাত্রে অন্ন পরিবেশন করি নাই, এই চিন্তা করিয়া পাকপাত্র দেখিতে গেলেন ॥ ২৪ ॥

দেখিলেন, সকল পাত্র অন্ন ব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়া মন চমৎকৃত ও সংশয়ান্বিত হইল, তখন মাতা ঈশানের দ্বারা পুনর্ব্বার স্থান লেপন করিয়া গোপালকে পুনরায় অন্ন নিবেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

যখন মাতা এই প্রকার উত্তম রন্ধন করেন, তখন তিনি আমাকে খাওয়াইবার জন্য রোদন করিতে থাকেন। মাতার প্রেম আমাকে আনিয়া ভোজন করায়, মাতা অন্তরে সুখ করিয়া মানেন, কিন্তু বাহ্যে

সুখ বাহ্যে নাহি মানে ॥ এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি। তাঁহাকে পুছিঞা তাঁরে করাইহ প্রতীতি ॥ এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা। লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা ॥ ২৬ ॥ রাঘবপণ্ডিত কহে বচন সরস। তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥ ইঁহার কৃষ্ণ-সেবার কথা শুন সর্ব্বজন। পরমপবিত্র সেবা অতিসর্ব্বোত্তম ॥ আর দ্রব্য রহুশুন নারিকেলের কথা। পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা তথা ॥ বাড়িতে কত শত বৃক্ষ, লক্ষ লক্ষ ফল। তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ। দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ২৭ ॥ প্রতি দিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া। সুশী-

---

সুখ বোধ করেন না। বিজয়াদশমীতে এইরূপ রীতি হইয়াছিল, তুমি তাঁহাকে কহিয়া তাঁহার প্রতীতি করাইবা। এই বলিয়া মহাপ্রভু বিহ্বল হইলেন, কিন্তু লোক বিদায় করিতে হইবে বলিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর রাঘবপণ্ডিতকে সরস বাক্যে কহিলেন, রাঘব! আপনার প্রেমনিষ্ঠায় আমি আপনার বশীভূত হইয়াছি। এই বলিয়া ভক্তগণকে কহিলেন, ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা বলি শ্রবণ কর, ইঁহার সেবা অতি-পবিত্র এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, অন্য দ্রব্যের কথা দূরে থাকুক, নারিকেলের কথা শ্রবণ কর। যেখানে সেখানে পাঁচগণ্ডা করিয়া নারিকেলের ফল বিক্রয় হয়, যদিচ নিজবাটীতে কত শত নারিকেলবৃক্ষ ও লক্ষ লক্ষ ফল আছে, তথাপি যেস্থানে মিষ্ট নারিকেলফলের কথা শুনিতে পান, তথায় এক এক ফলের চারি পণ কড়ি মূল্য দিয়া দশক্রোশ দূর হইতে যত্নপূর্ব্বক সেই ফল আনয়ন করেন ॥ ২৭ ॥

অপর প্রতিদিন পাঁচ ছয়টী ছোলাইয়া (উপরকার বল্কল উত্তো-

তল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ॥ ভোগের সময়ে পুন ছোলি সংস্করি । কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি ॥ ২৮ ॥ কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি । কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি ॥ জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত । ফলভাঙ্গি শস্য কৈল সৎপাত্র পূরিত ॥ শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান । শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ কভু শস্য খায় পুন পাত্র ভরে শাঁসে । শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ২৯ ॥ এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়া । ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥ অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল । ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল ॥ দ্বারের উপর ভিতে তেঁহ হাত দিল । সেই হাতে ফল ছুইলা

লন করিয়া) সুশীতল করিবার নিমিত্ত জলে ডুবাইয়া রাখেন, ভোগের সময় পুনর্ব্বার ঐ ফল ছোলাইয়া মুখছিদ্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই নারিকেলজল পান করিয়া কখন শূন্য ফল এবং কখন বা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন । রাঘবপণ্ডিত একদিন জলশূন্য ফল দেখিয়া হৃষ্ট হওত ফল ভাঙ্গিয়া উত্তম পাত্রে শস্য সকল পূর্ণ করিলেন । পশ্চাৎ ঐ শস্য শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া বাহিরে যখন ধ্যান করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ শস্য ভোজন করিয়া পাত্রশূন্য করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ এবং কখন বা পাত্র শস্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেন, তাহাতে রাঘবপণ্ডিতের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয় এবং তিনি প্রেমসিন্ধুতে ভাসিতে থাকেন ॥ ২৯ ॥

অপর একদিন দশটী ফল সংস্কার করিয়া ভোগ লাগাইবার নিমিত্ত একজন সেবক লইয়া আসিল, অবসর পায় না, এজন্য বিলম্ব হইল, সেবক ফলপাত্র হাতে করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু সে দ্বারের উপর ভিত্তিতে হস্তার্পণ করিয়া সেই ফল স্পর্শ করিল, পণ্ডিত তাহা

পণ্ডিত দেখিল ॥ ৩০ ॥ পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতায়াতে। তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥ সেই ভিতে হাত দিঞা ফল পরশিলা। কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥ এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া। ঐছে পবিত্র সেবা জগৎ জিনিয়া ॥ তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল। পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥ ৩১ ॥ এই মত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল। যাহা যাহা দূর গ্রামে শুনে আছে ভাল ॥ বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন। পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥ ৩২ ॥ এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল। এইমত চিড়াহুড়ুম সন্দেশ সকল ॥ এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন। পরম পবিত্র আর করে

দেখিতে পাইলেন ॥ ৩০ ॥

তখন পণ্ডিত সেবককে কহিলেন, দ্বার দিয়া লোকসকল গতায়াত করিয়া থাকে, তাহাদের পদধূলি উড়িয়া উপর ভিত্তিতে পতিত হয়, তুমি সেই ভিত্তিতে হস্ত দিয়া ফল স্পর্শ করিয়াছ, এই ফল শ্রীকৃষ্ণের যোগ্য নহে অপবিত্র হইল, এই বলিয়া প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক সেই সকল ফল ফেলাইয়া দিলেন, আহা! ইহাঁর এই প্রকার পবিত্রসেবা জগৎকে জয় করিয়াছে, তৎপরে ইনি অন্য নারিকেল ফল সংস্কারপূর্ব্বক পরম পবিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগাইলেন ॥ ৩১ ॥

কি আশ্চর্য্য! ইনি এইরূপ রম্ভা, আম্র, নারঙ্গ ও কাঁঠালপ্রভৃতি যে যে দ্রব্য দূর গ্রামে ভাল আছে শুনিতে পান, বহুমূল্য দিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা আনয়ন করিয়া পবিত্র ও সংস্কার করত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন ॥ ৩২ ॥

অপর ইনি এই প্রকার ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল, তথা চিড়াহুড়ুম (ভৃষ্টচিপিট অর্থাৎ চিড়াভাজা), সন্দেশ, পীঠা, পানা, ক্ষীর ও ওদন

সর্ব্বোত্তম ॥ কাশন্দি আদি আচার অনেক প্রকার। গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সব দিব্য সার ॥ এইমত প্রেমসেবা করে অনুপম। যাহা দেখি সব লোকের যুড়ায় নয়ন ॥ এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন। এই মত সম্মানিল সব ভক্তগণ ॥ ৩৩ ॥ শিবানন্দ সেনে কহে করিঞা সম্মান। বাসুদেবদত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ পরম উদার ইহ যে দিনে যে আইসে। সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥ গৃহস্থ হয়েন ইহঁ চাহিয়ে সঞ্চয়। সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ॥ ৩৪ ॥ ইহাঁর ঘরের আয়ব্যয় সব তোমা স্থানে। সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা। গুণ্ডিচায় আসিবে সবার পালন করিঞা ॥ ৩৫ ॥ কুলীনগ্রামিরে কহে সম্মান করিঞা। প্রত্যব্দ আসিবে

(অন্ন) সমুদায় পরম পবিত্র ও সর্ব্বোত্তম করিয়া এবং কাশন্দিপ্রভৃতি অনেক প্রকার আচার, তথা গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি উত্তম সারবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া থাকেন। ইনি এই প্রকার প্রেমসেবা করেন, যাহা দেখিয়া লোকের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। এই বলিয়া মহাপ্রভু রাঘবপণ্ডিতকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে সমস্ত ভক্তগণও তাঁহার তদ্রূপ সম্মান করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু শিবানন্দসেনকে সম্মান করিয়া কহিলেন, আপনি বাসুদেবদত্তের সমাধান করিবেন। ইনি পরম উদার, যে দিন যাহা আইসে সেই দিন তাহা ব্যয় করেন, কিছু অবশেষ রাখেন না। ইনি গৃহস্থ, ইহাঁর সঞ্চয় করা আবশ্যক, সঞ্চয় না করিলে কুটুম্ব ভরণ পোষণ করা হয় না ॥ ৩৪ ॥

ইহাঁর গৃহের আয়ব্যয় সকল আপনার হস্তে থাকিবে, আপনি সরখেল (তত্ত্বাবধায়ক) হইয়া সমাধান করিবেন। আর প্রতি বৎসর আমার ভক্তগণকে লইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে গুণ্ডিচাযাত্রায় আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥

তৎপরে কুলীনগ্রামীকে সম্মান করিয়া কহিলেন, আপনি প্রতি-

যাত্রার পট্টডোরী লৈঞা॥ গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥ তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর। সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥ ৩৬॥ তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান। প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥ গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে। শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥ ৩৭॥ প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥ ৩৮॥ সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে। কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥ ৩৯॥ প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।

বৎসর পট্টডোরী লইয়া আসিবেন, গুণরাজ খান শ্রীকৃষ্ণ বিজয়নামক করিয়া তাহাতে "নন্দনন্দন কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ" তাঁহার এই এক প্রেমময় বাক্য আছে। আমি এই বাক্যে তাঁহার বংশের হস্তে বিক্রীত হইয়াছি। তোমার কথা কি, তোমার গ্রামের যে কুক্কুর, অন্য জন দূরে থাকুক, সেও আমার প্রিয়পাত্র হয়॥ ৩৬॥

তখন রামানন্দ, আর সত্যরাজ খান এই দুই জন কিছু প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমি গৃহস্থ বিষয়ী আপনার চরণে নিবেদন করিতেছি॥ ৩৭॥

মহাপ্রভু কহিলেন, কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন এবং নিরন্তর নাম সঙ্কীর্ত্তন কর॥ ৩৮॥

সত্যরাজ কহিলেন, কিরূপে বৈষ্ণব চিনিব, কে বৈষ্ণব এবং তাহার সামান্য লক্ষণ কি?॥ ৩৯॥

প্রভু কহিলেন, যাহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি পূজ্য এবং তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন। এক কৃষ্ণনামে সমস্ত পাপ

নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচাণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥ অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥ ৪০॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ২৯ অঙ্কে লক্ষ্মীধরকৃত-পদ্যং যথা॥

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাঞ্জসা-

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসামিতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকো মন্ত্রো রসনাস্পৃগেব জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণৈব

ক্ষয় করেন, নাম হইতে নববিধ ভক্তি * হয়। নাম দীক্ষা বা পুরশ্চরণ বিধি অপেক্ষা করেন না, জিহ্বা স্পর্শমাত্রে চণ্ডালপ্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করেন। অনুষঙ্গে † সংসার ক্ষয় পূর্ব্বক চিত্ত আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের উদয় করেন॥ ৪০॥

পদ্যাবলীর ২৯ অঙ্কধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত পদ্য যথা॥

যাঁহা কর্ত্তৃক সৎসকলের চিত্ত স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, যিনি মহা

* অথ নববিধ ভক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি যথা॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥

অস্যার্থঃ। প্রহ্লাদ কহিলেন, পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন (পরিচর্য্যা), অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য (কর্ম্মার্পণ), সখ্য (বিশ্বাস) ও আত্মনিবেদন (দেহসমর্পণ)॥ ৪০॥

এই নবলক্ষণা ভক্তি অধীতব্যক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন, কিন্তু আমাদের গুরুর নিকট তদ্রূপ অধ্যয়ন কিছুই নাই।

† অন্যান্য প্রসঙ্গেন অন্যস্যাপি সিদ্ধিঃ অনুষঙ্গঃ অর্থাৎ একের উদ্দেশে অন্যের সিদ্ধি করার নাম অনুষঙ্গ।

আচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ৪১ ॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান ॥ ৪২ ॥ খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন। নরহরি দাস মুখ্য এই তিন জন ॥ মুকুন্দদাসেরে পুছে শ্রীশচীনন্দন। তুমি পিতা পুত্র তোমার

ফলতি কথং ফলতি তত্রাহ। কৃতচেতসাং সুমনসাং আকৃষ্টিঃ আকর্ষকঃ। অত্র বিশেষণদ্বয়েন মুক্তানামপ্যাকর্ষকঃ নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মান ইত্যাদ্যনুসারাৎ। পুনরাহ অজ্ঞসাং পাপানাং উচ্চাটনং পাপিনামিতি শেষঃ। স তু কথস্তূতঃ। আচাণ্ডালমমূকলোকসুলভঃ চাণ্ডালপর্য্যন্তানাং মূকব্যতিরিক্তানাং জনানাং সুলভঃ। এতেন পরমদয়ালুতা ব্যক্তীকৃতা। পুনঃ কথম্ভূতঃ। বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ। বশয়িতা মুক্তিশ্রিয় ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। এতৎফলেন সাধনাদ্যধিকারানপেক্ষতামাহ ন দীক্ষামিত্যাদি। সা চ তত্তচ্ছাস্ত্রোক্তহোমকরণপূর্ব্বকমন্ত্রগ্রহণাদিদীক্ষা। সৎক্রিয়া সদাচারঃ। স তু বিধিঃ পুরশ্চর্য্যামন্ত্রসিদ্ধ্যর্থঃ পঞ্চাঙ্গীভূতানুষ্ঠানং তৎপুরশ্চরণমিত্যভিধীয়তে। এতেষাং মনাগপি নেক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র নঞ্ত্রয়নির্দ্দেশেন অত্যন্তাবধারণার্থতা ব্যক্তা ইতি বস্তুতোঽধিকারিনিয়মাভাবে নামাত্মকে ফলতীতি ॥ ৩ ॥

পাপসমূহের উচ্চাটনকারী, যিনি চণ্ডাল অবধি বাক্শক্তিসম্পন্ন জীবমাত্রের সুলভ ও বশ্য অর্থাৎ আয়ত্ত প্রাপ্ত এবং মোক্ষের আশ্রয়স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ মন্ত্রদীক্ষা বা সৎক্রিয়া অথবা পুরশ্চরণ ইত্যাদিকে অল্পমাত্রও অপেক্ষা করেন না, কেবল রসনা স্পর্শমাত্র ফলপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

অতএব যাঁহার মুখে একবারমাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার সম্মান করিবে ॥ ৪২ ॥

তৎপরে খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন, আর নরহরিদাস এই তিন জন প্রধান। শ্রীশচীনন্দন মুকুন্দদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি

কি রঘুনন্দন ॥ কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়। নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ ৪৩ ॥ মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়। আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥ আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে। অতএব রঘু-পিতা আমার নিশ্চিতে ॥৪৪॥ শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥ ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ। ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥৪৫॥ ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম। নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধহেম ॥ বাহে রাজবৈদ্য ইহঁ করে রাজসেবা। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহঁার জানিবেক কে বা ॥ এক দিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টঙ্গিতে। চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি। রাজার শিরোপরি

পিতা এবং তোমার পুত্র কি রঘুনন্দন, কিম্বা রঘুনন্দন পিতা এবং তুমি তাহার পুত্র, নিশ্চয় করিয়া বল, সংশয় দূর হউক ॥ ৪৩ ॥

মুকুন্দ কহিলেন, রঘুনন্দন আমার পিতা হয়েন, আমি তাঁহার পুত্র এই নিশ্চয় আছে, রঘুনন্দন হইতে আমাদিগের কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, অতএব রঘুনন্দন আমার পিতা, ইহা নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৪৪ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি নিশ্চয় কহিয়াছ, যাঁহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয়, তিনিই গুরু হয়েন। ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভুর সুখ প্রাপ্তি হয় এবং ভক্তের মহিমা কহিতে যেন পঞ্চ মুখ প্রকাশ করেন ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর ভক্তগণকে কহিলেন, মুকুন্দের প্রেম শ্রবণ কর, দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় ইহঁার প্রেম নিগূঢ় ও নির্ম্মল। ইনি রাজবৈদ্য বাহিরে রাজসেবা করেন, ইহঁার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা কেহ জানিতে পারে না। ইনি এক দিন ম্লেচ্ছরাজের উচ্চ টঙ্গিতে (উচ্চগৃহে) তাহার অগ্রে চিকিৎসার কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন ভৃত্য একটী ময়ূরপুচ্ছের

ধরে এক ভৃত্য আনি ॥ ৪৬ ॥ ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা। অতি উচ্চ টঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ৪৭ ॥ রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ। আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন ॥ রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি। মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই ॥৪৮ রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি। মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী ॥ মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাতজানে। মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে ॥ ৪৯ ॥ রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে। দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধা ঘাট তীরে ॥ কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বারমাসে। নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে ॥ ৫০ ॥ মুকুন্দেরে কহে পুন মধুর

আড়ানী (বড়পাখা) আনিয়া রাজার মস্তকোপরি ধারণ করিল ॥ ৪৬ ॥

মুকুন্দ ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হওত অতি উচ্চ টঙ্গি হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

রাজার জ্ঞান হইল রাজবৈদ্য মরিয়া থাকিবেন, তখন রাজা আপনি নামিয়া চেতন করাইলেন এবং তুমি কোন্ স্থানে ব্যথা পাইলা, মুকুন্দ কহিলেন, আমি অতিশয় ব্যথাপ্রাপ্ত হই নাই ॥ ৪৮ ॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মুকুন্দ! তুমি কি জন্য পতিত হইলা? মুকুন্দ কহিলেন, আমার মৃগী ব্যাধি আছে। রাজা মহাবিদগ্ধ (মহা-রসিক) সেই সমুদায় কথা অবগত আছেন, তখন তিনি মুকুন্দকে মহা-সিদ্ধ বলিয়া বোধ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

রঘুনন্দন কৃষ্ণমন্দিরে সেবা করেন, মন্দিরের দ্বারে পুষ্করিণী, তাহার বান্ধা ঘাটের তীরে একটী কদম্বের বৃক্ষ আছে, তাহা বার মাস প্রফুল্ল হয়, তাহাতে নিত্য দুইটী পুষ্প ধরে, সেই পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণের অবতংস

বচন। তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মে ধন উপার্জন॥ রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। কৃষ্ণসেবা বিনা ইহাঁর অন্যত্র নাহি মন॥ নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে। এই তিন কার্য্য সদা কর তিনজনে॥ ৫১॥ সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই। দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি॥ দারুজল রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি। দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি॥ দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম। ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম সম॥ ৫২॥ সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন। বাচস্পতি কর জল-ব্রহ্মের সেবন॥ মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন। তার ভক্তিনিষ্ঠা-

(কর্ণভূষণ) করেন॥ ৫০॥

তৎপরে মুকুন্দকে মধুর বচনে কহিলেন, ধর্ম্মে ধন উপার্জন করা আপনার কার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণসেবন রঘুনন্দনের কার্য্য। ইহাঁর কৃষ্ণসেবা ব্যতিরেকে অন্য দিকে মন নাই, নরহরি আমার ভক্তগণের সঙ্গে অব-স্থিতি করুন, আপনারা তিনজনে সর্ব্বদা তিন কার্য্য করিতে থাকি-বেন॥ ৫১॥

সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি ইহাঁরা দুই ভ্রাতা, মহাপ্রভু এই দুই জনকে কৃপা করিয়া কহিলেন, সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ দারু ও জলরূপে প্রক-টিত হইয়াছেন, দর্শন ও স্নানে জীবের মুক্তি করেন, শ্রীপুরুষোত্তম সাক্ষাৎ দারুব্রহ্মস্বরূপ আর ভাগীরথী গঙ্গা সাক্ষাৎ জলব্রহ্মস্বরূপ হয়েন॥ ৫২॥

সার্ব্বভৌম দারুব্রহ্মের সেবা এবং বাচস্পতি জলব্রহ্মের সেবা করুন। তৎপরে গৌরহরি মুরারিগুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা ভক্তসকলকে শ্রবণ করাইয়া কহিতে লাগিলেন। আমি

কহে শুনে ভক্তগণ। পূর্ব্বে আমি ইহাঁরে লোভাইল বার বার॥ ৫৩॥ পরম মধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়। বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্ব রসময়॥ * বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর। সকল সদ্গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর॥ মধুর চরিত্রে কৃষ্ণের মধুর বিলাস। চাতুর্য্য বৈদগ্ধ্য করে যেঁহ লীলা রাস॥৫৪॥ সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।

পূর্ব্বে ইহাকে বারম্বার লোভ দেখাইয়া কহিয়াছিলাম॥ ৫৩॥

অহে গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার পরম মধুর, স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্ব-অংশী অর্থাৎ সমস্ত অংশ ইহাঁ হইতেই নির্গত হয়, ইনি সকলের আশ্রয়, ইহাঁর প্রেম বিশুদ্ধ নির্ম্মল, ইনি সর্ব্বরসস্বরূপ, বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিকশেখর, সকল সদ্গুণরূপ রত্নসমূহের আকর (উৎপত্তিস্থান)। শ্রীকৃষ্ণের মধুর চরিত্র এবং মধুর বিলাস, ইনি চাতুর্য্য ও বিদগ্ধতায় রাসলীলা করিয়া থাকেন॥ ৫৪॥

তুমি সেই কৃষ্ণকে ভজ এবং তাঁহাকে আশ্রয় কর, কৃষ্ণ উপা-

---

* অথ বিদগ্ধঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ১ লহরীর ৪১ অঙ্কে॥

কলাবিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

অস্যার্থঃ। শিল্পবিলাসাদিতে যুক্তচিত্ত ব্যক্তির নাম বিদগ্ধ॥

অথ চতুরঃ॥

চতুরো যুগপদ্ভূরিসমাধানকৃদুচ্যতে॥

অস্যার্থঃ। এককালে অনেক কার্য্যের সমাধান কারিকে চতুর কহে॥

অথ ধীরঃ॥

ব্যবসায়াদচলনং ধৈর্য্যং বিঘ্নে মহত্যপি।

অস্যার্থঃ-মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও যাহার প্রকৃতি স্থির থাকে, তাহাকে ধীর বলা যায়, ধীরের ধর্ম্মকেই ধৈর্য্য কহে॥

কৃষ্ণ বিষ্ণু উপাসনা মনে নাহি লয়॥ এইমত বার বার শুনিঞা বচন। আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ ৫৫॥ আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর। তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥ এত বলি ঘর গেলা চিন্তে রাত্রিকালে। রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি হইলা বিকলে॥ কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ। আজি রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥ ৫৬॥ এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥ প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ। কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥ ৫৭॥ রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা। ছাড়িতে না পার রাম মনে পাঙ ব্যথা॥ শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ান না যায়। তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়॥ তাতে মোরে এই কৃপা কর

সনা ব্যতিরেকে আমার মনে অন্য উপাসনা লইতেছে না, এইরূপ বারম্বার আমার বাক্য শুনিয়া আমার গৌরবে ইহাঁর মন ফিরিয়া গেল॥৫৫॥

অনন্তর ইনি আমাকে কহিলেন, আমি আপনকার কিঙ্কর, আপনকার আজ্ঞাকারী, আমি স্বতন্ত্র নহি। এই কথা বলিয়া রাত্রিকালে গৃহে গিয়া চিন্তা করিলেন, আমি কিরূপে রঘুনাথ ত্যাগ করি। এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, আমি কিরূপে রঘুনাথের পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিব, রামচন্দ্র অদ্য রাত্রে আমার মৃত্যু করাইয়া দিউন॥ ৫৫॥

এইমত সমস্ত রাত্রি রোদন করিয়া মনে স্বাস্থ্যলাভ হইল না, রাত্রি জাগরণ করিলেন, পরে প্রাতঃকালে আসিয়া আমার চরণধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলেন॥ ৫৭॥

আমি রঘুনাথের পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, রাম পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তাহাতে মনে ব্যথা পাইতেছি। শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়া যায় না, আপনার আজ্ঞা ভঙ্গ হইতেছে, ইহার কি উপায়

দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক সংশয় ॥ ৫৮ ॥ এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল। ইহারে উঠাইঞা তবে আলিঙ্গন দিল॥ সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন। আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥ এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভুপায়। প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়া নাহি যায়॥ তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে। তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ সাক্ষাৎ হনূমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥ সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম। ইহাঁর দৈন্য শুনি দেখি ফাটে মোর মন॥ ৫৯ ॥ তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন। তার গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন॥ নিজগুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পাঞা। নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিঞা॥ ৬০ ॥ জগৎ

স্কুরিব, অতএব হে দয়াময়! আমার প্রতি এই কৃপা করুন যে, আপনার অগ্রে আমার মৃত্যু হউক, তাহা হইলে সংশয় দূর হইবে॥ ৫৮ ॥

এই কথা শুনিয়া আমি মনোমধ্যে অতিশয় সুখপ্রাপ্ত হইলাম, তখন ইহাঁকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলাম। অহে গুপ্ত! ভাল ভাল, তোমার ভজন সুদৃঢ়, আমার বাক্যে তোমার মন বিচলিত হইল না। প্রভুর পাদপদ্মে সেবকের এইরূপ প্রীতি করা আবশ্যক, প্রভু ত্যাগ হইলে পাদপদ্ম ত্যাগ হয় না। তোমার এই ভাবনিষ্ঠা জানিবার জন্য আমি তোমাকে বারম্বার আগ্রহ করিয়াছিলাম। তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্কর সাক্ষাৎ হনূমান্, তুমি তাঁহার চরণপদ্ম পরিত্যাগ করিবে কেন? সেই এই মুরারিগুপ্ত আমার প্রাণতুল্য, ইহাঁর দৈন্য দেখিয়া আমার মন ফাটিতেছে॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া সহস্রবদনে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব নিজগুণ শ্রবণে লজ্জিত

তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥ করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময়। তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয় ॥ জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥ জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ ॥ ৬১ ॥ এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা। অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা ॥ তোমার এই চিত্র নহে তুমিত প্রহ্লাদ। তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য। ভৃত্য বাঞ্ছা বিনু কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য ॥ ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার। বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল। তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-

হইয়া মহাপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

প্রভো! জগৎ উদ্ধার করিতে আপনার অবতার, অতএব একটা আমার নিবেদন অঙ্গীকার করুন। আপনি মহাদয়াময়, সকল কার্য্য করিতে সমর্থ, আপনি যদি মনে করেন, তবে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন হয়। জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, প্রভো! সমস্ত জীবের পাপ আমার মস্তকে দিউন, আমি তাহাদের পাপ লইয়া নরক ভোগ করি, আপনি সকল জীবের ভবরোগ মুক্ত করুন ॥ ৬১ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং অশ্রু, কম্প ও স্বরভঙ্গে আকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন। তোমার এই বাক্য বিচিত্র নহে, তুমি প্রহ্লাদ, তোমার উপরে শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ, ভক্তে যাহা ইচ্ছা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সত্য করেন। ভক্তের বাঞ্ছা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্য কার্য্য নাই। তুমি ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের নিস্তার প্রার্থনা করিয়াছ, পাপ ভোগ ব্যতিরেকে তাহাদিগের উদ্ধার হইবে। কৃষ্ণ অসমর্থ নহেন, সমস্ত বলধারণ করেন, কি জন্য তোমাকে পাপ ফল

ফল॥ তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ ৬২॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫৪ শ্লোকঃ॥

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ইতি॥ ৬৩॥

তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন। সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের

দিক্‌প্রদর্শিন্যাং। তত্র তত্র সর্ব্বত্রেশ্বরস্ত পর্জ্জন্যবদ্ভবা ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপফলদাতৃত্বেন সাম্যেঽপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহমিতি শ্রীগীতাভ্যশ্চ॥ ৬৩॥

ভোগ করাইবেন। তুমি যাহার হিতবাঞ্ছা করিতেছ, সে বৈষ্ণব হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের পাপ সমুদায় দূর করিয়া থাকেন॥ ৬২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের
৫৪ শ্লোকে যথা॥

ইন্দ্র এবং পর্জ্জন্য যেমন সর্ব্বত্র বারিবর্ষণে পক্ষপাত বর্জিত, তদ্রূপ যিনি ইন্দ্রগোপ (গোময়কীট) হইতে ইন্দ্র (দেবরাজ) পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদানে বৈষম্যরহিত হয়েন, কিন্তু তাঁহার এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সমতাগুণবিশিষ্ট হইলেও স্বভক্তের প্রতি সানুকম্প হইয়া এই মাত্র পক্ষপাত করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের কর্ম্মের ফল প্রদান না করিয়া সমূলে কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, এমন আশ্চর্য্য কর্ম্মকারি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ৬৩॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে ব্রহ্মাণ্ড মোচন হইবে, সমুদায় মুক্ত করিতে

নাহি কিছু শ্রম ॥ এক উড়ুম্বরবৃক্ষে লাগে বহু ফলে। কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ তার এক ফল যদি পড়ি নষ্ট হয়। তথাপি বৃক্ষ না মানে নিজ অপচয় ॥ তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়। তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥৬৪॥ অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম। তার গড়খাই কারণার্ণব নাম ॥ তাতে ভাসে মায়া লৈঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ॥ তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি। ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়। তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয় ॥ কোটি কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥৬৫॥

শ্রীকৃষ্ণের কিছু পরিশ্রম নাই, এক উড়ুম্বরবৃক্ষে বহুফল উৎপন্ন হয়, বিরজার জলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে, তার যদি একটা ফলনষ্ট হয়, তথাপি বৃক্ষ আপনার হানি বলিয়া বোধ করে না। সেইরূপ যদি একটা ব্রহ্মাণ্ড মুক্ত হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের মনে অল্প হানি গ্রাহ্য হয় না ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বৈকুণ্ঠাদি ধাম, তাহার গড়ের অর্থাৎ জলদুর্গের নাম কারণার্ণব। তাহাতে মায়ার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে, গড়খাইতে যেমন রাই (ক্ষুদ্র সর্ষপ) ভাণ্ড ভাসিতেছে, তাঁহার একটা সর্ষপের হানিকে হানি বলিয়া মানা যায় না, সেইরূপ এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের কিছু হানি হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত যদি মায়ার ক্ষয় হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের মনে অপচয় বলিয়া বোধ হয় না। কোটি কামধেনুপতির যেমন একটা ছাগীর মৃত্যু হইলে কিছু হানি বোধ হয় না, তেমনি ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীকৃষ্ণের মায়ানাশ হইলে কি হানি হইবে? ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে
শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য শ্রুতিভিরুক্তং ॥

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৮৭। ১০। জয় জয়েতি। ভো অজিত জয় জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু। আদরে বীপ্সা। কেন ব্যাপারেণ। অগজগদোকসাং অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবনাং তেষামজামবিদ্যাং জহি নাশয়। কিম্ভূতি গুণবতী সা হন্তব্যেত্যত আহুঃ। দোষগৃভীতগুণাং দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণা যয়া তাং। হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসীতি ভকারঃ। ইয়ং হি স্বৈরিণীব পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্নাতি অতো হন্তব্যেতি। তর্হি যদ্যপি দোষমাবহেদিতি মমাপি তত্র কা শক্তিঃ স্যাদত আহুস্ত্বমিতি। যদ্যস্মাৎ ত্বং আত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সংপ্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃতমায়ত্বাদিতি ভাবঃ। স্বয়মেব তে জীবা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা কিং ন হন্যুরিত্যত আহুঃ অখিলশক্ত্যববোধকেতি। তেষাং ত্বমেবান্তর্য্যামী সর্ব্বশক্ত্যুদ্বোধকঃ। অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতি ভাবঃ। অহমকুণ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণো জীবানাং কর্ম্মজ্ঞানাদিশক্ত্যববোধনেনাবিদ্যা হন্তেত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেৎ তত্রাহ। অহমেব প্রমাণমিত্যাহ নিগমো বেদঃ। নন্বেবম্ভূতে ময়ি কথং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ ক্বচিদিতি। কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ। নিত্যাপ্তাকুপ্তভগতয়া সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকরসেনাত্মনা চ চরতে বর্ত্তমানস্য তে তব নিগমোঽনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ। কর্ম্মণি ষষ্ঠী। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। য আত্মনি তিষ্ঠন্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিনিগমকদম্বং ত্বামেবম্ভূতং প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ। জয় জয়াজিত জহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীতমৃষাগুণাং। ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণবতানব ॥

তোষণ্যাং। জয় জয়েতি। টীকায়াং অহমেব প্রমাণমিত্যাহ বেদ ইতি নিগমোঽত্র

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের
৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি
শ্রুতিবাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন, হে অজিত। আপনকার জয় হউক, জয়

অগজ্জগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে

ক্বচিদজয়াত্মনাচ্চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ৬৬ ॥

চরেদিতি মাজসার্থঃ। কচিদিত্যাদি সর্ব্বার্থস্তগ্রে জ্ঞেয়ঃ। যথা শরণমহং প্রপদ্যে ইত্যাদ্যা শ্রুতিরজয়া চরত ইত্যস্যোদাহরণং। অন্যাত্বাত্মনাচরত ইত্যস্য। তত্রৈব য আত্মনীত্যাদি স্বরূপবোধিকা। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদিরলুপ্তভগবত্তাবোধিকেতি জ্ঞেয়ং। অথ স্বব্যাখ্যা স্থিরং। তত্র চ যাঃ সর্ব্বাধ্যক্ষা মহোপনিষদঃ সর্ব্বশ্রুতিসমন্বয়ার্থং শ্রুত্যাত্মরানুদিতা তদ্বিবরণ-পূর্ব্বকস্বরূপগুণনির্দ্দেশেন তত্র চরন্তি। প্রথমং তা এব বন্দিনোচিতপরিহাসপূর্ব্বকং প্রথমং স্বমনোরথং নিবেদয়ন্তি জয় জয়েতি। নর্দ্দটকনামেদং ছন্দঃ *। হে অজিত মায়াদ্যনভিভূত জয় জয় নিজোৎকর্ষমবধ্যাবিষ্কুরু। কথং বা ন করোষীতি বীপ্সার্থঃ। কেন প্রকারেণ তমাহুঃ। অজাং মায়াং জহি নাশয়। যথা পুনরেষা সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃত্তজীবান্ ন ছলোতীতি ভাবঃ। ননু, বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে। ইত্যেকাদশস্কন্ধভক্ত্যানুসারেণ বিদ্যালক্ষণগুণাংশেন কৃপাবিষয়োঽপি ভবত্যেবা তত্রাহুঃ। দোষ এব বিষয়ে গৃহীতো গুণো যয়া তাং। স্ববৃত্তিরূপয়ৈবাবিদ্যয়া জীবান্ বদ্ধা তদ্রূপয়ৈব বিদ্যা মোচয়তীতি। গুণোঽপ্যস্যা দোষ এব পর্য্যবসীতীতি। ননু মম জগদ্বৈভব-হেতুভূতায়া অস্যা হননে মমৈব হানিঃ স্যাত্তত্রাহুস্ত্বমসীতি। আত্মনা স্বরূপভূতেন পরমা-নন্দেনৈব তদভিন্নয়ৈব শক্ত্যেত্যর্থঃ। সম্যক্ নিরবশেষং প্রাপ্তপূর্ণৈশ্বর্য্যাদিরসি কিং তুচ্ছয়া তয়েতি ভাবঃ। তথাচ বক্ষ্যতে টীকাকৃদ্ভিঃ। ন হি নিরস্তরাহ্লাদিসম্বিৎকামধেনুস্বরূপতে-রজয়া কৃত্যমস্তীতি ॥ ৬৭ ॥

হউক। হে অখিলশক্তির অববোধক! অর্থাৎ আপনি সকল শক্তির অন্তর্যামী, অতএব স্থাবর-জঙ্গম-শরীরধারি জীবদিগের সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট অবিদ্যাকে নষ্ট করুন, যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সৃষ্টিসময়ে আপনি যখন অখণ্ড এক রস হইয়াও মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদ সকল তখনি আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

* নর্দ্দটকস্য লক্ষণং যথা—ছন্দোমঞ্জর্য্যাং। ১৭ বৃং। ৬। যদি ভবতো নজৌ ভজজলা-গুরু নর্দ্দটকং। অস্যার্থঃ। ন, জ, ভ, জ, জ, ল, গ, এই সাতটী গণে নর্দ্দটক ছন্দ হয়।

এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ। সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥ প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন। ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥ ৬৭॥ গদাধরপণ্ডিত রহিলা প্রভু পাশে। যমেশ্বরে প্রভু তাঁর করাইলা আবাসে॥ পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর। দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥ এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে। জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥ ৬৮॥ এক দিন প্রভু পাশ আসি সার্ব্বভৌম। যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন॥ এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশ গেলা। এবে প্রভুর নিমন্ত্র-ণের অবসর হৈলা॥ এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি। প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি॥ সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন। প্রভু কহে এহো নহে যতিধর্ম্ম চিহ্ন॥ সার্ব্বভৌম কহে কর দিন

এইমত ভক্তগণের সেই সেই গুণ কীর্ত্তন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক সকলকে বিদায় দিলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্তগণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর মন বিষণ্ণ হইল॥ ৬৭॥

গদাধরপণ্ডিত প্রভুর নিকট অবস্থিত ছিলেন, প্রভু তাঁহাকে যমেশ্বরে বাস করিতে অনুমতি করিলেন, পুরীগোস্বামী, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর দামোদরপণ্ডিত, আর গোবিন্দ ও কাশীশ্বর, ইহাঁরা সকল প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস এবং নিত্য প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করেন॥ ৬৮॥

একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুর নিকট আগমন করিয়া যোড়হস্তে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলেন যে, প্রভো! সম্প্রতি বৈষ্ণবগণ গৌড়দেশে গমন করিয়াছেন, এখন আপনার নিমন্ত্রণের অবসর হইয়াছে, অতএব আমার গৃহে এক মাস পর্য্যন্ত ভিক্ষা করুন। প্রভু কহিলেন, ইহা ধর্ম্ম নয়, আমি করিতে পারি না, তাঁহাতে সার্ব্বভৌম কহিলেন, তবে বিশ দিন ভিক্ষা করুন। তাহাতে মহাপ্রভু কহিলেন, ইহাও যতিধর্ম্মের চিহ্ন নহে, সার্ব্বভৌম কহিলেন, পঞ্চদশ দিন ভিক্ষা করুন। প্রভু কহিলেন,

পঞ্চদশ। প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥ ৬৯॥ তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিঞা। দশ দিন কর কহে বিনতি করিঞা॥ প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘটাইল। পঞ্চদিন তার ভিক্ষা নিয়ম করিল॥ ৭০॥ তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন। তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন॥ পুরীগোসাঞির পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে। পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে॥৭১॥ দামোদর স্বরূপ হয় বান্ধব আমার কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর॥ আর অষ্ট সন্ন্যাসির ভিক্ষা দুই দুই দিবসে। এক এক দিনে এক এক সন্ন্যাসী পূর্ণ হইব মাসে॥ ৭২॥ বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি। সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥ তুমি

তোমার ভিক্ষা এক দিবসমাত্র॥ ৬৯॥

তখন সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক মিনতি করিয়া কহিলেন, দশদিন ভিক্ষা করুন। প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ন্যূন করিয়া তাঁহার গৃহে পাঁচদিন ভিক্ষার নিয়ম করিলেন॥ ৭০॥

তখন সার্ব্বভৌম আর এক নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনকার সঙ্গে দশজন সন্ন্যাসী আছেন, আমার গৃহে পুরীগোস্বামির দশদিন ভিক্ষা হইবে এ বিষয় পূর্ব্বে আপনার সাক্ষাতে নিবেদন করিয়াছি॥ ৭১॥

দামোদর ও স্বরূপ এই দুই জন আমার বান্ধব হয়েন, কখন আপনকার সঙ্গে যাইবেন এবং কখন বা একাকী গমন করিবেন। আর আট জন সন্ন্যাসির দুই দুই দিন ভিক্ষা হইবে, এক এক দিন এক এক সন্ন্যাসিতে মাসপূর্ণ হইবে॥ ৭২॥

বহু সন্ন্যাসী যদি এক স্থানে আগমন করেন, তবে তাঁহাদিগের সম্মান করিতে পারিব না অপরাধ হইবে। আপনি আপনার ছায়া সঙ্গে করিয়া

নিজছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর। কভু সঙ্গে আসিবেন স্বরূপ দামোদর॥ ৭৩॥ প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন। সেই দিন কৈল মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী। প্রভুর মহাভক্তা তেঁহ স্নেহেতে জননী॥ ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তারে আজ্ঞা দিল। আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল॥ ৭৪॥ ভট্টাচার্য্য গৃহ সব দ্রব্যে আছে ভরি। যেবা শাক ফলাদি আনাইল আহরি॥ আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম। ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকমর্ম্ম॥ ৭৫॥ পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়। এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়॥ আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া। নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥ বাহে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে। পাকশালায় এক দ্বার পরিবেশন

অর্থাৎ একাকী আমার গৃহে আগমন করিবেন, কখন বা স্বরূপ দামোদরকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন॥ ৭৩॥

সার্ব্বভৌম প্রভুর ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া সেই দিন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণীর নাম ষাঠীর মাতা, তিনি প্রভুর মহাভক্ত এবং স্নেহেতে জননীর স্বরূপ, ভট্টাচার্য্য গৃহে আসিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন, ষাঠীর মাতা আনন্দে পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৭৪॥

ভট্টাচার্য্য যে সকল শাক ফলপ্রভৃতি আহরণ করাইয়া আনিলেন, তাহা দ্বারা তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ভট্টাচার্য্য আপনি পাকের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। ষাঠীর মাতা পাকবিষয়ে বিচক্ষণা, পাকের সমুদায় কার্য্য অবগত আছেন॥ ৭৫॥

পাকশালার দক্ষিণদিকে দুইটী ভোগমন্দির আছে, এক গৃহে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়, আর একটী গৃহ মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত নির্জ্জনে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। গৃহের বাহির দিকে প্রভুর

করিতে ॥ ৭৬ ॥ বত্তিশা কলার এক আঙ্গট বড় পাত। উত্তারিল তিন মান তণ্ডুলের ভাত ॥ পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল। চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি। চারিদিকে ধরি আছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥ ৭৭ ॥ দশপ্রকার শাক নিম্ব সুকতার ঝোল। মরিচের ঝাল ছেনাবড়া বড়িঘোল ॥ দুগ্ধতুম্বি দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা। মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ॥ বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ি ব্যঞ্জন আপার। ফুলবড়ি ফলমূলে বিবিধ প্রকার ॥ নব-নিম্ব-পত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী। ফুলবড়ি পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী ॥ ভ্রষ্টমাস মুদ্গসূপ অমৃত নিন্দয়। মধুরাম্ল বড়া-অম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥

প্রবেশ জন্য একটী দ্বার এবং পরিবেশন করিবার নিমিত্ত পাকশালার দিকে আর একটী দ্বার আছে ॥ ৭৬ ॥

বত্তিশা কলার বড় দেখিয়া একটী আঙ্গট পাত পাতিয়া, তাহাতে তিন মন তণ্ডুলের অন্ন ঢালিয়া পীতবর্ণ গব্যঘৃতদ্বারা তাহা সিক্ত করায় পত্রের চারিদিকে ঘৃত বহিয়া যাইতে লাগিল। তথা কেতকীপত্র ও কদলীর খোলার ডোঙ্গায় ব্যঞ্জন পূর্ণ করিয়া পত্রেহ চারিদিকে ধরিলেন ॥ ৭৭ ॥

দশ প্রকার শাক, নিম্ব আর সুকতার ঝোল, মরিচের ঝোল, ছেনা-বড়া, বড়িঘোল, অপর দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি, লাফরা, মোচা-ঘণ্ট মোচাভাজা, নানা প্রকার শাকরা, বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডের বড়ি, অপরিসীম ব্যঞ্জন, ফুলবড়ি ও বিবিধপ্রকার ফল মূল, নূতন নিম্বপত্রের সহিত ভর্জ্জিত বার্ত্তাকী, ফুলবড়ি, পটোল, কুষ্মাণ্ড ও মানচাকী ভাজা, ভাজা মাস অর্থাৎ ভাজা কলায় ও মুদ্গের অমৃত নিন্দি সূপ (দাইল), মধুর অম্ল

মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট। ক্ষীরপুলী নারিকেল পুলী আর যত পিষ্ট॥ কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিড়া দুগ্ধলকলকী। আর যত পীঠা কৈল কহিতে না শকি॥ ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি। চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥ রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার। গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষের প্রকার॥ শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল। শুভ্র পীঠ উপরে শুভ্র বসন ধরিল॥ দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল ঝারি। অন্ন ব্যঞ্জন উপরি দেন তুলসীমঞ্জরী॥ অমৃত গুটিকা পিঠাপানা আনাইল। জগন্নাথ প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল॥ ৭৮॥ হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া। একলে আইল তার হৃদয় জানিঞা॥ ভট্টাচার্য্য কৈল তার পাদপ্রক্ষা-

---

বড়া প্রভৃতি পাঁচ ছয় অম্ল। মুদ্গবড়া, মাসবড়া মিষ্ট কলাবড়া, ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী, আর যত প্রকার পিষ্টক, কাঞ্জিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধলক্-লকী, আর যত পিষ্টক হইল, তাহা বলিবার শক্তি নাই, মৃৎকুণ্ডিকা পরিপূর্ণ ঘৃতসিক্ত পরমান্ন, চাঁপাকলা, ঘনদুগ্ধ, আম্র, মথিত দধি, অপ-র্য্যাপ্ত সন্দেশ, আর গৌড় ও উৎকল দেশে যত প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য হয়, ভট্টাচার্য্য শ্রদ্ধা করিয়া সমুদায় প্রস্তুত করাইলেন, তৎপরে শুভ্রপীঠের উপরে শুক্ল বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া ঐ আসনের দুই পার্শ্বে সুগন্ধি শীতল জলের ঝারি (ভৃঙ্গারক) রাখিয়া অন্ন ব্যঞ্জনের উপরে তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিলেন। তাহার পরে অমৃতগুটিকা তথা পীঠাপানা প্রভৃতি জগন্নাথদেবের সমস্ত প্রসাদ আনাইয়া পৃথক্ রাখিলেন॥ ৭৮॥

এমন সময়ে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া সার্ব্বভৌমের অভিপ্রায়ানু-সারে একাকী আগমন করিলেন, ভট্টাচার্য্য তাঁহার চরণ প্রক্ষালন

লন। ঘরের ভিতর গেলা করিতে ভোজন ॥ ৭৯ ॥ অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া। ভট্টাচার্য্যে কহেন কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥ অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন। দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ॥ ৮০ ॥ শত চুলায় যদি শত জন পাক করে। তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রান্ধিতে না পারে ॥ কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি। উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী ॥ ভাগ্যবান্ তুমি সফল তোমার উদ্যোগ। রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ৮১ ॥ অন্নের সৌরভ বর্ণ পরম মোহন। রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন ॥ তোমার অনেক ভাগ্য কত প্রশংসিব। আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ॥ কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া। মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া ॥ ৮২ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়। যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধি

করিয়া ঘরের ভিতর ভোজন করিতে গমন করিলেন ॥ ৭৯ ॥

মহাপ্রভু অন্নাদি দেখিয়া বিস্মিত হওত ভট্টাচার্য্যের প্রতি কিঞ্চিৎ ভঙ্গী করিয়া কহিলেন। এই সকল অলৌকিক অন্ন ব্যঞ্জন কি প্রকারে দুই প্রহরের মধ্যে রন্ধন হইল ॥ ৮০ ॥

এক শত চুলায় যদি এক শত জনে পাক করে, তথাপি শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারে না, অনুমান করি আপনি শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে তুলসীমঞ্জরী দেখিতেছি। আপনি ভাগ্যবান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণে যখন এত ভোগ দিয়াছেন, তখন আপনার এই উদ্যোগ সফল হইয়াছে ॥ ৮১ ॥

অন্নের সৌরভ ও বর্ণ পরম মনোহর, সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ ইহা ভোজন করিয়াছেন। আপনকার বহু ভাগ্য, আর কত প্রশংসা করিব, আমিও ভাগ্যবান্, যেহেতু ইহার অবশেষ প্রাপ্ত হইব। কৃষ্ণের আসন পীঠ উঠাইয়া রাখুন, আমাকে ভিন্ন পাত্রে করিয়া প্রসাদ দিউন ॥ ৮২ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, প্রভো। বিস্ময় করিবেন না, আপনি যাহা

হয়॥ না মোর উদ্যোগে না গৃহিণীর রন্ধনে। যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধি সেই তাহা জানে॥ এইত আসনে বসি করহ ভোজন। প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥৮৩॥ ভট্ট কহে অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ। অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ॥ প্রভু কহে ভাল বলিলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়। কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয় ॥ ৮৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং ॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥ ৮৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১১। ৬। ৩১। ভক্তুমশক্নুবন্তঃ প্রার্থয়ে ন মায়াভয়মিত্যাহ ত্বয়েতি। চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতা হি নিশ্চিতং জয়েম। ক্রমসন্দর্ভে। পরোক্ষপূজাদাবপীতি ভাবঃ। জয়েম জেতুং শক্নুমঃ॥৮৫॥

খাইবেন, তাঁহাতেই ভোগ সিদ্ধি হইবে। না আমার উদ্যোগ না আমার গৃহিণীর রন্ধন, যাঁহার শক্তিতে ভোগ সিদ্ধি, তিনিই তাহা জানিতে পারেন। আপনি এই আসনে বসিয়া ভোজন করুন। প্রভু কহিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের আসন আমার পূজনীয় ॥ ৮৩ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, অন্ন ও পীঠ দুইটীই সমান প্রসাদ, যদি অন্ন খাইবেন তবে পীঠে বসিতে অপরাধ কি? মহাপ্রভু কহিলেন, ভাল বলিয়াছেন, কৃষ্ণের সমস্ত প্রসাদ ভক্তজনে আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥৮৪

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে
৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা ॥

প্রভো! আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপনার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা সুতরাং আপনার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ৮৫ ॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়। ভট্ট কহে জানি খাও যতেক যুযায়॥ নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার। এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত ভার॥ ৮৬॥ দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে। অষ্টা-দশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥ ব্রজে জেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপ-গণ। সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥ গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি। তার লেখে মোর অন্ন নহে এক গ্রাসি॥ তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার। একগ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার॥ ৮৭॥ এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে। জগন্নাথ প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে॥ ৮৮॥ হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা। কুলীন নিন্দক তেঁহ ষাটীকন্যার ভর্ত্তা॥ ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে। লাঠি

তথাপি এত অন্ন ভোজন করা যায় না, ভট্টাচার্য্য কহিলেন, যত পারেন, ততই ভোজন করুন। আপনি নীলাচলে বায়ান্নবার ভোজন করেন, এক এক ভোগে শত শত ভার অন্ন খাকে॥ ৮৬॥

দ্বারকাতে ষোড়শসহস্র মহিষীর মন্দিরে, অষ্টাদশ মাতা এবং যাদব-দিগের, তথা ব্রজে (বৃন্দাবনে) জেঠা, খুড়া, মামা ও পিসা প্রভৃতি গোপগণ ও সখাগণের গৃহে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন করেন এবং গোবর্দ্ধনযজ্ঞে রাশি রাশি অন্ন খাইয়াছেন, তাহার লেখায় আমার এই অন্ন একগ্রাস-মাত্রও নহে, আপনি ঈশ্বর, আমি কোথায় ক্ষুদ্র ছার ব্যক্তি, একগ্রাস মাধুকরী অঙ্গীকার করুন॥ ৮৭॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্যবদনে ভোজন করিতে বসিলেন, ভট্টাচার্য্য হর্ষমনে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগি-লেন॥ ৮৮॥

এমন সময়ে কুলীন ও নিন্দাকারী অমোঘ নামক ভট্টাচার্য্যের জামাতা যিনি ষাটিকন্যার ভর্ত্তা, তিনি মহাপ্রভুর ভোজন দেখিতে ইচ্ছা করিতে-

হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ তেঁহ যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন। অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥ এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। একলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥ ৯০ ॥ শুনিতেই ভট্টাচার্য্য উলটি চাহিল। তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥ ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইলা। পলাইলা অমোঘ তার লাগ না পাইলা ॥ তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা। নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ৯১ ॥ শুনি ষাঠীর মাতা শিরে হাত মারে। ষাঠী আজি রাঁড়ী হউক বলে বারে বারে ॥ ৯২ ॥ দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবো-

ছেন, কিন্তু কোনরূপে আসিতে পারিতেছেন না, ভট্টাচার্য্য যষ্টি হস্তে করিয়া দ্বারে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

ভট্টাচার্য্য যখন অন্ন দিতে অন্যমনস্ক হইলেন, তখন অমোঘ গৃহে প্রবেশ করত অন্ন দেখিয়া নিন্দা করত কহিতে লাগিল যে, এই অন্নে দশ বার জন তৃপ্ত হয়, এক জন সন্ন্যাসী এত ভোজন করিতেছে ? ॥৯০॥

এই কথা শুনিবামাত্র ভট্টাচার্য্য পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করায়, অমোঘ ভট্টাচার্য্যের অবধান দেখিয়া পলায়ন করিল, ভট্টাচার্য্য লাঠি মারিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন, অমোঘ পলাইয়া গেল, তাহার লাগ প্রাপ্ত হইলেন না, গালি শাপ দিতে দিতে ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রভু নিন্দা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

এই কথা শুনিয়া ষাঠীর মাতা বক্ষে ও শিরে হস্ত প্রহার করিতে করিতে আজি ষাঠী রাঁড়ী (বিধবা) হউক, এই কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৯২ ॥

মহাপ্রভু দুই জনের দুঃখ দেখিয়া দুই জনকে প্রবোধ প্রদান

খিয়া। দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥ ৯৩॥ আচমন করা-ইয়া ভট্ট দিল মুখবাস। তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস॥ সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন। দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্য বচন॥ নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে। এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥ ৯৪॥ প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল। ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ হৈল॥ এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে। ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘর গেলা তাঁর সনে॥ প্রভু পায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল। তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥৯৫॥ ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে। আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে॥ চৈতন্যগোসাঞির নিন্দা শুনিল যাহা হৈতে। তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥ কিম্বা নিজ

পূর্ব্বক উভয়ের ইচ্ছায় ভোজন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন॥ ৯৩॥

অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে আচমন করাইয়া তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ ও রসসার এলাচীপ্রভৃতি মুখবাস অর্পণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গে মাল্য ও চন্দন পরিধান করাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত দৈন্য-বচনে কহিলেন, প্রভো! নিন্দা করাইতে আপনাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম, আমার এই অপরাধ মার্জ্জন করুন॥ ৯৪॥

মহাপ্রভু কহিলেন, এ নিন্দা নহে, আমার স্বভাব বর্ণন করিল, ইহাতে আপনার কি অপরাধ হইল? এই বলিয়া মহাপ্রভু নিজগৃহে গমন করিলেন, ভট্টাচার্য্যও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বহুতর আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন, প্রভু তাঁহাকে শান্ত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন॥ ৯৫॥

তখন ভট্টাচার্য্য গৃহে আগমন করিয়া ষাঠীর মাতার সহিত আত্ম-নিন্দা করিয়া কিছু কহিতে লাগিলেন। আমি যাহা হইতে চৈতন্যের নিন্দা শ্রবণ করিলাম, তাহাকে বধ অথবা নিজের প্রাণ পরিত্যাগ

প্রাণ যদি করিয়ে মোচন। দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥ পুন সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব। পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব॥ ষাঠীরে কহ ছাড়ুক সেহ হইল পতিত। পতিত হইলে ভর্ত্তা তেজিতে উচিত॥ ৯৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে
ষড়্‌বিংশতি শ্লোকঃ॥

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিন্ত্বপতিতং ভজেৎ॥ ৯৭॥

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাইয়া গেল। প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল॥ অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য। সহায় হইয়া

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৭। ১১। ২৬। কিন্তু সন্তুষ্টা যথালাভেন তাবন্মাত্রেঽপি ভোগেঽলোলুপা দক্ষা অনলসা প্রিয়া সত্যা চ বাক্ যস্যাঃ সর্ব্বত্রাপি অপ্রমত্তা অবহিতা অপতিতং মহাপাতকশূন্যং। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। আশুদ্ধেঃ সম্প্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিত ইতি॥ ৯৭॥

করিলে প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হইতেছে না, উভয়ই ব্রাহ্মণ শরীর। আমি পুনর্ব্বার সেই নিন্দকের মুখ দেখিব না এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম, তাহার আর নাম লইব না, ষাঠীকে বল, পতি পরিত্যাগ করুক, পতিত হইলে ভর্ত্তাকে ত্যাগ করা উচিত॥৯৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ স্কন্ধে
১১ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে যথা॥

সাধ্বী স্ত্রী যথালাভে সন্তুষ্ট হইবে, তাবন্মাত্র ভোগেও লোলুপ হইবে না, সুদক্ষ আলস্যশূন্য ও ধর্ম্মজ্ঞ হইবে, সতত সত্য অথচ প্রিয়বাক্য কহিবে, সকল বিষয়ে অবহিত, সর্ব্বদা শুচি ও স্নিগ্ধ হইয়া ব্রহ্মহত্যাদি-মহা-পাতকশূন্য ভর্ত্তার ভজনা করিবে॥ ৯৭॥

অমোঘ সেই রাত্রে কোন স্থানে পলায়ন করিল, কিন্তু প্রাতঃকালেই তাহার বিসূচিকা ব্যাধি হইল। অমোঘ মরিতেছে, ভট্টাচার্য্য এই কথা

দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥ ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ। এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন ॥ ৯৮ ॥

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি একচত্বারিংশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ে
১৭ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যং ॥

মহতাহি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং ॥ ৯৯ ॥

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।

মহতাহীতি। হে রাজন্ হে বিরাট্ মহতা মহাবলেন প্রযত্নেন মহাযুদ্ধেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ পদাতিভিঃ করণৈঃ। অয়িং হন্তি বিনাশং করোতি বীর ইত্যাহকর্ত্তা অস্মাভির্যদ্বিবধঃ কীচকবধঃ। অনুষ্ঠেয়ঃ অনুসন্ধানীয়ঃ তদবিষয়ঃ গন্ধর্ব্বৈঃ কর্ত্তৃভূতৈরনুষ্ঠিতঃ নিষ্পাদিতঃ ॥ ৯৯ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৪ ৩৬। সতাং বিদ্বেষো ন মৃত্যুমাত্রহেতুঃ কিন্তু বহ্বনর্থকারীত্যাহ আয়ুঃ শ্রিয়মিতি ॥

শুনিতে পাইয়া কহিলেন, দৈব সহায় হইয়া আমার কার্য্য করিল, ঈশ্বরে অপরাধ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ফলিত হয়, এই বলিয়া শাস্ত্রের দুইটী বচন পাঠ করিলেন ॥ ৯৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ মহাভারতের বনপর্ব্বে ২৪১ অধ্যায়ে
১৭ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমবাক্য যথা ॥

হে রাজন্। মহা প্রযত্নদ্বারা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পত্তির অর্থাৎ পদাতিকের সহিত আমাদের যাহা অনুষ্ঠান করা উপযুক্ত, তাহা গন্ধর্ব্বেরাই অনুষ্ঠান করিল অর্থাৎ কীচককে গন্ধর্ব্বগণই বধ করিয়াছে। ৯৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের
প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্। পরীক্ষিৎ মহাত্মাদের বিদ্বেষ কেবল মৃত্যুমাত্রের হেতু নহে, তাহাতে বহু বহু অনর্থ হয় অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তির

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১০০ ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে। প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে ॥ ১০১ ॥ আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে। বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে ॥ ১০২ ॥ শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া। অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থল হয় ॥ মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে। পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হইল ক্ষয়। কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয় ॥

বৈষ্ণবতোষণী। লোকান ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্ আশিষো নিজবাঞ্ছিতানি আয়ুরাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যং কিং পৃথঙ্নির্দ্দেশেন সর্ব্বাণ্যপি শ্রেয়াংসি সাধ্যসাধনানি পুংসঃ সাধিতাশেষ-পুরুষার্থস্যাপি জনস্য মহতাং তাদৃশাং শ্রীবিষ্ণোরপ্যভীষ্টত্বেন প্রসিদ্ধানাং অতিক্রমো বাচ-নিকাদানাদরোঽপি। ॥ ১০০ ॥

অতিক্রমে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদি লোক, কল্যাণ এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ১০০ ॥

অনন্তর গোপীনাথাচার্য্য প্রভুর দর্শনে গমন করিলে প্রভু তাঁহাকে ভট্টাচার্য্যের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১০১ ॥

আচার্য্য কহিলেন, ভট্টাচার্য্য আপন পত্নীর সহিত দুই জনে উপবাস করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার জামাতা অমোঘ বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে ॥ ১০২ ॥

কৃপাময় প্রভু এই কথা শুনিয়া ধাবমান হইয়া আসিয়া অমোঘের বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, স্বভাবতই ব্রাহ্মণহৃদয় নির্ম্মল, শ্রীকৃষ্ণের বাস করিতে ইহাই যোগ্য স্থান হয়, ইহাতে কেন মাৎসর্য্য চণ্ডালকে বাস করিতে দিয়া এই পরম পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করিলে, সার্ব্বভৌমের সঙ্গে তোমার পাপ ক্ষয় হইয়াছে, কল্মষ ত্যাগ হইলে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া থাকে। অমোঘ! গাত্রোত্থান কর,

উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণনাম। অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥ ১০৩॥ শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা। প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিলা॥ কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ। প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥ ১০৪॥ প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়। অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥ এই ছারমুখে তোমার করিল নিন্দনে। এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥ চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল। হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥ ১০৫॥ প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।সার্ব্বভৌমসম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥ সার্ব্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর। সেহ প্রিয় হয়ে মোর অন্য রহু দূর॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম বল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিরে তোমার প্রতি কৃপা করিবেন॥ ১০৩॥

তখন অমোঘ মহাপ্রভুর এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গাত্রোত্থান করত প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিল। তাহার অঙ্গে কম্প, অশ্রু, পুলক, স্বেদ, স্তম্ভ ও স্বরভঙ্গ ইত্যাদি ভাব সকল উদিত হইল, মহাপ্রভু তাহার প্রেমতরঙ্গ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন॥ ১০৪॥

অনন্তর অমোঘ মহাপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক বিনয়সহকারে কহিলেন, হে প্রভো! হে দয়াময়! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, এই ছারমুখে আপনার নিন্দা করিলাম, এই বলিয়া আপনার গালে আপনি চড়াইতে লাগিল, চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলিয়া উঠিল, গোপীনাথাচার্য্য ধরিয়া নিষেধ করিলেন॥ ১০৫॥

মহাপ্রভু তাহার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি আমার স্নেহপাত্র, সার্ব্বভৌম গৃহে যে দাস, দাসী ও কুক্কুর আছে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেও আমার প্রিয়

অপরাধ নাহি সদা লহ কৃষ্ণনাম। এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম স্থান ॥ ১০৬ ॥ প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে। প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ। কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ ॥ উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ-মুখ। শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥ তাবৎ রহিব আমি এথাই বসিঞা। যাবৎ পাইবে তুমি প্রসাদ আসিঞা ॥ ১০৭ ॥ প্রভুপাদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা। মরিত অমোঘ তারে কেনে জিয়াইলা ॥ প্রভু কহেন অমোঘ শিশু তোমার বালক। বালক দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক ॥ এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ। তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ ১০৮ ॥ ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বরদর্শনে। স্নান করি

হয়। তোমার কোন অপরাধ নাই, তুমি কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর, এই বলিয়া মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের নিকট আগমন করিলেন ॥ ১০৬ ॥

মহাপ্রভুকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহার চরণধারণ করিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, অমোঘ শিশু তাহার দোষ কি? আপনারা কেন উপবাস এবং কেনই বা তাহার প্রতি রোষ করিতেছেন। উঠুন, স্নান করিয়া জগন্নাথের মুখ দর্শন করত শীঘ্র আসিয়া ভোজন করুন, তাহা হইলে আমার সুখ হইবে। আপনি যে পর্য্যন্ত আসিয়া এস্থানে প্রসাদ ভোজন না করিবেন, আমি সেই পর্য্যন্ত এস্থানে বসিয়া থাকিব ॥ ১০৭ ॥

তখন ভট্টাচার্য্য প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অমোঘ মরিত, তাহাকে কেন আপনি জীবিত করিলেন? মহাপ্রভু কহিলেন, এ শিশু তোমার বালক, পালকহেতু পিতা বালকের দোষ গ্রহণ করেন না। এই অমোঘ বৈষ্ণব হইল, তাহার আর অপরাধ নাই, তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইবে ॥ ১০৮ ॥

ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে। স্নান করি তাহা মুঞি আসিছোঁ এখনে ॥ ১০৯ ॥ প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা। ইঁহো প্রসাদ পাইলে তুমি আমারে কহিবা ॥ এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বরদর্শনে। ভট্ট স্নান দর্শন করি করিল ভোজনে ॥ সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত। প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ১১০ ॥ ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন। যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন ॥ ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজনবিলাস। তার মধ্যে নানাচিত্র চরিত্র প্রকাশ ॥ ১১১ ॥ সার্ব্বভৌম ঘরে এই ভোজনচরিত। সার্ব্বভৌম প্রীতি যাঁহা হৈল বিদিত ॥ ষাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ। ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিলা অপরাধ ॥ শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন। অচিরাতে পায় সেই

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, প্রভো! ঈশ্বরদর্শনে গমন করুন, আমি তথায় স্নান করিয়া আগমন করিতেছি ॥ ১০৯ ॥

প্রভু কহিলেন, গোপীনাথ এই স্থানেই থাকিবেন, ইনি প্রসাদ পাইলে আপনি গিয়া আমাকে সম্বাদ দিবেন, এই বলিয়া মহাপ্রভু ঈশ্বরদর্শনে গমন করিলেন, ভট্টাচার্য্যও স্নান ও দর্শন করিয়া ভোজন করিলেন, সেই অমোঘ মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইল এবং প্রেমে নৃত্য ও কৃষ্ণনাম গ্রহণ করত মহাশান্ত হইল ॥ ১১০ ॥

শচীনন্দন গৌরহরি ঐরূপ যে লীলা করিলেন, তাহা যে ব্যক্তি দর্শন অথবা শ্রবণ করে, তাহার মন বিস্ময়াপন্ন হয়। মহাপ্রভু ঐরূপ ভট্টগৃহে ভোজনবিলাস করিলেন এবং তাহার মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র চরিত্র প্রকাশ করিলেন ॥ ১১১ ॥

সার্ব্বভৌম গৃহে এই ভোজনলীলা সার্ব্বভৌমপ্রীতে ইহাই বিদিত হইল। ষাঠীর মাতার প্রেম, আর মহাপ্রভুর অনুগ্রহ এবং ভক্তসম্বন্ধে মহাপ্রভু যে অপরাধ ক্ষমা করিলেন, শ্রদ্ধা করিয়া এই লীলা যে ব্যক্তি

চৈতন্যচরণ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

॥ • ॥ পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ • ॥

শ্রবণ করেন, অচিরাৎ তাঁহার শ্রীচৈতন্যের চরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয়॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে॥ ১১২॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাস নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ, সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ * ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন। শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন। দোঁহারে কহেন রাজা বিনয় বচন ॥ ৩ ॥ নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।

গৌড়োদ্যানমিতি। গৌরমেঘঃ গৌর এব বারিবর্ষুকঃ স্বালোকনামৃতৈর্নিজদর্শনরূপজলৈর্গৌড়োদ্যানং গৌড়দেশমিব পুষ্পবনং সিঞ্চন্ জলবৃষ্টিং কুর্ব্বন্। ভবাগ্নিদগ্ধজনতা ভবে সংসারে জন্মজরারূপাগ্নিনা দগ্ধা জনসমূহা এব বীরুধঃ প্রধানানি লতাঃ সর্ব্বাঃ সমজীবয়ং প্রাণদানং কারিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গৌরমেঘ গৌড়োদ্যানকে সেচন করিতে করিতে স্বীয় দর্শন রূপ অমৃতদ্বারা ভবাগ্নিদগ্ধ জনতারূপ লতাসমূহকে জীবিত করিলেন ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্ত বৃন্দ জয় যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র বিমনস্ক হইলেন এবং সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে আনয়ন করিয়া দুই জনকে বিনয় করত কহিলেন ॥ ৩ ॥

নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইয়াছে,

* মধ্যখণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে "প্রথম সকার্য্য রীমাভিধতকমেঘে" এই শ্লোকে সাঙ্গরূপকালঙ্কার আছে। গৌরাঙ্গমেঘ অঙ্গী, গৌড় উদ্যান, স্বদর্শন জল, সংসার অগ্নি, জনগণ লতা, এই গুলি অঙ্গ (ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে দেখুন)।

তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ তাঁহা বিনু এই রাজ্য মনে নাহি ভায়। গোসাঞি রাখিতে করিহ অনেক উপায় ॥ ৪ ॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দ দুই জন মনে। যবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে ॥ দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন। কার্ত্তিকমাস আইলে করিহ গমন ॥ কার্ত্তিক আইলে কহে হইব বড় শীত। দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত ॥ আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়। যাইতে সম্মতি না দেন বিচ্ছেদের ভয় ॥ যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নাহি নিয়ন্ত্রণ। ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ॥ ৫ ॥ তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ। নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে। প্রভু দেখিতে চলিলা আচার্য্য পরম উল্লাসে ॥ ৬ ॥ যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা

আপনারা তাঁহাকে রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করিবেন। তাঁহা ব্যতিরেকে এই রাজ্য মনে লইতেছে না, গোসাঞিকে রাখিবার নিমিত্ত অনেক উপায় করিবেন ॥ ৪ ॥

সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ এই দুই জনার সঙ্গে মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাইবার জন্য যুক্তি করেন, তখন ঐ দুই জন কহেন রথযাত্রা দর্শন করুন, কার্ত্তিক মাস আসিলে গমন করিবেন। কার্ত্তিক মাস আসিলে কহেন এখন বড় শীত, দোলযাত্রা দেখিয়া গেলে ভাল হয়। আজ কালি করিয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করেন, বিচ্ছেদের ভয়ে যাইতে সম্মতি প্রদান করেন না। যদিচ প্রভু স্বতন্ত্র কাহারও নিয়মাধীন নহেন, তথাপি ভক্তের ইচ্ছা ব্যতিরেকে গমন করিতে পারেন না ॥ ৫ ॥

তৃতীয় বৎসরে গৌড়ের সমস্ত ভক্তগণের নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা হইল, সকলে মিলিত হইয়া অদ্বৈতের নিকট গমন করিলেন, অদ্বৈত প্রভু তাঁহাদের সহিত পরম উল্লাসে প্রভুকে দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন ॥ ৬ ॥

গৌড়েতে রহিতে। নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে। নিত্যানন্দ-প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ৭ ॥ আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই। বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই ॥ রাঘবপণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া। কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥ খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। সব ভক্ত চলে তার কে করে গণন ॥৮॥ শিবানন্দসেন করে ঘাটি সমাধান। সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥ শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান। সবার সর্ব্ব-কার্য্য করে দেয় বাসাস্থান ॥৯॥ সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী। চলিলা অদ্বৈতসঙ্গে অচ্যুতজননী ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী। শিবানন্দসেন সঙ্গে তাহার গৃহিণী॥ শিবানন্দের বড়পুত্র নাম চৈতন্যদাস।

যদিচ প্রেমভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়-দেশে থাকিতে মহাপ্রভুর আজ্ঞা আছে, তথাপি তিনি মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন, নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে বুঝিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৭ ॥

অপর, আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই, তথা বাসুদেব, মুরারি ও গোবিন্দ এই তিন ভাই এবং রাঘবপণ্ডিত আপনার ঝালি (পেটারা) সাজাইয়া এবং কুলীনগ্রামবাসী পট্টডোরী লইয়া চলিলেন, আর খণ্ডবাসী নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন, ইত্যাদি সকল ভক্ত গমন করিতে লাগিলেন, কাহার সাধ্য ইহাঁদের গণনা করিতে পারে ? ॥ ৮ ॥

শিবানন্দসেন ঘাটি অর্থাৎ বনরক্ষকদিগের হস্ত হইতে সাবধান করিয়া সকলকে পালন করত লইয়া যাইতে লাগিলেন। শিবানন্দসেন উড়িয়া পথের সন্ধান জানেন, সকলের সমস্ত কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগকে বাসস্থান প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

ঐ বৎসর প্রভুকে দর্শন করিতে সমুদায় ঠাকুরাণী ও অচ্যুতের জননী

তেঁহ চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ॥১০॥ আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী। তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥ সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে। প্রভুর প্রিয় নানাদ্রব্য লৈলা ঘর হৈতে॥ শিবানন্দসেন করে সব সমাধান। ঘাটিয়াল প্রবোধে সবারে দেন বাসস্থান॥ ১১॥ ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে। পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥ রেমুণা আসি গোপীনাথ কৈলা দরশন। আচার্য্য করিলা তাঁহা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥১২॥ নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে। বহুত সম্মান কৈলা আসি সেবকগণে॥১৩॥ সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাই রহিলা।

অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে গমন করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিতের সঙ্গে মালিনী, শিবানন্দসেনের সঙ্গে তাহার গৃহিণী, শিবানন্দের চৈতন্যদাস নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিও মহাপ্রভুকে দেখিতে উল্লাসে যাত্রা করিলেন॥ ১০॥

অপর আচার্য্য-রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী গমন করিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা কিছু বলিতে পারি না। সমস্ত ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে মহাপ্রভুর প্রিয়দ্রব্য সকল সঙ্গে লইলেন, শিবানন্দসেন সমুদায় সমাধান করিয়া ঘাটিয়ালকে প্রবোধ দিয়া সকলকে বাসস্থান এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়া সকল স্থানে সকল লোককে পালন করিয়া পরমানন্দে মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন॥ ১১॥

অনন্তর রেমুণা আসিয়া গোপীনাথ দর্শন এবং অদ্বৈতাচার্য্য তথায় ও নর্ত্তন করিলেন॥ ১২॥

গোপীনাথের সেবকগণ নিত্যানন্দের পরিচয় পাইয়া সকলে আগমন করত তাঁহার বহুতর সম্মান করিলেন॥ ১৩॥

সেই রাত্রি সকল মহান্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন, গোপীনাথের

বার ক্ষীর আনি সেবক আগে ত ধরিলা॥ ক্ষীর বাঁটি সবারে দিলা প্রভু নিত্যানন্দ। ক্ষীরপ্রসাদ পাঞা সবার বাঢ়িল আনন্দ॥ ১৪॥ মাধবপুরীর কথা গোপালস্থাপন। তাহারে গোপাল যৈছে মাগিলা চন্দন॥ তার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল। পূর্ব্বে মহাপ্রভুর মুখে যে কথা শুনিল॥ সেই কথা সবা মধ্যে কহে নিত্যানন্দ। শুনিয়া আচার্য্য মনে পাইল আনন্দ॥ ১৫॥ এই মত চলি চলি কটক আইলা। সাক্ষিগোপাল দেখি তাঁহা সে দিন রহিলা॥ সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ। শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাঢ়িল আনন্দ॥ ১৬॥ মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর। শীঘ্র চলি আইলা সবে শ্রীনীলা-

সেবকগণ দ্বাদশটী ক্ষীরপাত্র আনিয়া অগ্রে অর্পণ করায়, নিত্যানন্দ প্রভু সেই ক্ষীর সকলকে বাঁটিয়া দিলেন, ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া সকলের আনন্দবৃদ্ধি হইল॥ ১৪॥

অনন্তর মাধবপুরীর কথা, গোপালস্থাপন এবং পূর্ব্বে ঐ পুরীর নিকট গোপাল যে চন্দন চাহিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্য গোপীনাথ যে ক্ষীরচুরি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে মহাপ্রভুর মুখে যে কথা শুনা হইয়াছিল, নিত্যানন্দ প্রভু সকলের মধ্যে সেই সকল কথা কহিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া আচার্য্যের মন অতিশয় আনন্দিত হইল॥ ১৫॥

সে যাহা হউক, তৎপরে তাঁহারা এইরূপে চলিতে চলিতে কটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সাক্ষিগোপাল দর্শন করত সেই দিবস সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের কথা কহিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবদিগের মনে আনন্দবৃদ্ধি হইল॥ ১৬॥

মহাপ্রভুকে মিলিতে সকলের মন উৎকণ্ঠিত হওয়ায় তাঁহারা সকলে শীঘ্র নীলাচলে আগমন করিলেন। মহাপ্রভু শুনিতে পাইলেন,

চল ॥ আঠার নালাকে আইলা গোসাঞি শুনিঞা। দুই মালা পাঠাইল গোবিন্দ হাতে দিঞা ॥ ১৭ ॥ দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল। অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি মহাসুখ পাইল ॥ তাঁহাই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। নাচিতে নাচিতে তবে আইলা দুই জন ॥ ১৮ ॥ পুনঃ মালা দিঞা স্বরূপাদি নিজগণ। অনুব্রজি পাঠাইল শচীরনন্দন ॥ নরেন্দ্র আসিঞা তাঁহা সবারে মিলিলা। মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ ১৯ ॥ সিংহদ্বার নিকট আইলা শুনি গৌররায়। আপনে আসিঞা প্রভু মিলিলা সবায় ॥ সবা লঞা কৈল জগন্নাথদরশন। সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন ভবন ॥ ২০ ॥ বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ

নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকলে আঠারনালায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন গোবিন্দের হাত দিয়া দুই গাছি মালা পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দ দুই মালা দুই জনকে পরিধান করাইলে অদ্বৈত ও অবধূতগোস্বামী মহাসুখ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই স্থানেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে দুই জনে আসিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

তৎপরে শচীনন্দন পুনর্ব্বার মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণকে গোবিন্দের পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নরেন্দ্র আসিয়া সকলের সহিত মিলিত হওত মহাপ্রভুর দত্ত মালা সকলকে পরিধান করাইলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর গৌরহরি তাঁহারা সিংহদ্বারের নিকট আসিয়াছেন শুনিয়া আপনি আগমন করত তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আপনার গৃহে লইয়া আসিলেন ॥ ২০ ॥

ঐ সময়ে বাণীনাথ ও কাশীমিশ্র ইহাঁরা প্রসাদ আনয়ন করায়

আনিল। স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥ পূর্ব্ব বৎসরে যার সেই বাসাস্থান। তাঁহা সবা পাঠাইঞা করিলা বিশ্রাম॥ ২১॥ এই মত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস। প্রভুর সহিতে করে কীর্ত্তনবিলাস॥ পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কাল যবে আইল। সবা লৈঞা গুণ্ডিচামন্দির প্রক্ষালিল॥ কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল। পূর্ব্ববৎ রথ আগে নৃত্যাদি করিল॥ বহু নৃত্য করি প্রভু চলিলা উদ্যানে। বাপীতীরে তাঁহা যাই করিল বিশ্রামে॥ ২২॥ রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দের দাস। মহাভাগ্যবান্ তার নাম কৃষ্ণদাস॥ ঘট ভরি ভরি প্রভুর অভিষেক কৈল। তার অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥ বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল। সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ পাইল॥ ২৩॥ পূর্ব্ববৎ রথ-

মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁহাদিগকে প্রসাদ ভোজন করাইলেন, পূর্ব্ব বৎসর যাঁহার যেই বাসস্থান ছিল, তাঁহাদিগকে সেই স্থানে প্রেরণ করিয়া বিশ্রাম করিলেন॥ ২১॥

এই মত ভক্তগণ চারিমাস অবস্থিতি করিয়া প্রভুর সহিত কীর্ত্তন-বিলাস করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় রথযাত্রার কাল যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে করিয়া গুণ্ডিচামন্দির প্রক্ষালন করিলেন। কুলীনগ্রামী জগন্নাথকে পট্টডোরী দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে নৃত্যাদি করিলেন। বহু নৃত্যের পর মহাপ্রভু উদ্যানে গমন করত বাপী (সরোবর) তীরে গিয়া বিশ্রাম করিলেন॥ ২২॥

তখন এক জন নিত্যানন্দের দাস রাঢ়ী ব্রাহ্মণ তিনি মহাভাগ্যবান্ তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস, ঐ ব্রাহ্মণঘট ভরিয়া ঘট ভরিয়া মহাপ্রভুর অভি-ষেক করিলেন, তাঁহার অভিষেকে মহাপ্রভুর মহাতৃপ্তি বোধ হইল। এই সময়ে বলগণ্ডিভোগের বহুতর প্রসাদ ভোজন করিলেন॥ ২৩॥

মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় রথযাত্রা দর্শনপূর্ব্বক হোরা-

যাত্রা কৈল দরশন। হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ॥ আচার্য্য-গোসাঞী কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥ বিস্তারি বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবনদাস। তবে প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল শ্রীনিবাস॥ প্রভুর প্রিয় নানা ব্যঞ্জন রান্ধেন মালিনী। ভক্ত্যে দাসী অভিমান বাৎসল্যে জননী॥ ২৪॥ আচার্য্যরত্ন আদি যত ভক্তগণ। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥ চাতুর্ম্মাস্যান্তে প্রভু নিত্যানন্দ লঞা। কিবা যুক্তি করে নিতি নিভৃতে বসিঞা॥ ২৫॥ আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে ঠোরে। আর্জা তর্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥ তার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন। অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥ কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল। আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে

পঞ্চমী যাত্রা দর্শন করিলেন, ঐ সময়ে আচার্য্য-গোস্বামী মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহার মধ্যে যেরূপ ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বৃন্দাবনদাস বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। অনন্তর শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহার পত্নী মালিনীঠাকুরাণী সহ প্রভুর প্রিয় নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে লাগিলেন, ইনি ভক্তিতে দাসী ও বাৎসল্যে জননী তুল্য অভিমান করেন॥ ২৪॥

আচার্য্য প্রভৃতি যত মুখ্য মুখ্য ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভু চাতুর্মাস্যের পর নিত্যনন্দকে লইয়া নিত্য নির্জনে বসিয়া কি যে যুক্তি করেন, তাহা কেহ জানিতে পারে না॥ ২৫

আচার্য্য-গোস্বামী মহাপ্রভুকে ঠারে ঠোরে কহিতেছেন, আর্জা তর্জা পাঠ করেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না, তাঁহার মুখ দেখিয়া শচীনন্দন হাস্য করিতে থাকিলে আচার্য্য প্রভুর অঙ্গীকার জানিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্য কি যে প্রার্থনা করিলেন এবং প্রভু যে কি আজ্ঞা দিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না, মহাপ্রভু আলিঙ্গন

বিদায় দিল ॥ ২৬ ॥ নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ। এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ॥ প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবে। গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবে ॥ তাঁহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে। আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ ২৭ ॥ নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ। দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এই ত প্রমাণ ॥ অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন। যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম ॥ তারে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন। এই মত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ ২৮॥ কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন। প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্যসাধন ॥ প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা নামসঙ্কীর্ত্তন। দুই কর শীঘ্র পাবে

করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে কহিলেন, প্রভো শ্রীপাদ! শ্রবণ করুন, আমি এই একটী প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। আপনি প্রতি বৎসর নীলাচলে না আসিয়া গৌড়ে অবস্থিতি করত আমার ইচ্ছা সফল করিবেন। তথায় সিদ্ধি করে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, আমার দুষ্কর কর্ম্ম কেবল আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে ॥ ২৭ ॥

তখন নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি দেহ, আপনি প্রাণ, দেহ ও প্রাণ ভিন্ন নহে, ইহাই শাস্ত্রের প্রমাণ। আপনি অচিন্ত্যশক্তিতে তাহার ঘটনা করেন, আপনি যাহা করান তাহাই করি, ইহার নিয়ম নাই। অনন্তর মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন এবং অন্যান্য ভক্তগণকেও এইরূপে বিদায় করিলেন ॥ ২৮ ॥

তখন কুলীনগ্রামী পূর্ব্বের ন্যায় এই বলিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! আমার কর্ত্তব্য সাধন আজ্ঞা করুন, মহাপ্রভু কহিলেন, বৈষ্ণবসেবা আর নামসঙ্কীর্ত্তন, এই দুই কর্ম্ম কর, ইহাতেই শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৯ ॥ তেঁহ কহে কে বৈষ্ণব কি তাঁর লক্ষণ ॥ তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন ॥ কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে ॥ বর্ষান্তরে তারা পুন ঐছে প্রশ্ন কৈল। বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল ॥ ৩০ ॥ যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ ক্রম করি প্রভু কহে বৈষ্ণবলক্ষণ। বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥ ৩১ ॥ এই মত সব বৈষ্ণব গৌড়েরে চলিলা। বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ স্বরূপ সহিত তার হয় সখ্য প্রীতি। দুই জনে কৃষ্ণকথা একস্থানে স্থিতি ॥ ৩২ ॥ গদাধরপণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল। ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রাদি দেখিল ॥

চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবা ॥ ২৯ ॥

কুলীনগ্রামী কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি বৈষ্ণব এবং তাঁহার লক্ষণ কি আজ্ঞা করুন? তখন মহাপ্রভু তাঁহার মন জানিয়া হাস্য প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, যাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিদ্যমান, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার চরণ ভজনা কর। বৎসরান্তে তাঁহারা পুনর্ব্বার ঐ প্রকার প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবের তারতম্য শিক্ষা দিলেন ॥৩০॥

মহাপ্রভু কহিলেন, যাঁহার দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম উপস্থিত হয়, তাঁহাকে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া জানিবা। তদনন্তর বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম, ক্রমপূর্ব্বক বৈষ্ণবের এই তিন লক্ষণ করিলেন ॥৩১॥

এইমত সকল বৈষ্ণব গৌড়ে গমন করিলেন, কিন্তু বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাচলেই থাকিলেন। স্বরূপের সহিত তাঁহার সখ্য ও প্রীতি হওয়ায় দুইজনে কৃষ্ণকথায় একত্র অবস্থিতি করিলেন ॥ ৩২ ॥

তিনি গদাধরপণ্ডিতকে পুনর্ব্বার মন্ত্র দিলেন, ওড়নি ষষ্ঠীর দিবসে

জগন্নাথ পরেন তাতে মাড়ুয়া বসন। দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৩৩ ॥ সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিঞা। দুই ভাই চড়ায় তারে হাসিয়া হাসিয়া ॥ গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস। বিস্তারি বর্ণিলা ইহা বৃন্দাবনদাস ॥ ৩৪ ॥ এইমত প্রত্যব্দ আইসেন গৌড়ের ভক্তগণ। প্রভুসঙ্গে রহি করেন যাত্রা দরশন ॥ তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ। বিস্তারিয়া তাহা পাছে করিব নিঃশেষ ॥ ৩৫ ॥ এইমত মহাপ্রভুর চারি বর্ষ গেল। দক্ষিণ যাইতে আসিতে দুই বর্ষ হৈল ॥ আর দুই বর্ষ চাহে বৃন্দাবন যাইতে। রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ পঞ্চবর্ষে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা। রথ দেখি না রহিলা গৌড়েরে চলিলা ॥

যাত্রা দেখিলেন, ঐ যাত্রায় জগন্নাথ মাড়ুয়া বসন অর্থাৎ মণ্ড সহিত নূতন বস্ত্র জলে ধৌত না করিয়া পরিধান করেন, দেখিয়া বিদ্যানিধির মন ঘৃণাযুক্ত হইল ॥ ৩৩ ॥

সেই দিন রাত্রে জগন্নাথ ও বলদেব আগমন করিয়া দুই ভাই হাসিতে হাসিতে বিদ্যানিধিকে চড়াইতে লাগিলেন। আচার্য্যের গাল ফুলিল, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উল্লাসযুক্ত হইল, বৃন্দাবনদাস ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

গৌড়ের ভক্তগণ এইরূপ প্রতি বৎসর আগমন করত মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যাত্রা দর্শন করেন, তাহার মধ্যে যে যে বৎসরে বিশেষ আছে পশ্চাৎ তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে মহাপ্রভুর চারি বৎসর গত হইল এবং দক্ষিণ যাইতে আসিতে দুই বৎসর হইল, আর দুই বৎসর বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করেন কিন্তু রামানন্দের হঠে যাইতে পারিতেছেন না ॥ ৩৬ ॥

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা থাকিলেন

তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দস্থানে। আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥ ৩৭॥ বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন। তোমা সবার হঠে দুই বর্ষ না কৈল গমন॥ অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি। তোমা দোঁহা বিনে মোর অন্য নাহি গতি॥ ৩৮॥ গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়। জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥ গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া। তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ ৩৯॥ শুনি প্রভুর বাণী দোঁহে মনে বিচারয়। প্রভুসনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥ দোঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা। বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা॥ ৪০॥ আনন্দে বরিষা

না, রথযাত্রা দর্শন করিয়া গৌড়ে গমন করিলেন। তখন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট মধুর বচনে কহিলেন॥ ৩৭॥

বৃন্দাবন যাইতে আমার অতিশয় উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তোমাদিগের হঠে দুই বৎসর গমন করিলাম না, আমি নিশ্চয় গমন করিব, তোমরা দুইজন এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান কর, তোমাদের দুই জন ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই॥ ৩৮॥

গৌড়দেশে আমার জননী ও জাহ্নবী এই দুই আশ্রয় আছেন, গৌড়দেশ দিয়া ইহাঁদিগের দর্শন করিয়া গমন করিব, তোমরা দুই জন প্রসন্ন হইয়া আমাকে যাইতে অনুমতি প্রদান কর॥ ৩৯॥

সার্ব্বভৌম ও রামানন্দরায় মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন, প্রভুর সঙ্গে অতিশয় হঠ করা ভাল নয়, তৎপরে কহিলেন, এখন বর্ষাকাল চলিতে পারিবেন না, বিজয়াদশমী আসিলে অবশ্য গমন করিবেন॥ ৪০॥

মহাপ্রভু আনন্দে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া বিজয়াদশমীর দিনে

প্রভু কৈল সমাধান। বিজয়াদশমী দিনে করিলা প্রয়াণ ॥ জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিলা। কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লইলা ॥৪১॥ জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা। উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা ॥ উড়িয়া ভক্তেরে প্রভু যত্নে নিবর্ত্তাইলা। নিজগণ লঞা প্রভু ভবানীপুর আইলা ॥ রামানন্দ আইলা পাছে দোলাতে চড়িঞা। বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥ ৪২ ॥ প্রসাদভোজন করি তথাই রহিলা। প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ॥ কটক আসিয়া কৈলা গোপালদর্শন। স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুকে নিমন্ত্রণ ॥ রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিলা। বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈলা ॥ ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম। প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিলা

যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথের যত প্রসাদ কড়ার চন্দন ও ডোর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তৎসমুদায় সঙ্গে করিয়া লইলেন ॥ ৪১ ॥

অনন্তর জগন্নাথের আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া প্রভাতে যাত্রা করিলেন, উড়িয়া ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে পশ্চাৎ চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু যত্ন করিয়া উড়িয়া ভক্তদিগকে নিবর্ত্ত করিলেন, তৎপরে মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া ভবানীপুরে আসিলেন। রামানন্দ পশ্চাৎ দোলায় চড়িয়া আগমন করিলেন, বাণীনাথ বহুতর প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৪২ ॥

মহাপ্রভু প্রসাদ ভোজন করিয়া ঐ দিবস তথায় অবস্থিতি করিলেন, পরে প্রাতঃকালে চলিয়া ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে কটকে আগমন করত গোপালদর্শন করিলেন, ঐ স্থানে স্বপ্নেশ্বর নামক একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভু এবং রামানন্দরায় প্রভৃতি সমস্ত ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাপ্রভু বাহির উদ্যানে আসিয়া বাসা করত ভিক্ষা করিয়া বকুলবৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিলেন, তখন রামানন্দরায় গিয়া প্রতাপরুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

প্রয়াণ ॥ ৪৩ ॥ শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র চলি আইলা। প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা ॥ পুন উঠে পুন পড়ে প্রণয়বিহ্বল। স্তুতি করে পুলকাঙ্গ নেত্রে বহে জল ॥ ৪৪ ॥ তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন। উঠি মহাপ্রভু তারে কৈলা আলিঙ্গন ॥ পুন স্তুতি করি রাজা করেন প্রণাম। প্রভু কৃপাশ্রুতে তার দেহ কৈল স্নান ॥ সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা। কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা ॥৪৫॥ ঐছে কৃপা তার উপর কৈল গৌরধাম। প্রতাপরুদ্র-সন্ত্রাতা যাতে হৈল নাম ॥ রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন। রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন ॥ ৪৬ ॥ বাহির আসি রাজা আজ্ঞাপত্রী লেখাইল। নিজ-রাজ্যে বিষয়ী যত তারে পাঠাইল ॥ গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করা-

রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর বিশ্রাম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিলেন এবং প্রভুকে দর্শন করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রাজা একবার উঠেন ও একবার পতিত হইয়া প্রণয়ে বিহ্বল হইলেন, স্তুতি করেন, অঙ্গে পুলক ও নেত্রে জল বহিতে লাগিল ॥ ৪৪॥

রাজার ভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর মন পরিতুষ্ট হইল, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজা পুনর্ব্বার স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন, মহাপ্রভুর কৃপা-অশ্রুতে রাজার অঙ্গ সিক্ত হইল। রামানন্দ রাজাকে সুস্থ করিয়া বসাইলেন, মহাপ্রভু কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে কৃপা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

মহাপ্রভু তাঁহাকে যেরূপ কৃপা করিলেন, যাহাতে তাঁহার নাম প্রতাপরুদ্রসংত্রাতা বলিয়া বিখ্যাত হইল, তৎপরে রাজপাত্রগণ আসিয়া প্রভুকে বন্দনা করিলেন, তখন শচীনন্দন রাজাকে বিদায় দিলেন ॥ ৪৬॥

অনন্তর রাজা বাহিরে আসিয়া আজ্ঞাপত্রী লেখাইলেন এবং নিজরাজ্যে যত বিষয়ী লোক ছিল, তাহাদিগকে সেই পত্রী পাঠাইয়া

ইবা। পাঁচ সাত নব্যগৃহ সামগ্রী ভরিবা॥ আপনি প্রভু লঞা তাঁহা উত্তরিবা। রাত্রি দিন বেত্র হস্তে সেবন করিবা॥ ৪৭॥ দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ। তারে আজ্ঞা দিলা রাজা কর সব কাজ॥ এক নব্য নৌকা রাখ আনি নদীতীরে। যাঁহা প্রভু স্নান করি যাবে নদীপারে॥ তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি। নিত্য স্নান করি তাঁহা তাঁহা যেন মরি॥ চতুর্দ্বারে উত্তরিতে কর নব্যবাস। রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥ ৪৮॥ সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল। হাতি উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চঢ়াইল॥ প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হৈঞা। সন্ধ্যায় চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥ ৪৯॥ চিত্রোৎপলা নদী আসি

দিলেন। পত্র মধ্যে এই লিখিলেন যে, তোমারা গ্রামে গ্রামে নূতন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া নূতন পাঁচ সাত গৃহে সামগ্রী সকল পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবা॥ ৪৭॥

অনন্তর দুই জন মহাপাত্র এবং হরিচন্দন মঙ্গরাজাকে আজ্ঞা দিলেন তুমি সমস্ত কার্য্য করিবা। একখানি নূতন নৌকা আনিয়া নদীর তীরে সেই স্থানে রাখিবা, যথায় স্নান করিয়া মহাপ্রভু পর পার উত্তীর্ণ হইবেন। আর সেই স্থানে মহাতীর্থ জ্ঞানে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবা, সেই স্থানে আমি নিত্য স্নান করিব এবং তথায় যেন প্রাণ পরিত্যাগ করি, চতুর্দ্বারে অর্থাৎ কটকের পারবর্ত্তি চৌদার নামক গ্রামে উত্তীর্ণ হইতে নূতন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া রাখ, রামানন্দ! তুমি মহাপ্রভুর পার্শ্বে গমন কর॥ ৪৮॥

রাজা শুনিলেন, মহাপ্রভু সন্ধ্যার সময়ে গমন করিলেন, হস্তির উপরে তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণকে আরোহণ করাইলেন, মহাপ্রভু যে পথে গমন করিবেন, তাঁহারা সেই পথে সারি সারি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিলেন॥ ৪৯॥

তাঁহা কৈল স্নান। মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম॥ প্রভুর দর্শনে সবে হৈলা প্রেমময়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে অশ্রু নেত্রে বরিষয়॥ এমত কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে॥ ৫০॥ নৌকাতে চড়িয়া প্রভু নদী হৈল পার। জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি চলি আইলা চতুর্দ্বার॥ রাত্রে রহি তাঁহা প্রাতে স্নান কৃত্য কৈল। হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥ ৫১॥ রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে। বহুত প্রসাদ পাঠায় দিঞা বহু জনে॥ স্বগণ সহিত প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি। উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি॥ ৫২॥ রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন। সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥

তৎপরে চিত্রোৎপলা নদীতে আসিয়া তথায় স্নান করিলেন, রাজমহিষীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহারা সকল প্রেমময় হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগের অশ্রুবারি বর্ষণ হইতে লাগিল। আহা! ত্রিভুবনে এমন কৃপালু কখন শ্রবণ করি নাই, যাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম উৎপন্ন হয়॥ ৫০॥

অনন্তর মহাপ্রভু নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নদীপার হইয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে চতুর্দ্বারে চলিয়া আসিলেন, রাত্রে তথায় অবস্থিতি করিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৫১॥

রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিবস বহু জন সঙ্গে বহু পরিমাণে মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দেন। অনন্তর নিজগণ সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে উঠিয়া চলিলেন॥ ৫২॥

রামানন্দ ও মঙ্গরাজ হরিচন্দন, সঙ্গে সেবা করিতে করিতে এই তিন জন যাইতে লাগিলেন, প্রভু সঙ্গে পুরীগোস্বামি ও স্বরূপ দামো-

প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপ দামোদর। জগদানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কাশীশ্বর॥ হরিদাসঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥ রামাই নন্দাই আর বহু ভৃত্যগণ। প্রধান কহিল সবার কে করে গণন॥৫৩॥ গদাধরপণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা॥ পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলা-চল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥ ৫৪॥ প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ-সেবন। পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন॥ প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ। ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥ ৫৫॥ পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। তোমার সঙ্গে না যাইব

দর, জগদানন্দ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাসঠাকুর, বক্রেশ্বর-পণ্ডিত, গোপীনাথাচার্য্য, পণ্ডিত দামোদর, আর রামাই, নন্দাইপ্রভৃতি বহু বহু ভৃত্যগণ, এই সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তির নাম করিলাম, অন্যান্য সকলকে কে গণনা করিতে পারে? ॥ ৫৩ ॥

গদাধরপণ্ডিত যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে গমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু ক্ষেত্রসন্ন্যাস ত্যাগ করিও না, এই বলিয়া নিষেধ করিলেন। পণ্ডিত কহিলেন, আপনি যে স্থানে তাঁহাই নীলাচল, আমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস রসা-তলে যাউক ॥ ৫৪ ॥

প্রভু কহিলেন, তুমি এই স্থানে গোপীনাথের সেবা কর। পণ্ডিত কহিলেন, আপনকার পাদপদ্ম দর্শনই আমার কোটি কোটি সেবা। প্রভু কহিলেন, তুমি সেবা ত্যাগ করিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করিবে, এই-স্থানে থাকিয়া সেবা করিলে আমার সন্তোষ হইবে ॥ ৫৫ ॥

পণ্ডিত কহিলেন, আমার উপরই সমস্ত দোষ, আপনার সঙ্গে যাইব না, আমি একাকী গমন করিব। আই দেখিতে যাইব, আপনার সঙ্গে

যাব একেশ্বর ॥ আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি। প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী ॥ ৫৬ ॥ এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি প্রথমে চলিলা। কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইলা ॥ পণ্ডিতের গৌরব প্রেমে বুঝন না যায়। প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িলা তৃণপ্রায় ॥ ৫৭ ॥ তাহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ। তার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ ॥ প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এই তোমার উদ্দেশ। সেই সিদ্ধ হৈল-ছাড়ি আইলে দূরদেশ ॥ আমা সহ রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজসুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥ মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥ এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা। মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তাঁহাই পড়িলা ॥ ৫৮ ॥ পণ্ডিতে লঞা

গমন করিব না, প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ করিলে যে দোষ হয়, আমি তাহার ভাগী হইব ॥ ৫৬ ॥

এই বলিয়া পণ্ডিত-গোস্বামী অগ্রে গমন করিলেন, মহাপ্রভু কটক আসিয়া তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করাইলেন, পণ্ডিতের গৌরব ও প্রেম বুঝিতে পারা যায় না, প্রতিজ্ঞা যে কৃষ্ণসেবা তাহা তৃণপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

পণ্ডিতের চরিত্রে মহাপ্রভুর অন্তর পরিতুষ্ট হইল, কিন্তু প্রণয়কোপে তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিতে লাগিলেন। তুমি প্রতিজ্ঞা-সেবা পরিত্যাগ করিবা, তোমার এই উদ্দেশ, ত্যাগ করিয়া দূরদেশে আসিয়াছ, তাহাই তোমার সিদ্ধ হইল। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া নিজসুখ বাঞ্ছা করিতেছ, তোমার দুই ধর্ম্ম যাইতেছে, ইহাতে তোমার দুঃখ হইতেছে, যদি আমার সুখ ইচ্ছা কর, তবে নীলাচলে গমন কর, তুমি যদি আর কিছু বল, তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার শপথ থাকিল, এই বলিয়া মহাপ্রভু নৌকায় আরোহণ করিলেন, পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া সেই-

তাঁহাই পড়িলা ॥৫৮॥ পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা । ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥ তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা । ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে

যুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীভীষ্মবাক্যং

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।

ভাবার্থদীপিকায়াং । ১ । ৯ । ৩৪ । মম তু মহান্তমনুগ্রহং যঃ কৃতবান্ ইত্যাহ দ্বাভ্যাং স্বনিগমমিতি । অশস্ত্র এব অহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীতি এবম্ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যাং যথা ভবতি । তথা অধি-অধিকাং কর্তুং যো রথস্থঃ সন্নবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ অভ্যাগাৎ অভিমুখমধাবৎ । ইভং হন্তুং হরিঃ সিংহ ইব । কিম্ভুতঃ ধৃতঃ রথচরণশ্চক্রঃ যেন সঃ । তদা চ সংভ্রমেণ মন্মুখাদ্যাবিস্মৃতে-রুদরস্থসর্ব্বভুবনভারেণ প্রতিপদং চলদ্গুঃ চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাৎ তেনৈব সংভ্রমেণ পথি

স্থানেই পতিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু পণ্ডিতকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সার্ব্বভৌমকে অনুমতি করিলেন । ভট্টাচার্য্য কহিলেন, পণ্ডিত গাত্রোত্থান করুন, প্রভুর ঐ প্রকারই লীলা হইয়া থাকে, আপনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া ভক্তের প্রতি কৃপা হেতু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে

যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীভীষ্মবাক্য যথা ॥

ভীষ্ম কহিলেন, ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্যমাত্র করিব, আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহাকে অস্ত্র গ্রহণ করাইব, কিন্তু ইনি ভক্তপক্ষপাতরূপে আপন প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অধিক সত্য করিবার জন্য

ধৃতরথচরণোঽভ্যগাচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥৬০॥

এইমত প্রভু তোমার বিরহ সহিয়া। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈলা যতন করিয়া ॥ এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা। দুইজন শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ ৬১ ॥ প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ। ভক্তধর্ম্ম হানি প্রভুর না হয় সহন ॥ প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন। অচিরে মিলয় তারে চৈতন্যচরণ ॥ ৬২ ॥ দুই রাজপাত্র যেই প্রভুসঙ্গে যায়।

গতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য স মুকুন্দো মে গতির্ভবত্বিতি উত্তরেণান্বয়ঃ ॥

ক্রমসন্দর্ভে। স্বনিগমমিতি যুগ্মকং। ঋতিমিতি ঋতরূপামিত্যর্থঃ। ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণীতি ভগবদুক্তাবজ্রহিনির্ঘোষশ্রবণাৎ। চলদ্গুঃ পৃথ্বী সংরম্ভেণ কিঞ্চিত্তাবাবিষ্কারাৎ ॥ ৬০ ॥

রথ হইতে সহসা অবতরণপূর্ব্বক চক্রধারণ করিয়া সিংহ যেন হস্তিবধজন্য বেগে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমার সম্মুখে ধাবিত হয়েন, সেই সময় ইহাঁর অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়াতে মনুষ্যনাট্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত উদরস্থ সমস্ত ভুবনের ভারবশতঃ ইহাঁর প্রতি পদে পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং ক্রোধভরে ইহাঁর উত্তরীয় বসন পথে পড়িয়া যায় ॥ ৬০ ॥

এইমত প্রভু আপনকার বিরহ সহ্য করিয়া যত্নপূর্ব্বক আপনকার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া দুই জনে শোকে অভিভূত হওত নীলাচলে আগমন করিলেন ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ভক্তজনের ধর্ম্ম হানি প্রভুর সহ্য হয় না। যে ব্যক্তি এই প্রেমের বিবর্ত্ত অর্থাৎ পরিণাম শ্রবণ করেন, অচিরাৎ তাঁহার চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভুর সঙ্গে যে দুই জন রাজপাত্র গমন করিয়াছিল, যাজপুরে আসিয়া তাহাদিগকে বিদায়দিলেন, প্রভু রায়কে বিদায় করিলেন তথাপি

প্রভু বিদায় দিল রায় যায় তাঁর সনে। কৃষ্ণকথা রামানন্দ সঙ্গে রাত্রি দিনে॥ ৬৩॥ প্রতিগ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ। নব্যগৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন॥ এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা। তাঁহা হৈতে রামানন্দে বিদায় করিলা॥ ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন। রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥ রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন। কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥ ৬৪॥ তবে ওড্রদেশসীমা প্রভু চলি আইলা। তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥ দিন দুই চারি তেঁহ করিলা সেবন। আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥ ৬৫॥ মদ্যপ যবনরাজের আগে অধিকার। তার ভয়ে কেহ পথে নারে চলিবার॥ পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার। তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে

তিনি প্রভুর সঙ্গে গমন করিতেছেন, মহাপ্রভু রামানন্দ সঙ্গে দিবা রাত্র কৃষ্ণকথা আলাপ করেন॥ ৬৩॥

প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ নূতন গৃহে নানা দ্রব্যে প্রভুকে সেবা করেন, এই মত মহাপ্রভু চলিতে চলিতে রেমুণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঐ স্থান হইতেই রামানন্দকে বিদায় করিলেন। রায় চেতনাশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, মহাপ্রভু রায়কে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, রায়ের বিদায় কথা কহিতে পারা যায় না, তাহার বর্ণন করাও বাক্যাতীত॥ ৬৪॥

সে যাহা হউক, তৎপরে মহাপ্রভু ওড্রদেশের সীমায় চলিয়া আসিলেন, তথাকার রাজ-অধিকারী প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি তথায় দুই চারি দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া গমনের বিবরণসকল নিবেদন করিতে লাগিলেন॥ ৬৫॥

তিনি কহিলেন, প্রভো! অগ্রে মদ্যপায়ি যবনরাজের অধিকার, তাহার ভয়ে কোন ব্যক্তি পথে চলিতে পারে না, পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সমস্ত

পায় ॥ দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে। তবে সুখে নৌকায় তোমায় করাব গমনে ॥ হেনকালে সেই যবনের এক চর। উড়িয়া কটকে আইল করি বেশান্তর ॥ প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া। হিন্দুচর কহে সেই যবন-ঠাঞি গিয়া ॥ ৬৭ ॥ এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে। অনেক সিদ্ধপুরুষ লোক হয় তার সাথে ॥ নিরন্তর সবে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। সবে হাসে গায় নাচে করয়ে ক্রন্দন ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে দেখিতে তাঁহারে। তাঁহা দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ সেই সব লোক হয় বাতুলের প্রায়। কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়। কহিবার কথা

দেশ তাহার অধিকার, তাহার ভয়ে কোন ব্যক্তিই নদী পার হইতে সমর্থ হয় না, আপনি কতিপয় দিবস এইস্থানে অবস্থিতি করুন, তাহার সহিত সন্ধি করি, তাহা হইলে পরম সুখে নৌকায় করিয়া আপনাকে গমন করাইব ॥ ৬৬ ॥

এই কথা হইতেছে এমন সময়ে সেই যবনের এক জন উড়িয়া চর (ভৃত্য) অন্য বেশধারণ করিয়া কটকে আসিয়াছিল, সেই হিন্দুচর মহাপ্রভুর অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া যবনের নিকট গিয়া কহিল ॥ ৬৭ ॥

রাজন্! জগন্নাথ হইতে এক জন সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক সিদ্ধপুরুষ আছেন, নিরন্তর সকলে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন এবং হাস্য, গান, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার আর গৃহে গমন করিতেছে না। সেই সকল লোক উন্মত্ত-প্রায় হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচে, কান্দে ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কহিবার কথা নয়, দেখিলে জানিতে পারা যায় তাঁহার প্রভাবে তাঁহাকে ঈশ্বর

নহে দেখিলে সে জানি। তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥ এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়। হাসে কান্দে নাচে গায় বাতুলের প্রায়॥ ৬৮॥ এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল। আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল॥ বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥ ৬৯॥ ধৈর্য্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি। তোমার ঠাঞি পাঠাইল ম্লেচ্ছ-অধিকারী॥ তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এথাতে আসিয়া। যবনাধিকারী যায় প্রভুরে দেখিয়া॥ বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়। তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়॥ ৭০॥ শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়। মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়॥ প্রভুর প্রতাপে তার মন ফিরাইল। দর্শন শ্রবণে যার জগৎ তরিল॥

করিয়া মানিতেছি। এই বলিয়া সেই চর হরি কৃষ্ণ বলিয়া গান করত উন্মত্তের প্রায় হাস্য, নৃত্য ও গড়াগড়ি দিতে লাগিল॥ ৬৮॥

এই কথা শুনিয়া যবনের মন ফিরিয়া গেল, আপনার বিশ্বাসকে উড়িয়া স্থানে প্রেরণ করিলেন। বিশ্বাস (দেশাদি পরিদর্শক কিঙ্কর) আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহিয়া প্রেমে বিহ্বল হইল॥ ৬৯॥

অনন্তর ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া রাজাধিকারী উড়িয়া কে কহিল, তোমার নিকট ম্লেচ্ছাধিকারী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি যদি আজ্ঞা দাও, তাহা হইতে যবনাধিকারী এস্থানে আগমন করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া যান। তাঁহার অতিশয় উৎকণ্ঠা, তিনি বিনয় করিয়া কহিয়াছেন তাঁহার সহিত এই সন্ধি, যুদ্ধের ভয় নাই॥ ৭০॥

মহাপাত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হওত কহিলেন,—মদ্যপ যবনের চিত্ত এরূপ কে করিল, বোধ করি প্রভুর প্রতাপই তাঁহার মন

এত বলি বিশ্বাসেরে কহেন বচন। ভাগ্য তাঁর আসি করুন প্রভুর দর্শন ॥ প্রতীত করিয়ে তবে নিরস্ত্র হইয়া। আসিবেন সঙ্গে পাঁচ সাত ভৃত্য লৈয়া ॥ ৭১ ॥ বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল। হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ দূরে হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া। দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা ॥ ৭২ ॥ মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ অধম যবন-জাত্যে কেনে জন্মাইল। বিধি মোরে হিন্দুজাত্যে কেনে না স্বজিল ॥ হিন্দু হৈলে পাইতু তোমার চরণসন্নিধান। ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ ॥ ৭৩ ॥ এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া। প্রভুকে করেন স্তুতি

ফিরাইয়াছে। এই বলিয়া বিশ্বাসকে কহিলেন, তাঁহার ভাগ্য প্রভুকে আসিয়া দর্শন করুন, তিনি যদি নিরস্ত্র হইয়া পাঁচ সাত জন ভৃত্য সঙ্গে আগমন করেন, তবেই আমি প্রত্যয় করি ॥ ৭১ ॥

তখন বিশ্বাস গিয়া যবনাধিকারিকে এই সকল কথা নিবেদন করিলে সেই যবন হিন্দুবেশ ধারণ করিয়া আগমন করিল এবং দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া ভূমিতে পতিত হওত দণ্ডবৎ প্রণাম করিল, ঐ সময়ে তাহার অঙ্গে পুলক ও চক্ষু হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল ॥৭২

মহাপাত্র সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিলে, তিনি যোড়-হস্তে প্রভুর অগ্রে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করত কহিলেন, অধম যবনজাতিতে কেন আমার জন্ম হইল, বিধি আমাকে হিন্দুজাতিতে স্বজন না করিলেন কেন? আমি হিন্দু হইলে তোমার চরণসন্নিধান প্রাপ্ত হইতাম, আমার এই দেহ ব্যর্থ, প্রাণ ত্যাগ হউক ॥ ৭৩ ॥

মহাপাত্র এই কথা শুনিয়া প্রেমাবিষ্টচিত্তে প্রভুর চরণ ধারণ

চরণে ধরিঞা॥ চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শ্রবণে। হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥ ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়। তোমার দর্শনপ্রভাব এইমত হয়॥ ৭৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং॥

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বনাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥৭৫॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ৩৩। ৬। অতস্তদ্দর্শনাদহং কৃতার্থাস্মীতি কৈমুত্য ন্যায়েনাহ। যন্নামধেয়স্য শ্রবণমনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ ক্বচিৎ কদাচিদপি শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি সবনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে॥

ক্রমসন্দর্ভে। তস্মাৎ সদ্যঃ সবনায় সোমযাগায় কল্পতে ইতি। যদুক্তং, তদপি ন কিঞ্চিৎ। যত্তপ আদিকং সর্ব্বং তন্নামগ্রহণমাত্রান্তর্ভূতমেব স্যাৎ। যত এব তস্য তন্নামগ্রহীতুস্তপ আদি কর্ত্তৃভ্যো গরীয়স্ত্বমপি সাদিত্যভিপ্রেত্যাহ। অহো বতেতি ব্যাখ্যা তু টীকায়াঃ প্রথম-পক্ষগতৈব গ্রাহ্যা॥ ৩॥

পূর্ব্বক স্তুতি করিয়া কহিলেন, যাঁহার নাম শ্রবণে চণ্ডাল পবিত্র হয়, তাদৃশ আপনকার এই জীব দর্শন প্রাপ্ত হইল, ইহার যে এই গতি ইহাতে বিস্ময় কি? আপনার দর্শনপ্রভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে॥ ৭৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির বাক্য যথা॥

হে ভগবন্! শ্বপচও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন কিম্বা তোমাকে নমস্কার অথবা তোমার স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে, এ কথা আর বক্তব্য কি? অতএব তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি॥ ৭৫॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি। আশ্বাসিয়া কহে সদা কহ কৃষ্ণ হরি ॥ ৭৬ ॥ সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার। এক আজ্ঞা দেহ মোরে করোঁ। সে তোমার ॥ গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবহিংসা করিয়াছোঁ। অপার। সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার ॥ ৭৭ ॥ তবে মুকুন্দদত্ত কহে শুন মহাশয়। গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ তাহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার। এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার ॥ তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া। হৃষ্ট হৈঞা চলে সবার বন্দনা করিয়া ॥ ৭৮ ॥ মহাপাত্র তাহা সনে কৈল কোলাকোলি। অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ৭৯ ॥ প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া। প্রভুকে আনিল নিজ বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥ মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুসনে। ম্লেচ্ছ আসি

তখন মহাপ্রভু তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তুমি সর্ব্বদা কৃষ্ণহরি এই নাম কীর্ত্তন কর ॥ ৭৬ ॥

এই কথা শুনিয়া যবন কহিলেন, প্রভো! আমাকে যদি অঙ্গীকারই করিলেন, তবে আমার প্রতি এক আজ্ঞা দিউন, আমি তাহাই করিব। আমি অনেক গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করিয়াছি, সে পাপ হইতে আমার নিস্তার হউক ॥ ৭৭ ॥

তখন মুকুন্দদত্ত কহিলেন, মহাশয়! শ্রবণ কর, গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হইয়াছে, তথায় যাইতে তুমি সাহায্য কর। মহাপ্রভুর এই বড় আজ্ঞা এবং এই বড় উপকার, তখন যবন মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে সকলকে বন্দনা করত গমন করিল ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর মহাপাত্র যবনরাজের সহিত কোলাকোলি করিয়া অনেক সামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক তাহার সহিত মৈত্রতা করিল ॥ ৭৯ ॥

সেই যবন প্রাতঃকালে বহু নৌকা সাজাইয়া আপনার বিশ্বাসকে প্রেরণ করত মহাপ্রভুকে আনয়ন করাইল। মহাপাত্র মহাপ্রভুর সঙ্গে

কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ এক নবীন নৌকা তার মধ্যে ঘর । সগণে চড়াইল প্রভুকে তাহার উপর ॥ মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায় । কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ॥ ৮০ ॥ জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল । দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈল ॥ মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল । পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ৮১॥ তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে । সে কালে তাহার চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥ অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য ॥ ৮২ ॥ সেই নৌকায় চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী । নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপাশাটী ॥ ৮৩ ॥ প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলা-

চলিয়া আসিলেন, ম্লেচ্ছ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিল । একখানি নূতন নৌকা তাহার মধ্যে গৃহ ছিল, গণসহ মহাপ্রভু সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া মহাপাত্রকে বিদায় করিলেন । তিনি মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে রোদন করিতে করিতে তীরে থাকিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

জলদস্যুভয়ে সেই যবনরাজ সঙ্গে দশ নৌকাপূর্ণ করিয়া সৈন্য লইল, মন্ত্রেশ্বর নামক দুষ্ট নদ পার করাইয়া সেই যবন পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত আগমন করিল ॥ ৮১ ॥

মহাপ্রভু তাহাকে সেই গ্রাম হইতে বিদায় দিলেন, সে সময় তাহার যে চেষ্টা তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অলৌকিক লীলা করিতেছেন, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, তাহার জন্ম ও দেহ ধন্য হয় ॥ ৮২ ॥

মহাপ্রভু সেই নৌকায় চড়িয়া পানিহাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় নাবিককে আপনার কৃপারূপ শাটী (শাড়ী) পরিধান করাইলেন ॥ ৮৩ ॥

হল। মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল ॥ রাঘবপণ্ডিত আসি প্রভু লৈঞা গেলা। পথে বড় লোকভীড় কষ্টসৃষ্টে আইলা ॥ ৮৪ ॥ এক দিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস। তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর। বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ বাচস্পতিগৃহে পাছে প্রভু যেমতে রহিলা। লোকভীড় ভয়ে যৈছে কুলীয়া আইলা ॥ মাধবদাসগৃহে তথা শচীর নন্দন। লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দর্শন ॥ সাত-দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা। শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে ঐছে গেলা ॥ দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা। শচী-মাতা আনি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ৮৫ ॥ তবে রামকেলিগ্রাম প্রভু যৈছে

মহাপ্রভু আগমন করিয়াছেন শুনিয়া লোকের কোলাহল হইল, স্থল জল সকল মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইল, রাঘবপণ্ডিত আসিয়া প্রভুকে লইয়া গেলেন, কিন্তু পথে লোকের অতিশয় সমারোহ হেতু কষ্টসৃষ্টে আগমন করিলেন ॥ ৮৪ ॥

এক দিন মাত্র তথায় নিবাস করিয়া যে স্থানে শ্রীনিবাস আছেন, সেই কুমারহট্টে আগমন করিলেন। পরে তথা হইতে শিবানন্দের গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু বাসুদেবের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর মহাপ্রভু বাসুদেবের গৃহে যেরূপে অবস্থিত রহিলেন, লোকভীড় ভয়ে যেরূপে কুলিয়াগ্রামে আগমন করিলেন, লক্ষ কোটি লোক তথায় দর্শন প্রাপ্ত হইল, ঐস্থানে সাত-দিন থাকিয়া লোক নিস্তার করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া তথায় শচীমাতাকে আনয়ন করিয়া তাঁহার দুঃখ খণ্ডন করিলেন ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর রামকেলিগ্রামে প্রভু যে প্রকারে গমন করিলেন, নাট-

গেলা। নাটশালা হৈতে যৈছে পুন ফিরি আইলা॥ শান্তিপুরে পুন কৈলা দশ দিন বাস। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥ অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার। পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥ ৮৬॥ তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন। নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন॥ সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল। অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিল॥ ৮৭॥ পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা। রঘুনাথ দাস তবে আসিয়া মিলিলা॥ হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধন দুই সহোদর। সপ্তগ্রাম বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥ মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য। সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥ নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায়। অর্থ ভূমি দান দিয়া করেন সহায়॥ ৮৮॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দোঁহার।

শালা হইতে যেরূপে ফিরিয়া আসিলেন, শান্তিপুরে পুনর্ব্বার যে রূপে দশ দিন বাস করিলেন, এই সমুদায় বৃন্দাবনদাস বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অতএব এ স্থানে তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করিলাম না, করিলে পুনরুক্তি হয় এবং গ্রন্থও অতিশয় বাড়িয়া যায়॥ ৮৬॥

ইহার মধ্যে যেরূপে রূপ সনাতন মিলিত হইলেন, নৃসিংহানন্দ যেরূপে পথের সজ্জা করিলেন, সূত্রমধ্যে আমি সেই লীলা বর্ণন করিয়াছি, অতএব পুনর্ব্বার তাহা এ স্থানে লিখিলাম না॥ ৮৭॥

পুনর্ব্বার প্রভু যখন শান্তিপুরে আগমন করিলেন, সেই সময় রঘুনাথদাথ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। অপর হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন এই দুই সহোদর, ইহারা সপ্তগ্রাম ও বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর হয়েন। এই দুই জন মহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বদান্য (দাতা) ব্রাহ্মণভক্ত, সদাচার, সৎকুলোদ্ভব, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হয়েন, ইহাঁরা নদীয়াবাসিব্রাহ্মণদিগের উপজীব্য স্বরূপ। অর্থ ও ভূমি দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সাহায্য করেন॥ ৮৮॥

নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী এই দুইজনের আরাধ্য, চক্রবর্ত্তী দুইজনের সঙ্গে

চক্রবর্ত্তী করে দোঁহারে ভ্রাতৃ-ব্যবহার ॥ মিশ্রপুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে। অতএব প্রভুরে দোঁহে ভাল রীতে জানে ॥ ৮৯ ॥ সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথদাস। বাল্যকাল হৈতে তেঁহ বিষয়ে উদাস ॥ সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা। তবে আসি রঘুনাথ তাঁহারে মিলিলা ॥ ৯০ ॥ প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। প্রভুপাদ স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥ তার পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন। অতএব আচার্য্য তারে হইলা প্রসন্ন ॥ আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত। প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥ ৯১ ॥ প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল। তেঁহ ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥

ভ্রাতৃ-ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাঁরা পূর্ব্বে মিশ্রপুরন্দরকে ভালরূপে সেবা করিয়াছিলেন, অতএব এই দুই জন মহাপ্রভুকে উত্তমরূপে অবগত আছেন ॥ ৮৯ ॥

উক্ত গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথদাস, বাল্যকাল হইতে ইনি বিষয়ের প্রতি উদাসীন। সন্ন্যাস করিয়া প্রভু যখন শান্তিপুরে আগমন করেন, সেই সময়ে রঘুনাথদাস আসিয়া মহাপ্রভু সহিত মিলিত হয়েন ॥ ৯০ ॥

রঘুনাথদাস প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হয়েন এবং করুণা করিয়া প্রভুর পাদপদ্ম স্পর্শ করেন, ইহাঁর পিতা সর্ব্বদা আচার্য্য সেবন করেন, এজন্য আচার্য্য ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েন, রঘুনাথ আচার্য্যের অনুগ্রহে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট পত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঁচ সাত দিবস প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিলেন ॥ ৯১ ॥

প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া নীলাচলে গমন করিলেন, রঘুনাথদাসও গৃহে আসিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। তিনি নীলাচল যাইবার নিমিত্ত

বার বার পলায় তেঁহ নীলাদ্রি যাইতে। পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥ পঞ্চ পাইকে তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে। চারি সেবক এক বিপ্র রহে তাঁর সনে ॥ এই দশ জনে তাঁরে রাখে নিরন্তর। নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর ॥ ৯২ ॥ এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা। শুনি পিতা ঠাঞি রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ। অন্যথা না রহে মোর শরীর জীবন ॥ ৯৩ ॥ শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিঞা। পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ বলিয়া ॥ সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে। রাত্রি দিন তেঁহ এই মনঃকথা কহে ॥ রক্ষকের হাতে আমি কেমতে ছুটিব। কেমতে

বারম্বার পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে পথ হইতে আনিয়া বন্ধন করিয়া রাখেন। পাঁচ জন পাইক (পেয়াদা) তাঁহাকে রাত্রি দিন রক্ষা করে এবং চারিজন সেবক আর একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকেন। এই দশ জন তাঁহাকে নিরন্তর যত্ন করিয়া রাখাতে নীলাচলে যাইতে না পারিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে অবস্থিতি করেন ॥ ৯২ ॥

এখন যদি মহাপ্রভু শান্তিপুরে আসিয়াছেন, রঘুনাথ শুনিতে পাইয়া পিতার নিকট নিবেদন করিয়া কহিলেন, পিতা! আমাকে আজ্ঞা দিউন আমি গিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করি, ইহা ব্যতিরেকে আমার শরীরে জীবন থাকিবে না ॥ ৯৩ ॥

রঘুনাথের পিতা এই কথা শুনিয়া বহু লোক ও বহুতর দ্রব্য দিয়া শীঘ্র আসিও, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রঘুনাথ সাত দিন শান্তিপুরে মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন। তিনি দিবা রাত্র মনে মনে এই কথা কহেন যে, আমি রক্ষকের হস্ত হইতে কিরূপে

প্রভুর সঙ্গে নীলাচল যাব ॥ ৯৪ ॥ সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন। শিক্ষারূপ কহে তাঁরে আশ্বাস বচন ॥ স্থির হঞা ঘরে যাহ না হইও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা ॥ অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার ॥ ৯৫ ॥ বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে। তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ সে কালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে। কৃষ্ণকৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে ॥ ৯৬ ॥ এত কহি মহাপ্রভু বিদায় তাঁরে দিল। ঘরে আসি তেঁহ প্রভুর শিক্ষা

মুক্ত হইব এবং কিরূপেই বা প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গমন করিব ॥ ৯৪ ॥

গৌরাঙ্গ প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার মন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শিক্ষারূপ আশ্বাস বচনে কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ! তুমি স্থির হইয়া গৃহে গমন কর, বাউল হইও না, লোকে ক্রমে ক্রমে ভবসাগরের কূল প্রাপ্ত হয়। লোক দেখাইয়া মর্কট বৈরাগ্য করিও না, অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর গা। অন্তর নিষ্ঠা রাখ, কিন্তু বাহ্যে লোকব্যবহার কর, অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করিবেন ॥ ৯৫ ॥

বৃন্দাবন দেখিয়া যখন আমি নীলাচলে আগমন করিব, তখন তুমি কোন ছল করিয়া আমার নিকট আগমন করিও, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সেই ছল স্ফূর্ত্তি করাইয়া দিবেন, যাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হয়, তাহাকে রাখিতে কে সমর্থ হইবে? ॥ ৯৬ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিলে তিনি গৃহে আসিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, রঘুনাথ বাহ্যে

আচরিল॥ বাহ্য বৈরাগ্য বাউলতা সকল ছাড়িয়া। যথাযুক্ত কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥ দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল। তাঁর আবরণে কিছু শিথিল হইল॥ ৯৭॥ ইহাঁ প্রভু একত্র করি সব ভক্তগণ। অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি আর যত জন॥ সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি। সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচল যাই। সবা সহিত হৈল আমার ইহাঁই মিলন। এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥ আমি তাঁহা হৈতে অবশ্য বৃন্দাবন যাব। সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥ ৯৮॥ মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল। বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর আজ্ঞা নিল॥ তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া। নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা॥ সেই সব লোক পথে করয়ে সেবন। সুখে নীলাচল আইলা

বৈরাগ্য ও বাউলতা সকল পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পিতা মাতা ঐরূপ ব্যবহার দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হওত তাঁহার আবরণ অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেন॥ ৯৭॥

মহাপ্রভু এ স্থানে সকল ভক্তগণকে একত্র করিয়া তথা অদ্বৈত ও নিত্যানন্দপ্রভৃতি আর যত ভক্তজন তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে আজ্ঞা দিউন, আমি নীলাচলে গমন করি। সকলের সহিত আমার এই স্থানেই মিলন হইল, আপনারা কেহ এ বৎসর নীলাচলে গমন করিবেন না, আমি তথা হইতে নিশ্চয় বৃন্দাবনে গমন করিব, সকলে যদি আজ্ঞা দেন, তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিব॥ ৯৮॥

অনন্তর মাতার চরণ ধারণপূর্ব্বক বহু বহু মিনতি করিয়া বৃন্দাবন যাইতে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে নবদ্বীপে

শচীর নন্দন ॥ ৯৯ ॥ প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল। মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা। প্রেমে আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥১০০॥ কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম। বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ ॥ গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা। সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিঞা। নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ এত মন করি গৌড়ে করিল গমন। সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ ॥ লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে। লোকের সঙ্ঘট্টে পথ না পারি

পাঠাইয়া দিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে গমন করিলেন, পথ মধ্যে সেই সকল ভক্ত বিবিধ প্রকারে সেবা করায় শচীনন্দন সুখে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৯ ॥

মহাপ্রভু নীলাচলে আগমন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন, মহাপ্রভু গ্রামে আগমন করিয়াছেন বলিয়া লোক সকল কোলাহল করিতে লাগিল ভক্তগণ আনন্দিত চিত্তে মহাপ্রভুর সহিত আসিয়া মিলিত হইলে মহাপ্রভু প্রেমসহকারে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১০০ ॥

ঐ সময়ে কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম, বাণীনাথ ও শিখিমাহাতী প্রভৃতি যত ভক্তগণ, আর গদাধরপণ্ডিত আগমন করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলে সকলের অগ্রে মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন ॥

ভক্তগণ! আমি গৌড়দেশ দিয়া নিজ মাতা শচীদেবী, আর গঙ্গাদেবীর চরণ দর্শন করত বৃন্দাবন গমন করিব, এই মনে করিয়া গৌড়ে গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে নিজ সহস্র ভক্তগণ আমার সঙ্গে উপস্থিত হইল, কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল,

চলিতে ॥ যাঁহা রহি তাঁহা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ। যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখি লোকপূর্ণ ॥ কষ্টসৃষ্টে করি গেলাম রামকেলী গ্রাম। আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম ॥ ১০১ ॥ দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র। ব্যবহারে মহামন্ত্রী হয়ে রাজপাত্র ॥ বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ। তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ মিলায়। আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহায় ॥ উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে। অচিরে করিবে কৃষ্ণ দোঁহার উদ্ধারে ॥১০২॥ এত কহি আমি তারে বিদায় যবে দিল। গমনকালে সনাতন প্রহেলী পড়িল ॥ যার

লোকের সঙ্ঘট্ট পথে চলা দুঃসাধ্য হইল, যেস্থানে থাকি, তথাকার গৃহ ও প্রাচীর প্রভৃতি সমুদায় চূর্ণ হইতে লাগিল, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকে লোকপূর্ণ দেখিতে পাই। কষ্টেসৃষ্টে রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, তথায় আমার নিকট রূপ সনাতন নামক দুই ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়েন ॥ ১০১ ॥

তাঁহারা দুই ভাই ভক্তশ্রেষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, ব্যবহারে মহামন্ত্রী এবং তাঁহারা রাজপাত্র হয়েন। অপর যদিচ তাঁহারা বিদ্যা, ভক্তি ও বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ ছিলেন তথাপি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা হীন করিয়া মানিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৈন্য দেখিয়া ও শুনিয়া পাষাণ দ্রবীভূত হয়, তখন আমি তুষ্ট হইয়া দুই জনকে কহিলাম, তোমরা যখন উত্তম হইয়া আপনাকে হীন করিয়া মানিতেছ, তখন অবিলম্বে কৃষ্ণ তোমাদের দুই জনকে উদ্ধার করিবেন ॥ ১০২ ॥

এই বলিয়া আমি যখন তাঁহাদিগকে বিদায় দিলাম, তখন গমন কালে সনাতন একটী প্রহেলিকা (কূটার্থভাষিত) কথা পাঠ করিল,

সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষকোটি। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥ ১০৩॥ তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান। প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশালা গ্রাম॥ রাত্রিকালে আমি মনে বিচার করিল। সনাতন আমারে কি প্রহেলী কহিল॥ ভাল ত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে। লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে॥ ১০৪॥ দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন। একলা যাইব কিবা সঙ্গে এক জন॥ মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহা গেলা একেশ্বরে। বাদিয়ার বাজি পাতি চলিয়াছি তথারে॥ বৃন্দাবন যাব কাঁহা একলা পলাইঞা। সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া॥ ১০৫॥

যাহার সঙ্গে এই লক্ষকোটি লোক থাকে, বৃন্দাবন যাইবার ইহা পরিপাটী (শোভা) নহে॥ ১০৩॥

তখন আমি শুনিলাম মাত্র অবধান করিলাম না, প্রাতঃকালে কানাইর নাটশালা গ্রামে চলিয়া আসিলাম। রাত্রিকালে আমি মনোমধ্যে বিচার করিলাম, সনাতন আমাকে কি প্রহেলী কহিয়াছে, সনাতন আমাকে ভাল বলিয়াছে, যাহার সঙ্গে এত লোক থাকে, তাহাকে দেখিয়া লোক সকল বাহিরে এ একটা ঢঙ্গ অর্থাৎ ইহা কেবলমাত্র একটা বেশ ধারণ, এই কথা বলিয়া থাকে॥ ১০৪॥

বৃন্দাবন নির্জ্জন, দুর্ল্লভ ও দুর্গম হয়, তথায় একাকী যাইবে অথবা সঙ্গে একজনমাত্র থাকিবে, মাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃন্দাবনে একাকী গমন করিয়াছিলেন। আমি বাদিয়ার অর্থাৎ সর্পাদি জীবিলোকের বাজি (ভেল্কি) পাতিয়া তথায় গমন করিতেছি। কোথায় বৃন্দাবনে একাকী পলায়ন করিয়া গমন করিব, না সৈন্য সঙ্গে ঢক্কা বাদ্য করিয়া চলিতেছি॥ ১০৫॥

ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির। নিবর্ত্ত হইঞা পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥ ভক্তগণে রাখি আইলাম নিজ নিজ স্থানে। আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে ॥ নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাই বৃন্দাবন। সবে মিলি যুক্তি দেহ হইঞা প্রসন্ন ॥ গদাধরে ছাড়ি গেলাম ইহোঁ দুঃখ পাইল। সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ ১০৬ ॥ তবে গদাধর প্রভুর পায়েতে ধরিঞা। বিনয় করিঞা কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ তুমি যাঁহা রহ সেই হয় বৃন্দাবন। তাঁহা গঙ্গা যমুনা তাঁহা সর্ব্ব তীর্থগণ ॥ প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে। সেই ত করিবে যেই লয় তোমার চিতে ॥ এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারিমাস। এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস ॥ পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন। আপন ইচ্ছায় চল

আমাকে ধিক্ এই বলিয়া অস্থির হইলাম, বৃন্দাবন গমন হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাতীরে আগমন করিলাম। ভক্তগণকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া আইলাম, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র পাঁচ ছয় জন আগমন করিয়াছেন। এখন নির্ব্বিঘ্নে কিরূপে বৃন্দাবন গমন করিব, সকলে প্রসন্ন হইয়া আমাকে যুক্তি প্রদান করুন; গদাধরকে ছাড়িয়া যাওয়াতে ইনি বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন, একারণ আমি বৃন্দাবন যাইতে পারিলাম না ॥ ১০৬ ॥

তখন গদাধর প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া বিনয়সহকারে প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, আপনি যে স্থানে থাকেন সেই স্থানেই বৃন্দাবন, সেই স্থানেই গঙ্গা যমুনা ও সেই স্থানেই সমুদায় তীর্থগণ। তথাপি যে বৃন্দাবন যাইতেছেন, ইহা লোক শিক্ষামাত্র। হে প্রভো! আপনার চিত্তে যাহা হয় তাহাই করিবেন, এক্ষণে চারিমাস বর্ষাকাল উপস্থিত হইল, এই চারিমাস নীলাচলে বাস করুন, আপনার মনে যাহা লয় পাছায়

রহ কে করে বারণ ॥ ১০৭ ॥ শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে। সবার এই ইচ্ছা পণ্ডিত কৈলা নিবেদনে ॥ সবারইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা। শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ১০৮ ॥ সেই দিবসে গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ। তাঁহা ভিক্ষা কৈলা প্রভুলঞা ভক্তগণ ॥ ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন। মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না হয় বর্ণন ॥ এই মত গৌরলীলা অনন্ত অপার। সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার ॥ সহস্রবদনে কহে আপনে অনন্ত। তবু এক লীলার তেঁহ নাহি পায় অন্ত ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ-দাস ॥ ১০৯ ॥

তাহাই করিবেন, আপন ইচ্ছায় গমন করুন বা থাকুন, কে আপনাকে নিবারণ করিবে ॥ ১০৭ ॥

ভক্তগণ এই কথা শুনিয়া প্রভুর চরণে কহিলেন, পণ্ডিত যাহা নিবেদন করিলেন, আমাদিগের সকলের এই ইচ্ছাই হয়। তখন মহা-প্রভু ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে নীলাচলে চারিমাস অবস্থিতি করিলেন, ইহা শুনিয়া প্রতাপরুদ্রের মন আনন্দিত হইল ॥ ১০৮ ॥

ঐ দিবস গদাধর নিমন্ত্রণ করায় প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে তথায় ভিক্ষা করিলেন। ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, আর প্রভুর আস্বাদন মনুষ্যের শক্তিতে এই দুই বর্ণন করা হয় না ॥ ১০৯ ॥

এই মত গৌরাঙ্গলীলা অনন্ত ও অপার, ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন করা যায় না, সংক্ষেপে কহিতেছি। স্বয়ং অনন্ত যদি সহস্রবদনে কীর্ত্তন করেন, তথাপি তিনি একটী লীলারও অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ১১০ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতা-মৃত কহিতেছে ॥ ১১১ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমনাগমন-বিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডটীকায়াং ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে পুনর্ব্বার গৌড়ে গমনাগমনবিলাস নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণ-খগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ শরৎকাল আইল প্রভু চলিতে কৈল মতি। রামানন্দস্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন। তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৩ ॥ রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।

গচ্ছন্নিতি। গৌরো বৃন্দাবনং গচ্ছন্ গন্তুং বহির্গতঃ সন্ বনে বনপথে ব্যাঘ্রং ইভং হস্তিনং এণং মৃগং খগং পক্ষিণং। এতান্ সর্ব্বান্ প্রমত্তান্ প্রেমাবিষ্টান্ বিদধে কারিতবান্। তান্ কিম্ভূতান্ সহোন্নৃত্যান্ প্রভুণা সার্দ্ধমুন্নৃত্যং উদ্দণ্ডনর্ত্তনং কৃতবন্তঃ। পুনঃ কথম্ভূতান্ কৃষ্ণজল্পিনঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যুচ্চারিণঃ। ১ ॥

গৌরাঙ্গদেব বৃন্দাবন গমন করিতে করিতে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিগণকে বনে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইয়া তাহাদিগের সহিত নৃত্য করত তাহাদিগকে প্রেমোন্মত্ত করিলেন ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

শরৎকাল উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু যাইতে ইচ্ছা করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দ সঙ্গে নির্জনে যুক্তি করিয়া কহিলেন, তোমরা দুইজন যদি আমার সহায়তা কর, তাহা হইলে আমি বৃন্দাবন দর্শন করিতে গমন করি ॥ ৩ ॥

রাত্রিতে উঠিয়া বনের পথে পলাইয়া যাইব, একলা চলিব কাহা

একলা চলিব সঙ্গে কাহো না লইব॥ কেহ যদি সঙ্গে লৈতে উঠি পাছে ধায়। সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়॥ প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবে না মানিবে দুঃখ। তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥ ৪॥ দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যেই ইচ্ছা সেই করিবে নহ পরতন্ত্র॥ কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদনে। তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে আপনে॥ আমা দোঁহার মনে তবে বড় সুখ হয়। এক নিবেদন যদি ধর দয়াময়॥ ৫॥ উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥ বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র এক জন॥ ৬॥ প্রভু কহে নিজ

কেও সঙ্গে লইব না, কেহ যদি সঙ্গ লইতে উঠিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তোমরা সকলকে রাখিবা, কেহ যেন গমন না করে, প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দাও, মনে দুঃখ মানিও না, তোমাদের সুখে আমার পথ মধ্যে সুখ হইবে॥ ৪॥

দুই জন কহিলেন, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবেন, আপনি কাহারও পরতন্ত্র (অধীন) নহেন, কিন্তু আমাদের দুইজনের এই নিবেদন শ্রবণ করুন, আপনি আজ্ঞা করিলেন, "তোমার সুখে আমার সুখ হয়" তবে হে দয়াময়! যদি আমাদের এক নিবেদন গ্রহণ করুন, তবে আমাদের দুই জনের বড় সুখ লাভ হয়॥ ৫॥

এক জন উত্তম ব্রাহ্মণ সঙ্গে থাকা আবশ্যক, তিনি ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা দিবেন এবং পাত্র বহন করিয়া গমন করিবেন। বনপথে গমন করিতে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়, এমন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইবে না, আজ্ঞা করুন, সঙ্গে এক জন ব্রাহ্মণ গমন করেন॥ ৬॥

সঙ্গী কাহো না লইব। এক জন লৈলে আনের মনোদুঃখ হইব॥ নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন। ঐছে যদি পাই তবে লই একজন॥ ৭॥ স্বরূপ কহে,এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য॥ প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে। ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে॥ ইহার সঙ্গেতে আছে বিপ্র এক ভৃত্য। ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য॥ ইহাঁ সঙ্গে লহ যদি হয় সবার সুখ। বনপথে যাইতে তোমার নহে কোন দুখ॥ এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বুভাজন। ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥ ৮॥ তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি লৈল॥ পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা! শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া॥৯॥ প্রাতঃকালে

মহাপ্রভু কহিলেন, নিজ সঙ্গী কাহাকেও লইব না, লইলে অন্যের মনে দুঃখ হইবে। নূতন সঙ্গী হইবে, যাহার মন স্নিগ্ধ এমন যদি প্রাপ্ত হই, তবে তাহাকেই সঙ্গে লইব॥ ৭॥

স্বরূপ কহিলেন, এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আপনকার প্রতি অতিশয় স্নেহবান্, ইনি বড় পণ্ডিত, সাধু ও আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। আপনি যখন প্রথম গৌড় হইতে আগমন করেন, তখন ইনি আপনকার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইহাঁর সমস্ত তীর্থ করিতে ইচ্ছা আছে, ইহাঁর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য আছেন, ইনিও পথ মধ্যে সেবা ও ভিক্ষার কার্য্য করিবেন। ইহাঁকে যদি সঙ্গে লয়েন, তবে আমাদিগের বড় সুখ হয়, বনপথে যাইতে আপনকার কোন দুঃখ হইবে না। এই ব্রাহ্মণ বস্ত্র ও অম্বুভাজন (জলপাত্র) বহন করিয়া যাইবে, আর ভট্টাচার্য্য ভিক্ষাটন অর্থাৎ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আপনাকে ভিক্ষা দিবেন॥ ৮॥

মহাপ্রভু স্বরূপের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া লইলেন, প্রভু পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথদেবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শেষ রাত্রে গাত্রোত্থান করত লুকাইয়া গমন করিলেন॥ ৯॥

ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া। অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইঞা॥ স্বরূপ-গোসাঞি সবার কৈল নিবারণ। নিবৃত্ত হঞা রহে সবে জানি প্রভুর মন॥ ১০॥ প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা। কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥ নির্জনবনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা। হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ি প্রভুরে দেখিয়া॥ পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ড শূকরগণ। তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥ তাহা দেখি ভট্টাচার্য্যের মহাভয় হয়। প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয়॥ ১১॥ একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন। আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ॥ প্রভু কহে কৃষ্ণ কহ ব্যাঘ্র উঠিল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥ ১২॥

এ দিকে ভক্তগণ প্রাতঃকালে প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল-চিত্তে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্বরূপগোস্বামী সকলকে নিবারণ করায়, সকলে প্রভুর মন জানিয়া নিবৃত্ত হইয়া রহিলেন॥ ১০॥

মহাপ্রভু প্রসিদ্ধ পথ ত্যাগ করিয়া উপপথে গমন করত কটককে দক্ষিণে রাখিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম লইয়া নির্জন বনে গমন করিতেছেন, প্রভুকে দেখিয়া হস্তী ব্যাঘ্র সকল পথ ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, পালে পালে (যূথে যূথে) ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডক ও শূকরগণ রহিয়াছে, মহাপ্রভু ভাবাবেশে তাহাদিগের মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের অতিশয় ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু প্রভুর প্রতাপে ঐ সকল জন্তু এক পার্শ্ববর্ত্তী হইল॥ ১১॥

কি আশ্চর্য্য! এক দিন পথ মধ্যে একটা ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আবেশেতে মহাপ্রভুর চরণ তাহাতে গিয়া সংলগ্ন হইল। তখন মহাপ্রভু কহিলেন, কৃষ্ণ বল, এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র উঠিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ

আর দিন বনে প্রভু করে নদী-স্নান। মত্তহস্তি-যূথ আইল করিতে জল-পান॥ প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইল। কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি যাইল॥ সেই জলবিন্দুকণ লাগে যার গায়। সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায়॥ কেহ ভূমি পড়ে কেহ করয়ে চিৎকার। দেখি ভট্টাচার্য্য মনে লাগে চমৎকার॥ ১৩॥ পথে যাইতে প্রভু করে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥ ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভুসঙ্গে। প্রভু তার অঙ্গ পোঁছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥ ১৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে একাদশ-

বলিয়া নাচিতে লাগিল॥ ১২॥

আর এক দিন মহাপ্রভু বনমধ্যে নদীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে মত্তহস্তি-যূথ জল পান করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু জলমধ্যে স্নানকৃত্য করিতেছেন, হস্তিযূথ আগমন করিল, মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বল বলিয়া জল নিক্ষেপ করত প্রহার করিলেন, সেই জলবিন্দু যাহার গাত্রে পতিত হইল, সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে এবং প্রেমে নৃত্য করত ইত-স্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল, কোন হস্তী ভূমিতে পতিত হইল, কেহ বা চিৎকার করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মন চমৎকৃত হইল॥ ১৩॥

মহাপ্রভু পথে যাইতে যাইতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া হরিণীগণ আসিতে লাগিল এবং ধ্বনি শ্রবণে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ও বামদিক্ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, মহাপ্রভু তাহাদের অঙ্গ মুছাইয়া দিতে দিতে কৌতুকসহকারে একটী শ্লোক পাঠ করি-লেন॥ ১৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে বেণুগীত-

শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং ॥

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা

যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশং।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ২১। ১১। অপরা আহুঃ ধন্যা ইতি। হে সখি মূঢ়গতয়ঃ তির্য্যগ্‌জাতয়োঽপি এতা হরিণ্যো ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ। যা বেণুরণিতং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়সহিতৈরবলোকনৈর্বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ। কিঞ্চ। কৃষ্ণসারৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা এব দধুঃ। অস্মৎপতয়স্তু গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তন্ন সহন্ত ইতি ভাবঃ॥

তোষণ্যাং। ধন্যা ইতি। মূঢ়া বিবেকহীনা গতির্জ্ঞানং যাসাং তথাভূতা অপি। মতয় ইতি পাঠেঽপি তদেবার্থঃ হরিণ্য ইতি বনচারিণ্যোঽপি এতা দৃশ্যমানা ইব। নন্দস্য শ্রীব্রজেন্দ্রস্য নন্দনমিতি ধাত্বর্থবলাদখিলগুণমহিষ্ঠত্বং সূচিতং। এবং গুরোরপি তস্য নামগ্রহণমতিক্ষোভবৈবশ্যেন বিক্ষিপ্তমনস ইত্যুক্তত্বাং। উপাত্তাঃ স্বীকৃতা বিচিত্রা বেশাঃ বনমালা বর্হাপীড়গুঞ্জাবতংসাদিরূপা যেন তং। বেণুরণিতমিতি রাগস্বেনাপর্য্যবসিতং প্রথমফুৎকারমাত্রমুক্তং। অনুকরণশব্দো হ্যয়ং। রণিতমিতি পাঠোঽপি কচিং। অত্র টীকা পুনরুক্তা স্যাৎ। কৃষ্ণ এব সারঃ পরমোপাদেয়ো যেষাং ইতি শ্লেষেণ চ স্বপতয়ো নিন্দিতাঃ পূজামিতি ভাবৈরেব সর্ব্বোপচারপূর্ণত্বঃ জাতমিতি ধ্বনিতং। অতএব দধুঃ পুপুষুঃ সর্ব্বপূজাভ্যোঽধিকঞ্চক্রুঃ অতঃ ক্রিয়াতোঽপি বৈশিষ্ট্যং বিশেষেণ রচিতামিতি। অত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ। প্রণয়াবলোকৈরিতি। ভাবমাত্রগ্রাহিণস্তস্য তৈরেব পূজাসম্পত্তিঃ। বহুত্বং পরম্পরাবিবক্ষয়া। স্মেতি বিস্ময়ে। অহো বতাস্মাকমীদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। অথবা বেণোরণিতং যত্র তাদৃশং সন্তং আকর্ণ্য শ্রবণদ্বারা জ্ঞাত্বা। উপাত্তবেশং

শ্রবণ করিয়া গোপীদিগের বাক্য যথা ॥

অন্য ব্রজাঙ্গনারা কহিলেন, হে সখি! এই সকল হরিণী যদিও তির্য্যক্‌-যোনিগত তথাচ ইহারা ধন্য, যে হেতু বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহীতবিচিত্রবেশ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়সহিত অবলোকন দ্বারা বিরচিত পূজা প্রদান করিতেছে, হে সখি! ইহারা আপনাদের কৃষ্ণসার পতিদিগের সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, ইহাদের

আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১৫ ॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তাঁহা আইল পাঁচ সাত। ব্যাঘ্র মৃগ মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল। বৃন্দাবনগুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ১৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ॥

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।

সঙ্গঃ প্রণয়াবলোকৈর্দধুঃ বশীকৃতবত্যঃ। তৈরেব পূজাং প্রীতিসেবামপি বিদধুরিত্যর্থঃ। অত্রাপি ভূমিপতিভিরিত্যারভ্য দধদ্দশনচূর্ণ্ণ রণচ্চমথ ইতি মাঘকাব্যবৎ। সংপৃণন্ বদমানাং-স্তান্ রাবণস্য গুণান্ জনানিতি ভট্টিকাব্যবচ্চ। শ্রীমন্নন্দনন্দনস্য শ্রবণক্রিয়াকর্ম্মত্বং জ্ঞেয়ং অন্যাৎ সমানং ॥ ২ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ১৩। ৫৫। তদাহ যত্রেতি নৈসর্গদুর্বৈরাঃ স্বাভাবিকাঃ প্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽপি নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণীব যত্র সহৈবাসন্ অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্ তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাৎ তথাভূতং বৃন্দাবনমপশ্যদিতি ॥

তোষণ্যাং। যত্রেতি। তৈর্ব্যাপ্তিতমেব। যদ্বা। নৈসর্গদুর্বৈরা অহিনকুলাদয়ঃ সহৈ-

পক্ষিরাও ধন্য, আমাদের ভর্ত্তৃগণ গোপ অতি ক্ষুদ্র, সমক্ষে তাহা সহিতেও অক্ষম ॥ ১৫ ॥

এমন সময়ে তথায় পাঁচ সাতটী ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল, ব্যাঘ্র ও মৃগ মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় বৃন্দাবনের গুণবর্ণনের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

যে সকল মনুষ্য সিংহাদি জীব স্বভাবতঃ পরস্পর অপ্রতিসমাধেয় বৈর ধারণ করে, তাহারাও যথায় পরস্পর মিত্রবৎ বাস করিতেছিল,

মিত্রাণীরাজিতাবাসক্রুতরুট্ তর্ষাদিকে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু যবে বৈল । কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ নাচে কান্দে মৃগগন ব্যাঘ্রগণ সঙ্গে । বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভুর রঙ্গে ॥ ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন । মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা । তাহা সবা ছাড়ি প্রভু আগে চলি গেলা ॥১৮॥ ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিঞা । সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈঞা ॥ হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি । বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত । কৃষ্ণনাম দিঞা প্রেমে কৈল উন্মত্ত ॥ ১৯ ॥ যেই গ্রাম দিঞা যায়

বাসন্ । ততঃ সুতরাং নৃমৃগাদয়শ্চ মিত্রাণীবাসন্নিত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ । অজিতস্য যোগাদিনা মহাপরাসেন হৃদাপি বশীকর্ত্তুমশক্যস্য ভগবত আবাসঃ সদাবস্থিতিঃ তেন তদ্রূপেণ নিজ-মহিম্না ক্রুতং রুট্ তর্ষাদিকং যস্মাৎ তৎ ॥ ১৭ ॥

আর যে স্থানে ভগবান্ অচ্যুতের নিবাস, এই হেতু তথা হইতে ক্রোধ লোভাদি যেন পলায়নপরায়ণ হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল ॥ ১৭॥

কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ এই বলিয়া যখন মহাপ্রভু কহিলেন, তখন কৃষ্ণ বলিয়া ব্যাঘ্র ও মৃগ সকল নৃত্য করিতে লাগিল । মৃগগণ ব্যাঘ্রগণের সঙ্গে নৃত্য ও রোদন করিতেছে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর রঙ্গ দর্শন করিতেছেন । ব্যাঘ্র মৃগ পরস্পর আলিঙ্গন ও মুখে মুখ লাগাইয়া চুম্বন করিতেছে, এই কৌতুক দেখিয়া মহাপ্রভু হাস্য করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অগ্রে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দর্শন করিয়া মত্ত হওত কৃষ্ণ বলিতে বলিতে সঙ্গে চলিতে লাগিল, মহাপ্রভু হরিবোল বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতেছেন, তাহা শুনিয়া বৃক্ষলতা সকল প্রফুল্লিত হইতে লাগিল ঝারিখণ্ডে (বনপথে) যত স্থাবর জঙ্গম আছে, তাহাদিগকে কৃষ্ণনাম

যাঁহা করে স্থিতি। সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি॥ কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম। তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥ সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে। পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্ত হৈলা সর্ব্বদেশে॥ যদ্যপি মহাপ্রভু লোক সংঘট্টের ত্রাসে। প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে॥ তথাপি তাহার দর্শন শ্রবণ প্রভাবে। সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে॥ ২০॥ গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিঞা। লোকের নিস্তার কৈলা আপনে ভ্রমিয়া॥ ২১॥ মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড। ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥ নাম প্রেম দিঞা কৈল সবার উদ্ধার। চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝে শক্তি কার॥ ২২॥

দিয়া উন্মত্ত করিলেন॥ ১৯॥

মহাপ্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন বা যথায় অবস্থিতি করেন, সেই সকল গ্রামস্থ লোকদিগের কৃষ্ণভক্তি হইতে লাগিল, কেহ যদি তাহার মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করে, তাহার মুখে অন্যে শুনে ও তাহার মুখে অপরে শুনে, সকলে কৃষ্ণ এবং হরি বলিয়া নাচে, কান্দে ও হাস্য করিতে লাগে, পরম্পরা সম্বন্ধে সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হইল॥ ২০॥

যদিচ মহাপ্রভু লোকসঙ্ঘট্টের ত্রাসে প্রেম গুপ্ত রাখেন, বাহ্যে প্রকাশ করেন না, তথাপি তাঁহার দর্শন ও শ্রবণপ্রভাবে সমস্ত দেশের লোক বৈষ্ণব হইল। গৌড়, বঙ্গ রাঢ় ও উৎকল প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া স্বয়ং ভ্রমণ করত লোক সকলের নিস্তার করিলেন॥ ২১॥

মথুরা যাইবার ছলে ঝারিখণ্ডে আসিলেন, তথাকার লোক সকল ভিল্ল প্রায় অতিশয় পাষণ্ড, তাহাদিগকে নাম প্রেম দিয়া উদ্ধার করিলেন, চৈতন্যের এই গূঢ়লীলা কোন্ ব্যক্তি বুঝিতে সমর্থ হইবে?॥২২॥

বন দেখিয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম হয়, প্রভু শৈল দেখিয়া

বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন। শৈল দেখি মানে প্রভু এই গোবর্দ্ধন॥ যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী। তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি॥২৩॥ পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূলফল। যাঁহা যেই পায় তাঁহা লয়েন সকল॥ যে গ্রামে রহে তাঁহা হয় যে ব্রাহ্মণ। পাঁচ সাত বিপ্র প্রভুর করে নিমন্ত্রণ॥ কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্যস্থানে। কেহ দধি দুগ্ধ কেহ ঘৃত খণ্ড আনে॥ যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শূদ্র মহাজন। আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥ ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন। বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥ দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি। যাঁহা শূন্যবন লোকের নাহিক বসতি॥ তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক। ফলমূলের ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥ পরম সন্তোষ প্রভুর

মনে করেন এই গোবর্দ্ধন, যে নদীকে দেখেন তাহাকে যমুনা করিয়া মানেন এবং সেই স্থানে নৃত্য, গান এবং প্রেমাবেশে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগেন॥ ২৩॥

ভট্টাচার্য্য পথে গমন করিতে করিতে শাক মূল ফলপ্রভৃতি যেস্থানে যাহা প্রাপ্ত হয়েন, সেই সমুদায় সঙ্গে করিয়া লইয়া চলেন। যে গ্রামে থাকেন সেই গ্রামে যত জন ব্রাহ্মণ থাকেন, পাঁচ সাত জন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। তন্মধ্যে কেহ ভট্টাচার্য্যের নিকট অন্ন আনিয়া দেন, কেহ দধি, কেহ দুগ্ধ, কেহ ঘৃত ও কেহ বা খণ্ড (শর্করা) আনয়ন করেন। আর যেস্থানে ব্রাহ্মণ নাই তথায় মহৎ মহৎ শূদ্র জন আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করেন, ভট্টাচার্য্য বন্য-ব্যঞ্জন পাক করেন, বন্য-ব্যঞ্জনে মহাপ্রভুর মন আনন্দিত হয়। ভট্টাচার্য্য দুই চারি দিনের অন্ন নিকটে রাখেন, যেস্থানে শূন্যবন, লোকের বসতি নাই, তিনি সেইস্থানে সেই অন্ন পাক এবং ফল মূলের ব্যঞ্জন এবং নানাবিধ শাক পাক করেন, মহাপ্রভুর বন্য-ব্যঞ্জনে পরম সন্তোষ হয়, যে দিন মহাপ্রভু

বন্য-ব্যঞ্জনে। মহাসুখ পান যে দিনে রহেন নির্জনে ॥ ২৪ ॥ ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস। তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥ নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিন বার। দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে কাষ্ঠ অপার ॥ নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জনে গমন। সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন ॥২৫॥ শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলাঙ বহু দেশ। বনপথের সুখের সম নাহি লব লেশ ॥ কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল। বনপথে আনি মোরে এত সুখ দিল ॥ পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিল বিচার। মাতা গঙ্গা অবশ্য দেখিব এক বার ॥ ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন। ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন ॥ এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন। মাতা গঙ্গা

নির্জনে থাকেন, সেই দিবস মহাসুখ অনুভব করেন ॥ ২৪ ॥

ভৃত্যে যেমন সেবা করে তাহার ন্যায় ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর সেবা এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহন করিয়া গমন করেন। নির্ঝরের উষ্ণোদকে তিন বার স্নান, অনেক কাষ্ঠ হেতু দুই সন্ধ্যা অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ করেন, নিরন্তর মহাপ্রভু প্রেমাবেশে গমন করত সুখানুভব করিয়া কহিলেন ॥ ২৫ ॥

ভট্টাচার্য্য! শ্রবণ করুন, আমি বহু দেশ গিয়াছিলাম, বনপথে যে সুখ লাভ হইল কিঞ্চিৎ তাহার লব লেশও অন্য স্থানে দৃষ্ট হইল না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালু আমাকে অনেক কৃপা করিয়াছেন, বনপথে আনিয়া আমাকে এত সুখ অর্পণ করিলেন। আমি পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে বিচার করিয়াছিলাম, মাতা এবং গঙ্গাকে অবশ্য এক বার দর্শন করিব ও ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য মিলিত হইব এবং ভক্তগণ সঙ্গে বৃন্দাবন যাইব॥ এই ভাবনা করিয়া গৌড়দেশে গমন করিয়াছিলাম, তথায় মাতা, গঙ্গা ও

ভক্ত মিলি সুখী হইল হইল মন ॥ ২৬ ॥ ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে। লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল মোর সঙ্গে ॥ সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা। তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা ॥ কৃপার সাগর দীনহীন-দয়াময়। কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয় ॥ ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহাকে কহিল। তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥ ২৭ ॥ তেঁহ কহে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়। অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয় ॥ মুঞি ছার কোন্ মোরে সঙ্গে লঞা আইলা। কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা ॥ অধম কাকেরে কৈলে গরুড়-সমান। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৮ ॥

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে ১ শ্লোকস্য ব্যাখ্যারম্ভে

ভক্তগণের সহিত মিলিত হওয়ায় মন অতিশয় সুখী হইল ॥ ২৬ ॥

তখন ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আনন্দে বৃন্দাবন গমন করিলাম, ঐ সময়ে আমার সঙ্গে লক্ষকোটি লোক গমন করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখ দিয়া আমাকে শিক্ষা প্রদান করত যে যাত্রায় বিঘ্ন করিয়া বনপথে লইয়া আসিলেন। কৃপাসমুদ্র ও দীনহীনের প্রতি পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতিরেকে কোন সুখ লাভ হয় না। অনন্তর ভট্টাচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আপনকার অনুগ্রহে আমি সমুদায় সুখ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৭ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনি কৃষ্ণ, আপনি দয়াময়, আমি অধম জীব, আমার প্রতি সদয় হইলেন, আমি কোথাকার ছার, আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন, আমি অধম কাক, আমাকে যখন গরুড়ের সমান করিলেন, তখন আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও আপনি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভাবার্থদীপিকায় শ্রীমদ্ভাগবতের ১ শ্লোকের

৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যং ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥ ২৯ ॥

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন। প্রেমসেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৩০ ॥ এইমত নানা সুখে চলি আইলা কাশী। মণিকর্ণিকায় স্নান কৈল মধ্যাহ্নে আসি ॥ সে কালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান প্রভু দেখি হৈল কিছু সবিস্ময় জ্ঞান। পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস। নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥৩১॥ প্রভুর চরণ ধরি করয়ে রোদন। প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ॥ প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশন।

মূকমিতি। তং পরমানন্দমাধবং মহানন্দস্বরূপং গোবিন্দং অহং বন্দে অভিবাদয়ে ইত্যর্থঃ। যৎকৃপা যস্য মাধবস্য কৃপা কর্ত্রী মূকং বাক্যকথনে অসমর্থং বাচালং বাবদূকং করোতি। এবঞ্চ পঙ্গুং পাদাদিরহিতং গিরিং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে তদুত্তীর্ণং কারয়তি ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যারম্ভে ৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামির বাক্য যথা ॥

যাঁহার কৃপা মূক ব্যক্তিকে বাচাল ও পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করান, সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করি ॥ ২৯ ॥

এইরূপে বলভদ্রভট্টাচার্য্য প্রভুকে স্তব করেন এবং প্রেমসেবা করিয়া প্রভুর মন পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩০ ॥

এই প্রকারে নানা সুখে কাশী আগমনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে মণিকর্ণিকায় আসিয়া স্নান করিলেন। ঐ সময়ে তপনমিশ্র গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ বিস্ময় জ্ঞান হইল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন "ইনি সেই" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর তিনি প্রভুর চরণ ধরিয়া রোদন করিতে থাকিলে, প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তপনমিশ্র মহাপ্রভুকে

তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণ॥ ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা। সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইঞা॥ ৩২॥ প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান। ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈলা বহুত সম্মান॥ প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি গৃহে ভিক্ষা দিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল॥ ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন। মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥ প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা। প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা॥ মিশ্রের সখা তেঁহ প্রভুর পূর্ব্ব দাস। বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী বাস॥ আসি প্রভু পদে পড়ি করেন রোদন। প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি কৈলা আলিঙ্গন॥ ৩৩॥ চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা। আপনে আসিঞা ভৃত্যে দরশন দিলা॥ আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।

লইয়া গিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন, তাহার পর বিন্দুমাধবের চরণ দর্শন করাইয়া আনন্দচিত্তে প্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার সেবা করত বস্ত্র উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥

তদনন্তর মহাপ্রভুর চরণোদক সবংশে পান করিয়া বহুতর সম্মান পূর্ব্বক বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের পূজা করিলেন, তৎপরে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য-দ্বারা পাক করাইয়া মহাপ্রভুকে গৃহে ভিক্ষা দান করিলেন। মহাপ্রভু ভিক্ষা করিয়া শয়ন করিলে মিশ্রপুত্র রঘু পাদসম্বাহন করিতে লাগি-লেন। তদনন্তর তপনমিশ্র প্রভুর শেষান্ন সবংশে ভোজন করিলেন। প্রভু আগমন করিয়াছেন শুনিয়া চন্দ্রশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইনি মিশ্রের সখা এবং মহাপ্রভুর পূর্ব্ব দাস, বৈদ্যজাতি ও লিখনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীতে বাস করেন। এই ব্যক্তি আসিয়া প্রভুর পাদ-পদ্মে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলি-ঙ্গন করিলেন॥ ৩৩॥

মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে॥ ষড়্দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা। মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান্ কৃষ্ণকথা॥ নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন॥ শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন। দিনকত রহি তার ভৃত্য দুই জন॥ ৩৪॥ মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে। মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে॥ এই মত মহাপ্রভু দুই-ভৃত্যবশ। ইচ্ছা নাহি কাশীতে রহিলা দিন দশ॥ মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভুকে দেখিতে। প্রভু প্রেমরূপ দেখি হইলা বিস্মিতে॥ বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে। প্রভু কহে আজিহই-

তখন চন্দ্রশেখর কহিলেন, প্রভো! আমার প্রতি অতিশয় কৃপা-করা হইল, যে হেতু আপনি স্বয়ং আসিয়া দর্শন দিলেন, আপন প্রারব্ধে বারাণসী স্থানে অবস্থান করি, মায়া ব্রহ্ম শব্দ ব্যতিরেকে কর্ণে কিছু শুনিতে পাই না। ষড়্দর্শন ব্যাখ্যা ভিন্ন এখানে অন্য কথা নাই, মিশ্র কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করান, আমরা দুই জন নিরন্তর আপনকার চরণারবিন্দ চিন্তা করিয়া থাকি, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, দর্শন দান দিলেন। আমরা শুনিয়াছি আপনি বৃন্দাবন গমন করিবেন, কতক দিন থাকিয়া এই দুই জন ভৃত্যকে উদ্ধার করুন॥ ৩৪॥

অনন্তর মিশ্র কহিলেন প্রভো! আপনি যে পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিবেন, আমার গৃহ ভিন্ন অন্যত্র নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন না। এইরূপে মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশীভূত হইয়া ইচ্ছা না থাকিলেও দশ দিবস কাশীতে অবস্থিতি করিলেন॥ ৩৫॥

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রভুকে দেখিতে আসিয়া প্রভুর প্রেম ও রূপ দর্শন করত বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু প্রভু তাহা স্বীকার না করিয়া কহেন অদ্য আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে, এই মত প্রতি দিন বঞ্চনা করেন, সন্ন্যাসির ভয়ে নিমন্ত্রণ অঙ্গী-

য়াছে নিমন্ত্রণ ॥ এই মত প্রতি দিন করেন বঞ্চন । সন্ন্যাসির সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৩৬ ॥ প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিঞা । বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥ এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার । প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥ ৩৭ ॥ এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে । তাহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ॥ প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ । আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন ॥ যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ । সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন ॥ তাহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ । যেই তারে দেখে করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে । সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ৩৮ ॥ নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায় । নেত্রযুগে অশ্রুজল গঙ্গাধারা প্রায় ॥

কার করেন ॥ ৩৬ ॥

প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে উপবেশন পূর্ব্বক বহু শিষ্যগণ লইয়া বেদান্ত পাঠ করান, একজন ব্রাহ্মণ প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশানন্দের অগ্রে তাঁহার চরিত্র বর্ণন করত কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, জগন্নাথ হইতে একজন সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও প্রভাব বর্ণন করা দুঃসাধ্য । তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, কাঞ্চনসদৃশ বর্ণ, আজানুলম্বিত ভুজ ও পদ্ম চক্ষুঃ । ঈশ্বরের যে সমুদায় সল্লক্ষণ আছে, সে সকল তাঁহাতে দেখিতেছি, এ কথা বড় আশ্চর্য্য ! তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁহাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকে । ভাগবতে যে সকল মহাভাগবতের লক্ষণ শুনিয়াছি, সে সমুদায় তাঁহাতে প্রকাশ দেখিতেছি ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার জিহ্বা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিতেছে, নেত্রযুগলে গঙ্গাধারার ন্যায় অশ্রুজল পতিত হইতেছে, ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে

ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন। ক্ষণেকে হুঙ্কার যেন সিংহের গর্জ্জন ॥ জগৎ মঙ্গল তার কৃষ্ণচৈতন্য নাম। নাম রূপ গুণ তার সব অনুপম ॥ দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি। অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ॥ ৩৯ ॥ শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা। বিপ্রকে উপহাস করি কহিতে লাগিলা ॥ শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক। কেশবভারতীর শিষ্য লোকপ্রতারক ॥ চৈতন্য-নাম তার ভাবুকগণ লৈঞা। দেশে দেশে গ্রামে বলে নাচিয়া গাইয়া ॥ যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে। ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে ॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবর। শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ৪০ ॥ সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী। কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী ॥

রোদন ও ক্ষণে সিংহ গর্জনের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন। জগতের মঙ্গল স্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া তাঁহার নাম। তাঁহার নাম, রূপ ও গুণ সকলই নিরুপম। তাঁহার রীতি দেখিলে ঈশ্বর বলিয়া বোধ হইবে, এ অলৌকিক কথা শুনিলে প্রত্যয় হইবে না ॥ ৩৯ ॥

প্রকাশানন্দ শুনিয়া বহুতর হাস্যপূর্ব্বক বিপ্রকে উপহাস করিয়া কহিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি গৌড়দেশে একজন কেশবভারতীর শিষ্য লোকপ্রতারক ভাবুক সন্ন্যাসী আছে, তাহার নাম চৈতন্য, সে ভাবুকগণ লইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নৃত্য ও গান করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাকে যে দেখে, সে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া কহে, তাহার মোহনবিদ্যা এইরূপ তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রধান পণ্ডিত, শুনিতে পাই, তিনিও চৈতন্যের সঙ্গে পাগল হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

চৈতন্য নামমাত্র সন্ন্যাসী, এ ব্যক্তি মহা ঐন্দ্রজালিক, কাশীপুরে

বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ। উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥ ৪১॥ এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তাঁহা হৈতে উঠি গেল॥ প্রভু দরশনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন। প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া কহে বিবরণ॥ শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা। পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥ ৪২॥ তার আগে আমি যবে তোমার নাম লৈল। সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল॥ তোমা দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার। চৈতন্য চৈতন্য কহি কহে তিন বার॥ তিন বারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে। অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥ ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি। তোমা

ইহার ভাবকালী বিক্রয় হইবে না, তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, তাহার নিকট গমন করিও না, উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ইহলোক ও পরলোক দুই লোকই নষ্ট হয়॥ ৪১॥

এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন, মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহার মন পবিত্র হইয়াছে, দুঃখিত হইয়া প্রভুর অগ্রে সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিলেন। শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া রহিলেন, পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪২॥

প্রভো! প্রকাশানন্দের অগ্রে আমি যখন আপনকার নাম গ্রহণ করিলাম, তিনি আপনকার নাম জানেন আপনিই কহিলেন। আপনকার দোষ কহিতে নামের উচ্চারণ করেন, চৈতন্য চৈতন্য বলিয়া তিন বার নাম উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু তিন বারে তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হইল না, তিনি অবজ্ঞাতে নাম লইলেন শুনিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ইহার কারণ বলুন, কিন্তু আপনাকে

দেখি মোর মুখ বলে কৃষ্ণ হরি ॥ ৪৩ ॥ প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপ-রাধী। ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মা এই কহে নিরবধি ॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত সমান ॥ নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥ দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম্ম, নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ ৪৪ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে ঊনসপ্তত্যধিক-
দ্বিশতাঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং ॥

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বাভীষ্টদাতা যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ।

দেখিয়া আমার মুখ কৃষ্ণ হরি নাম উচ্চারণ করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, মায়াবাদী * কৃষ্ণাপরাধী হয়, সে নিরন্তর ব্রহ্ম, চৈতন্য ও আত্মা ইহাই বলিতে থাকে, অতএব তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম আগমন করেন না, "কৃষ্ণ নাম আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ" এই দুই এক রূপ হয়েন। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ এই তিন এক রূপ, তিনে ভেদ নাই তিনিই চিদানন্দস্বরূপ †। দেহ, দেহী, নাম ও নামী কৃষ্ণে এ সকল ভেদ নাই। নাম, দেহ ও স্বরূপের যে ভেদ তাহা জীবের ধর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসের একাদশবিলাসে ঊন-
সপ্তত্যধিকদ্বিশতাঙ্কধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচন যথা ॥

নাম নামিতে অভেদপ্রযুক্ত কৃষ্ণনাম রূপ চিন্তামণি চৈতন্য রসমূর্ত্তি,

* যে মায়াকে প্রধানরূপে বর্ণনা করে তাহাকে মায়াবাদী বলে ॥

† চিৎশব্দে জ্ঞান ও আনন্দশব্দে অনবচ্ছিন্ন প্রেমাস্পদীভূত সুখ, ইহাই যাহার স্বরূপ অর্থাৎ নিজরূপ ॥

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ৪৫ ॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥ ৪৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং নবাধিকশতশ্লোকে ॥

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি। তস্য কৃষ্ণত্বে হেতুঃ অভিন্নত্বাদিতি। একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূতমিত্যর্থঃ ॥

হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। নামচিন্তামণিরিতি। কৃষ্ণো নাম চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ সেবকস্য চিন্তিতার্থপ্রদত্বাৎ। কৃষ্ণনাম্নঃ স্বরূপমাহ চৈতন্যেত্যাদি। বিশেষণচতুষ্কেঽপি নাম্ন বিশেষণং পুংস্ত্বং। যথা। নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং। অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং স্মৃতমাত্র এব। ইতি পাণ্ডবগীতায়ামিন্দ্রবচনং ॥ ৪৫ ॥

দুর্গমসঙ্গমনীনাং সেবোন্মুখে হীতি। সেবোন্মুখে ভগবৎস্বরূপতন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতং। নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্

পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্তস্বরূপ ॥ ৪৫ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণনাম, দেহ ও বিলাস এ সমুদায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না, ইহা স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আপনা হইতে প্রকাশ পায়েন। অপর কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণের লীলাসমূহ কৃষ্ণের স্বরূপের তুল্য সমস্তই চিদানন্দ ॥ ৪৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহরীতে ১০৯ শ্লোকে যথা ॥

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সকলের গ্রাহ্য হইতে পারে না, তবে যে সাধারণ জনকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, ভগবন্নামাদি গ্রহণে রসনাদি ইন্দ্রিয়গণ উন্মুখ হইলে

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ইতি॥ ৪৭॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দলীলারস। ব্রহ্মজ্ঞানি আকর্ষিঞা করে নিজ বশ॥ ৪৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ-
শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যং॥

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলা কৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ ৪৯॥

মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার। ইতি। তথা গজেন্দ্রস্য। জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মন্যনুশিক্ষিতমিতি॥ ৪৮॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১২। ১২। ৫২। শ্রীগুরুং নমস্করোতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপি অজিতস্য রুচিরাভিলীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য সঃ তত্ত্বদীপঃ পরার্থপ্রকাশকং শ্রীভাগবতং যো ব্যতনুত তং নতোঽস্মি॥ ৮॥

নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ৪৭॥

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস ব্রহ্মজ্ঞানাদি আকর্ষণ করিয়া নিজের বশীভূত করেন॥ ৪৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে শৌনকাদির
প্রতি শ্রীসূতগোস্বামির বাক্য যথা॥

স্বীয়সুখে পূর্ণচিত্ত, অন্যভাব বর্জিত, ভগবান্ অজিতের রুচির লীলায় আকৃষ্টচিত্ত যে ঋষি এই তত্ত্বপ্রদীপ পুরাণসংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে প্রণাম করি॥ ৪৯॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ ৫০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে
শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যং ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ *

এহো সব রহু কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে। আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ-
শ্লোকে দেবগণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণ ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ স্বরূপ অতএব ঐ গুণ আত্মারামের মনকে আকর্ষণ করে ॥ ৫০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে
১০ শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতবাক্য যথা ॥

সূত কহিলেন, আত্মারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥ ৫১ ॥

এ সকল কথা থাকুক শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দসম্বন্ধীয় তুলসীর গন্ধে আত্মারামের মন হরণ করেন ॥ ৫২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে
৪৩ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

---

* ইহার টীকা মধ্যখণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদের ২০৭ পৃষ্ঠায় ১৭৩ শ্লোকে আছে ॥

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী-মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৫৩ ॥

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে। মায়াবাদিগণ যাতে মহা-বহির্মুখে ॥ ভাবকালী বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে। গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে ॥ ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব। অল্প স্বল্প মূল্য লঞা ইহাঞি বেচিব ॥ এত বলি সেই

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ১৫। ৪৩। স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ তস্য পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রিতা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ, স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ। অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি। সংক্ষোভং চিত্তেহতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চং ॥ ক্রমসন্দর্ভে। অত্র পদয়োররবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ং। অরবিন্দতুলস্যোশ্চ তদানীং বনমালাস্থিতে এব জ্ঞেয়ে। অস্তু তাবদ্ভগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষোভকারিত্বং তৎসম্বন্ধিনো বায়োরপীতি ভাবঃ। ৫৩ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দনয়ন ভগবানের বনমালাস্থিত পদারবিন্দবিলম্বি-কিঞ্জল্ক-মিশ্রিতা তুলসীর মকরন্দ বায়ু তাঁহাদিগের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইল, তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি তাঁহাদিগের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাঞ্চ হইল ॥ ৫৩ ॥

এই জন্য তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম আগমন করেন না, যে হেতু মায়াবাদিগণ মহাবহির্মুখ হয়, আমি ভাবকালী অর্থাৎ ভাবুকত্ব বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কাশীপুরে আগমন করিয়াছি, এস্থানে গ্রাহক নাই বিক্রয় হয় না, পুনর্ব্বার গৃহে লইয়া যাইব। আমি গুরুতর বোঝা লইয়া আসিয়াছি, কিরূপে লইয়া যাইব, যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে এই স্থানেই বিক্রয় করিব। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকার পূর্ব্বক প্রাতঃ-

বিপ্রে আত্মসাৎ করি। প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ৫৪ ॥ সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল। দূরে হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিঞা। প্রভুর গুণ গান করে আনন্দে বসিঞা ॥ ৫৫ ॥ প্রয়াগে আসিঞা প্রভু কৈলা বেণীস্নান। মাধব দেখিয়া তাঁহা কৈল নৃত্য গান ॥ যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিঞা। অস্ত্যেব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ৫৬ ॥ এই মত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা। কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ মথুরা চলিতে পথে যাঁহা রহি যায়। কৃষ্ণনাম প্রেম দিঞা লোকেরে নাচায় ॥ পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা। পশ্চিমদেশ

কালে উঠিয়া মথুরায় যাত্রা করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তখন তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, আর সেই ব্রাহ্মণ এই তিন জন মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে লাগিলে মহাপ্রভু দূর হইতে ঐ তিন জনকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, মহাপ্রভুর বিরহে তিনজন একত্র হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আনন্দচিত্তে মহাপ্রভুর গুণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

এদিকে মহাপ্রভু প্রয়াগ আগমন করিয়া বেণীতে স্নান এবং মাধব দর্শনপূর্ব্বক তথায় নৃত্য ও গান করিলেন, তৎপরে যমুনা দেখিয়া প্রেমে তাহাতে লম্ফ দিয়া পতিত হইলে, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া উঠাইলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু তিন দিবস প্রয়াগে অবস্থিতিপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম ও প্রেম দিয়া লোক সকলকে নিস্তার করিলেন, মথুরা যাইতে যাইতে যে স্থানে অবস্থিতি করেন, কৃষ্ণনাম ও প্রেম দিয়া লোকদিগকে নৃত্য করান পূর্ব্বে যেমন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তার করিয়াছিলেন সেই প্রকার সমুদায় পশ্চিম দেশ বৈষ্ণব করিলেন। পথে যাইতে যাইতে যে স্থানে,

তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥ পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন। তাঁহা ঝাঁপ দিঞা পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ৫৭ ॥ মথুরা নিকট আইলাম মথুরা দেখিঞা। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা ॥ মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তি তীর্থ স্নান। জন্মস্থান কেশব দেখি করিল প্রণাম ॥ প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার। প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ৫৮ ॥ এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া। প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈঞা ॥ দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকোলি। হরি কৃষ্ণ কহ দুঁহে বলে বাহু তুলি ॥ ৫৯ ॥ মথুরা আইলা কৃষ্ণ কোলাহল হৈল। কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ লোক কহে প্রভু দেখি হইঞা বিস্ময়। এরূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥

যমুনা দর্শন হয়, প্রেমে অচৈতন্য হইয়া তথায় ঝাঁপ দিয়া পতিত হয়েন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর মথুরার নিকট আগমন করিয়া মথুরা দর্শন করত প্রেমাবিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, তৎপরে মথুরা দর্শনপূর্ব্বক বিশ্রান্তি-তীর্থে (বিশ্রামঘাটে) স্নান করত জন্ম স্থান এবং দেখিয়া প্রণাম করিলেন। পরে প্রেমাবেশে নৃত্য, গান ও ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে থাকিলে প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া লোকের চমৎকার বোধ হইল ॥ ৫৮ ॥

ঐ সময়ে এক জন ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক পতিত হইয়া প্রেমে আবিষ্ট হওত প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দুই জন প্রেমে নৃত্য করিতে করিতে কোলাকোলি এবং বাহু তুলিয়া "হরি কৃষ্ণ কহ" এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা আসিলেন বলিয়া কোলাহল হইল, কেশবের সেবক প্রভুকে মালা পরিধান করাইলেন। লোক সকল প্রভুকে দর্শন করিয়া বিস্ময় চিত্তে কহিতে লাগিল, এরূপ প্রেম কখন লৌকিক

দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈঞা। হাসে নাচে কান্দে গায় কৃষ্ণনাম লঞা॥ সর্ব্বথা নিশ্চয় ইহঁ কৃষ্ণ অবতার। মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥ ৬০॥ তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া। তাহাকে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিঞা॥ আচার্য্য সরল তুমি বৃদ্ধব্রাহ্মণ। কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥ ৬১॥ বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী॥ কৃপা কহি তেঁহ মোর নিলয়ে রহিলা। মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥ গোপালপ্রকট-সেবা কৈলা মহাশয়। অদ্যাপিহ সেই সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥ ৬২॥ শুনি প্রভু কৈলা তাঁর চরণ বন্দন। ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িল ব্রাহ্মণ॥

নহে। যাঁহাকে দেখিয়া লোক সকল প্রেমে মত্ত হওত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া হাস্য, রোদন ও গান করিতেছে, সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চয় ইনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, লোক নিস্তার করিতে মথুরায় আগমন করিয়াছেন॥৬০॥

তখন মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া নির্জ্জনে উপবেশন করত তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি আচার্য্য, সরল ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কাহার নিকট হইতে আপনি এই প্রেমধন প্রাপ্ত হইলেন॥ ৬১॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরা নগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে অবস্থিতি করত আমাকে শিষ্য করিয়া আমার হস্তে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মহাশয় গোপাল প্রকটিত করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন, অদ্যাপি সেই সেবা গোবর্দ্ধনে অবস্থিত আছেন॥ ৬২॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, ভয় পাইয়া

প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়। গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়॥ ৬৩॥ শুনিয়া বিস্ময় বিপ্র কহে ভয় পাঞা। ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইঞা॥ কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি। মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর হেন জানি॥ কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ। তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥ ৬৪॥ তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল। শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥ তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে। আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥ ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন। তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন॥ পুরীগোসাঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা। মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ

সেই ব্রাহ্মণও মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন, তখন মহাপ্রভু কহিলেন, আপনি আমার গুরু, আমি শিষ্যপ্রায়, গুরু হইয়া শিষ্যকে নমস্কার করা উপযুক্ত হয় না॥ ৬৩॥

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভীত হওত সবিস্ময়ে কহিলেন, প্রভো! আপনি সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে এ কথা কহিলেন কেন? কিন্তু আপনকার প্রেম দেখিয়া আমি মনে অনুমান করিতেছি, আপনি যেন মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধারণ করেন, যেস্থানে তাঁহার সম্বন্ধ সেই স্থানেই কৃষ্ণপ্রেম তাঁহা ব্যতিরেকে কোন স্থানে এ প্রেমের গন্ধ নাই॥ ৬৪॥

তখন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে সম্বন্ধ কহিলেন, ব্রাহ্মণ শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ প্রভুকে লইয়া নিজগৃহে আগমন করত আপন ইচ্ছানুসারে প্রভুর নানাবিধ সেবা করিতে লাগিলেন, ভিক্ষার জন্য ভট্টাচার্য্য রন্ধন করাইলে তখন মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন, পুরীগোস্বামী আপনকার নিকট ভিক্ষা করিয়াছেন, আপনি আমাকে

সেই মোর শিক্ষা॥ ৬৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ৬৬॥

যদ্যপি সনৌড়িয়াজাতি হয় সে ব্রাহ্মণ। সনৌড়িয়ার ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥ তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার। শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥ মহাপ্রভু যদি তাঁরে ভিক্ষা মাগিল। দৈন্য করি সেই বিপ্র প্রভুরে কহিল॥ তোমারে ভিক্ষা দিব এই ভাগ্য সে

কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তদাহ যদ্যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎপ্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি॥ ৬৬॥

ভিক্ষা দিউন, তাহাতেই আমার শিক্ষা হইবে॥ ৬৫॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভগবদ্গীতার ৩ অধ্যায়ে ৩১॥
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা॥

শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইতর লোক সকল তাঁহার অনুকরণ করে, তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়॥ ৬৬॥

যদিচ সেই ব্রাহ্মণ সনৌড়িয়াজাতি হয়, সনৌড়িয়ার গৃহে সন্ন্যাসী ভোজন করে না, তথাপি পুরীগোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবাচার দেখিয়া তাঁহাকে শিষ্য করত তাঁহার ভিক্ষা অঙ্গীকার করিয়াছেন। যখন মহাপ্রভু তাঁহাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপ-

আমার। তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥ দুর্ম্মুখ লোক তোমার করিবে নিন্দন। সহিতে নারিব সেই দুষ্টের বচন॥ ৬৭॥ প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ। সব এক মত নহে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন॥ ধর্ম্ম-স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার। পুরীগোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্মসার॥৬৮॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী-
প্রকরণধৃতহেমাদ্রিনিবন্ধীয়ব্যাসবচন,॥

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

তর্ক ইতি। তর্কঃ শাস্ত্রবিশেষঃ। অপ্রতিষ্ঠঃ কেবলং বাদানুবাদরূপঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা মাস্তীত্যর্থঃ। শ্রুতয়ো বেদাদয়ো বিভিন্নাঃ পৃথক্ পৃথক্ মতান্বিতাঃ। অসৌ ঋষির্ন স্যাৎ যস্য মুনের্ভিন্নং মতং ন ভবেৎ। স আচার্য্যঃ ধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা ন স্যাৎ। অতএব নিশ্চিতঃ ধর্ম্মস্য

নাকে যে আমি ভিক্ষা দিব, ইহা আমার সৌভাগ্য, আপনি ঈশ্বর, আপনার বিধি ব্যবহার নাই, দুর্ম্মুখ লোক সকল আপনকার নিন্দা করিবে, আমি সেই দুষ্টদিগের বাক্য সহ্য করিতে পারিব না॥ ৬৭॥

প্রভু কহিলেন, শ্রুতি, স্মৃতি ও যত ঋষিগণ সকলের এক মত নহে, তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, সাধুদিগের ব্যবহার ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত হয়, পুরীগোস্বামির যে আচরণ তাহাই ধর্ম্মের মধ্যে সার জানিতে হইবে॥৬৮

এই বিষয়ের প্রমাণ একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধা একাদশী-
প্রকরণধৃত হেমাদ্রিনিবন্ধীয় ব্যাসবচন যথা॥

তর্কের অপ্রতিষ্ঠা আছে, শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নহে, তাঁহাকে ঋষিই বলা যায় না, ধর্ম্মের তত্ত্ব (যাথার্থ) গুহার মধ্যে নিহিত আছে অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব কেহই জানে না, মহাজন যে দিকে

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ৬৯ ॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ লক্ষসংখ্য লোক আইল নাহিক গণন। বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন ॥ বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি। প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ৭০ ॥ যমুনার চব্বিশঘাটে প্রভু কৈল স্নান। সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর। মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল ॥ ৭১ ॥ বন দেখিবারে যদি প্রভু মন

ধর্ম্মসংস্থাপনস্য তত্ত্বং ইদং ন করণীয়ং। গুহায়াং পর্ব্বতকন্দরায়াং নিহিতং ন প্রাপ্যং স্যাৎ। যেন পথা মহাজনঃ ধর্ম্মাচার্য্যঃ গতঃ প্রাপ্তঃ স এব পন্থাঃ সাধুমার্গঃ আশ্রয়ণীয়ো ভবেদিতি ॥৬৯

গমন করিয়াছেন তাহাকেই পথ জানিবে অর্থাৎ সেই পথে গমন করিলে কখন বিঘ্ন ঘটিবে না ॥ ৬৯ ॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন, অনন্তর মধুপুরীর লোক সকল প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিল। লক্ষসংখ্যক লোক আসিল তাহার গণনা নাই, মহাপ্রভু বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। এবং বাহু উত্তোলন করিয়া হরিবল হরিবল বলিতে থাকিলে, লোক সকল প্রেমে মত্ত হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল ॥৭০॥

অনন্তর মহাপ্রভু যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে তীর্থ সকল দর্শন করাইতে লাগিলেন। যথা—স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম ঘাট দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা ও গোকর্ণ প্রভৃতি সকল স্থান দর্শন করিলেন ॥ ৭১ ॥

কৈল। সেই ত ব্রাহ্মণ তবে নিজসঙ্গে লৈল॥ মধু তাল কুমুদ বহুলা বন গেলা। তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া। প্রভুকে বেঢ়য়ে আসি হুঙ্কার করিঞা॥ ৭২॥ গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে। বাৎসল্যে গাভীগণ চাটে প্রভুর অঙ্গে॥ সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গকণ্ডুয়ন। প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ। কষ্টস্বষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল। প্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগীপাল॥ মৃগ মৃগী মুখ দেখে প্রভুর অঙ্গ চাটে। ভয় নাহি করে সঙ্গে চলি যায় বাটে॥ ৭৩॥ শুক পিক ভৃঙ্গ প্রভু দেখি পঞ্চম গায়। শিখিগণ নৃত্য করে প্রভু আগে যায়॥ প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ

মহাপ্রভু যখন বন দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। ক্রমে মধুবন, তালবন ও বহুলাবনে গমন করিয়া, সেই সেই স্থানে স্নান করত প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। পথে গাভী সকল চরিতে ছিল প্রভুকে দর্শন করিয়া হুঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে আসিয়া প্রভুকে বেষ্টন করিল॥ ৭২॥

প্রভু গাভী দেখিয়া প্রেমের তরঙ্গে স্তব্ধপ্রায় হইলেন, গাভীগণ বাৎসল্যভরে প্রভুর অঙ্গ চাটিতে (লেহন করিতে) লাগিল। প্রভু সুস্থ হইয়া গাভীগণের অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলে, ধেনুবৃন্দ প্রভুকে ত্যাগ না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, কষ্টেস্বষ্টে গোপগণ ধেনু সকলকে রক্ষা করিল, তৎপরে মহাপ্রভুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া যূথে যূথে মৃগীগণ আসিয়া উপস্থিত হইল, মৃগ মৃগী সকল প্রভুর অঙ্গ চাটিতে লাগিল এবং ভয় না করিয়া পথে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল॥ ৭৩॥

অনন্তর শুক, পিক (কোকিল) ভ্রমর প্রভুকে দর্শন করিয়া পঞ্চম-

লতাগণ । অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রুবরিষণ ॥ ফল ফুলে ভরি ডাল পড়ে প্রভুর পায় । বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায় ॥ ৭৪ ॥ প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম । আনন্দিত বন্ধু যৈছে দেখি বন্ধুগণ ॥ তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে । সবা সঙ্গে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥ প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে আলিঙ্গন । পুষ্প আদি ধ্যানে করে কৃষ্ণ সমর্পণ ॥ অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে । কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চস্বরে ॥ ৭৫ ॥ স্থাবর জঙ্গম মেলি করে কৃষ্ণধ্বনি । প্রভুর গম্ভীর স্বরে যৈছে প্রতিধ্বনি ॥ মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন । মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন ॥ বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন । তাহা দেখি

স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল । তৎপরে বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ অঙ্কুরচ্ছলে পুলক ও মধুচ্ছলে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, বৃক্ষেরশাখা সকল ফলফুলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইল, বন্ধু দেখিয়া বন্ধু যেমন উপঢৌকন লইয়া যায় তদ্রূপ ॥ ৭৪ ॥

বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকল মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বন্ধুগণ যেমন বন্ধুকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, তাহার ন্যায় আনন্দানুভব করিল । যে যাহা হউক, মহাপ্রভু তাহাদিগের প্রীতি অবলোকন করিয়া তাহাদিগের বশীভূত হওত সকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু প্রতি বৃক্ষ লতাকে আলিঙ্গন করত তাহাদিগের পুষ্প প্রভৃতি ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলেন । ঐ সময়ে অশ্রু, কম্প, পুলক ও প্রেমে মহাপ্রভুর শরীর অস্থির হইল এবং তিনি উচ্চস্বরে কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

স্থাবর জঙ্গম সকল মিলিত হইয়া কৃষ্ণধ্বনি করিতেছে, মহাপ্রভুর গম্ভীর স্বরেতে যেন প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল । মহাপ্রভু মৃগের গলা

প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে। প্রভুকে শুনাইঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে ॥ ৭৬ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে ঊনত্রিংশ শ্লোকে
শারিকাং প্রতি শুকবাক্যং ॥

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারেপরার্দ্ধং গুণাঃ।

হৃদি শ্রীগৌরাঙ্গস্য প্রেরণয়া শুকপক্ষী শ্রীকৃষ্ণস্য গুণং স্বয়ং বর্ণয়তি। সৌন্দর্য্যং ললনালীতি। অয়মস্মাকং প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণো বিশ্বং জগৎ অবতাৎ রক্ষতু। প্রভুঃ কিম্ভূতঃ। বিশ্বজনীনকীর্ত্তির্বিশ্বজনানাং ব্যাপিনী কীর্ত্তির্যশো যস্য সঃ যথা গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীতি দিক্। পুনঃ কিম্ভূতঃ জগন্মোহনঃ। জগন্মোহনে হেতুমাহ। অহো পরমাদ্ভুতং সর্ব্বজনানাং অনুরঞ্জনং শীলং স্বভাবো যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ললনালীনাং ব্রজাঙ্গনাসমূহানাং ধৈর্য্যদলনং ধীরতা-

---

ধরিয়া রোদন করিতেছেন, তাহাতে মৃগের অঙ্গে পুলক ও নয়নে অশ্রু পতিত হইতে লাগিলে। বৃক্ষশাখায় শুক শারিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইল। শুক শারিকা উড়িয়া আসিয়া প্রভুর হস্তে পতিত হইল এবং প্রভুকে শুনাইয়া কৃষ্ণের গুণগ্রথিত শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ ৭৬ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ২৯ শ্লোকে শারিকার প্রতি
শুকেরবাক্য যথা ॥

শুক কহিল, হে শারিকে! যাঁহার সৌন্দর্য্য নিখিল ললনাকুলের ধৈর্য্যধন হরণ করে, যাঁহার লীলা রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনকে কন্দুকিত অর্থাৎ বালকদিগের ক্রীড়নক (গেণ্ডুক) রূপে বিধান করিয়াছে, যাঁহার গুণগণ

শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ৭৭ ॥

শুকবাক্য শুনি শারী করে রাধিকাবর্ণন ॥ ৭৮ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে ত্রিংশৎ শ্লোকে
শুকং প্রতি শারিকাবাক্যং ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী ।

ভঙ্গ সৌন্দর্য্যং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ। রমা লক্ষ্মীস্তস্যা অস্তনী ক্ষোভকারিণী লীলা যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ। কন্দুকিতঃ গোবর্দ্ধনঃ ক্রীড়ার্থঃ পুষ্পগুচ্ছ ইব কৃতো যেন তাদৃশং বীর্য্যং বলং যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ। পারেপরার্দ্ধ পরার্দ্ধসংখ্যায়াঃ পারে অতীতে অমলাঃ দোষরহিতাঃ গুণাঃ যস্যেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বগুণাকরত্বং শারিকাহ শ্রীরাধিকেতি। প্রিয়তা। বিষয়ানুকূল্যাত্মক-স্তদানুকূল্যানুগততৎস্পৃহা তদনুভবহেতুকোল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা। স্বরূপতা অসাধারণসৌন্দর্য্যতা। কিম্বা স্বং আত্মানং রূপ্যতে নিরূপ্যতে যেন তৎস্বরূপং মহাভাবস্বরূপ-মিতি যাবৎ তস্য ভাবঃ স্বরূপতা। মহাভাবো যথা। দেবী কৃষ্ণময়ীত্যাদি তন্ময়তা তৎস্ফূর্ত্তেঃ অন্যাস্ফূর্ত্তিরিতি যাবৎ। বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইবেত্যাদি। সুশীলতা শোভনং শীলং স্বভাবঃ চিত্তনৈশ্চল্যং বা যস্যাঃ সা সুশীলতা। নর্ত্তনগানচাতুরী নর্ত্তনস্য গানস্য তয়োশ্চাতুরী বৈদগ্ধী পাদন্যাসৈর্ভ্রূবিধুতৈত্যাদি প্রসিদ্ধেঃ। কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীর

পরার্দ্ধসংখ্যার অধিক অর্থাৎ অনন্ত, যাঁহার স্বভাব জনসকলের সুখ বিস্তার করিতেছে এবং যাঁহার কীর্ত্তি সমস্ত বিশ্বজনের হিতবিধান করি-তেছে, সেই আমাদের স্বামী জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বকে রক্ষা করুন ॥ ৭৭ ॥

শুকের বাক্য শুনিয়া শারিকা শ্রীরাধার বর্ণন করিতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

উক্ত প্রকরণের ৩০ শ্লোকে যথা ॥

শারিকা কহিল, শুক ! শ্রীরাধিকার প্রিয়তা (প্রেম), সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্য ও গানের চাতুরী, গুণশ্রেণীরূপ সম্পত্তি এবং কবিতা

গুণালি সম্পৎকবিতা চ রাজতে জগম্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥৭৯

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন ॥ ৮০ ॥

তথাহি উক্ত প্রকরণে গ্রন্থকারবর্ণিতং শ্লোকদ্বয়ং ॥

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।

বিহারী ব্রজনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ৮১ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস ॥ ৮২ ॥

মিশ্রিতাঃ। উদ্নিনো ইত্যাদি প্রসিদ্ধেশ্চ। গুণালিসম্পৎ গুণানাং আলিঃ শ্রেণী সৈব সম্পৎ সম্পদ্রূপা অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণা ইত্যাদি। কবের্ভাবঃ কবিতা। বা কবিতা অলৌকিক কাব্যবক্তৃতা কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং যথা বামবাহুকৃতবামকপোলো বলিতভ্রূর-ধরার্পিতবেণুমিত্যারভ্য যাবদধ্যায়সমাপ্তীতি জ্ঞেয়ং। রাজতে বিরাজতে। রাজতে ইত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনীতি যষ্ঠ্যাং বিশেষ্যপদানাং সাধ্যত্বয়া বিশেষণং জ্ঞেয়ং ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বগুণশালিত্বং শ্রুত্বা শারিকাং সম্বোধ্য শুকপক্ষী পুনরাহ বংশীধারীতি। হে শারিকে স প্রসিদ্ধো মদনমোহনো জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং। বংশীধারীত্যাদিবিশেষণ-ত্রয়েণ এতদভিব্যক্তং বংশীধারীত্যনেন শ্রীনারায়ণতোঽপি গুণবৈশিষ্ট্যমুক্তং। জগন্নারীচিত্ত-হারীত্যনেন সৌন্দর্য্যাতিশয়ত্বং দর্শিতং বিহারী গোপনারীভিরিত্যনেন লীলাতিশয়ত্বং সূচিত-মিতি ভাবঃ ॥ ৮১ ॥

অর্থাৎ পাণ্ডিত্য, জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৭৯ ॥

পুনর্ব্বার শুক কহিল, শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন ॥ ৮০ ॥

উক্ত প্রকরণের গ্রন্থকার বর্ণিত শ্লোকদ্বয় যথা ॥

শুক কহিল, হে শারিকে! যিনি বংশীধারী, যিনি জগন্মধ্যস্থ নারী-কুলের চিত্তহরণ করেন এবং যিনি ব্রজনারীদিগের সহিত বিহার করেন, সেই মদনমোহন জয়যুক্ত হউন ॥ ৮১ ॥

পুনর্ব্বার শারিকা পরিহাসপূর্ব্বক কহিল ॥ ৮২ ॥

তথাহি তত্রৈব ॥

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।

অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥ ৮৩ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় উল্লাস ॥

শুকশারী উড়ি পুন গেলা বৃক্ষডালে। ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ৮৪ ॥ ময়ূরকণ্ঠ দেখি কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥ প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেই ত ব্রাহ্মণ। ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥ অস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস। জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ

শুকপক্ষিণোক্তং শ্রীকৃষ্ণস্য মদনমোহনত্বং শ্রুত্বা শ্রীরাধায়া সহ মদনমোহনত্বং বক্তুং পুনঃ শারিকাহ রাধাসঙ্গে ইতি। যদা যস্মিন্ সময়ে রাধয়া সহ ভাতি দীপ্তিং করোতি তদা তস্মিন্নেব সময়ে মদনস্য কন্দর্পস্য মোহনঃ অর্থাৎ মদনঃ মুগ্ধং কৃতবানিত্যর্থঃ। অন্যদা শ্রীরাধায়াঃ সঙ্গং বিনান্যসময়ে বিশ্বমোহো বিশ্বমোহনোঽপি সন্ স্বয়ং মদনেন কন্দর্পেণ মোহিতঃ। ইত-স্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানস ইতি স্মরণাৎ ॥ ৮৩ ॥

উক্ত প্রকরণে যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সঙ্গে শোভা পান, তখনই তিনি মদনমোহন, শ্রীরাধার সঙ্গরহিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমোহন হইয়াও স্বয়ং মদনকর্ত্তৃক বিমোহিত হয়েন ॥ ৮৩ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর বিস্ময় ও উল্লাস হইল, শুক শারী পুনর্ব্বার বৃক্ষের শাখায় উড়িয়া গেলে মহাপ্রভু কুতূহল সহকারে ময়ূরের নৃত্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

তৎপরে ময়ূরের কণ্ঠ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কান্তি স্মরণ হওয়ায় প্রেমাবেশে ভূমিতে পতিত হইলেন, তখন মহাপ্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সেই সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার সন্তোষ সাধন করিবার নিমিত্ত তদীয় বহির্বাস বস্ত্র লইয়া অঙ্গে জলসেক ও বস্ত্রদ্বারা বায়ু

করি। চেতন পাইঞা প্রভু যায় গড়াগড়ি॥ কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল। ভট্টাচার্য্য প্রভুকে কোলে করি সুস্থ কৈল॥ ৮৫॥ কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গর গর মন। বোল বোল বলি উঠি করেন নর্ত্তন॥ ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়। নাচিতে নাচিতে প্রভু পথে চলি যায়॥ ৮৬॥ প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত। প্রভুর রক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য চিন্তিত॥ ৮৭॥ নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন। বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥ সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরাদর্শনে। লক্ষগুণ প্রেম হৈল ভ্রমে যবে বনে॥ অন্যদেশে প্রেম উথলে বৃন্দাবন নামে। সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥ প্রেমে গর গর মন রাত্রি দিবসে।

করিতে লাগিলেন, তৎপরে তাঁহার কর্ণে উচ্চ করিয়া কৃষ্ণনাম কহিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু চেতন পাইয়া গড়াগড়ি অর্থাৎ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম বনে অঙ্গসকল ক্ষত বিক্ষত হইল, ভট্টাচার্য্য প্রভুকে ক্রোড়ে লইয়া সুস্থ করিলেন॥ ৮৫॥

কৃষ্ণাবেশে মহাপ্রভুর মন গর গর অর্থাৎ ব্যাকুল হইল, বল বল বলিয়া গাত্রোত্থান করত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন ভট্টাচার্য্য আর সেই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণনাম গান এবং নৃত্য করিতে করিতে পথে প্রভুর সঙ্গে চলিতে লাগিলেন॥ ৮৬॥

সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রভুর রক্ষা নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন॥ ৮৭॥

নীলাচলে মহাপ্রভু মন যেরূপ প্রেমাবিষ্ট ছিল, বৃন্দাবন যাইতে পথে তাহার শতগুণ, মথুরাদর্শনে, ঐ প্রেম সহস্রগুণ এবং বনভ্রমণে লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হইল। অন্য দেশে থাকিয়া যখন বৃন্দাবননামে প্রেমউচ্ছলিত হয়, এক্ষণে সেই বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতেছেন। দিবারাত্র মন প্রেমে অভি-

স্নান ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ৮৮ ॥ এত মত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার-বন। একত্র নিখিল সব না যায় বর্ণন ॥ বৃন্দাবনে হৈল যত প্রেমের বিকার। কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ॥ তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ। উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে। যার যত শক্তি সেই পাথারে সাঁতারে ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

ভূত হেতু অভ্যাস বশতঃ স্নান ও ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন ॥ ৮৮ ॥

মহাপ্রভু যে পর্য্যন্ত দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিলেন, সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রেম, এক স্থানের কথা লিখিলাম, সকল স্থানের বর্ণন করা দুঃসাধ্য, যদি অনন্তদেব কোটি গ্রন্থে তাহার বিস্তার লিখেন, তথাপি তাহার এক কণাও লিখিতে সমর্থ হয় না, আমি কেবল উদ্দেশ করিবার নিমিত্ত তাহার দিগ্‌দর্শন করিতেছি। চৈতন্যলীলারূপ পাথারে অর্থাৎ জলপ্লাবনে জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে, যাহার যত শক্তি সে তত সন্তরণ করিতে পারে। শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে বৃন্দাবনগমন নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবিলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে। আরিটগ্রামে আসি-বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥ আরিটে রাধাকুণ্ডবার্ত্তা পুছে লোক স্থানে। কেহ নাহি কহে সেই ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৩ ॥ তীর্থলোপ জানি প্রভু

বৃন্দাবন ইতি। শ্রীগৌরাঙ্গো বৃন্দাবনে পরিতঃ সর্ব্বত্র অভ্রমৎ ভ্রমিতবান্। কিং কুর্ব্বন্ স্থিরচরান্ স্থাবরজঙ্গমান্ স্বস্যাবলোকনৈঃ করণৈঃ নন্দয়ন্ তেষাং দর্শনাৎ আত্মানঞ্চানন্দয়ন্নিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গৌরাঙ্গদেব স্বীয় অবলোকনদ্বারা স্থাবর জঙ্গমকে তথা আপনাকে বৃন্দাবন দর্শনদ্বারা আনন্দ প্রদান করত সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয় হউক, গৌরচন্দ্রের জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে আরিটগ্রামে আগমন করিলে ঐ স্থানে তাঁহার অকস্মাৎ বাহ্য হইল, আরিটগ্রামের লোক সকলের নিকট রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ বলিতে পারিল না এবং সেই ব্রাহ্মণও তাহা অবগত নহেন ॥ ৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ মহাপ্রভু তীর্থলোপ জানিয়া দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্। দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥ দেখি সব গ্রামী লোকের বিস্ময় হৈল মন। প্রভু প্রেমে করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥ সর্ব্বগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী। তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী॥ ৪॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে একচত্বারিংশাঙ্কধৃত-
পদ্মপুরাণবচনং॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ৫॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে॥ সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান। তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ দেন দান॥ কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা। কুণ্ডের

জল ছিল, তাহাতেই গিয়া স্নান করিলেন। তদ্দর্শনে গ্রামস্থ লোকের মন বিস্মিত হইল, তখন মহাপ্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তব করিয়া কহিলেন, "সমস্ত গোপী হইতে যেমন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী" প্রিয়তমার সরোবর হেতু শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়॥ ৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে
৪১ অঙ্কধৃত পদ্মপুরাণের বচন যথা॥

যেমন শ্রীরাধা বিষ্ণুর প্রেয়সী তদ্রূপ তাঁহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম, যে হেতু সর্ব্বপ্রেয়সীগণ মধ্যে ঐ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা-রূপে পরিগণিত হইয়াছেন॥ ৫॥

যে কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শ্রীরাধিকার সঙ্গে জলে জলকেলি এবং তীরে রাসরঙ্গ করেন, সেই কুণ্ডে যে ব্যক্তি একবার মাত্র স্নান করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে শ্রীরাধার তুল্য প্রেম দান করেন, যেমন শ্রীরাধার

মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥ ৬ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে সপ্তমসর্গেব্যধিকশতশ্লোকে

গ্রন্থকারবাক্যং ॥

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-

র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।

প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ-

তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ৭ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ এবং বৃন্দাবনং পরিক্রম্য রাধাকুণ্ডং গত্বা তন্মহিমানং বর্ণয়তি শ্রীরাধেতি। তদীয়সরসী শ্রীরাধাকুণ্ডাখ্যা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠা প্রিয়তমা কা ইব রাধেব কৈঃ করণৈঃ স্বৈরদ্ভুতৈঃ স্নিগ্ধস্বচ্ছগন্ধপানস্নানাদিভির্গুণৈঃ। যস্যাং সরস্যাং অনিশং নিরন্তরং শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ প্রীত্যা পরমহর্ষেণ তয়া রাধয়া সহ ক্রীড়তি বিহরতি। পূর্ব্বার্দ্ধেন মাধুর্য্যমুক্ত্বা পরার্দ্ধেন মহিমানমাহ। যস্যাং সকৃৎ একবারং স্নানকৃজ্জনঃ অস্মিন্ হরৌ বত আশ্চর্য্যং রাধিকা ইব প্রেম লভতে প্রাপ্নোতি। তত্তস্মাদ্ধেতোস্তস্যা মহিমা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং কেন জনেন বর্ণ্যোঽস্তু বর্ণনীয়ো ভবতু অর্থান্ন কেনাপি শক্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মধুরিমা তদ্রূপ কুণ্ডের মাধুরী, আর যেমন শ্রীরাধার মহিমা, তদ্রূপ কুণ্ডের মহিমা জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ৭ সর্গে

১০২ শ্লোকে গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥

ইতঃপূর্ব্বে যে কুণ্ডের বর্ণন করিয়া আসিলাম, ঐ সরসীই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা তুল্য প্রেয়সী, ব্রজের পূর্ণচন্দ্র মাধব উহার গুণে বশীভূত হইয়া উহাতে নিরন্তর শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি উহাতে একবার মাত্র স্নান করেন, তিনি শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাজন হইয়া থাকেন, অতএব ধরামণ্ডলে এমন কে আছে যে, ঐ সরসীর মহিমা ও মধুরিমা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ৭ ॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা। তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা সঙরিঞা॥ কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল। ভট্টাচার্য্য দ্বারে মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল॥ তবে চলি আইলা প্রভু সুমন-সরোবর। তাঁহা গোবর্দ্ধন দেখি হৈলা বিহ্বল॥ গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ। এক শিলা আলিঙ্গিয়া হৈল উনমত্ত॥ ৮॥ প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম। হরিদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম॥ মথুরাপদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস। হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥ হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা। লোক সব দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিঞা॥ প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার। হরিদেব ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাকক্রিয়া কৈল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল॥ সেই রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে। রাত্রে মহা-

---

গৌরাঙ্গদেব এইরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তুতিকরণানন্তর কুণ্ডলীলা স্মরণ করত তত্তীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া তিলক করিবেন এবং ভট্টাচার্য্যদ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া লই-লেন। তৎপরে মহাপ্রভু কুসুমসরোবরে আগমন করত তথায় গোবর্দ্ধন দর্শন করিয়া বিহ্বল হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক এক শিলা আলি-ঙ্গন করিয়া উন্মত্ত হইলেন॥ ৮॥

তদনন্তর প্রেমে মত্ত হওত গোবর্দ্ধন গ্রামে আসিয়া হরিদেবকে দর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। মথুরারূপ পদ্মের পশ্চিমদলে নারায়ণের আদি প্রকাশ হরিদেব বাস করেন। মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিদেবের অগ্রে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, লোকসকল আশ্চর্য্য শুনিয়া দর্শন করিতে আগমন করিল। তাহারা প্রভুর সৌন্দর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইল, হরিদেবের মহাপ্রভুর সৎকার করিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য পাক করি-

প্রভু মনে করিলা বিচারে ॥ গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব। গোপালদেবের দর্শন কেমনে পাইব ॥ এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি রহিলা। জানি গোপাল ম্লেচ্ছ-ভয় ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারস্য বাক্যং ॥

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ১০ ॥

অনারুরুক্ষবে ইতি। শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীগোপালদেবো গিরের্গোবর্দ্ধনাৎ অবরুহ্য ভূমৌ অবতীর্য্য গৌরায় স্বস্মৈ স্বীয়রূপায় স্বং আত্মানং অদর্শয়ৎ দর্শিতবান্। অবরোহণে হেতুগর্ভবিশেষণদ্বয়-মাহ শৈলং অনারুরুক্ষবে গোবর্দ্ধনং আরোঢ়ুমনিচ্ছবে যতো ভক্তাভিমানিনে কদাপি রসমাস্বাদিতুং ভক্তমিব আত্মানং অভিমন্যতে ভক্তাভিমানী তস্মৈ ভক্তাভিমানিনে তুম্ গর্ভাচ্চতুর্থী প্রকাশভেদেনাভিমানভেদঃ জ্ঞেয়ং। গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস ইতি স্মরণাৎ ॥ ৩ ॥

লেন, মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ভিক্ষা করিলেন এবং সেই রাত্রি হরিদেবের মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া রাত্রে মনোমধ্যে বিচার করিলেন, আমি কখনও গোবর্দ্ধনের উপর আরোহণ করিব না, কিরূপে গোপাল-দেবের দর্শন প্রাপ্ত হইব, এই মনে করিয়া প্রভু মৌন ধারণপূর্ব্বক অবস্থিত আছেন, গোপালদেব জানিতে পারিয়া ভঙ্গীক্রমে ম্লেচ্ছ-ভয় উত্থাপিত করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥

আপনি স্বয়ং ভক্ত অভিমান করত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা না করায় শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া গৌরাঙ্গকে আপনার নিজ মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন ॥ ১০ ॥

অন্নকূটনাম গ্রামে গোপালের স্থিতি। রাজপুতলোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥ এক জন আসি রাত্রে গ্রামিকে কহিল। তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধাড়ি সাজিল॥ আজি রাত্রে পলাহ না রহিও এক জন। ঠাকুর লঞা ভাগ আসিবে কালযবন॥ শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হৈল। প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলিগ্রামে থুইল॥ ১১॥ বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন। গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন॥ ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে। মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥ ১২॥ প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান। গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥ গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা। নাচিতে লাগিলা এই শ্লোক পড়িঞা॥ ১৩॥

অন্নকূটনামক গ্রামে গোপালদেব অবস্থিতি করেন, সেই গ্রামে রাজপুতদিগের বসতি স্থান হয়, একজন রাত্রে আসিয়া গ্রামস্থ লোককে কহিল, তোমাদের গ্রাম মারিতে তুড়ুকধাড়ি সকল সাজিয়াছে, আজি রাত্রে পলায়ন কর, কেহ একজন গ্রামে থাকিও না, ঠাকুর লইয়া পলায়ন কর, কালযবন আসিতেছে, গ্রামের লোকসকল শুনিয়া চিন্তাকুল হইয়া প্রথমে গোপাল লইয়া গাঠুলিগ্রামে স্থাপন করিল॥ ১১॥

তথায় এক ব্রাহ্মণের গৃহে নির্জ্জনে গোপালের সেবা হইতে লাগিল, সমস্ত লোক পলায়ন করাতে গ্রাম উজাড় হইয়া গেল। এই প্রকার ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল বারম্বার পলায়ন করেন, কখন মন্দির ত্যাগ করিয়া কুঞ্জে (লতাচ্ছাদিত বৃক্ষমূলে) এবং কখন বা গ্রামান্তরে অবস্থিতি করেন॥ ১২॥

মহাপ্রভু প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় যাত্রা করিলেন। অনন্তর গোবর্দ্ধন দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক পাঠ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে
অষ্টাদশশ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং ॥

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ২১। ১৮। হন্তেতি হর্ষে। হে সখ্যঃ অয়মদ্রির্গোবর্দ্ধনো ধ্রুবং হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ। কুত ইত্যত আহুঃ। যস্মাদ্রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন প্রমদো যস্য সঃ। তৃণাঙ্কুরাদ্যমিষেণ রোমহর্ষদর্শনাৎ। কিঞ্চ, যদযস্মান্মানং তনোতীতি। সহ গোভির্গণেন সখি-সমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দমূলৈশ্চ যথোচিতং। অতোঽয়মতি ইত্যর্থঃ ॥

তোষণ্যাং। হন্তেতি। অয়মিতি তদানীং শ্রীগোবর্দ্ধনাস্তিক এব তাসাং নিবাসেন সাক্ষাদঙ্গুল্যা দর্শনাৎ। জগতোঽশেষং পাপং দুঃখং চিত্তঞ্চ যথাযথং হরতীতি হরিস্তদধিষ্ঠাতা দেবঃ শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধঃ। তৎ স্বভাবকেষু তস্য দাসেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। তদ্বর্য্যত্বমেব ফলাভিব্যক্তিদ্বারা দর্শয়ন্তি। যদ্রামেতি। প্রকৃষ্টো মোদো হর্ষঃ রোমাঞ্চ স্বেদাশ্রুাদিস্বরূপ-তৃণাঙ্কুরাদ্যমার্দ্রতা জলবিন্দুস্রাবাদিলক্ষণঃ। তনোতীতি। সর্ব্বৈরন্যৈরপি ক্রিয়মাণং মানময়ং বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ। পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বাদীনি। দীর্ঘত্বমার্ষং ছন্দোনুরোধাৎ সুযবসানি কোমলানি পুষ্টিবর্দ্ধনানি দুগ্ধসম্পাদকানি। যদ্বা, পানীয়ং সুবতে ক্ষরন্তি পানীয় নির্ঝরাঃ। ভূ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। উপবেশাদ্যর্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ। কন্দরা গুহাঃ। কৈশ্চ তত্রত্য রত্নপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপাদর্শাদযোপ্যুপলক্ষ্যা। যথা সম্ভবঞ্চ তৈস্তেষাং মনো জ্ঞেয়ং। হে অবলা ইতি তত্র যুষ্মাকং শক্ত্যভাবেন তাদৃশ সেবাভাগ্যং ন ঘটতে তাহো বত

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে
বেণুগীত শ্রবণ করিয়া গোপীবাক্য যথা ॥

হে সখীগণ! এই অদ্রি (গোবর্দ্ধন) নিশ্চয় হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই গিরি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শদ্বারা প্রমোদিত হইয়া পানীয়, শোভন তৃণ, কন্দর এবং কন্দ (মূল) দ্বারা গো ও বয়স্য

পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ। ইতি ॥ ১৪ ॥

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নানে। তাঁহাই শুনিল গোপাল গাঠুলিগ্রামে ॥ সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন। প্রেমাবেশে মত্ত করে কীর্ত্তন নর্ত্তন ॥ গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ। এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ ॥ ১৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহর্য্যাং
ষড়্বিংশাঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। ইতি ॥১৬॥

বৈভবমিতি ভাবঃ। অন্যৎস্পষ্টং ॥ ১৪ ॥

বামেতি। তামরসাক্ষস্য পদ্মনেত্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স বামো ভুজদণ্ডঃ বো যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। যেন ভুজদণ্ডেন গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং নীতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ১৬ ॥

সকল সহ রামকৃষ্ণের পূজা বিস্তার করিতেছে ॥ ১৪ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু গোবিন্দকুণ্ড প্রভৃতিতে স্নান করিলেন, সেইস্থানে শুনিতে পাইলেন, গোপাল গাঠুলিগ্রামে অবস্থিত আছেন। তখন সেই গ্রামে গিয়া গোপাল দর্শনপূর্ব্বক প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোপালের সৌন্দর্য্য দর্শনে মহাপ্রভুর আবেশ হওয়াতে এই শ্লোক পাঠ করত নৃত্য করিতে লাগিলেন, নৃত্য করিতে করিতে দিবা অবসান হইল ॥ ১৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে প্রথমলহরীর ২৬ অঙ্কে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা ॥

অহে ভক্তবৃন্দ! পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের যে বাম ভুজদণ্ড কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ক্রীড়াকন্দুকিত হইয়াছিল, সেই বাম ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা। চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে চলিলা॥ গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি। আনন্দে কোলাহল লোক বলে হরি হরি॥ গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে। প্রভুবাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥ এইমত গোপালের করুণস্বভাব। যেই ভক্তের যবে দেখিতে হয় ভাব॥ দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে। কোন ছলে গোপাল উতরে আপনে॥ কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে। সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥১৭॥ পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন। এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন॥ ১৮॥ বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে দূর যাইতে। বাঞ্ছা হৈল গোপালের

মহাপ্রভু এইমত তিন দিন গোপাল দর্শন করিলেন, চতুর্থ দিবসে শ্রীগোপালদেব নিজমন্দিরে যাত্রা করিলেন, মহাপ্রভু গোপালদেবের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য গীত করিয়া যাইতে লাগিলেন, আনন্দে লোকসকল হরি হরি বলিতে লাগিল। গোপালদেব মন্দিরে গমন করিলেন, মহাপ্রভু তলদেশে অবস্থিত রহিলেন, এইরূপে গোপালদেব মহাপ্রভুর সমস্ত বাঞ্ছাপূর্ণ করিলেন। গোপালদেব এরূপ করুণস্বভাব যে, যখন যে ভক্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আরোহণ করেন না, তখন কোন্ ছলে গোপালদেব স্বয়ং নিম্নদেশে অবতরণ করেন, কখন কুঞ্জে থাকেন এবং কখন বা গ্রামান্তরে অবস্থিতি করেন, সেই ভক্ত সেইস্থানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন॥ ১৭॥

রূপ সনাতন দুই জন পর্ব্বতে আরোহণ করেন না, এজন্য গোপালদেব তাঁহাদিগকে এইরূপে দর্শন দান করিয়াছেন॥ ১৮॥

বৃদ্ধকালে রূপগোস্বামী দূরে গমন করিতে পারেন না, কিন্তু গোপা-

সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল আইল মথুরানগরে। একমাস রহিলা বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে ॥ তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লৈঞা। এক মাস দর্শন কৈলা মথুরা রহিঞা ॥১৯॥ সঙ্গেত গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ। রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি আর লোকনাথ। ভূগর্ভগোসাঞি আর শ্রীজীব-গোসাঞি। শ্রীযাদবাচার্য্য আর গোবিন্দগোসাঞি ॥ শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুই জন। শ্রীগোপালদাস আর দাস নারায়ণ ॥ গোবিন্দভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস। পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান লঘু হরিদাস ॥ এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজসঙ্গে। শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে ॥ একমাস রহি গোপাল গেলা নিজ-স্থানে। শ্রীরূপগোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥২০॥ প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপার ব্যাখ্যানে। তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্য-

লের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তখন গোপালদেব ম্লেচ্ছভয়ে মথুরানগরে আগমন করিয়া বিট্‌ঠলেশ্বরের (শ্রীবল্লবাচার্য্যের পুত্রের) গৃহে অবস্থিতি করিলেন, ঐ সময়ে রূপগোস্বামী নিজগণ সঙ্গে লইয়া মথুরায় বাস করত একমাস দর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীরূপগোস্বামির সঙ্গে গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস, রঘুনাথভট্ট, লোক-নাথ, ভূগর্ভগোস্বামী, শ্রীজীবগোস্বামী, যাদবাচার্য্য, গোবিন্দগোস্বামী, উদ্ধবদাস, মাধব, গোপালদাস, নারায়ণদাস, গোবিন্দভকত, বাণী কৃষ্ণ-দাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান ও লঘু হরিদাস। শ্রীরূপগোস্বামী এই সকল মুখ্য ভক্তকে আপনার সঙ্গে লইয়া বহু কৌতুকে শ্রীগোপালদেবের দর্শন করিলেন ॥ ২০ ॥

গোপালদেব মথুরায় একমাস অবস্থিতি করিয়া নিজস্থানে গমন করি-লেন, তখন শ্রীরূপগোস্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥২০॥

প্রস্তাবে এই গোপালদেবের কথা বর্ণন করিলাম। তৎপরে মহা-

বনে॥ প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে কহিল। সেইরূপে বৃন্দাবন যাবৎ ভ্রমিল॥২১॥ তাঁহা লীলাস্থান দেখি গেলা নন্দীশ্বর। নন্দীশ্বর দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল॥ পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিঞা। লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে চড়িয়া॥ কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে। লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥ দুইদিগে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর। মধ্যে এক থোঁড়া শিশু ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥ শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া। তিন মূর্ত্তি দেখে সেই গোফা উঘাড়িয়া॥ ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ-চন্দন। প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥ সবদিন প্রেমাবেশে

প্রভু কাম্যবনে গমন করিলেন, মহাপ্রভুর গমনের পরিপাটী পূর্ব্বে যেরূপ কহিয়াছি, বৃন্দাবনে যত ভ্রমণ করিয়াছেন, সেইরূপ ক্রমে বৃন্দাবনের সকল স্থানে ভ্রমণ করিলেন॥ ২১॥

অনন্তর কাম্যবনে লীলাস্থান সকল দর্শন করিয়া তথা হইতে নন্দীশ্বরে গমন করিলেন, মহাপ্রভু নন্দীশ্বর দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন, তৎপরে পাবনাদি সরোবর ও কুণ্ডে স্নান করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করত লোকসকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পর্ব্বতের উপরে কি কোন দেবমূর্ত্তি আছেন? তাহাতে লোকসকল কহিল, পর্ব্বতগুহামধ্যে দেবমূর্ত্তি আছেন, সেই দেবমূর্ত্তি এইরূপ দেখিতে আশ্চর্য্য যে, দুই দিকে মাতা পিতা আছেন, তাঁহাদিগের শরীর অতিশয় পুষ্ট, ঐ দুইয়ের মধ্যে একটী ত্রিভঙ্গ সুন্দর থোঁড়া (খঞ্জ) শিশু আছে॥ ২২॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া মনে আনন্দিত হওত সেই গোফা (গুহা) উদ্ঘাটন করিয়া তিন মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর চরণবন্দনা করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সেইস্থানে সমস্ত দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিয়া তথা হইতে খদির-

নৃত্য গীত কৈলা। তাঁহা হৈতে চলি প্রভু খদিরবণ আইলা॥ ২৩॥ লীলাস্থল দেখি দেখি গেলা শেষশায়ী। লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পঢ়েন গোসাঞি॥ ২৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে

ঊনবিংশঃ শ্লোকঃ॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
[illegible]ঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং ন ইতি॥ ২৪॥ *

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবণ আইলা। যমুনাতে পার হৈঞা

বণে চলিয়া আসিলেন, লীলাস্থল দেখিতে দেখিতে শেষশায়ী আগমন করিয়া লক্ষ্মীকে দর্শন করত এই শ্লোক পাঠ করিলেন॥ ২৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে

১৯ শ্লোকে যথা॥

গোপীগণ অবশেষে প্রেমধর্ষিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা স্তনের উপরে সম্মর্দ্দনশঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণদ্বারা এখন অটবী ভ্রমণ করিতেছ, তোমার এই চরণকমল কি সূক্ষ্ম পাষাণাদিদ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তাহা ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে, যেহেতু তুমিই আমাদের পরমায়ুঃ॥ ২৪॥

তদনন্তর খেলাতীর্থ দর্শন করিয়া ভাণ্ডীরবণে আগমন করিলেন,

---

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৪ পরিচ্ছেদে ১৪৮ অঙ্কে ১৪০ পৃষ্ঠায় আছে॥

ভদ্রবণ গেলা ॥ শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন। মহাবন গিঞা জন্ম-স্থান দরশন ॥ যমলার্জ্জুন ভঞ্জনাদি দেখি লীলাস্থল। প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরানগরে। জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে ॥ লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িঞা। একান্তে অক্রূরতীর্থে রহিলা আসিঞা ॥ ২৫ ॥ আর দিন প্রভু আইলা দেখিতে বৃন্দাবন। কালিহ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥ দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশীতীর্থ আইলা। রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়। হাসে নাচে কান্দে পড়ে উচ্চস্বরে গায় ॥২৬ এই রঙ্গে সেই দিন তাঁহা গোঙাইলা। সন্ধ্যাতে অক্রূরে আসি ভিক্ষা

তৎপরে যমুনাপার হইয়া ভদ্রবণে গিয়া উপনীত হইলেন, তাহার পর শ্রীবন ও লোহবন দেখিয়া মহাবনে গিয়া জন্মস্থান দর্শন করিলেন। ঐ স্থানে যমলার্জ্জুনভঞ্জনপ্রভৃতি লীলাস্থান দেখিয়া প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর মন বিচলিত হইল। তদনন্তর গোকুল দেখিয়া মথুরানগরে আগমনপূর্ব্বক জন্মস্থান দর্শন করত সেই ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। ঐস্থানে লোকের সমারোহ দেখিয়া নির্জনে অক্রূরতীর্থে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু অন্য দিন বৃন্দাবন দেখিতে আসিয়া তথায় কালিয়হ্রদে এবং প্রস্কন্দনতীর্থে স্নান করিলেন, তৎপরে দ্বাদশাদিত্য তীর্থ হইতে কেশীতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার পর রাসস্থলী দর্শন করিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হওত কখন হাস্য, কখন রোদন এবং কখন বা উচ্চস্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

এই রঙ্গে সেই দিবস তথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে অক্রূরতীর্থে

নির্ব্বাহিলা ॥ প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান। তেঁতুলীর তলাতে আসি করিলা বিশ্রাম ॥ কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন। তার তলে পিণ্ডিবান্ধা পরম চিক্কণ ॥ নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর। বৃন্দাবন শোভা দেখে যমুনার নীর ॥ তেঁতুলীর তলে বসি করেন কীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন ॥২৭॥ অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে। লোকভীড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে ॥ বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে। নামসঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥ তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন। সবারে উপদেশ করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম। রাজপুতজাতি গৃহস্থ যমুনাপারে

গমন করত ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপরে পর দিন প্রাতঃকালে চীরঘাটে স্নান করিয়া তেঁতুলবৃক্ষের তলায় আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। ঐটী কৃষ্ণলীলাকালের পুরাতন বৃক্ষ, উহার নিম্নে পরম চিক্কণ পিণ্ডিকা নিবদ্ধ রহিয়াছে, উহার নিকটে যমুনা ও সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন এবং যমুনার জলের শোভা সন্দর্শন করিয়া তেঁতুলবৃক্ষের তলে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাহার পরে মধ্যাহ্ন কৃত্য করিয়া অক্রূরতীর্থে আগমন করত ভোজন করিলেন ॥২৭॥

অক্রূরতীর্থে লোকসকল প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল, মহাপ্রভু লোকভীড়ে সচ্ছন্দে কীর্ত্তন করিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, লোকসকল তৃতীয় প্রহর কালে মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হয়, মহাপ্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন কর বলিয়া তাহাদিগকে উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাসনামক একজন বৈষ্ণব আগমন করিলেন। ঐ ব্যক্তি

গ্রাম ॥ ২৮ ॥ কেশিস্নান করি তিঁহ কালিদহ যাইতে। আমলীতলাতে প্রভু দেখে আচম্বিতে ॥ প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকার। দণ্ডবৎ হঞা প্রভুকে করে নমস্কার ॥ ২৯ ॥ প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর। কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর ॥ রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর। মোর ইচ্ছা হয় হঙ বৈষ্ণবকিঙ্কর ॥ কিন্তু আজি মুঞি এক স্বপ্ন দেখিলুঁ। সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইলুঁ ॥ ৩০ ॥ প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি। প্রেমে মত্ত হৈল নাচে বলে হরি হরি ॥ প্রভুসঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আইলা। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ॥ প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা। প্রভুসঙ্গে

রাজপুতজাতি, গৃহস্থ এবং যমুনা পারে তাঁহার বসতিস্থান ॥ ২৮ ॥

উনি কেশিতীর্থে স্নান করিয়া কালিদহে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ আমলীতলাতে মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন। উনি প্রভুর রূপ ও প্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রভুকে নমস্কার করিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার ঘর কোথায়? কৃষ্ণদাস কহিলেন, আমি গৃহস্থ, পামর, রাজপুতজাতি, যমুনাপারে আমার গৃহ। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি বৈষ্ণবকিঙ্কর হই, কিন্তু আজ্ আমি একটী স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্নের প্রত্যয় জন্য আসিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩০ ॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতে রাজপুত হরিবল হরিবল বলিয়া প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল, তৎপরে মহাপ্রভুর সঙ্গে মধ্যাহ্নকালে অক্রূরতীর্থে আগমন করিলেন এবং মহাপ্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভোজন করিলেন। তদনন্তর প্রাতঃকালে প্রভুর

রহে গৃহ স্ত্রী পুত্র ছাড়িঞা॥ ৩১॥ বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইলা। যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিলা॥ একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে। বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥ প্রভু দেখি লোক কৈল চরণ বন্দন। প্রভু কহে কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন॥ লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহ জলে। কালিদহে নৃত্য করে ফণে রত্ন জ্বলে॥ সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক বিস্ময়। শুনি হাঁসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥ ৩২॥ এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন। সবে আসি কহে কৃষ্ণের পাইল দর্শন॥ প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল। সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥ মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণদরশন॥ নিজাজ্ঞানে

সঙ্গে জলপাত্র লইয়া আসিলেন এবং গৃহে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন॥ ৩১॥

অনন্তর বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইলেন, যেখানে সেখানে লোকসকল এই কথা কহিতে লাগিল। এক দিবস প্রাতঃকালে মথুরার লোকসকল বৃন্দাবন হইতে কোলাহল করিয়া আসিতেছিল, প্রভুকে দেখিয়া তাহারা চরণে প্রণাম করিল। তখন মহাপ্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আগমন করিলা, লোকসকল কহিল, কালিদহজলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়াছেন, তিনি কালিয়ের দেহে নৃত্য করিতেছেন, কালিয়ের ফণায় রত্ন জ্বলিতেছে, সকল লোক সাক্ষাৎ দেখিল ইহাতে বিস্ময় নাই, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন এ সমুদায় সত্য বটে॥ ৩২॥

এইরূপে তিন রাত্রি লোকসকল গমন করিল, সকলে আসিয়া বলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। প্রভুর অগ্রে লোকে কহিল, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলাম, কিন্তু সরস্বতী সত্যই কহাইলেন, মহাপ্রভুকে সত্য কৃষ্ণ দর্শন করিয়া আপনাদিগের অজ্ঞানে অসত্যকে তাহাদের সত্য বলিয়া

সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম ॥ ৩৩ ॥ ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে। আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে ॥ তবে প্রভু কহে তারে চাপড় মারিঞা। মূর্খের বাক্যে মূর্খ হও পণ্ডিত হইঞা॥ কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে। নিজ ভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে ॥ বাতুল না হও রহ ঘরেতে বসিয়া। কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি রাত্রে যায়া ॥ ৩৪ ॥ প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভুস্থানে আইলা। কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিলা ॥ ৩৫ ॥ লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িঞা। কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিঞা ॥ দূরে হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম। কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥ নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্ন-জ্ঞানে। জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা ভ্রম হইল ॥

তখন ভট্টাচার্য্য প্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন, প্রভো! অনুমতি দিউন, কৃষ্ণদর্শনে গমন করি। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া কহিলেন, তুমি পণ্ডিত হইয়া মূর্খ হইলা। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনদান করিবেন কেন? মূর্খ লোক নিজভ্রমে কোলাহল করিতেছে। তুমি বাতুল হইও না, গৃহে বসিয়া থাক, কল্য রাত্রে গিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ॥ ৩৪ ॥

প্রাতঃকালে ভদ্রলোকসকল প্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিলে প্রভু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কৃষ্ণ দর্শন করিয়া আসিতেছ? ॥ ৩৫ ॥

লোকসকল কহিল, কৈবর্ত্তেরা রাত্রে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালিয়া মৎস্য মারিয়া থাকে, দূর হইতে তাহা দেখিয়া লোকে বলিতেছে, কালিয়ের শরীরে শ্রীকৃষ্ণ নর্ত্তন করিতেছেন। মূঢ় লোক-দিগের নৌকায় কালিয়জ্ঞান ও দীপে রত্নবুদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা

এই সত্য হয় । কৃষ্ণকে দেখিল লোক এহ মিথ্যা নয় ॥ কিন্তু কাঁহো কৃষ্ণ দেখে ভ্রমে কাঁহো মানে । স্থাণু পুরুষে যৈছে বিপরীত জ্ঞানে ॥ প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণদরশন । লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ ॥ বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার । তোমা দেখি সব লোক হৈল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥ প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও । জীবাধমে বিষ্ণুজ্ঞান কভু না করিহ ॥ সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণ সম । ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥ জীব ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম । জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ৩৮ ॥

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে হ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরেত্যস্য

জালিয়াকে (কৈবর্ত্তকে) কৃষ্ণ করিয়া মানিতেছে । বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আগমন করিলেন, ইহাই সত্য হয়, লোকসকল কৃষ্ণকে দর্শন করিল, ইহাও মিথ্যা নহে, কিন্তু কাহাকে কৃষ্ণ দেখিল এবং ভ্রমে কাহাকে কৃষ্ণ করিয়া মানিতেছে, যেমন স্থাণু (পল্লবহীন শুষ্কবৃক্ষে) পুরুষ বলিয়া বিপরীত জ্ঞান হয় তদ্রূপ ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর প্রভু কহিলেন, তোমরা কোথায় কৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইলা । লোকসকল কহিল, তুমি সন্ন্যাসিরূপে জঙ্গম (গমনশীল) নারায়ণ, তুমি বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমাকে দেখিয়া লোকসকলের নিস্তার হইল ॥ ৩৭ ॥

প্রভু কহিলেন, বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা বলিও না, জীবাধমে কখন বিষ্ণুজ্ঞান করিও না । সন্ন্যাসী জীব এবং চিৎকণ অর্থাৎ কিরণের কণা সমান, শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং সূর্য্যতুল্য হয়েন, জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব কখন সমান নহে, যেমন জ্বলদগ্নিরাশি ও স্ফুলিঙ্গের কণ তদ্রূপ ॥ ৩৮ ॥

এই বিষয়ে প্রমাণ ভগবৎসন্দর্ভে "হ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা" এই

ব্যাখ্যায়াং ধৃতসর্ব্বজ্ঞসূক্তং ॥

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ৩৯ ॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম। সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ৪০ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে প্রথমবিলাসে ত্রিসপ্তত্যঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবচনং ॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৪১ ॥

জীবেশ্বরয়োর্ভেদমাহ হ্লাদিনীতি। ঈশ্বরো গোবিন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ সন্ নিত্যচিজ্জ্ঞান-আনন্দস্বরূপানন্দানাং বিগ্রহো মূর্ত্তির্ভবেৎ। কীদৃশঃ হ্লাদিন্যা সম্বিদা শক্ত্যা শ্লিষ্টো যুক্তো ভবেৎ। কিম্ভূতো জীবঃ। স্বাবিদ্যা স্বকীয়য়াবিদ্যয়া মায়য়া শক্ত্যা সংবৃতো যুক্তো ভবেৎ। কীদৃশঃ সংক্লেশানাং জন্মমৃত্যুজরাণাং নিকরঃ সমূহঃ যেষাং তেষাং তেষামাকরঃ নিবাসো স জীবঃ স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

যস্তু নারায়ণং দেবমিতি। যো জনঃ নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রদেবাদিভিঃ সহ সমত্বেন সমানত্বেন বীক্ষেত পশ্যতি স এবং নিশ্চিতঃ পাষণ্ডী সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত যথা ॥

যিনি হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট, তিনিই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর, আর যিনি স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা আবৃত তিনি জীব, সমস্ত ক্লেশের আকরস্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি জীব ও ঈশ্বর ইহাঁরা সমান, এই কথা বলে, সে পাষণ্ডী হয়, তাহাকে যম দণ্ড প্রদান করেন ॥ ৪০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসের প্রথমবিলাসে ৭৩ অঙ্কধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রের বচন যথা ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণদেবকে সমান করিয়া দেখে, সে নিশ্চয় পাষণ্ডী হয় ॥ ৪১ ॥

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীব মতি। কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥ আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন। দেহকান্তি পীতাম্বর কৈলে আচ্ছাদন॥ মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়। ঈশ্বর প্রভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥ অলৌকিক শক্তি তোমার বুদ্ধি অগোচর। তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥ স্ত্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল যবন। যেই তোমার একবার পায় দরশন॥ কৃষ্ণনাম লয় নাচে হয় উন্মত্ত। আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত॥ ৪২॥ দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার নাম শুনে। সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে॥ তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন। অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥ ৪৩॥

অনন্তর লোকসকল কহিতে লাগিল, আপনাতে কখন জীববুদ্ধি হইতেছে না, আপনার কৃষ্ণসদৃশ আকৃতি প্রকৃতি। আকৃতিতে আপনাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিতেছি, আপনি দেহকান্তি ও পীতাম্বর গোপন করিয়াছেন, মৃগমদকে বস্ত্রে বন্ধন করিয়া রাখিলে সে যেমন কখন গোপন থাকে না, তদ্রূপ আপনার ঈশ্বর-প্রভাব আচ্ছাদন করা যায় না, আপনার অলৌকিক শক্তি বুদ্ধির গম্য হয় না, আপনাকে দেখিয়া জগৎ প্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি চণ্ডাল, কি যবন, যে ব্যক্তি একবারমাত্র আপনার দর্শন প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি কৃষ্ণনাম লইতে থাকে, নৃত্য করে, উন্মত্ত হয় এবং সে আচার্য্য হইল ও সে জগৎকে নিস্তার করিল॥ ৪২॥

দর্শনের কার্য্য থাকুক, যে ব্যক্তি আপনকার নাম শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয় এবং ত্রিভুবনকে উদ্ধার করে। আপনকার নাম শুনিয়া চণ্ডাল পবিত্র হয়, আপনকার অলৌকিক শক্তি, তাহা কথন বাক্যের গোচর হয় না॥ ৪৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে
ষষ্ঠশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং ॥

* যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥৪৪॥

এইমত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিলা। প্রেম নামে মত্ত লোক

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির বাক্য যথা ॥

দেবহূতি কহিলেন, হে ভগবন্! শ্বপচও যদি কদাচিৎ তোমার নাম শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন কিম্বা তোমাকে নমস্কার অথবা তোমার স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে, এ কথা আর বক্তব্য কি? অতএব তোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

এই মহিমা আপনকার তটস্থ লক্ষণ †। স্বরূপ লক্ষণে § আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন হয়েন। মহাপ্রভু সেই সকল লোকের প্রতি কৃপা করিলেন, তাহাতে তাহারা প্রেমে মত্ত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল ॥ ৪৫ ॥

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ১৬ পরিচ্ছেদে ৭৫ অঙ্কে ৬৫৯ পৃষ্ঠায় আছে।

† তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থলক্ষণত্বং।

অস্যার্থঃ। লক্ষ্যবস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া যে লক্ষণ তদ্বোধক হয়, তাহার নাম তটস্থলক্ষণ। যেমন দেবদত্তের গৃহ কাকবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার গৃহে কাঁক বসিয়া আছে, ঐ গৃহটী দেবদত্তের, এইস্থানে কাক গৃহ হইতে ভিন্ন হইয়া গৃহের পরিচায়ক হইল, তদ্রূপ শ্বপচপ্রভৃতি আপনার তটস্থলক্ষণে পবিত্র হইল ॥ (বহিরাঙ্গ কার্য্যদ্বারা বস্তুর বোধক)

§ তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং স্বরূপলক্ষণত্বং ॥

অস্যার্থঃ। লক্ষ্যবস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া যে লক্ষণ তদ্বোধক হয়, তাহার নাম স্বরূপলক্ষণ অর্থাৎ যেমন প্রকৃষ্ট প্রকাশ চন্দ্রমা এস্থানে প্রকাশ চন্দ্র হইতে অভিন্ন হইয়া চন্দ্রের বোধক হইল, ইহাকেই স্বরূপ লক্ষণ বলে। এস্থলে আপনি আকৃতি প্রকৃতিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন, ইহাই স্বরূপ লক্ষণ। (অন্তরঙ্গস্বরূপদ্বারা বস্তুর বোধক)

নিজঘর গেলা ॥ ৪৫ ॥ এইমত কতক দিন অক্রূরে রহিলা । কৃষ্ণনাম প্রেম দিঞা জগত তারিলা ॥ মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ । মথুরাতে ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ ॥ মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন । ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥ একদিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ । ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥ অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে । সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নীতে ॥ ৪৬ ॥ কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ । দৈন্য করি করে কেহ প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া । প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ৪৭ ॥ একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে । বসি মহাপ্রভু মনে করেন বিচারে ॥ এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল । ব্রজবাসী

মহাপ্রভু এইরূপে কতক দিন অক্রূরতীর্থে থাকিয়া কৃষ্ণনাম ও প্রেমদানদ্বারা জগৎ উদ্ধার করিলেন । মাধবপুরীর শিষ্য সেই ব্রাহ্মণ মথুরার গৃহে গৃহে নিমন্ত্রণ করাইতে লাগিলেন । মথুরার ব্রাহ্মণ-সজ্জন-প্রভৃতি যত মনুষ্য ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া নিমন্ত্রণ করেন, এক-দিবসে দশ বিশ গৃহে হইতে নিত্রমণ আইসে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য একটী-মাত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন । লোকে নিমন্ত্রণ দিতে অবসর প্রাপ্ত হয় না, তাহারা সকল ভট্টাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ দিতে সাধনা করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

অপর, কান্যকুব্জ, দাক্ষিণাত্য ও বৈদিক যে কোন ব্রাহ্মণ হউন, দৈন্য করিয়া ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রভুর নিমন্ত্রণ করেন । সেই ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে অক্রূরতীর্থে আগমনপূর্ব্বক রন্ধন-করিয়া শালগ্রামে সমর্পণ করত প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

মহাপ্রভু একদিবস অক্রূরঘাটের উপর উপবেশন করিয়া মনো-

লোক গোলোক দর্শন পাইল ॥ ৪৮ ॥ এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে। ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল। ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল ॥ তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইঞা। যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিঞা ॥ আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে। বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে ॥ লোকের সংঘট্ট নিমন্ত্রণের জঞ্জাল। নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥ বৃন্দাবন হৈতে যবে প্রভুরে কাঢ়িয়ে। তবে সে মঙ্গল এই কোন যুক্ত্যে হয়ে ॥ বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লঞা যাই।

মধ্যে বিচার করিলেন যে, এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ এবং ব্রজবাসিজনেরা গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

এই বলিয়া জলের উপর লম্ফ দিয়া পতিত হইলেন, মহাপ্রভু জলের ভিতরে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণদাস উচ্চরূপে চিৎকার করিতে লাগিলেন, ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসিয়া মহাপ্রভুকে জল হইতে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া নির্জ্জনে উপবেশন করত যুক্তি করিলেন। আজ্ আমি ছিলাম বলিয়া মহাপ্রভুকে উঠাইলাম, যদি বৃন্দাবনে ডুবেন, তাহা হইলে ইহাঁকে কে উঠাইবে ॥ ৪৯ ॥

এস্থানে লোকের সঙ্ঘট্ট, নিমন্ত্রণের উপদ্রব ও নিরন্তর প্রভুর আবেশ, ইহা ত ভাল দেখিতেছি না। বৃন্দাবন হইতে যদি প্রভুকে বাহির করিতে পারি, তবেই ত মঙ্গল, ইহা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিলে সিদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রভুকে প্রয়াগ লইয়া যাই, যদি গঙ্গাতীরের পথে যাই, তবেই সুখ প্রাপ্ত হইব, অগ্রে সোরোক্ষেত্রে * গিয়া গঙ্গা

---

* ব্রজমণ্ডলের পূর্ব্ববর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ একটী ঘাটের নাম, এক্ষণে বাঁধাও জেলার অন্তর্গত।

গঙ্গাতীরপথে যাই তবে সুখ পাই ॥ সোরোক্ষেত্রে যাই আগে করি গঙ্গাস্নান । সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে প্রয়াণ ॥ মাঘমাস লাগিল আসি ইবে যদি যাইয়ে । মকরে প্রয়াগস্নান কত দিন পাইয়ে ॥ ৫০ ॥ আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন । মকর প্রশংসি প্রয়াগ করিহ সূচন ॥ গঙ্গাতীর পথে সুখ জানাইহ তাঁরে। ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে ॥ ৫১ ॥ সহিতে না পারি প্রভু লোকের গড়বড়ি । নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায় । তোমার লাগ না পাইয়া মোর মাথা খায় ॥ তবে সুখ যবে গঙ্গাতীরপথে যাই । এবে যদি চলি প্রয়াগে মকরস্নান পাই ॥ উদ্বিগ্ন হইল চিত্ত সহিতে না পারি । প্রভুর যেই আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি ॥৫২ ॥ যদ্যপি

স্নান করি, সেই পথে প্রভুকে লইয়া প্রয়াগে গমন করিব । এক্ষণে মাঘমাস আসিয়া উপস্থিত হইল, এখন যদি চলিয়া যাই তাহা হইলে কতিপয় দিবস মধ্যে মকরে প্রয়াগস্নান প্রাপ্ত হইব ॥ ৫০ ॥

অপর, আপনি নিজ দুঃখ নিবেদনপূর্ব্বক মকর প্রশংসা করিয়া প্রয়াগের সূচনা করিবেন এবং তাঁহাকে গঙ্গাতীরপথের সুখ অবগত করাইবেন, তখন ভট্টাচার্য্য আসিয়া প্রভুকে কহিলেন ॥ ৫১ ॥

প্রভো ! লোকের গোলযোগ সহ্য করিতে পারি না, নিমন্ত্রণ লাগিয়া লোকসকল হুড়াহুড়ি (ঠেলাঠেলী) করিতেছে । তাহারা সকল প্রাতঃকালে আসিয়া আপনাকে না পাওয়াতে আমার দেখা পাইয়া আমার মাথা খায় অর্থাৎ আমাকে বিরক্ত করে, যখন গঙ্গাতীরের পথে গমন করিব, তখন আমার সুখ হইবে । এখন যদি আমরা চলিয়া যাই, তাহা হইলে প্রয়াগে মকরস্নান প্রাপ্ত হইব । চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে,

বৃন্দাবন ত্যাগে প্রভুর নাহি মন। ভক্তেচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন॥ তুমি আমা আনি দেখাইলে বৃন্দাবন। এই ঋণ আমি করিতে নারিব শোধন॥ যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব। যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব॥ ৫৩॥ প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল। বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥ বাহ্যবিচার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন। ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন॥ এত বলি প্রভুকে নৌকায় বসাইঞা। পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া॥৫৪॥ প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ। গঙ্গাতীর পথে যাইতে বিজ্ঞ দুই জন॥ যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা। বসিল সবার পথশ্রান্তি দেখিঞা॥ ৫৫॥

সুহ্য করিতে পারিতেছি না, প্রভুর যাহা আজ্ঞা হইবে, তাহাই মস্তকে ধারণ করিব॥ ৫২॥

যদ্যপি বৃন্দাবন ত্যাগে মহাপ্রভুর মন নাই, তথাপি ভক্তেচ্ছা সম্পন্ন করিতে মধুর বচনে কহিলেন, তুমি আমাকে আনিয়া বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, আমি এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব, তুমি যেস্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর, সেই স্থানেই যাইব॥ ৫৩॥

অনন্তর মহাপ্রভু প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিব জানিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। বাহ্যবিচার নাই, মন প্রেমাবিষ্ট হইয়াছে। তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, চলুন, মহাবনে গমন করি, এই বলিয়া প্রভুকে নৌকায় বসাইয়া যমুনা পার করিয়া লইয়া চলিলেন॥ ৫৪॥

প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেই ব্রাহ্মণ দুই জন গঙ্গাতীরের পথে যাইতে সুবিজ্ঞ। গমন করিতে সকলের শ্রান্তি দেখিয়া মহাপ্রভু সকলকে লইয়া

সেইবৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ। তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন॥ আচম্বিতে এক গোপ বাঁশী বাজাইল। শুনিতেই মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল॥ অচেতন হৈঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা। মুখে ফেণ পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা॥ ৫৬॥ হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা। ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা। প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার। এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥ এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইঞা। মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা॥ তবে পাঠান সেই পঞ্চ জনেরে বান্ধিল। কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল॥ ৫৭॥ কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়। সেই বিপ্র নির্ভয়

এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন॥ ৫৪॥

সেই বৃক্ষের নিকটে বহুতর গাভী চরিতেছিল, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর মন উল্লসিত হয়, ঐ সময়ে এক গোপ বংশীবাদ্য করিল, শুনিয়া মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল, তাহাতে তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে ফেণোদ্গম হইতে লাগিল এবং নাসিকায় শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল॥ ৫৬॥

এই সময়ে ঐ স্থানে দশ জন আসোয়ার অর্থাৎ অশ্বারোহী ম্লেচ্ছ পাঠান আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। ঐ ম্লেচ্ছগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া মনে করিল, এই যতির নিকট বহুতর স্বর্ণ ছিল, এই পাঁচ জন বাটপার (পথদস্যু) ইহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া ইহার সকল ধন হরণ করিয়া লইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া পাঠানগণ সেই পাঁচ জনকে বন্ধন করিল এবং তাঁহাদিগকে ছেদন করিতে চাহিলে তাঁহারা সকলে কাঁপিতে লাগিলেন॥ ৫৭॥

উহাঁদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাস জাতিতে রাজপুত এবং তিনি অতিশয়

সে মুখে বড় দড় ॥ বিপ্র কহে পাঠান তোমায় পাতসার দোহাই। চল তুমি আমি শিকদার পাশ যাই ॥ এই যতি আমার গুরু আমি মাথুর-ব্রাহ্মণ। পাতসার আগে আমার আছে শত জন ॥ এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত। অবহিঁ চেতন পাবে হইবে সম্বিৎ ॥ ক্ষণেক ইহাঁ বৈস বান্ধি রাখহ সবারে। ইহাঁকে পুছিয়া তুমি মারিহ আমারে ॥ ৫৮ ॥ পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন। গৌড়ীয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন ॥ কৃষ্ণদাস কহে মোর ঘর এই গ্রামে। দুই শত তুরকী আছে শতেক কামানে ॥ এখনি আসিব সব আমি যদি ফুকারি। ঘোড়া পিড়া লবে লুটি তোমা সবা মারি ॥ গৌড়ীয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।

নির্ভয় ছিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণ নির্ভয় এবং মুখে অতিশয় দৃঢ় ছিলেন, তিনি কহিলেন পাঠান! তোমাকে বাদসার দোহাই লাগে, তুমি চল, আমি শিকদারের নিকট গমন করিব। এই যতি আমার গুরু, আমি মথুরাদেশীয় ব্রাহ্মণ, বাদসাহের নিকট আমার শত শত লোক আছে, এই যতি ব্যাধিতে (রোগে) মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, এখনি চেতন পাইয়া সুস্থ হইবেন। তোমরা আমাদিগকে বান্ধিয়া ক্ষণকাল এইস্থানে অবস্থিতি কর, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদিগকে বধ করিও ॥ ৫৮ ॥

তখন পাঠান কহিল, তুমিও পশ্চিমা দুই জন সাধু, আর এই গৌড়ীয়া তিন জন ঠগ। এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস রাজপুত কহিলেন, এই গ্রামে আমার ঘর, আমার দুই শত তুরুক (যবন-পদাতিক) ও এক শত কামান আছে। আমি যদি ফুৎকার দিই, তাহা হইলে তাহারা এখনি আসিয়া তোমাদিগকে মারিয়া ঘোড়া পিড়া সমুদায় লুট করিয়া

তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার ॥ ৫৯ ॥ শুনি পাঠানের মনে সঙ্কোচ হইল। হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল ॥ হুঙ্কার করিয়া উঠে বলি হরি হরি। প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥ প্রেমাবেশে প্রভু যদি করয়ে চীৎকার। ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন। প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন ॥ ৬০ ॥ ভট্টাচার্য্য আসি ধরি প্রভু বসাইল। ম্লেচ্ছগণ আগে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ম্লেচ্ছগণ আসি দূরে বন্দিল চরণ। প্রভু আগে কহে এই ঠগ পঞ্চ জন ॥ এই পঞ্চ মেলি তোমায় ধুতূরা খাওয়াইয়া। তোমার ধন লৈল তোমা পাগল করিয়া ॥ ৬১ ॥ প্রভু কহে ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন।

লইবে। গৌড়ীয়াগণ বাটপার নহে, তোমরা সকলেই বাটপার, তীর্থবাসিকে লুট করিয়া আবার তাঁহাদিগকে মারিতে চাহিতেছ ॥ ৫৯ ॥

এই কথা শুনিয়া পাঠানের মনে সঙ্কোচ হইল, ইতিমধ্যে মহাপ্রভু চেতন পাইয়া হুঙ্কার ধ্বনি করত হরি হরি বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু যখন প্রেমাবেশে চীৎকার করিলেন, তখন ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল, তাহাতে ম্লেচ্ছগণ ভীত হইয়া পাঁচজনকে ছাড়িয়া দিলেন, প্রভু চেতন পাইয়া কাহারও বন্ধন দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬০ ॥

এই সময়ে ভট্টাচার্য্য আসিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া বসাইলেন, ম্লেচ্ছগণকে অগ্রে দেখিয়া মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন ম্লেচ্ছগণ আসিয়া দূর হইতে চরণ বন্দনা করিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে কহিল, এই পাঁচ জন ঠগ, ইহারা মিলিত হইয়া তোমাকে ধুতূরা খাওয়াইয়া পাগল করত তোমার ধন সকল হরণ করিয়া লইয়াছে ॥ ৬১ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, ইহারা আমার সঙ্গী, ঠগ নহে,

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন ॥ মৃগীব্যাধিতে মুঞি কভু হই অচেতন। এই পঞ্চ দয়া করি করেন পালন ॥ ৬২ ॥ ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরমগম্ভীর। কালাবস্ত্র পড়ে তারে লোকে কহে পীর ॥ চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া ॥৬৩ অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন। তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন ॥ সেই যাহা কহে প্রভু সকল খণ্ডিল। উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল ॥ ৬৪ ॥ প্রভু কহে তোমার শাস্ত্রে স্থাপে নির্ব্বিশেষে। তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষে ॥ তোমার শাস্ত্র শেষে কহে এক ঈশ্বর। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহ শ্যামকলেবর ॥ সৎ চিৎ আনন্দদেহ পূর্ণব্রহ্ম

আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমার কিছু ধন নাই, মৃগীব্যাধিতে আমি কখন কখন অচেতন হইয়া থাকি। এই পাঁচ জন দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করেন ॥ ৬২ ॥

ঐ ম্লেচ্ছের মধ্যে এক জন পরম গম্ভীর ছিল, সে কালবস্ত্র পরে, এজন্য তাহাকে লোকে পীর বলিয়া থাকে, মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া তাহার চিত্ত আর্দ্র হইল, তখন সে আপনার শাস্ত্র উত্থাপন করত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপন করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

যবন অদ্বয় ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলে, মহাপ্রভু তাহারই শাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিলেন। যবন যাহা বলে, মহাপ্রভু সকল খণ্ডন করিয়া দেন। যবনের মুখে উত্তর আসিতেছে না, মহাস্তব্ধ হইয়া পড়িল ॥ ৬৪ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার শাস্ত্রে নির্ব্বিশেষ স্থাপন করে, তাহা খণ্ডিয়া শেষে আবার সবিশেষ স্থাপন করিয়াছে, তোমার শাস্ত্রের শেষে বলিয়াছে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, শ্যামকলেবর,

রূপ। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়। স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তেঁহ সমাশ্রয়॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ। তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ॥ তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ সার॥ মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ। পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণসেবন॥ ৬৫॥ কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়ে স্থাপন। সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বরসেবন॥ তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান। পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান্॥ নিজশাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া। কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥ ৬৬॥ ম্লেচ্ছ কহে যে কহ সেই সত্য হয়। শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লৈতে না পারয়॥ নির্ব্বিশেষ গোসাঞি লঞা

সচ্চিৎ আনন্দমূর্ত্তি, পূর্ণব্রহ্ম রূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য ও সকলের আদি স্বরূপ। তাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, তিনিই স্থূল সূক্ষ্ম জগতের আশ্রয়। অপর তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য ও কারণের কারণ, তাঁহার ভক্তিদ্বারা জীবের সংসার নিস্তার হয়, আর তাঁহার সেবা না করিলে জীবের সংসার হইতে নিস্তার হয় না। অপর তাঁহার চরণে যে প্রীতি, তাহাই পুরুষার্থের সার। মোক্ষাদি আনন্দ তাহার এক কণামাত্র হয় না, তাঁহার চরণসেবা করিলে পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥৬৫

তোমার শাস্ত্রকারেরা অগ্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ স্থাপন করিয়া শেষে সমুদায় খণ্ডনপূর্ব্বক ঈশ্বরসেবা স্থাপন করিয়াছে। তোমার পণ্ডিত সকলের শাস্ত্র জ্ঞান নাই, পূর্ব্ব এবং পর এই দুই বিধির মধ্যে পর বিধিই বলবান্ হইয়া থাকে। তুমি আপনার শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখ, নির্ণয় করিয়া তাহাতে শেষে কি লিখিত আছে॥ ৬৬॥

ম্লেচ্ছ কহিল, যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য হয়, শাস্ত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কেহ লইতে পারে না। গোসাঞি (ঈশ্বর) নির্ব্বি-

করেন ব্যাখ্যান। সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান ॥ সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর ॥ ৬৭ ॥ অনেক দেখিল মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে। সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥ তোমা দেখি জিহ্বা মোর লয় কৃষ্ণনাম। আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান ॥ কৃপা করি কহ মোরে সাধ্য সাধনে। এত বলি পড়ে সেই প্রভুর চরণে ॥ ৬৮ ॥ প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলা। কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলা ॥ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ। সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ৬৯ ॥ রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম। আর এক পাঠানের নাম বিজুলিখান ॥ অল্প বয়স তেঁহ রাজার কুমার। রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥

শেষ হয়েন, ইহা লইয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু সাকার গোসাঞি যে সেব্য, ইহা কাহারও জ্ঞান নাই। আপনি সেই গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাকে কৃপা করুন, আমি অযোগ্য এবং পামর ॥ ৬৭ ॥

আমি ম্লেচ্ছশাস্ত্র অনেক দেখিয়াছি, তাহা হইতে সাধ্যসাধন বস্তু নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার জিহ্বা কৃষ্ণ-নাম লইতেছে, আমি বড় জ্ঞানী এই বলিয়া যে আমার অভিমান ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। আপনি আমাকে কৃপা করিয়া সাধ্যসাধন বলুন, এই বলিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, উঠ, কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার কোটি জন্মের পাপ গিয়াছে, তুমি পবিত্র হইলা। কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ, বারম্বার এই উপদেশ করায় সকলে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল এবং সকলের প্রেমা-বেশ হইল ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভু তাহার নাম রামদাস রাখিলেন, আর এক জন পাঠানের নাম বিজুলিখান ছিল, তাহার অল্পবয়স, সে রাজপুত্র হয়, রামদাস

কৃষ্ণ বলি পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়। প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥৭০॥ তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা। সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥ পাঠানবৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি। সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ সেই বিজুলিখান হৈল মহাভাগবত। সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরমমহত্ব ॥৭৪॥ ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ৭২ ॥ সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান। গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ প্রয়াণ ॥ সেই কৃষ্ণদাস বিপ্রে প্রভু বিদায় দিল। যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥ প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা সঙ্গে যাব। তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ॥ ম্লেচ্ছদেশ কেহ

প্রভৃতি যত পাঠান তাহার চাকর। সে ব্যক্তি কৃষ্ণ বলিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইল, মহাপ্রভু তাহার মস্তকে চরণ অর্পণ করিলেন ॥৭০॥

এইরূপে মহাপ্রভু তাহাদিগকে কৃপা করিয়া গমন করিলে সেই সকল পাঠান বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিল। পাঠানবৈষ্ণব বলিয়া তাহাদিগের খ্যাতি হইল, তাহারা সকল স্থানে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি গান করিতে লাগিল। আর সেই বিজুলিখান মহাভাগবত হইল, সকল তীর্থে তাহার পরমমহত্ব জন্মিল ॥ ৭১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এইরূপ লীলা করেন, তিনি পশ্চিমদেশে আসিয়া যবনাদি সকলকেও ধন্য করিলেন ॥ ৭২ ॥

সে যাহা হউক, তৎপরে মহাপ্রভু সোরোক্ষেত্রে আগমন করিয়া গঙ্গাস্নান করত গঙ্গাতীরপথে প্রয়াগ যাত্রা করিলেন। তিনি এই সময় কৃষ্ণদাস ও মথুরাবাসি ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা দুই জন যোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

প্রভো! আমরা দুই জন আপনকার সঙ্গে প্রয়াগ পর্য্যন্ত গমন

কাঁহা করয়ে উৎপাত। ভট্টাচার্য্য আর্য্য কহিতে না জানে বাত ॥ ৭৪ ॥ শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাঁসিতে লাগিলা। সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥ ৭৫ ॥ যেই যেই জন প্রভুর দর্শন পাইল। সেই সেই জন মহাভাগবত হৈল ॥ সেই প্রেমে মত্ত নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন। তার সঙ্গে অন্য অন্য তার সঙ্গে আন ॥ এইমত বৈষ্ণব হইল সব গ্রামে। সংসার তরিল গৌর ভগবানের নামে ॥ দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল। সেইমত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল ॥ ৭৬ ॥ এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা। দশদিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা ॥৭৭॥ বৃন্দাবন গমন প্রভুর

করিব, আপনকার চরণ দর্শন পুনর্ব্বার আর কোথা প্রাপ্ত হইব। এ দেশ ম্লেচ্ছের অধিকৃত, কেহ যদি কোনস্থানে উৎপাত করে, তাহা হইলে এই ভট্টাচার্য্য সরলপ্রকৃতি কথা কহিতে জানেন না ॥ ৭৪ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাঁসিতে লাগিলেন, তখন ঐ দুই জন মহাপ্রভুর সঙ্গ সঙ্গে প্রয়াগ যাত্রা করিলেন ॥ ৭৫ ॥

যে যে ব্যক্তি মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইল, তাহারা তাহারাই পরম ভাগবত হইল এবং তাহারা প্রেমে মত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করায়, তাহার সঙ্গে অন্য, তাহার সঙ্গে অন্য এবং তাহার সঙ্গে অপর, এইরূপে সমস্ত গ্রাম বৈষ্ণব হইয়া উঠিল এবং তাহারা ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের নামে সংসার নিস্তার করিল। মহাপ্রভু দক্ষিণ যাইতে যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশ্চিমদেশকেও প্রেমে ভাসাইয়া দিলেন ॥৭৬॥

মহাপ্রভু এইরূপে প্রয়াগে আগমন করিয়া ত্রিবেণীতে দশ দিবস মকরস্নান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

মহাপ্রভুর এই বৃন্দাবনগমন চরিত্র যাহা অনন্তদেব সহস্রবদনে

চরিত্র অনন্ত। সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত॥ তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্রজীব হৈঞা। দিগ্দরশন লাগি কহি সূত্র করিয়া॥ ৭৮॥ অলৌকিক লীলা প্রভুর নহে লোকরীতি। শুনিলেহ ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥ আদ্যোপান্তে চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান। শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥ যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ। আপনার মুণ্ডে সে আপনে পাড়ে বাজ॥ চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু। জগত আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু॥ ৭৯॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৮০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শনবিলাসো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ * ॥ ১৮॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি মধ্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়ামষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

বলিয়াও অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, জীব ক্ষুদ্র হইয়া তাহা কি বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? দিগ্দর্শন নিমিত্ত সূত্র করিয়া বর্ণন করিলাম॥ ৭৮॥

মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা, ইহা লোকরীতি নহে, ভাগ্যহীন লোক শুনিলে তাহার ইহাতে প্রতীতি হয় না। হে ভক্তগণ! আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলাকে অলৌকিক জানিবেন, ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করত সত্যকরিয়া মানুন, ইহাতে যে তর্ক করে, সে মূর্খের মধ্যে প্রধান, সে আপনার মস্তকে আপনি বজ্রপাত করায়। এই চৈতন্যচরিত্র অমৃতের সমুদ্র, যাহার একবিন্দুতে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইয়া যায়॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস এই চৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছেন॥ ৮০॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে শ্রীবৃন্দাবনবিলাস নাম অষ্টাদশ পরি-চ্ছেদ॥ * ॥ ১৮॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ শ্রীরূপ সনাতন রামকেলিগ্রামে। প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥ দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল। বহু ধন দিঞা

বৃন্দাবনীয়ামিতি। বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং রসকেলিবার্ত্তাং কথাং কালেন লুপ্তামাচ্ছন্নাং তাং স প্রভুঃ পুনর্ব্যতনোৎপ্রকাশিতবান্। প্রভুঃ কথম্ভূত উৎক উৎকণ্ঠিতঃ সন্ রূপে নিজশক্তিং নিজাসাধারণজ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিরূপশক্তিং সঞ্চার্য্য সঞ্চারং কৃত্বা কথমিব যথা প্রাক্ পূর্ব্বে সৃষ্ট্যাদৌ বিধৌ বিধাতরি নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য কালেন কালকৃতেন লুপ্তাং লোকসৃষ্টিং পুনর্ব্যতনোৎ তদ্বদিত্যর্থঃ। ততশ্চ শ্রীরূপদ্বারা রসকেলিবার্ত্তাং প্রকাশিতবানিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥১॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধীয় রসকেলিবার্ত্তা কালবশতঃ আচ্ছন্ন দেখিয়া যিনি উৎকণ্ঠিত হওত আপনার নিজ-অসাধারণ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ শক্তি রূপগোস্বামিতে সঞ্চার করত পুনর্ব্বার তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন যেমন বিধাতার প্রতি শক্তি সঞ্চার করত কালকৃত বিলুপ্ত সৃষ্টিকে পুনর্ব্বার বিস্তার করিয়াছেন তদ্রূপ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ ও সনাতন রামকেলিগ্রামে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া আপনার গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে দুই ভ্রাতা বিষয় ত্যাগের

দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইয়া দুই পুরশ্চরণ। অচিরাতে পাই-বারে চৈতন্যচরণ ॥ ৩ ॥ তবে শ্রীরূপগোসাঞি নৌকাতে ভরিঞা। আপনার ঘর আইলা বহু ধন লঞা ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ-ধনে। এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্বভরণে ॥ দণ্ড বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল। ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ গৌড়ে লঞা রাখিল মুদ্রা দশহাজারে। সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে ॥ ৪ ॥ শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রিগমন। বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ শ্রীরূপ নীলাচলে পাঠাইল দুই জন। প্রভু বৃন্দাবন যবে করেন গমন ॥ শীঘ্র আসি মোরে তবে দিবে সমাচার। শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥ ৫ ॥

উপায় উদ্ভাবন করিয়া বহু ধন দান পূর্ব্বক দুই জন ব্রাহ্মণকে বরণ করত অচিরাৎ চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি নিমিত্ত কৃষ্ণমন্ত্রে দুই পুরশ্চরণ করাইলেন ॥ ৩ ॥

তদনন্তর শ্রীরূপগোস্বামী বহুতর ধনে নৌকা পূর্ণ করিয়া আপনার গৃহে আগমন করিলেন। যত ধন লইয়া আসিলেন, তাহার অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে প্রদানপূর্ব্বক চতুর্থাংশ ধন কুটুম্বভরণ পোষণ জন্য দিলেন, আর অবশিষ্ট চতুর্থাংশ দণ্ড ও বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সঞ্চয় করিয়া ভাল ভাল ব্রাহ্মণদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। আর দশ-হাজার মুদ্রা গৌড়ে লইয়া রাখিলেন, সনাতনগোস্বামী মুদির গৃহে রাখিয়া তাহাই ব্যয় করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর শ্রীরূপগোস্বামী শুনিতে পাইলেন, শ্রীপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়াছেন, তথা হইতে বনপথে বৃন্দাবন যাইবেন। তখন শ্রীরূপ-গোস্বামী নীলাচলে দুই জন লোককে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করিবেন, তখন তোমরা শীঘ্র আসিয়া আমাকে সম্বাদ দিবা, শুনিয়া আমি তদ্রূপ ব্যবহার করিব ॥ ৫ ॥

এথা সনাতনগোসাঞি ভাবে মনে মন। রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥ কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়। তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥ অস্বাস্থ্যের ছল করি রহে নিজ ঘরে। রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥ লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে। আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা। ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥৬॥ এক দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে এক জন। আচম্বিতে গোসাঞি সভাতে কৈল আগমন। পাতসা দেখিয়া সবে সংভ্রমে উঠিয়া। সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥ ৭॥ রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল। বৈদ্য কহে ব্যাধি নহে সুস্থ যে দেখিল॥ আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা। কার্য্য ছাড়ি ঘরে

এস্থানে সনাতনগোস্বামী মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিলেন, রাজা আমাকে প্রীতি করেন, তাহা আমার বন্ধনস্বরূপ, কোনক্রমে রাজা যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহা হইলেই আমার কল্যাণ হইবে, এই নিশ্চয় করত, অস্বাস্থ্যের (পীড়ার) ছল করিয়া নিজগৃহে থাকিলেন, রাজকার্য্য ত্যাগ করিলেন, আর রাজদ্বারে গমন করেন না। লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে, আপনি নিজগৃহে থাকিয়া শাস্ত্রের বিচার এবং বিশ ত্রিশ জন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত লইয়া সভাতে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার করেন॥ ৬॥

এক দিন গৌড়েশ্বর এক জন লোকসঙ্গে লইয়া আচম্বিতে সনাতন-গোস্বামির সভায় আগমন করিলেন, বাদসাকে দেখিয়া সকলে সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজাকে উপবেশন করাইলেন॥ ৭॥

রাজা কহিলেন, তোমার নিকট বৈদ্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, বৈদ্য গিয়া কহিল, তাঁহার ব্যাধি নাই, তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া আসিলাম।

তুমি রহিলা বসিয়া ॥ মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলা নাশ। কি তোমার হৃদয়ে হয় কহ মোর পাশ ॥৮॥ সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম। আর এক জন দিয়া কর সমাধান ॥ তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার। তোর্ বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥ জীব বহু মারি সব চাকলা কৈল নাশ। এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ ॥ ৯ ॥ সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর। যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥১০॥ এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘর গেলা। পলাইবে জানি সনাতনেরে

আমার যে কিছু কার্য্য তাহা তোমাকে লইয়া হয়, তুমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিলা, আমার সমস্ত কার্য্য নষ্ট করিয়াছ, তোমার হৃদয়ে যাহা হয়, আমার নিকট বল ॥ ৮ ॥

তখন সনাতন কহিলেন, আমা হইতে এ কার্য্য হইবে না, আপনি অন্য এক জন দ্বারা সমাধন করুন। এই কথা শুনিয়া রাজা ক্রোধভরে পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার * বড় ভাই দস্যু ব্যবহার করে, সে বহু বহু জীব বধ করিয়া সমস্ত চাকলা (পরগণা) নাশ করিয়াছে, তুমি এখানে আমার সমস্ত কার্য্য নষ্ট করিলা ॥ ৯ ॥

সনাতন কহিলেন, আপনি গৌড়ের অধীশ্বর, স্বতন্ত্র পুরুষ, যে ব্যক্তি যেরূপ দোষ করে, আপনি তাহার তদনুরূপ ফল প্রদান করুন ॥১০॥

এই কথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর উঠিয়া গৃহে গমন করিলেন, সনাতন পলায়ন করিবেন জানিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। এই সময়ে রাজা উৎকলদেশ জয় করিতে যাইবেন, সনাতনকে কহিলেন, তুমি আমার

* লঘুতোষণীর শেষে শ্রীজীবগোস্বামী আপনাদিগের কুলের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় সনাতন, রূপ ও শ্রীবল্লভ ভিন্ন কুমারদেবের আরও পুত্র ছিলেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপার পাত্র হইতে পারেন নাই, একারণ তাঁহাদের নামোল্লেখ হয় নাই, এখানে বাদসা যাহাকে বড় ভাই কহিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ॥

বান্ধিলা ॥ হেনকালে চলিলা রাজা উড়িয়া মারিতে। সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাঁতে ॥ তেঁহ কহে তুমি যাবে দেবতা দুঃখ দিতে। মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ ১১ ॥ তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন। এথা নীলাদ্রি হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঞি আইলা। বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা ॥ ১২ ॥ শুনি শ্রীরূপ লিখিলা সনাতন ঠাঞি। বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥ আমি দুই চলিলাম, তাঁহাকে মিলিতে। তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে ॥ দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে। তাহা দিঞা শীঘ্র কর আত্মবিমোচনে ॥ যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দা-বন। এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥ ১৩ ॥ অনুপম মল্লিক তার

সঙ্গে উৎকলদেশে চল। সনাতন কহিলেন, আপনি দেবতাকে দুঃখ দিতে গমন করিতেছেন, আপনার সঙ্গে যাইতে আমার শক্তি নাই ॥ ১১

তখন রাজা সনাতনকে বান্ধিয়া রাখিয়া গমন করিলেন, এ দিকে মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমন করিলেন, তাহা দেখিয়া সেই দুই জন চর শ্রীরূপগোস্বামির নিকট আসিয়া "মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন করিলেন" এই কথা বলিল ॥

শ্রীরূপগোস্বামী এই কথা শুনিয়া সনাতনের নিকট পত্র লিখিলেন, চৈতন্যগোস্বামী বৃন্দাবন যাইতেছেন, আমরা দুই জন তাঁহাকে মিলিতে চলিলাম, আপনি যে কোনরূপে পারেন, তথা হইতে মুক্ত হইয়া আগমন করুন। সেই স্থানে মুদির নিকট দশসহস্র মুদ্রা রাখিয়াছি, তাহা দিয়া শীঘ্র আত্মমোচন করিবেন। যে কোনরূপে হউক, আপনি তথা হইতে মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিবেন, এই পত্র লিখিয়া দুই ভ্রাতায় গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনুপম মল্লিকের নাম শ্রীবল্লভ, তিনি পরম বৈষ্ণব এবং রূপ

বান্ধিলা॥ রূপগোসাঞির ছোট ভাই পরম-বৈষ্ণব॥ তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা। মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা॥ ১৪॥ মহাপ্রভু চলিয়াছেন মাধবদর্শনে। লক্ষ লক্ষ লোক আইল প্রভুর মিলনে॥ কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥ গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে॥ ১৫॥ ভীড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে। প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে॥ প্রেমাবেশে প্রভু নাচে হরিধ্বনি করি। ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি॥ ১৬॥ প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার। প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥ ১৭॥ দাক্ষিণাত্য বিপ্র

গোস্বামির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহাকে লইয়া শ্রীরূপগোস্বামী প্রয়াগে আগমন করিলেন, মহাপ্রভু রূপ আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন॥ ১৪॥

মহাপ্রভু মাধবদর্শনে গমন করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ রোদন, কেহ হাস্য, কেহ নৃত্য, কেহ গান এবং কেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। গঙ্গা ও যমুনা যে প্রয়াগকে ডুবাইতে সমর্থ হয়েন নাই, মহাপ্রভু সেই প্রয়াগকে প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিলেন॥ ১৫॥

অনন্তর লোকের ভীড় (সমারোহ) দেখিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ দুই ভ্রাতা নির্জ্জনে অবস্থিতি করিলেন, মাধবদর্শনে মহাপ্রভুর আবেশ হইল, তাহাতে তিনি হরিধ্বনি করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হরিবল, হরিবল, ইহাই বলিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

তখন লোকসকল প্রভুর মহিমা দেখিয়া চমৎকৃত হইল, প্রয়াগে মহাপ্রভু যেরূপ লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য॥ ১৭॥

সহ আছে পরিচয়। সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥ বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা। শ্রীরূপ বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা॥ দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা। দূরে প্রভু দেখি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥ নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বার বার। প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুঁহার॥ ১৮॥ শ্রীরূপ দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন। উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥ কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন। বিষয়কূপ হৈতে কাঢ়িল তোমা দুই জন॥ ১৯॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবত্যাঙ্কধৃতং
ইতিহাসসমুচ্চয়োক্তং ভগবদ্বাক্যং॥

দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় আছে, সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। মহাপ্রভু যখন ব্রাহ্মণগৃহে নির্জনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরূপ ও বল্লভ দুই ভ্রাতা আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, ঐ সময়ে তাঁহারা দুই জন দন্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করতঃ দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন এবং নানা শ্লোক পাঠপূর্ব্বক বারম্বার উঠিতে ও পড়িতে লাগিলেন, তথা প্রভুকে দর্শন করিয়া দুই জনের প্রেমাবেশ হইল॥ ১৮॥

অনন্তর শ্রীরূপকে অবলোকন করিয়া মহাপ্রভুর মন প্রসন্ন হইল, তখন "উঠ উঠ রূপ! আইস" এই বলিয়া কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের করুণা কিছু বলা যায় না, বিষয়কূপ হইতে তোমাদের দুই জনকে উত্তোলন করিলেন॥ ১৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসের ১০ বিলাসে
৯১ অঙ্কধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত-
ভগবদ্বাক্য যথা॥

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥ ২০ ॥

এত পড়ি প্রভু দুঁহা কৈল আলিঙ্গন । কৃপাতে দুঁহার মাথে ধরিল চরণ ॥ ২১ ॥ প্রভু কৃপা পাঞা দুঁহে দুই কর যুড়ি । দীন হঞা স্তুতি করে নানা শ্লোক পড়ি ॥ ২২ ॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ২৩ ॥

হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং । ন মে ভক্ত ইতি । চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেত্তর্হি ন মে প্রিয়ঃ । শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেত্তর্হি মম প্রিয় ইত্যর্থঃ । তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায়ৈব ॥ ২০ ॥

নমো মহাবদান্যায়েতি । যতঃ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদঃ অতো মহাবদান্যঃ মহাদাতা তস্মৈ কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে গৌরী ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মৈ কৃষ্ণায় তে তুভ্যং নমঃ । নমস্কারং করোমীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি আমার ভক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় হইতে পারেন না, শ্বপচ-চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় হয়, উক্ত প্রকার শ্বপচকেই দান করিবে এবং সেই শ্বপচের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আমি যেমন পূজ্য, সেই শ্বপচও আমার পূজনীয় হয় ॥ ২০ ॥

এই শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু দুই জনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃপা করিয়া দুই জনের মস্তকে চরণ অর্পণ করিলেন ॥ ২১ ॥

তখন মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া দুই জনে অঞ্জলিবন্ধন করত শ্লোক পাঠপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক যথা ॥

তুমি মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা ও কৃষ্ণস্বরূপ, তোমার নাম কৃষ্ণ-চৈতন্য এবং তুমি গৌরকান্তি, তোমাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথমসর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে
গ্রন্থকারবাক্যং ॥

যো জ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥২৪॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইল। সনাতনের বার্ত্তা কহ তাঁহারে পুছিল ॥ শ্রীরূপ কহেন তেঁহ বন্দি রাজঘরে। তুমি যদি উদ্ধার তবে হইব উদ্ধারে ॥ ২৫ ॥ প্রভু কহে সনাতনের হৈয়াছে মোচন। অচিরাতে আমা সনে হইব মিলন ॥ মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা। রূপ গোসাঞি সে দিবস তাঁহাই রহিলা ॥ ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল।

যোঽজ্ঞানমত্তমিতি। যঃ কৃপালুঃ অজ্ঞানমত্তং অসাবধানং ভুবনং উল্লাঘয়ন্ স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া করণভূতয়া প্রমত্তং প্রেমানন্দাবেশেন বিষয়াদ্যনুসন্ধানরহিতং অকরোৎ কৃতবান্ অমুং অদ্ভুতেহঃ অদ্ভুতচেষ্টিতং উন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্য ইত্যাদি দিশা পরমপুরুষার্থপ্রদাতারং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং অহং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি ॥ ২৪ ॥

গোবিন্দলীলামৃতের ১ সর্গে ২ শ্লোকে
গ্রন্থকারের বাক্য যথা ॥

যিনি অজ্ঞানমত্ত জীবগণের ভবরোগশান্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র, তিনিই প্রেমসম্পত্তিরূপ সুধাপান করাইয়া জগৎকে প্রমত্ত করিলেন, অতএব অদ্ভুতবাসনাপরতন্ত্র আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥

তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া সনাতনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ কহিলেন, তিনি রাজগৃহে বন্দী হইয়াছেন, আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই তাঁহার উদ্ধার হয় ॥ ২৫ ॥

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতনের মোচন হইয়াছে, অবিলম্বে আমার সহিত তাঁহার মিলন হইবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন করিতে কহিলেন, রূপগোস্বামী সেই দিবস সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের দুই জনকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা দুই

প্রভুর প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইল ॥ ২৬ ॥ ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসাঘর স্থান। দুই ভাই বাসা কৈল প্রভুসন্নিধান ॥ সে কালে বল্লভভট্ট রহে আড়াইল গ্রামে। মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে ॥ দণ্ডবৎ কৈল তিঁহ প্রভু আলিঙ্গিল। দুই জনে কৃষ্ণকথা কতক্ষণ হৈল ॥ কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল। ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥২৭॥ অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ। দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা। মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইলা ॥ দূরে হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া। ভট্টের দণ্ডবৎ কৈল মহাদীন হঞা। ॥ ২৮ ॥ ভট্ট মিলিবারে যায় দুঁহে পলায় দূরে। অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে ॥ ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ

ভ্রাতায় মহাপ্রভুর প্রসাদপাত্র প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

ত্রিবেণী উপরে মহাপ্রভুর বাসাগৃহ স্থান হয়, শ্রীরূপ ও বল্লভ ইহাঁরা দুই জন প্রভুর নিকটে গিয়া বাসা করিলেন। ঐ কালে বল্লভভট্ট আড়াইল গ্রামে বাস করেন, মহাপ্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কতক্ষণ দুই জনে কৃষ্ণকথার আলাপন হইল, কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উচ্ছলিত হইল, কিন্তু ভট্টের সঙ্কোচে তিনি তাহা সম্বরণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

পরন্তু অন্তরে প্রেম গর গর (বৃদ্ধিশীল) হইয়া রহিয়াছে, সম্বরণ হইতেছে না, তদ্দর্শনে বল্লভভট্টের মন বিস্মিত হইল। তখন ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু রূপ ও বল্লভ দুই ভ্রাতাকে ভট্টের সহিত মিলিত করাইলেন, দুই ভ্রাতা দূর হইতে ভট্টকে অবলোকন করিয়া দীনভাবে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভট্ট দুই জনকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, দেখিয়া দুই ভ্রাতা

মন। ভট্টেরে কহিল প্রভু তার বিবরণ॥ ইঁহা না স্পর্শিহ ইঁহো জাতি অতিহীন। বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ। দুইঁার মুখে কৃষ্ণনাম নিরন্তর শুনি। ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিতভঙ্গি জানি॥ ইহাঁর মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন। ইহঁত অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম॥ ২৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।

দূরে পলায়ন করিয়া নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মন্! আমি অস্পৃশ্য পামর, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, ইহা শুনিয়া ভট্টের বিস্ময় ও মহাপ্রভুর মন হৃষ্ট হইল। তখন মহাপ্রভু রূপের পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি জাতিতে অতি হীন, আপনি যাজ্ঞিক ও কুলীনশ্রেষ্ঠ। অতএব ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিবেন না, আমি ইহাঁদিগের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া থাকি। তখন ভট্ট মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত জানিয়া কহিলেন, ইহাঁদিগের মুখে কৃষ্ণনাম নর্ত্তন করিতেছেন, ইহাঁরা অধম নহেন, সর্ব্বোত্তম হয়েন॥ ২৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির বাক্য যথা॥

পুত্র! যে ব্যক্তির জিহ্বাতে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে শ্বপচ হইলেও, এই কারণে গরীয়ান্ হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচারী, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়া-

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যা

ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৩০ ॥

শুনি মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা । প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥ ৩১ ॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকো যথা ॥

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ।

শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥ ৩২ ॥

শুচিরিতি । শ্বপাকশ্চাণ্ডালোঽপি বুধৈঃ পণ্ডিতৈঃ শ্লাঘ্যঃ সমাদরণীয় ইত্যন্বয়ঃ । কস্মাৎ যতঃ শুচিঃ । শুচিঃ কুতঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ । সতী প্রশস্তা অব্যভিচারিণী চাসৌ ভক্তিশ্চেতি সদ্ভক্তিঃ সৈব দীপ্তাগ্নিস্তেন দগ্ধং দুর্জাতিকল্মষং চণ্ডালত্বং যস্য সঃ । বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠং । মনো । ইত্যাদ্যুক্তেঃ । ন বেদজ্ঞোঽপি বেদবিহিতকর্ম্মকর্ত্তাপি নাদরণীয়ঃ । অতো নাস্তিকঃ কুতঃ শ্রুতিফলরূপাং ভক্তিমনাদৃত্য বিষলতাবদাপাততো রমণীয়বাচি প্রবর্ত্ততে । যামিমাং পুষ্পিতাং বাচমিত্যাদ্যুক্তেঃ॥৩২

ছেন অর্থাৎ তোমার নামকীর্ত্তনেই তপস্যাদির সিদ্ধি হয়, অতএব তোমার নামকীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হয়েন ॥ ৩০ ॥

এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু ভট্টকে অনেক প্রশংসা করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া এই একটী শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে যথা ॥

যিনি শুচি এবং সদ্ভক্তিরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জাতি কল্মষ সকল দগ্ধ হইয়াছে, তিনি যদি শ্বপচ অর্থাৎ কুক্কুরভোজী নীচজাতিও হয়েন, তাহা হইলে তিনি পণ্ডিতগণের আদরণীয় হইয়া থাকেন, বেদজ্ঞ ব্যক্তিও যদি নাস্তিক হয়, তথাপি সে সন্তের আদরণীয় হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যলীলার ১১ পরিচ্ছেদে ৯৮ অঙ্কে ৪৩৩ পৃষ্ঠায় আছে ॥